Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৬১ ভাগ। ১২শ সংখ্যা।
১লা ও ১৬ই মাঘ, শুক্র, শনিবার, ১৩৩২ সাল, ১৮৪৭ শক, ৯৭ ব্রাহ্মাব্দ।
15th & 30th January, 1926.
বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

মা নববিধানবিধায়িনী জননি, তোমার নবভক্ত প্রার্থনা করিলেন, "হে প্রেমময়, সমক্ষে নূতন উৎসব পশ্চাতে পুরাতন জীবন। নবোদ্যমের সহিত যেন উৎসবে যোগ দিই। মহারাজাধিরাজ, তুমি আমাদিগকে অনুতাপ করিতে দাও। নববিধান আমাদের জীবন। এই আমাদিগের জীবনের কর্ম্ম। বিশ্বব্যাপী এক নূতন ধর্ম্ম জগতে আসিয়াছে, আমরা কয়জন তাহার দূত। হে পরম পিতা, তুমি দয়া করিয়া আমাদের পুরাতন জীবন কাড়িয়া লও। যাও পুরাতন জীর্ণ শীর্ণ জীবন যাও। হে নূতন মানুষ, তুমি অণ্ড ভেদ করিয়া এস। তোমার ক্ষুধার অন্ন পিপাসার জল, পথের কড়ি নববিধান। এই জীর্ণ আবরণ ভেদ করিয়া একটি প্রিয়দর্শন মানুষ বাহির হইবে—একেবারে নবীন। এই দিকে ছেলেমীর চূড়ান্ত, ঐ দিকে বুড়োমীর চূড়ান্ত। খুব ক্ষমা, দীনতা, বৈরাগ্য শিখিতে হইবে। পুরাতন মানুষ মরিয়া গিয়া আমাদের প্রত্যাদেশের নূতন মানুষ বাহির হইবে। যত কিছু বিবাদের কারণ চলিয়া যাইবে। হে বিধাতঃ, এই মানুষকে বাহির করিয়া তোমার বিধান পূর্ণ কর এই প্রার্থনা।" মা যদি আবার উৎসব আনিলে তবে আমাদের জীবনে তোমার ভক্তের এই প্রার্থনাই প্রতিধ্বনিত ও পূর্ণ কর। আমাদের পুরাতন মানুষ মরিয়া যাক। নববিধানের নূতন মানুষ বাহির হউক। পুরাতন মানুষ, পুরাতন জীবন, পুরাতন মন থাকিতে উৎসব করা হয় না। উৎসবের প্রারম্ভে পুরাতন পাপের জন্য সরল অন্তরে অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যেন এবার তোমার স্বর্গীয় উৎসবে যোগ দিই, এবং পরিবর্ত্তিত নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিতে পারি, এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

হে উৎসবের রাজা, উৎসবের পূর্ব্বে গম্ভীর করিয়া দাও। কেবল বাহ্যাড়ম্বরে ঘুরিতে দিও না। মনকে ফিরাইয়া দাও হৃদয়ের দিকে, যেখানে পাপ অনেক দিন হইতে বাস করিতেছে। শুদ্ধ না হইলে উৎসব করা বৃথা। চিত্তশুদ্ধির জন্য, সাধনের জন্য যথেষ্ট সময় তুমি দিয়াছিলে. এখন আর কোন ওজর করিবার নাই। হে কৃপাসিন্ধু, যাহা করিবার তুমি কর, প্রত্যেককে শুদ্ধ কর, উৎকৃষ্ট জীবন দাও, নিকৃষ্ট জীবন সংহার কর। এবার উৎসবে যেন অশুদ্ধ লোক না আসে। যদি আসে, অশুদ্ধ থাকিয়া যেন ফিরে না যায়।—দৈঃ প্রাঃ, ৪র্থ ভাগ।

ব্রহ্মোৎসবের আহ্বান।

ব্রহ্মকৃপায় আবার ব্রহ্মোৎসবের আহ্বান আসিল। ব্রহ্মকে লইয়া যে উৎসব তাহাই ব্রহ্মোৎসব। কিন্তু স্বয়ং ব্রহ্ম আমাদিগকে এই উৎসব না দিলে আমরা কি উৎসব করিতে পারি? তাই ব্রহ্ম যখন স্বয়ং তাঁহার ভক্তবৃন্দকে লইয়া মানব সন্তানদিগকে উৎসবানন্দ বিতরণ করেন তখনই যথার্থ ব্রহ্মোৎসব হয়।

ব্রহ্ম আপনার প্রিয় ভক্ত সন্তানগণ সঙ্গে নিত্য উৎসব করিতেছেন। পৃথিবী রোগ শোক দুঃখ নিরানন্দে সর্ব্বদাই জর্জ্জরিত। তাই তিনি নিজ কৃপাগুণে আপন আনন্দ পৃথিবীতে বিতরণ করিবার জন্য এই উৎসব বিধান করেন। আকাশের মুক্ত বাতাস যেমন সকল দুর্গন্ধ দূর করে, তেমনি স্বর্গের উৎসব আসিয়া আমাদের মনের শোক নিরানন্দ উড়াইয়া লইয়া যায়। কিন্তু রোগ থাকিতে মুক্ত বাতাসও পীড়াদায়ক হয়, নির্ম্মল জলও তিক্ত বোধ হয়, তেমনি ভিতরে পাপ রোগ থাকিতে উৎসবও কেবল বাহ্যাড়ম্বর মাত্র হইয়া থাকে, তাহাতে বাহ্য উৎসাহ আনন্দ হইলেও, জীবনে যথার্থ ব্রহ্মানন্দ প্রতিষ্ঠিত হয় না। অন্তরে রোগ থাকিলে উৎকৃষ্ট আহার পানে যেমন আরও রোগ বৃদ্ধি হয় ও তাহা মৃত্যুর কারণ হয়, ভিতরে পাপ থাকিতে বাহ্য উৎসবও তেমনি আত্মার অনিষ্টকর হয়।

তাই সম্পূর্ণরূপে চিত্ত শুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প না হইলে উৎসব কখনই সুফলপ্রদ হইতে পারে না। বায়ু পরিবর্ত্তনে অবশ্যই রোগমুক্তি হয়, কিন্তু রোগের প্রকোপ উপসম না হইলে যেমন বায়ু পরিবর্ত্তনের উপকারিতা লাভের অবস্থা হয় না। তেমনি আমরা আমাদের পুরাতন অভ্যস্ত পাপ ছাড়িব বলিয়া প্রতিজ্ঞা না করিলে কেমন করিয়া আমরা উৎসব করিব?

অতএব পাপের জন্য একান্ত অনুশোচনা করিয়া বিনীত অন্তরে ব্রহ্মকৃপা লাভের ভিখারী হইয়া যদি আমরা উৎসবক্ষেত্রে প্রবেশ করি, তাহা হইলেই আমরা যথার্থ ব্রহ্মের আনন্দলাভে এবং ভক্তবৃন্দের সঙ্গ সহবাসের আশীর্ব্বাদ প্রসাদ লাভের অধিকারী হইব। এবারকার উৎসবে যেন আমরা সপরিবারে সদলে সেই ভাবে উৎসব দ্বারে প্রবেশ করিয়া মহোৎসবের প্রচুর ফল লাভে ধন্য হইতে পারি, উৎসবের রাজা আমাদিগকে ইহাই আশীর্ব্বাদ করুন।

ব্রহ্মোৎসবের প্রস্তুতি।

নববিধান মহোৎসবের বিধান, শাস্ত্রকার বলিলেন,—"তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং, তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্। তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃনাং, যদুত্তম শ্লোকযশোঽনুগীততে।"

সেই সঙ্কীর্ত্তনই মনোরম, রুচির, নিত্য নূতন উহাই নিত্যকাল মনের মহোৎসব এবং মনুষ্যগণের শোকবিনাশ কর, যদ্দারা উত্তমশ্লোক ভগবানের মহিমা সঙ্কীর্ত্তিত হয়।

ব্রহ্মের যশকীর্ত্তনই সত্য মহোৎসব। ধন্য নববিধান-বিধায়িনী জননী, আমরা যতই কেননা অনুপযুক্ত হই, এই মহোৎসব আমাদিগের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের পরিত্রাণের সাধনরূপে পরিণত করিতে অনুমতি করিয়াছেন।

ধন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, যিনি তাঁহার অন্তরস্থ ব্রহ্ম-প্রেরণায় নববিধানের নবভক্তের নাম "ব্রহ্মানন্দ" দিলেন। বাস্তবিক নববিধান "ব্রহ্মের আনন্দ", নিত্য উৎসব, নিত্য আনন্দ সম্ভোগেরই বিধান। বিধাতা যাঁহাকে নববিধান মূর্ত্তিমান করিয়া পাঠাইয়াছেন তাঁহার সহিত একাত্মতা সাধনেই আমরা এই ব্রহ্মের আনন্দ সম্ভোগের অধিকারী হই। তাঁহার জীবন নিত্য উৎসবময় জীবন, তাঁহার সহিত নববিধান সাধন, নিত্য উৎসব সাধন। তাই এই উৎসবের প্রস্তুতি নূতন বৎসরের প্রথম হইতেই আরম্ভ। এই প্রস্তুতিও যদি প্রকৃত ভাবে আমরা সাধন করি, তাহাও এক একটি উৎসব ভিন্ন আর কিছুই নয়।

নববর্ষারম্ভে রাত্রি যাই বারটা বাজিল, "জয় মা আনন্দময়ী", "জয় নববিধান", "জয় ব্রহ্মানন্দ" বলিয়া আমরা পুরাতন বর্ষ বিদায় দিলাম ও নববর্ষকে সম্ভাষণ করিলাম এবং কমলকুটীরের শিরদেশে নববিধানের মহোৎসবের মহাসমন্বয় পতাকা উত্তোলন করা হইল। শঙ্খ ঘণ্টা সহযোগে নববর্ষের শুভাগমন ও শুভ অভিবাদন চারিদিকে ঘোষিত হইল।

নবদেবালয় প্রতিষ্ঠা উৎসব।

মা আনন্দময়ীর জয় গান বা উষাকীর্ত্তনান্তে প্রত্যুষে মা স্বয়ং যেন নবদেবালয়ের অভ্যন্তর হইতে ভক্তকন্যা মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবীর দ্বারা দেবালয়ের আলোক জ্বালিয়া দিলেন। অতঃপর আচার্য্যপুত্র শ্রীমান্ সরলচন্দ্র কতিপয় বন্ধু সহ সঙ্গীত করিতে করিতে দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের সুগম্ভীর প্রার্থনা সরল ভক্তিভাবে নিবেদন করিলেন।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের হেদপুরবাসের শেষ অনুষ্ঠান এই নবদেবালয় প্রতিষ্ঠা। যে চিকিৎসকগণের প্রতি তাঁহার কতই শ্রদ্ধা, তাঁহাদেরও পরামর্শ বা উপদেশের অপেক্ষা না করিয়া, জ্যেষ্ঠ পুত্র ও বন্ধুগণের নিবারণ উপেক্ষা করিয়া জীর্ণ শীর্ণ দেহে কম্পিত কলেবরে কেবল মাতৃ আজ্ঞা পালনের জন্য জগতের প্রতি প্রেমার্দ্র হইয়া যেন আত্ম-বলিদানপূর্ব্বক এই দেবালয় প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান করেন। তিনি এই দেবালয় মাতৃচরণে উৎসর্গ করিয়া বলেন, "এই দেবালয়ই আমার কাশী, বৃন্দাবন, মক্কা, জেরুজেলাম, এ স্থান ছাড়িয়া আমি আর কোথায় যাইব। এই দেবালয়ের দ্বারা এই বাড়ীর, পাড়ার, সহরের, দেশের জগতের কল্যাণ হইবে। এখানে সবার অদর্শন যন্ত্রণা দূর হইবে। কেন না এই মা যে আমার সর্ব্বস্ব। এই মা আমার বড্ড ভাল মা, এই মাকে তোরা চিনলি না। এই মাকে কিছু কিছু দিয়া পূজা করো, কেবল মুখের কথায় পূজা করো না। মা তোদের বড় ভালবাসেন। এই মাকে ছাড়িয়া অন্য সুখ অন্বেষণ করো না।"

আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ যে আমাদের নববিধানের নেতা এবং তিনি আত্মায় চিরজীবিত, ইহাই আমরা বিশ্বাস করি। সুতরাং তাঁহার এই শেষ প্রার্থনা, শেষ উপদেশ আমরা কি গ্রহণ করিব না? তিনি যে এই দেবালয়কে সর্ব্বতীর্থ বলিয়া ঘোষণা করিলেন ও এই স্থান ছাড়িয়া তিনি আর কোথাও যাইবেন না বলিলেন, তাঁর সঙ্গী হইয়া তাঁর পরিবারদল পল্লী-বাসী, দেশবাসী হইয়া কেমন করিয়া আমরা এ স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র যাইব। তাঁর মাকে দেখিবার জন্য এখানে আসিতে যে এত করিয়া অনুরোধ করিলেন, এবং কিছু কিছু দিয়া এই দেবালয় সাজাইতে বলিলেন, আমরা কোন্ প্রাণে তাঁর সে উপদেশ উপেক্ষা করিব? এই মাকে ছাড়িয়া কেমনেই বা আমরা অন্য সুখ অন্বেষণ করিতে যাইব? তাই যাঁদের কল্যাণের জন্য তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া এই দেবালয় উৎসর্গ করিলেন, আমরা সকলে যেন তাঁহার শেষ উক্তি স্মরণে রাখিয়া এই দেবালয়ে নিত্য পূজার জন্য সমবেত হই এবং তাঁর মাতৃদর্শনে সকল অদর্শন যন্ত্রণা নিবারণ করি।

রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

উৎসবের প্রারম্ভে নবদেবালয়ের প্রবেশ অনুষ্ঠান সম্পাদন করিয়া, সর্ব্বপ্রথমে আমরা তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি, যাঁহারা ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া এই নববিধানের প্রথম বীজ বপন করিলেন এবং তাহাতে জল সিঞ্চন করিলেন।

আমাদিগের ধর্ম্মপিতামহ রাজা রামমোহন বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে উদ্ভাবন করিয়া পৌত্তলিকতা উচ্ছেদ করিলেন ও একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং একটী অপৌত্তলিক ধর্ম্মসমাজের সূত্র পাত করিলেন। তাহার পর আমাদিগের ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ সেই একেশ্বরের আরাধনা প্রবর্ত্তন করিলেন এবং এক অপৌত্তলিক হিন্দুসমাজ সংগঠন করিলেন। রাজা রামমোহনের সময়ে যাহা হয় নাই, তাঁহার পর যিনি আসিলেন তিনি তাহা সম্পন্ন করিলেন। এই দুই জনের নিকট আমরা চির অচ্ছেদ্য ঋণে ঋণী। নববিধানের সার্ব্বজনীন মহান্ ধর্ম্মের মহোৎসব সাধন করিতে ইঁহাদিগের দুই মহাপুরুষের ঋণ স্মরণ আমাদিগের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। উৎসবের দ্বারে প্রবেশ করিতে হইলে যাঁহারা আমাদিগকে এই অপৌত্তলিক ধর্ম্মের ও এক নিরাকার নিরঞ্জন ব্রহ্মের পূজার প্রথম পথ প্রদর্শন করিলেন, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া আমরা কি এই মহোৎসবে প্রবেশাধিকার পাইতে পারি? তাই আচার্য্যদেব বলিলেন, "আমাদিগের ধর্ম্মপিতামহ এবং ধর্ম্মপিতার প্রতি আমাদিগের কৃতজ্ঞতা দিব, ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া ইঁহাদিগের দুইজনের চরণে মস্তক নত করিব।" এই উপলক্ষে নবদেবালয়ে যে উপাসনা হয় ভাই প্রমথলাল তাহা সম্পন্ন করেন মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী ও ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ প্রার্থনা করেন।

নববিধান।

আমাদিগের ধর্ম্মপিতামহ ও ধর্ম্মপিতা যে ধর্ম্মালোকের আভাস পাইয়া, এক অপৌত্তলিক হিন্দুসমাজ বা ব্রাহ্মসমাজ গঠন করিলেন, তাহারই পূর্ণ অভিব্যক্তি নববিধান। সেই স্বর্গের জ্যোতিই বিধাতার জ্যোতি। তাই তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধার্পণের অব্যবহিত পরেই নববিধান গ্রহণ বা নববিধানের প্রতি শ্রদ্ধার্পণ আমাদিগের বিশেষ সাধন।

রাজা রামমোহন যে "এক"কে ভাবিতে বলিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যাঁহার আরাধনা শিক্ষা দিলেন, তিনিই স্বয়ং বিধাতারূপে আত্মপ্রকট হইয়া নবভক্তহৃদয়ে এই নবধর্ম্মের মহিমা উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করিলেন এবং ভারতে এই যে নবধর্ম্মজ্যোতি ইহা এক "নূতন বিধান" বলিয়া ঘোষণা করিতে আদেশ করিলেন।

এই নবধর্ম্মবিধানই বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধান। ইহার ভিতর সর্ব্বভক্ত, সর্ব্বশাস্ত্র, সর্ব্ববিজ্ঞান, সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বিত, ইহা এক মহান্ উদার সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। আচার্য্য বলিলেন, "নববিধান পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্মকে আপনার ভিতরে বিলীন করিলেন, পৃথিবীর সকল বিধান যাহার মধ্যে নিহিত তাহাই নববিধান। ইনি সমুদয় ধর্ম্মবিধান পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন। ইনি যোগ, ভক্তি, সেবা, ফকিরী, বৈরাগ্য প্রভৃতি ধর্ম্মের সমুদয় অঙ্গকে গ্রহণ করেন ও সজন, নির্জ্জন, পারিবারিক, সামাজিক সকল প্রকার সাধন ভজনের অনুরাগী, ইহা বিজ্ঞানের ধর্ম্ম, ইনি কোন প্রকার কুসংস্কার প্রশ্রয় দেন না। নববিধান সমস্ত ধর্ম্মবিধানের চাবি, নববিধান সমুদয় ধর্ম্মের সার লইয়া সকল শাস্ত্রকে এক মীমাংসা শাস্ত্রে পরিণত করেন। পৃথিবীর সমুদয় মহাপুরুষ এবং ভক্ত যোগীদিগকে একাসনে বসাইলেন। সকলেই নববিধানের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া ইহাকে একদিন প্রণাম করিবে।"

এই নববিধানের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধার্পণের অর্থ ইহাকে জীবনে

গ্রহণ। যিনি নববিধানের আচার্য্য তিনি আচরণ দ্বারা জীবনে নববিধান মূর্ত্তিমান হইলেন, তাই বলিলেন "নববিধানের মানুষ চাই", এবং "জীবনে নববিধানের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর 'দৃষ্টান্ত' দেখাইতে চাই" ইহাই ঘোষণা করিলেন। আমরাও যেন তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া, তিনি নববিধানে যে অখণ্ড মানব জীবন প্রদর্শন করিলেন তাহাই সর্ব্বজনে মিলিয়া জীবনে প্রতিফলিত করি ও তদ্দ্বারা নববিধান সপ্রমাণ করিতে পারি, নববিধানবিধায়িনী এমন আশীর্ব্বাদ করুন।

এই দিনে বিশেষ ভাবে নববিধানাচার্য্য এবং প্রেরিতগণের প্রতি আমরা হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ভক্তি অর্পণ করি। এবং নববিধান আমাদিগকে যে নবজীবন দিবার জন্য আবির্ভূত, মাতৃচরণে আমরা তাহাই ভিক্ষা করি।

মাতৃভূমি।

ধন্য আমাদিগের মাতৃভূমি, যে ভূমিতে এই বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধান নববিধানের অভ্যুত্থান হইল। ভারতের প্রাচীন গৌরব স্মরণ করিলে জীবন সত্যই সমুন্নত হয়। তাই আচার্য্যদেব বলিলেন, "আমরা ছোট জাতি নই, আমাদিগের জাতি ভাবিলে, দেশ ভাবিলে, শরীর মন মহৎ হয়, জীবন সমৃদ্ধ হয়। যে ভারতে শ্রীচৈতন্য, যে ভারতে শাক্য মুনি, যে ভারতে আর্য্য মহর্ষিগণ সেই ভারতে আমাদের জন্ম। এই সোণার মাটী ভূষণ করিয়া গলায় হাতে পরিব। আমাদের মাতৃভূমিকে পিতা পিতামহের ভূমিকে স্পর্শ করিয়া গৌরবের সহিত নাচিব।" এবং প্রার্থনা করিলেন, "হে করুণাময় আমাদের সমুদয় মাতৃভূমিকে তোমার বিশেষ করুণার ভিতরে আকর্ষণ কর। যেন আমরা ইহাকে যথোচিত সেবা করিতে পারি। হে ভারত, তোমার গ্রন্থ, তোমার জীবন, তোমার ধর্ম্মভাব, তোমার হিন্দুজাতি কাহারও প্রতি অকৃতজ্ঞ হইতে পারি না। আমরা তোমার উপযুক্ত হইতে পারি এই আমাদিগের কামনা। হে মার মা, আমাদিগকে তোমার ভারতের উপযুক্ত কর।"

তাঁহার সহিত আমরা যেমন এই প্রার্থনা করিলাম, তেমনি অদ্যকার দিনে আমাদিগের যত পূর্ব্বপুরুষগণকে পিতা মাতা রাজা রাজপ্রতিনিধি এবং যে যেখানে যত প্রকারে দেশের সেবায় সরলান্তঃকরণে রত ছিলেন বা রহিয়াছেন সকলের চরণে কৃতজ্ঞতা ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পণ করিলাম। যাহাতে স্বদেশ, স্বজাতি এবং সমগ্র ভারত এই নববিধানের নবজাগরণ নবদীপ্ত লাভে ধন্য হয় তাহাই মাতৃচরণে ভিক্ষা করিলাম। নববিধানে রাজনীতি ও সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতির সহিত বিশেষ ভাবে সমন্বিত, তাই মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধার্পণ ও স্বদেশহিতৈষণা আমাদিগের নববিধান সাধনের এক অঙ্গ।

গৃহ।

ধর্ম্ম সাধন করিতে, দেশের হিতসাধন করিতে যাঁহারা আত্মস্বার্থ বলিদান করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আপনার পরিবারকে, আপনার গৃহকে ত্যাগ করিয়াই চলিয়া যান, প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বীগণ ইহারই দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। নববিধান কিন্তু সে ভাবের প্রশ্রয় দেন না। নববিধান চান যেমন আমরা আত্মস্বার্থ ত্যাগ করিব, পূর্ণ বৈরাগী হইয়া স্বার্থনাশ করিব, তেমনি আমাদের পরিবারের প্রতি আমাদের গৃহের প্রতি যে কর্ত্তব্য তাহাও পূর্ণ মাত্রায় পালন করিব, গৃহধর্ম্ম নিত্য কর্ম্ম আমাদিগের পরম সাধন। গৃহ আমাদিগের পবিত্র তীর্থ, সংসার আমাদের তপোবন। গৃহের প্রতি, দেহের প্রতি, পরিবারের প্রতি সন্তান সন্ততি ও আত্মীয়জনের প্রতি উদাসীন যে, নববিধানের বিরোধী সে। তাই উৎসবের প্রারম্ভে গৃহ সাধনের বিধি। গৃহ যাহাতে সত্য আমাদিগের পবিত্র তীর্থ হয়, ২৪ ঘণ্টা যেখানে বাস করিতেছি সে স্থান দেবগৃহ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি এবং স্ত্রী সন্তান সন্ততি যাহাদিগকে লইয়া নিত্যজীবন যাপন করিতেছি তাহাদিগকে ঈশ্বরপ্রেরিত মনে করিয়া সেবা করিতে পারি, তাহাই সাধন করিতে হইবে। নতুবা আমরা নববিধানের উৎসব সম্ভোগেরই অধিকারী হইতে পারিব না।

তাই আচার্য্য বলিলেন, "হায়রে বিধাতা, এত তোমার মনে ছিল। কোথায় সংসার জঙ্গলে কৌপীন এঁটে সন্ন্যাসী হইব, সুধামাখা বাড়ী কেন? নাস্তিককে আস্তিক করিবার জন্য। ছোট ছোট এক একখানি বৈকুণ্ঠ। স্ত্রী পুত্র পরিবার তাহাতে প্রেরিত। এই সংসারের বাড়ী কাহার নির্ম্মিত, রাজাধিরাজ রাজমিস্ত্রীর নির্ম্মিত। বাড়ী বড় মিষ্ট সামগ্রী। যে গৃহে এত সুখ পাইলাম, সেই গৃহকে নমস্কার করি। মাতৃভূমি ভারতকে যেমন আদর করিব, তেমনি এই গৃহকে খুব আদর করিব। এই বাড়ী যেন পুণ্যের কারণ হয়। এই বাড়ী যেন সংসারাসক্তি দৈত্যকে বিদায় করিয়া দেয়। এই বাড়ীর প্রত্যেক ছেলে মেয়ে, এই বাড়ীর ভূমি ছোঁবা মাত্র যেন মনে হয় স্বর্গ স্পর্শ করিলাম। যেন আপন আপন বাড়ী স্পর্শ করিয়া পবিত্র হই।"

এই গৃহ সাধন উপলক্ষে আমাদের নিজ নিজ গৃহকে নববিধানের নবসংহিতার অনুরূপ পবিত্র তীর্থ বলিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে। এবং স্ত্রী সন্তান সন্ততি, দাস দাসী ও তৈজসাদি পর্য্যন্ত ভগবানে সমর্পণ করিয়া যাহাতে আমরা এই গৃহধর্ম্ম পালন নববিধানের বিধি অনুসারে সম্পন্ন করিতে পারি যেন তাহারই জন্য কৃতসঙ্কল্প হই। গৃহ পরিবার আমাদিগের পূর্ণ নববিধান সাধনের সহায় বলিয়া যেন প্রত্যেককে ঈশ্বরপ্রেরিত জানিয়া শ্রদ্ধার্পণ করি ও আদর করি। গৃহিণীর প্রতি শ্রদ্ধা দান এই গৃহ সাধনের প্রধান সাধন।

শিশু।

প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, "যে গৃহে শিশু নাই সে গৃহ অরণ্য সমান।" বাস্তবিক শিশুই গৃহে স্বর্গের প্রতিমা। তাই শ্রীঈশা বলিলেন, "শিশুদিগকে আমার নিকট আসিতে দাও

নিবারণ করিও না কারণ ঈদৃশ জনেরই স্বর্গরাজ্য।" আরো "যদি তোমরা পরিবর্ত্তিত হইয়া এই শিশুর ন্যায় না হও, তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

তাই গৃহধর্ম্ম সাধনের প্রধান শিক্ষা শিশুর আদর। পৃথিবীতে স্বর্গ যদি দেখিতে হয় তাহা নিষ্কলঙ্ক সরল শিশুতেই নিহিত। গৃহকে স্বর্গের শোভায় শোভান্বিত করিবার জন্যই বিধাতা শিশু প্রেরণ করেন। সরলতা, পবিত্রতা, নিঃস্বার্থতা, নির্ভরশীলতা, নিরাশ্রয়তা, মাতৃপ্রিয়তা শিশুজীবনে সহজেই প্রতিফলিত। এই জন্য পৃথিবীতে বিধাতা সকলকেই স্বর্গ হইতে শিশু করিয়া পাঠাইয়া দেন।

গোলাপের স্পর্শে জলও যেমন গোলাপ জল হয়, তৈলও যেমন ফুলেল তৈল হয়, তেমনি শিশুসঙ্গে শিশু স্পর্শে, শিশুমুখচুম্বনে, শিশুদেহ আলিঙ্গনে আমরাও তাহাদের মত স্বর্গীয় শিশুজীবন লাভ করিব এবং যথার্থ মাতৃশিশু হইয়া নববিধানে যিনি মাতৃরূপে প্রকট হইয়াছেন সেই জগন্মাতাকে চিনিব, জানিব এবং শিশুর ন্যায় পবিত্র আনন্দ মনে মাকে পাইয়া আনন্দোৎসব করিতে সক্ষম হইব। তাই উৎসবের প্রারম্ভে আমাদের এই শিশু সাধনের বিধি।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেব বলিলেন, "হে শিশু অজ্ঞাতসারে তুমি জীবকে ত্রাণ কর। তখন আমরা খাঁটি হইব, ঠিক হইব, যখন শিশুকে চিনিব। জগতে শিশুর মত এমন ভক্ত, এমন যোগী, এমন বৈরাগী কে আছে? ও মার মুখের পানে তাকায় এ দৃশ্যেও পরিত্রাণ। আর হে শিশু, তোর মুখে জগজ্জননী চুম্বন করেন। আমার কাল মুখে তোর মুখ চুম্বন করিতে ভয় হয়। বৃদ্ধের কুটীল ভাব ছাড়িয়া দিয়া বালক বালিকার সরল ভাব পাইয়া যেন শুদ্ধ ও সুখী হইতে পারি।"

এই দিনে যেখানে যত শিশু আছে সকলকে স্মরণ করিয়া আমরা প্রণাম করি এবং শিশু সেবা করিয়া শিশুভাব লাভে আকাঙ্ক্ষিত ও ধন্য হই।

শিশু সেবা শিশুর আদর করিয়া নববিধানের নবভক্ত যেমন নবশিশু হইলেন, তেমনি আমরাও যেন তাঁহার সহিত একাত্মা হইয়া সাধন দ্বারা সেই নবশিশুদল হই ও মাতৃ উৎসব সম্ভোগে কৃতার্থ হইতে পারি।

ভৃত্য।

গৃহধর্ম্মে শিশু যেমন স্বর্গের রত্ন, গৃহসংসারে ভৃত্যেরও স্থান সামান্য নয়। মাতা পিতার পর, শিশুর কাছে ভৃত্য অতি আদরণীয়। কারণ ভৃত্যের সেবাতেই অধিকাংশ শিশুর জীবন গঠিত হয়। তাই শিশু যে চক্ষে ভৃত্যকে দর্শন করেন, আমরাও যেন সকল ভৃত্যকে সেই চক্ষে দেখিতে ও আদর করিতে পারি।

গৃহের প্রধান সহকারী ভৃত্য। অনেকে বলেন, "ভৃত্যাভাবে মরণ হয়।" বাস্তবিক ভৃত্যের মত গৃহস্থের সহায় এমন কে? কিন্তু আমরা ত ভৃত্যকে তেমন শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করিতে জানি না। বেতনভোগী ছোট লোক বলিয়া তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষেই দেখিয়া থাকি। ইহা নিতান্তই আমাদের অপরাধ। যথার্থ উপকারী বন্ধুর আকারে, ঈশ্বরের প্রেরিত দেবদূতের আকারে আসিয়া ভৃত্যগণ আমাদের সেবা করে। সুতরাং যাহারা রাঁধুনী, চাকর চাকরাণী, যাহারা ধোপা, নাপিত, মেথর, সহিসের কাজ করে সকলের ভিতর স্বয়ং ভগবান ছদ্মবেশে লুক্কায়িত থাকিয়া আমাদিগের সেবা করিতেছেন ইহা উপলব্ধি করিয়া তাহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তাহাদিগের সমুদয় অভাব মোচন করিতে ও যথা সময়ে বেতন দিতে, রোগ হইলে চিকিৎসা করিতে ও তাহাদিগের অন্ন বস্ত্র দিয়া পরিতোষ করিতে চেষ্টা করা আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। এবং শুধু তাহাই নহে, তাহারা যেরূপ আত্মত্যাগ করিয়া আপনার ঘর বাড়ী ছাড়িয়া স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের কল্যাণের জন্য জীবনপাত করে, তেমনি তাহাদিগের পদতলে বসিয়া সেবাব্রত সাধন করিতেও শিখিতে হইবে। আমরা যে ধর্ম্মের সেবা, দেশের সেবা করিতে যে ব্রত লইয়াছি, তাহা কেমন করিয়া সাধন করিতে হয় তাহা শিক্ষা দিতে ভৃত্যগণ প্রেরিত, ইহা মনে রাখিয়া যেন ভৃত্যদিগকে শ্রদ্ধা দান করিতে পারি এবং তাহাদের অনুসরণে আত্মত্যাগ করিতে শিক্ষা করি।

তাই আচার্য্য বলিলেন, "ধন্য পৃথিবীর ভৃত্য সকল, ধন্য দাস দাসীগণ, কেন না পরম প্রভুর শুভাশীর্ব্বাদ তাহাদের মস্তকে পড়িবে। যাহারা আমাদিগকে সেবা করে যাহারা পয়সা পায় বলিয়া আপনাদিগকে নীচ মনে করে তাহাদিগের নিকট প্রণত হই। দাস দাসীর গৌরব কেহ জানে না। উপকারী বন্ধুরা ছদ্মবেশে চাকর চাকরাণী নাম লইয়া উপস্থিত। উজ্জ্বল চক্ষে মেথরের ভিতর ঠাকুরকে দেখিব। যাহারা বাড়ীর ময়লা পরিষ্কার করে, তাহারা সামান্য নয়। যেমন বাপ মা উপকার করে, তেমনি চাকর চাকরাণী করে। আমরাও ভৃত্য, আমরাও সেবা করিতে আসিয়াছি। চাকর চাকরাণীদিগের প্রতি সদয় হইয়া যেন আমরা শুদ্ধ ও সুখী হই।"

আচার্য্য এই জন্য আপনাকে "সেবক" নামে পরিচয় দিলেন। আমরাও যেন যেখানে যত ভৃত্য আছে সকলকে মনে মনে প্রণাম করি। স্বয়ং ঈশ্বর জীবের সেবার জন্য যেমন যুগে যুগে ভক্তদল প্রেরণ করিয়াছেন তেমনি ভৃত্যগণকেও আত্মত্যাগী করিয়া সেবা করাইতে দেন, তিনিই ভৃত্যের ভিতর ভৃত্যত্বের আদর্শ, আবার ভৃত্যের প্রতি প্রভুগণের কিরূপ ব্যবহার করা উচিত তাহারও তিনিই আদর্শ দেখান। প্রভুর ভিতরও তাঁহাকেই দর্শন করিয়া আমরাও সেবকদল হইয়া যেন জগজ্জনের সেবা করি এবং নববিধানের সেবা করিবার উপযুক্ত হই।

দীনসেবা।

"দীনাত্মারাই ধন্য কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই।" ভৃত্যগণ যেমন আমাদিগের গৃহধর্ম্ম সাধনের ও গৃহস্থ জীবন যাপনের সহায়, পৃথিবীর দীন দরিদ্রগণও আমাদিগকে দয়া ও দীনতা শিখাইবার

জন্য প্রেরিত। সংসারের সুখ স্বচ্ছন্দতা অর্জ্জনে এবং স্বার্থ সাধনেই আমরা সর্ব্বদা তৎপর, তাই পৃথিবীতে এত রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্য ছড়ান রহিয়াছে, ইহা দেখিয়া আমরা আত্মসুখ ভুলিব, পরের দুঃখ ভাবিব এবং যথার্থ দুঃখ দারিদ্র্যের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া দীনাত্মা হইব। কারণ দীন না হইলে ত কেহ স্বর্গরাজ্যে স্থান পাইতে পারে না। "গরীব হইতে যে সর্ব্বত্যাগী হইতে হয়, সমুদয় অভিমান ছাড়িয়া দিয়া মাটীর মত হইতে হয়।" আমরা কখনই এই অবস্থা লাভ করিতে পারি না, যদি না দীন দুঃখীদিগের পদদলে বসিয়া দীনতা শিক্ষা করি।

ঈশ্বর বলেন :—"যে দরিদ্রকে দেয় সে আমাকে দেয়"। দয়াময় আমাদিগকে দয়া শিক্ষা দিবার জন্যই দীন হীনের ভিতর ছদ্মবেশে বিরাজ করেন। তাই যেখানে যত দীন দরিদ্র আছে, তাহাদিগের ভিতর স্বয়ং ভগবান প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজিত দেখিয়া যেন তাহাদের সেবা করিতে পারি এবং কখনও নীচভাবে যেন সেবা না করি, তাহাদিগকে গুরু জানিয়া তাহাদিগের নিকট দীনতা শিক্ষা করিয়া দীনাত্মা হই।

তাই আচার্য্য বলিলেন, "যত দুঃখী দীনের চরণে পড়িয়া নমস্কার করি। রোগে শোকে কত লোক মরিতেছে, এ সকলের দুঃখ মোচন করিবার জন্য সকলে দয়াতে আর্দ্র হইয়া সর্ব্বদা ভাই ভগ্নীদিগের দুঃখ দূর করুন। মার গৌরব যদি দয়া হইল, তবে মার সন্তানেরা কেন নির্দ্দয় হইবে, চাকর হইয়া পৃথিবীতে আসিলাম, দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার জন্য, সে অভিপ্রায় যেন সিদ্ধ হয়।"

ব্রহ্মানন্দ আপনাকে দরিদ্র জাতি বলিয়া পরিচয় দিলেন। আমরাও আপনাদিগকে সেই জাতীয় জানিয়া দীনাত্মা না হইলে কেমন করিয়া নববিধানের স্বর্গে প্রবেশের অধিকারী হইব? যিনি দীনজননী, দীন না হইলে কেমনে আমরা তাঁর দর্শন লাভ করিব?

স্বর্গারোহণ।

"বাবা বাবা" "মা মা মা মা" বলিয়া গভীর নিশিথের নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া এ আর্ত্তনাদ কিসের জন্য? শরীরের রোগ কি মহাযোগীর যোগ ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে এতই ধৈর্য্যচ্যুত করিল, যে এমন মর্ম্মভেদী নিনাদে চারিদিক বিকম্পিত করিলেন? না, এ বুঝি আমাদের অপরাধে? বিরোধী যাহারা তাহাদের তবু বিরোধের কারণ আছে, কিন্তু যাহাদিগকে তাঁর এমন মাকে দেখাইলেন, যাহাদের জন্য তিনি এমন প্রত্যক্ষ দর্শন শ্রবণের সহজ বিধান জীবন দ্বারা প্রদর্শন করিলেন, যাহাদের জন্য এমন সোণার দেহ পাত করিলেন, দিব্য জীবন দান করিলেন, তাহারা কই তাঁহার সে মাকে দেখিল, সে মাকে মা বলিল, ষোল আনা বিশ্বাস তাঁহার মাকে, নববিধানকে, প্রত্যাদেশকে ও ভক্তকে প্রদান করিল বা কই, তাঁহার একই দেহের অঙ্গরূপে পরস্পরের সহিত চির গ্রথিত হইল? এই যাতনাই কি তাঁহার এত আর্ত্তনাদের কারণ?

হায়! তিনি যে আমার মত অধম পাপীকেও নিজ অঙ্গে গাঁথিলেন, তবে কি আমারই পাপের যাতনায় তাঁহার পাপবোধ-পরায়ণ প্রাণকে এত আকুল করিল।

আজ তবে তাঁর সঙ্গে আমিও কাঁদি এবং আকুল প্রাণে অনুতপ্ত চিত্তে স্বীকার করি আর যেন তাঁকে ও তাঁর মাকে না কাঁদাই। পাপ "আমি আমার" তাঁর দেহের সঙ্গে ভস্ম হউক, যেন তাঁর মার কোলে তাঁহারাই সঙ্গে উত্থান করিয়া তাঁর হাসিতে হাসিতে পারি। আর কেবল আমি একা নই, নববিধানে ত "আমি" "আমি" নাই। আমরা সদলে সপরিবারে সমস্ত জগজ্জন সঙ্গে এই আমিত্ব মুক্ত হইয়া তাঁহার স্বর্গারোহণে স্বর্গারোহণ করি।

দৈহিক স্বর্গারোহণের বহু পূর্ব্বে সশরীরে সপরিবারে সদলে স্বর্গারোহণপূর্ব্বক শ্রীব্রহ্মানন্দ মার কাছে বলিলেন :—"হে প্রেমের আকর, হে চিন্ময় অরূপ, আমি কে চিনিয়ে দিবে না? যে উৎসব ভোগ করিবে সে কে? এমন লোকের পুত্র এমন সকল সোণার চাঁদ ভাই, তুই এসেছিস, ইন্দ্রিয়গ্রামে? চিন্ময়ের সন্তান, জ্যোতির পুত্র। পৈতৃক মহিমা স্মরণ কর। বাড়ী চল আর বসিয়া থাকিতে দিব না। ঐ তোমার ভিতর থেকে তেজ বাহির হইতেছে। তুমি হরি সন্তান, ব্রহ্মপুত্র তুমি। ঐ ঘরের পাখী উড়িয়া গেল। মা, সন্তান তোমার ভিতরে এক হইয়া গেল, আর দেখিতে পাই না। ব্রহ্মে ব্রহ্মপুত্রের যোগ। আমার প্রেতদেহ পড়িয়া আছে। আমার সোণার চিন্ময় কোথায় গেল? মাকে এত ভালবাস। দয়াল, তোমার পুত্রকে কোথায় লইয়া গেলে? আমাদের হাতে তোমার পুত্রকে রাখিবে কেন? রাখ সুখে, তব পাদপদ্মে স্থান দিও। তোমার ধনকে তুমি নেবে, হে ঈশ্বর, নাও। আত্মাকে আমি প্রণাম করি। আত্মা পরমাত্মার পুত্র, ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থ, তুমি এখন প্রসন্ন ভগবানের নিকটে। তোমার গৃহাশ্রম সেখানে নির্ম্মিত হইবে।"

এই জন্যই কি যখন তাঁর আত্মা মাতৃক্রোড়ে উত্থান করিল, তাঁহার মুখে মধুর হাসি উদ্ভাসিত হইল? এই ত যথার্থ সশরীরে স্বর্গারোহণ। সপরিবারকে স্বদলকে তিনি আপনার অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যদি আমরাও তাহা স্বীকার করিয়া তাঁহার দৈহিক মৃত্যুতে নিজ আমিত্বের মৃত্যু সমাধান করিতে পারি, আমরাও তাঁহার সঙ্গে মাতৃ অঙ্কে উঠিয়া তাঁহার মুখের হাসিতে হাসিব, উৎসবের আনন্দে স্বর্গের আনন্দে আনন্দিত হইব।

এই স্বর্গীয় দিনের পবিত্র স্মৃতি সাধনার্থ জাগরণ ও ধ্যান চিন্তা-যোগে ৭ই জানুয়ারী কমলকুটীরে রাত্রি যাপন করা হয়। প্রত্যূষে ৬টার সময় স্বর্গস্থ আচার্য্য ও প্রেরিতগণের আত্মার সহিত সমাধি-কক্ষস্থ শয্যাপার্শ্বে সমস্বরে ব্রহ্মস্তোত্র উচ্চারণ করা হয়। ৯টার সময় নবদেবালয়ে ভাই প্রমথলাল উপাসনা করেন এবং মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী আকুল প্রাণে প্রার্থনা করেন।

মহাপুরুষগণ।

স্বর্গারোহণ সাধনার পরদিনই মহাপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধার্পণ সাধন করা হয়। নববিধানে যেমন ব্রহ্ম জীবন্ত, তেমনি তাঁহার

ভক্ত সন্তানগণও চিরজীবন্ত। তাঁহাদের আত্মা দেহমুক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহারা ব্রহ্মস্বরূপে চিরজীবন্ত হইয়া পাপী মানবদিগকে আপনাদের আত্মিক জীবন প্রভাবে ধর্ম্মজীবনে সঞ্জীবিত করিবার জন্য রহিয়াছেন। তাঁহারা মৃত হন নাই, কেন না তাঁহারা যে অমরাত্মা।

তাই ব্রহ্মানন্দের সহিত আমরা স্বর্গারোহণ করিলেই স্বভাবতঃ সেই অমর ভক্তগণের সঙ্গলাভে আকাঙ্ক্ষিত হই, তাঁহারা যে জগতের কল্যাণের জন্য জগজ্জনকে ধর্ম্ম ধন দিয়া আধ্যাত্মিক জীবন বিধান করিয়াছেন এবং পরিত্রাণ বিতরণ করিয়া চির-ঋণে ঋণী করিয়াছেন, এইজন্য আমরা তাঁহাদিগের চরণে কৃতজ্ঞতা ভরে অবনত হইব।

যুগে যুগে যিনি যে দেশেই অভ্যুত্থান করুন, যিনি যে যুগধর্ম্মই প্রবর্ত্তন করিয়া থাকুন, সকলেই এখন মাতৃবক্ষে একত্রে মিলিত হইয়া নববিধানে সর্ব্বধর্ম্ম এবং সকল সাধুজীবন সঞ্চার করিতেছেন। নববিধানের উৎসবক্ষেত্রে যাইতে হইলে সেই সাধু অমরদলের সঙ্গ বিনা কেমনে আমরা যাইতে পারি ?

তাই ব্রহ্মানন্দ সঙ্গে আমরা স্বীকার করি "সৃষ্টির আরম্ভ হইতে যত সাধু দেশে দেশে যুগে যুগে জগতের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তাঁহাদিগের প্রত্যেকের নিকট ব্রাহ্মসমাজ ঋণে আবদ্ধ। ঋণ অস্বীকার করা ও অসত্য বলা পাপ। ভারত, পৃথিবীর মহাজন-দিগের চরণ ধরিয়া বল, দাও বুদ্ধদেব, আমাদের হস্তে তোমার নির্ব্বাণের নিশান দাও, মহর্ষি ঈশা, তুমি আমাদিগকে তোমার পিতার ইচ্ছা পালনের নিশান দাও, মহম্মদ, তুমি আমাদের হস্তে তোমার একমেবাদ্বিতীয়ম ঈশ্বরের নিশান দাও, শ্রীগৌরাঙ্গ তুমি আমাদিগকে প্রেমোন্মত্ততার নিশান দাও। হৃদয়, আজ পৃথিবীর সমুদায় সাধুদিগকে প্রণাম কর। তাঁহারা সকলে আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন।"

জনহিতৈষীগণ।

মহাপুরুষগণ ধর্ম্মদানে জগজ্জনকে উপকৃত করিলেন, ধন্য করিলেন। কিন্তু "তস্মিন্ প্রীতি তস্য প্রিয়কার্য্য সাধন," এই দুইই ধর্ম্মের অঙ্গ। তাই ভক্তগণ যেমন প্রীতি সাধনে তেমনই জনহিতৈষীগণ প্রিয়কার্য্য সাধন দ্বারা ভগবানের উপাসনা পূর্ণ করিলেন। এবং আত্মত্যাগ করিয়া দীন দুঃখী ও রোগ শোক মৃত্যু জরাতে প্রপীড়িত জনগণের সেবা সাধন দ্বারা উপকৃত করিলেন।

সুতরাং মহাপুরুষগণের নিকট যেমন আমরা ঋণী, জন-হিতৈষীগণের নিকটও আমরা চির কৃতজ্ঞ। সমগ্র মানব পরি-বার নববিধানে একই পরিবার, এই জন্য যিনি যেখানে যে দীন-জনের দুঃখে কাতর হইয়া আত্মবলিদান করিয়াছেন ও দুঃখ দারিদ্র্য রোগ শোক মোচন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমারই ভাই ভগ্নীগণের সেবা করিয়াছেন এবং আমাকেই উপকৃত করিয়াছেন, ইহা স্মরণ করিয়া আমরা তাঁহাদিগের চরণে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিব। তাঁহারা যে পরের দুঃখ মোচনের জন্য আত্মস্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া কতই দুঃখ কষ্ট বহন করিলেন, আমরাও তাঁহাদিগের সেই আদর্শ অবলম্বন করিয়া স্বার্থত্যাগ করিতে শিক্ষা করিব এবং জীবের সেবাব্রত সাধন করিয়া ধন্য হইব।

একণে যেখানে যত জনহিতৈষী, দেশহিতৈষী, পরহিতৈষী আছেন বা ছিলেন, তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া এই উৎসবে প্রবেশ করি। মহামতি হাউয়ার্ড, মিস্ নাইটিঙ্গেল, ফাদার ডেমিয়ান, জেনারল বুথ, মহাত্মা বিদ্যাসাগর প্রভৃতি জন-হিতৈষী এবং স্বদেশহিতৈষী যাঁহারা যথার্থ দেশের দুঃখ দারিদ্র্য নিবারণের জন্য ব্যথিত হৃদয়ে আত্মস্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া সেবাব্রত সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন, জগতের যেখানেই যিনি থাকুন, সকলকেই স্মরণপূর্ব্বক আমরা প্রণাম করিয়া উৎসব সম্ভোগে প্রস্তুত হই।

আচার্য্য বলিলেন, "যাঁহারা পরদুঃখ মোচন জন্য স্বাস্থ্য ও জীবন সমর্পণ করেন, তাঁহারা আজ জ্যোতির্ম্ময় স্তম্ভের ন্যায় আমাদের নিকট দণ্ডায়মান হউন। আপনার জন্য জীবন ধারণ করে ছাগল, কুকুর, হাওয়ার্ড শ্রেণীর লোকেরাই পরের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। যত হিতৈষী তাঁহাদের কাছে ভক্তি ভাবে বাসয়া দয়া শিক্ষা করি। দুঃখীদের সেবা করিয়া, জন-হিতৈষী, বিশ্বহিতৈষী হই, সকলকে ভাই ভগ্নী জানিয়া ভালবাসি ও সেবা করি।"

উপকারীগণ।

ভক্ত মহাপুরুষগণ বিশ্বহিতৈষী, তাঁহারা আমাদের আত্মার উপকারী, তাবং সংসারের উপকারী জনহিতৈষীগণ, সুতরাং তাঁহাদিগের প্রতি যেমন কৃতজ্ঞতা দিলাম, তেমনি আমাদের যাঁরা আহার পান, জ্ঞান, ধর্ম্ম ও নানাপ্রকারে সেবা সহায়তা দিয়া উপকার করেন তাঁহাদিগের নিকটও কৃতজ্ঞ হইব।

ঈশ্বর স্বয়ং আমাদিগের পরম উপকারী, কেন না তিনিই আমাদের জীবন দিয়া, জ্ঞান চৈতন্য দিয়া, অমরত্ব বিধান করিয়া প্রেমগুণে সমস্ত বিশ্বের যাহা কিছু সকলই আমাদিগের উপকারের জন্য প্রদান করিয়াছেন, শেষে তাহাকে আপনাকেই সর্ব্বস্ব করিতে দিয়া আমাদের পুণ্য শান্তি আনন্দ বিধান করিতেছেন। কিন্তু যাঁহাদিগের ভিতর দিয়া তিনি তাঁহার কৃপা প্রদান করিতেছেন তাঁহাদিগকেও কি আমরা বিস্মৃত হইতে পারি? তাঁহাদিগের প্রতিজনের ভিতর তাঁহাকেই দেখিয়া আমরা উৎসবের প্রারম্ভে প্রণাম করি এবং যাঁহার ভিতর দিয়া যাহা পাইয়াছি বা পাইতেছি তাঁহারই নিকট চিরকৃতজ্ঞতা ভরে প্রণত হইয়া থাকি।

তাই শ্রীমৎ আচার্য্যদেব প্রার্থনায় বলিলেন, "যদি ১০ বৎসরের মধ্যে আমাকে কেহ কিছু দিয়া থাকেন, চিরস্মরণীয়। যাহারা চাল ডাল দিলেন তাঁহারা আমার বাপ মা। এই যে দয়ার্দ্র হৃদয় আমাদের প্রাণের বন্ধুগণ যাঁহারা প্রচারের জন্য টাকা দেন, মাসিক দান দেন, সেই উপকারী বন্ধুদিগের পদতলে শত শত নমস্কার। আবার যে ডাক্তার চিকিৎসা করেন তাহার পায়ের নীচে বসিয়া থাকা উচিত।

মা তোমায় কৃতজ্ঞতা দিব, আর ঐ লোকটাকে কেন উপেক্ষা করিব? তুমি দয়া করে একটি লোককে প্রেরণ করিলে প্রাণটা ৫০০ শতবার নমস্কার করুক। খাওয়ায় যে তাহাকে নমস্কার, কাপড় দেয় যে তাহাকে নমস্কার। কে হে ফুল দিচ্ছ? নমস্কার, দয়ালু বন্ধু যাঁহারা ধন জ্ঞান, পরমার্থ উপদেশ দিয়া উপকার করিয়াছেন, মা জননী তোমার সেই প্রেরিত উপকারী দূতদিগকে সম্মান করিব।

আমায় এক মুটো ভাত যারা দেয় তারা কি সামান্য? এই প্রত্যেক উপকারী বন্ধু যারা আছেন প্রত্যেকের পদানত হয়ে ঋণ স্বীকার করিবই করিব। হে শ্রীভগবান, যে যা উপকার করেছে তা যেন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি। তোমাকে বলিব তাদের আশীর্ব্বাদ করিতে।"

বিরোধীগণ।

যাঁহারা অন্ন বস্ত্র ঔষধপথ্যাদি দিয়া সেবা করেন, উপকার করেন, তাঁহারা যেমন কৃতজ্ঞতাভাজন; যাঁহারা অপমান নির্য্যাতন, তিরস্কারাদি করিয়া শাসন করেন ও নানাপ্রকারে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাঁহারাও ছদ্মবেশে আমাদের উপকারই করিয়া থাকেন। কেন না তাঁহাদের পরীক্ষার প্রভাবে আমরা কতই শিক্ষা লাভ করি ও সংশোধিত হইবার সুযোগ পাই। বাস্তবিক উপকারীগণের দ্বারা আমাদের যাহা না হয়, বিরোধীগণের দ্বারা তাহা হইয়া থাকে। এই জন্য একজন সাধু যখন শুনিলেন যে ব্যক্তি সর্ব্বদাই তাঁহার নিন্দা করিত তাহার মৃত্যু হইয়াছে, তখন তিনি এই বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন, "আর কে তেমন করিয়া আমাকে ধৌত বা সংশোধিত করিবে?"

তাই উৎসবক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে যেমন আমরা আমাদিগের উপকারী বন্ধুদিগকে স্মরণ করিব, তেমনি আমাদিগের যাঁহারা বিরোধী, নিন্দা অপমানকারী বা নানাপ্রকারে আমাদের শত্রুতা করেন তাঁহাদিগকেও স্মরণ করিয়া প্রণত হইব ও ক্ষমা সাধন করিব। তাঁহাদিগের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া আমরা কতই সংশোধিত হই, তাঁহাদের তীব্র নির্য্যাতনে প্রপীড়িত হইয়া কতই অধিকতররূপে মার শরণাপন্ন হইতেও আরো শুদ্ধ হইতে শিক্ষা করি, তজ্জন্য তাঁহাদিগের সকলকে কৃতজ্ঞতাভরে প্রণাম করিব। তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য এবং সুমতি শুভ বুদ্ধি বিধানের জন্য প্রার্থনা করিব।

বিশেষতঃ নববিধানের পূর্ণ অভিব্যক্তি প্রতিবাদকারী মহাশয়দিগের প্রতিবাদ ও আন্দোলনের ফলেই যে অনেক পরিমাণে সংসিদ্ধ, ইহা কে না জানেন। তাঁহারা নববিধানাচার্য্যের আদেশ শ্রবণের প্রতিবাদ করাতেই, তিনি অধিকতর উৎসাহের সহিত আদেশকে অনন্যোপায় বোধ করিয়া মাকে সরল শিশুর মত যত জড়াইয়া ধরিলেন, ততই নববিধানের নব নব আলোক তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইল এবং নববিধানের সার্ব্বজনীন তত্ত্ব, সাধন যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞানের সমন্বয় ভাব, তাঁহার জীবনে প্রতিভাত হইল। বেদনার ফলে যেমন মাতৃগর্ভ হইতে শিশু প্রসূত হয়, ঠিক তেমনি যেন বিরোধীদিগের পরীক্ষার ফলে তাঁহারও জীবনে নববিধান নবশিশুরূপে নবজন্ম লাভ করিল। তাই তিনি বিরোধীদিগের প্রতি ক্ষমা ও কৃতজ্ঞতা অর্পণ নববিধানে উৎসবেরই এক প্রধান অঙ্গরূপে সাধন করিলেন।

তিনি বলিলেন, "নববিধানের অভ্যুদয়" আন্দোলনেরই ফল। "যদি শত্রু না থাকিত আমাদের দোষের কথা বলিত কে? আমরা সুখ্যাতির বাতাসে স্ফীত হইতাম। শত্রুতাতে তোমার উপর নির্ভর বাড়িতেছে। এই কয়েক বৎসরে তোমার নববিধানের নিশান ফড়্ ফড়্ করিয়া উড়িতেছে। বিধাতঃ কে জানে তোমার বিধি। যদি তোমার ইচ্ছাতে শিক্ষা দিবার জন্য শত্রুদল উঠে, তবে সেই শত্রুকে শিক্ষক করিয়া দাও। যখন শত্রুদল ঢাল তরবার লইয়া ঝক্‌মক্ করে তখন তোমার শ্রীচরণ বুকে জড়াইয়া ধরিয়া, কত সুখ পাই, কে জানে। সুমতি দাও, ক্ষমা দ্বারা শত্রুতা জয় করিয়া শত্রু বক্ষেও বিধানের নিশান নিখাত করি। শত্রুরাও আমার ভাই। এখন আমাদের বৈরনির্য্যাতন করিতেছেন শিক্ষা দিবার জন্য। মা, তাহাদের উদ্ধারের উপায় করিয়া দাও! ভক্তের পক্ষে কোন ঘটনা অনিষ্টকর হইতে পারে না। সমস্ত বিরোধী ভাইকে প্রণাম করি। কেন না তোমাদিগের ভিতরে ব্রহ্মাণ্ডপতি আছেন। তোমরা না এলে কি নববিধান আসিত? তোমাদের দ্বারা কত উপকার?"

"মা, আজ উৎসবের ক্ষমার দিন। যিনি যেখানে আছেন, যাঁরা আমাদের শত্রুতা করেন বা আমাদিগকে শত্রু মনে করেন তাঁদের মাথার উপরে তোমার আশীর্ব্বাদ রাখ। তাঁদের অন্তরের সহিত যেন ভালবাসিতে পারি। হে দয়াময়, যেন আমরা অক্ষমার নরক হইতে মুক্ত হই এবং সকলকে ক্ষমাপাশে বদ্ধ করিতে পারি।"

আত্মার জন্য।

নববিধানের উৎসব বাহিরের উৎসব নয়। অমরাত্মাগণই এই উৎসবে নিত্য নিরত। "চল ভাই যাই সবে, মহামহোৎসবে অমরধামে যোগ বলে।" তাই যথার্থ যোগবলে আত্মস্থ আত্ম-ক্রোড় না হইতে পারিলে কখনই আমরা এই মহোৎসবে যাইতে পারি না। এই জন্য বাহিরে যাঁহাদিগের প্রতি আমাদের যে কৃতজ্ঞতা দেবার তাহা দান করিয়া, যাহাতে আত্মস্থ হইতে পারি এবং আত্মজ্ঞান লাভে আত্মালোকে প্রবেশের অধিকারী হইতে পারি তাহার জন্য বিশেষ সাধন প্রয়োজন।

শ্রীমৎ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ প্রার্থনা করিলেন:—"শরীরের ভিতর শরীর ছাড়া একটি বস্তু আছে, আজ উৎসব সেই আত্মাকে বড় করিবে। তুমি দয়া করে আমাদিগকে শরীর বিস্মৃত, সংসার বিস্মৃত কর। চিন্ময় বস্তু আমি, সেই আমিকে আমি ভাল করে অনুভব করুক।"

তুমি আর আমি, বড় চিন্ময় আর ছোট চিন্ময়। বড় অদ্ভুত আর ছোট অদ্ভুত, স্মরণ করাও ভগবান। নতুবা সংসার আমার সর্ব্বনাশ করিল।

হে আমার আত্মন্, তুমি আমার ভিতর ঠিক হয়ে থাক, তাহলে আমার কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা সব অসম্ভব হবে। হে আত্মার পিতা মাতা, আত্মাকে তোমাতে বিলীন কর। এই আত্মাই আমি তা বুঝিতে পারিয়া যেন আমরা সকল নীচতা পরিহারপূর্ব্বক স্বর্গীয় জীবন লাভ করিতে পারি।"

চিত্তশুদ্ধির জন্য।

আত্মস্থ না হইলে যেমন আধ্যাত্মিক মহোৎসব সম্ভোগ হয় না, চিত্ত শুদ্ধ না হইলেও আমরা যথার্থ আত্মস্থ হইতে পারি না। হিন্দু গঙ্গাস্নান দ্বারা বা খ্রীষ্টান যেমন জলাভিষেক দ্বারা শরীর মনের পাপ ধৌত করিয়া দ্বিজত্ব লাভ করেন বা ধর্ম্মযজ্ঞানুষ্ঠানের উপযোগিতা লাভ করেন, তেমনি পবিত্রাত্মার জলে মনের পাপ চিত্তের মলিনতা ধৌত না করিলে আমরাও যথার্থ উৎসবে প্রবেশ করিতে পারি না। তাই উৎসবের অব্যবহিত পূর্ব্বেই সাধন সহকারে আমাদের হৃদয়ের সকল প্রকার পাপ প্রক্ষালন করিতে হইবে।

ঈশা বলেন বিশুদ্ধ চিত্ত না হইলে কেহ ঈশ্বর দর্শন করিতে পারেন না। বাস্তবিক বিশুদ্ধ চিত্ত না হইলে কেমন করিয়া আমরা অমরাত্মাগণের সঙ্গ সহবাসে মহোৎসব করিতে পারিব? তাই সম্পূর্ণরূপে যাহাতে পবিত্র মন পবিত্র ইচ্ছা পবিত্র জীবন হইতে পারি, তাহারই জন্য উৎসবের পূর্ব্বে চিত্তশুদ্ধি সাধনের ব্যবস্থা।

এই সময়ে যেমন গ্রাম গ্রামান্তর হইতে শত সহস্র নরনারী গঙ্গাস্নানের জন্য ব্যাকুল অন্তরে ধাবিত হয়, তেমনি আমরাও যদি প্রাণগত ব্যাকুলতার সহিত পবিত্রাত্মরূপিণী জননীর শরণাপন্ন হই, তিনিই আমাদিগের সকল পাপ ধৌত করিয়া আমাদিগের দুর্নীতিক প্রবৃত্তি বলিদান করিয়া আমাদিগকে শুদ্ধ চিত্ত করিবেন, এই উপলক্ষে শ্রীআচার্য্যদেব প্রার্থনা করিলেন :—"দীনবন্ধু, শুদ্ধ না হইলে উৎসব করা বৃথা। এখন হলো না, হলো না, হয় না, হয় না, সে সব নয়। এখন আর সময় নাই, ভাল হতেই হবে। এদের বলতে হবে সকলের কাছে স্ত্রীলোকের প্রতি কোন কু-ভাব পোষণ করেন কি না। মনে অহঙ্কার আছে কি না, কলাকার জন্য ভাবেন কি না। প্রতিজন যেন তোমার চরণ প্রান্তে পড়ে বলতে পারেন এবার শুদ্ধ হয়েছি, পাপ শূন্য হয়েছি। মা, কারো পাপ আর থাকবে না। আমাকে কেবল প্রেম শেখাও। লোভ, রাগ, স্বার্থপরতা দুর কর। এই দলকে সাধুদল কর, আর পুরস্কার চাই না।" এবার যেন আমাদের দলগত জীবনে এই প্রার্থনাই পূর্ণ হয়।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

প্রণাম।

প্রণামের সাধারণ অর্থ পূর্ণরূপে পদানত হওয়া। আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ বলেন, যখন ঈশ্বরকে প্রণাম করিবে, মস্তকে ঈশ্বরের চরণের স্পর্শ উপলব্ধি করিবে যতক্ষণ না তাহা পায় ততক্ষণ প্রণত থাকিবে। তাহা হইলেই প্রণাম করা সার্থক ও সত্য হইবে। বাস্তবিক কেবল মস্তক অবনত করাই ঈশ্বরপ্রণাম নহে।

পাপ চক্ষে ঈশ্বর দর্শন কি সম্ভব ?

শ্রীঈশা বলিলেন যাহারা বিশুদ্ধচিত্ত তাহারাই ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিবে। কিন্তু নববিধানাচার্য্য বলিলেন কলিযুগে পাপীরাও ধন্য কেন না তাহাদিগকেও ঈশ্বর দর্শনদান করেন। পাপ ত আমাদের রোগ। দেহ পুষ্ট বা ক্ষত রোগাক্রান্ত হইলেও তাহাতে প্রাণ যেমন থাকে না, তেমনি পাপ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির অন্তরেও সেই প্রাণের প্রাণ যিনি তিনি নিত্য বর্ত্তমান, তিনি ত তাহাকে ছাড়িয়া যান না। আমরা আপনাদিগকে পাপী জানিয়াও যদি অনুতপ্ত চিত্ত হই এবং বিশ্বাস করি যে সেই প্রাণের প্রাণ আমাদিগের প্রাণেই সদা বর্ত্তমান আছেন, আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমরাও তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারি; বিশ্বাসই প্রত্যক্ষ দর্শন। তাঁহার দর্শনেই পাপীর পাপ যায়।

সাধুভোজন।

ধন্য নববিধান, যিনি আমাদিগকে সাধুভোজন করিতে শিখাইয়াছেন। ভোজনের দ্বারাই আমাদের শরীর পরিপুষ্ট হয়, দেহ রক্ষা হয়। ভোজন বিনা রক্তমাংস হয় না। সাধুভোজনের অর্থ শারিরীক ভোজন নয়, সাধুগণ আত্মস্থ আত্মাময়, তাঁহাদিগের আত্মাকে আত্মস্থ করাই সাধুভোজন। সাধুগণকে বাহিরে রাখিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি দিতে গিয়া যুগে যুগে তাঁহাদের অনুগামীগণ তাঁহাদিগকে ঈশ্বরবোধে পূজা করিয়া ভ্রান্তিতে পড়িয়াছেন। ভক্তদিগকে বাহিরে রাখিয়া সম্মান দিলে এইরূপ আশঙ্কাই চিরদিন থাকিবে। তাই নববিধান বলিলেন ভক্তদিগকে আহার পান কর, অন্ন জলের সঙ্গে প্রতিদিন তাঁহাদিগকে অন্তরস্থ কর। তাহা হইলেই তাঁহাদিগের বিশুদ্ধ রক্ত বিশুদ্ধ জীবনী শক্তি আমাদিগের জীবনকে পরিপুষ্ট করিবে। তাঁহারা যে আমাদিগের জীবনকে সঞ্জীবিত এবং তাঁহাদের আদর্শে গঠিত করিবার জন্যই প্রেরিত, তাঁহাদিগকে বাহিরে রাখিয়া পূজা করিবার জন্য ত প্রেরিত হন নাই। তাঁহাদিগকে কেবল প্রভু প্রভু না বলিয়া তাঁহাদিগের জীবন আহার পান করিলেই যথার্থ তাঁহারা যে জন্য প্রেরিত সেই উদ্দেশ্য সম্যকরূপে সংসিদ্ধ হইবে। সাধুভোজন সাধন আমরা আপনারা করিলেও ঠিক কি ভাবে তাঁহাদিগকে

হজম করিতে হয়, আত্মস্থ করিতে হয়, তাহা ত পারি না। তাই শিশুসন্তানদিগকে মা যেমন খাওয়াইয়া দেন, তেমনি যদি আমাদের মা আমাদিগকে খাওয়াইয়া দেন এবং শিশুর ভাবে সরলান্তরে আহার পান করি, আমরা তাঁহাদিগকে যথার্থরূপে আত্মস্থ করিয়া তদগত-জীবন তন্ময় আত্মা হইতে সক্ষম হই। আচার্য্য-জীবন গ্রহণ সম্বন্ধেও আমাদের এই ভাব অবলম্বন করিতে হইবে।

ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের আত্ম-কথা।

লেখা ছিল শাস্ত্রে, একজন লোকে কয়জন লোক মিলিত হইয়া যাইবে এবং তাঁহারা পরস্পরের সহিত মিলিবে এবং সমুদয় মিলিয়া তোমাতে বিলীন হইয়া যাইবে, ইহাই নববিধানের তাৎপর্য্য।

গুরু হউক না হউক, আচার্য্য উপদেষ্টা শ্রেষ্ঠ হউক না হউক, একজন মধ্যবিন্দুতে দশজন আকৃষ্ট, দশজন মিলিত হইবে। যেখানে দশজন শতজন তোমাতে এক হইবে, সেখানে একটা অবলম্বন চাই।

গুরুবলে মধ্যবর্ত্তীবলে মানিতে হয় না। কিন্তু ভগবানের লীলাবলে, অভিপ্রায় বলে এ সব মানিতে হয়। নববিধানের ব্যবস্থা তুমি এই রকম করিয়াছ। আমরা তাহা মানিলাম না বলিয়া মিলন হইল না। এখনও সময় আছে, এখনও চেষ্টা করি।

যারা পরস্পরের নয় তারা আমারও নয়, তোমারও নয়, নববিধানেরও নয়, এ কথা মানিতে হইবে। যাঁরা একজন হন তাঁরা তোমার, তাঁরা বিধানের।

দশ দরোজা নাই স্বর্গে, এক দরোজা দিয়া যাইতে হইবে। সপরিবারে সবান্ধবে ভগবানের বুকের ভিতরে প্রেমসমুদ্রে ডুবিব। বন্ধুরা একখানা হয়ে আমার সঙ্গে এক হয়ে যাবেন তোমায় গাড়ী করে। মা, আর কি ভিক্ষা চাহিব, এক শরীর এক আত্মা হয়ে তোমার ভিতর মিশিতে চাই।

ভিন্নতা, স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা, "আমি আমি" যেখানে সেখানে আমার বাপ নাই, আমি সে "আমি" ভূতের রাজ্যে থাকিতে চাই না। এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা সকলে যেন ভূতের দেশ হইতে স্বাধীনতার ভিন্নতার দেশ হইতে শীঘ্র শীঘ্র পলায়ন করিয়া সকলে এক প্রাণ হইয়া তোমার পবিত্র প্রেমরাজ্যে গমন করিয়া একাত্মা হইয়া তোমার বুকের ভিতর বিলীন হই। —দৈনিক প্রার্থনা, ৫ম ভাগ,—"একাত্মতা"।

নববিধানের দয়াময় দেবতা, তোমার কাছে এত দিন কি পাইলাম, বিশেষ কি কার্য্য করিলাম পৃথিবীতে? এক সুখের হার পাইয়াছি, দিয়াছি, নিজস্ব ধন করিয়াছি, মণ্ডলীকে দিয়াছি। দুঃখ হইলে যাঁর কাছে গেলে শান্তি পাওয়া যায়, সান্ত্বনা পাওয়া যায়, এমন এক পিতা মাতাকে দেখিয়াছি, দেখাইয়াছি পৃথিবীকে। সেজন্য তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমরা যখন পৃথিবী থেকে চলে যাব, খুব পরিষ্কাররূপে পৃথিবী লিখিবে, একদল মরুভূমিতে, বনে কল্পতরু বাহির করিয়াছিল।

পিতার মন্দির তৈয়ার হয়ে উঠিল, ভাইএর মন্দিরের বনেদ গাঁথাও হলো না। আমরা ভাই ভগ্নি সম্বন্ধে মন্দির গেঁথে রেখে যেতে পারিলাম না, তবে একটুখানা বনেদ যেন গেঁথে রেখে যেতে পারি। যখন প্রাণের সহিত সরল অন্তরে এত দিন তোমার চরণে সাধন করিলাম তখন এ দুটী হতেই হবে।

একটী প্রেমময় পিতা, আর একটী প্রেমময় ভ্রাতা, একটী প্রেমময় পিতা হৃদয়ে, আর একটী সুখের পরিবার, সুখের মণ্ডলী। নববিধানের স্বর্গের পরিবার হয়ে শুদ্ধ হয়ে আমরা তোমার ভজনা করিব। এই দুয়ের মিলন হতে হইবে, একটা দেখে গেলাম, আর একটার আশা করে গেলাম; তোমার কৃপা যদি হয় দুটীই দেখে যাব।—দৈঃ প্রাঃ, ৫ম ভাগ—"একটী পিতা একটী মাতা"।

ভক্তপ্রসঙ্গ।

প্রফুল্ল যখন অতি ছোট ৫।৬ বৎসরের শিশু হইবে, একদিন যোড়পুকুরে কৈলাস বাবুদের পুকুরে আমরা স্নান করিতেছিলাম, বাবা অনেক দূরে জলেতে ছিলেন। প্রফুল্ল ঘাট হইতে কোনও প্রকারে গিয়া বাবাকে ধরিয়া আহ্লাদ করিয়া বলিল, "এখন আমি বাবাকে ধরেচি, আমার কি ভয়?"

প্রফুল্ল যখন পাঁচ বৎসরের শিশু, একদিন বাবার সঙ্গে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেছিল, বলেছিল "বাবা, তুমি স্বর্গে যাবে আকাশে।" সেই সকল কথা "পঞ্চম বর্ষীয় বালকের উক্তি" বলিয়া "সুলভ সমাচার" কাগজে বাহির হইয়াছিল। প্রফুল্লচন্দ্র শিশু অবস্থা থেকে অন্য শিশু অপেক্ষা স্বতন্ত্রছিল। যখন প্রফুল্ল ছোট শিশু এক সময় তার সঙ্কট পীড়া Bronchitis হয়। ডাক্তারগণ ভয় পাইয়া প্রায় প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিল। পিতৃদেব তখন বেলঘরিয়া বাগানে গিয়াছিলেন।

প্রফুল্ল চন্দ্রের অসুখ শুনিয়া কলুটোলার বাড়ীতে আসিলেন। বাহিরের ঘরে লোকে পূর্ণ, বাবার হাতে একটী গোলাপ ফুল ছিল, সেইটী প্রফুল্লকে দেখাইলেন; অমনি প্রফুল্ল বলিল, "বাবা তুমি এসেছ?" তখন হইতেই তাহার পীড়া আরোগ্য হইতে লাগিল। প্রফুল্লকে অনেকেই "পীটার" বলিয়া ডাকিত। মাতৃদেবী বলিয়াছিলেন, বেশতো "স্বর্গের চাবি পীটারের হাতে ছিল"।

মাতৃদেবীর সকল ব্রাহ্মপরিবারের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি ছিল, এটা একটা বিশেষ গুণ। কোনও হিন্দু বিবাহ কিম্বা হিন্দু পূজার নিমন্ত্রণে তাঁকে যাইতে কখনও দেখি নাই।

শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী।

শ্রীব্রহ্মানন্দের ব্রহ্মনাম।

[তাঁহার প্রার্থনা ও উপদেশাদি হইতে সঙ্কলিত]

উচ্চদেবতা, উজ্জ্বলজ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বর, উজ্জ্বলবর্ণ, উজ্জ্বলব্রহ্ম, উৎসবের অধিপতি, উৎসবের ঈশ্বর, উৎসবের দেবতা, উৎসবের রাজা, উৎসবের হরি, উর্থলিত প্রেমসিন্ধু, উদার প্রেমিক পরমেশ্বর, উদাসীন, উদাসীন ব্রহ্ম, উদাসীন মহাদেব, উদ্যত বজ্রধারী, উদ্ধারকর্ত্তা, উপকারী, উপকারী বন্ধু, উপদেষ্টা, উপাধিবিহীন আকারবিহীন বস্তু, উপাস্য, উপাস্য দেবতা, উপায়।

ঋষি মুনিদিগের স্তবনীয় যজ্ঞেশ্বর।

এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী, এই পাপাত্মার অন্তরাত্মা, এই বন্ধুহীনের বন্ধু, এই ভূমণ্ডলের আদিকারণ, এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই মন্দিরের করুণাসিন্ধু দেবতা, এক অনন্ত-প্রাণ, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, এক অদ্ভুত কারীকর, এক আদি পুরুষ, একখানা অনন্ত হাস, এক গর্ভধারিণী, একটা চিদাকাশ, এক নির্ব্বিকার ফকীর, এক নির্ব্বিকার নির্লিপ্ত ঈশ্বর, একজন প্রেমসুন্দর মঙ্গলময় ভক্তবৎসল, একজন সারাৎসার গম্ভীর প্রকৃতি যোগেশ্বর, এক পতি, এক পুরাতন সনাতন পরব্রহ্ম, এক পুরাতন হার, এক প্রকাণ্ড তেজ, এক প্রকাণ্ড পুণ্যজ্যোতি, এক প্রকাণ্ড প্রবক্তা, এক প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী, এক প্রেমময়ী মা, এক বই দ্বিতীয় নাই, এক ব্যক্তি, এক মহৎ গুরু, এক সচ্চিদানন্দ তেজোময় পুরুষ, এক সচ্চিদানন্দ, মহৎ লোক, একমাত্র অদ্বিতীয় দেবতা, একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, একমাত্র অবলম্বন, একমাত্র আনন্দের উৎস, একমাত্র আলো, একমাত্র উপাস্য দেবতা, একমাত্র জীবন্ত প্রাণস্বরূপ দেবতা, একমাত্র পরমেশ্বর, একমাত্র পরিত্রাতা, একমাত্র পাপীর গতি, একমাত্র প্রভু, একমাত্র সহায়, একমেবা-দ্বিতীয়ং, ঐশ্বর্য্যশালী, ঐশ্বর্য্যশালী ভগবান, ওমা শক্তি অধিকারী।

শ্রীমতী মাণকা দেবী।

শোক-সহানুভূতি।

নদীর ন্যায় কালের প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া থাকে। প্রবাহের ধর্ম্মই প্রবাহিত হওয়া। মৃদুমন্দ গতিতেই হউক আর খরতর গতিতেই হউক প্রবাহ প্রবাহিত হইবেই। শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই—অহর্নিশি, অষ্টপ্রহর, প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে, হইতে থাকিবে।

প্রবাহের গতি অনন্তের দিকে। যে দিক দিয়াই যাউক, ঘুরিয়া ফিরিয়া, আঁকিয়া বাঁকিয়া—প্রবাহ চলিতেছে অনন্তের দিকে। বিশ্ব তাহা দেখিতে পাউক বা না পাউক, বুঝিতে পারুক বা না পারুক করিতে পারুক বা না পারুক—প্রবাহ চলিতেছে অনন্তেরদিকে। অনন্ত তাহার একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র গন্তব্যস্থান।

প্রবাহ প্রবাহিত হউক, আমার তাহাতে আপত্তি নাই। প্রবাহ নিজের কর্ম্ম নিজের ধর্ম্ম পালন করিবে, আমি তাহাতে আপত্তি করিলে চলিবে কেন? আমার আপত্তি খাটিবে কেন? আমার আপত্তি শুনিবে কে? আমার আপত্তি করা অন্যায় আব্দার নয় কি? সুতরাং প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে হউক; অনন্তেরদিকে যাইতেছে যাউক। কিছু বলিব না, কোন আপত্তি করিব না।

কিন্তু আমার জিনিসটিকে লইয়া প্রবাহ যখন ছুটিতে থাকে অনন্তের দিকে; আমার অঙ্ক, আমার হৃদয় শূন্য করিয়া আমার জিনিসটিকে, কাড়িয়া লইয়া প্রবাহ যখন ধাবিত হইতে থাকে অনন্তেরদিকে, তখনও কি নিরব থাকিব? তখনও কি কোন আপত্তি করিব না? তখনও কি আমার আপত্তি অন্যায় আব্দার? আমার আপত্তি, আর্ত্তনাদ শোনে, এমন লোকও বিশ্বজগতে কি তখনও পাইব না? আমার বুকচেরা ধন, আমার অঞ্চলের নিধি, আমার নয়নের মণি, হৃদয়ের সর্ব্বস্ব; আমার সুখ, শান্তি, ঐশ্বর্য্য, আমার বল, বিক্রম, সাহস; আমার ইহকাল পরকাল; আমার স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল—এক কথায় আমার বলিতে যাহা কিছু, প্রবাহ আসিয়া তাহাকে লইয়া চলিয়া যাইবে অনন্তের দিকে, আর আমি থাকিব নিরব? নিরব কি তখন থাকিতে পারি?

"ওকি ও সাগর বক্ষে!
উহু! কি দেখিনু চক্ষে!
হায় হায় কারা তোরা চিতা সাজাইলে?
হোক্ ধরা ছাই ভস্ম
কাঙ্গালের সরবস্ব—
জ্বলন্ত অনলমাঝে কোন প্রাণে দিলে?
ওদেহ সোণার দেহ
বিফলে চিতায় কেহ
অভাগীর সুখসাধে বিফলে আগুন;
অন্ধের হাতের নড়ি
নিস্ফলে মিনতি করি,
কি দোষে এ ভিখারীরে করিবিরে খুন?"

কৈ, শুনিল ত না কেহ আমার কথা—বিশ্বজগত বিচলিত, বিগলিত হইল না ত আমার ব্যথায়? বধিরের নিকট আর্ত্তনাদ করিলাম? অরণ্যে—রোদন করিলাম? শোক উচ্ছ্বাস উড়িয়া গেল, ভাসিয়া গেল, নিস্ফল হইল? শোক উচ্ছ্বাসের ইহাই কি পরিণাম? নিরুপায় হইয়া, হতাশ প্রাণে, হতাশ অন্তরে তখন বলিলাম,—

"তবে সাজ দেববেশে
যাও চলি দেবদেশে—
মরণের পরপার অনন্ত যেথায়!
আজ দশদিক ভরি
বল তোরা হরি হরি
আমার জিতইন্দ্র ঐ অনন্তে মিলায়।"

জীব মিলিয়া গেল, মিলিয়া গেল, বিলীন হইল অনন্তে—এক হইয়া গেল অনন্তের সহিত, আত্মার সহিত ব্রহ্মের সহিত। যাঁহা হইতে জীবের উৎপত্তি, তাঁহাতেই মিলন—যেখান হইতে আসা, সেইখানেই যাওয়া। মধ্যে দিন কয়েক যে ইন্দ্রজাল, যে প্রহেলিকা দেখিলাম, যে ভেদবুদ্ধি আমাতে ছিল—এখন বুঝিতেছি, দেখিতে পাইতেছি, সেই ইন্দ্রজালের মধ্যেও, সেই ভেদবুদ্ধির মধ্যেও সেই অনাদি অনন্ত আত্মসত্তা ব্রহ্মসত্তা বিদ্যমান। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, আদি মধ্য অন্ত, জন্ম জীবন মৃত্যু—প্রত্যেকটীর মূলে, মধ্যে, অন্তে আত্মসত্তা, ব্রহ্মসত্তা বিদ্যমান। সর্ব্বভূতেই ব্রহ্মসত্তা, ব্রহ্মসত্তাতিরিক্ত নয়।

যস্ত সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥
যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥

ঈশোপনিষৎ—৬।৭

আত্মাতে সর্ব্বভূত, সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন—ইহাই ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মপ্রাপ্তি, এই আত্মজ্ঞান, এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে, কোথায় মোহ, কোথায় শোক—সমস্তই আনন্দ, সমস্তই শান্তি, এই শক্তির দিকে চলিয়াছে, চলিয়া যাইতেছে প্রবাহ, এই শান্তির দিকে জীব জগতকে লইয়া যাইতেছে প্রবাহ।

অনন্তের পথ যে দেখাইয়া দেয়, অনন্তের দিকে যে লইয়া অনন্তের সঙ্গে যে মিলাইয়া দেয় সে পরম বন্ধু।

আজ ২০শে ডিসেম্বর। আজিকার দিনে সেই বন্ধুর কথা, সেই প্রবাহের কথা মনে উদয় হইয়া আর মনে হইল তাঁহার কথা—সেই সৌম্য, প্রশান্ত, হাসিভরা মুখের কথা, যিনি এখন অনন্তের বক্ষে বিলীন।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রী—

সাধনায় শ্রীকেশব।

সাধকের সাধনার যেমন সীমা নাই তাঁহার জীবন-কাহিনীরও সেইরূপ সীমা নাই। সাধনার রাজ্যে সাধক কোন্ সীমায় গিয়া পৌঁছাইবেন তাহা তিনি নিজেই বলিতে পারেন না।

গুরুও গ্রন্থবিহীন হইয়া নির্জ্জন প্রার্থনার উপর যে ধর্ম্ম-জীবনের প্রভাত দেখা দিয়াছিল সে জীবনও ধর্ম্ম-সাধনার অকূল সমুদ্রের কোন্ স্থানে গিয়া পৌঁছাইবে শ্রীকেশব তাহা নিজেই জানিতেন না। বিধাতার বিধানে তাঁহার প্রচ্ছন্ন নববিধান কেশবজীবনের ভিতর অস্ফুট উষার আলোকের মত দেখা দিয়াছিল। অণ্ড আর অণ্ড থাকে না যখন ফুটিয়া যায়। অণ্ড নিঃসারিত পক্ষযুক্ত বস্তু তখন পক্ষী নাম ধারণ করে। বস্তুর এই প্রকারান্তর নাম সাপেক্ষ নহে। স্বভাব এই অবস্থায় আনিয়া ফেলে।

"Behold, I make all things new" ইহা শ্রীঈশা বলিতে আসেন নাই। ভিতর হইতে পবিত্রাত্মা এই কথা বলিলেন। ভিতরে নূতন সাধনা। ভিতর হইতে নূতন সংবাদ আসিল। সাধকের সাধনাই ঘোষণা করিতে যে ইহা বিধাতার New Testament. সাধনার রাজ্যে সাক্ষ্য এইরূপই আসিয়া পড়ে।

শ্রীকেশবের নববিধান এইরূপেই আসিয়া পড়িয়াছিলেন। গুরুও গ্রন্থ-বিহীন প্রার্থনা-রত শ্রীকেশব জানিতেন না যে, তাঁহার সাধনার পথে কোন্ ফুল ফুটিয়া উঠিবে। ফুল ফুটিলে তার নাম ফুল হয়। ভিতরে প্রবেশ ভিন্ন বস্তুর অনুভূতি হয় না। গিরি-গুহায় প্রবেশ না করিলে কে বুঝিবে গুহার ভিতরে কোন্ বস্তু বর্ত্তমান? ক্রম-বিকাশের পথে শ্রীকেশব এই নববিধান দেখিতে পাইলেন। তাঁহার প্রার্থনা, তাঁহার উপদেশ ও তাঁহার বক্তৃতা সে দর্শনের সাক্ষ্যদান করিতেছে। তাঁহার শেষ জীবনের শেষ বক্তৃতা "Asia's Message to Europe" তাঁহার নববিধানের মহা সাক্ষ্য দান করিতেছে। সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মহা মিলনের পূর্ব্বাভাস পূর্ব্বাকাশে রজনীর অন্ধকার-বিমুক্ত আলোক দর্শনের ন্যায় তিনি ঘোষণা করিয়া গেলেন। এত বড় আয়োজনের মধ্যে বিধাতার কোন্ সত্য নিহিত ছিল, সাধনশীলের চক্ষুই সে সত্য ও সে অভ্যাস দেখিতে পাইয়াছেন। কোথা হইতে কোন্ আদেশে ও কোন্ আবেগ লইয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রে শাস্ত্রজ্ঞ ভক্তগণ আসিয়া পড়িলেন তাহা ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তি মাত্রেরই ভাবিবার বিষয়। কে কোথা হইতে কোন্ ডাক শুনিয়া আসিয়া পড়িলেন পাঠক একবার ভাবিয়া দেখুন। যাহা ভিতরে নিহিত ছিল তাহাই বিশ্বাসীর সমক্ষে আসিয়া পড়িল।

আবার বলিতেছি বস্তু-পরিচয় সহজে হয় না। শিশু এক দিন মাত্র চাঁদ দেখিয়া চাঁদের পরিচয় পায় না। দেখিতে দেখিতে তাহার সৌন্দর্য্য ও চিত্তাকর্ষক শক্তি অনুভব করিতে থাকে। সে তখন হাত বাড়াইয়া চাঁদকে ডাকিতে যায়। বস্তুর নাম জানে না তবুও তাহাকে ডাকে। সাধনায় সাধকের সেইরূপ অবস্থা। দেখিতে দেখিতে সাধনাকাশে চাঁদের পরিচয় প্রাপ্ত হন।

"He that eateth my flesh and drinketh my blood, dwelleth in me and I in him" যিনি আমার মাংস ভোজন ও আমার রক্ত পান করেন, তিনি আমার ভিতরে বাস করেন এবং আমি তাঁহার ভিতরে বাস করি। ভক্তমাংস ভোজন ও ভক্তরক্ত পান ব্যতীত ভক্তকে যথার্থ চেনা যায় না। সাধক Thos Collier টমাস্ কলিয়ার "Spiritual Supper" অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ভোজনের কথা বলিয়া গিয়াছেন। এরূপ

অবস্থা না হইলে সাধনরাজ্যে সাধনাসিদ্ধ সাধককে চিনিয়া উঠা কঠিন। "Feast of the spirit" Fat of the spiritual things 'spiritual meat" আত্মার ভোজ আধ্যাত্মিক বস্তুর ভিতরের মজ্জা ও আধ্যাত্মিক মাংসাহার ব্যতীত আধ্যাত্মিক রাজ্যের কথা বুঝিয়া উঠা কঠিন। নববিধান সাধনায় শ্রীকেশবের সাধনা সহজ বস্তু নহে। নবনীত প্রস্তুতকারী অনেক আয়াস ও প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া দুগ্ধের যে অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহাতে সে নবজাত বস্তুকে তিনি স্বভাবের নিয়মে "নবনীত" অর্থাৎ নবভাবে নীত না বলিয়া থাকিতে পারেন নাই। প্রস্তুতকারীর প্রক্রিয়ার বিধানে তরল দুগ্ধ যে আর এক নূতন অবস্থায় উপস্থিত হইবে প্রক্রিয়ার প্রথম সূচনায় তাহাও বিকশিত হয় নাই। তাঁহার আরব্ধ প্রক্রিয়ার ক্রমবিকাশের পথে তিনি নবনীতে অর্থাৎ এক নূতন বস্তুতে আসিয়া পড়িলেন। শ্রীকেশবের সাধনায় তাঁহার নববিধান সেইরূপ নবনীতের ন্যায় আসিয়া পড়িয়াছিল। ব্রহ্মের বিধান এইরূপই। সাধনায় শ্রীকেশব এই স্থানে।

বাঁকিপুর পাটনা। শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

—•—

শ্রদ্ধাস্পদ অগ্রজ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ।

আমাদিগের ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রদ্ধাস্পদ অগ্রজ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ৮৭ বৎসর বয়সে বোলপুর শান্তিনিকেতনে গত ১৯শে জানুয়ারী দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত গভীর আধ্যাত্মিক ভাব পূর্ণ সঙ্গীত আমাদিগের দৈনিক উপাসনা সাধনের অন্ন পান হইয়া রহিয়াছে। তিনি দীর্ঘজীবন আমাদিগের মধ্যে থাকিলেও তাঁহার তিরোধানে আমরা তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত গভীর সমবেদনা অনুভব করিতেছি। রচিত স্বপ্নপ্রয়াণ তাঁহার পদ্য ও ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহাকে কবি রবীন্দ্রনাথের "দাদা" বলিয়াই পরিচিত করিবে। তিনি একজন সুপণ্ডিত ও গভীর চিন্তাশীল দার্শনিকও ছিলেন এবং কি সরল সহজ ভাষাতেই জটিল দার্শনিক তত্ত্ব সকল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তি অতি উচ্চদরের ছিল। ইংরাজী বক্তৃতা সহজে লিপিবদ্ধ করিবার যেমন short hand প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে, তেমনি বাঙ্গালা ভাষাতেও তিনি এক প্রকার প্রণালী আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার আবিষ্কৃত এই আকার ইঙ্গীতে লিখন প্রণালী অতি চমৎকার। ইহার বহুলরূপে প্রচলন হইলে আমাদের বক্তৃতা উপদেশাদি লিপিবদ্ধ করিবার বড়ই সহজ উপায় হইবে।

তিনি একজন ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ছিলেন। স্বদেশপ্রিয়তা তাঁহার প্রকৃতিগত সাধন ছিল। বঙ্গদেশে "জাতীয়তা" শব্দের প্রথম উদ্বোধন বোধ হয় তাঁহার ও তাঁহার সহযোগীদিগের দ্বারাই হয়। আজীবন এই জাতীয় উন্নতি সাধনের তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।

মহর্ষিদেবের দেহাবস্থানকালে তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হন এবং তিনি এই সমাজের সভাপতির কার্য্যও শেষ দিন পর্য্যন্ত সম্পাদন করিয়াছেন।

মহর্ষিদেবের তিরোধানের পর হইতেই প্রায় তিনি শান্তিনিকেতনে তীর্থবাস করিতেছিলেন। সেখানে তিনি প্রাচীন ঋষিদিগের ন্যায় অহিংসা মন্ত্র সাধনে এমনই সিদ্ধিভাব লাভ করিয়াছিলেন যে পশু পক্ষীগণ নির্ভয়ে তাঁহার দেহে আসিয়া বসিত ও তাঁহার হস্ত হইতে আহার পান লইত।

তিনি ইদানীন্তন বিশেষ ভাবে গীতার ব্যাখ্যা লিখিতে নিরত হন। যদিও মাঘোৎসবের পূর্ব্বেই তিনি পরলোকে গমন করেন, মাঘোৎসবের নিমন্ত্রণ পত্র এবার তাঁহারই দ্বারা স্বাক্ষরিত হইয়া সকলকে মাঘোৎসবে যোগদান করিতে আহ্বান করা হয়। তিনি মহর্ষিদেবের স্বর্গারোহণ দিনেই স্বর্গারোহণ করিয়া সেই পিতৃদেবাত্মার সঙ্গে অমরলোকেই ব্রহ্মোৎসবে মগ্ন হইয়াছেন।

গত ২৮শে জানুয়ারী সেই পুরাতন ঠাকুরবাড়ীর পূজার দালানে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধক্রিয়া তাঁহার পুত্রগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় উপাচার্য্যের কার্য্য করেন। বোলপুর শান্তি-নিকেতনেও শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিয়াছেন।

—•—

(প্রেরিত)

নগর-সঙ্কীর্ত্তন।

সন ১৩৩২ সাল, ৭ই ভাদ্র তারিখে "নগর-সঙ্কীর্ত্তন" নামে একখানি নগর সঙ্কীর্ত্তন প্রকাশিত হইয়াছে, শ্রদ্ধাস্পদ সঙ্গীতাচার্য্য ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মহাশয়ের শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার কৃত নগর-সঙ্কীর্ত্তনগুলি মুদ্রিত করিয়া বিতরিত হইয়াছিল। অষ্টবিংশ মাঘোৎসব হইতে পঞ্চাশৎ মাঘোৎসব পর্য্যন্ত ১৫টী নগর-সঙ্কীর্ত্তন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সময় হইয়াছে।

সাধন ভজনে স্বর্গীয় সত্য, জ্ঞান, প্রেম, ভক্তিস্রোত যাহা প্রবাহিত হইয়া আচার্য্য প্রমুখ প্রচারকদিগকে বিশেষ ভাবে এবং সাধারণ ভাবে কলিকাতা ও মফঃস্বলের সকল উপাসক মণ্ডলীকে স্বর্গীয় জীবন দান করিয়াছে, তাহারই অভিব্যক্তি প্রতি বৎসর নগর সঙ্কীর্ত্তনে পবিত্রাত্মার অবতরণ হইয়াছে। সে সঙ্কীর্ত্তনে বহু লোককে জীবনদান করেছে। তাহাদিগের মধ্যে ভাই চন্দ্রমোহন দাস প্রচারক একজন। তিনি ওকালতি পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইতেছিলেন। কুতুহল বশতঃ নগর-সঙ্কীর্ত্তন শুনিতে যাইয়া বিধাতার প্রেমের ফাঁদে ধরা পড়িয়া গেলেন ও একেবারে

সমগ্র জীবন ব্রহ্মচরণে উৎসর্গ করিয়া প্রচারক হইলেন। সময়ের নগর সঙ্কীর্ত্তন এইরূপ মানব মণ্ডলীতে পবিত্রাত্মার ঝড় বহিত।

আচার্য্যদেবের তিরোধানের পর প্রচারকবর্গ এবং মণ্ডলী-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সেই বিচ্ছিন্ন মণ্ডলীর অবস্থায় সঙ্গীতাচার্য্য ২৭টী নগর-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা মায়ের প্রেম প্রচার করিয়া মণ্ডলীকে এক প্রেমে বদ্ধ করিবার জন্য নগর-সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার পশ্চাতে তেমন জীবন ছিল না। সুতরাং তাহার ভাব পরলোক এবং অমরলোক এবং সাধু ভক্তদের প্রেমের কথা আর আনন্দময়ীর স্নেহের কথায় পূর্ণমাত্রায় জীবন দেয় নাই। তাহাতে লোকে মধুর ভাব পেয়ে সাময়িক মধুরতা সম্ভোগ করেছে বটে, কিন্তু মণ্ডলী গঠিত হইল কোথায়? বিচ্ছিন্ন প্রেরিতদল সম্মিলিত হইলেন কত? তবু সঙ্গীতাচার্য্যের সঙ্গীতে অনেক স্বর্গীয় ভাব তাঁহার উৎসর্গীকৃত জীবন ধারায় পাওয়া যায়।

অবশেষে তাঁহার তিরোধানের পর যে নগর-সঙ্কীর্ত্তন হয় তাহার সহিত এক পংক্তিভুক্ত করা কতটা সঙ্গত হয়েছে, তাহা বর্ত্তমানের প্রাচীন এবং নবীন বন্ধুগণ ভেবে দেখুন। নীতিই প্রেম, প্রেমই নীতি ইহাতে কতটা রক্ষিত হইয়াছে?

ব্যথিত জনৈক বন্ধু।

—•—

নিবেদন।

হে নববিধানে বিশ্বাসী আবালবৃদ্ধ নরনারীগণ, বিধাতার নববিধানে পুরুষের সঙ্গে নারীর সমান অধিকার। নারীকে ব্রহ্মকন্যা বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে হইবে। সদা নারীর সতীত্ব এবং তাঁহার ভিতর পুণ্যময়ী রূপ দর্শন করিবে। আর তাঁহার আত্মা দ্বারা ভগবানের প্রেম-পরিবারের সেবার সার্থকতা হইতেছে বিশ্বাস করিবে। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ শরীর নিজের মনে করিবে না এবং অন্যের কাহারও শরীর নয়। সমস্ত শরীর আত্মা বিধাতার খেলনাগা। প্রত্যেকের জীবন একটী একটী বেদ, বেদান্ত, ভাগবত, কোরাণ, বাইবেল এবং লালত-বিস্তর প্রভৃতি বিধানস্রোতের সমবেত স্রোত। মিশ জমজম জার্ডন, যমুনা হয়েছে ত্রিবেণী। নববিধানে সমস্তের মিলন হইয়াছে। অতএব সকলে ধর্ম্মাপপাসু হইন এবং ব্যাকুল অন্তরে খুব দর্শন শ্রবণ লাভ করিয়া বিধাতার বিধান পূর্ণ করিতে প্রাণপণ করুন। এই বিনীত নিবেদন।

শ্রীবিহারীলাল সেন।

পুস্তক-পরিচয়।

"ভক্তি অর্ঘ্য"—শ্রীমতী মহারাণী সুচারু দেবী।

ভক্তকন্যা শ্রীমতী মহারাণী সুচারু দেবীর হৃদয়ের যথার্থ ভক্তি অর্ঘ্য স্বরূপ এই চমৎকার সুন্দর সচিত্র গ্রন্থখানি পাইয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত এবং কৃতজ্ঞ হইয়াছি। সুন্দর চিত্রযোগে মহারাণী তাঁহার নবশিশু পিতৃদেব শ্রীকেশবচন্দ্রের বাল্যজীবন লীলা বর্ণনা করিয়া এই গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। চিত্রগুলি তিনি স্বহস্তেই অঙ্কিত করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দের জন্ম ও বাল্যলীলা সরল সুপাঠ্য মিষ্ট ভাষাতেও বর্ণনা করিয়া এই গ্রন্থখানি শিশুদিগের পুরস্কার দিবার বেশ উপযোগী করিয়াছেন। শিশুগণ গ্রন্থখানি পাইলে কতই যে আনন্দিত হইবে তাহা বলা যায় না। এবং কেবল ছোট ছোট শিশুগণ কেন আমাদের ন্যায় বৃদ্ধ শিশুদেরও কঠোর মন ইহা পাইয়া যথার্থই আনন্দে বিগলিত হইয়াছে। মহারাণী দেবীর ভক্তি উচ্ছ্বসিত প্রাণের এই "ভক্তি অর্ঘ্য" তাঁহার পিতৃভক্তি এবং ভক্তভক্তির যুগপৎ মিলিত অর্ঘ্য এবারকার উৎসবের একটি বিশেষ প্রসাদ সত্যই। ভক্ত ইহা ভক্তি সাধনার পবিত্র অর্ঘ্য বলিয়া মস্তকে লইয়াছি। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি এই উপাদেয় চিত্রগ্রন্থখানি ঘরে ঘরে যথার্থ ভক্তি অর্ঘ্যরূপে আদৃত হইবে। আশা করি শিশুগণ নবশিশুর এই ছবির বইখানি পড়িয়া সে নবশিশুরই ছবি হইয়া যাইতে শিখিবে এবং যত বুড়োদিগকে জীবনে এই রকম ছবি অঙ্কিত শিখাইবে।

—

BRAHMO POCKET DIARY AND ALMANACK.

শ্রীমৎ আচার্য্য কেশবচন্দ্র দ্বারা ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এই ডায়েরীর মুদ্রাঙ্কন প্রবর্ত্তিত হয়। তখন হইতেই প্রতিবর্ষে ইহা প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। এ বৎসরে কিছু সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে বর্ষারম্ভের পূর্ব্বেই ডায়েরীখানি বাহির হইয়াছে। সাধকদিগের মধ্যে স্মৃতি লিখন সাধনা উদ্দীপন করিবার জন্যই আমাদের আচার্য্য এই ডায়েরী মুদ্রাঙ্কনের ব্যবস্থা করেন। তিনি উপদেশে বলিয়াছেন, "স্মৃতি ঈশ্বরের করুণা বিস্মৃতি হওয়া অপরাধ, তাই প্রতিদিন জীবনে যে ঈশ্বরের করুণা লাভ কর তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে।" এই জন্য অনুরোধ করি প্রত্যেক সাধক সাধিকা যেন এক একখানি ডায়েরী গ্রহণ করিয়া দৈনিক সাধনার প্রসাদ লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে সাধনের যথেষ্ট সহায়তা হইবে। এবারকার ডায়েরীর প্রথমেই নববিধানের মত, বিশ্বাস, উপাসনা প্রণালী ইত্যাদি অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে এবং প্রতিদিনের জন্য আচার্য্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রার্থনাও দেওয়া হইয়াছে। মূল্য ভাল বাঁধান ॥০, কাপড়ের বাঁধা ।৵০, কাগজের বাঁধা ।০, "ব্রাহ্ম ট্রাক্ট সোসাইটী"র সম্পাদকের নামে ৭৮ বি, অপার সারকিউলার রোড বা ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে লিখিলে পাওয়া যাইবে।

—•—

সংবাদ।

নবদেবালয়—সমস্ত মাসব্যাপী উৎসবের প্রাস্তুতিক সাধন ও উপাসনা প্রতিদিন নিয়মিতরূপে এবার নবদেবালয়ে সাধিত

হইয়াছে। দুই দিন ভাই প্রমথলাল, একদিন ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, একদিন ভাই চন্দ্রমোহন দাস ও একদিন মহারাণী সুনীতি দেবী উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করেন, অবশিষ্ট দিন ভাই প্রিয়নাথ এই কার্য্যে ব্যবহৃত হন। আচার্য্য প্রতিষ্ঠিত নবদেবালয়ে দৈনিক উপাসনা যাহাতে নিয়মিতরূপে হয়, আচার্য্যপ্রিয় নববিধানের প্রচারক, সাধক, সাধিকাগণ এবং পরিবারস্থ সকলকে তাহার ব্যবস্থা করেন ইহাই সানুনয়ে অনুরোধ।

জন্মদিন—গত ২০শে জানুয়ারী, ৬ই মাঘ, কোচবিহারস্থ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের ৩য় পুত্র শ্রীমান্ পরিমল কুমারের ৭ম বর্ষের শুভ জন্মদিন উপলক্ষে তাহার "করুণাকুটীরে" বিশেষ উপাসনা হয়। কেদার বাবু প্রার্থনা করেন।

নামকরণ—গত ৯ই অগ্রহায়ণ, ২৫শে নবেম্বর, বুধবার মধ্যাহ্নে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যার নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। কন্যার নাম "বাসনা" রাখা হয়। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর এই কন্যার জন্ম হয়।

আশীর্ব্বাদ—স্বর্গস্থ সাধু অঘোরনাথের পৌত্র এবং শ্রীমান নিমাইচরণ ঘোষের পুত্র শ্রীমান্ পূর্ণানন্দ ঘোষের চট্টগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত জানকীনাথ দাসের কন্যা কুমারী সাধনা দাসের সহিত শুভ পরিণয়ের প্রস্তাব স্থির হইয়াছে। গত ১০ই জানুয়ারী ভাই গোপালচন্দ্র গুহ আশীর্ব্বাদ সূচক উপাসনা করেন।

খৃষ্টোৎসব—গত ২৫শে ডিসেম্বর খৃষ্টের জন্মদিনে ভাগলপুরে শ্রদ্ধেয় শ্রীনিবারণ চন্দ্র মুখার্জ্জির গৃহে শ্রদ্ধেয় হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ উপাসনা ও খৃষ্টচরিত্র ব্যাখ্যা করেন। স্থানীয় সকল ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা উপস্থিত থাকিয়া যোগদান করেন।

শোক-সংবাদ—পূর্ব্ববঙ্গের উপাচার্য্য শ্রদ্ধেয় প্রেরিত ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের সহধর্ম্মিণী দেবী প্রায় অশীতি বর্ষ বয়সে গত ৫ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার, রাত্রি ৯টা ১৮ মিনিটের সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বাসায় বহু আত্মীয় পরিজন পরিবেষ্টিত হইয়া অনন্তধামে চিন্ময়ী জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। গত ১৭ই জানুয়ারী, রবিবার, প্রাতে ৮৷৷০ ঘটিকার সময়, ১০নং নারকেল বাগান লেনে, তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও ভাই অক্ষয়কুমার লাধের সংযোগীতায় ভাই প্রমথলাল সেন উপাচার্য্যের কার্য্য করেন।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান—গত ১০ই জানুয়ারী স্বর্গীয় প্রেরিত ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের কন্যা এবং বাবু রাজকুমার দাসের পত্নী ঢাকাতে তাঁহার মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। শ্রদ্ধেয় ভাই মহিমচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে:—কলিকাতা নববিধান প্রচার ফণ্ডে ৫৲, ভক্তিভাজন প্যারীমোহন চৌধুরীর সেবার্থ ২৲, ভগিনী সমিতি ৩৲, ঢাকা প্রচার ফণ্ড ৪৲, রামকৃষ্ণ মিশন ২৲, দরিদ্র সেবার জন্য ২৲, বিধানাশ্রম ২৲ টাকা।

আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণ—বিগত ৮ই জানুয়ারী ভাগলপুরে, শ্রীমৎ আচার্য্য কেশবচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করিয়া মহিলা সমিতির কয়েকটী মহিলা কেশবের অনুগত শিষ্য শ্রীহরিসুন্দর বসুর গৃহে বিশেষ উপাসনা করেন, "সেবকের নিবেদন" হইতে জীবনগ্রন্থ বিষয়টী শ্রীমতী অকিঞ্চনবালা পাল অনুরাগ ভরে পাঠ করেন ও জীবনচরিত্র আলোচনা হইয়া শেষ হয়।

শিলচর হইতে শ্রদ্ধেয় ভাই বিহারীলাল সেন লিখিয়াছেন:—গত ৮ই জানুয়ারী করা গেল। এখানের পক্ষে মন্দিরে লোক মন্দ হইয়াছিল না। দুই জনে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং একজন মৌলবি বলিলেন। গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের হেড মাষ্টারের ইংরাজী প্রবন্ধ বেশ হয়েছিল। শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের বাঙ্গালা প্রবন্ধে আচার্য্যের ভগবানের আদেশানুযায়ী জীবনের ঘটনা জীবনবেদ হইতে প্রকটিত করিয়াছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি স্থানীয় নর্ম্মাল স্কুলের এসিষ্টেণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আচার্য্যের জীবনের ভক্তি এবং তাঁহার চিত্তাকর্ষণী সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষ সভাপতিরূপে আমি যাহা বলিয়াছিলাম তন্মধ্যে অনেক কথার মধ্যে একটী জানাইতেছি এই যে, শ্রীকৃষ্ণের নামও কেশব, এক কেশব গীতাতে ধর্ম্মসমন্বয় ভারতে করিয়াছিলেন, আর বর্ত্তমানের কেশব নববিধানে পৃথিবীর সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় করিয়া পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য এবং শান্তির সূত্রপাত করিয়াছেন।

বক্তৃতা—৮ই জানুয়ারী সন্ধ্যা ৬-১৫ মিনিট সময় কটক টাউন হলে আচার্য্যদেবের বাৎসরিক দিনে বিশেষ বক্তৃতা হইয়াছিল। সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলি এম্, এ, কটক কলেজের প্রফেসর। বক্তা—(১) শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ এম, এ, প্রঃ সিটি কলেজ কলিকাতা। (২) রায় সাহেব উপেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি, এ, বি, টি, হেড মাষ্টার রেভেন্সা কলেজিয়েট স্কুল, কটক। (৩) শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন সেনাপতি এম, এ, প্রঃ কটক রেভেন্সা কলেজ। (৪) অন্যান্য অনেক গণ্য মান্য লোক ও মহিলাগণ যোগদান করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ৭ই জানুয়ারী ১১নং পদ্মনাথ লেন বাটীতে স্বর্গীয় সনাতন গুপ্তের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ডাক্তার কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন, এই উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে দান ১৲ টাকা।

গত ৪ঠা মাঘ, শ্রীপঞ্চমী তিথিতে, ১০২ পটুয়াটোলা লেনে স্বর্গীয় রায় কৈলাসচন্দ্র দাস বাহাদুরের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী উপাসনা করেন। শ্রীমান্ দীনেশচন্দ্র দাস বিশেষ প্রার্থনা করেন। কলিকাতাস্থ পুত্র কন্যা ও জামাতাগণ উপস্থিত ছিলেন।

গত ২১ জানুয়ারী স্বর্গীয় ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বৈঠকখানা রোডে শ্রীমতী পুণ্যদায়িনী দেবীর গৃহে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে শ্রীমতী পুণ্যদায়িনী দেবীর দান ১৲ টাকা।

গত ১লা জানুয়ারী, শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে প্রায় ৮ ঘটিকার সময় ৪২ বি, মৃজাপুর ষ্ট্রীটে স্বর্গগত ভাই কেদারনাথ দেবের সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে উপাসনা হয়। তাঁহার কন্যা শ্রীমতী হেম লতা বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে স্বর্গগত ভাইয়ের পুত্রগণ ২৲ ও কন্যা শ্রীমতী অশোকলতা দেবী ৫৲ প্রচার ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

ঐ দিন কদমতলা ২৮নং নরসিংহ দত্ত রোড ভবনে স্বর্গীয় হরকালী বাবুর সাম্বৎসরিক উপাসনা হয়। পুত্রগণ ও তাঁহার বিস্তৃত পরিবার ও স্থানীয় স্বজনগণ অনেকেই উপাসনায় যোগদান করেন। এই দুই স্থানেই ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন।

৬ই জানুয়ারী, বুধবার মঙ্গলপাড়ায় স্বর্গগত শ্রীমহেন্দ্রনাথ নন্দনের সহধর্ম্মিণীর প্রথম সাম্বৎসরিক দিনে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে পুত্রগণের দান ২৲ টাকা।

১৮ই জানুয়ারী, ৪ঠা মাঘ, সোমবার, পূর্ব্বাহ্ন ১০॥০টায় কোচবিহার "করুণাকুটীরে" শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। কেদার বাবু বিশেষ প্রার্থনা করেন।

উৎসবের বিবরণ—আগামী বারের ধর্ম্মতত্ত্বে উৎসবের প্রধান প্রধান বিবরণ প্রকাশিত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে বন্ধুগণের সহায়তা ভিক্ষা।

অপরাধ স্বীকার—কিছু দিন হইতে ধর্ম্মতত্ত্ব যথাসময়ে বাহির হইতেছে না বলিয়া আমরা নিতান্ত দুঃখিত। এবারও প্রেসের বিশৃঙ্খলাদি বশতঃ বিলম্ব হইল। এজন্য গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

কোচবিহারের উৎসবের প্রস্তুতি—১লা জানুয়ারী, ১৭ই পৌষ, শুক্রবার—প্রাতে শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের নবদেবালয় প্রতিষ্ঠার প্রার্থনা হয়।—(প্রচারাশ্রম)

পূর্ব্বাহ্ন ১১ ঘটিকার সময় প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত মনোরথধন দেব (শান্ত সাধক প্রেরিত প্রচারক স্বর্গীয় কেদারনাথ দে মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী) স্বর্গীয়া মাতার ১১শ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহার বাসায় বিশেষ উপাসনা হয়। কেদার বাবু বিশেষ প্রার্থনা করেন। উপাসনান্তে মনোরথ বাবুর সঙ্গেই হবিষ্যান্ন গ্রহণ করা হয়। সন্ধ্যা ৬॥০টায় প্রচারাশ্রমে উপাসনা—"রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।" ২রা জানুয়ারী, ১৮ই পৌষ, শনিবার—সন্ধ্যা ৬॥০টায় শ্রীমান্ বিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাসায় উপাসনা—"নববিধান, শ্রীমৎ আচার্য্যদেব ও প্রেরিতবর্গ।" ৩রা জানুয়ারী, ১৯শে পৌষ, রবিবার—সন্ধ্যা ৬টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা—"মাতৃভূমি"। ৪ঠা জানুয়ারী, ২০শে পৌষ, সোমবার—৫॥০টায় সমাধি তীর্থে সোমবাসরীয় উপাসনা। সন্ধ্যা ৬॥০টায় শ্রীযুক্ত হরনাথ দাস মহাশয়ের বাসায় উপাসনা—"গৃহ"। ৫ই জানুয়ারী, ২১শে পৌষ, মঙ্গলবার—সন্ধ্যা ৬॥০টায় প্রিন্সিপ্যাল মনোরথ বাবুর বাসায় উপাসনা—"শিশুগণ"। ৬ই জানুয়ারী, ২২শে পৌষ, বুধবার—কেদার বাবুর বাসায় উপাসনা—"ভৃত্যগণ"। ৭ই জানুয়ারী, যোগজীবন পালের বাসায়—"দীনগণ"। ৮ই জানুয়ারী, কেশবাশ্রমে শ্রীমৎ আচার্য্যদেব ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের দ্বিচত্বারিংশ স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা ও ধ্যানাদি হয়। ৯ই জানুয়ারী, রেভিনিউ অফিসার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র লাল খাস্তগির এম, এ, রায় বাহাদুর মহাশয়ের বাসায়—"মহাজনগণ"। ১০ই জানুয়ারী, সন্ধ্যা ৬টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা "জনহিতৈষিগণ"। ১১ই জানুয়ারী, সমাধিতীর্থে সোমবাসরীয় উপাসনা। সন্ধ্যা ৬॥০টায় শ্রীযুক্ত বেচারাম দত্তের বাসায়—"উপকারিগণ"। ১২ই জানুয়ারী, সন্ধ্যা ৬॥০টায় এসিষ্টেণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র মৌলিক মহাশয়ের বাসায়—"বিরোধীগণ"। ১৩ই জানুয়ারী, শ্রীমান্ ঊষাকুমার দাসের বাসায় "আত্মার জন্ম" পাঠ ও প্রার্থনা। ১৪ই জানুয়ারী, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার গুহ (পুলিস সাহেব) মহাশয়ের বাসায় উপাসনা হয়। রেভিনিউ অফিসার প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্ম্মচারী অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এই ভাবে উৎসবের প্রাক্কতিক সাধন হইয়াছে।

—•—

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

ইংরাজী বৎসর শেষ হইয়া গেল। "ধর্ম্মতত্ত্বের" নববর্ষ আরম্ভ হইল। ধর্ম্মতত্ত্বের গ্রাহক অনুগ্রাহক, অভিভাবক সকলেই যে সহৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন তাহাদের অনুগ্রহই ইহার জীবনোপায়। অতএব তাঁহারা যদি নিজ কৃপাগুণে নিজ নিজ অর্থ সাহায্য যথাসময়ে না দেন কেমন করিয়া ইহার জীবন রক্ষা হইবে। আক্ষেপের বিষয় ইহার মুদ্রন ব্যয় নির্ব্বাহার্থ আমাদিগকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। প্রেসের কর্ম্মচারীগণ যথাসময়ে বেতন না পাইলে আমাদিগকে তাহাদের অভিসম্পাত ভোগ করিতে হয়। তাই সানুনয়ে গ্রাহক মহাশয়দিগের চরণে ধরিয়া মিনতি করি আমাদিগকে এই ঋণ পাপ ও অভিসম্পাত হইতে যেন মুক্ত করেন। দানশীল অভিভাবকগণও যদি কিছু কিছু এককালীন অর্থ সাহায্য দান করিয়া আমাদিগকে ঋণদায় হইতে অব্যাহতি দেন কৃতার্থ হইব।

Edited, on behalf of the Apostolic Durbar, New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অবস্থা না হইলে সাধনরাজ্যে সাধনাসিদ্ধ সাধককে চিনিয়া উঠা কঠিন। "Feast of the spirit" Fat of the spiritual things 'spiritual meat" আত্মার ভোজ আধ্যাত্মিক বস্তুর ভিতরের মজ্জা ও আধ্যাত্মিক মাংসাহার ব্যতীত আধ্যাত্মিক রাজ্যের কথা বুঝিয়া উঠা কঠিন। নববিধান সাধনায় শ্রীকেশবের সাধনা সহজ বস্তু নহে। নবনীত প্রস্তুতকারী অনেক আয়াস ও প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া দুগ্ধের যে অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহাতে সে নবজাত বস্তুকে তিনি স্বভাবের নিয়মে "নবনীত" অর্থাৎ নবভাবে নীত না বলিয়া থাকিতে পারেন নাই। প্রস্তুতকারীর প্রক্রিয়ার বিধানে তরল দুগ্ধ যে আর এক নূতন অবস্থায় উপস্থিত হইবে প্রক্রিয়ার প্রথম সূচনায় তাহাও বিকশিত হয় নাই। তাঁহার আরব্ধ প্রক্রিয়ার ক্রমবিকাশের পথে তিনি নবনীতে অর্থাৎ এক নূতন বস্তুতে আসিয়া পড়িলেন। শ্রীকেশবের সাধনায় তাঁহার নববিধান সেইরূপ নবনীতের ন্যায় আসিয়া পড়িয়াছিল। ব্রহ্মের বিধান এইরূপই। সাধনায় শ্রীকেশব এই স্থানে।

বাঁকিপুর পাটনা। শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

শ্রদ্ধাস্পদ অগ্রজ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ।

আমাদিগের ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রদ্ধাস্পদ অগ্রজ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ৮৭ বৎসর বয়সে বোলপুর শান্তিনিকেতনে গত ১৯শে জানুয়ারী দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার কতই গভীর আধ্যাত্মিক ভাব পূর্ণ সঙ্গীত আমাদিগের দৈনিক উপাসনা সাধনের অন্ন পান হইয়া রহিয়াছে। তিনি দীর্ঘজীবন আমাদিগের মধ্যে থাকিলেও তাঁহার তিরোধানে আমরা তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত গভীর সমবেদনা অনুভব করিতেছি। রচিত স্বপ্নপ্রয়াণ তাঁহার পদ্য ও ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহাকে কবি রবীন্দ্রনাথের "দাদা" বলিয়াই পরিচিত করিবে। তিনি একজন সুপণ্ডিত ও গভীর চিন্তাশীল দার্শনিকও ছিলেন এবং কি সরল সহজ ভাষাতেই জটিল দার্শনিক তত্ত্ব সকল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তি অতি উচ্চদরের ছিল। ইংরাজী বক্তৃতা সহজে লিপিবদ্ধ করিবার যেমন short hand প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে, তেমনি বাঙ্গালা ভাষাতেও তিনি এক প্রকার প্রণালী আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার আবিষ্কৃত এই আকার ইঙ্গীতে লিখন প্রণালী অতি চমৎকার। ইহার বহুলরূপে প্রচলন হইলে আমাদের বক্তৃতা উপদেশাদি লিপিবদ্ধ করিবার বড়ই সহজ উপায় হইবে।

তিনি একজন ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ছিলেন। স্বদেশপ্রিয়তা তাঁহার প্রকৃতিগত সাধন ছিল। বঙ্গদেশে "জাতীয়তা" শব্দের প্রথম উদ্বোধন বোধ হয় তাঁহার ও তাঁহার সহযোগীদিগের দ্বারাই হয়। আজীবন এই জাতীয় উন্নতি সাধনের তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।

মহর্ষিদেবের দেহাবস্থানকালে তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হন এবং তিনি এই সমাজের সভাপতির কার্য্যও শেষ দিন পর্য্যন্ত সম্পাদন করিয়াছেন।

মহর্ষিদেবের তিরোধানের পর হইতেই প্রায় তিনি শান্তিনিকেতনে তীর্থবাস করিতেছিলেন। সেখানে তিনি প্রাচীন ঋষিদিগের ন্যায় অহিংসা মন্ত্র সাধনে এমনই সিদ্ধিভাব লাভ করিয়াছিলেন যে পশু পক্ষীগণ নির্ভয়ে তাঁহার দেহে আসিয়া বসিত ও তাঁহার হস্ত হইতে আহার পান লইত।

তিনি ইদানীন্তন বিশেষ ভাবে গীতার ব্যাখ্যা লিখিতে নিরত হন। যদিও মাঘোৎসবের পূর্ব্বেই তিনি পরলোকে গমন করেন, মাঘোৎসবের নিমন্ত্রণ পত্র এবার তাঁহারই দ্বারা স্বাক্ষরিত হইয়া সকলকে মাঘোৎসবে যোগদান করিতে আহ্বান করা হয়। তিনি মহর্ষিদেবের স্বর্গারোহণ দিনেই স্বর্গারোহণ করিয়া সেই পিতৃদেবাত্মার সঙ্গে অমরলোকেই ব্রহ্মোৎসবে মগ্ন হইয়াছেন।

গত ২৮শে জানুয়ারী সেই পুরাতন ঠাকুরবাড়ীর পূজার দালানে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধক্রিয়া তাঁহার পুত্রগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় উপাচার্য্যের কার্য্য করেন। বোলপুর শান্তি-নিকেতনেও শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিয়াছেন।

(প্রেরিত)

নগর-সঙ্কীর্ত্তন।

সন ১৩৩২ সাল, ৭ই ভাদ্র তারিখে "নগর-সঙ্কীর্ত্তন" নামে একখানি নগর-সঙ্কীর্ত্তন প্রকাশিত হইয়াছে, শ্রদ্ধাস্পদ সঙ্গীতাচার্য্য ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয়ের শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার কৃত নগর-সঙ্কীর্ত্তনগুলি মুদ্রিত করিয়া বিতরিত হইয়াছিল। অষ্টবিংশ মাঘোৎসব হইতে পঞ্চাশৎ মাঘোৎসব পর্য্যন্ত ১৫টী নগর-সঙ্কীর্ত্তন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সময় হইয়াছে।

সাধন ভজনে স্বর্গীয় সত্য, জ্ঞান, প্রেম, ভক্তিস্রোত যাহা প্রবাহিত হইয়া আচার্য্য প্রমুখ প্রচারকদিগকে বিশেষ ভাবে এবং সাধারণ ভাবে কলিকাতা ও মফঃস্বলের সকল উপাসক মণ্ডলীকে স্বর্গীয় জীবন দান করিয়াছে, তাহারই অভিব্যক্তি প্রতি বৎসর নগর সঙ্কীর্ত্তনে পবিত্রাত্মার অবতরণ হইয়াছে। সে সঙ্কীর্ত্তনে বহু লোককে জীবনদান করেছে। তাহাদিগের মধ্যে ভাই চন্দ্রমোহন দাস প্রচারক একজন। তিনি ওকালতি পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইতেছিলেন। কুতূহল বশতঃ নগর-সঙ্কীর্ত্তন শুনিতে যাইয়া বিধাতার প্রেমের ফাঁদে ধরা পড়িয়া গেলেন ও একেবারে

সমগ্র জীবন ব্রহ্মচরণে উৎসর্গ করিয়া প্রচারক হইলেন। সময়ের নগর-সঙ্কীর্ত্তন এইরূপ মানব মণ্ডলীতে পবিত্রাত্মার ঝড় বহিত।

আচার্য্যদেবের তিরোধানের পর প্রচারকবর্গ এবং মণ্ডলী-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সেই বিচ্ছিন্ন মণ্ডলীর অবস্থায় সঙ্গীতাচার্য্য ২৭টী নগর-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা মায়ের প্রেম প্রচার করিয়া মণ্ডলীকে এক প্রেমে বদ্ধ করিবার জন্য নগর-সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার পশ্চাতে তেমন জীবন ছিল না। সুতরাং তাহার ভাব পরলোক এবং অমরলোক এবং সাধু ভক্তদের প্রেমের কথা আর আনন্দময়ীর স্নেহের কথায় পুর্ণমাত্রায় জীবন দেয় নাই। তাহাতে লোকে মধুর ভাব পেয়ে সাময়িক মধুরতা সম্ভোগ করেছে বটে, কিন্তু মণ্ডলী গঠিত হইল কোথায়? বিচ্ছিন্ন প্রেরিতদল সম্মিলিত হইলেন কত? তবু সঙ্গীতাচার্য্যের সঙ্গীতে অনেক স্বর্গীয় ভাব তাঁহার উৎসর্গীকৃত জীবন ধারায় পাওয়া যায়।

অবশেষে তাঁহার তিরোধানের পর যে নগর-সঙ্কীর্ত্তন হয় তাহার সহিত এক পংক্তিভুক্ত করা কতটা সঙ্গত হয়েছে, তাহা বর্ত্তমানের প্রাচীন এবং নবীন বন্ধুগণ ভেবে দেখুন। নীতিই প্রেম, প্রেমই নীতি ইহাতে কতটা বৰ্দ্ধিত হইয়াছে?

ব্যথিত জনৈক বন্ধু।

—•—

নিবেদন।

হে নববিধানে বিশ্বাসী আবালবৃদ্ধ নরনারীগণ, বিধাতার নববিধানে পুরুষের সঙ্গে নারীর সমান অধিকার। নারীকে ব্রহ্মকন্যা বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে হইবে। সদা নারীর সতীত্ব এবং তাঁহার ভিতর পুণ্যময়ী রূপ দর্শন করিবে। আর তাঁহার আত্মা দ্বারা ভগবানের প্রেম-পরিবারের সেবার সার্থকতা হইতেছে বিশ্বাস করিবে। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ শরীর নিজের মনে করিবে না এবং অন্যের কাহারও শরীর নয়। সমস্ত শরীর আত্মা বিধাতার প্রেমলীলা। প্রত্যেকের জীবন একটী একটী বেদ, বেদান্ত, ভাগবত, কোরাণ, বাইবেল এবং ললিত-বিস্তার প্রভৃতি বিধানস্রোতের সমবেত স্রোত। মিশ জমজম জার্ডন, যমুনা হয়েছে ত্রিবেণী। নববিধানে সমস্তের মিলন হইয়াছে। অতএব সকলে ধর্ম্মপিপাসু হউন এবং ব্যাকুল অন্তরে খুব দর্শন শ্রবণ লাভ করিয়া বিধাতার বিধান পূর্ণ করিতে প্রাণপণ করুন। এই বিনীত নিবেদন।

শ্রীবিহারীলাল সেন।

পুস্তক-পরিচয়।

"ভক্তি অর্ঘ্য"—শ্রীমতী মহারাণী সুচারু দেবী।

ভক্তকন্যা শ্রীমতী মহারাণী সুচারু দেবীর হৃদয়ের যথার্থ ভক্তি অর্ঘ্য স্বরূপ এই চমৎকার সুন্দর সুচিত্র গ্রন্থখানি পাইয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত এবং কৃতজ্ঞ হইয়াছি। সুন্দর চিত্রযোগে মহারাণী তাঁহার নবশিশু পিতৃদেব শ্রীকেশবচন্দ্রের বাল্যজীবন লীলা বর্ণনা করিয়া এই গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। চিত্রগুলি তিনি স্বহস্তেই অঙ্কিত করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দের জন্ম ও বাল্যলীলা সরল সুপাঠ্য মিষ্ট ভাষাতেও বর্ণনা করিয়া এই গ্রন্থখানি শিশুদিগের পুরস্কার দিবার বেশ উপযোগী করিয়াছেন। শিশুগণ গ্রন্থখানি পাইলে কতই যে আনন্দিত হইবে তাহা বলা যায় না। এবং কেবল ছোট ছোট শিশুগণ কেন আমাদের ন্যায় বৃদ্ধ শিশুদেরও কঠোর মন ইহা পাইয়া যথার্থই আনন্দে বিগলিত হইয়াছে। মহারাণী দেবীর ভক্তি উচ্ছ্বসিত প্রাণের এই "ভক্তি অর্ঘ্য" তাঁহার পিতৃভক্তি এবং ভক্তভক্তির যুগপৎ মিলিত অর্ঘ্য এবারকার উৎসবের একটি বিশেষ প্রসাদ সত্যই। ভক্ত ইহা ভক্তি সাধনার পবিত্র অর্ঘ্য বলিয়া মস্তকে লইয়াছি। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি এই উপাদেয় চিত্রগ্রন্থখানি ঘরে ঘরে যথার্থ ভক্তি অর্ঘ্যরূপে আদৃত হইবে। আশা করি শিশুগণ নবশিশুর এই ছবির বইখানি পড়িয়া সে নবশিশুরই ছবি হইয়া যাইতে শিখিবে এবং যত বুড়োদিগকে জীবনে এই রকম ছবি আঁকিতে শিখাইবে।

BRAHMO POCKET DIARY AND ALMANACK.

শ্রীমৎ আচার্য্য কেশবচন্দ্র দ্বারা ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এই ডায়েরীর মুদ্রাঙ্কন প্রবর্ত্তিত হয়। তখন হইতেই প্রতিবর্ষে ইহা প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। এ বৎসরে কিছু সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে বর্ষারম্ভের পূর্ব্বেই ডায়েরীখানি বাহির হইয়াছে। সাধকদিগের মধ্যে স্মৃতি লিখন সাধনা উদ্দীপন করিবার জন্যই আমাদের আচার্য্য এই ডায়েরী মুদ্রাঙ্কনের ব্যবস্থা করেন। তিনি উপদেশে বলিয়াছেন, "স্মৃতি ঈশ্বরের করুণা বিস্মৃত হওয়া অপরাধ, তাই প্রতিদিন জীবনে যে ঈশ্বরের করুণা লাভ কর তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে।" এই জন্য অনুরোধ করি প্রত্যেক সাধক সাধিকা যেন এক একখানি ডায়েরী গ্রহণ করিয়া দৈনিক সাধনার সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে সাধনের যথেষ্ট সহায়তা হইবে। এবারকার ডায়েরীর প্রথমেই নববিধানের মত, বিশ্বাস, উপাসনা প্রণালী ইত্যাদি অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে এবং প্রতিদিনের জন্য আচার্য্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রার্থনাও দেওয়া হইয়াছে। মূল্য ভাল বাঁধান ৷৷০, কাপড়ের বাঁধা ।৵০, কাগজের বাঁধা ।০, "ব্রাহ্ম ট্রাক্ট সোসাইটী"র সম্পাদকের নামে ৭৮ বি, অপার সারকুলার রোড বা ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে লিখিলে পাওয়া যাইবে।

—•—

সংবাদ।

নবদেবালয়—সমস্ত মাসব্যাপী উৎসবের প্রাত্যহিক সাধন ও উপাসনা প্রতিদিন নিয়মিতরূপে এবার নবদেবালয়ে সাধিত

হইয়াছে। দুই দিন ভাই প্রমথলাল, একদিন ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, একদিন ভাই চন্দ্রমোহন দাস ও একদিন মহারাণী সুনীতি দেবী উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করেন, অবশিষ্ট দিন ভাই প্রিয়নাথ এই কার্য্যে ব্যাপৃত হন। আচার্য্য প্রতিষ্ঠিত নবদেবালয়ে দৈনিক উপাসনা যাহাতে নিয়মিতরূপে হয়, আচার্য্যপ্রিয় নববিধানের প্রচারক, সাধক, সাধিকাগণ এবং পরিবারস্থ সকলকে তাহার ব্যবস্থা করেন ইহাই সানুনয়ে অনুরোধ।

জন্মদিন—গত ২০শে জানুয়ারী, ৬ই মাঘ, কোচবিহারস্থ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের ৩য় পুত্র শ্রীমান্ পরিমল কুমারের ৭ম বর্ষের শুভ জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহার "করুণাকুটীরে" বিশেষ উপাসনা হয়। কেদার বাবু প্রার্থনা করেন।

নামকরণ—গত ৯ই অগ্রহায়ণ, ২৫শে নবেম্বর, বুধবার অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যার নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। কন্যার নাম "বাসনা" রাখা হয়। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর এই কন্যার জন্ম হয়।

আশীর্ব্বাদ—স্বর্গস্থ সাধু অঘোরনাথের পৌত্র এবং শ্রীমান্ নিমাইচরণ ঘোষের পুত্র শ্রীমান্ পূর্ণানন্দ ঘোষের চট্টগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত জানকীনাথ দাসের কন্যা কুমারী সাধনা দাসের সহিত শুভ পরিণয়ের প্রস্তাব স্থির হইয়াছে। গত ১০ই জানুয়ারী ভাই গোপালচন্দ্র গুহ আশীর্ব্বাদ সূচক উপাসনা করেন।

খৃষ্টোৎসব—গত ২৫শে ডিসেম্বর খৃষ্টের জন্মদিনে ভাগলপুরে শ্রদ্ধেয় শ্রীনিবারণ চন্দ্র মুখার্জ্জির গৃহে শ্রদ্ধেয় হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ উপাসনা ও খৃষ্টচরিত্র ব্যাখ্যা করেন। স্থানীয় বকল ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা উপস্থিত থাকিয়া যোগদান করেন।

শোক-সংবাদ—পূর্ব্ববঙ্গের উপাচার্য্য শ্রদ্ধেয় প্রেরিত ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের সহধর্ম্মিণী দেবী প্রায় অশীতি বর্ষ বয়সে গত ৫ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার, রাত্রি ৯টা ১৮ মিনিটের সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বাসায় বহু আত্মীয় পরিজন পরিবেষ্টিত হইয়া অনন্তধামে চিন্ময়ী জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। গত ১৭ই জানুয়ারী, রবিবার, প্রাতে ৮॥০ ঘটিকার সময়, ১০নং নারকেল বাগান লেনে, তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও ভাই অক্ষয়কুমার লধের সংযোগীতায় ভাই প্রমথলাল সেন উপাচার্য্যের কার্য্য করেন।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান—গত ১০ই জানুয়ারী স্বর্গীয় প্রেরিত ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের কন্যা এবং বাবু রাজকুমার দাসের পত্নী ঢাকাতে তাঁহার মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। শ্রদ্ধেয় ভাই মহিমচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে:—কলিকাতা নববিধান প্রচার ফণ্ডে ৫৲, ভক্তিভাজন প্যারীমোহন চৌধুরীর সেবার্থ ২৲, ভগিনী সমিতি ৩৲, ঢাকা প্রচার ফণ্ড ৪৲, রামকৃষ্ণ মিশন ২৲, দরিদ্র সেবার জন্য ২৲, বিধানাশ্রম ২৲ টাকা।

আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণ—বিগত ৮ই জানুয়ারী ভাগলপুরে, শ্রীমৎ আচার্য্য কেশবচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করিয়া মহিলা সমিতির কয়েকটী মহিলা কেশবের অনুগত শিষ্য শ্রীহরিসুন্দর বসুর গৃহে বিশেষ উপাসনা করেন, "সেবকের নিবেদন" হইতে জীবনগ্রন্থ বিষয়টী শ্রীমতী আকিঞ্চনবালা পাল অনুরাগ ভরে পাঠ করেন ও জীবনচরিত্র আলোচনা হইয়া শেষ হয়।

শিলচর হইতে শ্রদ্ধেয় ভাই বিহারীলাল সেন লিখিয়াছেন:—গত ৮ই জানুয়ারী করা গেল। এখানের পক্ষে মন্দিরে লোক মন্দ হইয়াছিল না। দুই জনে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং একজন মৌলবি বলিলেন। গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের হেড মাষ্টারের ইংরাজী প্রবন্ধ বেশ হয়েছিল। শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের বাঙ্গালা প্রবন্ধে আচার্য্যের ভগবানের আদেশানুযায়ী জীবনের ঘটনা জীবনবেদ হইতে প্রকটিত করিয়াছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি স্থানীয় নর্ম্মাল স্কুলের এসিষ্টেন্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আচার্য্যের জীবনের ভক্তি এবং তাঁহার চিত্তাকর্ষণী সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষ সভাপতিরূপে আমি যাহা বলিয়াছিলাম তন্মধ্যে অনেক কথার মধ্যে একটী জানাইতেছি এই যে, শ্রীকৃষ্ণের নামও কেশব, এক কেশব গীতাতে ধর্ম্মসমন্বয় ভারতে করিয়াছিলেন, আর বর্ত্তমানের কেশব নববিধানে পৃথিবীর সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় করিয়া পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য এবং শান্তির সূত্রপাত করিয়াছেন।

বক্তৃতা—৮ই জানুয়ারী সন্ধ্যা ৬-১৫ মিনিট সময় কটক টাউন হলে আচার্য্যদেবের বাৎসরিক দিনে বিশেষ বক্তৃতা হইয়াছিল। সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলি এম্, এ, কটক কলেজের প্রফেসর। বক্তা—(১) শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ এম, এ, প্রঃ সিটি কলেজ কলিকাতা। (২) রায় সাহেব উপেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি, এ, বি, টি, হেড মাষ্টার রেভেন্স কলেজিয়েট স্কুল, কটক। (৩) শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন সেনাপতি এম, এ, প্রঃ কটক রেভেন্স কলেজ। (৪) অন্যান্য অনেক গণ্য মান্য লোক ও মহিলাগণ যোগদান করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ৭ই জানুয়ারী ১১নং পদ্মনাথ লেন বাটীতে স্বর্গীয় সনাতন গুপ্তের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ডাক্তার কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন, এই উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে দান ১৲ টাকা।

গত ৪ঠা মাঘ, শ্রীপঞ্চমী তিথিতে, ১০।২ পটুয়াটোলা লেনে স্বর্গীয় রায় কৈলাসচন্দ্র দাস বাহাদুরের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী উপাসনা করেন। শ্রীমান্ দীনেশচন্দ্র দাস বিশেষ প্রার্থনা করেন। কলিকাতাস্থ পুত্র কন্যা ও জামাতাগণ উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৭ জানুয়ারী স্বর্গীয় ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বৈঠকখানা রোডে শ্রীমতী পুণ্যদায়িনী দেবীর গৃহে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে শ্রীমতী পুণ্যদায়িনী দেবীর দান ১৲ টাকা।

গত ১লা জানুয়ারী, শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে প্রায় ৮ ঘটিকার সময় ৪২ বি, মুজাপুর ষ্ট্রীটে স্বর্গগত ভাই কেদারনাথ দেবের সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে উপাসনা হয়। তাঁহার কন্যা শ্রীমতী হেম লতা বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে স্বর্গগত ভাইয়ের পুত্রগণ ১৲ ও কন্যা শ্রীমতী অশোকলতা দেবী ৫৲ প্রচার ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

ঐ দিন কদমতলা ২৮নং নরসিংহ দত্ত রোড ভবনে স্বর্গীয় হরকালী বাবুর সাম্বৎসরিক উপাসনা হয়। পুত্রগণ ও তাঁহার বিস্তৃত পরিবার ও স্থানীয় স্বজনগণ অনেকেই উপাসনায় যোগদান করেন। এই দুই স্থানেই ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন।

৬ই জানুয়ারী, বুধবার মঙ্গলপাড়ায় স্বর্গগত শ্রীমহেন্দ্রনাথ নন্দনের সহধর্ম্মিণীর প্রথম সাম্বৎসারক দিনে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে পুত্রগণের দান ২৲ টাকা।

১৮ই জানুয়ারী, ৪ঠা মাঘ, সোমবার, পূর্ব্বাহ্ন ১০৷৷৹টায় কোচ-বিহার "করুণাকুটীরে" শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। কেদার বাবু বিশেষ প্রার্থনা করেন।

উৎসবের বিবরণ—আগামী বারের ধর্ম্মতত্ত্বে উৎসবের প্রধান প্রধান বিবরণ প্রকাশিত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে বন্ধু-গণের সহায়তা ভিক্ষা।

অপরাধ স্বীকার—কিছু দিন হইতে ধর্ম্মতত্ত্ব যথাসময়ে বাহির হইতেছে না বলিয়া আমরা নিতান্ত দুঃখিত। এবারও প্রেসের বিশৃঙ্খলাদি বশতঃ বিলম্ব হইল। এজন্য গ্রাহক মহাশয়-দিগের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

কোচবিহারের উৎসবের প্রস্তুতি—১লা জানুয়ারী, ১৭ই পৌষ, শুক্রবার—প্রাতে শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের নবদেবালয় প্রতিষ্ঠার প্রার্থনা হয়।—(প্রচারাশ্রম)

পূর্ব্বাহ্ন ১১ ঘটিকার সময় প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত মনোরথধন দের (শান্ত সাধক প্রেরিত প্রচারক স্বর্গীয় কেদারনাথ দে মহা-শয়ের সহধর্ম্মিণী) স্বর্গীয়া মাতার ১১শ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহার বাসায় বিশেষ উপাসনা হয়। কেদার বাবু বিশেষ প্রার্থনা করেন। উপাসনান্তে মনোরথ বাবুর সঙ্গেই হবিষ্যান্ন গ্রহণ করা হয়। সন্ধ্যা ৬৷৷৹টায় প্রচারাশ্রমে উপাসনা—"রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।" ২রা জানুয়ারী, ১৮ই পৌষ, শনিবার—সন্ধ্যা ৬৷৷৹টায় শ্রীমান্ বিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাসায় উপাসনা—"নব-বিধান, শ্রীমৎ আচার্য্যদেব ও প্রেরিতবর্গ।" ৩রা জানুয়ারী, ১৯শে পৌষ, রবিবার—সন্ধ্যা ৬টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা—"মাতৃভূমি"। ৪ঠা জানুয়ারী, ২০শে পৌষ, সোমবার—৫৷৷৹টায় সমাধি তীর্থে সোমবাসরীয় উপাসনা। সন্ধ্যা ৬৷৷৹টায় শ্রীযুক্ত হরনাথ দাস মহাশয়ের বাসায় উপাসনা—"গৃহ"। ৫ই জানুয়ারী, ২১শে পৌষ, মঙ্গলবার—সন্ধ্যা ৬৷৷৹টায় প্রিন্সিপ্যাল মনোরথ বাবুর বাসায় উপাসনা—"শিশুগণ"। ৬ই জানুয়ারী, ২২শে পৌষ, বুধবার—কেদার বাবুর বাসায় উপাসনা—"ভৃত্যগণ"। ৭ই জানুয়ারী, যোগজীবন পালের বাসায়—"দীনগণ"। ৮ই জানুয়ারী, কেশবাশ্রমে শ্রীমৎ আচার্য্যদেব ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের দ্বিচত্বা-রিংশ স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা ও ধ্যানাদি হয়। ৯ই জানুয়ারী, রেভিনিউ অফিসার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র লাল খাস্তগির এম, এ, রায় বাহাদুর মহাশয়ের বাসায়—"মহাজন-গণ"। ১০ই জানুয়ারী, সন্ধ্যা ৬টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা "জন-হিতৈষিগণ"। ১১ই জানুয়ারী, সমাধিতীর্থে সোমবাসরীয় উপাসনা। সন্ধ্যা ৬৷৷৹টায় শ্রীযুক্ত বেচারাম দত্তের বাসায়—"উপকারিগণ"। ১২ই জানুয়ারী, সন্ধ্যা ৬৷৷৹টায় এসিষ্টেণ্ট সেটেল্‌মেণ্ট অফিসার শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র মৌলিক মহাশয়ের বাসায়—"বিরোধীগণ"। ১৩ই জানুয়ারী, শ্রীমান্ ঊষাকুমার দাসের বাসায় "আত্মার জন্ত" পাঠ ও প্রার্থনা। ১৪ই জানুয়ারী, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার গুহ (পুলিস সাহেব) মহাশয়ের বাসায় উপাসনা হয়। রেভিনিউ অফি-সার প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্ম্মচারী অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এই ভাবে উৎসবের প্রাস্তুতিক সাধন হইয়াছে।

—•—

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

ইংরাজী বৎসর শেষ হইয়া গেল। "ধর্ম্মতত্ত্বের" নববর্ষ আরম্ভ হইল। ধর্ম্মতত্ত্বের গ্রাহক অনুগ্রাহক, অভিভাবক সকলেই যে সহৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন তাহাদের অনুগ্রহই ইহার জীবনোপায়। অতএব তাঁহারা যদি নিজ কৃপাগুণে নিজ নিজ অর্থ সাহায্য যথাসময়ে না দেন কেমন করিয়া ইহার জীবন রক্ষা হইবে। আক্ষেপের বিষয় ইহার মুদ্রন ব্যয় নির্ব্বাহার্থ আমাদিগকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। প্রেসের কর্ম্মচারীগণ যথাসময়ে বেতন না পাইলে আমাদিগকে তাহাদের অভিসম্পাত ভোগ করিতে হয়। তাই সানুনয়ে গ্রাহক মহাশয়দিগের চরণে ধরিয়া মিনতি করি আমা-দিগকে এই ঋণ পাপ ও অভিসম্পাত হইতে যেন মুক্ত করেন। দানশীল অভিভাবকগণও যদি কিছু কিছু এক-কালীন অর্থ সাহায্য দান করিয়া আমাদিগকে ঋণদায় হইতে অব্যাহতি দেন কৃতার্থ হইব।

Edited, on behalf of the Apostolic Durbar, New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৬১ ভাগ। ৩য় সংখ্যা। } ১লা ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৩২ সাল, ১৮৪৭ শক, ৯৭ ব্রাহ্মাব্দ। 13th February, 1926. } বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

মা মহোৎসবদায়িনী ধন্য হও তুমি। মহোৎসব আনিয়া তুমি আমাদিগকেও তোমার ব্রহ্মানন্দের অঙ্গে গাঁথিয়া স্বর্গের দেব দেবী সঙ্গে তোমার স্বর্গের উৎসব সম্ভোগদানে কৃতার্থ করিলে। তোমার আরতি করাইয়া কি উজ্জ্বলরূপেই তোমার প্রেমমুখ ও তোমার বিচিত্র রূপ দেখিতে দিলে। তোমার নববিধানের নিশান আমাদের গৃহ পরিবার মধ্যেও প্রতিষ্ঠা করিলে। আমাদিগকে তোমার ভক্তদলে মিলাইলে ও তোমার ভক্ত-অন্ন ভোজন করিতে দিলে। তোমার আনন্দবাজারের খাঁটি সুধা পান করিতে ও পরস্পরকে তাহা বিলাইতে দিলে এবং যাহাতে আমরা তোমার নিত্য-বৃন্দাবনবাসী হইয়া শান্তিজলপানে ও ভক্ত-পরমান্ন ভোজনে নিত্য শান্তিলাভ করি, তাহাই উৎসবের শান্তি বাচনে কৃতার্থ করিলে। আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার উৎসবের এই মহাপ্রসাদ আমরা হৃদয়ে চির সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারি। যাহা পাইলাম তাহা যেন আর না হারাই। তুমি এই উৎসবে যেমন দেখালে আবার যেন চলিয়া যাইও না, ভক্তদল সঙ্গে প্রাণে চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাক। যেন আমরা স্ত্রী, সন্তান, সন্ততি, ভাই, ভগ্নী, আত্মজন, পরিজন, দল, দেশ, জাতি, জগজ্জন সকলকে লইয়া তোমার নিত্য উৎসব সম্ভোগে ধন্য হইতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

হে দীনশরণ, আনন্দবর্দ্ধন, উৎসবের পরের সময় এই যে সময় বিশেষ বিপদের সময়, পরীক্ষার সময়। যাহা পাইলাম যদি অবহেলাতে হারাই মহা বিপদ। এই জন্য তব সিংহাসনতলে মিনতি করি যাহা পাইলাম যেন অবহেলাতে না পলায়ন করে, এ যাত্রায় উৎসবকে হৃদয়ে রক্ষা করিতে যেন সমর্থ হই।

ঠাকুর, সঙ্কটের সময় তোমার দাসদের রক্ষা কর। হরির পাদপদ্মে পড়িয়া আছি, আর যেন উঠিতে না পারি। পাপের বাড়ী যাইতে পারিব না। আর পাপ করিতে পারিব না। নরকে যাবার দ্বারটা যেন বন্ধ হয়ে যায়।

হে দয়াময়, এই যে তোমার প্রসাদে এত ধন সঞ্চয় করিলাম, তা যেন আমাদের চিরদিনের সম্পত্তি হয়। আমাদের পক্ষে পতন হওয়া যেন একেবারে অসম্ভব হয়। কেহ যেন মনের শান্তি ভঙ্গ করিতে না পারে। এবারকার ধন চাবি বন্ধ ধনের মত হইয়া রহিল। হাড়ের ভিতর শিষ্ট ভাব, মধুর ভাব, পুণ্য ভাব যেন প্রবেশ করে।—দৈঃ প্রাঃ, ৫ম।—"প্রাপ্ত ধন রক্ষা"।

মহোৎসবের মহাসাধন ও সিদ্ধি।

ব্রহ্মকৃপায় ব্রহ্মোৎসব আসিল, উৎসবের মহাযজ্ঞ সাধন হইল, শান্তিবাচনে উৎসবান্ত হইল।

এক মাস ধরিয়া যে মহোৎসবের মহাযজ্ঞ হইল, তাহা কি ফুরাইয়া গেল?

মহাসাগরের তরঙ্গ কি কখনও প্রশমিত হয়? পুষ্করিণীতে তরঙ্গ উঠে আবার থামিয়া যায়, নদীরও তরঙ্গ এইরূপ, কিন্তু মহাসাগরের তরঙ্গ কখনও ত থামে না, থামিতে পারে না।

আকাশের বাতাসে যে তরঙ্গ উঠে, বাতাস থামিলে আর সে তরঙ্গ থাকে না, কাল ঋতুর উপর যে তরঙ্গ নির্ভর করে, তাহা ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রশমিত হয়। কিন্তু মহাসাগরের তরঙ্গ ত আর বাহ্য প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না, সে যে সমুদ্র গর্ভস্থ ভূকম্পনের প্রভাবে উত্থিত, তাই তাহা আর কেমনে থামিবে!

আমাদের উৎসব যদি কেবল আমাদের বাহিরের আয়োজন, উদ্যোগ, চেষ্টা, সাধন, উৎসাহ সাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে ইহা যেমন আসিল, তেমনি আমাদিগের বাহ্য উৎসাহ, আমোদ, লোক-সমাগম, উপাসনা কীর্ত্তন বক্তৃতাদি যোগে বাহিরের আনন্দ উৎসব বিধান করিয়া শেষ হইল। তাহাতে কি জীবনে নিত্য উৎসবানন্দের তরঙ্গ অনুভূত হইল? যদি তাহা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা মানবীয় চেষ্টার ফল, তাহা পরব্রহ্মের প্রত্যাদেশ প্রণোদিত নববিধানের মহামহোৎসবের মহা তরঙ্গ নয়।

বাস্তবিক আমাদের উদ্যোগ আয়োজন দ্বারা যে উৎসব, তাহা বাহিরের আড়ম্বর মাত্র। তাহা যেমন আসিয়াছে তেমনি চলিয়া যাইবেই যাইবে।

তৃণস্তূপে অগ্নি দান করিলে তাহা ক্ষণকাল পরে নিবিয়া ভস্ম হইয়া যায়। দাবানল বা বাড়বানল কিন্তু কখনও নির্ব্বাপিত হইবার নহে।

এই জন্য এই উৎসবান্ত সময়ে আমাদের বিশেষ আত্ম-পরীক্ষার প্রয়োজন। আমরা সত্য উৎসব সাধন করিলাম, না বাহিরের আড়ম্বরে যোগ দিলাম? আমরা আপনারা নিজ নিজ ধর্ম্মোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া নানা প্রকার উদ্যোগ আয়োজন দ্বারা এই উৎসব করিলাম, না স্বয়ং ব্রহ্ম আমাদিগকে তাঁহার পবিত্রাত্মার দ্বারা পরিচালিত করিয়া, তাঁহার অমরদলে মিলাইয়া, নববিধানের নবভক্ত অখণ্ড মানব পরিবারকে বক্ষে লইয়া যে নিত্য মহোৎসবে উন্মত্ত, সেই উৎসবে আমাদিগকে যোগানুভব করিতে দিলেন?

বস্তুতঃ সেই মহামহোৎসবে যোগ দিবার জন্যই নববিধান-বিশ্বাসীদিগকে মা স্বয়ং তাঁহার ভক্তসঙ্গে এবার তাঁহার মহোৎসব করিলেন। সে উৎসব বাহিরের আড়ম্বর নয়, সে অন্তরের অনুভূতি ও সম্ভোগের বিষয়। বাহিরের অনুষ্ঠানে প্রকৃত উৎসব সাধন নির্ভর করে না, যদি অন্তরে জীবনে সে স্বর্গের উৎসবের তরঙ্গাঘাত অনুভূত হইয়া থাকে, তবেই আমরা ধন্য, সে তরঙ্গ একবার প্রাণে লাগিলে কাহার সাধ্য সামলাইতে পারে?

এই মহোৎসবের তরঙ্গ জীবনে লাগিলে, ইহা যে আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য ব্যাকুল করে, যাহাতে পতনের সম্ভাবনা একেবারে যায়, তাহারই জন্য মনকে মহা আকুল করিয়া থাকে।

তাই আচার্য্যদেব প্রার্থনা করিলেন, "দয়াসিন্ধু, মানুষের ধর্ম্মসাধন তার ক্ষমতার অতীত করিয়া দাও। আপনার হাতে ধর্ম্ম যার তার কুপ্রবৃত্তি ফিরিয়া আসিবেই। হে হরি, এমনি করে পাপ শেষ করে ফেল, যেন আর আসিতে না পারে।"

এই জন্য যাহাতে উৎসব নিত্য ফলপ্রদ হয়, আসিয়া আর চলিয়া না যায়, তাহারই জন্য উৎসব ধনকে হৃদয়ে চিররক্ষা করিতে, চিরবন্দী করিতে তিনি প্রয়াসী। সংসারের উৎসবে ব্রহ্মসমাগম হয় সত্য, কিন্তু নববিধানের উৎসবে কেবল ব্রহ্মসমাগম নয়, ব্রহ্মের চির প্রতিষ্ঠা ইহাই তিনি প্রার্থনা করিলেন।

তাই বলিলেন, "তুমি আর বাহিরের আড়ম্বর হয়ে থেকো না, আমাদের কাছে, তুমি রসনার রস হও, প্রাণের রক্ত হও। তুমি যদি সহায় হও, তবে এবার জন্মের মত সংসারকে ফাঁকি দিলাম। স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে দেখিবে তোমার ভিতর দিয়া, দুইজনের মধ্যে ব্রহ্ম। চক্ষে চক্ষে ব্রহ্মদর্শন, তার পরে স্ত্রীদর্শন, পুত্রদর্শন, ভাই ভগিনী দর্শন। ব্রহ্মের ভাবে সকলকে দেখিব। এবার আমাদের হাড়ে হাড়ে ব্রহ্ম হবে। তোমার প্রেম, তোমার ধর্ম্ম আমাদের হাড়ে হাড়ে ঢুকিয়া যাইবে।"

আরো শেষে প্রার্থনা করিলেন, "এবার ধর্ম্ম সীমার অতীত হবে। হরি, আমরা যদি উৎসবধন সঞ্চয় করিয়া

বুকের ভিতর বাক্সবন্দী করিয়া চাবি হরির অতল স্পর্শ প্রেম-সমুদ্রে ফেলিয়া দি, তবে ইচ্ছা করিলেও ধনক্ষয় করিতে পারিব না, পাপ করিতে পারিব না। এবারকার ধন চাবিবন্ধ ধনের মত হইয়া রহিল। হাড়ের ভিতর শিষ্ট ভাব, মধুর ভাব, পুণ্য ভাব যেন প্রবেশ করে।" ইহাই যথার্থ মহোৎসবের মহা সাধন ও সিদ্ধি। নববিধান-বিধায়িনী জননী এবারকার মহোৎসবের এইরূপ সিদ্ধি-দানে ধন্য করুন।

ব্রহ্মোৎসবের মহাযজ্ঞানুষ্ঠান

ব্রহ্মপুত্র বলিলেন, "যাহার চক্ষু আছে দেখুক, যাহার কর্ণ আছে শুনুক।" যাহার চক্ষু নাই সে দেখিবে কিরূপে, যাহার কর্ণ নাই সে কি প্রকারে শুনিতে পাইবে। অন্ধ আলোককেও অন্ধকার দেখে, চক্ষে যাহার "ন্যাবা" হইয়াছে, সে সকলই হরিদ্রাময় দেখে। তেমনি এবার-কার মহোৎসব আমরা কে কি ভাবে সম্ভোগ করিলাম, তাহা কেবল বাহিরের যোগাযোগে সিদ্ধান্ত যেন না করি। অন্তরাত্মা অন্তশ্চক্ষু কর্ণ যাহাকে যেমন দেখিতে শুনিতে সম্ভোগ করিতে সক্ষম করিল, তিনি নিশ্চয়ই তাহা করিয়াছেন।

এবারকার ব্রহ্মোৎসবের প্রধান প্রধান অনুষ্ঠানের সাধন নিম্নে উল্লিখিত হইল :—

আরতি।

ব্রহ্মমন্দিরে ব্রহ্মারতিযোগে ব্রহ্মোৎসবের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। আলোকমালায় ব্রহ্মমন্দির আলোকিত করিয়া, বেদীর সম্মুখে সকধর্ম্মের শাস্ত্র গ্রন্থ সকল একত্রে রক্ষা করিয়া, তাহার উপর নববিধানের সমন্বয় নিশান স্থাপন করা হয়। নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্র সহকারে সঙ্গীত করিতে করিতে ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক আরতির মহাসংকীর্ত্তন হয় এবং শ্রীমৎ আচার্য্য দেবের প্রার্থনা সুগম্ভীর ভাবে ভাই প্রমথলাল দ্বারা উচ্চারিত হয়।

এই উপলক্ষে শ্রীমৎ আচার্য্যদেব কি জীবন্তভাবে উদ্দীপ্ত হইয়াই আরতি করিলেন। তাঁর প্রার্থনার বর্ণে বর্ণে যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ উদ্গীর্ণ হয়; প্রত্যেক শব্দে ব্রহ্মবাণী নিনাদিত। তাই তাঁহার আত্মার সহিত একাত্মা হইয়া এই প্রার্থনা করিয়া আমরা যথার্থ ই ব্রহ্মমূর্ত্তি উজ্জলরূপে সে দিন প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছি। আলোক দীপাবলীর সহিত অন্তরের পুণ্য, প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস ও বিবেকরূপ পঞ্চপ্রদীপ ব্রহ্ম স্বয়ং প্রদীপ্ত করিয়া দিয়া ব্রহ্ম-মুখের কাছে তাহা ঘুরাইতে দিয়া, সত্যই তিনি ক্রমে আরো সমুজ্জ্বলিত হন। তিনি স্বয়ং তাঁহার উচ্ছ্বসিত প্রেমে আমাদিগকেও ব্রহ্মানন্দ সঙ্গে তাঁহার আলিঙ্গন দানে ধন্য করেন।

বাহিরের আলোকমালা বিশ্বাস, ভক্তিযোগে আত্মার আলোক-মালায় পরিণত করিয়া মাতৃরূপে ব্রহ্মদর্শন এবং মাতৃস্তন্যরূপ উৎসবানন্দসুধা পানে উন্মত্ততাই যথার্থ এই ব্রহ্মারতির উদ্দেশ্য।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেব প্রার্থনা করিলেন, "হে ঈশ্বর আমরা তোমার নিয়োজিত ভৃত্য। আমরা তোমার সাধুদিগকে প্রণাম করিয়া তোমার আরতি করি। পুণ্যের প্রদীপ, প্রেমের প্রদীপ, ভক্তির প্রদীপ, বিশ্বাসের প্রদীপ, বিবেকের প্রদীপ আমাদের হস্তে, এই পঞ্চপ্রদীপ লইয়া তোমার মুখের কাছে ঘুরাইতেছি। জয় ব্রহ্ম, জয় হৃদয়ের ঈশ্বর বলি, আর দীপ ঘুরাই। ব্রহ্মমূর্ত্তি দেখা দাও। আকাশ জোড়া তোমার রূপ। স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্য পর্য্যন্ত তোমায় দর্শন করি বিরাটরূপে। আমরা সকল স্বর একত্র করিয়া তোমার আরতি করি, আমরা ঐ মূর্ত্তি ভাবিতে ভাবিতে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইব। আমাদের প্রেম-প্রদীপ, ভক্তি-প্রদীপ বলিয়া দিল, তুমি লাবণ্যময়ী সুন্দরী সর্ব্বারাধ্যা দেবী। আজ তোমার স্নেহগুণে ভক্তমণ্ডলীর কাছে ব্রহ্মারতি প্রবর্ত্তিত হউক। ভক্ত হৃদয় বিলাসিনীর আনন্দমুখ দর্শনে কৃতার্থ হইলাম, সুখী হইলাম।

"মা তোমার যত যোগী ভক্ত যত ধর্ম্ম যুগে যুগে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সে সমুদয় স্মরণ করি। নববিধানের জয় ঘোষণা করি। প্রাচীনকাল হইতে যত অমূল্য তত্ত্ব কথা সোনার থালে সাজাইয়া লইয়া নববিধান অবতীর্ণ। পুণ্য শান্তি বিতরণ করিতে জননী কর্ত্তৃক নববিধান প্রেরিত হইয়াছে।

"আজ আরতির বাদ্যসহকারে উৎসবের দ্বার খুলিলাম। ভীরুতা অপবিত্রতা, অসরলতা দূর কর, মা তোমার পবিত্র দর্শন দান কর। দ্বার খুলিল দেবদেবী দেখা দিলেন। সকল ভাই ভগ্নীর সহিত ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে এক হইলাম। সেবকের বুকে দাঁড়াও। যদি ইচ্ছা হয় যোগী প্রকাশ কর। এবার উৎসবে স্বর্ণ কলস ভরিয়া কি আনিয়াছ জানি না। এই তোমার নববিধান অক্ষয় অমর দিগ্বিজয়ী হইবে।

"আমরা মা ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না। এস ব্রহ্ম-মূর্ত্তি কোল দাও। আজ সচ্চিদানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া শুদ্ধ হই। আর কেন কাঁদিব? প্রভুকে আমরা ধরিয়াছি তোমায় ছাড়িব না। তোমাকে বক্ষে বাঁধিব। তুমি এই পাপ হৃদয়কে গ্রহণ কর। স্নেহময়ী আশীর্ব্বাদ কর যেন উৎসবে প্রচুর ফল লাভ করিয়া কৃতার্থ হই। যেন দেশশুদ্ধ লোক মেতে যাই।

"মা জগজ্জননি, পতিতোদ্ধারিণী মা, আমার মা, আমার ভাই বন্ধু সকলের মা, দুঃখিনী ভারতমাতার মা, পৃথিবীর মা, পাপীর মা, আমার মত পাপাসক্ত অহংকারী লোকেরও মা, মা আরও কাছে এস। আর মা ছাড়া হইয়া কাঁদিব না। স্তন ধরে ঝুলছে তোমার এই সন্তান। অতুল ঐশ্বর্য্য-শালিনী কল্যাণদায়িনী মা জগজ্জনে তোমায় মা বলে ডাকে

উত্তর দাও। উৎসব খোলা হইল মা একবার মুখ ভরে আনন্দমনে তোমায় মা বলে ডাকি। আশা ভক্তির সহিত তোমার শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করি।" আমরা ভাবযোগে এই প্রার্থনায় যোগদান করিয়া ধন্য হইয়াছি।

নিশান বরণ।

ব্রহ্মারতি যোগে ব্রহ্মমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ব্রহ্মানন্দ শ্রীমন্দিরে জগজ্জন সমক্ষে নববিধানের নিশান নিখাত করিলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে "রাজা সম্রাটদিগের মুকুট নববিধানের পদতলে রাখিয়া, এই নিশান নিখাত হইল, নিশ্চয়ই নববিধান দিগ্বিজয়ী হইবে।" কিন্তু গৃহে সংসারে, পরিবারে পরিবারে নববিধান গৃহীত, আদৃত, প্রতিষ্ঠিত না হইলে কেমনে তাহা বিশ্বজয়ী দিগ্বিজয়ী হইবে? কেবল পুরুষগণ নববিধানকে সামাজিক ভাবে আদর বা গ্রহণ করিলেও হইবে না। যতক্ষণ না অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণ নববিধানের নিশানকে বরণ করিয়া, নববিধানকে গৃহধর্ম্মরূপে গ্রহণ না করেন, ততক্ষণে কই ইহার যথার্থ জয় হইল?

একস্থানে আচার্য্য প্রার্থনায় বলেন "দয়াময়ী তোমার নববিধান নূতন বিধান। নববিধানের লোকেরা তোমাকে নূতন করে রেখেছে, নবীন চন্দন ঘসছে নূতন ফুল দিয়ে পূজা কচ্ছে, নূতন বরণ হবে, মেয়েরা নূতন পূজা করবে।" আরও "ঐ গৃহস্থের উঠানে নববিধানের চারা পোতা হয়েছে।" তাই তাহারই নিদর্শন স্বরূপ গৃহিণী ও কুলবালাগণের দ্বারা এই নিশান বরণ অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হয়।

কোন রাজ্যকে অধিকার করিতে হইলে বিজয়ী রাজা সেই অধিকৃত রাজ্যে আপন নিশান নিখাত করেন। তেমনি গৃহ সংসার পর্য্যন্তও যে বিধানপতি বিশ্বরাজের নববিধানের অধিকৃত, ইহা প্রতিষ্ঠা করাই নিশান বরণের উদ্দেশ্য। ইহার ভাব যে কত উচ্চ এবং গভীর তাহা বলা যায় না। ইহা কেবল একটী বাহ্য অনুষ্ঠান নয়।

দেশীয় প্রথা অনুসারে বরকে যেমন মঙ্গলাচরণ বা বরণ করিয়া, আদর করিয়া পুরমহিলাগণ সম্মান করেন, ইহাও সেই ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ করিয়া বিধান সঙ্গীত এবং প্রার্থনাও করা হয়। আরতিতে আলোক দীপ যেমন বাহ্য উপলক্ষ মাত্র, ইহাও সেইরূপ। ইহার আধ্যাত্মিক ভাবই গ্রহণীয়।

সংশয়বাদী বা বিচার বুদ্ধি পরতন্ত্র ব্যক্তিগণ তর্ক করিয়া বলেন, এরূপ বাহ্য অনুষ্ঠানে আবার পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার আসিতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের মনে রাখা উচিত, ঈশ্বরবোধে কোন বস্তুকে পূজা করাই পৌত্তলিকতা। নিশানকে কেহ ঈশ্বর বোধে পূজা বা বরণ করেন না। ইহা ধর্ম্মের ধ্বজা মাত্র, ধ্বজা উড়ান বা ধ্বজাকে পুষ্পমাল্যাদি দেওয়া কখনই পৌত্তলিকতা হইতে পারে না। তবে ভাব বিহীন হইয়া কেবলমাত্র বাহ্য অনুষ্ঠান করিলে, কালে হয় ত ইহার আধ্যাত্মিকতা বিনষ্ট হইতে পারে। ভাববিহীন মৌখিক উপাসনাতেও যেমন বৃথা মন্ত্রোচ্চারণ মাত্র হইবার আশঙ্কা। সে সম্বন্ধে আমাদের সর্ব্বদাই সতর্ক ও সাবধান হওয়া উচিত।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের কমলকুটীরের অন্দরমহলে এই নিশান বরণ অনুষ্ঠান হয়। শ্রীশ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবী ও মহারাণী সুচারুদেবীর তত্ত্বাবধানে এই অনুষ্ঠান এবার গম্ভীর ভাবে সম্পাদিত হইয়াছে।

মঙ্গলবাড়ীর উৎসব।

মঙ্গলবাড়ীর উৎসব ব্রহ্মোৎসবের এক বিশেষ অঙ্গ। শ্রীমৎ আচার্য্যদেব প্রার্থনা করিলেন:—

"হে স্নেহময়ী জননি, তোমার হস্ত রচিত এই মঙ্গলবাড়ী। ইহার ইটগুলি আমার হৃদয়ে তোমার অপূর্ব্ব স্নেহের পরিচয় দিতেছে। আমি এই মাটী গ্রহণ করিতেছি আর আমার শরীর শুদ্ধ হইতেছে। চক্ষু দেখিলাম হরি যাহারা তোমাকে সব অর্পণ করিল তুমি অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে বাড়ী করিয়া দিলে, তুমি যে বলিয়াছ যুগে যুগে যাহারা সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া আমার চরণে মাথা রাখে তাহাদের সকল অভাব আমি মোচন করি। এই যুগে তুমি তাহা প্রমাণ করিয়া দিলে। এই বাড়ীগুলি তোমার ছায়া নয়, ইহা তোমার কীর্ত্তি। ব্রহ্ম একজন আছেন সকলে জানে, কিন্তু ব্রহ্ম আসিয়া দুঃখী দুঃখিনীর আশ্রয় স্থান নির্ম্মাণ করেন ইহা সকলে জানেনা। ধ্রুবলোক নির্ম্মাণ হইল সামান্য স্থান ইহা নহে। ইহা তাঁর হাতের জিনিষ। এ বাড়ী যে ছোঁবে সে পবিত্র হবে। প্রচারক বন্ধুদিগকে তুমি সমাদর করিতেছ। যাহাতে তাহাদের হরিভক্তি বৃদ্ধি পায়, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। অবিশ্বাসীদের চক্ষু প্রস্ফুটিত কর। কালকেকার জন্যে ভাবছে না যাহারা তুমি তাহাদের জন্য ভাব। আমরা সকলে ভক্তির সহিত আশার সহিত বার বার তোমাকে প্রণাম করি।"

বাস্তবিক যাঁহারা ঈশ্বরের জন্য গৃহ সংসার ছাড়িয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন, তাঁহাদিগের যাহা কিছু প্রয়োজন সকলই তিনি যে স্বয়ং প্রদান করিয়া থাকেন, তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন এই "মঙ্গলবাড়ী।"

"দারা সুত ধন প্রাণ, যে করে আমায় অর্পণ, তাহার সকল ভার মাথায় করে বই।" এই অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতেছে বিধানজননী তাঁর সর্ব্বত্যাগী গরীব নববিধানপ্রেরিত প্রচারক পরিবারদিগের জন্য স্বহস্তে এই "মঙ্গলবাড়ী" করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা যেমন আপনাদের যাহা কিছু ছিল তাহা ঈশ্বরচরণে সমর্পণ করিলেন, অমনি তিনিই তাঁহাদিগের মাথা রাখিবার স্থান স্বরূপ এই বাড়ী করিয়া দিলেন।

এই "মঙ্গলবাড়ীর" বাহিরের দরজা যেন একটী বাড়ীর দরজা, কিন্তু ইহার ভিতরে প্রত্যেক প্রচারকের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র

নিকেতন নির্ম্মিত। সকল বাড়ীর গমনাগমনের দ্বার একটী, সকল পরিবারের পূজার দেবালয় এক দেবালয়। সুতরাং ইহার আধ্যাত্মিক ভাব হৃদয়ঙ্গম করিলে অবাক্ হইতে হয়।

তাই মনে হয় এই মঙ্গলবাড়ী নববিধানের এক অলৌকিক কীর্ত্তিস্তম্ভ। দীন প্রচারকদিগের প্রতি ইহা যেমন ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ কৃপার পরিচায়ক, তেমনি কি ভাবে বিভিন্ন প্রকৃতির পরিবারগণ আপনাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া, এক পারিবারিক সূত্রে গ্রথিত হইয়া, সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন এবং নববিধানে এক পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মের মিলন সাধন করিবেন, তাহারই নিদর্শন এই "মঙ্গলবাড়ী।" অতএব এই মঙ্গলবাড়ীর উৎসব সাধন নববিধানের অতি উচ্চ সাধন।

কিন্তু এখন মঙ্গলবাড়ীতে যাঁহারা বাস করিতেছেন বা যাঁহারা এবারকার উৎসবের কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়াছেন তাঁহারা এবারকার উৎসব কি ভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন জানি না। নবদেবালয়ে যাঁহারা সে দিন উপাসনা করেন তাঁহারা মঙ্গলবাড়ীর এই বিশেষত্ব উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছেন এবং মঙ্গলপাড়ার বর্ত্তমান অধিবাসীদিগের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

মহর্ষিদেবের স্বর্গারোহণ।

ব্রহ্মোৎসব-সাধন সময়েই আমাদিগের ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বর্গারোহণ করেন। তিনি একবার আচার্য্য ব্রহ্মানন্দকে লিখিয়াছিলেন, "আমি হিমালয় হইতেই অমৃতালয়ে গিয়া তোমাদিগের জন্য অপেক্ষা করিব। যেখানে পিতা অপিতা হন।"

কিন্তু তিনি অমৃতালয়ে যাইবার পূর্ব্বেই ব্রহ্মানন্দ সেই আলয়ে গিয়া তাঁহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমাদের মহোৎসবের প্রাস্তুতিক সময়ে আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণে যেমন আমরা তাঁহার সহিত স্বর্গারোহণপূর্ব্বক আত্মিক যোগ সাধন করি এবং পরলোকগত অমরাত্মাদের সঙ্গে মহোৎসব সম্ভোগের জন্য প্রস্তুত হইবার সুযোগ লাভ করি, তেমনি ধর্ম্মপিতার স্বর্গারোহণেও সেই পিতৃলোকের উজ্জ্বল দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার আরাধ্য "শান্তং শিবং অদ্বৈতং"এর সান্নিধ্য অনুভবে ধন্য হইয়াছি।

উৎসবের প্রাস্তুতিক সাধনের প্রথম দিনেই আমরা আমাদিগের ধর্ম্মপিতামহ রাজা রামমোহনের সহিত ধর্ম্মপিতাকে স্মরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু অদ্যকার দিনে কেবল স্মরণ নয়, তাঁহার আত্মার অন্তঃপুরে তীর্থযাত্রা করিয়া তাঁহার ঋষিজীবনের ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মারাধনা গভীর ভাবে জীবনগত করিতে প্রয়াসী হই, এবং তিনি যে অমৃতালয়ে এখন বাস করিতেছেন সেই ধামের মহোৎসব সম্ভোগে যাহাতে আমরা ধন্য হইতে পারি তাহারই জন্য প্রার্থনাদি করা হয়।

শ্রীমৎ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ বলেন, "শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ বিশেষ ভগবৎ-প্রদত্ত শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি রাজা রামমোহনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বে আহূত হইয়া, এই সমাজে তাঁর যে ধর্ম্মভাবের উচ্চ আদর্শ ব্রাহ্মসমাজে অঙ্কিত করিতে ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহারই বিষয়ে আলোচনা করি। * * যতদূর আমরা বুঝিতে পারি ঈশ্বরকে ভাবেতে প্রেমেতে জীবন্তরূপে পূজা করাই তাঁহার আদর্শ। ইহারই জন্য তাঁহার জীবন এবং তপস্যা। এই কার্য্যের রীতিই আড়ম্বর ও কোলাহল ত্যাগ করা। তিনি আমাদিগকে সামাজিক যুদ্ধের কার্য্য ব্যস্ততায় নিয়োগ করিতে কখনও আহ্বান করেন নাই, কিন্তু আমাদিগকে গৃহের নিভৃত স্থানে লইয়া গিয়া বেদীর পার্শ্বে বসাইয়া আপনাতে আপনাকে নিবিষ্ট করাইয়া আত্মানুসন্ধানে নিযুক্ত করেন এবং আধ্যাত্মিক সাধনা সহকারে ঈশ্বরধ্যানে ও যোগে নিমগ্ন হইতে শিক্ষা দেন। যাহারা মনে করে একেশ্বরবাদ কেবল শুষ্ক মতমাত্র ইহাতে হৃদয়কে বিগলিত করে না, প্রাণে শান্তি আরাম দিতে পারে না, দেবেন্দ্রনাথের জীবন এই কথার স্থায়ী প্রতিবাদস্বরূপ।" বাস্তবিক, আমরা যেন তাঁহার এই ঋষিজীবনের উত্তরাধিকারী হইতে পারি বিধানজননী এমন আশীর্ব্বাদ করুন।

ব্রাহ্মিকা উৎসব ও প্রচারাশ্রমের উৎসব।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেব যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন হইতেই সাধারণ উৎসব ব্যতীত বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মিকাদিগের জন্য স্বতন্ত্র উৎসব সাধনের ব্যবস্থা করেন। এই উপলক্ষে মহিলাগণ সঙ্গীতাদি করিতেন এবং আচার্য্য স্বয়ং উপাসনা করিতেন। এই উৎসবে ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি তিনি যে সমুদয় উপদেশ দেন তাহা অনেকগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত রহিয়াছে।

নববিধান ঘোষণার পর বা সেই সময়ে "আর্য্যনারী সমাজ" প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্রাহ্মিকা উৎসব ভাই প্রতাপচন্দ্র নিজ ভবনে সম্পাদন করিতেন। তখন হইতে বরাবর তাঁহার শান্তিকুটীরেই এই উৎসব হইয়া আসিতেছে। এ বৎসরও শান্তিকুটীরে উৎসব হয়। বিভিন্ন সমাজের ব্রাহ্মিকাগণ সম্মিলিত হন। ভাই প্রতাপচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী দেবী বার্দ্ধক্য ও শারীরিক দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও সকলকে আদরে অভ্যর্থনা করেন এবং ভাই প্রমথলাল উপাসনা করেন।

প্রচার আশ্রমের উৎসব উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তনাদি হয়।

নীতিবিদ্যালয়ের উৎসব।

সুনীতির উপরেই নববিধানের ভিত্তি সংস্থাপিত। তাই আমাদিগের বালক বালিকাদিগকে সুনীতি শিক্ষা দান নববিধানের প্রধান সাধন। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা আমাদের মধ্যে এই মহাব্রতে ব্রতী হইয়াছেন।

আমাদের বালক বালিকাদিগের জন্য যে রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয় রহিয়াছে, তাহার সাম্বৎসরিক উৎসব আমাদের মহোৎসবের একটি প্রধান অঙ্গস্বরূপ হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রাতঃ

কালে উপাসনা হয় এবং সায়াহ্নে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে বালক বালিকা-সম্মিলন হয়। এবার বালক বালিকাদিগের আবৃত্তি, অভিনয়াদি অতি মধুর হইয়াছিল। ডাঃ বি, এল, চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ভ্রাতা প্রেমসুন্দর বসু প্রার্থনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন।

সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব।

পবিত্রাত্মার অলৌকিক আবির্ভাব এবারকার উৎসবে বিশেষ ভাবে উপলব্ধ হয়। উৎসবের পূর্ব্বদিন নবদেবালয়ে উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইতে আচার্য্যের যে প্রার্থনালোক প্রতিভাত হয়, শ্রীমন্দিরেও ঠিক সেই প্রার্থনালোকই উৎসবক্ষেত্রে বেদী হইতে উদ্ভাসিত হইয়া বিধানজননীর অনির্ব্বচনীয় প্রেমের মহিমা প্রত্যক্ষীভূত হয়।

শ্রীমৎ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের "আত্ম-পরিচয়ে" যাহাতে আমরাও আত্ম-পরিচিত হইতে পারি এবং তাঁহার জীবনকে আশাচন্দ্র রূপে গ্রহণ করিতে পারি, ইহাই এবারকার মহোৎসবের বিশেষ ভাব।

আমাদের প্রিয় আচার্য্য প্রার্থনায় বলিলেন, * * "প্রেম-স্বরূপ, আমরা কি প্রমাণ দেখিয়াছি যে, একজন কেউ আমাদের মধ্যে ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গের মত হয়েছে? নববিধানের নিশান আকাশে উড়ে, নববিধানের মানুষ কি পৃথিবীতে বেড়ায়? এমন কি একজন কেউ আমাদের ভিতর হয়েছে যাঁর বুকে হাত দিয়ে বলিতে পারিবে লোকে, ইঁহার ভিতর চারি বেদ এক হয়েছে? ঈশা, মুষা, শ্রীগৌরাঙ্গের বিধানে যে লোকে জীবন দেখেছে, এবারও মানুষ চাই। * * এমন লোক কি নববিধানে হয়েছে? * * দোহাই হরি, দৃষ্টান্ত দাও, মানুষ দেখাও। গরীব বলিতে চায় যে, ঈশা মুষার বিধানের সঙ্গে এ বিধান মিলেছে, যদিও স্বতন্ত্রতা আছে। এ গরীব বলিতে চায়, কাল পাপী বাঙ্গালী সিদ্ধ হইয়া আসে নাই, মহাপুরুষদের সঙ্গে কিছুতেই তুলনা হয় না, কিন্তু সে অপ্রেমিক ছিল প্রেমিক হইল, সাম্প্রদায়িক ছিল হইল সার্ব্বভৌমিক, কাল মলিন ছিল ক্রমে জ্যোতির্ম্ময় হইল, কঠিন ছিল কোমল হইল। এ পাপীর জীবন যেন এমন হয় যে, তা দেখে লোকের আশা হয়। সাধুদের পদধূল শরীরে মুখে সে মেখেছে, তোমার প্রসাদে তোমার নববিধানের প্রসাদে অনেক সাধন করে, অনেক কেঁদে অনেক কষ্ট করে নববিধান পেয়েছে। * * আমি তো সিদ্ধ হইয়া জন্ম নাই। প্রেম ভক্তি ছিল না, ভক্তদের জানিত না, ক্রমে সে নব বিধানের প্রসাদে পরিবর্ত্তিত জীবন পাইল; সকলের আশা হইবে। * * আমার চেয়ে খারাপ আর কে হবেন? তবু আমার এ পথে তিনি আসিতে পারেন। আমার জীবনে যেমন নব-বিধানের বিরোধ ছিল এমন আর কার জীবনে আছে? কিন্তু হরি, প্রেম চাই। * * আমার জীবনের পরিবর্ত্তন সকলের পক্ষে আশাপ্রদ, আমি নিশ্চয় বলছি আমার জীবন দেখ, বিপদ অন্ধকারে কেশবচন্দ্র চন্দ্র হবে। নারকী উদ্ধার হতে পারে এ যদি দেখতে চাও, তবে ভাই এই বন্ধুকে লও, সঙ্গে রাখ। জগৎ সংসারকে ভালবাসিব, বিরুদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রকে এক করে নেব, সমস্ত সাধুদের হৃদয়ে রাখিব, ক্ষমা প্রেম দেব। * * আমি প্রমাণ করে দেব যে আমি অধম হতভাগা পাপী, আমার তো যোগ ভক্তি ছিল না। এখন কি আমার লাভ হয় নাই? আমার যোগ ভক্তি প্রেম বড় হয়েছে, আমার প্রেমে আমি সাঁতার দি। আমার জ্ঞান ছিল না, জ্ঞান হয়েছে, আমি বুঝিতে পারি। বাইবেল পর্য্যন্ত আমি বুঝছি, সন্ন্যাস ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব বুঝেছি। আর তোমার জন্য বড্ড খাটি। * * এঁদের বন্ধু দরকার, একটা বন্ধু এঁরা সঙ্গে নিয়ে যান। এঁদের যখন বড় খিদে পাবে, একটা মেঠাইয়ের দানা আমাকে কর। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নববিধানের দৃষ্টান্ত দেখাতে চাই। * * আমি এই একটা আশার কথা বলিতে চাই যে, একটা খুব পাপী ছিল, যার প্রসাদে তার জীবনে খুব পরিবর্ত্তন হয়েছে। হয়নি যা তা হবে, অসম্ভব যা তাও হবে। একটা কাল ছেলে সুন্দর হয়েছে, একটা ছেলে তোমার কাছে দৌড়ে যাচ্ছে, এই আশার কথা শুনিব আর সকলে ভাল হয়ে যাব, মা দয়া করে এই আশীর্ব্বাদ কর।"

এই প্রার্থনার গভীর মর্ম্ম এই যে নববিধানের এই মানুষটিকে গ্রহণ করিয়া আমরাও যেন নববিধানের মানুষ হইতে পারি, ইহাই এবারকার মহোৎসবের সার শিক্ষা।

নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন, তাঁহার জীবনে নববিধানের বিরোধী ভাব যেমন ছিল এমন আর কার? কিন্তু ব্রহ্মকৃপাগুণে মাতৃপ্রসাদে সে সমুদয় বিরোধ তিরোহিত হইয়া তাঁহার জীবনে মহাপরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাপুরুষদিগের ন্যায় সিদ্ধ হইয়া জন্মান নাই, তথাপিও তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত বিধানের সহিত বর্ত্তমান বিধানের সৌসাদৃশ্য আছে, যদিও স্বতন্ত্রতাও আছে। এবার "কালো বাঙ্গালী সিদ্ধ হইয়া যে জন্মায় নাই, সাধুদের সঙ্গে যাহার কিছুতেই তুল না হয় না," তিনিও মাতৃপ্রসাদে ভক্তগণের পদরেণু মাখিয়া পরিবর্ত্তিত নবজীবন প্রাপ্ত হইলেন, এই আশা জগতকে দিবার জন্যই আশার চন্দ্র কেশবচন্দ্রের উদয়। এই ও তিনি নিজমুখে অভিব্যক্ত করিলেন।

যাহা হয় নাই তাহা হইবে, অসম্ভব বলিয়া যাহা মনে হয় তাহাও সম্ভব হইবে, সংসিদ্ধ হইবে, ইহাই নববিধানের আশার বাণী।

এই আশার বাণীতে বিশ্বাসী হইয়া আমরাও এই নববিধানের মানুষের অনুগমনে মাতৃকৃপার ভিখারী হই, তিনিই আমাদিগের জীবনে যাহা নববিধানের বিরোধ আছে, তাহা বিনাশ করিয়া আমাদিগের জীবনেও পরিবর্ত্তন বিধান করিবেন। আমরাও নববিধানের মানুষের ছাঁচে মানুষ হইতে সক্ষম হইব।

কিন্তু এজন্য "প্রেম চাই।" ব্রহ্মপ্রেম, বিধানপ্রেম, বিধানের

মানুষে পূর্ণ প্রেম প্রয়োজন। প্রেম দ্বারাই আমরা এই নবজীবন পাইব। নববিধান যে সংপ্রেমের বিধান। প্রেম বিনা প্রেমের বিধানের জীবন আমরা কেমন করিয়া পাইব ?

তিনি আরো বলিলেন, "আমি নববিধানে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দৃষ্টান্ত দেখাতে চাই।" তাঁহাকে দৃষ্টান্তস্বরূপে গ্রহণ করিয়া, তিনি যে প্রেমে সকলকে মিলাইলেন সেই প্রেমে সকলকে জীবনে মিলাইয়া লইতে হইবে।

তিনি বলিলেন, "আমি একটা কালো ছেলে মার কাছে দৌড়ে যাচ্ছি। আমি কালোছেলে সুন্দর হয়েছি।" এই দৃষ্টান্ত অবলম্বনে আমরাও যে পাপী কালো, আমরা যদি তাঁহার ন্যায় অনন্ত মার কাছে দৌড়ে যাইতে ব্যাকুল হই, আমাদিগকেও মা স্বয়ং পারবর্ত্তিত সুন্দর পূর্ণ নববিধান মূর্ত্তিমান জীবন দানে ধন্য করিবেন। তাঁহার কৃপায় যে অসম্ভব সম্ভব হয়।

তাঁহাকে গ্রহণ সম্বন্ধেও তিনি অতি সহজ কথায় যাহা বলিলেন, তাহাও অতি গভীর। তিনি বলিলেন, "ইঁহাদের ক্ষুধা পাইলে আমাকে একটা মেঠাইয়ের দানা কর।" যেমন অনেকগুলি দানার একত্র সমাবেশে মেঠাই তৈয়ারী হয়, তেমনি ব্রহ্মানন্দ আপনার জীবনকে মেঠাই বলিয়া উপলব্ধি করিলেন, কেননা সর্ব্ব-মানবের অখণ্ড সমাবেশই নববিধানের মানুষের জীবন। তাই তাঁহার জীবনে সর্ব্বমানবের একত্র সমাবেশ ইহাই যেন উপলব্ধি করি ও তাঁহার জীবন আস্বাদ করিয়া আমাদের ধর্ম্মক্ষুধা নিবারণ করি এবং তদ্দ্বারা আমরাও যেন নববিধানের মানুষ হই।

"এঁদের একজন বন্ধু দরকার যেন আমাকে এঁরা বন্ধু বলিয়া সঙ্গে রাখেন।" কেবল প্রভু প্রভু বলিয়া অন্যান্য বিধানপ্রবর্ত্তক-দিগকে যেমন তাঁহাদের অনুগামী শিষ্যগণ পূজা করিয়াছেন, সে ভাবে যেন তাঁহাকে আমরা দূরে না রাখি, কিন্তু বন্ধুর সহবাসে মানুষ যেমন তাঁহার জীবনাদর্শ অবলম্বনে উন্নত জীবন হয়, সেই ভাবে আমাদিগকেও তাঁহার সঙ্গ করিয়া নববিধান জীবন লাভ করিতে হইবে ইহাই তাঁহার নির্দ্দেশ। ইংরাজীতে বলে মানুষকে তাহার সঙ্গীর দ্বারাই চেনা যায়। আমরাও কোন্ বন্ধুর সঙ্গে নববিধানের মহোৎসব সাধন করিতেছি, নববিধানের পথে সহযাত্রা করিতেছি, জীবন দ্বারা তাহা প্রদর্শন করিব। ইহাই যেন আমাদের এবারকার উৎসবের মহাসাধনা ও সম্ভোগের বিষয় হয়। ভাই প্রমথলাল প্রাতঃকালীন উপাসনা করেন। সমস্ত দিন যথা নিয়ম অন্যান্য অনুষ্ঠান হয়।

১১ই মাঘ।

১১ই মাঘ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার দিন। এই দিনের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ব্রাহ্মগণের সহিত ব্রহ্মোৎসব করিয়া ধন্য হইয়াছি, কিন্তু নববিধানাচার্য্য এই দিনকে কি উজ্জ্বল চক্ষে দর্শন করিতেন, নিম্ন উদ্ধৃত প্রার্থনাগার হইতে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

"হে দয়ার রাজা, ভক্তের ঝড় তুমি, ভক্তিরাজ্যের তুফান তুমি। ১১ই মাঘের ঝড় উঠিয়াছে। ঝড়ের চক্রের ভিতর ভক্তেরা পড়িলেন। ঝড় কি? প্রত্যাদেশ। ব্রহ্মমুখবাণী এই ঝড়। এ ব্রহ্মের কথা, ভারতে ঘুরিতেছে। আমার কাণে লাগিতেছে। প্রত্যাদেশ ঘনীভূত হইয়াছে এই ঝড়ে। ব্রহ্মবাণীর ঝড় উঠেছে, এখন মানুষের শাস্ত্র প্রচারের সময় আর নাই। এ যে উৎসব, এ যে ১১ই মাঘ। আমি তো নির্জ্জীব শাস্ত্র মানি না। আমি কেবল জ্বলন্ত শাস্ত্র মানি; আমি কেবল ঝড়ের কথা শুনি।

"হরি হে, নির্জ্জীব নিদ্রিতদের জাগাও; হরি হে, এত ধুমধাম, এত শব্দ কিসের? জীবন্ত ঠাকুর এসেছেন। "আমি এয়েছি আমি এয়েছি" "আমি আছি, আমি আছি" "আমি আছি, আমি আছি" এই ব্রহ্মের শব্দ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া ঝড় হইয়া আসুক! পৃথিবী চুপ, ব্রহ্ম কথা কও। মা আমার কথা কও, হৃদয়ের ভিতর, রক্তের ভিতর, বুকের ভিতর কথা কও। ব্রহ্মবেদ সকলে শ্রবণ করি। প্রেমময়ী, এই আনন্দের সংবাদ পৃথিবীতে পাঠাইয়াছ। তোমার কথায় তোমার সত্য প্রমাণ। আর অবিশ্বাসী নাস্তিক নির্জ্জীব যেন কেহ না থাকে। ঐ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমরা নববিধানের উৎসবের স্থানে উপস্থিত হই। সকলে মিলে ঐ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বৈকুণ্ঠধামে যাই। শুনি আর, আরও পবিত্র হই। তোমার প্রত্যাদেশের যে এই প্রকাণ্ড ঝড় উঠিয়াছে তাহা ভাল করিয়া শুনি, স্পর্শ করি, দেখি, নবজীবন লাভ করি এবং দিন দিন শুদ্ধ এবং সুখী হই।"

বাস্তবিক এই প্রার্থনায় যোগ দিয়া এবার সত্যই আমরা এক নবালোক লাভ করিয়াছি। ১১ই মাঘ মৃত শাস্ত্রকে, নির্জ্জীব জড় উপাসক নরনারীদিগকে, ব্রহ্মের জীবন্ত প্রত্যাদেশে সঞ্জীবিত করিতে সমাগত।

মানুষ মৃতদেবতার পূজায়, মৃত শাস্ত্রের সাধনায় মৃতপ্রায় নির্জ্জীব হইয়াছিল, তাহাদিগকে স্বয়ং ব্রহ্মই জাগাইবার জন্য নবজীবন দিবার জন্য "আমি এয়েছি, আমি এয়েছি", "আমি আছি, আমি আছি" এই বলিয়া মহা প্রত্যাদেশের ঝড় তুলিয়াছেন, এবং সমস্ত মানব-জীবন-তরীকে আন্দোলিত করিতেছেন। এই জীবন্ত ব্রহ্মবাণী শ্রবণই যথার্থ ১১ই মাঘের উৎসব। ব্রহ্ম যে জীবন্ত এবং তিনি যে আছেন, তাহা কেবল সাধুর মুখে, শাস্ত্রের কথায় শুনিয়া থাকলে চলবে না। প্রত্যেককে ইহা ব্রহ্ম মুখে শ্রবণ করিয়া নবজীবনে সজাগ হইতে হইবে, ইহারই জন্য ১১ই মাঘের ব্রহ্মোৎসব।

নববিধান ঘোষণা।

১১ই মাঘ, ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন। ১২ই মাঘ, নববিধান শিশুর জন্মোৎসবের দিন। ১১ই মাঘ, স্বয়ং ব্রহ্ম মহাপ্রত্যাদেশের ঝড় তুলিয়া ঘোষণা করিলেন, "আমি আছি, আমি আছি।" কিন্তু তিনি ত কেবল বলিলেই হয় না, যদি না "তুমি আছ, তুমি আছ, প্রাণারাম, আত্মারাম সায়" না দেয়। ১২ই তাহাই ঘোষণার দিন।

নারী মা বলিয়া ততক্ষণ পরিচিত হন না, যতক্ষণ না তিনি সন্তান প্রসব করেন। ব্রহ্ম ত আছেন সত্য, কিন্তু যখন তিনি

নববিধানরূপ শিশু প্রসব করিলেন এবং শিশু তাঁহাকে মা মা বলিয়া ডাকিলেন, তখনই তিনি মা নামে অভিহিত হইলেন।

১২ই মাঘ সেই দিন, যে দিন সর্ব্বভক্ত-সর্ব্বধর্ম্মবিধান-সমন্বিত জীবনে বিশ্বমানব নববিধানে নবজন্ম লাভ করিলেন, এবং মানব যে ব্রহ্মের নবশিশু এই নববার্ত্তা ঘোষণা করিলেন। পুরাতন মানুষের পরিবর্ত্তনে নবজীবন লাভ ইহাই নবশিশুত্ব। এ ঘোষণা কেবল মতের ঘোষণা নয়। জীবনে নবজন্ম লাভের ঘোষণা। তাই ব্রহ্মানন্দ ঘোষণা করিলেন :—

"অদ্যকার দিন এত আনন্দের দিন হইল কেন? * * পৃথিবী শুন, পঞ্চাশ বৎসর ব্রাহ্মসমাজগর্ভে ধর্ম্মের শিশু গঠিত হইতেছিল, বহু কালের প্রসবযন্ত্রণার পর আজ সেই শিশু জন্ম ধারণ করিয়াছে। * * পঞ্চাশ বৎসর পরে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সেই শিশুর ভিতরে যোগ, ধ্যান, বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি সমুদয় গুণ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। সেই শিশুর গর্ভে বেদ বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, বাইবেল কোরাণ সমুদয় রহিয়াছে। শিশুর মুখের ভিতরে সরস্বতীর মুখ লুক্কায়িত রহিয়াছে। যোগী ঋষিরা যেমন পর্ব্বত কাননে যোগ সাধন করেন, শিশু জননীর গর্ভে থাকিয়াই সকল শিখিয়াছেন। স্বয়ং ঈশ্বর, স্বয়ং জ্ঞানপ্রদায়িনী নিরাকারা সরস্বতী শিশুর জিহ্বা অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন।

"শিশুর কিছুমাত্র ভয় ভাবনা নাই। কি খাইব, কি পরিব, তিনি এ সকল নীচ ভাবনা ভাবেন না, নিরাকারা লক্ষ্মী সমস্ত ধন ধান্য লইয়া, তাঁহার ঘরে বসিয়া আছেন, তাঁহার বৈরাগ্য তাঁহার সুখের সংসার। পৃথিবীর সমুদয় অন্ন বস্ত্র, পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য তাঁহার। শিশুর রক্তের সঙ্গে সঙ্গে সিংহের বল। সেই শিশুর রসনা বলিতেছে, যখন আমি ব্রহ্মকথা বলিব, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই কথা শুনিবে। * * স্বর্গের শিশুর নিকট পৃথিবী পরাস্ত। শিশু জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত এবং সেবক হইল। * * আজ পৃথিবীর পরিত্রাণের জন্য, বিশেষতঃ ভারতবর্ষকে উদ্ধার করিবার জন্য, শিশু জন্মগ্রহণ করিলেন।

"সর্ব্বশাস্ত্রে ইনি সুপণ্ডিত। নবপ্রসূত শিশুর মুখ দেখিয়া জননীর কত আহ্লাদ! স্বর্গ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ঈশা, মুসা, শ্রীচৈতন্য, নানক, কবীর, শাক্যমুনি, মহম্মদ প্রভৃতি আপন আপন শিষ্যদিগকে সঙ্গে লইয়া শিশুর অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। আজ পৃথিবীতে দেবলোকের অবতরণ হইয়াছে। এই সন্তানের প্রতাপে ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিবে, দেবতারা এই সন্তানের মস্তকে মুকুট পরাইবেন। আজ যদি মন, তুমি ঈশ্বর এবং তাঁহার স্বর্গ অবিশ্বাস কর, মরিবে।

"আজ ষোল আনা বিশ্বাস ভিন্ন কেহ বাঁচিতে পারিবে না। পূর্ণ বিশ্বাস না থাকিলে ব্রাহ্মসমাজ হইতে সরিয়া পড়িতে হইবে। বন্ধুগণ, সকলে আপন আপন প্রাণের নিগূঢ় স্থানে মনকে প্রেরণ কর। সেখানে স্বর্গীয় যোগী, ঋষি, সাধু, ভক্তগণ, সাধ্বী, ঋষিকন্যাগণকে দেখিতে পাইবে। যোগবলে দেখ রূপ-লাবণ্যময় স্বর্গ। মহাদেব মধ্যস্থলে বসিয়া আছেন, আর এই শিশু তাঁহার সমস্ত সাধু ভক্ত সন্তানগুলিকে আলিঙ্গন করিতেছেন। দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, বর নাও শিশু! দেবর্ষি যোগর্ষি, রাজর্ষি, মহর্ষি সকলেই হৃদয় খুলিয়া শিশুকে আপন আপন যোগবল, ভক্তিবল, প্রভৃতি স্বর্গের ধন দিলেন! মৈত্রেয়ী, গার্গী, সীতা, সাবিত্রী, প্রভৃতিও শিশুকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, তুমি পুরুষ তথাপি নারীর ভাব, স্ত্রীর ভাব, কোমল ভাব তোমার মধ্যে প্রবেশ করুক।

"সেই শিশুর জন্ম হইল, আর দুই ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, সকল ধর্ম্ম এক ধর্ম্ম হইল, সকল বিধান এক বিধানান্তর্গত হইল। এই নূতন বিধান, এই নবকুমারকে না মানিলে মরিবে। বিশ্বাসিগণ, তোমরা ইহার সাক্ষী, সত্য সাক্ষ্য দিবে, মার নাম করিবে, আর দুই চক্ষে জল পড়িবে। যারা অভক্ত, যারা অবিশ্বাসী তারা ব্রাহ্ম নহে। যারা মার ভক্ত তারা সংসারে বৈকুণ্ঠ দেখে। যোগবলে তেজস্বী হইয়া, স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী এবং ছেলেগুলিকে ধ্রুব প্রহ্লাদ করিয়া লইতে হইবে। সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যেও ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে। রন্ধনশালায়, শিল নোড়ার মধ্যে, অন্ন ব্যঞ্জনের মধ্যে, আপনার শরীরের রক্ত ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে ব্রহ্মকে দেখিতে হইবে।

"নববিধান শিশু সংসারে স্বর্গ দেখাইবার জন্য জন্মিয়াছেন। ভাই ভগ্নি, তোমরা সকলে এই শিশুকে কোলে নাও, যত শিশুকে হাতে লইয়া নাচাইবে, ততই তোমাদের প্রাণের ভিতরে পুণ্য শান্তি আরাম লাভ করিবে। শিশু, তোমার জন্মে মেদিনী ধন্য হইল, তুমি দীর্ঘজীবী, চিরজীবী হইয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে স্বর্গ কর। নূতন বিধান, নূতন শিশু সকল ঘরে কল্যাণ বিস্তার করুন!

শ্রীঈশা যেমন জলাভিষিক্ত হইয়া স্বর্গদ্বার উদ্ঘাটিত দেখিলেন এবং স্বর্গের বাণী শ্রবণ করিলেন, "তুমি আমার প্রিয় পুত্র, আমি তোমাতে সম্পূর্ণরূপে প্রীত।" শ্রীবুদ্ধ যেমন মহানির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া মহাপ্রজ্ঞালাভে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন তেমনি ব্রহ্মানন্দ এই মহাদিনে আত্মজীবনে নববিধানরূপ নবশিশু-জন্মলাভ করিয়া তাহাই ঘোষণা করিলেন। ব্রহ্মানন্দের যথার্থ আত্ম-পরিচয় দানের দিন এই দিন। সুতরাং নববিধান-বিশ্বাসীদিগের এই দিন বিশেষ দিন, পরিবর্ত্তিত নবজন্ম লাভের দিন। এই দিনে ব্রহ্মানন্দ সঙ্গে আমরাও নববিধানের নবশিশুত্ব লাভে ধন্য হই, নববিধান-জননী আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন।

এই দিনে প্রাতে ৯টায় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন। ১১টায় নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন, শ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবী বিশেষ প্রার্থনা করেন।

সংকীর্ত্তনে উপাসনা ও নগর-সংকীর্ত্তন।

শাস্ত্রকার বলেন সেই সংকীর্ত্তনই মনোরম রুচির ও নিত্য নূতন যাহা দ্বারা ভগবানের যশ কীর্ত্তিত হয়। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও গভীরতর ভাব আমাদিগের নববিধানের সংকীর্ত্তনে নিহিত।

নববিধানই আমাদিগের মহা সংকীর্ত্তনের বিধান। স্বর্গস্থ সাধু ভক্তগণ যে নৃত্য করিতে করিতে চিদাকাশে বিশ্বপতির মহিমা মহিমান্বিত করিতেছেন, তাহাই পৃথিবীতে প্রতিধ্বনিত করিতে আমাদিগের নৃত্য গীত এবং সংকীর্ত্তন। ইহার মধুরতা বাহিরের নয়। "যাহা শুনেছি গোপনে বলবো বাজারে ভেরী।" যাহা উৎসবে জীবনে পাইলাম, তাহারই প্রসাদ ভাই ভগ্নীদিগকে বিতরণ করিবার উদ্দেশ্যেই আমাদিগের সংকীর্ত্তন। এই ভাবে এবার সংকীর্ত্তনাদি হইয়াছে কিনা যাঁহারা সংকীর্ত্তন করিলেন তাঁহারা কি সাক্ষ্য দিবেন? নববিধানে চিরজীবের সংকীর্ত্তনই জগজ্জনের নবজীবনপ্রদ বলিয়া বিশ্বাস করি।

শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে এবার সঙ্কীর্ত্তনাদি হয়।

আর্য্যনারীসমাজের উৎসব।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেব নিম্নলিখিত ভাবে কয়েকটী উপদেশ দিয়া ব্রাহ্মিকা সমাজকে "আর্য্যনারীসমাজ" নামে অভিহিত করেন:—

"এতকাল হিন্দুনারীসমাজ বালিকা অবস্থায় ছিল। আমাদের রাজনিয়মমধ্যে যেমন বয়সপ্রাপ্তি সম্বন্ধে ব্যক্তিগত আইন আছে, সেইরূপ এতদিন হিন্দুনারী সমাজ সমাজগত কতকগুলি বিধিতে বদ্ধ ছিলেন। আর্য্যনারীসমাজের বয়সপ্রাপ্তি এতদিন হয় নাই। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা এতকাল যে সকল অধিকারের অনুপযুক্ত বলিয়া বঞ্চিত ছিলেন, এখন সেই সমুদায় অধিকার লাভের উপযুক্ত হইয়াছেন। এখন আমরা বলিতে পারি যে নারীসমাজ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব তাঁহাদিগের প্রাপ্য বিষয়ে অধিকার তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হওয়া উচিত। তোমরা এখন নিজেদের ভার নিজেরা গ্রহণ কর, আবশ্যক হইলে আমরা সাহায্য করিব। আপনাদের মধ্যে সুনিয়ম সকল সংস্থাপন কর।"

"আর্য্যনারীসমাজের সভ্যগণ, তোমাদের জীবন এরূপ হওয়া চাই যে দেখিলেই যেন তোমাদিগের প্রতি লোকের শ্রদ্ধার উদয় হয়। তোমাদিগের চরিত্র নারীচরিত্রের আদর্শ হইবে, তোমরা ধর্ম্মালঙ্কারে ভূষিত হইবে, প্রেম পুণ্য বিনয়ের জীবন-ধারণ করিবে। সীতা, সাবিত্রী, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি ভারতের পুণ্যবতী নারীগণের জীবনের উচ্চ দৃষ্টান্ত তোমাদের অনুসরণীয়। তোমরা সংসারে থাকিয়া যোগ ভক্তির সাধনা কর, পরম জননীকে ভক্তির সহিত পূজা করিয়া ধন্য হও, সংসারে ও জীবনের সমুদায় ঘটনায় তাঁহার প্রেম দর্শন কর। ইহলোকবাসী সাধুদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে এবং দুঃখীদিগের প্রতি দয়া করিতে শিক্ষা কর। এখন হইতে তোমরা জীবনের দায়িত্ব বুঝিয়া লও, আপনাদিগের ভার আপনারা লও। নির্জ্জন সাধনার জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট কর, নির্জ্জনে সজনে ব্রহ্মপূজা কর, সদ্গ্রন্থ পাঠ ও সৎ প্রসঙ্গ করিয়া সুখী ও শুদ্ধ চরিত্র হও।"

প্রাচীন আর্য্যনারীগণ যেমন ঋষিপত্নী ঋষিকন্যা ছিলেন, সেই ভাবে আমাদের বর্ত্তমান কালের নারীগণ সেই আদর্শে ধর্ম্ম-জীবনসাধনে নিরত হন এবং ধর্ম্মের সংসার গঠনে সচেষ্ট হন, তাহারই জন্য ব্রাহ্মিকা সমাজকে "আর্য্যনারীসমাজ" নামে পরিবর্ত্তিত করা হয়। শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের তিরোধানের পর আচার্য্যপত্নী সতী জগন্মোহিনী দেবী ইহার নেতৃত্ব করিয়াছেন।

এবার এই সমাজের মহোৎসব অতি গম্ভীরভাবে আচার্য্যদেব-কন্যা শ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবীর দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে তিনি যে উপাসনা প্রার্থনা করেন ও উপদেশ দান করেন তাহাও তাঁহার স্বাভাবিক হৃদগত ভক্তি ভাবে করিয়াছেন। কেহ কেহ প্রাণের আবেগে প্রার্থনা করেন এবং একটি কন্যা দীক্ষাও গ্রহণ করেন।

আচার্য্য বলিলেন, "লোকে বলিবে আচার্য্যের মুখ নারীর মুখের মত হইয়াছে।" এই দিনের উৎসবে পুরুষের কঠোর ভাব দূর করিয়া নারীর কোমলতা, সরলতা ও সতীত্ব লাভ যেন আমাদেরও আকাঙ্ক্ষনীয় হয়।

শ্রীদরবার।

সঙ্কীর্ত্তনের সহিত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের যেরূপ সম্বন্ধ, বা হারমোনিয়মের সুরে ও যন্ত্রে যেরূপ পরস্পর সম্বন্ধ, নববিধান এবং শ্রীদরবারের সম্বন্ধও সেইরূপ তুলনা করা যাইতে পারে। জীবন দ্বারা নববিধান ধর্ম্মপ্রচারের জন্য শ্রীদরবার প্রতিষ্ঠিত। শ্রীদরবারের আদর্শ এতই উচ্চ, এতই মহান্ যে আমরা তাহা ধারণাই করিতে পারি না। নববিধানের মহামিলন প্রদর্শনের জন্য এই শ্রীদরবার। এক মনে, এক প্রাণে, এক মতে, এক ধর্ম্মসাধনে পাঁচজনে কেমন একজন হয়, নববিধানে তাহাই দেখাইবার জন্য শ্রীদরবারের প্রতিষ্ঠা। নববিধান যাহা মতে ও বিধিতে, তাহা কার্য্যে এবং জীবনের আদর্শে প্রত্যক্ষভাবে দেখাইবার জন্যই শ্রীদরবার সংস্থাপিত। শ্রীদরবারে প্রথম নির্দ্ধারণ এই হয় যে, "এ সভার সভ্যেরা এক শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের ন্যায় সকলে একতা রক্ষা করিয়া কর্ম্ম করিবেন।" কি মহৎ এবং উচ্চ আদর্শে এই শ্রীদরবারের প্রতিষ্ঠান শ্রীমৎ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের নিম্নলিখিত উক্তি সকল হইতে হৃদয়ঙ্গম হইবে:—

"আমাদের সম্মুখে এই যে দল, ইহা অতি খারাপ। ইহা অপ্রেমের দল, তত বিশ্বাস ক্ষমা করিতে পারে না। এই দল মলিন অসুখী দল। একা একা ইহারা থাকে ভাল, কিন্তু দলের মধ্যে অপ্রেম। কিন্তু হরি, এই দলের মধ্যে বিচার হয় ভাল। এখানে একটি অন্যায় করিয়া কেহ নিষ্কৃতি পায় না। কোটী কোটী নমস্কার এই সকল বন্ধুদের চরণে। কেন না দেবতা বিচার করেন ইহাঁদের ভিতরে থাকিয়া, দেবতা শাসন করেন ইহাঁদের দ্বারা। দরবার, তুমি দেবতা, তুমি ঈশ্বর। তুমি আপনাকে বিচার কর মানুষের মত, কিন্তু পরকে বিচার কর দেবতার মত। তোমার ভিতর দেবতা কথা কন।"

আরো, "তোমার দরবারের ঘর, স্বর্গ থেকে প্রথমে আলো আসিবার ঘর, এই তোমার সঙ্গে আমাদের কথা কহিবার ঘর, এই ঘর স্বর্গ থেকে চিঠি আসিবার প্রথম ডাকঘর। স্বর্গের রাজকুমারেরা

এই ঘরে আগে বেড়াইতে আসেন। দেবতাদের আড্ডা, চিহ্নিত প্রেরিতদের বসিবার জায়গা বাড়ী। স্বর্গ ও পৃথিবীর মিলন এই ঘরে। এই ঘর সমস্ত পৃথিবীকে যেন শাসন করে, সংযত করে।"

"নববিধান এই ঘর দিয়া বাহির হইতেছে। বিধাতা, তুমি এই ঘরের ভিতর পবিত্র স্থানে নববিধানবাদীদিকে বিধি নিয়ম আদেশ দিতেছ। এই ঘরের যে দরবার, সেই দরবারের যে আইন তাহা সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করিবে। তোমার আদালত এখানে। তুমি আদালত করিতেছ, আর দেবতারা আইন লিখিতেছেন। ভক্তদের মিলনের স্থান এইটী। আর অন্য জায়গায় এঁদের তো দেখা হবার যো নাই। ঈশার গির্জ্জায় গেলে সেখানে তো গৌরাঙ্গের সহিত দেখা হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গের মন্দিরে ঈশা তো যাইতে পারেন না। তাই সাধুরা এই ঘর বড় ভালবাসেন। এ ঘর যে সন্ধির রাজ্য। অমূল্য এই ঘর। একটা প্রকাণ্ড বিধানের দরবার এই ঘরে হইতেছে। এ ঘরে সকলই হচ্চে। কাণা আর কালা যারা তারা কেবল দেখ্‌তে শুন্‌তে পাচ্চে না। যত শাস্ত্রের মিলন এই ঘরে। যত মতের মিল এখানে হচ্চে। যত সেকরা বসে এই ঘরে সব রকম ধাতু গলিয়ে এক করিতেছে। দয়াময়, যত আইন জারি কর, আমরা শুনি। বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান, বৈষ্ণব সকলেই এই ঘরে বসেছেন। বর্ত্তমান সময়ে এই ঘরই তোমার প্রধান কীর্ত্তি। ধন্য সে, যে এই ঘরের মহিমা গান করিয়া ইহাকে মহীয়ান করিবে।"

তিনি আরো বলিলেন :—"এই ঘর তবে কাশী, শ্রীবৃন্দাবন, জেরুজেলেম অপেক্ষা বড়। এই ঘরের নাম উনবিংশতি শতাব্দীর স্বর্গ গমন। এই ঘরের প্রাচীরের মধ্যে শব্দ শ্রবণ করা যায়, পৃথিবীর মধ্যে এই ঘর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ এখন। এই ঘরের ছাদ হইতে দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখা যায় স্বর্গে কি হইতেছে, ঈশা মুষা শ্রীগৌরাঙ্গ যোগী ঋষিরা কি করিতেছেন। ভারি আশ্চর্য্য এই ঘর। এই দল, এই কটা লোক সেই দূরবীণ। এই দল একখানা, শব্দ শুনিবার একটি যন্ত্র, একটা দূরবীক্ষণ, এই কটা লোক একজন লোক। সমস্ত তীর্থের মূল তীর্থ উনবিংশ শতাব্দীতে এই ঘর।"

এই উচ্চ আদর্শ হইতে আমরা যতই কেন না বিচ্যুত হই, কিম্বা ইহার অনুপযুক্ত হই শ্রীদরবারের মহত্ত্ব ও গৌরব অক্ষুন্ন রাখিতে আমরা সম্পূর্ণ দায়ী। নববিধানের পূর্ণ ধর্ম্ম পালনে আমরা অক্ষম হইলেও, যেমন নববিধানের উচ্চতা ও গভীরতা নববিধান বিশ্বাসী মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে, তেমনি শ্রীদরবারের আদর্শ এবং মর্য্যাদা যাহাতে রক্ষা হয় তাহা আমাদের প্রত্যেকেরই সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করা উচিত। শ্রীদরবারকে উপেক্ষা করা,—নববিধানকে অস্বীকার করা,—নববিধানের ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করা। ঈশ্বর যাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন আমরা তাঁহাদিগকে অস্বীকার করিব কিরূপে?

প্রচারাশ্রমে শ্রীদরবারের কয়েকটী দীন ভাই একদিন মিলিত হইয়া এই মহোৎসব উপলক্ষে উপাসনাদি করেন। প্রাতে ভাই প্রমথলাল সেন ও সন্ধ্যায় ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করেন। এই উপলক্ষে পাঠ আলোচনাদিও হয়।

আনন্দবাজার।

ধন্য নববিধান, সংসারের বাজার হাট পর্য্যন্ত ইহার প্রভাবে আনন্দবাজারে পরিণত। ইহারই নিদর্শন দেখাইবার জন্য ব্রহ্মানন্দ "আনন্দবাজার" প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যবসায় বাণিজ্য সাধারণতঃ মিথ্যা প্রবঞ্চনা বিনা যেন হয় না। তাহারই পরিবর্ত্তনের জন্য উৎসব উপলক্ষে একটি আদর্শ বাজার খুলিয়া নববিধানাচার্য্য এক নূতন সাধনের প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

নববিধানই পৃথিবীতে এক নূতন বাজার। "ঐ দেখ প্রেমের বাজারে আনন্দের মেলা" ইহাই সাধনের জন্য আনন্দবাজারের প্রদর্শনী। বাহিরের দীপাবলী যোগে আরতি যেমন, নিশান বরণে গৃহ পরিবারে নববিধান প্রতিষ্ঠার সাধন যেমন, আনন্দবাজার দ্বারা স্বর্গের আনন্দবাজার পৃথিবীতে প্রদর্শন প্রচেষ্টাও তেমনি একটি বিশেষ সাধন।

এই উপলক্ষে আচার্য্যদেব যে প্রার্থনা করেন তাহার সংক্ষিপ্ত সার এই :—

হে দয়াবান, বাজারে লাঠালাঠি, ছেঁড়া ছেঁড়া শাস্ত্র খাঁটী বলে বিক্রয় কচ্ছে। দেখ, ঠাকুর, তোমার বাজারে পচা জিনিষ বিক্রী কচ্ছে। আমি ছুড়ে ছুড়ে ফেলে দি, আবার সকলে এনে রাখছে। ঠাকুর তোমার আজ্ঞা এখানে এই নূতন বাজারে কেবল খাঁটী জিনিষ বিক্রী হবে, ষোল আনা পুণ্য, ষোল আনা শাস্ত্র, ষোল আনা ভক্তি, ষোল আনা পবিত্রতা ঠিক থাকবে। কোন ধর্ম্মভাব খাঁট হইবে না। পৃথিবীর দুঃখীরা এখানে এসে কেউ ঠকিবে না। ভেজাল মেশাল এমন জিনিষ কেউ দিতে পারবে না। ষোল আনা ক্ষমা, ষোল আনা সত্য রক্ষা করিতে হইবে। তুমি পৃথিবীর কল্যাণের জন্য এই নূতন বাজার স্থাপন করিয়াছ। স্বর্গের খাঁটী অমৃত তুমি তৈয়ার করে পাঠাবে, আমরা কেবল বিক্রয় করবো, প্রস্তুত করবো না। নববাজারের আনন্দবাজারের খাঁটী জিনিষ ক্রয় করে যাত্রীরা আনন্দিত হবে।"

উৎসবের এই আনন্দবাজার সাধনে আমরা যেন পৃথিবীর বাজারেও এই নববিধান বাজার প্রতিষ্ঠা করিয়া ধন্য হইতে পারি।

শান্তিবাচন।

সমুদয় মহোৎসবের ঘনীভূত সাধন "শান্তিবাচন"। সমস্ত উৎসবে যাহা পাইলাম, সম্ভোগ করিলাম, ব্রহ্মচরণে বসিয়া আত্মচিন্তা দ্বারা স্মরণ করিয়া জীবনে তাহার সুফল পূর্ণভাবে গ্রহণ করাই শান্তিবাচনের সাধন।

পাপেই ত আমাদের অশান্তি। সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মচরণে সেই পাপ মোচনের জন্য আত্মসমর্পণপূর্ব্বক, যোগে ঈশ্বরকে হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া, তাঁহার সাধু ভক্তদিগকে আত্মস্থ এবং পরস্পরকে প্রেমে আবদ্ধ করিয়া, প্রাণে নিত্য শান্তিলাভের জন্যই এই উৎসবের শান্তিবাচন।

শ্রীমৎ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ এই উপলক্ষে যে গভীর প্রার্থনা করিলেন, তাহাতে যোগদান করিয়া এবং তাহার মর্ম্ম প্রাণে গ্রহণ করিয়া আমরা ধন্য হইলাম :—

"হে হৃদয়নাথ, হে হৃদয়শোণিতের জীবন এবং উজ্জ্বলতা, অদ্য অপরাহ্নে কমল-সরোবরের চারিদিকে তোমাকে আমরা ধ্যান করিয়া, যোগেতে তোমাকে লাভ করিয়া, উৎসবান্ত করিব। উৎসবের সমুদয় রস আজ ঘনীভূত হইবে। তোমাকে আজ বুকের ভিতর করিয়া রাখিবার দিন, আজ মহাপুরুষদের সঙ্গে নিত্য-কুটুম্বিতাস্থাপনের দিন, আজ হরিধ্যানের দিন, ভক্তমণ্ডলী আজ এক হইয়া ব্রহ্মবিরুদ্ধে ভ্রাতৃবিরুদ্ধে সমুদয় পাপের প্রায়শ্চিত্তের দিন। ভক্তমণ্ডলী আজ ব্রহ্মেতে বিলীন হইবেন। আজ ভাগবতী তনু হইবে। সকলের শরীর আজ ব্রহ্মেতে উজ্জ্বল হইবে, তাই কর। আজ অন্তঃপুরে যাইয়া মার হাতের রান্না খাইব। আজ দাস দাসীদের বেতন পাইবার দিন। আজ পৃথিবীর সঙ্গে যে স্বর্গের শুভ উদ্বাহ হইবে। আজ পাপ ধৌত করিব, হৃদয়কে নির্ম্মল করিব। আজ এমন সুধা মুখে

ঢালিব, যে সুধা কখনও খাই নাই। তুমি স্বয়ং তোমার করকমল দ্বারা ভিতরের সমুদয় পাপ অশান্তি দূর করিয়া দিবে। আমরা যে ব্রহ্মত্ব সাধন এক করিতে গেলাম, আজ সেই মহাযোগের দিন।

"ব্রহ্মোৎসব শেষ করিতে চাই শান্তিজল পানে। আজ যুগল-সাধনে যত স্বামী স্ত্রী ব্রহ্মচরণে প্রণাম করিয়া শান্তিজল পান করিবে। তোমার চরণে প্রত্যেকে "শান্তিঃ" বলিবে। ধ্যানশীল সদাত্মা সকল আজ পরস্পরকে স্মরণ করিয়া শান্তি বলিবে। আজ সমুদয় দেশ শান্তি বলুক। আজ ভাই ভাইয়ের হাত ধরিয়া শান্তি বলিবেন। প্রেরিতে প্রেরিতে চিরমিলন। আজ সমস্ত অশান্তি দূর করিতে হইবে। আজ সস্ত্রীক সবান্ধবে শ্রীবিশিষ্ট হই। আজ সমুদয় দলকে জোর করিয়া সুন্দর সুশ্রী সুখী কর। আজ আনন্দের সহিত সকলকে লইয়া ব্রহ্মসরোবরে ঝাঁপ দিব, ঝাঁপ দিয়া নিত্যানন্দের ভিতর চিরমগ্ন হইব। আজ সাধুদের আহার করিতে দিও। শ্রীঈশার বিবেক, শ্রীমুষার ব্রহ্মবিশ্বাস, শ্রীবুদ্ধের নির্ব্বাণ, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমের মত্ততা এক করিবে? কখানি চরিত্র একখানি করে আজ খাইয়ে দিও। আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আজ তোমার অন্তঃপুরে গিয়া তোমার হাতের রান্না খাইয়া খুব আনন্দে মত্ত হইব, এবং মাতৃ-প্রেমানন্দসাগরে ডুবিয়া কৃতার্থ হইব। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

কমলকুটীরে প্রার্থনান্তে শান্তিজলপানে ও বিধানভোগ গ্রহণে শান্তি-বাচন হয়।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

সুবর্ণ মণ্ডিত কঙ্কাল।

মহিলাগণ যেমন জন্তুর হাড়কেও সোণা দিয়া বাঁধাইয়া অঙ্গের ভূষণরূপে পরিয়া থাকেন। আমাদেরও মৃত কঙ্কালময় জীবন যখন ভক্তচরিত্ররূপ সুবর্ণ দ্বারা মণ্ডিত হয়, তখন কি উজ্জ্বলতাই তাহাতে বিকীর্ণ হয়। তখন তাহা ভগবানের চরণের নূপুররূপেও শোভা পায়।

মনের ছিদ্র।

আমাদের মনে জীবনে কত শত অপূর্ণতা ছিদ্রের ন্যায় রহিয়াছে। মানব মনের, মানব জীবনের সেই সমুদয় ছিদ্র পূর্ণ করিবার জন্যই বিভিন্ন ভক্তগণকে ভগবান এক এক ভাবের পূর্ণ প্রকৃতিসম্পন্ন করিয়া রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সেই জীবন-শক্তি আমাদের প্রাণে সঞ্চার করিয়া দিয়া ভগবান আমাদিগের জীবনের ছিদ্র সকল নিবারণ করেন। সকল ভক্তকে এই ভাবে গ্রহণ না করিলে, হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া না লইলে, আমরা পূর্ণ প্রকৃতি লাভ করিতে পারি না।

একমেবাদ্বিত

প্রাচীন শাস্ত্রে "একমেবাদ্বিতীয়মের" অর্থ এক ব্রহ্মই আছেন, আর কিছু নাই, কেহ নাই, যাহা কিছু আছে তাহাই ব্রহ্ম। এইরূপ সিদ্ধান্তে অদ্বৈতবাদীগণ কতই ভ্রম ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধানে ইহার কত নূতন নূতন অর্থই স্বয়ং ঈশ্বর আমাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করিতে দেন। তিনিই যে আমাদিগের এক অদ্বিতীয় উপাস্য উদ্দেশ্য, পিতা মাতা পরিত্রাতা সর্ব্বস্ব হইয়া আছেন ইহাতেই তিনি আমাদিগের একমেবাদ্বিতীয়। আমরা যাহা চাই তাহাই তিনি

আবার আমাদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে তিনি ভিন্ন আর কেহ নাই। এই পাপ হইতে মুক্তি দানের ভার আর কাহারও হাতে তিনি রাখেন নাই, এমন কি ভক্তগণেরও উপর সে ভার রাখেন নাই। আমরা যে নিজ নিজ পুরুষাকার বা সাধন বলে মুক্ত হইব, সে ভার আমাদেরও হাতে রাখেন নাই। তিনিই আমাদিগের একমাত্র পরিত্রাতা হইয়া পাপমুক্ত করিবেন আর কেহ তাহা পারিবে না, ইহাতেই তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্।

—০—

উৎসবোপলক্ষে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রার্থনা।

[১১ই মাঘ, ১৭৮৩ শক]

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে ঈশ্বরের কৃপা জন্য ধন্যবাদ।

হে পরমাত্মন্! তোমার যে অনুগত তুমি তাহাদিগকে আশার অতীত ফল প্রদান কর। আমার যাহা আশা ছিল, তাহার অতীত ফল প্রদান করিয়াছ। প্রথমে আমি কেবল একেলাই তোমাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল থাকিয়া তোমাকে অন্বেষণ করিয়াছিলাম, অন্যের জন্য ব্যাকুলতা কিছুই ছিল না। তুমি আমার সেই তৃষিত আত্মাকে তোমার অমৃত বারিতে শীতল করিলে। যখনই সংতৃপ্ত হইলাম তখনই সেই অমৃত আবার অন্যের নিকট প্রচার করিতে মন উৎসুক হইল। আমি নিশ্চয় জানি যে তোমার সেই গুরুভার বহন করিতে আমার কোন সাধ্য নাই, তথাপি না করিয়াই বা কি করি, আমার হৃদয়ে তুমি বারংবার এইটি উদ্বোধন করিতে লাগিলে যে আমার এই অমৃত সলিল তুমি সকলকে পরিবেশন কর; আমি কি করি আমি ক্ষুদ্র আমি কিরূপে এই ভার অন্যকে উত্তোলন করিয়া দিব, অথচ দিতেই হইবে; আমি আপনি অবশ হইয়া তাবল্লোকেরই সহায়তা প্রার্থনা করিলাম, কাহারও নিকট হইতে প্রকৃত সাহায্য প্রাপ্ত হইলাম না, মনে হইল যে তুমি যে ভার আমাকে অর্পণ করিলে তাহা বুঝি আমি সিদ্ধ করিতে পারিলাম না। তেমন সহায় পাইলাম না, তেমন কোন লোক পাইলাম না, আমি একেলা কিরূপে তোমার সেই গুরুভার বহন করিয়া অন্যকে আস্বাদন দিব, কাহাকেই বা দিব? অন্তরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, বলি সে অগ্নি কোথায়, বুঝি তাহা বঙ্গদেশে প্রদীপ্ত হইল না। হে অগ্নি! কেন তুমি আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয় কোটরেই আবদ্ধ রহিয়াছ? তুমি উৎসের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়, ভারত ভূমির মোহান্ধকার ও কলুষিত বায়ুকে বিনাশিত কর, পৃথিবীকে এক দাবানলময়ে আবেষ্টন কর। এই প্রকার আর্ত্তনিনাদে বক্ষস্থল আর্দ্র করিতে লাগিলাম; তুমি আশ্বাস দিলে ও কোমল হস্তে আমার অশ্রুজলমোচন করিতে লাগিলে।

এতদিন পরে তোমার প্রসাদে তোমার প্রেরিত সাধুজনকে দর্শন করিয়া আমার আশা বৃদ্ধি হইল। সেই সাধু যুবা যিনি অদ্য আমার আলয়ে সস্ত্রীক আসিয়া আমার গৃহকে উজ্জ্বল করিলেন, তাঁর সঙ্গে যতই সহবাস করি ততই আমার আশা বৃদ্ধি হয়, ততই কৃতার্থ হই। তিনি, যিনি আমার পুত্র হইতেও প্রিয়তর, আমার অভিন্ন হৃদয়, এক হৃদয়, যিনি ঈশ্বরের পরিশুদ্ধ ব্রহ্মানন্দ নিয়তই পান করিতেছেন। আমি যত লোকের সঙ্গে সহবাস করিয়াছি; এমত পবিত্র, এমত দৃঢ়ব্রত, এমত জ্ঞানালোকে ধর্ম্মবলে বিভূষিত ব্রহ্মপরায়ণ কোথাও দেখি নাই, তিনি আজ সস্ত্রীক হইয়া আমার গৃহকে উজ্জ্বল করিলেন।

প্রথমে কেবল আমি একেলাই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এখন আমার উত্তরাধিকারী পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ পৌত্র, প্রপৌত্র সকলেই আমার ভাগের অংশ পাইবেন। প্রথমে ধর্ম্মপ্রচারের প্রতি আমার কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না, কিসে নিজে তোমাকে প্রাপ্ত হই, কিসে আপনাকে আমি পবিত্র করি, এই আমার পরম লক্ষ্য ছিল; কিন্তু যখনই তোমাকে লাভ করিয়াছি, তখনই আমার হস্ত তোমার সুধা পরিবেশন করিতে ব্যগ্র হইয়াছে। অমনি আমার জিহ্বা তোমার মহিমা ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। এক্ষণে হে পরমাত্মন্, তুমি যে সাধু সজ্জনকে এই পৃথিবীর উন্নতির নিমিত্ত এখানে প্রেরণ করিয়াছ, তাঁর দুর্ব্বল শরীরে তোমার বল বিধান কর, তাঁকে জ্ঞান প্রীতি ও পবিত্র ভাবে দিন দিন উন্নত কর, তোমার কৃপাতে ইনি আমার এই বৃদ্ধ বয়সের অবলম্বন হইয়া আমার সহায়তা করুন।

যাঁহারা তোমার উপাসনার নিমিত্ত অদ্য সদ্ভাবে সম্মিলিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের হৃদয়কে তোমার প্রতি আকর্ষণ কর। তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি প্রীতিভাবকে সমুজ্জ্বল কর। ভ্রাতায় ভ্রাতায়, ভ্রাতায় ভগিনীতে অকৃত্রিম সৌহার্দ্দতার বিস্তার কর। পুত্রদিগের পিতা মাতার প্রতি ভক্তিভাব প্রেরণ কর। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অনুরাগ ও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর প্রেমকে উজ্জ্বল কর। কেহই যেন এই সংসারের দুঃখ-শোক-সন্তাপে অমঙ্গল আশঙ্কা না করে এবং তোমার অনুরাগে বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যেও তোমাকে লাভ করে।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

শ্রদ্ধাস্পদ সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

বিধাতার অনির্ব্বচনীয় এবং আশ্চর্য্য কৌশলে, কোন্ সূত্র অবলম্বনে, কি করিয়া বিধাতা নববিধানের প্রেরিতগণকে ডাকিয়া আনিয়া, নববিধানাচার্য্যের সহিত মিলাইলেন, এবং নববিধানের নূতন ব্যাণ্ড বাজাইলেন, তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। বিধান যেমন বিধাতারই প্রত্যক্ষ বিধান, বিধানের দল গঠনও তাঁহারই অলৌকিক কৌশল। ইহার ভিতর মানুষের মানবীয় কোন প্রকার শক্তিরই প্রাধান্য আমরা দেখিতে পাই না বা স্বীকার করিতে পারি না।

তাই কেমন করিয়া সামান্য যাত্রাগানে নিরত পল্লীগ্রামবাসী অতি অল্পশিক্ষিত বালককে আনিয়া, বিধানপতি বিধানাচার্য্যের সঙ্গে গাঁথিয়া, নববিধানের সঙ্গীতাচার্য্যপদে অভিষিক্ত করিলেন এবং নববিধানে নিশ্বসিত করিয়া জগজ্জনের নবজীবনপ্রদ মধুর স্বর্গীয় সঙ্গীত সংকীর্ত্তন সকল রচনা করাইলেন ও কোকিলকণ্ঠে তাহা গান করাইলেন, ইহা স্মরণ করিলে একেবারে মোহিত হইতে হয়।

ভাই ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গীত সংকীর্ত্তনে দাউদ, হাফেজ, শ্রীগৌরাঙ্গ রামানন্দাদি বা রামপ্রসাদ প্রভৃতি সকলকার দেবনিশ্বসিত ভাব যেন একাধারে সম্মিলিত। স্বয়ং বীণাপাণীর মোহন-বীণা তাহাতে নিনাদিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান যুগে যিনিই যত সঙ্গীত রচনা করুন চিরঞ্জীব শর্ম্মার দৈব ভাবের সঙ্গীত এক স্বতন্ত্র, ইহার সহিত কোন সঙ্গীতেরই যেন তুলনা হয় না।

আচার্য্যদেবের দেহাবস্থান কালে ভাই ত্রৈলোক্যনাথ যে সমুদয় সঙ্গীত সংকীর্ত্তন রচনা করিয়াছেন তাহাতে আচার্য্যের প্রার্থনা ও উপাসনার প্রতিধ্বনি। কিন্তু আচার্য্যের তিরোধানের পরেও তিনি যে সমুদয় সঙ্গীত সংকীর্ত্তন করেন, তাহাও স্বর্গের প্রতিচ্ছায়া, ইহলোকে পরলোকের জীবন্ত প্রতিভা তাহার বর্ণে বর্ণে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিবিম্বিত।

গতবারে কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু তাঁহার নিজভাবে এই সকল সংকীর্ত্তনের ভিতর তেমন জীবন ছিল না বলিয়া যে অভিযোগ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত আমরা কিছুতেই সায় দিতে পারি না, তবে আচার্য্যের দেহাবস্থান কালে যে সমুদয় সঙ্গীত সংকীর্ত্তন রচিত হয়, তাহা যে অগ্নি-মন্ত্রপূত ঝঙ্কারে ঝঙ্কারিত, হয় ত পরবর্ত্তী অবস্থায় রচিত গানগুলি ঠিক সেই তান লয়ে গীত না হইতে পারে, কিন্তু তাহাও যে তৎকালে উপযোগী জীবনপ্রদ ইহা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারি না।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেব মহাপ্রয়াণের পূর্ব্বে সঙ্গীতাচার্য্যের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলেন "ভাই ত্রৈলোক্য, কবে আবার তোর মধুর গান শুনবো?" তাই বুঝি তাঁহার তিরোধানের পর ভাই ত্রৈলোক্যনাথ যে সমুদয় গান রচনা করেন তাহা প্রায় পরলোক যাত্রীর পথের সম্বলরূপে রচিত ও গীত। তাহার মধুরতাও অতুলনীয়। সত্যই সে গানের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে কি মধুর গান, এ গান গাইতে গাইতে, শুন্‌তে শুন্‌তে, স্বর্গ পাই, কি মধুর গান।

সঙ্গীতাচার্য্যের স্বর্গারোহণ স্মরণে নবদেবালয়ে এবার বিশেষ প্রার্থনাদি হয়।

—•—

সংবাদ।

বিশেষ উপাসনা—শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের প্রথম প্রচারযাত্রার দিন স্মরণার্থ গত ৯ই ফেব্রুয়ারী, নবদেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক বিশেষ প্রার্থনা করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ১৩ই জানুয়ারী, ১৬।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় মদনমোহন সেনের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী কর্ত্তৃক প্রচারাশ্রমে দান ২৲ টাকা।

গত ৫ই জানুয়ারী, কালনা নগরে শ্রীযুক্ত রাধিকাপদ পানের ভবনে তাঁহার শ্বশ্রূমাতার (স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ নন্দনের সহধর্ম্মিণীর) সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে রাধিকা বাবুর সহধর্ম্মিণী প্রচার ভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

Edited, on behalf of the Apostolic Durbar, New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬১ ভাগ। ৪র্থ সংখ্যা।
১৬ই ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৩২ সাল, ১৮৪৭ শক, ৯৭ ব্রাহ্মাব্দ।
28th February, 1926.
বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

হে সত্য ঈশ্বর, তুমি যে সত্য আছ, তাহা তুমি নিত্যই বলিতেছ, কিন্তু আমি মৃত বলিয়াই তোমার জীবন্ত সত্তা অনুভব করিতে পারি না। তাই ত সাধক বলিলেন, তুমি মৃতদিগের ঈশ্বর নও, কিন্তু জীবিতদিগের ঈশ্বর। তবে এই মৃতকে বাঁচাইবার জন্যই তুমি "আমি আছি, আমি আছি"," নিত্য নিনাদিত করিতেছ। ঐ শব্দ যখনই এই মৃত প্রাণে ঝঙ্কারিত হয়, তখনই আমার মৃত্যুর মরণ হয় ও আমি নবজীবনে বাঁচিয়া উঠি। তখন আর আমি "আমি আমার" লইয়া থাকিতে পারি না, "তুমি" "তুমি" বলিয়া তোমার হইয়া যাই, তোমার যাহা তাহাই চাই। তোমারই কথায় তোমারই সেবায় দিবানিশি মজিয়া থাকিতে সাধ হয়। তুমি যাহা বল তাই তখন শুনি, তুমি যে পথে লইয়া যাও সেই পথে চলি। তোমাকেই ভালবাসি, তোমার ভালবাসাই পাইতে চাই। তোমা বই আর কিছু ভাল লাগে না, তোমার শাসনও তখন ভাল লাগে। তুমি যা কর তাই ভাল বলিয়া আমি আমার সকল রোগ মুক্ত হইয়া আমিও ভাল হই। তুমি ত তাহাই চাও এবং তাহাতেই তোমারও সুখ, আমারও সুখ হয়। হে সুখস্বরূপিনী, তুমি এই সুখেই তোমার ভক্তকে সুখী কর বলিয়া ভক্তকে নাম দাও হরিসুখ। তবে আমাকে ও সকল মানবকে তোমাতে নবজীবন দিয়া তোমারই এই হরিসুখ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

হে দয়াময় ঈশ্বর, সমস্ত নিস্তেজ মানুষগুলি যেন জড় পাথরের মতন পড়িয়া আছে, নড়ে না চড়ে না। যাহারা ঘুমায় তাহারা বিধানের লোক নয়। বিধানের লোক সর্ব্বদা জাগিয়া থাকে। যাহারা পুরাতন মত বুদ্ধির অনুসারে চলে, তাহাদের দেখিতে ইচ্ছা হয় না। মানুষেরা নিজের মনে মরে, নিজের মনে বাঁচে। হে হরি, আমাদের এখন ঘুমাইলে চলিবে না। হে দয়াময়, আমাদের খুব বিশ্বাসী ও উৎসাহী কর, আনন্দে তোমার কার্য্য করিয়া সুখী ও শুদ্ধ হই।—"জাগ্রতজীবন"।

—•—

নিত্য নূতন।

শুনা যায় লালা বাবু প্রথম জীবনে বড়ই "বাবু" ছিলেন। প্রতিদিন নূতন তুলার নূতন গদি তৈয়ারী করাইয়া শয়ন না করিলে তাঁহার নিদ্রা হইত না। একবার নাকি তাঁহার দেওয়ান ব্যয় কমাইবার জন্য, পূর্ব্বদিন যে গদি প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই গদির তুলা পুনরায় ধুনাইয়া গদি করাইয়া

দেন। সেই গদিতে শয়ন করিয়া লালা বাবুর সে রাত্রে আর ঘুম হইল না। পরে সেই লালা বাবুই সমুদয় বৈষয়িক সুখ ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া ভূমি-শয্যাতেও আনন্দে নিদ্রা সম্ভোগ করিতে সাধন করিয়াছিলেন। বাহিরের সুখ ঐশ্বর্য্য অকিঞ্চিৎকর বলিয়া তুচ্ছ করিয়াছিলেন।

নববিধানাচার্য্য কেশবচন্দ্রও সাধারণতঃ "কেশব বাবু" বলিয়াই আখ্যাত হইতেন। বাহিরে দেখিতে তিনিও অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাবু ছিলেন। মস্তকের কেশ বিন্যাস হইতে গোঁফ ছাঁটাটি পর্য্যন্ত সাধারণ বাবুদের মতই যত্ন সহকারে সম্পন্ন করিতেন, এমন কি একটু তাহার এদিক ওদিক কখনও হইত না। তাহা করিলে বুঝি অধর্ম্ম হইল মনে করিতেন। এতই তাঁহার শারীরিক সৌখীনতা ছিল। এ সৌখীনতা কিন্তু তাঁহার নিকট ধর্ম্মের সৌখীনতা। অকিঞ্চিৎকর সৌখীনতা নয়। কেন না তিনি বিশ্বাস করিতেন এই "শরীর ব্রহ্মমন্দির"। ব্রহ্মমন্দিরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখাতে যেমন ভক্তি সাধন হয়, শরীর রক্ষা এবং শরীরের অঙ্গ সৌষ্টব সাধনও তেমনি।

তাই তিনি প্রার্থনায় বলিলেন, "হে দয়াময় ঈশ্বর, শরীর তোমার বাসগৃহ। শরীরের রক্তে তোমার তেজ দৌড়িতেছে। শরীরকে তুচ্ছ করিলে তোমাকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়।......আসলে ইহা তোমার শরীর। যোগী, ব্রহ্মচারী, তেজস্কর তেজোময় শরীরকে আহার দিতে হইবে এবং কাম ক্রোধ লোভ তিনটা দস্যুর আক্রমণ হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে। দেহপতি, এই শরীর তোমাকে উৎসর্গ করিয়া শুদ্ধ হই।"

সুতরাং তাঁহার বাবুগিরি ধর্ম্মের বাবুগিরি, পার্থিব বাবুগিরি নয়, সে বাবুগিরি তিনি কখনও পরিত্যাগ করেন নাই, বরং ক্রমেই তাঁহার সে বাবুগিরি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইয়াছে। একবার কেবল বৈরাগ্য সাধনার্থ বা বৈরাগ্য সাধনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ মস্তক মুণ্ডন করিয়াছিলেন, এবং মৃত্তিকায় বা মৃণ্ময় পাত্রাদিতে আহার পানের ব্রত লইয়াছিলেন।

লালা বাবুর যেমন নিত্য নূতন গদি না হইলে নিদ্রা হইত না, কেশব বাবুরও সকলই নিত্য নূতন না হইলে নিদ্রা হইত না। নিত্য নূতন সাধন, নিত্য নূতন ভজন, নিত্য নূতন উপাসনা, নিত্য নূতন প্রার্থনা, নিত্য নূতন ধ্যান, নিত্য নূতন যোগ, নিত্য নূতন দর্শন, নিত্য নূতন শ্রবণ, নিত্য নূতন আহার, পান, এমন কি নিত্য নূতন ঈশ্বর, নিত্য নূতন ঈশা, নিত্য নূতন শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্য নূতন পৃথিবী, নিত্য নূতন স্বর্গ, এইরূপ কোন বিষয়টী যদি একদিন পুরাতন হইত, অমনি তিনি মনে করিতেন চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতেছি, অসার গুরুগিরি করিতেছি, লোককে প্রবঞ্চনা করিতেছি।

এই বলিয়া ক্রমাগত ছটফট করিতেন, এবং নিত্য নববিধান বিধায়িনী তাঁহার জননীর নিকট হইতে নূতন ভাব, নূতন ভক্তি, নূতন অন্ন পান না লইয়া ছাড়িতেন না। নিত্য নূতন উৎসব না হইলে তাঁহার মন কিছুতেই উঠিত না। পুরাতনকে মৃত্যু মনে করিতেন।

তাঁহার নববিধান যে নিত্য নূতন বিধান। এ বিধানে কিছুই পুরাতন থাকিতে পারে না। পুরাতন যাহা বিগত তাহা, জীবন যাহা নিত্য নূতন তাহা। জীবিত বৃক্ষ নিত্য নব নব পল্লবে পল্লবিত, নব নব স্ফুরণে স্ফুরিত। মৃত হইলেই তাহা শুষ্ক এবং শ্রীবিহীন হইবেই হইবে। জীবনও যদি নব নব ভাবে বিকশিত ও উন্নত না হয়, তাহা হইলেই তাহার মৃত্যু।

নববিধানে নিত্য নবসূর্য্যের উদয় হয়, নবচন্দ্র জ্যোৎস্না দান করে, নবসমীরণ পবন হিল্লোলে বিকীর্ণ করিয়া থাকে। তাই নববিধানের নবভক্ত যেমন নূতনতা-প্রিয় এমন আর কে? সমুদয় নিত্য নূতন না হইলে কই তাঁহার নিদ্রা হইত? আমরাও যদি সত্য নববিধানের লোক হই, কেমনে পুরাতনে তুষ্ট হইব? পুরাতন মত, পুরাতন পথ, পুরাতন জীবন লইয়া কিরূপে বাঁচিব?

নবভক্ত তাই প্রার্থনা করিলেন, "দয়াময়ী আমাকে যদি বাঁচাতে চাও, তোমার রোজ নূতন হতে হবে। আর আমি এঁদের সেবক, ভৃত্য, আমাকে যদি নূতন দেখাও শুনাও, আমি এঁদেরও নূতন শোনাব, দেখাব। নূতন নূতন প্রার্থনা করিব, নূতন উৎসব করিব। নববিধান নূতন বিধান, চিরদিনই নূতন। আমার হরি রোজই নূতন, রোজই নবীন। নূতন বিশ্বাস, নূতন চক্ষু, নূতন দর্শন, নূতন শ্রবণ, নূতন প্রতিষ্ঠা, নূতন স্থাপন, নবীনের নবীন। তুমি নবীন, আমরা নবীন। বিশ্বাস নূতন, সবই নূতন। আকাশকে নূতন কর, জীবনকে নূতন কর। নূতন যৌবন দাও, নূতন উৎসাহ দাও। আমরা যেন নূতন ভাব নূতন উৎসাহ, নূতন মত্ততায় মত্ত হইয়া চিরদিন নবীন ভাবে তোমাকে পূজা করি।" নববিধান সাধনে এই প্রার্থনা আমাদের জীবনেও প্রতিধ্বনিত ও পূর্ণ হউক।

ব্রহ্মোপাসনা।

ব্রহ্মোপাসনা, নিরাকার চিন্ময় পরব্রহ্মের উপাসনা বা পূজা। উপাসনার আদি অর্থ নিকটে উপবেশন করা। আমরা সাকার জীব, সাকার দেব দেবীর নিকটেই উপবেশন করিতে পারি, কিন্তু নিরাকারের নিকট উপবেশন করা কি সাকার জীবের পক্ষে সম্ভব? অনেকেই এইরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকেন।

এই প্রশ্ন বিচার বুদ্ধিতে মীমাংসা করিতে না পারিয়া, অনেকে নিরাকার ব্রহ্মকে কল্পনাযোগে সাকার আকার আরোপ করিয়া মূর্ত্তিপূজায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু নিরাকার যিনি তিনি ত নিত্য নিরাকার, তিনি কি কখনও তাঁহার নিরাকার প্রকৃতি পরিহার করিতে পারেন? এই প্রাণ যেমন বায়ুর সহিত তুলনা হয়, কিন্তু তাহার আকার কেহ নিরূপণ করিতে পারে না; জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য যেমন অনুমেয় মাত্র, কিন্তু তাহাদের বাহ্য আকার নাই, তেমনি ব্রহ্মও কখনও বাহ্য আকারে নিবদ্ধ হন না।

তাঁহাকে মৃণ্ময় আধারে বা অন্য কোন পরিমিত আকারে নিবদ্ধ করা কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

যাঁহারা বিচার বুদ্ধিযোগে তাহা কল্পনা করেন তাঁহারাও "ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ" বলিয়া মৃণ্ময় মূর্ত্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন ও তাহার পর পূজা বা উপাসনায় নিরত হন। সুতরাং এ পূজা বা উপাসনার আরম্ভে ত মানসিক চিন্তার প্রক্রীয়াই অবলম্বন করিতে হয়।

বস্তুতঃ, মূর্ত্তিতে নিরাকার দেবতা অধিষ্ঠিত নন, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই ত পূজারী "ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ" বলিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করেন। তাহাতে ত মানস পূজাই প্রথমে করা হইল, তবে মূর্ত্তি কল্পনার প্রয়োজনীয়তাই বা কি?

এইরূপে আকার আরোপ না করিয়াও, যদি আমরা সম্মুখে সেই নিরাকার দেবতাকে বর্ত্তমান আছেন বিশ্বাস করিয়া কেবল মন্ত্রযোগে "তুমি এখানে অধিষ্ঠিত হও", "এই আমার সম্মুখে আছ উপলব্ধি করিতে দাও" এই সাধন প্রণালী অবলম্বন করি, তাহা হইলেও কি আমরা সেই নিরাকারের বর্ত্তমানতা জ্ঞানযোগে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না?

এই জ্ঞানযোগে নিরাকার ব্রহ্মকে সম্মুখে বা নিকটে অধিষ্ঠিত উপলব্ধি করিয়া আরাধনা বা পূজা করাই ব্রহ্মোপাসনা।

আমরা সহজ জ্ঞানে সকলেই বিশ্বাস করি এবং স্বীকার করি, ঈশ্বর সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং তিনি নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। কিন্তু তাহা হইলেও আমাদিগের চিত্ত বাহ্য বিষয়ে বিক্ষিপ্ত বলিয়া সে বিশ্বাস উজ্জ্বল ভাবে হৃদয়ে ও মনে জাগ্রত থাকে না।

বায়ুমণ্ডল ত আমাদের চারিদিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে ইহা সহজেই স্বীকার করি, কিন্তু সে বায়ু বহমান না হইলে যেমন আমাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর হয় না, তেমনি ঈশ্বর স্বত্বারূপে আমাদিগের সম্মুখে নিকটে চারিধারে বিদ্যমান থাকিলেও, যতক্ষণ না তাঁহার লীলারূপ বা আবির্ভাব আমাদিগের জীবনাকাশে বহমান রূপে উপলব্ধ হয়, ততক্ষণ আমাদিগের নিকট তিনি আছেন কি নাই, আমরা জ্ঞান বিশ্বাসযোগে প্রত্যক্ষ করি কই?

তাই বায়ু আপনাপনি আলোড়িত হইয়া বহমান হইলে ত আমাদিগের শরীরে বাতাস লাগে, আবার তাহা না হইলে, আমরা পাখা ব্যজন দ্বারাই আমরা বাতাস অনুভব করি এবং গ্রীষ্মাতিশয্য জনিত কষ্ট নিবারণ করি, তেমনি ব্রহ্ম স্বয়ং কখনও কৃপাগুণে তাঁহার লীলাময় রূপ ব আবির্ভাব উপলব্ধি করিতে দেন, আবার আরাধনা উপাসনা যোগেও আমরা ব্রহ্মের আবির্ভাব উপলব্ধি করি।

সুতরাং পাখা ব্যজন দ্বারা বাতাস খাওয়া যেমন, উপাসনা দ্বারা ব্রহ্ম উপলব্ধিও তেমনি। নিত্য বিদ্যমান ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করাই ব্রহ্মোপাসনার উদ্দেশ্য।

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

প্রার্থনার ফল।

রোগ নির্ণয় না করিয়া ঔষধ দিলে, তাহাতে বিশেষ ফল হয় না। তেমনি আত্ম-পরীক্ষা করিয়া ঠিক আত্মার অভাব নির্ণয় না করিয়া যদি প্রার্থনা করি, সে প্রার্থনার ফল কিছুই হয় না, পাপ অভাব ঠিক নিরূপণ করিয়া প্রার্থনা করিলে, হাতে হাতে তাহার অব্যর্থ ফল পাওয়া যায়।

———

আপনাকে আপনি দয়া কর।

সাধু আণ্টনীকে একজন বলিল, "আমার জন্য প্রার্থনা করিবেন।" সাধু উত্তর করিলেন তাহাতে কি হইবে? যদি তুমি নিজে নিজের প্রতি কৃপা না কর, ঈশ্বর তোমাকে কৃপা করিবেন কেন? আপনার জন্য আপনি ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা কর, তাহা নিশ্চয় ঈশ্বর শুনিবেন ও কৃপা করিবেন।

বিবাদ মীমাংসা।

দুইজন সন্ন্যাসী একটি গুহায় বাস করিতেন। কিন্তু পরস্পর পরস্পরের সহিত সর্ব্বদাই বিবাদ করিতেন। একদিন একথা নি ইটকখণ্ড লইয়া একজন বলিলেন, "আজ এস এই ইটখানি লইয়া বিবাদ করি।" এবং বলিলেন, "এই ইটখানি আমারই"। অপর জন বলিলেন, "না এই ইট আমার, তোমার নয়।" তখন অন্যজন বলিলেন, "তুমি যখন বলিতেছ ইহা আমার নয়, তোমার, তবে তাই আমি মানিলাম।" সেই দিন হইতে বিবাদ মিটিয়া গেল। ভাইকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার কথা স্বীকার করিলেই আর বিবাদ থাকে না।

ধ্যান।

আহার করিয়া যদি তাহা জীর্ণ না হয়, সে আহারে অপকার ভিন্ন উপকার নাই। উপাসনায় যাহা উপলব্ধ হয়, ধ্যানে যদি তাহা হৃদয়ে ধারণা করা না হয়, জীবনের প্রকৃতিতে তাহা সঞ্চার না হয়, সে উপাসনার ফল কিছুই নাই। উপাসনা কেমন হইল, ধ্যান দ্বারাই যথার্থ তাহা হৃদগত হয়।

ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের আত্ম-কথা।

হে শান্তিদাতা, হে হৃদয়-উদ্যানের সুমিষ্ট ফুল, যেমন তুমি আমার তেমনি সকলের হও।......

পৃথিবীর লোকেরা সত্য হরিতে মজিল না। তাহারা হরি হরি বলিল, পিতা পিতা বলিল, কিন্তু সুখ হইল না। এইজন্য পরদুঃখে কাতর হয়ে তোমার কাছে মিনতি করিতেছি, যেমন এখানে শান্তি দিতেছ, তেমনি সকলকে দাও। যেমন আমার বাড়ী সাজাইয়া দাও, তেমনি সকলের ঘর সাজাইয়া দাও।

মা, তোমাকে না চিনিয়া ইহারা কত দিন থাকিবে?...... আর অন্য দেবতাকে কেহ যেন ঈশ্বর বলে না। আর মাটীর, পেতলের, তামার মরা দেবতাকে কেহ যেন না মানে।......

দীননাথ হে, তোমাকে পৃথিবীর লোক বুঝি বুঝিতে পারিল না। আমার হরি যেমন অন্যের হরি তেমন খাঁটি নয়।...... সকলের ঘরে যাও, অমুক ঘরে জড়ের পূজা হয়, অমুক বাড়ীতে পূজাও হয়, অথচ কান্না কাটি এ যেন শুনিতে না হয়।......

প্রেমময়ী যার মা তুমি হও, তাকে কত টাকা দাও, কত সুখ দাও, তার সাক্ষী আমি।......আমার মা লক্ষ্মী, আমি তোমার দয়ার সাক্ষী, যাহার পূজা আমি পঁচিশ বৎসর করিয়া কত সুখী হইতেছি, আমি বাড়িয়ে বল্‌ছি না, যথার্থ মার গুণ যাহা তাহাই বলিতেছি।

মা, তাই ইচ্ছা করে আমার মাকে সকলে দেখিয়া নববিধান-বিশ্বাসী হউক। তাই বলি সকলে আমার মাকে চিনুক।— "আমার মা"—প্রাঃ, হিমাচল, ১ম।

কারুর কথা শুনব না, কাহাকেও ভয় করিব না। কাণ দিয়া শোন, চক্ষু দিয়া দেখ, হরি আমার আমি হরির। প্রাণ-ধন হরি আমার গোলাপ ফুল। আমার এত অহঙ্কার বাড়িতেছে।

সকলে দেবতা খুঁজে আনিল, কোনটা পচা, কোনটা পোকা পড়া, আমরা দেবতা না অঙ্গহীন না পচা। আমি এমন পেয়েছি যে ইহার মত আর নাই, বাবা বলে বাবা, বন্ধু বলে বন্ধু, মা বলে মা। আমি চিরকাল তোমারই হয়ে থাকি।

হে কৃপাময়, আমরা যেন অসার দেবতা ঝেড়ে ফেলে এই লোকটীর যে দেবতা তাহার পূজা করিয়া যেন শুদ্ধ এবং পবিত্র হই, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।—"হিমালয়ের দেবতা"— প্রাঃ, হিমাচল, ১ম ভাগ—৬ই মে, ১৮৮৩।

ভারতাশ্রমের স্মৃতি।

ব্রহ্মানন্দের প্রতিষ্ঠিত ভারতাশ্রমের মধুর স্মৃতি মাঝে মাঝে প্রাণে জাগিয়া উঠে। সে অট্টালিকা এখন ভূমিসাৎ, সে আশ্রমের অধিকাংশ নরনারী এখন পরলোকবাসী, কিন্তু প্রাণের ভিতর তাহার যে ছবি অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে তাহার ক্ষয় নাই। বাল্যকালে আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলাম, জীবনের কত পরিবর্ত্তন ঘটিল, শোক দুঃখের নিষ্পেষণে বল বুদ্ধি ক্ষীণ হইল, কিন্তু আশ্রমের সেই স্বর্গের শোভা প্রাণের ভিতর এখনও জাগ্রত। জগতের কোন স্থানে আর তাহার চিহ্ন নাই, কেবল হৃদয়পটে তাহার প্রত্যেক গৃহের প্রত্যেক নরনারীর ছবি উজ্জ্বলরূপে বর্ত্তমান।

সেই ভারতাশ্রম ছিল কলিযুগের তপোবন। সেখানে প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রথমে ব্রহ্মের এক শত আট নাম সঙ্কীর্ত্তিত হইত। পরে নারীগণ গৃহকার্য্য, তরকারি কোটা ও রন্ধনের ব্যবস্থাদি স্থির করিয়া দিয়া স্নানান্তে উপাসনায় যোগ দিতেন। কুমারীগণও লেখা পড়ার কাজ শেষ করিয়া যথা সময়ে উপাসনায় উপস্থিত হইতেন। যেমন উপাসনার ঘণ্টা পড়িল অমনি সব ছাড়িবে। সংসারের বিঘ্ন বাধা কাহারও উপাসনার বিলম্ব ঘটাইতে পারিত না। রেল গাড়ীর ঘণ্টার মতন উপাসনার ঘণ্টার দিকে সকলের কাণ খাড়া থাকিত। উপাসনায় প্রশস্ত গৃহের একধারে পুরুষগণ ও অন্যধারে স্ত্রীলোকগণ বসিতেন। যিনি আচার্য্যের কাজ করিতেন তাঁহার জন্য দুই সারের সম্মুখভাগে এবং খালি চৌকির উপর আসন পাতা থাকিত, আমার এই রকম মনে হয়। আমার সকল কথা ঠিক না হইতে পারে, কারণ তখন আমি ১০।১১ বৎসরের বালিকা ছিলাম। উপাসনান্তে আহারের ঘণ্টা পড়িত একতলায় আহারাদি ও রন্ধন কার্য্য হইত। দুইটী পাচক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত ছিল। বৃহৎ রান্না

বাড়ীর মেয়ে পুরুষদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন খাবার ঘর নির্দ্দিষ্ট ছিল। বালকেরা আগেই আহারাদি শেষ করিয়া স্কুলে চলিয়া যাইত।

আহারের পর স্কুলের ঘণ্টা পড়িত, তখনই সকলে স্কুলগৃহে উপস্থিত হইতেন, যাঁহাদের যাওয়া আবশ্যক। কেহ পড়িতেন কেহ বা পড়াইতেন। প্রচারক মহাশয়েরা কেহ কেহ শিক্ষকের কাজ করিতেন। তাহা ছাড়া একটী মেম ইংরাজী পড়াইতেন, ছবি আঁকা ও গান বাজনা শিখাইতেন, তাঁহার নাম ছিল 'মিস্ হক্'। আশ্রমের প্রকাণ্ড অট্টালিকার এক অংশের একতলায় স্কুল-গৃহ ছিল। দ্বিতল ও ত্রিতল স্ত্রী পুরুষে পরিপূর্ণ থাকিত। বোধ হয় দুই শত লোক ছিলেন।

একটা বাড়ীতে স্থান হইত না বলিয়া ঠিক তাহার পাশের বাড়ীতে স্কুল হইত। সে পাশের বাড়ীও ত্রিতল, কিন্তু ১২ নম্বরের মতন এত বড় নয়। গোলদীঘির দক্ষিণ দিকে ১৩ নম্বরের বাড়ীতে ভারতাশ্রমের স্কুল ছিল, তার নাম ছিল "নেটিভ্ লেডিস নর্ম্মাল স্কুল"। সেই স্কুলে ইংরাজী, বাংলা, গ্রামার, ব্যাকরণ, ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক যাহা কিছু শিখিয়াছিলাম, সেই শিক্ষা-বিদ্যাই আমার বিদ্যা, আর কোন স্কুলে কখনও পড়ি নাই।

স্বর্গীয় প্রেরিত প্রচারক গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় আমাদের ক্লাসে মেঘনাদবধ কাব্য পড়াইতেন, সংস্কৃত অভিধান দেখিয়া তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিতেন, কারণ বাংলা অভিধানে তাহার অর্থ পাওয়া যাইত না। বোধ হয় ১১টা হইতে ৩।০টা অবধি স্কুল হইত। অন্যান্য স্থানের মেয়েরাও আসিয়া পড়িতেন। প্রথমে দূরের মেয়েদের জন্য পাল্কী নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাহার পর গাড়ীও হইল। খুব ভাল পড়া হইত।

শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দদেবের প্রতিষ্ঠিত এই মহিলাস্কুলের দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল, কত সম্ভ্রান্ত নরনারী আসিয়া স্কুল দেখিয়া যাইতেন। প্রেরিত প্রচারক মহাশয়গণ মহোৎসাহে আশ্রমের সকল কার্য্য সুশৃঙ্খলারূপে সম্পন্ন করিতেন। সেবার জন্য বিশেষ বিশেষ নারীগণের প্রতি ভার অর্পিত ছিল, অর্থাৎ যাঁহারা শিশু সন্তানের মাতা নহেন, যেমন কুমারী কিম্বা বিধবা। মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মানন্দদেব আসিয়া কাহার কি কর্ত্তব্য সে বিষয়ে আশ্রমবাসীদের উপদেশ দিয়া যাইতেন। এতগুলি নরনারীর একত্র সম্মিলনে ভারতাশ্রম পুরাকালের যোগী ঋষিদের আশ্রমের মতই পবিত্র ছিল। বালক বালিকাদেরও সেখানে একত্রে খেলিবার নিয়ম ছিল না।

কিছুদিনের জন্য ভারতাশ্রম সার্কুলার রোডে, ধরের বাগানে উঠিয়া আসিয়াছিল, তাহাতে সকলের যে কি আনন্দ তাহা বর্ণনাতীত। বাগান পুকুর বিস্তীর্ণ জায়গা। ঐ জমিতে পটলের গাছ রোপণ করা হইয়াছিল, বিস্তর পটল জন্মিয়াছিল। ঐ সকল পটল তুলিতে তুলিতে কত হাসি গল্প হইত তাহা আমার বেশ মনে আছে। নূতন বাড়ীতে আসিয়া স্কুলের আরও উন্নতি হইল। নানা স্থান হইতে অনেক বালিকা আসিয়া স্কুলে ভর্ত্তি হইল। লর্ড নর্থব্রুক এই বাড়ীতে "নেটিভ লেডিস্ নর্ম্মাল স্কুলে" পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছিলেন, আমিও তাঁহার হাত হইতে "প্রাইজ" লইয়াছি। ব্রহ্মানন্দজননী দেবী সারদা সুন্দরী সুনিপুণ হস্তে যে খয়েরের বাগান প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া লাট সাহেব লর্ড নর্থব্রুক অনেক প্রশংসা করিয়াছিলেন।

শ্রীকমলেকামিনী বসু

—•—

"আমার মা"।

আস্‌বে যবে, রাণীর বেশে,
হীরের মুকুট পরে,
রূপের ছটা, ছুটে পড়বে,
সব দিগ্ আলো করে॥
বিশ্ব ভুবন, মুগ্ধ নয়ন,
রূপের শোভা হেরে;
রাণীর জয়, গাইবে সবে,
হাত দুটো জোড় ক'রে।
তোমার সেই রূপের মাঝে,
আমি, চিনে, মা তোমাকে,
জীর্ণ বসন, মলিন দেহে,
ছুটে যাব, মার বুকে।
আবার যবে, আসবে তুমি,
বজ্রবাণ নিয়ে হাতে,
আমি তোমায়, চিন্‌বো মাগো,
দিব আমি বুক পেতে।
বিশ্ব ভুবন কাঁপবে ডরে,
ঐ ভৈরবী রূপ হেরে,
আমি বল্‌বো, মা যে আমার,
মেরেও আদর করে॥

শ্রীজগন্মোহন দাস।

—•—

শ্রী ব্রহ্মানন্দের ব্রহ্মনাম।

[প্রার্থনা হইতে সঙ্কলিত]

কত কালের দেবতা, কর্ত্তা, কন্যাবৎসলা, কর্ণধার, কর্ণের ভূষণ, কপোতেশ্বর ঈশ্বর, কবিত্ব, কমলকুটিরের ঈশ্বর, কমল দ্বারা অর্চ্চিত, কমলা, কমলালয়, কম্র, কর্ম্মবহীন কলঙ্কনাশন, কলুষ-নাশন, কল্পতরু, কল্পবৃক্ষ, কল্যাণময়, কল্যাণময়ী, কল্যাণদায়িনী, কল্যাণদায়িনী জননী, কল্যাণদায়িনী মা, কল্যাণপূর্ণ পরমেশ্বর, কল্যাণবিধাতা, করালবদনা, করুণাবৎসলা, করুণানিধান ঈশ্বর, করুণাপূর্ণা প্রকৃতি, করুণাবারি, করুণাময়, করুণাময় জগদীশ্বর, করুণাময় দাতা, করুণাময় পরমেশ্বর, করুণাময় পিতঃ, করুণাময়

হরি, করুণাময়ী, করুণাময়ী ভক্তবৎসলা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী মা, করুণার অনন্ত সমুদ্র, করুণার সাগর, কাঙ্গালনাথ, কাঙ্গালবন্ধু, কাঙ্গাল-শরণ, কাঙ্গালশরণ ঈশ্বর, কাঙ্গালসখা, কাঙ্গালমনুষ্যের পতি, কাঙ্গালিনীর পতি, কাঙ্গালের ঠাকুর, কাঙ্গালের জননী, কাঙ্গালের হরি, কালদেবী, কাতরশরণ কালী, কালাতীত, কাণ্ডারী, কার্য্যের মধ্যবিন্দু, কীট সুহৃদ, কুশলময়ী জননী, কৈলাসের মহাদেব, কোমল হৃদয়, কোমলাঙ্গী, কোটি লোকের স্রষ্টা, কোটিসূর্য্য বিনিন্দিত মুখ, কৃপানদান পরমপিতা, কৃপানিধি, কৃপাময়, কৃপাময়ী, কৃপাময় হরি, কৃপাসুন্দর ঈশ্বর, কৃপাসিন্ধু, কৃপাসিন্ধু গুণনিদান, পরমেশ্বর, কৃপাসিন্ধু দীনশরণ, কৃপাসিন্ধু পিতা।

খাবার, খুব সুন্দর ঈশ্বর, খাঁটি অত্যন্ত সত্য, খাঁটি ঈশ্বর, খাঁটি বস্তু ঈশ্বর, খাঁটি লক্ষ্মী, খাঁটি সোণা আমার ঠাকুর।

শ্রীমতী মল্লিকা দেবী।

প্রাপ্ত।

ব্রহ্মগীতোপনিষৎ

অর্থাৎ

কুটীরে আচার্য্যের উপদেশ।

(পদ্যে নিবদ্ধ)

উপক্রমণিকা।

যোগ ও ভক্তিশিক্ষার্থীদের প্রতি।

অনিত্য অসার জেনে ছাড়িয়া সংসার,
ধর্ম্মপথে অগ্রসর হয়ে ছিল যারা,
এবার ছাড়িয়া যাও পাপের বিকার,
অন্তরের মধ্যে যাহা করে পথহারা।
গভীর সাধনে যুক্ত হও অতঃপর,
নিষ্ঠা ভক্তি দিয়া কর ব্রহ্ম উপাসনা,
এতদিন দেখ নাই প্রত্যক্ষ ঈশ্বর,
ভাল করে কর তাঁর প্রকৃত সাধনা।
যাঁহাকে দেখিলে হয় আনন্দ অপার,
ভক্ত যোগী ঋষি মুনি ডুবে যে সাগরে;
অন্তরে দেখেন কিবা সৌন্দর্য্য তাঁহার,
রঞ্জিত করিয়া রাখে ভক্ত প্রাণপরে!
তোমাদের সেই স্থানে লইয়া ঈশ্বর,
দেখাবেন তাঁর কার্য্য অতি অপরূপ,
আদি হতে শেষ বর্ণ সমস্ত খবর,
অকৃত্রিম তাঁর ভাবে পুরিবে স্বরূপ।
সম্মুখে তাকায়ে দেখ অনন্ত ঈশ্বর,
কোথা সেই শাস্ত্রবিধি সে যে বহু দূরে,
অতিক্রম করি পথ যাওরে ভিতরে,
কি আনন্দ পূর্ণ হবে সেই অন্তঃপুরে।
দেখিবে সেখানে গিয়া তোমাদের মন,
আরো উচ্চতর ধামে যাইতে আকুল,
তখন সফল হবে এ তীর্থ ভ্রমণ
এই ব্রহ্ম উপাসনা কত অনুকূল।
যত দূর যাবে দেখো তত্ত্বধার ফেলে,
যাত্রা শেষ করেও তো শেষ নাহি হবে
সীমা নাই ঐ পথের পরিচয় পেলে
আনন্দ সাগরে প্রাণ নিমজ্জিত রবে।
এই তরে ব্রত লও দীনহীন হয়ে,
সকলের পদতলে রাখ আপনারে,
সেবক হইয়া থাক ভৃত্যসম হয়ে,
সেবার বিষয় ভাব ভক্তি সহকারে।
সবার চরণে দৃষ্টি রেখো নিরন্তর,
ইন্দ্রিয় সংযম ব্রত এ বড় কঠিন,
সংযম নাহিক যার কলুষ অন্তর,
শুদ্ধাচারী না হইলে হইবে বিলীন।
অতএব শুদ্ধ কর রসনা এবার,
হস্ত পদ এ শরীর পবিত্রতাময়;
কাম ক্রোধ লোভ মোহ আদি অহঙ্কার,
দূর করে দাও সব যত কিছু রয়।
ব্রহ্মবলে বলী হয়ে প্রতিদিন যেন,
"দূর হও" বলে যেন তাড়াও সত্বর;
কত যে অসূয়া দ্বেষ স্বার্থপর হেন,
রিপুর প্রহারে প্রাণ হয় জর জর।
সে তপস্যাক্ষেত্রে আর দিবেনা আসিতে,
ব্রহ্ম শিখাবেন কিসে সুসিদ্ধ হইবে;
সে সব যদি না পার দমন করিতে
ঈশ্বর করুন যেন এরূপ না হয়,
সহজ কথাতো নয় রিপু জয় করা,
মিথ্যাবাদী কামী, ক্রোধী লোভী যেই রয়
যোগে অধিকার নাই নিজে পথহারা।
সংকল্প করিলে প্রাণে এই গূঢ়রূপে,
সাক্ষী হইলেন তিনি যিনি প্রাণেশ্বর,
তবু মন শুদ্ধ হবে জানি না কিরূপে
সহায় হইয়া শিক্ষা দিবেন ঈশ্বর।
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম রিপুর বিনাশ,
জানেন ঈশ্বর তাহা সব তাঁর কাজ,
স্বর্গ হতে শুদ্ধ অগ্নি করিবে প্রকাশ,
হৃদয়ের পাপ মলা সব পাবে লাজ।

শ্রী.........ভট্টাচার্য্য।

(প্রেরিত পত্র)

কেশবকে বুঝা ও কেশবভক্তি।

কেশবের মন্ত্র—বিশ্বাস—প্রেম ও পবিত্রতা এই তিন সত্যের উপর তাঁহার সকল বিষয়ের ভিত্তি ছিল। ঐ সত্যের উপর তাঁহার একান্ত অনুরাগ ছিল। সেজন্য বেদী হইতে নিজেকে একজন পাপী বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার বিশ্বাস অত্যন্ত গাঢ় ছিল। নিজের জীবনে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, বিশ্বাসের সহিত তাহা সাধারণের সম্মুখে বলিতেন। তিনি ভগবানের আদেশ শুনিতে পাইতেন। আদেশ লইয়া ব্রাহ্মসমাজের কত লোকেই তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেন, কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। যাহারা তাঁহাকে এইরূপ বিদ্রূপ করিতেন, তাঁহারা ক্রমে আদেশবাদী হইয়া উঠিয়াছেন। কেশব স্বকর্ণে ঈশ্বরবাণী যখন যাহা শুনিয়াছেন তাহা নির্ভয়ে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু নিজেকে কখনও তিনি প্রচার করেন নাই, কিম্বা গুরুগিরি করিতে চান নাই।

কিন্তু অধিকাংশ লোকে প্রায়ই তাঁহাকে তখন বুঝিতে সক্ষম হয় নাই, আবার কেহ কেহ তাঁহার আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়া তাঁহাকে বিকট ভক্তি দেখাইতে গিয়াছেন। যাহাদের ধর্ম্মভাবের গভীরতা জন্মায় নাই তাঁহারা তাঁহাকে অহংকারী, এমন কি ভণ্ড স্বার্থপর প্রতারক পর্য্যন্ত বলিয়াছেন। অন্যদিকে যাঁহারা তাঁহার প্রতি অস্বাভাবিক ভাবে ভক্তি দেখাইতে গিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে প্রায় অবতারে পরিণত করিতে গিয়াছেন।······আজ যদি তাঁহার সশরীরে ফিরিয়া আসা সম্ভব হইত, তাহা হইলে এই সব কাণ্ড দেখিয়া কি মর্ম্মান্তিক বেদনা ও যন্ত্রণা তিনি অনুভব করিতেন। যে নববিধান সকল প্রকার কুসংস্কার ও অবতারবাদ ও গুরুগিরির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া জগতে অবতীর্ণ হইল, এবং যাহার প্রধান পুরোহিত পদে পদে দৃঢ়তার সহিত ঐ সকল কুসংস্কারাদির বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া গেলেন, তাঁহার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই নববিধান সমাজেই তাঁহার অতি ঘৃণিত কুসংস্কারগুলি প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল? তাই সমাজের আজ এমন দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। কেশবকে অত্যধিক ভক্তি দেখাইবার চেষ্টায় তাঁহাকে ও তাঁহার একান্ত প্রিয় নববিধানকে কি বধ করা হইতেছে না? তাঁহার আত্মাকে নিদারুণ যন্ত্রণা দেওয়া হইতেছে না? কেশবকে হত্যা করিতে দুই দিক হইতে দুই প্রকার শত্রু উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। প্রথম পক্ষের শত্রুরা না বুঝিয়া না সুঝিয়া কেশবের গভীরতা ধারণ করিতে সক্ষম না হইয়া এবং সক্ষম হওয়ার শক্তি তাঁহাদের মধ্যে প্রস্ফুটিত না হওয়ায়, জ্ঞানহীনের ন্যায় তাঁহার প্রতি দারুণ অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু ক্রমে যখন তাঁহাদের দৃষ্টি খুলিবে, তখন আশা করা যায় যে তাঁহারা নিজেদের ভ্রম বুঝিয়া লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইবেন এবং নববিধানের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিবেন। সুখের বিষয় যে তাহার লক্ষণ এক্ষণে কিছু কিছু দেখা দিতেছে। তাঁহাদের পাপ অপেক্ষাকৃত লঘু। রন্ধন শাস্ত্রে লবণ একটি বিশেষ উপাদান। ব্যঞ্জন প্রস্তুতের জন্য উহা একটি আবশ্যকীয় বস্তু। কিন্তু লবণ-বিরোধী ব্যক্তিরা ব্যঞ্জন প্রস্তুত কালে লবণ একেবারে বর্জ্জন করিয়া একটি বিস্বাদ অখাদ্য প্রস্তুত করিয়া বসেন। অন্যদিকে অত্যন্ত লবণ ভক্ত লোক অত্যধিক লবণ প্রয়োগ দ্বারাও সেই খাদ্যকে একেবারে অখাদ্য করিয়া ফেলেন। একেবারে লবণ-হীন ব্যঞ্জন বরঞ্চ লবণ সংযোগে কোন প্রকারে গলাধঃ করা যায়, কিন্তু অপরিমিত লবণাক্ত দ্রব্য একেবারেই মুখে দেওয়া যায় না। ভক্তির মাত্রাও অযথা বড়াইলেও সেইরূপ পরিণামে এক কিম্ভুতকিমাকার অবস্থায় আসে।

এলাহাবাদ, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পত্রপ্রেরকের প্রতি নিবেদন।

কোন শ্রদ্ধেয় পত্রপ্রেরক মহাশয় লিখিয়াছেন,—"বিগত ১লা কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্বে 'স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক' শীর্ষক প্রবন্ধে "নববিধান প্রেরিত শ্রদ্ধাস্পদ ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়" নামে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহার শেষ তিন পংক্তি পাঠ করিয়া অনেকে মর্ম্মাহত হইয়াছেন, মন্তব্যের শেষ পংক্তি এই :—

"সে দলেরও কিন্তু জমাট ভাব শেষে কিছু শিথিল হওয়াতে ভাই বঙ্গচন্দ্র কলিকাতায় প্রেরিত শ্রীদরবারের সহিত মিলিত হন, এবং কিছুকাল এখানে যাপন করিয়া পরলোকগমন করেন।"

পত্রপ্রেরক মহাশয় বলেন যে, "এই তিন মন্তব্যই অমূলক এবং ভ্রান্তি বিজড়িত। কেন না (ক) ভক্তিভাজন বঙ্গচন্দ্র রায় দলের শিথিলতা জন্য কলিকাতা যান নাই, (খ) তত্রত্য শ্রীদরবারের সহিত মিলিত হওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না এবং হইতে পারে না। যেহেতুক পূর্ব্ব হইতেই তিনি তাহাতে মিলিত ছিলেন। (গ) কিছুকাল কলিকাতায় যাপন করিয়াই পরলোক গমন করেন নাই। "এই প্রতিবাদের সমর্থনে পত্রপ্রেরক মহাশয় অনেক যুক্তি দেখাইয়াছেন আমরা যতদূর জানি উল্লিখিত তিনটি পংক্তি কাহাকেও আক্রমণের ভাবে বা বিচারের ভাবে লেখা হয় নাই। সংক্ষেপে প্রেরিত দেবের জীবনের ঘটনা উল্লেখ করিতে ঐ কয়টি কথা লেখা হইয়াছিল। তাহা যদি সত্যই ভ্রান্তিমূলক হয় আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করিব। "দলের জমাট ভাবের শেষে যে শিথিলতা হয়" তাহা কি একেবারেই অস্বীকার্য্য?

যাহা হউক তাহাও সরল ভাবে আত্মদোষ স্বীকারের ভাবে লেখা হইয়াছিল। কলিকাতায় [illegible]বারের সঙ্গে মিলিত হইয়া কার্য্য করিয়াছেন, ইহার [illegible] নয় যে তিনি ঢাকার দলকে ত্যাগ করিয়াছিলেন বা সময়ে সময়ে ঢাকার উৎসবাদি সম্পন্ন করেন নাই। তিনি তাঁহার দ[illegible] ত্যাগ করিয়াছিলেন বা কার্য্যক্ষেত্র বর্জ্জন করিয়াছিলেন, [illegible]লিখিত লেখার

অর্থ পত্রপ্রেরক মহাশয় কেন মনে করিলেন কিম্বা তাহাতে অনেকে "মর্ম্মাহত" হইলেন বুঝিতে পারি না। "চন্দ্রালোকবাসীগণ যেমন চন্দ্রের কলঙ্ক দেখেন না," সেই ভাবেই নয় পত্রপ্রেরক মহাশয় ও মর্ম্মাহত অনেকে লেখারও কলঙ্ক না দেখিয়া স্বীয় কৃপাগুণে তাহার অপরাধ উপেক্ষা করেন এই ভিক্ষা।—ধঃ সঃ।

নববিধান।

(১)

আজ এই ছিন্ন ভিন্ন দলিত জাতিরে
উদ্ধারিতে ত্রাণমন্ত্রে, নূতন বিধানে,—
প্রচারিতে জ্ঞান-মন্ত্র প্রতি দ্বারে দ্বারে,
গড়িল মন্দির ওই ব্রহ্মানন্দ সেনে।

(২)

হরিনাম সুধাময় দুর্ব্বলের বল
পরপারে যাইবার একমাত্র বল,—
শিখিতেছে ওইখানে তাপিত সকল,
দিনান্তে হইয়া শ্রান্ত জুড়াতেছে মন।

(৩)

ভবের ভাবনা আর রহিল না প্রাণে,
'নাচিতেছে বাহু তুলি' হরি হরি হরি!
ভাবেতে বিভোর হ'য়ে মত্ত সংকীর্ত্তনে,
মনোমাঝে সারাৎসার-রাঙ্গা-পদ স্মরি!

(৪)

ঘুচায়ে বন্ধন যত আছিল মনেতে
এল সবে পি'তে সেই সুধা হরিনাম,—
সংসার ভাবনা চিন্তা মনে না রহিতে,
দিল আর আসি হেথা! আনন্দের ধাম।

(৫)

নূতন বিধানে পুনঃ উঠিল এ ধরা,
নাচিল সকলে পুনঃ নূতন বিধানে,
হেরিল সানন্দে মূর্ত্তি বরাভয় করা,
নাচিল সকলে পুনঃ সংকীর্ত্তন গানে।

(৬)

নূতন বিধানে পুনঃ বাঁধিয়া নিজেরে
গাহিল আবার নিজে নূতন বিধানে!
মগ্ন হয়ে পুনঃ সেই হরিনাম ধরে
উঠিল পড়িল মন নাম-সুধাপানে!

বঙ্গীয় ছাত্র-সমিতি, কলিকাতা। } শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য্য

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু।

ভাই মহেন্দ্রনাথ হালীসহরের বসু বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ডফ্ সাহেবের স্কুলে ডফ্ সাহেবের নিকট শিক্ষালাভ করেন। খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের জন্য তিনি প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন সময় বিধাতার কৌশলে শ্রীকেশবচন্দ্রের চক্রে পড়িয়া যান। তর্কে কেশবচন্দ্রকে হারাইয়া দিবেন এই অভিপ্রায়ে তাঁহার সহিত তর্ক করিতে আসেন, শেষে আপনিই পরাস্ত হইয়া কেশবের আনুগত্য স্বীকার করেন।

তিনি প্রচারক দলে যোগ দিয়া প্রথম জীবনে নানা স্থানে উৎসাহের সহিত ধর্ম্ম প্রচার করেন। পঞ্জাবে গিয়া গুরুমুখীতে "গ্রন্থসাহেব" অধ্যয়ন করিয়া গুরুনানকের জীবনী লিখিয়া "নানক প্রকাশ" নামে প্রকাশ করেন।

আচার্য্যদেবের প্রেমের শাসনাধীনে কেমন করিয়া জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত তাঁহার ন্যায় এমন কে প্রদর্শন করিয়াছেন? কেশবচন্দ্রের মহাপ্রয়াণ কালে তাঁহার মত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া রোগশয্যায় সেবা করিতেও এমন আর কেহ পারেন নাই।

আচার্য্যের তিরোধানের পর বহুদিন তিনি Unity and the Minister কাগজ উৎসাহের সহিত সম্পাদন করেন। তাঁহার মঙ্গল বাড়ীস্থ গৃহ এবার চাবী বন্ধ ছিল। নবদেবালয়েই গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার স্বর্গারোহণ দিনে বিশেষ উপাসনাদি হয়।

ভাই কালীশঙ্কর দাস।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের তিরোধান সময়ে সর্ব্বপ্রথমে ভাই কালী-শঙ্কর দাস প্রচারক দলে আত্ম সমর্পণ করেন। তিনি কবিরাজী ব্যবসায় করিয়া রঙ্গপুর অঞ্চলে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়া বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দের "দুঃখ দেওয়া মা" এমনই তাঁহার সকল বিদ্যা উল্টাইয়া দিলেন, যে সে সমুদয় অর্থবিত্ত, মান মর্য্যাদা ব্যবসায় একেবারে জলাঞ্জলী দিয়া প্রচারক পরিবারের দুঃখ দারিদ্র্য বহনের মহাপ্রলোভনে পড়িয়া তিনি মঙ্গলবাড়ীতে আশ্রয় লইলেন এবং প্রচারক পরিবারের খাতায় নাম লিখাইলেন। "নববিধান অপরিহার্য্য" "গৌরগৌতম" প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক এবং অনেকগুলি ভাবসঙ্গীত তাঁহার জীবনের সাক্ষী।

প্রচারব্রত লইয়া যতদূর আর্থিক কষ্ট বহন করিবার তাহা ত তিনি বিলক্ষণ আনন্দচিত্তে বহন করেন, শেষে দুরারোগ্য বিষম রোগ-যন্ত্রণা ঠিক ভীষ্মের শরশয্যার ন্যায় সহ্য করিয়া এই গান গাহিতে গাহিতে স্বর্গারোহণ করিলেন:—

কার মা এমন দয়াময়ী
আমাদের মা তুমি যেমন,
সঙ্গে থাক দিবানিশি
চখের আড়াল হও না কখন।
কাণে কাণে মনে মনে
কথা কও মা সঙ্গোপনে
বশে রাখ দুষ্ট জনে
করি মিষ্ট আলাপন।
পরীক্ষার অনল জেলে,
আপনি তাহে দাও মা ফেলে
আবার আপনি দাও তার উপায় বলে
যেরূপে বাঁচে জীবন।
তুমি ভালবাস যেমন
আমি ত পারি নে তেমন মা
(এখন) তেমি ভালবাসাও আমায়
আমার প্রতি তুমি যেমন।

মহাকুল বহনে এই মাতৃপ্রেমের সাক্ষ্যদান এমন কে দিতে পারে?

শ্রদ্ধেয় ভাইএর স্বর্গারোহণ উপলক্ষে তাঁহার সহধর্ম্মিণী সঙ্গে নবদেবালয়ে উপাসনা হয় এবং তাঁহার সমাধিতীর্থেও শেষে প্রার্থনাদি হয়।

রাজর্ষি শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেব।

ময়ূরভঞ্জাধিপতি শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেব, যথার্থ ই রাজর্ষি ছিলেন। কেননা সকলেই জানেন যে রাজ্যসুখ ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও অকিঞ্চন ভাবে জীবনযাপন করা তাঁহার জীবনের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাঁহার খিদিরপুরস্থ রাজপ্রাসাদ যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহা "অকিঞ্চন কুটীর" বলিয়া তিনি নামকরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি নিজে বলিয়াছেন, "আমার জীবন বৈরাগ্য শিক্ষার জীবন।"

প্রজানুরঞ্জন তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান ব্রত ছিল। তিনি আপনাকে প্রজাবর্গের সেবক বলিয়াই মনে করিতেন, এবং সেই ভাবে সমুদয় রাজকার্য্য যেন বেতনভোগী কর্ম্মচারীর ন্যায় স্বহস্তে সম্পন্ন করিতেন। নিতান্ত দীন দরিদ্র প্রজারও তাঁহার নিকটস্থ হইয়া আবেদন অভিযোগ করিবার ক্ষমতা ছিল এবং সকলকারই অভাব মোচনে তিনি সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন।

নববিধানাচার্য্যের চিরবৈরাগিণী কন্যার সহিত শ্রীরামচন্দ্রের উদ্বাহ মিলন প্রাচীন বিধানের সীতারামের মিলনেরই অনুরূপ মনে হয়। মহারাণী সুচারু দেবীরও বিপদ পরীক্ষা সতী সীতার বিপদ পরীক্ষারই পুনরাভিনয় ভিন্ন আর কি?

আজ ১৪ বৎসর হইল শ্রীরামচন্দ্র বিষম কুশাঘাত স্বর্গীয় ধৈর্য্য ও নির্ভরশীলতার সহিত সহ্য করিয়া স্বর্গগমন করেন। তখন হইতে শ্রীমতী সুচারু দেবী সীতা দেবীরই বৈরাগ্য ও কষ্টসহিষ্ণুতা সহকারে যেমন বৈধব্যজীবন যাপন করিতেছেন তেমনি অনির্ব্বচনীয় বিশ্বাসবলে ইহলোকে থাকিয়াই পরলোকগত স্বামী আত্মার সহিত হৃদয়ে আত্মিক যোগানুভব করিয়া ব্রহ্মানন্দেরই সুকন্যার উপযুক্ত জীবনের পরিচয় দান করিতেছেন।

শ্রীমতী সুচারু দেবীর সমগ্র জীবনই যেন পরীক্ষাময় জীবন। সম্প্রতি আকস্মিকরূপে বাম পদে গুরুতর আঘাত পাইয়া শয্যাগত হইয়া আছেন। মৃত্যুমুখ হইতে বিধাতা তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন, এজন্য আমরা বিধাতাকে ধন্যবাদ দি, তাঁহাকে ভগবান যে ভক্ত পিতার অনুগমনে "রোগে যোগ" সম্ভোগ করিতে দিতেছেন এজন্যও তাঁহার চরণে অবলুণ্ঠিত না হইয়া থাকিতে পারি না। রাজর্ষি শ্রীরামচন্দ্রের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে প্রার্থনা যোগে সতী সুচারু দেবীকে ইহারই সাক্ষ্যদান করিলেন ইহাতে সত্যই কৃতার্থ হইয়াছি।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেব যে বলিলেন, "বিপদ অন্ধকারে কেশবচন্দ্র চন্দ্র হবে।" এই আশাবাণীর প্রতিধ্বনি বা সাক্ষ্যদান এই ভক্ত কন্যার সে দিনকার প্রার্থনা। এই প্রার্থনায় যোগদান করিয়া আমাদেরও অনুভব হইল যে যথার্থ কেশব চন্দ্রালোকে দেখিলে বিপদ অন্ধকারও বর্ত্তমান বিধানে মঙ্গলালোক উদ্ভাসিত করে, রোগ শোকে আত্মা যোগানন্দ সম্ভোগে ধন্য হয়।

প্রাচীন বিধানে ১৪ বৎসর বনবাসের পর শ্রীরামচন্দ্র সীতাসহ পুনর্মিলিত হন, সে দিন বর্ত্তমান বিধানেরও সীতা দেবীর সহিত শ্রীরামচন্দ্রের আত্মার আধ্যাত্মিক পুনর্মিলন দর্শন করিয়া গোপনে প্রাণে কৃতজ্ঞতাশ্রু বর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারি নাই। বর্ত্তমান বিধান-অযোধ্যায় আমাদেরও হৃদয়সিংহাসনে এই শ্রীরামচরিত্র রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া রাজত্ব করুন, মনে মনে ইহাই প্রার্থনা করিলাম।

এই উপলক্ষে গত ২২শে ফেব্রুয়ারী, "রাজাবাগ" প্রাসাদে বিশেষ উপাসনা হয়, ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন। ভক্তকন্যা মহারাণী সুনীতি দেবী এবং সুচারু দেবী উভয়েই গভীর ভক্তি অশ্রুলোচনে প্রার্থনা করেন।

শ্রীব্রহ্মানন্দ-ধাম।

নববিধানাচার্য্য শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বাসভবন "কমলকুটীর" তাঁহার জীবনের শেষ লীলাভূমি। "নবদেবালয়" তাঁহার শেষ প্রতিষ্ঠান, ইহাকে সর্ব্বতীর্থের মিলন তীর্থ বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "এই কমলকুটীর নববৃন্দাবন হইবে," বাস্তবিক যে ভবনে নববিধানাচার্য্য অধিবাস করিয়াছেন ও শেষ দেহরক্ষা করিয়াছেন, সে ভূমি নিশ্চয়ই যুগযুগান্তরে পুণ্যভূমি বলিয়া সমাদৃত হইবে।

এই "নবদেবালয়ের" দ্বারাও সমস্ত দেশের সমস্ত জাতির কল্যাণ হইবে বলিয়া আচার্য্য ইহাকে মাতৃচরণে উৎসর্গ করিয়াছেন। এবং সকলকে এখানে আসিয়া তাঁহার মাতৃদর্শন করিয়া অদর্শন-যন্ত্রণা নিবারণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

সুতরাং এই ধাম নবযুগধর্ম্মের তীর্থরূপে রক্ষিত হয়, বিশ্বাসী মাত্রেরই আকাঙ্ক্ষনীয়। এক্ষণে বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এই "কমলকুটীর" প্রায় দেড় লক্ষ মুদ্রায় ক্রয় করিয়া রাখা হইয়াছে।

কিন্তু আচার্য্যদেব যেমন বলিয়াছেন যে তাঁর "পরিবার এবং দল" এক হইয়া তাঁহার নববিধানের সাক্ষ্যদান করেন, তেমনি এই পরিবার এবং দল এক হইয়া সমগ্র জগজ্জনের প্রতিনিধিরূপে এই তীর্থরক্ষারও ব্যবস্থা করেন, ইহাই কি প্রার্থনীয় নয়? কেন না কোন এক বিশেষ ব্যক্তি কিম্বা এক বিশেষ পক্ষ, কি পরিবার কি দল দ্বারা এই তীর্থ রক্ষার ব্যবস্থা হইলে ঠিক আচার্য্যদেবের ভাবের অনুমোদিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি না।

এই জন্য যখন শ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবী পরিবারের প্রতিনিধিরূপে দুই তৃতীয়াংশ অর্থদানে সম্মত আছেন, মণ্ডলীর নেতৃগণ অগ্রসর হইয়া অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই কমলকুটীরকে সর্ব্বধর্ম্মের মিলন তীর্থ নববৃন্দাবনরূপে বিধানাচার্য্যের অনুমোদিত ভাবে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা অবিলম্বে করেন এই আমাদের কাতর প্রার্থনা।

আমাদের নিম্নলিখিত নেতা বা বন্ধুগণ এজন্য সমগ্র ভারত ও জগতের সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রধান প্রতিনিধিদিগকে লইয়া একটি সঙ্ঘ গঠন করিলে নিশ্চয়ই সহজে অর্থ সংগ্রহ হইবে।

শ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবী, শ্রীমতী মহারাণী সুচারু দেবী, শ্রীযুক্ত স্যর আর, এন্, মুখোপাধ্যায়, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, মিঃ নির্ম্মলচন্দ্র সেন, ডাঃ ডি, এন্, মল্লিক, মিঃ পি, কে, সেন, ডাঃ পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন, রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, মিঃ সুবোধচন্দ্র রায়, রায় যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর বাহাদুর, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি এবং শ্রীদরবারস্থ প্রচারক মহাশয়গণ।

এতদ্ভিন্ন মফস্বলের বিভিন্ন কেন্দ্রেও সহযোগী কমিটী সংগঠন করা হউক। নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ যথাসাধ্য কার্য্যভার লইতে প্রস্তুত।

বিনীত—

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রায়।
শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মিত্র।
দীন সেবক—প্রিয়নাথ মল্লিক।

সংবাদ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—ধর্ম্মতত্ত্বের জন্য অপূর্ব্ব ফণ্ডের সম্পাদক মহাশয় ৫০৲ টাকা সাহায্য দান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন।

জন্মদিন—শ্রীমান্ ক্ষিতীশচন্দ্র সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ কেশবচন্দ্রের জন্মদিন উপলক্ষে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনা ও প্রীতিভোজন হয়।

নামকরণ—১৩ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ ঘোষের নবকুমারের নামকরণ ও অন্নপ্রাশন নবসংহিতানুসারে ভ্রাতা ডাঃ কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে রাত্রে প্রীতিভোজন হয়।

শুভ বিবাহ—গত ৩রা ফেব্রুয়ারী, কমলকুটীরে শ্রীমৎ আচার্য্যদেবপুত্র মিঃ সরলচন্দ্র সেনের প্রথম কন্যা শ্রীবিনীতা দেবী চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটী নিবাসী রাজা ভুবনমোহন রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান নলীনাক্ষের সহিত পরিণীতা হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত ভ্রাতা বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন। বিধানজননী নবদম্পতীকে শুভাশীর্ব্বাদ করুন।

উৎসব—শ্রদ্ধাস্পদ ভাই বিহারীলাল সেন শীলচর হইতে লিখিয়াছেন:—"এই মাত্র ১লা ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্বে উৎসব-বিবরণ পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। মা বিধানজননী-নববিধানের পীঠস্থানে মধুবর্ষণ করিবেন যে তাহা জানা আছে। এই ত নববৃন্দাবন এখানে কেশব নাই তাঁর আত্মা আছে। সেই আত্মা যাঁহারা দেখেন তাঁহারা ধন্য হয়েন। যাঁহারা নববিধান জননীর নিকট শিশু হইয়া উপস্থিত হয়েন তাঁহারাই শিশুদলে মিশেন এবং নবশিশুর নববেশ দেখে মার নিকট হইতে তাই নববেশ চেয়ে লন।

এখানেও ১লা মাঘ, প্রাতে আমার পত্নীর বার্ষিক দিনে উপাসনা হয়, সন্ধ্যায় শ্রীমান্ জ্যোতিসহ পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে আরতির কীর্ত্তন গান এবং আচার্য্যের প্রদত্ত আরতির প্রার্থনা হইয়াছিল।

৬ই মাঘ মহর্ষির দিন স্মরণে গভীরভাবে মন্দিরে প্রাতে উপাসনা হয় এবং অপরাহ্নে স্মৃতিসভা হয়। তিনজন বক্তৃতা করেন। সভাপতিরূপে আমি মহর্ষি জীবনে ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরস পান প্রধান ছিল এইরূপ কিছু বলি।

৯ই মাঘ, মন্দিরে অপরাহ্নে ৩টাতে স্থানীয় হিন্দুসমাজের বহু মহিলা ও তিন চ্যারটী ব্রাহ্মিকা লইয়া মহিলা উৎসব হয়। মহিলাগণ সঙ্গীত করিলেন, আমি উপাসনা করি।

১১ই মাঘ, সমস্ত দিন উৎসব। প্রাতে, সন্ধ্যায় উপাসনা, বালক বালিকা-সম্মিলন। দরিদ্রগণকে চাউল বিতরণ হয়।

১২ইও সমস্ত দিন আমি উৎসবের ভাবে কাটাইয়াছিলাম।"

বসন্তোৎসব—গত কল্য বসন্তোৎসব উপলক্ষে নবদেবালয়ে, প্রাতঃসন্ধ্যায় এবং ঢাকায় ৺মদন পালের বাগান, ঠাঁটারী-বাজারে বিশেষ উৎসব হইয়াছে। ঢাকায় এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বনে উৎসব সম্পন্ন হয়। পূর্ব্বাহ্নে ৮টায় ব্যক্তিগত ধ্যান ধারণা, ১০টায় উপাসনা, উপাসনান্তে সাধুসেবা, ২টা হইতে ৩টা ভক্তিশাস্ত্র পাঠ, ৩টা হইতে ৪টা সৎপ্রসঙ্গ, ৪টা হইতে ৫৷০টা সঙ্কীর্ত্তন। শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমেও রবিবার উৎসব হয়।

চৈতন্যোৎসব—গত কল্য পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মদিন উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে পূর্ব্বাহ্ন ৮টায় বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন, ভাই চন্দ্রমোহন দাস পাঠ ও প্রার্থনা করেন। অপরাহ্নে আলোচনা ও সন্ধ্যার পর কীর্ত্তনাদি হয়। এই উপলক্ষে আশ্রমে প্রীতিভোজন হইয়াছিল।

শোক সংবাদ—আমরা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি, আমাদিগের সম্বলপুর প্রবাসী ভ্রাতা রায় যোগেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুরের সহধর্ম্মিণী দেবী গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী কালীঘাটে তাঁহার ভ্রাতৃগৃহে অমরধামে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি অতিশয় পরসেবাপরায়ণা, উন্নতচরিত্র বিদুষী রমণী ছিলেন। সম্বলপুরের বালিকাদিগকে শিক্ষা দান কারণে বহুবৎসর ধরিয়া নিজ অর্থব্যয়ে একটী বিদ্যালয় পরিচালন করেন এবং সেখানে যখনই যে বাড়ীতে রোগ শোকের আঘাতে কেহ আহত হইত, তিনি সংবাদ পাইলেই সেবা ও অর্থসাহায্য দানে সান্ত্বনা বিধান করিতেন। স্বামীর গৃহধর্ম্ম সাধনে সহকারিণী তাঁহার ন্যায় অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার স্বামী ও দুইটী পুত্র এবং পুত্র-

বধূ এবং বহু পরিজন আত্মীয় স্বজনের শোকে আমরা সমবেদনা জানাইতেছি।

সেবা—ভাই অক্ষয়কুমার লধ কিছুদিনের জন্য গিরিধি গিয়াছিলেন ৭ই, ১৪ই, ২১শে ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী, নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা, ১লা মার্চ্চ, স্বর্গগত উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিনে তাঁহার পুত্র ডাক্তার যোগানন্দ রায়ের গৃহে উপাসনা, এবং শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষের পারিবারিক দেবালয়ে ৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত প্রতিদিন উপাসনা করিয়াছেন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ৩রা মাঘ, শ্রদ্ধেয় ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের সহধর্ম্মিণীর আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠানের উপাসনা শিলচরে মেজর জ্যোতিলাল সেনের গৃহে হইয়াছিল। ভাই বিহারীলাল সেন এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। তদুপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ দান প্রেরিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিশেষ দানও প্রেরিত হইয়াছে।

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী, ব্রজনাথ দত্তের লেনে শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ ঘোষের গৃহে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার আদ্যশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান নবসংহিতা মতে সম্পন্ন হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে শ্রীযুক্ত দীননাথ সরকার একটী স্বরচিত সঙ্গীত প্রথমে গান করেন। শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ ঘোষ প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। আত্মীয় স্বজনে অনেকে অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

ঢাকা প্রবাসী বন্ধু শ্রীযুক্ত মতিলাল দাসের পৌত্রী (শ্রীমান্ প্রেমরঞ্জনের দ্বিতীয় কন্যা) ললিতা পূর্ণ ৮ বৎসর বয়সে গত ১০ই জানুয়ারী আনন্দময়ী জননীর অমৃতবক্ষে চির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। গত ১৭ই জানুয়ারী ময়মনসিংহে তাঁহার পারলৌকিক অনুষ্ঠান গম্ভীর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। মতি বাবু পৌত্রীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের উপাসনা স্বয়ং সম্পন্ন করিয়াছেন। ভাই চন্দ্রমোহন দাস শ্লোক পাঠ ও প্রার্থনা করিয়াছেন। এই অনুষ্ঠানে নিম্নলিখিত দান করা হয়ঃ—ময়মনসিংহ নববিধান সমাজ ৬৲, ময়মনসিংহ সাধারণ সমাজ ৫৲, ঢাকা নববিধান সমাজ ২৲, বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, কলিকাতা নববিধান সমাজ ৩৲ টাকা, এতদ্ভিন্ন শিশুটীর নামে ১০৲ টাকার একটী মেডেল দেওয়া হইবে।

সাম্বৎসরিক—গত ২২শে ফেব্রুয়ারী রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় ভ্রাতা শ্রীশচন্দ্র ঘোষের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন। এবং শ্রীমতী ভক্তিমতী দেবী ও শ্রীমতী চিত্তবিনোদিনী দেবী বিশেষ প্রার্থনা করেন।

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার স্বর্গীয় শ্রদ্ধেয় ক্ষেত্রমোহন দত্তের সাম্বৎসরিক দিনে খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ উপাসনা ও প্রার্থনা হয়। এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে ভাই চন্দ্রমোহন দাস যাইয়া উপাসনা করেন। উপাসনায় শ্রীমতী স্নেহলতা দত্ত বিশেষ প্রার্থনা করেন।

গত ১০ই মাঘ, স্বর্গীয় জয়কৃষ্ণ সেনের কনিষ্ঠ সন্তান শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সেনের সাম্বৎসরিকের দিনে বাবু বেণীমাধব দাস, ভ্রাতা জ্ঞানচন্দ্র সেনের গৃহে উপাসনা করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে ৪৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১লা মাঘ, মেজর জ্যোতিলাল সেনের মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনা হইয়াছিল। ভাই বিহারীলাল সেন উপাসনা করেন।

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী, মজলপাড়ায় স্বর্গগত মহেন্দ্রনন্দনের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে তাঁহার পুত্রগণের দান ২৲ টাকা।

অমরাগড়ী নববিধান সমাজের সাম্বৎসরিক—ভগ্নী শ্রীমতী সুমতিবালা মিত্র লিখিয়াছেন:—"অমরাগড়ী সমাজের কর্ম্মযোগী ভ্রাতা অখিলচন্দ্র রায় বিরোধীর দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া এতাবৎকাল হাবড়ায় শয্যাশায়ী আছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায় উৎসব করিবার নিমন্ত্রণ পাইবা মাত্র ৬ই ফাল্গুন প্রাতে অমরাগড়ী যাত্রা করেন। তথায় বেলা ২টার সময় পৌছিয়া সন্ধ্যার পর ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা ও শ্রীমদাচার্য্যদেবের "অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা" নামক প্রার্থনা পাঠ করিয়া আলোচনাদি করিয়াছিলেন। স্থানীয় জনসাধারণ অতিশয় প্রমত্ত ভাবে কীর্ত্তনাদি করিয়াছিল। ভক্ত ফকিরদাসের ও স্বর্গগত ভাই আশুতোষের আত্মার সংস্পর্শে যে দাবানল সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার পরিচয় এখনও বর্ত্তমান দেখিয়া প্রাণে কত আশা হয়। ৭ই ফাল্গুন কয়েকটী ভদ্র মহোদয় যথা ডাক্তার ও উকিল প্রভৃতির সঙ্গে নববিধানের নবীন সাধনা ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শন এবং ব্রহ্মবাণী শ্রবণ বিষয়ে গভীর আলোচনা হইয়াছিল। শ্রীমান্ সত্যানন্দ প্রমুখাৎ উৎসাহী যুবকদল কর্ত্তৃক প্রচুর বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যে সেবক সমিতি গৃহখানি নবজাগরণের প্রতিমূর্ত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত ও দেশে মাতৃপূজার সেবার কেন্দ্র হইয়াছে তাহা দর্শন করিয়া শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

বালেশ্বরের সংবাদ—কোন বন্ধু লিখিয়াছেন,—গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী, আমাদের প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বালেশ্বরের ব্রহ্মমন্দিরে একটী পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছেন। প্রতিদিন তথায় পাঠ, আলোচনা ও কীর্ত্তনাদি হইতেছে। ইহা দ্বারা স্থানীয় মণ্ডলীর ভিতরে নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে। একটী মুসলমান বন্ধুর বিশেষ সহানুভূতি পাওয়া যাইতেছে। নগেন বাবু এখানে একটী নৈশ-বিদ্যালয় খুলিতে মনস্থ করিয়াছেন। মঙ্গলময় ঈশ্বরের কৃপায় নৈশ বিদ্যালয়টী স্থাপিত হইলে নিম্ন শ্রেণীর লোকের বিশেষ কল্যাণ হইবে।

পারিতোষিক বিতরণ—গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার প্রাতে বাগনান "নিত্যকালী বালিকা-বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সম্পন্ন হয়। প্রার্থনা করিয়া কার্য্যারম্ভ হয়। হাবড়ার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, সি, মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং তাঁহার বিদ্যোৎসাহিনী বিদুষী পত্নী দেবী স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করেন। বালিকাগণ স্তোত্রপাঠ, সঙ্গীত ও আবৃত্তি বেশ সুন্দররূপে করিয়াছিল। স্থানীয় সবডিভিজান ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন্, কে, রায় এবং আসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্‌ট্রেস্ মিস বসুও উপস্থিত ছিলেন। উৎসবান্তে ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় ও মিসেস্ মুখোপাধ্যায় মহাশয়া, শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে গমন করিয়া প্রীতিসহ নিরামিষ ভোজন করিয়া আশ্রমের সেবক সেবিকাকে কৃতার্থ করেন। এখানেও প্রার্থনা হয়।

ভৃত্যের নিবেদন—"গত ১লা পৌষের "ধর্ম্মতত্ত্বে" যে আমার প্রতি দস্যুর আক্রমণ সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, সে বিষয়ে অনেকে সহানুভূতি জানাইয়া বিশেষ বিবরণ জানিতে চাহিয়াছেন, সে দিন যে দুর্দ্দান্ত যুবক আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল, সে আমাকে ছাড়িয়া দেওয়া মাত্র আমি তাহাকে দেখিয়াই প্রাণভয়ে পলায়ন করি। ঐ যুবককে আমি ভাল রকমই চিনি, আক্রমণ কালে তাহার গায়ে একটা সাদা জামা ছিল, সে পরণের কাপড়ে কোমর বাঁধিয়া পশ্চাৎ দিক হইতে আমার চোখ মুখ চাপিয়া ভূতলশায়ী করিয়াছিল। ঐ ঘটনার প্রায় দুইমাস পূর্ব্বে একদিন ঐ যুবক আমাকে তাহার অমরাগড়ীর দোকানের নিকটে দেখিয়া নিজেই কোন কথার

উদ্দেশে অতি কুৎসিত ভাষা উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছিল, "এক এক, * * ব্যাটাকে এখানে ফেলিয়া পেটে পা দিয়া নাড়ী ভুঁড়ি বার করে দিব," ঐ আক্রমণকারী যুবকের দণ্ডবিধানের জন্য আমি রাজদ্বারে বিচারপ্রার্থী হই নাই, বিধাতার নিকট উহার কল্যাণ প্রার্থনাই করিয়াছি। উক্ত দুর্দ্দান্ত যুবক কর্ত্তৃক আক্রমণের ফলে আমার শরীরের বামপার্শ্বে ভয়ানক আঘাত লাগে, তাহাতে রক্ত জমিয়া শরীরের বাম দিকের কুঁকে টিউমার হইয়াছিল, সে জন্য বিষম জরভোগ করিতে হইয়াছে, ঐ কারণে কঠিন যাতনা ভোগের দুই মাস পরে সুচিকিৎসক বন্ধুগণের চিকিৎসায় ও ভাই ভগিনীদিগের সেবায় এবং মার কৃপায় এক্ষণে আরোগ্য লাভ করিতেছি। মার ইচ্ছাই এ পাপ জীবনে পূর্ণ হউক।—শ্রীঅখীলচন্দ্র রায়।

কুচবিহারে ষণ্ণবতিতম্ মাঘোৎসব।

মা, বিধানজননী এবার অতি সমারোহের সহিত অথচ গম্ভীরভাবে ষণ্ণবতিতম মাঘোৎসব সুসম্পন্ন করিলেন।

১১ই মাঘ সোমবার পূর্ব্বাহ্ন ৮ ঘটিকার সময় মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। পূর্ব্ব দিনই পতাকাদি দ্বারা মন্দির সাজান হইয়াছিল। আফিসাদি খোলা থাকায় এ বেলা বেশী লোক হয় নাই বটে, কিন্তু উৎসবকর্ত্রী আনন্দময়ী মা উপাসনাটী অতি গম্ভীরভাবে সুসম্পন্ন করাইলেন। প্রিন্সিপাল মনোরথ ধন দে মহাশয়ের দ্বারা ১ম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সময়োপযোগী সঙ্গীতগুলি অতি ভাবযোগের সহিত সম্পন্ন করাইলেন।

পূর্ব্বাহ্ন ৮টা হইতে ৮৷৷টা কীর্ত্তন ৮৷৷টা হইতে উপাসনা আরম্ভ হয়। ১০৷৷টায় এবেলার কার্য্য শেষ হয়।

অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৫৷৷টা প্রমত্ত কীর্ত্তন হয়। ৫টার পর হইতে ৬টার পূর্ব্বেই মন্দিরটী লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল এই সুযোগে "নববিধানের আদর্শমনুষ্য" এই বিষয় অবলম্বন করিয়া বেদী হইতে কিছু বলা হয়।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের উপদেশ ১০ম খণ্ড ৩৬৫পৃঃ "নববিধানের আদর্শ মনুষ্য।" এই অংশ পাঠ করা হয়।

তৎপর দুইটী উপাখ্যান বলিয়া উদ্বোধন করা হয় তাহার মর্ম্ম এই যে :—

ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষের ভিতর থাকিয়া তাহাকে রক্ষা করিতেছেন ও প্রতিপালন করিতেছেন এবং বিবেকরূপে প্রত্যেকের প্রতি মুহূর্ত্তে কথা বলিতেছেন। তাঁর এই পালনশক্তি বিশ্বাস করিয়া এবং তাঁহার শ্রীমুখের বাণী শুনিয়াই প্রত্যেক মানুষের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। যাঁরা তাঁকে বিশ্বাস করিয়া ও তাঁর বাণী শুনিয়া চলেন, তাঁরাই সাধু, মহাপুরুষ, মহাত্মা, যোগী ঋষি।

তদনন্তর "সত্যং জ্ঞানং" মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আরাধনা, ধ্যান, পাঠ প্রার্থনা, সঙ্গীত, সংকীর্ত্তনাদি করিয়া ১০৷৷ টায় উৎসবের কার্য্য শেষ করা হইল। এ বেলাও মনোরথ বাবুই সংকীর্ত্তনের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন।

দানপ্রাপ্তি—১৯২৫, সেপ্টেম্বর মাসে প্রচার ভাণ্ডারে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে :—

এককালীন দান।—সেপ্টেম্বর, ১৯২৫।

পিতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে Mrs. G. C. Gupta ২৲, শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস দ্বিতীয় পুত্রের বিলাত হইতে উপাধি প্রাপ্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন উপলক্ষে ৩৲, বিশেষ দান মেজর জ্যোতিলাল সেন ২৲, পিতৃদেবের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে কুমারী আমোদিনী ঘোষ ৪৲, বিশেষ দান—শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ রায় ৪৲, পিতৃদেবের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত জনকচন্দ্র সিংহ ১৲, কনিষ্ঠ পুত্রের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগমোহন দাস ১০৲, কন্যার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মনোনীত ধন দে ২৲, পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীমতী মহালক্ষ্মী দেবী ২৲ টাকা।

মাসিক দান।—সেপ্টেম্বর, ১৯২৫।

কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ১০৲, মেজর জ্যোতিলাল সেন ২৲, রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ৪৲ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন সেন ২৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন ২৲, শ্রীমতী ভক্তিমতী মিত্র ২৲, শ্রীমতী সরলা দাস ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন ১৲, মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী ১৫৲, শ্রীমতী মনোরমা দেবী ২৲, শ্রীমতী সুমতী মজুমদার ১৲, কোন মাননীয়া মহিলা ১০৲, স্বর্গীয় মধুসূদন সেনের পুত্রগণ ২৲, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ ২৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ১০৲।

আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে দাতাদিগকে প্রণাম করি। ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ তাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত হউক।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

ইংরাজী নূতন বৎসরারম্ভে "ধর্ম্মতত্ত্বের"ও নববর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। ধর্ম্মতত্ত্বের গ্রাহক অনুগ্রাহক, অভিভাবক সকলেই যে সহৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন তাঁহাদের অনুগ্রহই ইহার জীবনোপায়। অতএব তাঁহারা যদি নিজ কৃপাগুণে নিজ নিজ অর্থ সাহায্য যথাসময়ে না দেন কেমন করিয়া ইহার জীবন রক্ষা হইবে। প্রেসের কর্ম্মচারীগণ যথাসময়ে বেতন না পাইলে আমাদিগকে তাহাদের অভিসম্পাত ভোগ করিতে হয়। তাই সানুনয়ে গ্রাহক মহাশয়দিগের চরণে ধরিয়া মিনতি করি আমাদিগকে এই ঋণ পাপ ও অভিসম্পাত হইতে যেন মুক্ত করেন। দানশীল অভিভাবকগণও যদি কিছু কিছু এককালীন অর্থ সাহায্য দান করিয়া আমাদিগকে ঋণদায় হইতে অব্যাহতি দেন কৃতার্থ হইব।

Edited, on behalf of the Apostolic Durbar, New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬১ ভাগ। ৫ম সংখ্যা। | ১লা চৈত্র, সোমবার, ১৩৩২ সাল, ১৮৪৭ শক, ৯৭ ব্রাহ্মাব্দ। 15th March, 1926. | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

হে নববিধানের ঈশ্বর, তুমি জীবন্ত ঈশ্বর। তুমি মৃত ঈশ্বর নও। শক্তিহীন ক্রীয়া-বিহীন, বাক্য-রহিত, জড় অচৈতন্য যে সেই মৃত। আমাদের হাত গড়া, মন গড়া, কল্পিত যাহা তাহা মৃত পুত্তলিকা। তাহাকে আমরা নানা রঙ্গে রঞ্জিত করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে ত প্রাণ সঞ্চার করিতে পারি না। তেমনি আমরা যে দেবতা কল্পনা করি বা মূর্ত্তিতে গঠন করি সে মৃত দেবতা, সে দেবতা তুমি নও। তুমি আপনি আত্ম-সত্য প্রকাশ কর, আপনি চল, বল, কাজ কর। তুমি ত আমাদের হাতে নও। আমরা যে মনে করি তোমাকে ডাকিয়া আনিব, তবে তুমি আসিবে, তাহা নয়। আমরা ডাকি না ডাকি, মানি না মানি, তাহাতে তোমার কিছু যায় আসে না। তবে চক্ষু না খুলিলে যেমন সম্মুখে বস্তু থাকিতেও আমরা দেখিতে পাই না, তেমনি দেখিতে না চাহিলে, বিশ্বাস না করিলে আমরা তোমার দর্শনে বঞ্চিত হই, তোমার এই সম্মুখস্থ সত্তা উপলব্ধি করিতে পারি না। কিন্তু তুমি জীবন্ত বিধাতা হয়ে আছ, আদেশ করিতেছ, আপন ইচ্ছা বলে বিশ্বের সমুদয় কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছ। তুমি দয়া করিয়া আমাদিগের সেই বিশ্বাস চক্ষু খুলিয়া দাও যাহাতে দেখি যে তুমি জীবন্ত বিধাতা হইয়া নিত্য নব নব বিধান বিধান করিয়া জগতে আপন মহিমা বিস্তার করিতেছ এবং জগজ্জনকে নব নব জীবনে নব নব জ্ঞান চৈতন্য বিধানে ও শিক্ষা দানে সমুন্নত এবং নবজাগরণে জাগ্রত ও সঞ্জীবিত করিতেছ। তোমার এই জীবন্ত বিধাতৃত্বে বিশ্বাস করিয়া যেন যথার্থ তোমার নববিধানে বিশ্বাসী হই, এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

প্রার্থনাসার।

প্রেমময় হরি, "দেবতা দেবতা" সকলে করে, কিন্তু সকলের পক্ষে তুমি কি ঠিক জীবন্ত দেবতা? হে হরি, আমি সাক্ষাৎ দেবতা, জাগ্রত ঈশ্বর, তাকে বলি যে দেবতা কাজ করেন, বলেন ঠিক মানুষের মত অথচ মানুষ নয়। যেমন মরা মানুষ আর জীবন্ত মানুষ। যে মানুষ বেঁচে আছে, বেড়াচ্ছে, কথা কচ্ছে, জগতের মঙ্গল কার্য্য সাধন কচ্ছে, একে বলি জীবন্ত আর ওটার হাতও আছে পাও আছে, অথচ কিছুই করিতে পারে না সে মৃত। জীবন্ত আর মৃত দেবতার এত তফাৎ। মৃত দুর্গন্ধ দেবি, পালিয়ে যাও, তুমি জীবনের রাজ্য থেকে। আমার সোণার দেবী তুমি, তুমি এস।

মাটীর যে ভগবান, কাঠের যে দেবতা দূর হও। ভগবতি, যে সংসারের সকল কাজ তুমি কর, সে সংসারে

আমার থাকিবার ইচ্ছা। যদি দেখিতে পাই আর কারো অন্ন খাই, তা হলে অধিক দিন বাঁচিব না। সব তুমি করিতেছ, তুমি দিতেছ, এ যে দেখিতে না পায় সে নাস্তিক সে হতভাগ্য।

যেখানে দেবতা কথা কয় না, সেখানে দেবতা নাই। প্রত্যাদেশ বিনা দেবতা নাই। আমার প্রাণের ঈশ্বর, তুমি এস। নববিধান বিশ্বাসীর বাড়ীর সব তোমার। টাকা কড়ি অন্ন সব লক্ষ্মীর। লক্ষ্মী এসে রোজ সংসারের কাজ করেন, সকলকে খাওয়ান, তার পর সমস্ত রাত সকলকে আগলে বেড়ান। এই বিশ্বাস দিতে পার তা হলে ভক্তি দিব, প্রাণ দিব, শরীর দিব। যথার্থ বিশ্বাসী কর। নাস্তিকতার আগুন হইতে বাঁচাও।— "জাগ্রত হরি"।

আত্ম-বিনাশ সাধনের ক্রমবিকাশ।

যুগে যুগে যুগধর্ম্মবিধানও যেমন ক্রমবিকশিত, সে বিধান সাধনেরও তেমনই ক্রম বিকাশ দেখা যায়।

বৈদিক ধর্ম্মবিধান এক মাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্বই স্বীকার করেন, তিনিই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম। তাঁহা ব্যতীত আর দ্বিতীয় অস্তিত্বই নাই। সংসার, মায়া প্রপঞ্চ ছায়া মাত্র, ইহা কিছুই নহে।

পৌরাণিক বিধানে ক্রমে শিব এবং জীব, ব্রহ্ম এবং তাঁহার লীলা, এই দুয়েরই অস্তিত্ব স্বীকৃত হইল। কিন্তু জীবের শিবত্ব প্রাপ্তিই তাহার জীবনের লক্ষ্য, তাহার স্বতন্ত্র আমিত্ব বা অহং সম্ভূত ব্যক্তিত্ব বিনাশেই সেই শিবত্ব লাভ হয়।

এইজন্য ব্রহ্মযোগ সাধনে উজ্জীবন বা নবজীবন প্রাপ্তিই জীব জীবনের লক্ষ্য বা নিয়তি। কিন্তু এক প্রকৃতি, এক স্বভাব না হইলে, কেমনে দুইয়ের যোগ হইবে? আত্মাই পরমাত্মার সহিত যোগানুভব করিতে পারে। জীব আত্মস্থ না হইলে, কিরূপে ব্রহ্মযোগে যোগী হইবে?

তাই তাহার স্বাতন্ত্র্য বা আমিত্ব পরিহার করা নিতান্ত প্রয়োজন, ইহা লাভ করাই ধর্ম্মসাধনের প্রধান সাধন।

ধর্ম্মবিধান সকল যেমন ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত, তেমনই এই সাধনেরই ক্রম বিকাশ পৌরাণিক বিধান হইতে বর্ত্তমান বিধান পর্য্যন্ত নব নব ভাবে হইয়াছে।

ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্বে পৌরাণিক যুগে শিবের যে শব সাধন, তাহাই আমিত্ব বিনাশ সাধন। তিনি যে যোগে আপনাকে শবসমান অনুভব করিয়া হৃদয়ে ব্রহ্ম-শক্তির নৃত্য উপলব্ধি করিলেন, ইহা আমিত্ব বিনাশ ভিন্ন আর কি?

"আমি" মৃত শব, আমার আত্মায় এক ব্রহ্মশক্তি বিরাজিত বা নৃত্য করিতেছেন, এই প্রাণশক্তির স্পন্দন বা নৃত্যেই প্রাণ জীবিত, তাই সে আদ্যাশক্তির নৃত্যেই এই জীবন জীবিত, ইহাই উপলব্ধি শিবের শিবত্ব। প্রাচীন বা পৌরাণিক বিধানের ইহাই সাধন। আমার ব্যক্তিত্ব বা অস্তিত্ব আর স্বতন্ত্র নাই, ব্রহ্মই আমার প্রাণশক্তি। শিবহৃদয়ে শক্তির নৃত্য ইহারই নিদর্শন।

ধর্ম্মসীতা হরণে শ্রীরামচন্দ্রের রাবণ বধ, ধ্রুবের বনগমন বা প্রহ্লাদের পরীক্ষা বহন এ সকলই আমিত্ব বিনাশ সাধনের আখ্যায়িকা।

তাহার পর শ্রীবুদ্ধের নির্ব্বাণ সাধন ঐতিহাসিক যুগের ধর্ম্মবিধানে আমিত্ব বিনাশ সাধনের প্রথম বিকাশ। গৌতম সমুদয় কামনা বাসনারূপ মারাকে জয় করিলেন, মনের চিন্তার আগুন একেবারে নির্ব্বাণ করিলেন, এমন কি ব্রহ্ম-কামনাও ত্যাগ করিলেন। এই নির্ব্বাণ সাধন বা আমিত্ব নাশ সাধনের ফলে গৌতম দিব্যজ্ঞান বা প্রজ্ঞা-রূপে ব্রহ্মলাভ করিলেন এবং বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

সক্রেটিসের আত্মজ্ঞান লাভ ও শ্রীবুদ্ধের প্রজ্ঞালাভ প্রায় একই আমিত্ব নাশ সাধনের বিকাশ বলা যাইতে পারে।

ইহারই পূর্ণতায় শ্রীমুষার জ্যোতিস্বরূপ ব্রহ্মদর্শন এবং "আমি আছি" "আমি আছি আমার নাম" এই ব্রহ্মবাণী শ্রবণ। মুষা সম্পূর্ণরূপে আমিত্বহীন হইয়া যখন আপ-নাকে সর্ব্বাপেক্ষা বিনীত বলিয়া উপলব্ধি করিলেন, তখনই এই অগ্নিময় জ্যোতি দর্শন করিলেন এবং ব্রহ্ম স্বয়ং "আমি আছি" "আমি আছি" বলিয়া আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিলেন, মুষার আমিত্ব বিনাশের ফলেই ব্রহ্মের "আমিত্ব"-বিকাশ তাঁহার উপলব্ধ হইল।

তাহার পর শ্রীঈশার ক্রুশারোহণ, ইহাও আমিত্ব বিনাশ সাধন। ঈশা পিতৃ-ইচ্ছার নিকট আত্মইচ্ছা বলিদান করিলেন। এবং শুধু তাহাই নয়, পৃথিবীর দুঃখ বিপদ

শরীরকে নির্য্যাতনও সেই পরম পিতারই ইচ্ছা বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন, ইহার ফলে সেই নির্গুণ ব্রহ্ম, যে কেবল পিতৃরূপে অভিব্যক্ত বা উপলব্ধ হইলেন অর্থাৎ কেবল তিনি যে "আমি আছি" "আমি আছি" বলিলেন তাহা নয়, তিনি আরও ঈশাকে আপন পবিত্রাত্মাতে স্বীয় স্বরূপে গঠিত যে প্রকৃতি-প্রাপ্ত "ব্রহ্মপুত্র" বলিয়া স্বীকার করিলেন। মানব সন্তান কেমনে আপন ইচ্ছা নাশে ব্রহ্মপ্রকৃতি লাভ করিয়া তাঁহার সহিত সমজাতীয় স্বভাব প্রাপ্ত হন, শ্রীঈশার জীবন তাহারই নিদর্শন।

মহম্মদের সয়তান নিগ্রহও আমিত্ব বিনাশ ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই আমিত্বই ত সয়তান, যাহা ব্রহ্মের সহিত কেবল সমকক্ষতা করিতে প্রয়াসী তাহা নয়, তাঁহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াও তাঁহার সিংহাসনে রাজ্য করিতে সাহসী। তাই শ্রীমহম্মদ "এক ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই," এই মহামন্ত্র উচ্চারণে অধর্ম্ম বা এই সয়তানের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ইহা দ্বারা কেবল আপনার আমিত্ব বিনাশ করিলেন তাহা নয়, সমগ্র মানব সমাজেরও আমিত্ব বিনাশে সমুদ্যত হইলেন। তাই তিনিও ব্রহ্মের আদেশে সঞ্জীবিত হইলেন এবং আপনার অন্তরে ব্রহ্মের জ্যোতি উপলব্ধি করিয়া, আপনাকে তাঁহার জ্যোতি বা "নূর" বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বৈরাগ্য গ্রহণও আমিত্ব বিনাশ সাধন বিনা আর কি ? তিনিও বৈরাগ্যবলে যেমন আমিত্ব নিগ্রহ করিলেন, তেমনি তাঁহার উন্মত্ত নৃত্য কীর্ত্তন সহকারে সম্পূর্ণরূপে দলগত ভাবে আমিত্ব হইতে মুক্তির পথ দেখাইলেন। তাহাতে কেবল যে ব্যক্তিগত ও দলগত আমিত্ব বিনাশের উপায় হইল তাহা নয়, তিনি ব্রহ্মানুরাগে ব্রহ্মপ্রেমে উদ্দীপ্ত হইয়া তিনি ব্রহ্মস্বরূপ—চৈতন্যস্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন এবং আপনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইলেন।

নববিধানে নবভক্ত জীবনে আমিত্ব বিনাশের নব অভিব্যক্তি হইল। প্রথম হইতেই সে জীবন আমিত্বশূন্য। "কোথায় আমার আমি পাখী উড়িয়া গিয়াছে, সে আর ফিরিবে না।" প্রথম হইতেই ব্রহ্মের আদেশে সে জীবন সঞ্জীবিত। "প্রার্থনা কর বাঁচিবে, যাহা কিছু পাইবার পাইবে।" ধর্ম্মজীবনের উষাকালেই এই ধ্বনী সে জীবনে প্রতিধ্বনিত। সে ধ্বনীর অনুসরণেই আত্মজ্ঞান উদ্দীপিত হইল,—"আমি পাপী"। এই পাপ বোধের উদ্দীপনে, বিশ্বাস প্রেম ও পবিত্রতায় সে ধর্ম্মজীবন গঠিত হইল, আর সহজ সাধনে ব্রহ্মদর্শন ব্রহ্মবাণী শ্রবণ জীবনের অন্ন পান হইল। ক্রমে জীবন্ত ব্রহ্মবাণী আদেশরূপে পরিণত হইল এবং তাহারই প্রভাবে সামাজিক ধর্ম্ম এবং সমাজ বলিয়া যাহা কিছু তাঁহার এ সংসারে প্রিয় ছিল সকলই বলিদান করিতে হইল। তখন ভীষণ পরীক্ষানলে তাঁহাকে আত্মাহুতি দিতে হইল, তাহাতে পুরাতন জীবন বিনষ্ট হইল, তাঁহার নিকট ব্রহ্ম নবরূপে প্রেমময়ী মাতৃরূপে প্রতক্ষীভূত হইলেন এবং তাঁহার জীবনে—নবজীবন নবশিশুজীবন প্রসূত হইল। তাহাতে কেবল যে সর্ব্বধর্ম্ম সর্ব্বমানব একাঙ্গীভূত উপলব্ধ হইল তাহা নয়, ব্রহ্মের সর্ব্বস্বরূপের মিলিত স্বরূপ আনন্দস্বরূপ জীবনে প্রতিফলিত হইল। পূর্ণ আমিত্ব নাশের পরিণতি এই ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপগত জীবন লাভ। ইহাই নববিধানের নবজীবন।

বসন্তোৎসব।

ব্রহ্ম কালাতীত। কিন্তু তিনি লীলাময় হইয়া পার্থিব স্থান কালেতে তাঁহার লীলা করিতেছেন। ভক্তের ভক্তি উদ্দীপনের জন্য তিনি এক স্থান কালে নিত্য নিত্য নব নব লীলা করিয়া থাকেন। তাই প্রকৃতির ঋতুর পরিবর্ত্তনের ভিতর ভক্ত-আত্মা তাঁহারই আবির্ভাব দর্শন করিয়া ভক্তি সাধনে ধন্য হন।

বাস্তবিক মাস, বর্ষ, ঋতুর পরিবর্ত্তনে যেমন আমাদিগের দৈহিক জীবনেও কত পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়; তেমনি আমাদের মনেরও যে কতই নব নব ভাবের উদ্দীপন হয় তাহা কি আমরা অস্বীকার করিতে পারি? শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরত, হেমন্ত, বসন্তের শোভা সৌন্দর্য্যেরও কতই পরিবর্ত্তন হয়, আমাদের শরীর মনেও তাহার যে প্রভাব অনুভূত হয় তাহা কেমনে অস্বীকার করিব ?

আমরা শরৎ কালে যেমন প্রকৃতির এক প্রকার শোভা দেখিয়া সেই প্রকৃতির ঈশ্বরকে পূজা করিয়াছি। বসন্তের শোভা সৌন্দর্য্যের বিধাতা যিনি তাঁহাকেও আমার নবভাবে পূজা না করিয়া কি থাকিতে পারি ?

বসন্তোৎসব, প্রকৃতির ঈশ্বরের পূজার উৎসব। এই ঋতুতে প্রকৃতি যে নবভাব ধারণ করে, তাহা কি মনোহর কি সুন্দর। বসন্তের বাতাস, বসন্তের আকাশ, বসন্তের ফুল, বসন্তের বৃক্ষরাজীর নব পল্লব প্রকৃতির ঈশ্বরের প্রতি স্বতঃই আমাদিগের কৃতজ্ঞতা ভক্তি উদ্দীপন করিয়া থাকে, তাই এই সময়ে আনন্দচিত্তে আমরা তাঁহার উৎসব করি।

শীত এবং গ্রীষ্মের মিলনে বসন্তের সমাগম। এই দুই ঋতুর মিলনে যে মধুরতা অনুভূত হয়, নববিধানের সমন্বয়ের মধুরতা

তাহা অপেক্ষা কতই উচ্চ, তাই বসন্তোৎসব বিশেষ ভাবে নব বিধানের মহোৎসব।

এই সময়ে বৃক্ষ রাজীর পুরাতন পত্রাদি যেমন নিঃশেষিত হইয়া নব পল্লব উত্থিত হয়, তেমনি আমাদের পুরাতন জীবনেরও অবসানে নবজীবন দানের জন্যই এই নববিধান। তাই এই সময়ে আমরা সেই নববিধানের নবাশক্ত জীবন যাহাতে লাভ করিতে পারি তজ্জন্য প্রার্থনা করি।

এই বসন্ত সমাগমে হোলীর আনন্দোৎসবে সাধারণ লোকে কতই কুৎসিত আচরণ করে, তাহার পরিবর্ত্তে স্বর্গীয় আনন্দ উল্লাস লাভে ধন্য হইব এবং যাহাতে আমরা তাহা পরস্পরকে আদান প্রদান করিতে পারি তজ্জন্য আকাঙ্খিত হইব। তাহারা বাহিরের ফাগের রংএ যেমন হোলী খেলিয়া থাকে, তেমনি যেন যথার্থ প্রেম পবিত্রতার আনন্দে পরস্পরকে অনুরঞ্জিত করিতে পারি।

এই দিনে আরও ভক্তির অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের শুভ জন্মোৎসব স্মরণেও আমরা উৎসব করি। তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের প্রেম ভক্তি ও নবানুরাগ বিতরণ করিয়া পুরাতন পঞ্চমাকারের ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে ভক্তি প্রেমের বিধান সঞ্চার করিলেন এবং বঙ্গভূমে ও ভারতে বৈরাগ্য প্রেমের নব জাগরণ ও সর্ব্বজগতের জাতীয় মিলন সম্পাদনের পথ উন্মুক্ত করিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া সেই প্রেমানুরাগে অনুরঞ্জিত হই, নববিধান বিধায়িনী আমাদিগের জীবনে এই দিনে শ্রীগৌরচন্দ্রের উদয় করিয়া, আমাদিগকে নবভক্তি বিধানে ধন্য করুন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

অহংচূর্ণ।

মসলা চূর্ণ করিয়া জলে মিশ্রিত করিলেই তাহা ব্যঞ্জনে সংমিশ্রিত হয় এবং তাহাকে সুস্বাদু করে। তেমনি এ জীবনে যখন আমিত্ব চূর্ণ হয় ও তাহা ব্রহ্মভক্তি জলে সংমিশ্রিত হয়, তখনই ব্রহ্মযোগযুক্ত এবং সকলকার আদরণীয় হয়। অহং চূর্ণ না হইলে ভক্তিলাভ হয় না, যোগ সমাধান হয় না, মানবেরও প্রিয় হওয়া যায় না।

যোগসাধন।

লবণ-জলে ডুবাইয়া রাখিলে লেবু যেমন লবণাক্ত হয়, তাহার প্রকৃতি যে কেবল তাহাতে বদলাইয়া যায় তাহা নহে, তাহার আস্বাদ ও উপকারিতাও বহুগুণ বর্দ্ধিত হয়, তেমনি মন ধ্যানযোগে ব্রহ্মজলে মগ্ন করিলে তাহার প্রকৃতি কেবল পরিবর্ত্তিত হয় তাহা নহে তাহাতে ব্রহ্মশক্তি সঞ্চারিত ও সঞ্চালিত হইয়া ব্রহ্মগত-জীবন ব্রহ্মসন্তান জীবনে পরিণত করে। এইরূপে ব্রহ্মে সিক্ত অভিষিক্ত হইয়া পরিবর্ত্তিত জীবন লাভই ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মযোগ সাধনের যথার্থ উদ্দেশ্য।

ব্রহ্মাগ্নির বিধান।

পক্ষী প্রথম অণ্ডের আকারে প্রসূত হয়। তাহার পর পক্ষীমাতা তাহাতে উত্তাপ দিলে, তাহা হইতে সুন্দর নব শিশু পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। সে অণ্ড প্রথম জড়ের ন্যায়ই দৃষ্ট হয়, তাহাতে জীবনের লক্ষণ কিছুই দেখা যায় না। এই মানব জীবনের জড়ভাবও সেইরূপই বলিয়া তুলনা করা যাইতে পারে। এই সংসারও সেই জন্য বোধ হয় "ব্রহ্মাণ্ড" নামে অভিহিত। ইহাকে ব্রহ্ম সন্তানরূপে প্রসূত করিতেই ব্রহ্মাগ্নি বা বিধানের অগ্নির উত্তাপের প্রয়োজন। এই ব্রহ্মাগ্নিরূপ বিধানের প্রভাবেই যথার্থ নব জন্ম বা দ্বিজত্ব লাভ হয়। যতক্ষণ না এই দ্বিজত্ব লাভ হয় ততক্ষণ মানুষ জড় অণ্ডবৎ জীবন যাপন করে। ব্রহ্মাগ্নির উত্তাপই ধর্ম্ম বিধান।

শ্রীদরবারের অনুশাসন।

[শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের দেহাবস্থান কালে]

২২শে ভাদ্র, সোমবার।—

১। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর পরিবারকে আশ্রমে আনয়ন প্রয়োজন। অতএব প্রস্তাব হয় যে, এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত, কান্তিচন্দ্র মিত্র, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং অমৃতলাল বসু পরামর্শ করেন।

২। আশ্রমবাসী প্রচারকদিগের ঘরে ঘরে শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র এবং উমানাথ গুপ্ত প্রতিদিন কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন, অভাব অনুসন্ধান করিবেন, এবং তাহা মোচনের জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিবেন।

৩। প্রতিদিন প্রচারকেরা এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গ আহার করিলেন কি না, কেহ পীড়িত আছেন কি না, ছেলেরা স্কুলে গেল কি না, এ সম্বন্ধে একটী দৈনিক রিপোর্ট শ্রীযুক্ত কান্তি চন্দ্র মিত্র সভাপতিকে অর্পণ করিবেন।

৩০শে কার্ত্তিক।—

১। উপাসনার সময় হাঁচি, কাশী, গলার শব্দ ও ঢেঁকুর যতদূর সম্ভব দমন করিতে হইবে।

২। উপাসনান্তে অবনত মস্তকে নমস্কার করিবার সময় মুখে প্রার্থনা বা সঙ্গীত করা অবিধেয়।

৩। যদি কাহারও উপাসনা শেষ না হইয়া থাকে সে স্থলে গল্প বা আমোদ করা বা কোন প্রকারে যোগভঙ্গ করা নিষিদ্ধ।

৪। উপাসনার পর গম্ভীর ভাবে চলিয়া যাওয়া আবশ্যক।

৫। আশ্রমের উপাসনা যথাবিধি প্রাতঃকালে হইবে; সায়ংকালে প্রার্থনাদি হইবে।

৬। প্রচারকের দৈনিক সাধন—একবার উপাসনা, কৃতজ্ঞতা দুইবার, পাঠ একবার, স্মরণ দুইবার।

এই প্রচারকগণের কার্য্যবিভাগ।—সভাপতি—সাপ্তাহিক মিরার। শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপ—আশ্রম-নিবাসিনী প্রথম শ্রেণী, প্রাতঃকালীন উপাসনা, মাসিক উপাসনা, ব্রহ্মবিদ্যালয় পাক্ষিক। শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ—আশ্রমের ও প্রচারকদিগের আহারের ব্যবস্থা স্বয়ং তত্ত্বাবধান, অর্থসম্বন্ধীয়, সুলভ। শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র—স্কুল। শ্রীযুক্ত বাবু অমৃত—মন্দির, আশ্রমের বালকশিক্ষা, উপাসকদের তত্ত্ব লওয়া, নিকেতনের তত্ত্ব লওয়া, নিকেতনের তত্ত্বাবধান। শ্রীযুক্ত বাবু কান্তি—সমুদয় ধন, রোগী, দাতব্য, প্রচারক—প্রতিপালন। শ্রীযুক্ত বাবু গৌর—বক্তৃতা লেখা, ধর্ম্মতত্ত্ব, নীতিশিক্ষা। শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন—যন্ত্রালয়, সঙ্কীর্ত্তন। শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশ—স্কুল শিক্ষা। শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্য—ধর্ম্মতত্ত্ব। শ্রীযুক্ত বাবু রাম—নিকেতন, উপাসনা সায়ংকালীন, মিরার। শ্রীযুক্ত বাবু অঘোর—স্কুল, শ্লোকসংগ্রহ, উপাসকদের তত্ত্ব লওয়া, নীতিশিক্ষা। শ্রীযুক্ত বাবু প্যারী—বক্তৃতা লেখা। শ্রীযুক্ত বাবু দীন—সায়ংকালীন প্রার্থনাদি, নীতিশিক্ষা।

১৯শে আষাঢ়, সোমবার, ১৭৯৯ শক।—

প্রচারকেরা দৈনিক কার্য্যবিবরণ লিখিয়া সম্পাদকের হস্তে অর্পণ করিবেন।

প্রচারকেরা সংসারের আয়-বৃদ্ধির জন্য স্বতন্ত্রভাবে কোন উপায় অবলম্বন করিবেন কিম্বা সম্পূর্ণরূপে প্রচার-কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষের উপর নির্ভর করিবেন, এই বিষয়ে অনেকক্ষণ কথোপকথনের পর এই স্থির হইল যে, যাহাতে কেবল প্রচার-কার্য্যালয়ের আয় বৃদ্ধি হয়, এরূপ উপায় সকলে অবলম্বন করিবেন।

প্রচার-কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ এইরূপ একটী নিয়ম স্থাপন করিবেন, যাহাতে কোন প্রচারক-পরিবারকে তিনি কত টাকা দিলেন তাহা সেই পরিবার ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি না জানতে পারে, এবং টাকা কোন প্রচারকের স্ত্রীর হস্তে না দিয়া তাঁহার স্বামী কিম্বা তাঁহার কোন পুত্র দ্বারা তাঁহার নিকটে পাঠাইলে ভাল হয়।

—•—

ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের আত্ম-কথা।

হে লীলা-রসময় হরি, অনুমতি কর তবে বলি, আমি কি জন্য সুখী এবং কি জন্যই বা দুঃখী। আমি তোমার জন্য সুখী, মনুষ্যের জন্য দুঃখী। যাহাকে পাইয়াছি তাহার জন্য সুখী, যাহাদের পাই নাই তাহাদের জন্য দুঃখী। দুঃখ মোচন কর, হরি।

যাহা মনে করিয়াছিলাম, তাহা হইল না। হরি, তোমার একটী কলহ-শূন্য পরিবার হইবে, এইজন্য প্রেমফুল তোমার চরণে দিয়াছি, এইজন্য বৈরাগ্যের আগুন খাইয়াছি, এইজন্য মদ্য মাংস ছাড়িয়াছি।

আমার শরীর দুর্ব্বল হইল একটী দল করিব বলিয়া। যে দল হইয়াছে তাহাকে ভাল না করিলে হয় না।

ভগবানের কোলে মাথা দিয়া থাকিব এমন দল চাহিয়াছিলাম। টাকা কড়ি কিছু নাই, সংসারে বসিয়া সদাশিব হাসিতেছেন এমন দল চাহিয়াছিলাম। প্রেমময়, তোমার মত মুখ যাদের সেই রকম দল চাহিয়াছিলাম।

ভগবান, দুঃখীর যতদিন না পেট ভরিবে, ততদিন কাঁদিবে। ভগবান, লোক কত পাইয়াছি, কিন্তু সে সুখী মুখ পাই নাই, আমোদের পরিবার পাই নাই, যাহার সঙ্গে কেবল তোমার কথা বলিব।

ওরা মানুষ হবে, সাবালক হবে, তারপর তোমার কাছে আনিব আশা ছিল। বাইরের কথা শুনিতে চাই না। তোমার সংসারের সুশৃঙ্খলা চাই।

ভগবান, সে কটা লোক কোথায় আছে যাহাদের আমি খুঁজিতেছি। এ ব্যক্তি যে দল ছাড়া থাকিতে চায় না।

সকালে যাই, রাত্রিতে যাই, তারা ত সুখের কথা বলে না, সংসারের ছাই কথা তারা বলে। সে দল আমার হলো না।

হরি, যদি দশটা পরীক্ষার মধ্যে এই একটা হয়, তবে আমি ইহা মাথায় করে নেব। আমি ত তোমাকে চেপে ধরবো না।

আমি দুটীতে সুখ চাই, পিতাতে এবং পুত্রেতে। আমি যখনই ফল খাই, আধখানা করে, পুরো ফল খাই নাই।

সংসারের মাঠে প্রাণকে না জুড়োতে পেরে বৃক্ষতলে গিয়া বসি। পৃথিবীতে যদি না পাওয়া যায় স্বর্গে যাব। সকলের সঙ্গে যদি না পাওয়া যায় একা সাধন করব।

পেটের দায়ে হরি, চুরি ডাকাতি করিতে হয়। দীনবন্ধু, সেইজন্য তোমার কাছে আসিয়াছি। আমি সাধু চুরি করিতে আসিয়াছি, ঈশা মুষাকে লইতে আসিয়াছি।

পাঁচটি লোককে চাই, কই সে পাঁচজনকে ত পাই নাই?

মা, তোমার কাছে গূঢ় কথা শুনিতে চাই। আমাকে যে বলে, এ নূতন নূতন সমাচার স্বর্গ হইতে আনে, সেই সত্য বলে। আর যারা বলে, এ দলপতি বড়লোক, এ কথা আমি শুনিতে চাই না।

ভগবান, তুমি আমাকে যে পদ দিয়াছ আমি তাই চাই। আমি কি দশটা জায়গায় গিয়ে প্রচার করিতে হয় কি করে তাই শেখাতে এসেছি? আমি কি ধূর্ত্ত?

দয়াল প্রভু, আমি তোমার পায়ের রেণু, যাহাতে সকলে মজার মজার খবর পায় সেই সকল আমার কাছে। আমাদের দেশের খবর এরা শুনতে চায় না। এরা যা নিয়েছে তাতে সুখী হওয়া যায় না। এই হতেই ত দুঃখ।

আমার বুকের ভিতর আমুক, মজার মজার অরগ্যান সেতার পাইয়াছি, শোনাই। আমাকে সকলে বলে না কেন—কি নূতন জিনিষ আনিয়াছিস্ আমাদের দে, তুই একলাই কি সব নিবি? মা, এইজন্য কেবল দুঃখ হয়।—হিঃ প্রাঃ, ১ম—"নূতন নূতন বস্তু"।

"মার অনুগ্রহ"—ধর্ম্মসাধনের আরম্ভ।

"ব্যাণ্ড অব হোপে" যোগদানে যেমন নীতি সাধন আরম্ভ হইল, তাহারই প্রসাদে জীবনে নব ধর্ম্ম সাধনেরও আরম্ভ হয়।

বাল্যজীবনে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আমার একটু বিশেষ গোঁড়ামি ছিল, সহজে সে গোঁড়ামি যায় নাই। আলবার্ট স্কুলে অধ্যয়নকালে আচার্য্য-অনুজ স্বর্গীয় শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয় আমাদিগকে নীতি উপদেশ দিতেন, গোঁড়া হিন্দুর ভাবে কতই আমি তাঁহার সহিত পৌত্তলিকতা ও হিন্দু-সংস্কারাদি সমর্থনে তর্ক করিতাম। কিন্তু বিধাতার অলৌকিক কৌশলে সেই যে কোচবিহার বিবাহ সমর্থন করিতে শ্রীকেশবচন্দ্রের স্নেহ-দৃষ্টি-বাণে বিদ্ধ হইলাম, সেইদিন হইতেই আমার সকল গোঁড়ামি উল্টাইয়া গেল।

ব্যাণ্ড অব হোপে যোগ দিয়া যেমন মাদক-নিবারণ-ব্রতে ব্রতী হইলাম, তেমনি ব্যাণ্ড অব হোপের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভ্যদিগের সঙ্গে মিলিয়া উপাসনা-সাধনেও প্রবৃত্ত হইলাম।

ব্যাণ্ড অব হোপের প্রথম সম্পাদক ছিলেন, স্বর্গীয় নলীনবিহারী সরকার। তিনি পরে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কমিশনার হইয়া বিশেষ সুদক্ষতার সহিত দেশহিতকর কার্য্যে সুখ্যাতি লাভ করেন এবং গভর্ণমেণ্ট দ্বারা সি, আই, ই, উপাধি প্রাপ্ত হন।

তখন কলুটোলার বাড়ীতে যেমন যুবাদিগের একটী উপাসনা-সমাজ ছিল তেমনি ভ্রাতা নলীনবিহারী সরকারের বাটীতেও ক্রমে একটী উপাসনা-সমাজ গঠিত হয়। নলীন বাবু, তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র সরকার অতি নিষ্ঠার সহিত দৈনিক উপাসনা সাধন করিতেন। তাঁহাদের সহিত বিধাতা এ সেবককে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংবদ্ধ করিয়া দেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াই আমি প্রথম উপাসনা করিতে শিক্ষা করি।

ক্রমে এখানে ব্যাণ্ড অব হোপের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সকল সভ্যই সম্মিলিতভাবে উপাসনা করিতে আরম্ভ করেন। এই স্থানটী তখনকার যুবা সাধকদিগের একটী প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

মফিবাসরীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ধর্ম্মশিক্ষা উপাসনার কেন্দ্র এই সরকার বাড়ী ছিল। প্রাতে নিয়মিতরূপে এইখানেই মিলিত হইয়া আমরা উপাসনা করিতাম এবং রবিবারে সকলে "কমল-কুটীরে" গিয়া আচার্য্যদেবের পদতলে বসিয়া ধর্ম্মশিক্ষা করিতাম। আমরা সময়ে সময়ে আচার্য্যদেবের উপাসনায় যোগ দিতাম বটে, কিন্তু অধিকাংশ দিনই এইখানেই আমরা আপনারা সমবেত ভাবে উপাসনা করিতাম। তাহাতে নববিধানের আশ্চর্য্য লীলায় এমনও হইয়াছে যে, যেদিন আচার্য্যদেব কমলকুটীরে যে ভাবে উপাসনা প্রার্থনা করিয়াছেন পবিত্রাত্মার প্রভাবে ঠিক সেই ভাবেরই প্রার্থনা ও উপাসনা আমরাও করিয়াছি।

আমরা এক একদিন এক একজন পর্য্যায়ক্রমে উপাসনা করিতাম। তবে প্রধানতঃ নলীন বিহারী, শরচ্চন্দ্র ও এ সেবককেই উপাসনার কার্য্য করিতে হইত। আচার্য্যদেবের তাঁদের হেমেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দলাল, বন্ধু হীরানন্দ ও ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (যিনি পরে "ব্রহ্ম বান্ধব" নামে পরিচিত হন) এবং বলদেব প্রধানত আমাদের এই উপাসক-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। আচার্য্য পুত্র করুণা চন্দ্রও সময়ে সময়ে যোগ দিতেন। তবে তিনি আচার্য্যদেবের উপাসনাতেই স্বগৃহে যোগ দিতেন। স্বর্গীয় নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, বিনয়েন্দ্র রোহিত প্রভৃতিকে লইয়া স্বতন্ত্র উপাসনা করিতেন।

আমরা এই সময়ে উপাসনা-সাধনের জন্য বিশেষ ব্রত গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের মধ্যে একটী বিশ্বাসী সঙ্ঘ "Army of Faith" সংগঠন করি। এইটি Salvation Armyর আদর্শ অবলম্বনে গঠিত হয়। এই সংঘের এক একজন এক একটি বিশেষ ব্রত জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করি এবং পরস্পরে পরস্পরকে তাহা প্রদান করি। "ঈশ্বর-বিশ্বাস" ও "সেবা-সাধন" ব্রত এই সেবককে প্রদত্ত হয়।

অনুগৃহীত।

—•—

ভারতাশ্রমের স্মৃতি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই বাড়ীতে ব্রহ্মানন্দদেব সপরিবারে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তখন কি উপাসনার জমাট। একখানি খাতা ছিল, কে উপাসনায় উপস্থিত হইতেন, না হইতেন, প্রতিদিন তাহাতে লেখা হইত। সায়ংকালে শুধু একটি প্রার্থনা হইত। ভক্তের প্রভাবে সে আশ্রম তপোবনে পরিণত হইল। সংসারের দুশ্চিন্তা সেখানে প্রবেশ করিতে পারিত না। সে যে নিত্য উৎসবের স্থান ছিল, সে যেন ভবের অতীত কোন্ আনন্দময় রাজ্য! এই বাড়ী হইতে স্বর্গীয় প্রেরিত প্রচারক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। নিঃসন্তান অল্প-বয়স্কা পত্নীকে কাহার ভরসায় রাখিয়া গেলেন? পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী, আত্মীয় স্বজন কাহাকেও তো বলিয়া গেলেন না যে, "তোমরা আমার অসহায়া পত্নীকে দেখিও, আমি বহুদূর দেশে চলিলাম।" সেই বিশ্বাসী পুরুষ জানিতেন, ব্রহ্মানন্দের প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রমই আমাদের নিরাপদ দুর্গ এবং স্বয়ং ব্রহ্মানন্দই তাহার জাগ্রত প্রহরী! তবে আর কিসের ভাবনা?

যে চাকরীর জন্য জগতের লোক লালায়িত, সেই চাকরী ত্যাগ করিয়া, বিষয়ের আশা তুচ্ছ করিয়া, দলে দলে লোক ব্রহ্মানন্দের আশ্রয়ে আসিতে লাগিলেন প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিবার জন্য। বিশ্বপ্রেমিকের আকর্ষণ, বিধাতার আহ্বান, সে এক অলৌকিক ব্যাপার!

লাহোর হইতে প্রথমে যখন মাতা ঠাকুরাণী ও আমার দিদি উৎসবের সময় আশ্রমে আসেন, তখন তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, উৎসবান্তে দুই এক মাস পরে আবার শীঘ্রই লাহোরে ফিরিয়া যাইবেন, কিন্তু তাহা আর হইল না। আমার দিদির মন আশ্রমে মগ্ন

হইয়া গেল ; এক বৎসর হইয়া গেল, তথাপি তিনি আর লাহোরে ফিরিয়া গেলেন না এবং কোন্ দিন যে ফিরিবেন তাহারও আভাস পাওয়া গেল না। অবশেষে তাঁহার স্বামী স্বর্গীয় রামচন্দ্র সিংহ মহাশয় চাকরী পরিত্যাগ করিয়া প্রচারক-ব্রত গ্রহণ করিবার জন্য ব্রহ্মানন্দের শরণাগত হইলেন। সাহেব বার বার চাকরী ছাড়িতে নিষেধ করিলেন, সে কথা কে আর শোনে, ভগবানের আহ্বান, ব্রহ্মানন্দের অপার্থিব প্রেমের আকর্ষণ, তাহার কাছে পার্থিব ধন মান সব অতি তুচ্ছ।

আমার জেঠি মা একদিন দিদির সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন, "তুই কি কাজই কর্‌লি, লাহোরে একেবারে গেলি নি, তাই জন্যেই তো জামাই চাকরী ছেড়ে 'প্রেটচাকর' না কি একটা (প্রচারক বলিতে পারিতেন না) হয়ে বস্‌লো। এখন কি করে সংসার চল্‌বে ?" দিদি কিছুই বলিলেন না, শুধু একটু হাসিলেন। স্বামী কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসাতে তিনি যেন নিশ্চিন্ত হইলেন, কারণ আশ্রম ছাড়িয়া আর কোথাও যাইতে হইবে না। আমার দিদি ও আশ্রমের কোন কোন মেয়েরা শিশু সন্তানদের ফেলিয়া মহা উৎসাহে কলুটোলায় যাইতেন, শুধু ব্রহ্মানন্দের উপাসনা শুনিবার জন্য।

সমস্ত দিনব্যাপী উৎসবের দিন আশ্রমের মেয়েরা সেই মাঘ মাসের শীতে, শেষ রাত্রে উঠিয়া, বাসী জলে স্নান করিয়া, অন্ধকার থাকিতেই মন্দিরে গিয়া বসিয়া থাকিতেন ; কারণ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই মন্দিরে এত লোক হইত যে, বসিবার আর স্থান পাওয়া যাইত না। সকলেই যে ব্রাহ্ম তাহা নয়, অনেক হিন্দু নরনারীগণ আসিতেন, শুধু ব্রহ্মানন্দদেবকে দেখিবার জন্য এবং তাঁহার মুখে ভগবানের নাম শুনিবার জন্য। যে মুখে জগজ্জননীর সৌন্দর্য্য, সে মুখ দেখিবার জন্য কে না লালায়িত হয় ? ধ্যানের সময় সে মুখে মৃদু মধুর হাস্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া থাকিতাম।

উৎসবের সময় আশ্রমে কত দেশ বিদেশের নরনারীগণ আসিয়া উপস্থিত হইতেন, কাহাকেও নিমন্ত্রণ পত্র দ্বারা আহ্বান করিতে হইত না। আহার নিদ্রার সুবিধা অসুবিধার দিকে কাহারও লক্ষ্য ছিল না, শুধু ব্রহ্মোৎসবের আনন্দসুধা পান করিবার জন্য নরনারীগণ ব্যাকুল অন্তরে ছুটিয়া আসিতেন। স্বর্গীয় প্রেরিত প্রচারক উমানাথ গুপ্ত মহাশয়ের হস্তে আশ্রমের ভার অর্পিত ছিল, তিনি প্রতিদিন "কে কেমন আছে, কাহার কি অভাব" তত্ত্ব লইতেন এবং নিঃস্বার্থ ভাবে আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতেন।

স্বর্গীয় প্রেরিত প্রচারক মহেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রতি স্কুলের ভার অর্পিত ছিল, তিনি "নেটিভ লেডিস্ নর্ম্মাল স্কুলের" যথাসাধ্য উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন এবং তিনি বড় সেবা-পরায়ণ ছিলেন।

ব্রহ্মানন্দ সংসার ও ধর্ম্ম দুয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কিরূপে জীবন যাপন করিতে হয়, তাহা জগতকে শিখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার হস্তে শিক্ষিত দীক্ষিত প্রচারকবৃন্দ এ বিষয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন।

সংসারে দুই প্রকার লোক দেখা যায়, কেহ ধর্ম্মের জন্য জগৎপূজ্য, কেহ কর্ম্মের জন্য জগৎপূজ্য ; কিন্তু ব্রহ্মানন্দের ভারতাশ্রম ছিল, ধর্ম্ম কর্ম্মের সম্মিলনে নবজাগরণের এক আবাস ভূমি !

দেবী ব্রহ্মনন্দিনী একদিন বলিয়াছিলেন, "প্রচারক-পত্নীরা আমার প্রণম্য, কারণ তাঁহারা আত্মীয় স্বজন, জাতি কুল ও ধন মান সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছেন শুধু ধর্ম্মের জন্য!" তখনকার দিনে ব্রাহ্ম হওয়া যে কি কঠিন ব্যাপার ছিল, এখন তাহা কাহারও ধারণায়ও আসিবে না। আশ্রমে প্রচারক-পত্নীদের অতি দীন ভাবে দিন যাপন করিতে দেখিয়াছি। গলায় বোতাম আঁটা আধখানা হাতের একটা করিয়া সেমিজ পরিতেন, খাওয়া পরা সকল বিষয়ে নীতি সজাগ থাকিত।

দেবী ব্রহ্মনন্দিনী ধনিগৃহের বধূ ছিলেন, জীবনে কখনও তাঁহার সাজ সজ্জা দেখি নাই। বালিকা বয়স হইতেই তিনি অনাসক্ত, তাহা না হইলে ধন জনে পূর্ণ শ্বশুরের পুরী পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগিনী বেশে পতিসহচারিণী হইতে পারিতেন না। জগতের ইতিহাসে তাঁহার নাম অক্ষয় হইয়া রহিবে।

এই শুভ যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। ব্রহ্মানন্দদেবকে স্পর্শ করিয়াছি, তাঁহার পদধূলি মাথায় লইয়াছি, তাঁহার পবিত্র হস্তের আশীর্ব্বাদ অনেকবার আমার মস্তকে বর্ষিত হইয়াছে। সুদূর অতীতে সেই সুখময় স্মৃতি যখনই মনে উদিত হয়, তখনই আত্মহারা হইয়া যাই। আমার পূজনীয় প্রেরিত প্রচারক মহাশয়গণেরও অনেক স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছি, যাহা সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

ভক্তের স্নেহে শিক্ষিত দীক্ষিত যে জীবন, সে জীবনে কিছুই কাজ হইল না। অযোগ্য জীবনে স্বর্গের স্নেহ পাইয়াছি ভাবিয়া অবাক্ হইয়া যাই। মহারাণী সুনীতি দেবীকে তিনিই আমার সহিত ধর্ম্মের বন্ধনে বাঁধিয়া গিয়াছেন, তাই সেই বাল্যকালের বন্ধুত্ব এই বার্দ্ধক্যেও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। অবস্থার আকাশ পাতাল প্রভেদ, এ অবস্থায় কি পৃথিবীর বন্ধুত্ব থাকে !

সুনীতি দেবীর যখন কুচবেহারের মহারাজার সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়, তখন পূজনীয় আচার্য্যদেব আমাদের দুজনের মাথায় হাত রাখিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমাদের বন্ধুত্ব যেন চিরকাল থাকে।" সেই স্বর্গের আশীর্ব্বাদ আমাদের দুজনের মনেই এ কাল পর্য্যন্ত জাগিয়া আছে !

যে শুভযোগ হারাইয়াছি, এ জীবনে আর তাহা ফিরিয়া পাইব না। দেহ-অবসানে পরপারে বিধাতা কি অমূল্য ধন সঞ্চিত রাখিয়াছেন জানি না। আশার ধর্ম্ম যে আমাদের, নিরাশ যেন না হই।

"আছেন যেখানে প্রিয় সাধু সাধ্বীগণ,
ব্রহ্মানন্দ আদি ভক্ত মহাজন,
তাঁদের আশ্রয়ে স্থান পাব কি পরিণামে?"

শ্রীকমলেকামিনী বসু।

ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন।

সংসারের জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যে, দুঃখ, কষ্ট, বিপদরাশির ভিতর অনেক সময় ব্রহ্মোপদেশের চেয়ে ব্রহ্মসঙ্গীতের দ্বারা বেশী উপকার পেয়েছি ও শান্তিলাভ করেছি। এক একটী ব্রহ্মসঙ্গীত কত তৃপ্তি, কত সান্ত্বনা দিয়েছে এবং জীবনের পরিবর্ত্তন সাধনে কত সহায়তা করেছে, তা বল্‌তে পারি নি। সকলেরই যে সে রকম হবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। তবে হিন্দু ও মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টিয়ান, শিখ ও জৈন, পার্সী ও ব্রাহ্ম, যে কেউ বাঙ্গালা ভাষা জানেন, তিনি কখন না কখন উহার রসাস্বাদন করেছেন ও তাহাতে সুখ পেয়েছেন। উপাসনার আসনে বসে, বিক্ষিপ্ত মনকে স্থির করে, ভগবদারাধনার প্রারম্ভে, সময়োপযোগী একটী ব্রহ্মসঙ্গীতের দ্বারা, চিত্ত ইষ্টদেবতার চরণদর্শন লালসায় কি রকম ব্যাকুল হয় এবং ক্ষণকালের জন্যে পৃথিবীর ধূলা, কাদা, ছাই, মাটির কথা ভুলে গিয়ে কোন্ দেবলোকে চলে যায়, তাহা বোধ হয় উপাসক মাত্রেই অবগত আছেন। মনকে প্রস্তুত করতে ঈশ্বরাভিমুখীন করতে, প্রার্থনাশীল করতে, অনুতাপানলে পুড়িয়ে খাঁটি করতে ইহার শক্তি অদ্বিতীয়। আবার রোগশয্যায় ঘনান্ধকারাচ্ছন্ন জীবনসন্ধ্যায়, শ্রান্ত পথিককে আশা বাণী শোনাতে, মাভৈঃ মাভৈঃ রবে সাহস দিতে এমন বন্ধু আর কেহই নাই। ইহা দ্বারা মর্ম্মভেদী শোকে কি অসীম সান্ত্বনা পেয়েছি তা প্রকাশ করতে অক্ষম। অন্য দিকে, উৎসবের বাঁশী যখন বেজে উঠে, হাসির শুভ্র আলোকে প্রাণ যখন পূর্ণ হয়, আনন্দের ফোয়ারা যখন ছোটে, তখনও ইহার উপকারিতা বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়। এক একটী অনুষ্ঠান-সঙ্গীত অদৃশ্য আনন্দলোকের অফুরন্ত অমৃত বর্ষণ ক'রে জীবনকে মধুময় করে তোলে। সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে, জীবনে, মরণে, হাসি, কান্নায়, ইহা আমার চিরসহায়, চিরসঙ্গী, চিরসম্পদ। নিরাশার অন্ধকারে কণ্টকময় সংসারপথে, তামস-ঘন-ঘোরা গহন রাত্রে, শোকের অকূল পাথারে, ইহা আমার ধ্রুবতারা। এমন উপকারী জিনিষের আলোচনায় লাভ বই ক্ষতি নেই।

ইহা ছাড়া, এই ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনের ভিতর, ব্রাহ্মসমাজের সাধনের ইতিহাস নিহিত রয়েছে। ইহা ব্রহ্মসাধনতত্ত্বের ক্রমবিকাশের পরিচয় দিচ্ছে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সময়ের গান, শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়ের গান, ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের সময়ের গান এবং তাঁর তিরোধানের পরবর্ত্তী সময়ের গানগুলির সমালোচনা করলেই তা বেশ বুঝা যায়। প্রথম যুগ, সত্য-প্রতিষ্ঠান-যুগ, অসত্য হইতে সত্যে আগমন। ব্রহ্ম সত্য—God the True। দ্বিতীয় যুগে, ঈশ্বর মঙ্গলময়, কল্যাণময়, প্রেমময়, এই ভাবের প্রকাশ। ব্রহ্ম শিবং—God the Good। তৃতীয় যুগে, ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মবাণী-শ্রবণ, ব্রহ্ম-সম্ভোগ। ব্রহ্ম আনন্দময়, ব্রহ্ম সুখময়, ব্রহ্ম অমৃতময়, ব্রহ্ম সুন্দরম্—God the beautiful। চতুর্থ যুগে, উক্ত ভাবত্রয়ের সমন্বয়-সাধন। তিনি একাধারে সত্যং শিবং সুন্দরম্—"সত্যং শিব সুন্দররূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে। নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপসাগরে॥" এই ভাবের সাধন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

যোগে যোগী।

ভক্তির সঙ্গে যোগ-ধর্ম্মের স্বাভাবিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ভক্তি বিনা যোগ সুদূর-পরাহত। জল যখন উচ্ছ্বসিত হইয়া ছুটিয়া আইসে, তখন সেই উচ্ছ্বসিত প্রবাহ অপর জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়। সুয়েজ যখন যোজকরূপে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাগরের জলকে মিশিবার সুযোগ প্রদান করে নাই, তখন তাহাদের মধ্যে সে যোগ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মাটীর বাঁধ কাটিয়া দেওয়াতে প্রবাহে প্রবাহে মিশিয়া গেল। মাঝে অন্তরায় থাকিলে যোগ অসম্ভব। প্রবহমান তরল জল জমিয়া ঘনীভূত কঠিন বরফে পরিণত হয়। ভক্তিজল যখন ঘনীভূত যোগ বস্তুতে পরিণত হয়, তখন সেই ভক্তি-যোগের ভিতরে ভগবানের সঙ্গে অটল ও ঘনীভূত যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। যোগীর যোগের মধ্যে যোগেশ্বর বর্ত্তমান। যোগ বিনা ভিতরের বস্তু সংগঠন হয় না। যোগ ঘনীভূত দৃঢ় বস্তু। যোগের উপর যোগী দণ্ডায়মান।

সুবৃহৎ লম্বমান বৃক্ষ দৃঢ়ীভূত, মূলের উপর দাঁড়াইয়া থাকে। মূল দৃঢ় না হইলে বৃক্ষ বায়ুর আঘাতে ভূপতিত হইয়া থাকে। পাত্রস্থিত তরল ইক্ষুরস পাত্রের অধীন হইয়া পাত্রাভ্যন্তরে বাস করিতে থাকে। পাত্র বিচলিত হইলে অথবা উল্টাইয়া গেলে তরল রস পড়িয়া যায়। ইক্ষুরস যখন অগ্নির উত্তাপে প্রক্রিয়া বিশেষে শর্করায় পরিণত হয়, তখন আর তাহা সেরূপ পড়ে না। ভক্তের ভিতরে জীবনের পরীক্ষা আসিয়া ভক্তিকে সেইরূপ সুমিষ্ট শর্করায় পরিণত করে। এ বস্তু ভক্ত স্বয়ং আস্বাদন করেন এবং অপরকেও আস্বাদন করিতে দেন। মক্ষিকা যেরূপ পুষ্পের ভিতর হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া নিজেও সম্ভোগ করে এবং অপরকেও সম্ভোগ করিতে দেয়, যোগীও যোগলব্ধ বস্তু আপনিও সম্ভোগ করেন এবং অপরকেও দেন।

ভক্তি-সাধন করিতে করিতে যোগ-সাধন আসিয়া পড়ে। যোগী টলেন না। যোগী যোগ-সাধনের উপর পৃথিবীর ঝঞ্ঝাবাতকে উপেক্ষা করেন। সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়কারী ভক্তিপ্রধান নববিধান তাই সমুদায় পৃথিবীকে আলিঙ্গন দান করিতেছেন তাহা নহে, তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর দেশকে সেইরূপ আলিঙ্গন দান করিতেছেন। হিমালয়ের নিভৃত প্রস্রবণের ধারা ভারত ও তিব্বত দেশেও প্রবাহিত হই-

তেছে। যোগপ্রধান নববিধান সেইরূপ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাধক-দিগের ভিতরে প্রবাহিত হইতেছে।

নববিধান শব্দ ও ভাষা সাপেক্ষ নয়, ইহা ভক্তের যোগ সাপেক্ষ। ভক্তির জমাট অবস্থাই নববিধান। বিধানা-চার্য্যের নববিধান সেই স্থানে, ইহা শব্দে আসে নাই, ভাষায় আসে নাই, ইহা সাধনায় আসিয়া পড়িয়াছে। বাগানের মালী যেমন ফুল গাছ চেনে, বাহিরের লোক চেনে না। যোগ বিনা যোগপ্রধান নববিধান দুরবগম্য।

আমেরিকা যখন যোগধর্ম্ম বুঝিলেন, তখন বিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দকে যোগতত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহার নিবেদিত যোগতত্ত্ব তাঁহার নিউ ইয়র্ক ইণ্ডিপেনডেণ্ট (New York Independent) পত্রে প্রকাশ করিলেন। সেই যোগের প্রবাহের মধ্যেই ভক্ত প্রতাপ আমেরিকা কর্ত্তৃক আহূত হইলেন। যোগের ভিতর ভক্ত ব্রহ্মানন্দ ইংলণ্ড কর্ত্তৃক আহূত। যোগ নীরবে থাকিতে পারেন না। হিমালয়ের নিভৃত ধারা নীরব থাকে না। যে ধারা কোন্ দূরতম অতীতে বিনির্গত হইয়াছে আজও তাহা বহিয়া যাইতেছে। ফল্গুর স্রোত ভিতরে ভিতরে বহিতেছে। এ স্রোত অনিবার্য্য। যোগের নিকট দল নাই সম্প্রদায় নাই এবং শাস্ত্রগত পার্থক্য নাই। বহু ও ভিন্ন ভিন্ন ফুলের রস মিলিয়া এক বস্তুতে পরিণত হয়। ইক্ষুরস ও খর্জ্জুর রস মিশ্রিত হইয়া একই বস্তু উৎপাদন করে। সাধকই সাধনা বোঝেন। ডুবুরিই অতলস্পর্শ জলরাশির ভিতরে মুক্তাপূর্ণ শুক্তির স্থান চিনিয়া লন। জহুরি জহর চেনেন। রামকৃষ্ণ কেশবকে চিনিয়াছিলেন। ভক্ত ডল্‌ ও পাহাড়ী বাবা ও অপরাপর সাধকদিগের সঙ্গে বিধানাচার্য্যের এই স্থানেই মিলন। নববিধান যোগবিধান।

পাটনা। প্রণত সেবক—গৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

—•—

দুরূহ ধর্ম্মপথ।

ধর্ম্মজীবনের প্রশান্ত ভাব, সাধু ধর্ম্মাত্মাদিগের নির্দ্দোষ শান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া লোকের মনে হইতে পারে যে ধর্ম্মজীবন সংগ্রাম শূন্য ও নিষ্ক্রীয়। কিন্তু তাহা নয়। ধর্ম্মপথ আত্মত্যাগের পথ, চির উদ্যম ও অক্লান্ত পরিশ্রমের পথ। এ পথে আপনার রুচি, বাসনা সব ছাড়িতে হয়। অপর কথায় বলিতে হইলে, কঠোর আত্ম সংযম অভ্যাস করিতে হয়। কে না বলিবেন আত্ম-সংযম অভ্যাস অন্তরের মধ্যে এক মহা সংগ্রাম। এ সংগ্রামে সেণ্ট পলের মত সাধুও সময়ে সময়ে পরাজিত হইয়া খেদ করিয়া বলিয়াছেন, "যাহা করিব না মনে করি তাহা আমি করিয়া ফেলি এবং যাহা করিব মনে করি তাহা করিতে পারি না।"

কিন্তু ভগবৎ কৃপাতে এবং সাধু মহাজনগণের সৎদৃষ্টান্তের বলে সাধকের যত্ন ও চেষ্টা সফল হয়। তিনি আত্মজয়ী হন। শাস্ত্রে বলে, যিনি আত্মজয়ী তিনি জগৎজয়ী। ধর্ম্মজীবনের গৌরব দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই। মুগ্ধ হইবার বিষয়ই। কিন্তু ধর্ম্মপথ সব সময় সহজ গম্য নয়। কত সময় যে বন্ধুর কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করিতে হয় তাহা ঈশ্বর ইচ্ছাধীন যিনি তিনিই জানেন।

মহর্ষি ঈশার চরিত্র কত পবিত্র ও মহান্, তিনিও পিতার ইচ্ছাধীন হইয়া ঘোর অপমান ও কষ্টকর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। কথিত আছে মহর্ষি ঈশা ক্রুশাহত হইবার পূর্ব্বরাত্রে যখন গেথশিমনির বনে প্রার্থনা করিতেছিলেন তখন তাঁহার শরীর দিয়া রক্তঘর্ম্ম বাহির হইতেছিল। ঈশ্বর ইচ্ছার ঘূর্ণায়মাণ আবর্ত্তের মধ্যে যিনি আপনাকে ফেলিয়াছেন তিনি ধন, মান, পদোন্নতি সকল আশা ছাড়িয়া আপনার সমগ্র যত্ন ও চেষ্টা ঈশ্বর ইচ্ছা সংসাধনের জন্য নিয়োগ করেন। সাধক বুঝিতে পারেন যে ঈশ্বর কোন বিশেষ অভিপ্রায় সংসাধন করিবার জন্যই তাঁহাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। সেই ইচ্ছা সংসিদ্ধ করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে। প্রত্যেক মনুষ্যকেই ঈশ্বর তাঁহার কোন বিশেষ অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার জন্য পৃথিবীতে পাঠাইয়া থাকেন। কিন্তু সকলে সে অভিপ্রায় অবগত নন বা অবগত হইবার প্রয়াসী নন।

আমি এ কথা বলিতেছি না যে যাঁহারা নিজ জীবনে ঈশ্বর ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য যত্নবান তাঁহাদের জীবন কেবল কষ্টময় নিরাশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং আনন্দ শূন্য। বিশ্বাসী সন্তান ঈশ্বর চরণে আপনার সুখ, সুবিধা ও ইচ্ছা অর্পণ করিলেন আর করুণাময় জগৎপিতা কি তাঁহার প্রতি বিমুখ রহিলেন ইহা কখন হইতে পারে না। তিনি যেমন বিশ্বাসী এমন বিশ্বাসী কে?

আমাদের আচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্র তাঁহার শেষ প্রার্থনায় বলিয়াছেন "মা তোমাদিগকে বড় ভালবাসেন। তোমরা একটি ক্ষুদ্র ভক্তিফুল মার হাতে দিলে, মা আদর করিয়া তাহা স্বহস্তে স্বর্গে লইয়া গিয়া দেব দেবী সকলকে ডাকিয়া তাহা দেখান এবং আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন, দেখ! পৃথিবীর অমুক ভক্ত আমাকে এই সুন্দর সামগ্রী দিয়াছে। ভাইরে, আমার মা বড্ড ভালরে, বড্ড ভাল, মাকে তোরা চিন্‌লিনে।" সাধক যখন নিজের সর্ব্বস্ব ঈশ্বরচরণে উৎসর্গ করিলেন তখন তিনি ভক্তকে নিজ ইচ্ছা পূর্ণ করিবার যে গৌরব তাহার অধিকারী করিলেন। ইহা অপেক্ষা মনুষ্য জীবনে শ্রেষ্ঠ গৌরব আর কি হইতে পারে? ভক্তবৎসল হরি সাধকের কামনা জড়িত মলিন সাংসারিক জীবনের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে আপনার পূর্ণ জীবনের অংশী করেন।

আচার্য্যের উক্ত প্রার্থনার শেষ অংশটুকু বলিতেছি। "এই মা আমার সর্ব্বস্ব। মা আমার প্রাণ, মা আমার জ্ঞান, মা আমার ভক্তি দয়া, মা আমার পুণ্য শান্তি, মা আমার শ্রী সৌন্দর্য্য। মা আমার ইহলোক পরলোক। মা আমার সম্পদ সুহৃতা। বিষম রোগ যন্ত্রণার মধ্যে মা আমার আনন্দ সুধা। এই আনন্দময়ী মাকে নিয়ে ভাইগণ, তোমরা সুখী হও। এই মাকে ছাড়িয়া

অন্ত সুখ অন্বেষণ করিও না। এই মা তাঁহার আপনার কোলে রাখিয়া তোমাদিগকে ইহলোকে চিরকাল সুখে রাখিবেন। জয় মা আনন্দময়ীর জয়! জয় সচ্চিদানন্দ হরে!"

বিশ্বাস ও প্রেম ধর্ম্মজীবনের দুরূহ পথকে সহজ গম্য করেন, বিশ্বাস কোন্ দুর্লঙ্ঘ্য বাধা না অতিক্রম করেন? প্রেম কোন্ মরুভূমিকে সরস করেন? কত অপমান নির্য্যাতন সহ্য করিয়া ভীষণ কষাঘাতে প্রাণত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে ঈশা তাঁহার অত্যাচারীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "পিতা ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কারণ ইহারা জানে না যে কি করিতেছে।" প্রেমে সব সরস হইয়া গেল। যে পিতার ইচ্ছা পালন করিতে গিয়া কশাঘাত সহ্য করিতে হইল, মৃত্যুর পূর্ব্বেই ঈশা এই প্রার্থনা করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, "পিতা তোমার হস্তে আত্ম সমর্পণ করিতেছি।"

পরীক্ষা ও বিপদের মধ্যে সেন্টপলের এই উপদেশ যেন আমরা না ভুলি যে, "ঈশ্বর আমাদের উপর এমন ভার কখন অর্পণ করেন না যাহা আমরা বহিতে না পারি।" পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহা হইতে মুক্ত হইবার পথও আমাদের জন্য স্থির করিয়া রাখেন।

বস্তুতঃ আত্ম-সংযম ও আত্ম ইচ্ছা ত্যাগ নিষ্ফল নীরস জীবন নয়। সাধক যখন আত্ম-সংযমে জয়ী হন ও আত্ম ইচ্ছা ঈশ্বর চরণে বলিদান করেন তখন তাহার পরিবর্ত্তে ভগবৎ স্বভাব লাভ করেন। ভগবৎ স্বভাব লাভ করিয়া, তিনি প্রেমে পূর্ণ হন। অন্তের প্রেমের অপেক্ষা না করিয়া তিনি সকলকে অকাতরে প্রেম দান করেন। যিনি সকলকে অকাতরে ভালবাসিতে পারেন তিনি প্রকৃত সৌভাগ্যবান। প্রেমের নিকট সকলেই পরাজিত। অপর দিকে সাধক ভগবৎ ইচ্ছার অধীন হইয়া ঈশ্বরের কার্য্যে ব্যস্ত হন। ইহাই তাঁহার জীবনের কার্য্য, ইহাই তাঁহার জ্ঞান, ইহাই তাঁহার অন্নপান। যদি ভগবৎ স্বভাব লাভ হইল ও ভগবৎ ইচ্ছা পালন করা হইল তবে মনুষ্য জীবনে আর কি অলভ্য রহিল? এই ত মনুষ্য জীবনের প্রকৃত গৌরব। ইহাই মনুষ্য জীবনের পূর্ণতা। ইহাই আনন্দপূর্ণ অনন্ত জীবন। ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই জীবন লাভে আমরা সর্ব্বদা প্রয়াসী থাকি।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু।—(লক্ষ্ণৌ)

—•—

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

শ্রদ্ধাস্পদ উপাধ্যায় ভাই গৌরগোবিন্দ রায়।

১লা মার্চ্চ যেমন চতুর্দ্দশ বৎসর দেহপুরবাসে বৈধব্য সাধন করিয়া সতী জগন্মোহিনী দেবী ব্রহ্মানন্দ আত্মার সহিত স্বর্গে পুনর্মিলিত হইলেন, তেমনি দলের প্রতিনিধিরূপে এই দিনে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দও সেই স্বর্গলোকে আচার্য্যের সহিত মিলিত হন। ব্রহ্মানন্দকে কেমন করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে তাহার সাধন তত্ত্ব বৎসরের পর বৎসর তিনি যেমন অভিব্যক্ত করিলেন এমন কে? "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" নামক আচার্য্যের বিস্তৃত জীবনীও তাঁহার এক মহাকীর্ত্তি। আচার্য্যের জীবনের কেবল ব্যাখ্যাতা তিনি নন, তাঁহার জীবনাদর্শ গ্রহণের জন্য সাধনেও তিনি বিশেষ ভাবে নিরত ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের মধ্যে সমন্বয় প্রদর্শন করিয়া তিনি যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার জন্য সমগ্র দেশ এবং জগত তাঁহার নিকট চিরঋণী। তাঁহার বৈরাগ্য, ত্যাগ, নিষ্ঠা, জ্ঞান, যোগ এবং ঋষিকল্প জীবন সকলেরই অনুকরণীয়। তাঁহার এই স্বর্গারোহণ দিনে উপাধ্যায় দেবের প্রতি শ্রদ্ধার্পণ করিয়া নবদেবালয়ে এবং প্রচারাশ্রম দেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়।

শ্রদ্ধাস্পদ ভাই কেদারনাথ দে।

আর কয়েকদিন মাত্র কার্য্য করিলেই পেন্সন্ প্রাপ্তিকাল পূর্ণ হয়, এমন সময়ে ভাই কেদারনাথ কার্য্য ত্যাগ করিয়া অনেকগুলি ছেলে মেয়ে পরিবার সহ প্রচারব্রত গ্রহণ করিলেন। আফিসের কর্ত্তা আর কয় দিন কাজ করিয়া পেন্সন লইয়া কার্য্যত্যাগ করিতে অনেক অনুনয় করিলেন, কেদারনাথ কোন পরামর্শ ই শুনিলেন না, কোন যুক্তিই মানিলেন না।

যাই ঈশ্বরের ডাক প্রাণে অনুভব করিলেন, পার্থিব লাভালাভের হিসাব কিছুই গণনা করিলেন না। দারিদ্র্য লক্ষ্মীর পদতলে সপরিবারে আত্ম-বিসর্জ্জন করিলেন। ঈশ্বরের চাকরী লইলে যে অনাহার দুঃখ সহিতে হয় তাহা পৃথিবীর চাকরীর অর্থ-বিত্ত অপেক্ষাও লোভনীয় ইহাই মনে করিলেন। কি অদ্ভুত তাঁহার বিশ্বাস, কি আশ্চর্য্য তাঁহার আত্ম-ত্যাগ। নিরীহ শান্ত প্রকৃতি সাধক তাঁহার মত এমন কে? তাঁহার ন্যায় নিঃশব্দে সকল কষ্ট বহন করিতে আর প্রায় কাহাকেও দেখা যায় নাই।

আচার্য্যদেবের তিরোধানের পর যখন প্রচারক মহাশয়দিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়, তখন তাঁহাকে নিজ বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিতেও যথেষ্টই সহ্য করিতে হইয়াছিল। এমন কি অনাহার সহ্য করিতেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই।

৮ই মার্চ্চ তাঁহার স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে কলিকাতায়, রাঁচিতে এবং কোচবিহারে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে।

ব্রহ্মনন্দিনী সতী জগন্মোহিনী দেবী।

নববিধান গৃহধর্ম্ম সাধনের বিধান। গৃহত্যাগে যে ধর্ম্ম সে ধর্ম্ম ইহা নয়। সংসারকে ধর্ম্মের সংসার করিতে নববিধান প্রেরিত। সপরিবারে যোগধর্ম্ম সাধন করিয়া সদলে সশরীরে স্বর্গবাস করা এই বিধানের উদ্দেশ্য।

তাই পুরাণে হরগৌরীর যোগ সাধন যেন নববিধানেও সেই সাধনেরই আদর্শ অনুসৃত। নরনারীর একাত্মতা যোগ

নববিধানের সংসার যোগ। এই জন্যই নববিধান প্রবর্ত্তক সহধর্ম্মিণীর সহিত সেই যোগ সাধনের আদর্শ জীবনে প্রদর্শন করিলেন ও তাহাই নববিধানের পথ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কে অস্বীকার করিতে পারে যে, সতী জগন্মোহিনী দেবীকে নববিধানে আচার্য্যের সহযোগিনীরূপে বিধাতা প্রেরণ করিয়াছেন? তাঁহার সহকারিতাতেই যে এই বিধান-প্রবর্ত্তক সংসার ধর্ম্ম সাধনে জনকের আদর্শ জীবনে প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন ইহা কি আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি?

সাধারণ লোকে তাঁহার জীবনের মহত্ত্ব দেবত্ব এখনও বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু যিনি সত্য বই মিথ্যা বলিতে জানেন না সেই ব্রহ্মানন্দই যাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন, তাহা আমরা কি গ্রহণ না করিয়া পারি? তিনি প্রার্থনায় বলিলেন, "মা অধিক আর কি বলিব, সকলে বিধানের শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করুন। আমরা দুজন একজন হইলাম, তোমার হইলাম। প্রাণেশ্বর, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, আমার যিনি সঙ্গের সঙ্গী তাঁকে আশীর্ব্বাদ কর। আমরা যেন প্রাণে প্রাণে অনন্তকালের জন্য গ্রথিত হইয়া সচ্চিদানন্দের সেবা করি, এই যোগের পথে অগ্রসর হই। আমি সচ্চিদানন্দের শিষ্য। হরগৌরীর ভাব সাধন করি। আমার পরিবার আমার ক্রোড়ে। আমি যেন মহাদেবের শিষ্য হইয়া পত্নীক্রোড়ে গম্ভীর যোগে মগ্ন হইয়া চিদাকাশে উত্থিত হই।"

তিনি আরো বলিলেন যে, "যাহারা প্রাণে প্রাণে সঙ্গী হইয়া এই পথে আসিতে চান তাঁহাদের সহিত দেখা হইবে। এই পথে যোড়া যোড়া চলিতেছে। আমি সস্ত্রীক একতারা বাজাইতে বাজাইতে এই পথে অগ্রসর হই।" তাই ব্রহ্মানন্দ-ব্রহ্মনন্দিনীকে একাত্মা বলিয়া গ্রহণে যেন আমরাও নববিধান পথে সপরিবারে অগ্রসর হইতে পারি।

১লা মার্চ্চ সতীর স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে নবদেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়। মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী উপাসনা করেন, ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ প্রার্থনা করেন। রাজাবাগ রাজপ্রাসাদেও ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র এবং মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবীও প্রার্থনা করেন।

বিশ্ব-সংবাদ।

আগ্নেয়গিরি।

ইটালি দেশে ভিসুবিয়াস নামক আগ্নেয়গিরি হইতে সম্প্রতি পুনরায় অগ্ন্যুদ্গীরণ হইতেছে। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলেন ইহার ফলে বহুদেশে, এমন কি ভারতেও ভীষণ ভূমিকম্প হইতে পারে। বিধানের ধর্ম্মাগ্নির উদ্গীরণেও এমনই সমস্ত জগত আন্দোলিত হয়।

***

খৃষ্টসমাজের মিলন।

খৃষ্টসমাজ কত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদ বশতঃ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। সুখের বিষয় এই সমুদয় সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা ভাঙ্গিয়া একতা সংস্থাপনের জন্য কিছুদিন হইতে স্কটলণ্ডে বিশেষ ভাবে চেষ্টা হইতেছে। সম্প্রতি সেখানে যতগুলি স্বাধীন মণ্ডলী Free Churches আছে সকলগুলি সমবেত হইয়া কতক কতক ছোটখাট বিভিন্নতা পরিহার করিয়া এক অখণ্ড মণ্ডলীরূপে পরিচালনের সুব্যবস্থা করিতেছেন। প্রাদেশিক বিভাগ করিয়া এক এক জন বিসপের অধীনে কতকগুলি করিয়া মণ্ডলী থাকিবে ও তাঁহারই নিয়মাধীনে মণ্ডলীগুলি পরিচালিত হইবে। পরস্পরের স্বাধীনতাকে সম্মান করিয়া খৃষ্টসমাজে যে এতদূর মিলনের ভাব উদ্দীপন হইয়াছে, ইহা নিশ্চয়ই আশাপ্রদ বলিতে হইবে। ইহাও নবযুগধর্ম্মের প্রভাব ভিন্ন আর কি? যুগধর্ম্মবিধাতা স্বয়ং এমনই করিয়া ক্রমে ক্রমে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়কে উদার প্রেমে উদ্দীপ্ত করিয়া যে এক নববিধানের মহামিলনে পরিণত করিবেন, ইহা তাহারই পূর্ব্ব নিদর্শন সন্দেহ নাই।

সংবাদ।

নামকরণ—৭ই মার্চ্চ, রবিবার, ভাগলপুরের অন্তর্গত বিহপুরে স্বর্গীয় ভাই দীননাথ মজুমদারের পৌত্র শ্রীমান্ যোগেন্দ্রনাথের তৃতীয় কন্যার শুভ নামকরণ অনুষ্ঠান নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই প্রমথলাল সেন উপাচার্য্যের কার্য্য করেন। কন্যার নাম "অপর্ণা" রাখা হইয়াছে। মা বিধানজননী শিশু ও তার পিতা মাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

উৎসব—ভাগলপুরের ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে ভাই প্রমথলাল সেন আহুত হইয়া উৎসব সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন। সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব ব্যতীত মহিলাদিগের ও শিশুদিগের জন্য বিশেষ বিশেষ দিনে বিশেষ উৎসব হইয়াছে। বিবরণ পাইলে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

প্রচারাশ্রম—প্রতিদিন প্রচারাশ্রম দেবালয়ে পূর্ব্বাহ্নে ৭॥০টায় মিলিত উপাসনা বেশ জমাট ভাবে সম্পন্ন হইতেছে। সন্ধ্যায় কীর্ত্তন পাঠ প্রসঙ্গাদি যথাসম্ভব হইয়া থাকে।

ব্রহ্মমন্দির—গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ রবিবার এবং মার্চ্চ মাসের প্রথম দুই রবিবার ভাই চন্দ্রমোহন দাস ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করিয়াছেন, এই উপাসনায় মা জগজ্জননীর সুমিষ্ট প্রকাশের স্পর্শ ই বিশেষ আশীর্ব্বাদ। মার্চ্চ মাসের অবশিষ্ট রবিবারেও তাঁহারই উপাসনা করিবার কথা।

স্মরণীয় দিন—১৫ই মার্চ্চ, নববিধানের প্রেরিত নিয়োগের সাম্বৎসরিক দিন। এই দিনে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে নববিধানের প্রথম প্রচারক মহাশয়দিগকে ঈশ্বর "প্রেরিত" বলিয়া স্বীকার করিয়া নববিধানাচার্য্য নববিধান প্রচারের জন্য দেশ বিদেশে প্রেরণ করেন। এই দিন স্মরণার্থ নবদেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়, প্রচারকদিগের ভিতর প্রেরিতত্ব স্বীকারের বিশেষত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া যাহাতে মানবের মানবীয় ভাব সত্ত্বেও সকলের ভিতর প্রেরিতত্ব দর্শনে আমাদের আত্মা উন্মুখীন হয় এজন্য প্রার্থনা হয়।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান—গত ১১ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার, কালীঘাটে মিঃ এস্. এন্. গুপ্ত মহাশয়ের বাটীতে আমাদের প্রিয় বন্ধু রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রনাথ সেনের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান তাঁহার পুত্রদ্বয় দ্বারা নবসংহিতার পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক এই অনুষ্ঠানে উপাচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করেন। অনুষ্ঠানে অনেকগুলি গণ্যমান্য আত্মীয় পরিজন যোগদান করিয়াছিলেন। অন্যান্য দানের সহিত পরলোকগত দেবীর স্বরচিত কয়েকখানি সুন্দর পুস্তকও বিতরণ করা হয়। মা বিধানজননী পরলোকগত আত্মাকে স্বর্গের সমগ্র আলোক প্রদান করুন এবং শোক সন্তপ্ত স্বামী, সন্তান ও আত্মীয়গণকে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ৮ই মার্চ্চ, সোমবার, শাস্ত্র সাধক স্বর্গগত ভাই কেদারনাথ দের সাম্বৎসরিক দিনে, তাঁর পুত্র শ্রীযুক্ত মনোনীতধন দের গৃহে, ৬।১ ওয়ার্ডস্ ইন্‌ষ্টিটিউশন ষ্ট্রীটে, প্রাতে শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গুপ্ত ও সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন এবং শ্রীযুক্ত মনোগতধন দের গৃহে, ৬৭।২ গড়পার রোডে প্রাতে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন, এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

১৫ই মার্চ্চ, সোমবার, চুঁচুড়ায় শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দাসের গৃহে, তাঁর পিতৃদেব স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র দাসের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দাস প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর সেবার্থ ১৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ৩রা মার্চ্চ, পূর্ব্বাহ্ণ ৩১নং হ্যারিসন রোড, শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। স্বর্গগত বন্ধুর পুত্রবধু বিশেষ প্রার্থনা করেন।

৭ই মার্চ্চ, পূর্ব্বাহ্ণে স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই রামচন্দ্র সিংহের সহধর্ম্মিণী স্বর্গগতা কুমুদিনী দেবীর সাম্বৎসরিক দিনে মঙ্গলপাড়ার গৃহে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা কার্য্য করেন। পুত্রগণ, পুত্রবধূ ও স্বর্গগতা দেবীর ভগ্নী প্রভৃতি উপাসনায় যোগদান করেন। স্বর্গগতা দেবীর জীবনের দেবগুণ সকল উল্লেখ করিয়া তাঁহার জন্য প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে শ্রীমান্ জনকচন্দ্র সিংহের দান ১৲ টাকা।

দানপ্রাপ্তি—১৯২৫ অক্টোবর মাসে প্রচার ভাণ্ডারে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে :—

একাকালীন দান।—অক্টোবর, ১৯২৫।

শ্রীযুক্ত যতিন্দ্রমোহন বীর সহধর্ম্মিণীর আত্মশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১০৲, শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন গুহ প্রথমা কন্যার নামকরণ উপলক্ষে ৪৲, শ্রীমতী আনন্দা চট্টোপাধ্যায় ১০৲, শ্রীমতী শশাঙ্কপ্রভা দত্ত শ্বশ্রূমাতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ২৲, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল গাঙ্গুলির পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১০৲, শ্রীমতী প্রিয়বালা ঘোষ পিতৃদেবের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে ২৲, শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্রনাথ মজুমদার পিতৃদেবের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ৪৲, শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ২৲, শ্রীমতী শান্তিপ্রভা মল্লিক পিতৃদেবের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ২৲, স্বর্গগত সাধক নন্দলাল সেনের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে ১০০৲ টাকা।

মাসিক দান।—অক্টোবর, ১৯২৫।

মাননীয়া মহারাণী সুনীতি দেবী ১৫৲, শ্রীমতী চারুবালা বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৲, শ্রীযুক্ত খড়্গসিংহ ঘোষ ৬৲, শ্রীযুক্ত জে, এন, সেন ২৲, শ্রীমতী ভক্তিমতি দেবী ২৲, শ্রীযুক্তা সরলা সেন ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন ১৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন ২৲, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ৪৲, শ্রীমতী সুমতি মজুমদার ১৲, স্বর্গগত মধুসূদন সেনের পুত্রগণ ২৲, শ্রীযুক্ত S. N. Gupta ২৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার ৫৲, শ্রীমতী প্রিয়বালা ঘোষ ৩৲, ব্রহ্মমন্দির ১০৲, কোন বন্ধু ১০০৲।

পুস্তক-পরিচয়।

"অমৃতবিন্দু" ২য় ভাগ। সেবিকা শ্রীমতী সুনিতী দেবী কর্ত্তৃক বিরচিত। মহারাণী সুনিতী দেবী রচিত অনেক সঙ্গীতই ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন নামে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানিতেও তিনি নিজ সুখ দুঃখময় জীবনে বিধাতার যে "অমৃত" পান করিয়া শান্তি সান্ত্বনা লাভে আশ্বস্ত এবং সুখী হইয়াছেন, তাহারই "বিন্দু" সমবিশ্বাসী বিশ্বাসিনীদিগকে বিতরণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। বাস্তবিক এই অমৃতবিন্দু পানে সমভাবাপন্ন আত্মা মাত্রেই পরিতৃপ্ত হইবে বিশ্বাস করি।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

ইংরাজী বৎসরারম্ভে "ধর্ম্মতত্ত্বের"ও নববর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। ধর্ম্মতত্ত্বের গ্রাহক অনুগ্রাহক, অভিভাবক সকলেই যে সহৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন, তাঁহাদের অনুগ্রহই ইহার জীবনোপায়। অতএব তাঁহারা যদি নিজ কৃপাগুণে নিজ নিজ অর্থ সাহায্য যথাসময়ে না দেন কেমন করিয়া ইহার জীবন রক্ষা হইবে। প্রেসের কর্ম্মচারীগণ যথাসময়ে বেতন না পাইলে আমাদিগকে তাহাদের অভিসম্পাত ভোগ করিতে হয়। তাই সানুনয়ে গ্রাহক মহাশয়দিগের চরণে ধরিয়া মিনতি করি আমাদিগকে এই ঋণ পাপ ও অভিসম্পাত হইতে যেন মুক্ত করেন। দানশীল অভিভাবকগণও যদি কিছু কিছু এককালীন অর্থ সাহায্য দান করিয়া আমাদিগকে ঋণদায় হইতে অব্যাহতি দেন কৃতার্থ হইব।

Edited, on behalf of the Apostolic Durbar, New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৬১ ভাগ। ৬ষ্ঠ সংখ্যা। | ১৬ই চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৩২ সাল, ১৮৪৭ শক, ৯৭ ব্রাহ্মাব্দ। 30th March, 1926. | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩ ।

[illegible]

মা, তুমিত নিত্যই বলিতেছ "আমি আছি" "আমি আছি", কিন্তু আমি দেখি কই, শুনি কই ? যতক্ষণ না তুমি দেখাও শুনাও, ততক্ষণ ত দেখিয়াও দেখি না, শুনিয়াও শুনি না। তাই জীবন থাকিতেও আমি মৃত, চক্ষু থাকিতেও আমি অন্ধ, কর্ণ থাকিতেও আমি বধির। আবার আমার অবস্থা এমন হইলেও, আমি ত আমার প্রকৃত অবস্থা বুঝি না, স্বীকার করি না। রোগী যেমন তাহার রোগ বুঝিতে পারে না, রোগ থাকিলেও আপনাকে সুস্থ মনে করিয়া কুপথ্য করিতে চায়, আমারও দশা যে তাই। আমি মোহ-রোগে আছন্ন, অবিশ্বাসে মৃতপ্রায়, অজ্ঞানতাতে অন্ধ, পাপ-কুপথ্য আহারে আসক্ত এবং তব ধর্ম্মপথে চলিতে নিতান্ত অশক্ত। তুমি ভিন্ন কে আমার এ দুরবস্থা জানে ? তাই কাতর প্রাণে ভিক্ষা চাই, তুমি যেমন আমার দুরবস্থা দেখিতেছ, আমাকে সেই ভাবে তুমিই জানিতে দাও আমার এ অবস্থা, কাঁদিতে শেখাও আমার এই দুর্গতি স্মরণে। তোমার সন্তান হইয়া, তোমায় না চিনিয়া, তোমার না হইয়া, আমি যে কি ঘোর বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে তুমি না দিলে কই আমি পারি? আমাকে তোমার আত্মশক্তি-বলে আত্মজ্ঞান দিয়া, আকুলপ্রাণে কাঁদিতে শিখাইয়া, তোমার পদানত কর। মা, তুমি তোমার অনন্ত স্নেহগুণে সকল সকল ব্যাধি হরণ কর এবং তোমার কোলের শিশু করিয়া আমাকে শুদ্ধজীবনে নবজীবনে সঞ্জীবিত কর। এবং তোমারই যোগানন্দ-সুধাপান করাইয়া চিরজীবী ও চিরসুখী কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

দীনবন্ধু, কেবল আত্মবিশ্বাস, আত্মজ্ঞান হইল না, আত্মপরীক্ষা করিলাম না, কিজন্য পৃথিবীতে আছি এ কথা কে বুঝাইয়া দিবে ? আত্মন্, একবার তোমার ঘুম ভাঙ্গুক, জাগ, জাগাও। হায়, বিমূঢ় আত্মা, আত্মবিস্মৃত আত্মা, ধিক্ তোমার বুদ্ধিকে। আমার আত্মা আমার সর্ব্বনাশ করিল। আত্মা আমার শরীর মনকে দলিত করিয়া আর একজনের হাতে সমর্পণ করিল। আমার ক্ষুদ্র আত্মাকে উন্নত কর। এ পাড়ার সকলে নিদ্রিত, আপনাদিগকে চেনে না। হে কৃপাসিন্ধু, দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন জাগিয়া চারিদিকে তাকাইয়া দেখি যে এখনও ঢের বেলা, অনেক কাজ, এবং শ্মশান হইতে ফিরিয়া উদ্যম-ক্ষেত্রে গিয়া তোমার নববিধানের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে নিযুক্ত হই; একবার অবসন্নদিগকে এইরূপ বল দাও।—দৈঃ প্রাঃ, ৬ষ্ঠ।—"জাগ্রত কর"।

করুণাসিন্ধু, তুমি আমাদিগকে বর দিলে, চিরজীবী হও। এর অর্থ কি? চিরজীবী হব পরলোকে, চিরজীবী হব এই পৃথিবীতে। হে কৃপাময় হরি, যে বাড়ীতে থাকিব চিরকাল, সে বাড়ী ঠিক করে দাও। প্রেমময় হরি, যদি অমরত্বের আশীর্ব্বাদ করে থাক, তবে অমর কর।—দৈঃ প্রাঃ, ৮ম।—"অমরজীবন"।

হে মঙ্গলময়, হে দুর্ব্বলের সহায়, আমাদিগকে নবজীবন-দানে কৃতার্থ কর। জীবন পুরাতন হইলে দুর্গন্ধ হয়, বল থাকে না; অতএব ঠাকুর, তোমার পাদপদ্ম ধরিয়া প্রার্থনা করি, পৃথিবীর নিকৃষ্ট জীবন যাহা তাহা ত্যাগ করিতে দাও। পুরাতন পচা হৃদয়ে কাজ কি? আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে এক একখানি নূতন জীবন লইয়া আনন্দিত হইতে পারি।—দৈঃ প্রাঃ, ৭ম।—"নবজীবন"।

"আমি আছি"—"তুমি আছ"।

আর একটা "তুমি আছ"। এই দুইটী কথাতেই সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্র ঘনীভূত।

আদিতে ব্রহ্ম বলিলেন, "আমি আছি" বা "অহমস্মি।" অব্যক্ত, অজানিত, দুর্জ্জেয়, অজ্ঞেয় যিনি, তিনি যখন সংসারে লীলাময়রূপে ব্যক্ত হইলেন বা আত্মপ্রকাশ করিলেন, তখনই নিনাদিত হইল "আমি আছি"।

তিনি ত ছিলেন, আছেন, থাকিবেন নিত্য কাল। আপন সত্তায় আপনি স্বয়ম্ভূ হইয়া নিত্য রহিয়াছেন ও থাকিবেন। কিন্তু তিনি আপন লীলা বিহার করিতে ভক্তমানবের নিকট আত্মস্বরূপ প্রকাশ না করিলে, ত কেহ সেই দুর্জ্জেয় অজ্ঞেয় বাক্য মনের অতীত ভূমা মহান্ পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে পারে না। তাই তিনি "আমি আছি" "আমি আছি" "আমার নাম আমি আছি" এই বাণী মানব হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত করিলেন।

এই ধ্বনি তিনি নিত্যই নিনাদিত করিতেছেন, কেন না তাহা না হইলে "অশব্দ" যিনি, তাঁহাকে কে জানিবে? তাই তিনি এই শব্দযোগে মানবহৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রকাশ করিতেছেন এবং অনন্তকাল এই ধ্বনিতে মানবাত্মাকে জাগাইতেছেন, ইহাই তাঁহার প্রেমলীলা। মানবাত্মার প্রতি স্নেহপরবশ হইয়াই তিনি আপনার পরিচয় আপনি দিতেছেন বা আপনাকে আপনি জানাইতেছেন; তিনি স্বয়ং আপনাকে জানিতে চিনিতে না দিলে কে তাঁহাকে জানিতে বা জানাইতে পারে? তিনি যে এক অদ্বিতীয় হইয়া আছেন এবং নিজ হস্তে সমুদয় বিশ্ব পরিচালন করিতেছেন, মানবের গতি ও নিয়তি তাঁহারই হস্তে, তিনি ভিন্ন মানবের পরিত্রাণের মন্ত্র কেহই জানে না। পাপীর মুক্তি তাঁহারই ইচ্ছায় হয়, তিনি বিনা মানবের সংসারের সকল আসক্তির বন্ধন কে ছিন্ন করিতে পারে এবং কেই বা আত্মার ব্রহ্মানন্দ বিধান করে? তিনিই একমাত্র সচ্চিদানন্দ।

যতক্ষণ না মানবাত্মা তাঁহার সেই "আমি আছি" সত্তা উপলব্ধি করিয়া সেই "আমি আছি" ধ্বনি শ্রবণ করেন ও "তুমি আছ" "তুমি আছ" বলিয়া প্রতিধ্বনি করেন বা সায় দেন, ততক্ষণ কেমনে তাঁহার মহিমা জগতে বিস্তার হইবে? তিনি যে "আমি আছি, আমি আছি" বলেন তাহা কে শুনে, কে স্বীকার করে? তাই ভক্তকে তাঁহারই প্রেরণায় "তুমি আছ, তুমি আছ" বলিয়া স্বীকার করিতে দেন এবং তাহাতে তিনি ভক্তের নিকট আরও উজ্জ্বলরূপে আত্ম-প্রকাশ করেন। তাহাতেই ভক্তের আত্মজ্ঞান উজ্জ্বল হয়, তাঁহার স্বতন্ত্রবোধ নির্ব্বাণ হয়, তাঁহার হৃদয়ে ভক্তি প্রেমের উদ্দীপন হয়, ব্রহ্ম সর্ব্বস্ব বোধ হয়, মোহমায়ার সকল বন্ধন ছিন্ন হয় এবং তিনি মুক্তাত্মা বা পুণ্যময় পরমব্রহ্মের স্বরূপগত আত্মা হইয়া নিত্য ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হন।

সুতরাং "আমি আছি" শব্দের প্রতিধ্বনি "তুমি আছ"। ব্রহ্ম যেমন "আমি আছি" নামে অভিহিত, ভক্তও তেমনি "তুমি আছ" বলিয়া প্রতিধ্বনি করিবার জন্য প্রেরিত। এই জন্যই ব্রহ্মপুত্র বলিলেন, "যে আমাকে দেখিয়াছে, সেই আমার পিতাকে দেখিয়াছে", কেন না ব্রহ্মের প্রমাণ-স্বরূপ হইতেই ব্রহ্মনন্দনের জীবন। তিনি যে ব্রহ্মের পবিত্রাত্মার দ্বারাই সঞ্জাত সঞ্জীবিত, আর ব্রহ্মেরই স্বরূপ-গত জীবাত্মা, ইহাই তিনি জীবনে প্রদর্শন করিলেন। ইহাই মানব জীবনের গতি ও নিয়তি বলিয়া বিধাতা বিধান করিয়াছেন। সেই "আমি আছি" সত্তায় আত্মস্থ হইয়া, "তুমি আছ" বলিয়া জীবন দ্বারা প্রতিধ্বনিত করিতেই, এ মানব-জীবন আমরা লাভ করিয়াছি। বিধানজননী আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এই "আমি আছি" স্বরূপে বাঁচিয়া আমরা সত্য সত্য বলিতে পারি "তুমি আছ"।

ব্রহ্মোপাসনা সাধন।

আহার পান বিনা যেমন শরীর রক্ষা হয় না, ব্রহ্মোপাসনা বিনা তেমনি আমাদিগের আত্মা বাঁচে না। ব্যায়াম যেমন শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিপুষ্টির জন্য নিতান্ত প্রয়োজন, তেমনি আত্মিক জীবন রক্ষার একমাত্র উপায় ব্রহ্মোপাসনা। এই উপাসনা সাধন না করিলে আমাদিগের জীবন নিশ্চয়ই শুষ্ক, বলহীন, মৃতপ্রায় হইবেই হইবে। এইজন্য অন্নপান যেমন নিত্য প্রয়োজনীয়, তেমনি আত্মার অন্নপান জানিয়া নিয়মিতরূপে ব্রহ্মোপাসনা করিতে হইবে।

বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে ব্রহ্মোপাসনার বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, কিন্তু নববিধান সেই সমুদয় প্রণালীকে সমন্বিত করিয়া যে অভিনব প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে সকল প্রণালী একাধারে সংগ্রথিত।

শরীরের পরিপুষ্টি সাধনের জন্য যেমন বিভিন্ন আহারীয় দ্রব্য আহার পানে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন উপাদান সকল সংরক্ষিত হয়, তেমনি নববিধান [illegible] উপাসনা প্রণালীতে আত্মার সকল ভাব পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে।

যেমন শরীরের রক্ত, মাংস, মেদ, মস্তিষ্ক বিভিন্ন উপাদান বিভিন্ন পদার্থ আহারে পরিপুষ্ট হয়, তেমনি আত্মারও জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, পুণ্য, শান্তির পরিপুষ্টির জন্য ব্রহ্মোপাসনার বিভিন্ন অঙ্গ সাধন করিতে হয়।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মবিধানে এক এক অঙ্গ সাধনেরই প্রাধান্য দেখা যায়। কোন ধর্ম্মে নাম জপ, কোন ধর্ম্মে প্রার্থনা, কোন ধর্ম্মে মহিমা কীর্ত্তন, কোন ধর্ম্মে সংকীর্ত্তন, কোন ধর্ম্মে ধ্যান যোগ, কোন ধর্ম্মে শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদি প্রধান। কিন্তু বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম বিধানের ব্রহ্মোপাসনায় এই সকল অঙ্গই সমভাবে সমন্বিত।

শরীরের আহার পানে যেমন চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, তিক্ত, কষায়, অম্ল, মধুর সমুদয় রসের সমাবেশে পূর্ণ পুষ্টি সমাহিত হয়, কোন একটি মাত্র পদার্থে তাহা হয় না, সেইরূপ নববিধান বিজ্ঞান যে ব্রহ্মোপাসনা-প্রণালীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহাতেও সেইরূপ সর্ব্ব-ধর্ম্ম সাধনের সকল অঙ্গ একাধারে সমাবিষ্ট হইয়াছে।

ইহাতে বেদ, বাইবেল, কোরাণ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের সকল প্রণালীই সমাদৃত ও সংগ্রথিত। আমাদের উপাসনার কোন প্রণালীই উপেক্ষিত হয় নাই। সুতরাং সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীই এই সার্ব্বজনীন প্রণালী অবলম্বনে উপাসনা সাধন করিয়া পূর্ণ ধর্ম্মজীবন লাভে ধন্য হইবেন।

এই উপাসনা-প্রণালী স্বয়ং বিধানপতি পবিত্রাত্মাই নববিধানে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ইহাই বিশ্বাস করিয়া আমরা এই ব্রহ্মোপাসনা সাধন করি। এবং তাহা অবলম্বনে সত্যই আমরা প্রতিদিন নব নব ধর্ম্মজীবন-শক্তি লাভ করিয়া ধন্য হই।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

নববিধানের বীজ।

মাননীয় সহযোগী "তত্ত্ববোধিনী" ফাল্গুনের সংখ্যায় "The Apostles and Missionaries of the Navavidhan" গ্রন্থের সমালোচনায় লিখিয়াছেন, "সমালোচ্য গ্রন্থে নববিধানের বীজ বলিয়া যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই যদি অবিসম্বাদিতভাবে নব-বিধানের বীজ হয়, তাহা হইলে আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত নববিধা-নের প্রভেদ কোথায়?" বাস্তবিকই ত যে সত্যের বীজ হইতে স্ফূর্ত্তি [illegible] প্রভেদই কেন হইবে? আমরা বিশ্বাস করি, যে বীজ হইতে নববিধান বৃক্ষ উদ্ভূত, আদি ব্রাহ্মসমাজ এবং ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ তাহারই ক্রম-বিকাশের এক একটী অবস্থা যাহার পরিণতি বা পূর্ণ অভিব্যক্তি নববিধান। বীজতত্ত্বে বিশ্বাসী হইলে, ফল-ফুলশোভিত বৃক্ষের বিকাশেও বিশ্বাস করিতে হয়। হরিদ্বার হইতে গঙ্গা উদ্ভূত হইল, তাহাতে আমরা যদি বাঁধ বাঁধি, তবেই সে স্রোত কালীঘাটের গঙ্গার ন্যায় আবদ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু প্রবহমাণ স্রোত অবাধে সাগরসঙ্গমে মিলিত হয়; তেমনি বিধানের বীজ বিধাতা স্বয়ং যে ভাবে অভিব্যক্ত করিতে চান তাহাই করিতেছেন, যদি ইহা আমরা সকলেই বিশ্বাস করি, তাহা হইলে আর আমাদের কিছুই প্রভেদ থাকে না। প্রবীণ সহযোগী যেমন বীজের পার্থক্য নাই স্বীকার করিয়াছেন, তেমন বিধাতার স্বহস্তে রোপিত বীজ হইতে যে নব পল্লবিত বৃক্ষের উদ্ভব তাহাও বিধাতারই হস্তে রচিত বলিয়া যদি গ্রহণ করেন, আর কোন প্রভেদই দেখিতে পাইবেন না।

সত্যের শক্তি।

বীজ অতি ক্ষুদ্র। যখন তাহা মৃত্তিকার অভ্যন্তরে রোপিত হয়, তখন তাহা মৃত জড়বৎ, তাহার ভিতর কোন জীবনী-শক্তি আছে কেহ অনুভবই করিতে পারে না। তাহার উপর মৃত্তিকা স্তূপীকৃত হইল, কিন্তু আশ্চর্য্য জীবনী-শক্তির প্রভাব, সে মৃত্তিকাস্তূপও ভেদ করিয়া বীজ অঙ্কুরিত হইল এবং ক্রমে প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইল। জড়শক্তির

যদি এত প্রভাব হয়, সত্যশক্তির প্রভাব বল তাহার অপেক্ষা অনন্ত। সত্যই জড় আবর্জ্জনা, মানবীয় বিদ্যা বুদ্ধির মৃত্তিকা তাহার উপর স্তূপীকৃত হউক না, সকলই ভেদ করিয়া তাহা উত্থিত হইবেই। কোন বাধাই সে মানিবে না। বিধানের সত্যের শক্তি এমনই জীবন্ত শক্তি।

পরলোকস্থ আত্মাদের সহবাস কেমনে হয়?

বিজ্ঞান বলেন, কিছুই ধ্বংসশীল নয়। জড় যদি ধ্বংসশীল না হয়, আত্মা যে অবিনশ্বর ইহা চিরপ্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্ম যেমন নিত্য বিদ্যমান, তেমন সকল মানবাত্মাই অবিনশ্বররূপে তাঁহাতেই অবস্থিত। জড়দেহ ভস্মীভূত হইলেও এই আত্মা পরমাত্মাতেই বাস করিতেছেন। ইহা কেবল উপলব্ধি হয়, যদি আমরা ঈশ্বরের নিত্য বিদ্যমানতায় প্রত্যক্ষ বিশ্বাসী হই। আকাশে যেমন বাতাস আছে, তেমনই পরমাত্মাতে আমাদের প্রিয়জনগণের আত্মা রহিয়াছেন, ব্রহ্মসহবাস সাধন করিলেই তাঁহাদেরও সহিত সহবাস সাধন সহজ হয়। যাঁহাদিগকে ব্রহ্ম আমাদিগকে দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে চিরতরেই তিনি দিয়াছেন। কেবল ব্রহ্মযোগ সাধন করিলেই আমরা তাঁহাদিগের সহিত আত্মিক [illegible] চিরদিন সম্ভোগ করিতে সক্ষম হই।

ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের আত্ম-কথা।

হে প্রেমস্বরূপ, যদি আমাদের মধ্যে আর উন্নতির সম্ভাবনা না থাকে, যাহা হইয়াছে তাহাতেই সকলের উন্নতির পরিসমাপ্তি হয়, তবে আর অকর্ম্মণ্য জীবদিগের পৃথিবীতে থাকিবার প্রয়োজন কি? যদি ইহাদের সকলের মত ও চরিত্র গঠন হইয়া গিয়া থাকে, লইবার বা শিখিবার কিছু বাকি না থাকে, তবে আর আমার পৃথিবীতে থাকিবার প্রয়োজন কি?

যাহার যা করিবার আপনি করিয়া লইয়াছেন। হে পিতা, ইহাদের ভার লইয়াছ? নাটক শেষ হইয়াছে, মানুষ জোর করিয়া কেন বাজাইবে? যতক্ষণ কাজ ততক্ষণ দরকার।

একটা অবস্থা আছে, মন যার ওদিকে আর যায় না। খুব ভক্তি প্রেম উপাসনা, তারপর একটা সীমা। একটা সীমা পর্য্যন্ত গিয়ে মানুষ এক আধটু উপাসনা করে কোন রকমে দিন কাটাইয়া দেয়।

ঠাকুর ঘরে আমোদের কাজ আর হয় না। আবার আস্তে আস্তে সংসারে চলে যাবেন সকলে। প্রেমের মৃত্যু হবে। মিছামিছি সময় কাটাইবার জন্য তোমাকে ডাকা এই রকম ব্যাগার ঠেলা হবে। মা, সাধু হব, কিন্তু মিলন হবে না।

বিশ্বাস নাই পরস্পরকে, প্রেম নাই, অধীন কারো হব না। ভাইয়ের জন্য প্রাণ দেব কেন? এক নৌকায় স্বর্গে যাওয়া হবে না, একলা গিয়ে নরকের রাজা হব, কিন্তু সকলের সঙ্গে স্বর্গে যাব না সকলে এই কথা বলবে। মা, দেখ কি হচ্ছে।

আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই অন্ধকারের মধ্যে তোমার শ্রীপাদপদ্ম ধরে যতটুকু আলো পাই তোমার নিকট হইতে, সেরূপ কাজ করি।

আর্য্যনারীসমাজের উৎসব উপলক্ষে।

[২৮শে জানুয়ারী, ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ]

ভগ্নীগণ, আজ আনন্দ সুখের দিনে সকলে উপস্থিত অনুপস্থিত দূরে নিকটে প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়াছি। এ উৎসব সামান্য নয়। আজ আমরা সংসারে থাকিয়া অখণ্ড নিরাকারের পূজা করব বলে এসেছি। যাঁহার পূজা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড করিতেছে, আকাশের চন্দ্র সূর্য্য পবন সকলের সঙ্গে মিলে আমরা পূজা করছি। ব্রহ্মানন্দের স্নেহ আহ্বানে এসেছি। এক বৎসরের কত ঘটনার মধ্য দিয়ে এসেছি। আজ কত আসন শূন্য রয়েছে।

ইহকালে পরকালে সকল ভগ্নী এক হয়ে মিলেছি নিরাকার হরির চরণতলে। সংসার যে তাঁরই, তা ভুলে যাই, তাই কষ্ট পাই। যে প্রিয়জনদের তিনি দিয়াছিলেন, তিনিই নিয়েছেন, আমার যে কিছু নাই; তাঁরই সব এ কথা মনে রাখি নাই কেন? তিনি আদর করে সংসার সাজিয়ে স্বামী পুত্র কন্যা দিলেন। আবার তাঁর জিনিষ তিনি সময় হইলে তুলিয়া লইলেন। আমার আমার বলেই আমরা কষ্ট পাই। তিনি এই শোক দুঃখ নানা কষ্টের মধ্যে সখা হয়ে সুখের বাঁশি বাজাচ্ছেন।

এই যে এক বৎসর পরে এলাম, প্রশ্ন করি, কাহাকেও কি সুখী করেছি? কোনও ভাল কাজ করে এসেছি কিনা, কিছুই ত করি নাই। স্বার্থপরতার কঠিন প্রস্তর মেরে পরপ্রাণে আঘাত করেছি। বেঁচে আর কি সুখ? এই সকল অবিশ্বাসের কথা শুনিয়ে কষ্ট দিয়েছি। পাথরের মালা গলায় করে বেড়িয়েছি। পাথর ছড়িয়ে যাচ্ছি। তথাপিও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের পতি যিনি বলেছেন যে, "তোরা আমার," এই আশার কথা শুন্‌লে ভয় থাকে না। এখন ভবসিন্ধু নিকটে, শেষের দিন নিকটে। আজ আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি না, স্নেহ করেই বলছি, যারা বালিকা যুবতী তোমরা শুন, সংসারে অনাসক্ত হয়ে থাকবে। নারীর জীবনে অনেক কাজ, তার মধ্যে যার অনাসক্ত জীবন, সেই সুখী। বিধাতা সংসার সুখের করে স্বামী দিলেন, সে স্বামীকে তুলে নিলেন, সংসার ভেঙ্গে গেল, ভবিষ্যৎ আঁধার হল। সন্তান যে মায়ের কোলে হাসছিল, কেন তুলে নিলেন? তাঁরই সব। আপনার বলিবার কিছু নাই। শৈশবে যৌবনে বার্দ্ধক্যে নানা রকম ভাবনায় জড়িয়ে রেখেছে। কত দোষ, কত ত্রুটি, কত অপরাধ, অনুতাপের পর অনুতাপের আগুন জ্বলেছে। এই উপাসনায় সময়ও মনস্থির

করতে পারলিনে? তোরা কেন এমন করে রয়েছিস," স্বর্গধাম থেকে দেবীগণ বলছেন। অনন্ত উন্নতির পথের যাত্রী, আমাদের মনে হচ্ছে কাল সূর্য্যোদয়ে যদি প্রাণ চলে যায়? কি কর্‌লাম ভেবে এসে এই কথাই মনে হচ্ছে। আর নিরাশার অশ্রুজল ফেলে অন্যের মনে যেন নিরাশা জাগাইও না। সকলকে হেসে আশা দিও। তিনি জানেন আমাদের হৃদয়ের ভাব, তিনি সবই দেখছেন।

এই ঘোর কলি যুগে নিরাকার হরির যে পূজা করে তার প্রাণে শূন্যতা থাকতে পারবে না। পথের মাঝে দাঁড়িয়ে কেন অন্যকে কষ্ট দেব? ও ভবিষ্যতের লোকেদের কেন নিরাশা দিয়ে যাব? নিরাকার ব্রহ্মের পূজা কচ্ছে, আনন্দঘন মাকে দেখেছি, এ সব কথা কি বাতাসের সঙ্গে মিশে যাবে? জীবন চাই। বাহিরের কথাতে নয় জীবনে তার প্রমাণ দিতে হবে। প্রত্যেকের জীবনে কাজ আছেই আছে। শান্তিধাম যাহাদের বাড়ী, তারা কি অনিত্য লইয়া থাকে? যদি এই উৎসবে নবজীবন লাভ করি যেন আর স্বার্থপর হয়ে না থাকি। এখন মনে করি কাহাকে কি কঠোর বলে কষ্ট দিয়াছি। ১২ ঘণ্টার ভিতর কত লোককে কষ্ট দিয়েছি। অন্যের প্রতি কঠোর নির্ম্মম হইয়া তাঁর কাছে যদি স্নেহ দয়া চাই সে স্নেহ, সে দান আসে না। যদি দেবতাকে বলি আমাকে স্বর্গধামে নিয়ে চল তিনি লইবেন না। তবে অন্যায় কথা ব্যবহার ছেড়ে ভগবানের চরণতলে যাই। এখনও ছোট কথা লয়ে থাক্‌ব? জেনে শুনে স্বর্গদ্বার উদ্ঘাটিত দেখেও চক্ষু মুদে থাক্‌ব? এ শুষ্ক প্রাণ নিয়ে কি হবে? প্রভুর দাসী হয়ে থাক্‌ব বলে এসেছি। প্রভুর উপর বিশ্বাস করি নাই তাই কত নীচে রয়েছি।

এই বৎসর যেন নিত্য উৎসব হয়। এ উৎসব আনন্দের উৎসব, ব্রহ্মানন্দের আনন্দময়ীর উৎসব। প্রাণে প্রাণে মিলন। শান্তিধাম কমলকুটীরে মিলন। আগামী বৎসরে জানি না এই পূজার স্থানে সকলে মিলিত হইব কিনা, যে যেখানেই থাকনা কেন আমরা সকলে সেই অনন্ত পথের যাত্রী। নিরাকার হরি যে সব দেখ্‌ছেন। আর অবিশ্বাস নয়। ভগ্নীগণ, প্রাণ সর্ব্বদা সরস কোমল রাখিবে। প্রভু কষ্ট দিচ্ছেন এ কথা বল না। তিনি অনন্ত করুণা, অশেষ দয়ার পরিচয় দিচ্ছেন। আমরা স্বার্থপর পরের প্রাণে কষ্ট দিয়ে আঘাত করি। আমি তোমাদের স্নেহভরে বল্‌ছি আমরা যে তাঁরই, বালিকা যুবতী বৃদ্ধা যে যৎটুকু পারি প্রভুর কাজ করে যেন মহামিলন সঙ্গীত করে মহামিলনের আনন্দলাভ করি। প্রত্যেকের হৃদয়তন্ত্রী বেজে উঠ্‌বে।

সেই দিনের জন্য অপেক্ষা কর্‌ছি। কত লোকের নিনাদ দুঃখের আর্ত্তনাদ পরীক্ষার ভিতর "আমি যে প্রভুর দাসী" তার প্রমাণ দিতে হবে। তাঁহার আনন্দ সুখের বাঁশি শোকে পরীক্ষার বেদনা শুনে আমাদের বল্‌ছে "হাস"। তিনি সবই দিয়েছেন, নারী জীবন বড়ই দুর্ব্বল বড়ই অসহায়। তিনি বিনা কে দিবে শক্তি, কে দিবে শান্তি? সবের ভিতর থেকে বল্‌তে হবে কিছুই আমার নয়, সবই প্রভুর। সুখের সংসার করে হৃদয়ের পুতুলগুলি সাজিয়ে দিলেন সকল অভাব দূর করিলেন, সেই দেবতাকে কি ভুলে থাক্‌ব? এখন কি আর ছোট বিষয় নীচ চিন্তা কিসে পরের অপকার হয় তাই নিয়ে ভুলে থাক্‌ব? এ দেহও তিনি সৃষ্টি করেছেন। মলিন ভাব ভিতরে, কি করে তাঁকে রাখ্‌ব? তাঁর প্রেমে মাখা শ্রীচরণ শুষ্কহৃদয়ে কি করে পূজা কর্‌ব? ভক্তি না থাকিলে কি আরাধনার ফুল ফোটে? প্রেম না থাকলে কি তাঁর পূজা হয়? ভাব না থাকিলে সঙ্গীত হয় না। যিনি এত প্রেম করেন তাঁকে ভুলে রয়েছি। বড় ভালবেসে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আমরা এখনও স্বার্থপর হয়ে রইলাম? আমরা সেই সখারই বংশী শুনে চলেছি এই বিশ্বাস করে চলি। আমরা তাঁহারই দাসী।

হে ভক্তবৎসল ঠাকুর, আজ অন্তরে বাহিরে পূর্ণভাবে তুমি প্রকাশিত। তোমার চরণের কি সৌন্দর্য্য কি সৌরভ সকলকে মুগ্ধ করে রেখেছে। ভগ্নীগণের নাম লেখা রহিল। ভক্তের প্রার্থনা ও কন্যার প্রার্থনা শুনিলে। তাঁদের প্রার্থনা পূর্ণ কর। আমাদের প্রাণের ভিতরগুলো ভাল করে দেখ। সেখানে তোমার রূপ লাবণ্য প্রকাশ কর। আর ক্লান্ত হয়ে রাখির ...

দিয়ে পড়ে যায় তবুও দাও। সব কান্না ঘুচিয়ে শূন্য হৃদয় পূর্ণ করে হৃদয়-তন্ত্রী তোমার তন্ত্রী হয়ে বেজে উঠুক। তোমার দুঃখহারী নাম জপ করি, হরিনাম করি। সর্ব্বদা তোমাকে চক্ষে চক্ষে রাখি। আজ আমাদের সকল দুঃখ দূর কর্‌ব বলে এসেছি তুমি চিরদিন আমাদের কাছে এই রকম করে থাকবে। উৎসবের দিন ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু তুমি খুব দেখা দাও, আমরা দেখে শুনে তোমার চরণে, মোহিত হয়ে পড়ে থাকি এই তোমার চরণে প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীমতী সুনীতি দেবী।

—•—

শ্রীদরবারের অনুশাসন।

[শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের দেহাবস্থান কালে]

২৬শে আষাঢ়, সোমবার, ১৭৯৯ শক—

১। প্রশ্ন।—পৈতৃক সম্পত্তি এবং স্বরচিত পুস্তকাদিতে প্রচারকের অধিকার আছে কি না?

উত্তর।—না, কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ চেষ্টা করিতে পারেন যাহাতে সেই সম্পত্তি এবং পুস্তকাদির উপসত্ব তিনি এবং তাঁহার পরিবার ভোগ করিতে পারেন।

২। প্রচারকের পরিবার পালন সম্পর্কে দ্বিবিধ নিয়ম হইতে পারে।

(১) ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়া নিজে নিজের পরিবার পালন করা

(২) প্রচার কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষের উপর পরিবার প্রতিপালনের সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করা।

৩। আচার্য্য মহাশয় বলেন,—আমি প্রচার কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছি, সুতরাং আমি তাহার একটী পয়সা গ্রহণ করিলেও আমার পক্ষে পরপ্রাপ্য গ্রহণ করার অপরাধ হইবে। আমার প্রতি ঈশ্বরের এই আদেশ যে আমি যেমন প্রচারকদিগের পরিবার প্রতিপালন করিব, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমার আপনার পরিবারও প্রতিপালন করিব।

২ রা শ্রাবণ, সোমবার, ১৭৯৯ শক—

(১) উপবাস নিষিদ্ধ, দ্বিতীয়তঃ প্রচার কার্য্যালয়ের প্রদত্ত আহার পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুদিগের নিকট ভিক্ষা করিয়া আহার করা কোন প্রচারকের উচিত নহে।

(২) প্রচার কার্য্যালয় হইতে প্রচারক অন্নলাভ করেন, সুতরাং সেই অন্ন গ্রহণ না করিলে তাহার বিনিময়ে তৎমূল্য স্বরূপ অর্থের উপরে তাঁহার কোন অধিকার নাই।

(৩) শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন তাঁহার পূর্ব্বার্জ্জিত যৎকিঞ্চিৎ যাহা তাঁহার নিকট আছে সে সমস্ত প্রচারাধ্যক্ষের হস্তে অর্পণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। স্থির হইল, অন্যান্য প্রচারকেরাও

ভক্তপ্রসঙ্গ।

যখন পরমহংসের সঙ্গে আচার্য্যদেবের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। বেলঘরিয়া বাগানে তাঁর ভাগিনেয় হৃদয়ের সঙ্গে পরমহংস মহাশয় আসিয়াছিলেন, তখন আমরা দুই তিন জন ভাই ভগিনী খেলা করিতেছিলাম। পরমহংস মহাশয়কে দেখিয়া পিতৃদেবকে গিয়া বলিলাম, "বাবা, একজন পাগলের মত কে আসিতেছেন।" তাহার পর পরমহংস আসিয়া কত রাত্রি পর্য্যন্ত ধর্ম্মালাপ করিলেন। পিতৃদেবের সঙ্গে সেই অবধি মিলিত হইলেন।

একদিন বাবা নিজ দেহ পরিষ্কার কর্‌ছেন দেখে একজন প্রচারক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় এত করে দেহ মার্জ্জন কর্‌ছেন কেন? তখন বাবা বলিলেন, এ ত দেবমন্দির পরিষ্কার কর্‌ছি, ভক্তের দেহে ভগবান অধিষ্ঠান করেন।"

বাবার সম্বন্ধে পাহাড়ী বাবার উক্তি,—"যিনি জগৎকে যোগ শিক্ষা দিতে এসেছেন, আমি তাঁকে কি যোগ শিক্ষা দিব? সংসারে যোগী কি রকম, যেমন একটা পুকুরের চারিধারে মেলা লেগেছে, খুব গোলমাল, কিন্তু যোগী সংসারী ব্যক্তি সেই পুকুরে ডুব দিয়ে থাক্‌বেন, তা হলে আর কোনও কোলাহল তাঁর কর্ণে প্রবেশ করবে না।"

শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী।

কেশবচন্দ্রের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন কিরূপে হইবে?

শ্রীকেশবচন্দ্রের যেরূপ প্রতিপত্তি হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে তিনি ইচ্ছা করিলেই এক মহাগুরু সাজিয়া সাঙ্গপাঙ্গ ও চেলা জুটাইয়া সমস্ত ভারত তোলপাড় করিয়া দিতে পারিতেন। এবং ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইত। কিন্তু তিনি নিজের আধিপত্য ও গুরুগিরির জন্য কিছুমাত্র প্রয়াস করেন নাই। বরং সর্ব্বদা তাঁহার মধ্যেও যে দুর্ব্বলতা ও ত্রুটি ছিল তাহা বলিতে সঙ্কোচ করেন নাই। তিনি যখন যাহা করিয়াছেন বা বলিয়াছেন তাহা ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ রাখিয়াই করিয়াছেন ও বলিয়াছেন। তিনি ঈশ্বরকেই প্রচার করিয়াছেন, নিজেকে নহে। এ বিষয়ে তাঁহার কোন প্রতারণা কি চাতুরী কি মিথ্যাব্যবহার ছিল না। তাঁহার "নববিধানে" সকল ধর্ম্মমতের আবর্জ্জনা বর্জ্জন করিয়া সত্যধর্ম্ম ও খাঁটি জিনিষ যেটুকু তাহাই প্রচার করিতে পৃথিবীতে আসিয়াছেন। কিন্তু সে কথা আমরা নববিধানবাদী হইয়াও ভুলিয়া যাই।

সঙ্গে সঙ্গে কেশবকে কতই না অপমান করিয়াছি ও তাঁহাকে [illegible] করিয়াছি। নববিধানভুক্ত লোক হইয়াও অনেকে তাঁহার বৈরাগ্যের সমাচার অগ্রাহ্য করিয়াছি। পরন্তু ঘোর সাংসারিকতা ও প্রতীচ্য দেশের লোকদিগের ন্যায় সংসারের সুখ ও বিলাসিতাই সর্ব্বস্ব করিয়া তুলিতেছি। অসার কার্য্যে মুক্তহস্ত হইয়া আমরা অপব্যয় করিতে দ্বিধাই করি না। কিংবা হুজুকে পড়িয়া মিথ্যা কার্য্যে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত নই। কিন্তু কোন যথার্থ ভাল কাজে কিছু অর্থ ব্যয় করিতে হইলেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। আমরা যাঁহারা যথার্থ ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র তাঁহাদিগকেও প্রকৃত ভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা করি না। তাঁহাদের কীর্ত্তি রক্ষা করিতে আমরা উদাসীন। এমন কি কেশব ও তাঁহার সমসাময়িক ভক্তগণের অমূল্য পুস্তকগুলি অর্থাভাবে পুনঃ মুদ্রিত হইয়া উঠিতেছে না। অথচ আমাদের মধ্যে এমন লোকেরও অভাব নাই যাঁহারা এক একজনেই তাঁহাদের অপব্যয়ের একটু সংকোচ করিলে, এই সকল পুস্তক অনায়াসে মুদ্রিত হইতে পারে। কেশব ও তাঁহার সমসাময়িক ব্রাহ্ম ভক্তগণের কীর্ত্তি রাখিবার প্রকৃত উপায় তাঁহাদের রচিত পুস্তকগুলি যাহাতে সর্ব্বসাধারণে প্রচার হয় তাহাই করা।

আবার যে পবিত্র স্থান হইতে জগতে "নববিধান" প্রচার হইল, যে স্থানে, কেশব তাঁহার স্বর্গারোহণের কয়েক দিবস পূর্ব্বে রোগশয্যা হইতে চিকিৎসকদের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া কোন প্রকারে উপস্থিত হইয়া "নবদেবালয়ে"র প্রতিষ্ঠায় তাঁহার বন্ধুবান্ধবের সহিত শেষ উপাসনা করিলেন, সেই পবিত্র তীর্থস্থান-কেশবের চিরদিনের সাধ যে তাঁর "কমলকুটীর" সাধু ভক্তদিগের আশ্রমস্থান হইবে, ভক্তাশ্রম হইবে। সেই আশা সেই উদ্দেশ্য

কি অতলে ডুবিয়া যাইবে ? নববিধান সমাজের লোকসংখ্যা হ্রাস হইতেছে এবং লোকের মত লোকেরও অভাব প্রতিদিন বাড়িতেছে। নববিধানাশ্রিতদের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র ! এমন স্থলে আমাদের মধ্যে যাঁহাদিগকে ভগবান্ অর্থশালী করিয়াছেন তাঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্য বিধানের পুস্তকগুলি প্রচারের সহায়তা করিয়া ও "কমলকুটীর" তীর্থস্থানটী রক্ষা করিয়া ও ভক্তাশ্রমে পরিণত করেন এবং নববিধান মুদ্রাযন্ত্র সেখানে স্থাপন করিয়া নববিধান প্রবর্ত্তকের জীবনের ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিয়া তাঁহার প্রতি যথার্থ ভক্তিপ্রদর্শন করেন। বিশেষ মনের কষ্টে এই কয়টী কথা লিখিলাম। ইহা পাঠ করিয়া এই সকল বিষয়ে যদি কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ হয় তবে নিজেকে ধন্য মনে করিব।

এলাহাবাদ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

—০—

"মার অনুগ্রহ"—সুনীতি ও মাদক নিবারণ সাধনা।

কৃতসঙ্কল্প হইলাম তেমনি যাহাতে সহপাঠী ও সমসাময়িক যুবাগণের মনে সেই সঙ্কল্প জাগে, তাহার চেষ্টা করিতেও প্রাণে আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপন হইল। "ব্যাণ্ড অব হোপের" কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্যদিগের মধ্যেও এ সেবককে বিধাতা সংযুক্ত করিলেন। তখনকার সময়ে প্রায় অধিকাংশ ছাত্রকেই আমরা মাদক বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করাইতে সক্ষম হইয়াছিলাম। স্কুলে স্কুলে গিয়া আমরা প্রতিজ্ঞা পত্র স্বাক্ষর করাইতাম। প্রতি মাসে এলবার্ট হলে সভা হইত এবং এক একজন বক্তাকে অনুরোধ করিয়া আমরা মাদকের অপকারিতা বিষয় বক্তৃতা দেওয়াইতাম।

এই "ব্যাণ্ড অব হোপের" সভাপতি ছিলেন আচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্র। সহকারী সভাপতি ছিলেন শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপচন্দ্র, ডাঃ বিসপথোবরণ ডাঃ ম্যাক্ডোনেও, মিঃ আনন্দমোহন বসু, ডাঃ মোহিনীমোহন বসু, মিঃ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

সকল সম্প্রদায়ের নেতাদিগকে লইয়াই আমরা ব্যাণ্ড অব হোপ গঠন করিতে চেষ্টা করি। মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহায়তা লইবার আশায় আমি এক দিন তাঁহাকেও এই সভায় সহকারী সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ করিতে গিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন "এখনও ছেলেমানুষ আছ যা কত্তে পার কর, কিন্তু বাবা এ দেশের কিছু হবে না, যদি এই দেশের একতলার পরিমাণ মাটি তুলে ফেলে বঙ্গোপসাগরে ফেলে দিতে পার, আর সেখান থেকে একতলার পরিমাণ মাটি এনে নূতন করে এ দেশ গড়তে পার, তবে যদি কিছু হয়, নইলে কিছু হবে না, এমন নেমখারাম দেশ আর নাই।" এই বলিয়া তিনি আমাকে বিদায় দিলেন। আমাদের উদ্যম উৎসাহের প্রশংসা করিলেন ও সহানুভূতি দেখাইলেন, কিন্তু প্রকাশ্য ভাবে সহকারী সভাপতি হইতে সম্মত হইলেন না।

যাহাহউক তখনকার সকল প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগেরই সহানুভূতি লইয়া আমরা ছাত্র মণ্ডলীর মধ্যে মাদক নিবারণে যথেষ্ট কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম।

ভ্রাতা নলীনবিহারী সরকার ও তাঁর ভ্রাতাগণের এ সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অদম্য উৎসাহ ছিল। সময়ে সময়ে সুরালয়ের সম্মুখে গিয়া কোন যুবাকে ঢুকিতে দেখিলে, উপদেশ দিয়া ও অনুনয় বিনয় করিয়া আমরা সুরাপানে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতাম। ভ্রাতা নলীনবিহারী ও আমি প্রায়ই এইরূপ প্রচার কার্য্যে বাহির হইতাম। এমনও হইয়াছে সুরাপানে উদ্যত যুবাকে উপদেশ দ্বারা নিবৃত্ত করিলেও পাছে সে পুনরায় প্রলুব্ধ হয়, তাহার অনেক দূরস্থ বাটীতে পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে গিয়া তাহাকে পৌছাইয়া দিয়া আসিয়াছি। অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পুত্র হইলেও ভ্রাতা নলীনবিহারী এসম্বন্ধে যথেষ্ট ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

নামে একখানি ক্ষুদ্র মাসিক পত্র বাহির করা হয়। ইহার সম্পাদকের ভার প্রথম স্বর্গগত ভ্রাতা নন্দলাল ও আমি গ্রহণ করি, কিন্তু কয়েক মাস পরে ভ্রাতা নন্দলাল আমার উপরেই সমুদয় ভার দিয়া অবসর গ্রহণ করেন। স্বর্গগত ভ্রাতা হেমেন্দ্রনাথ গুপ্ত কার্য্যাধ্যক্ষের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার সহযোগিতায় প্রায় ৬।৭ বৎসর আমি এই পত্র সম্পাদন করিয়াছিলাম। অর্থাভাবে ইহাকে বন্ধ করিতে হয়। নলীনবিহারীর অগ্রজ স্বর্গীয় বিপিনবিহারী বাবুও অনুগ্রহ করিয়া কিছুদিন "বিষবৈরীর" কার্য্য করেন।

আমি আমার জন্মস্থানের জেলার নানা গ্রামেও এই "ব্যাণ্ড অব হোপের" শাখা সভা এবং সুনীতি সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপনে কৃতকার্য্য হই। তাহাতে স্থানীয় যুবাদিগের মধ্যে নীতি সাধন ও মাদক সেবন বর্জ্জন সম্বন্ধে যথেষ্ট উন্নতি হয়। শ্রদ্ধাস্পদ দীননাথ মজুমদারের পুত্রদ্বয় নরেন্দ্রনাথ এবং ভূপেন্দ্রনাথের সহায়তায় ভাগলপুরে গিয়াও কিছু দিন এ সম্বন্ধে অনেক কাজ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম।

জীবন্ত ধর্ম্ম পালন।

[শ্রদ্ধাস্পদ ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের অপ্রকাশিত উপদেশ]

(কার্ত্তিক, ১৩০৯ সাল)

জীবন্ত ধর্ম্ম গ্রহণ কর। জীবন্ত উপাসনা কর। জীবন্ত বিবেকের বাণী শ্রবণ করিয়া, জীবন্ত শক্তি প্রাপ্ত হইয়া, তাবৎ কার্য্য সমাধান কর। জীবন্ত প্রেমে ব্রহ্মারাধনা কর।

জীবন্ত প্রেমে জগতের সেবা কর। পরমেশ্বর এ জগতের কি না জানিতেছেন? তিনি এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া, এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়া, কোনখানে কাহার কি চাই জানিয়া, তাহা প্রকাশ করিতেছেন। পৃথিবীতে কোটী কোটী লোক যদি মরে, তাতে কি জীবসংখ্যা কমে? যোগীরা বলেন—না। কোটী কোটী রাজ্য যদি ধ্বংস হয়, তথাপি ইহার সমাপ্তি নাই। সাগর যদি শুষ্ক হয়, তার জল কি কখনও কমে? আকাশের অগণন নক্ষত্র যদি দীপ্তিহীন হয়, তবে কি আকাশ নক্ষত্রবিহীন হবে? সূর্য্যের জ্যোতি কি কখনও কমে যাবে? সর্ব্বশক্তিমান্ দেবতার অনন্তশক্তির পরাক্রমের সমাপ্তি কে জানে।

যদি বাহিরের জগৎ এত বড় হয়, তবে ধর্ম্ম-জগতের কথা কত বড়, তা কি বোঝ? ধর্ম্ম বলিতে কি কতকগুলি বাক্যবাগে উপদেশে সমাপ্ত হইল? ধর্ম্ম বলিতে কতকগুলি নিয়ম প্রণালীর নিয়মে বাধা হয়ে চলা বলা কার্য্য করা, ইহাতেই কি সমাপ্ত হইল? না না, যদি ধর্ম্ম বলিতে কতকগুলি নিয়ম বল, তবে তোমার ভ্রান্তি। দেখ, শিখ-ভাষা, গ্রীক্ ভাষা, লাটিন ভাষা যতই কণ্ঠস্থ কর না কেন, তাতে তেমন কিছু কহা যায় না যে, ধর্ম্ম পাইয়াছ। সে কি বলে, প্রকৃত ভয় করি না, আমি বার্দ্ধক্যেও ভয় করিনা, আমি কালান্ত মহাকাল মৃত্যুকেও ভয় করি না, যে পর্য্যন্ত এই ব্রহ্ম নখাগ্র অবধি আমাতে প্রজ্বলিত থাকিবেন। এই অগ্নিকণা-সদৃশ ব্রহ্মতেজ দাবানলের ন্যায় ধূ ধূ করিয়া হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইবে। এই হৃদয়ে যখন ব্রহ্মানুরাগের উচ্ছ্বাস, তখন কি আর উপাসনা নীরস? না চক্ষু অন্ধ? আমি বলি, না, না, কখনই নহে। যখন উপাসক দুই জনে মিলে উপাসনা কর, সাগরে যেন ঢেউ উঠিতে থাকে। সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার মিলনে যখন প্রেম বিকশিত হয়, তখন কে বলিবে যে, তাঁহাকে দেখি নাই? যখন তোমার প্রত্যেক শব্দ উঠে, তখন কি পরমেশ্বর নীরবে থাকেন? না, তোমার শব্দের দ্বিগুণ শব্দ বর্দ্ধন করেন। আমি বলিতে পারি, তিনি বলেন, তিনি করেন, তিনি মানুষের শৈশব, কৌমার, যৌবন, বার্দ্ধক্য উপেক্ষা করেন না। তিনি তোমার স্বরের সঙ্গে সঙ্গে নিজের শব্দ মিশাইয়াছেন। তিনি সাধকের আত্মার আত্ম-শক্তিতে বিরাজ করেন।

অতএব যখন দেখিবে উপাসনার বিরাম, তখন তুমি মরিবে। যখন তুমি জীবনে জীবন্ত ধর্ম্ম উপলব্ধি কর, যখন তিনি তোমার জীবনে আছেন জানিতে পার, তখন তিনি যে এক মাত্র আত্মার আত্মা, সঙ্গের সঙ্গী। নিজেকে নিজেই জানিতেছেন। এই ব্রহ্ম সাধনাই জীবনে প্রধান কাজ; কাতরে প্রার্থনা কর; সংসারের লোকদিগের মন রক্ষার জন্য নহে। যে প্রার্থনায় জীবনের অন্ধকার দূর হবে, তাহাই কর। মান, মর্য্যাদা, টাকা, পয়সা লয়ে সদা সর্ব্বদা ব্যস্ত থাক; তাতে কি তত সুখ আছে? কিন্তু সেই প্রেমে যে প্রেম উৎসাহে উন্নত করে, যাঁর প্রেমে কখনও শীতলতা আসে না, সে যে কোন কাজ করে, যে সমস্ত নিয়ম পালন করে, কাহাকেও অতিক্রম করে না। অতএব, কাজ কর, আর যাহাই কর, আমি বলি, প্রধান কাজ ব্রহ্মগত প্রাণ হওয়া, ব্রহ্মেতে জীবিত থাকা।

যাহা হইবার তা হইয়াছে, সে তো আর ফিরিবে না, এখনও উপায় আছে। হে ভ্রান্ত জীব, তুমি তোমার অন্তরে অন্তরে জ্যোতির্ম্ময় দেবতাকে দেখ। কত বিধবার প্রতি অত্যাচার, কত শিশুর প্রাণ-হানি, কত যুবকের স্বেচ্ছাচার, কত বৃদ্ধের অশ্রুপাত। এই পাপের ভীষণ কাল মূর্ত্তি দেখে চক্ষুর দৃষ্টি ক্ষীণ হইলেও ব্রহ্ম-দর্শনে চক্ষু উজ্জ্বল হইবে, তোমার অন্তরে অন্তরে তেজের চালনা হইবে। তোমার ব্যবহার যেন শুদ্ধ হয়, সকল প্রকারের দোষ-সঙ্গ পরিহার কর; তোমার আত্মা পবিত্রাত্মার সঙ্গ ভোগ করিবে। পাপ-সঙ্গ ছেড়ে পবিত্র হও। এইরূপে নীরবে থাকিয়া, খুব ব্রহ্মকে হৃদয়ে লইয়া, পৃথিবীর উপর সদাচার ব্যবহার করিয়া, সমুদয় পাপ অনিত্যতা পরিহার কর, এবং জীবন্ত ধর্ম্ম জীবনে ... ... ন।

—•—

শ্রীব্রহ্মানন্দধাম।

কোন শ্রদ্ধাভাজনীয়া ভগ্নিদেবী লিখিয়াছেন:—"শ্রীমৎ আচার্য্যের ব্রহ্মানন্দ দেবের বাস-ভবন প্রিয় "কমলকুটীর" তাঁর স্মৃতি-মন্দির তীর্থধাম রচনা করিবার জন্য বাহিরে গিয়া অর্থ ভিক্ষা না করিয়া তাঁর পরিবারস্থ পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী চারিদিকে বর্ত্তমান থাকিতে তাঁহারাইতো অক্লেশে এই কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। পুত্র কন্যারা যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিয়া তাঁদের পিতৃদেবের গৌরব রক্ষা করুন। পৌত্র, দৌহিত্রেরা পিতামহ মাতামহের স্মৃতি রক্ষা করুন, ইহাই আমাদের একান্ত কামনা।"

শ্রদ্ধেয় ভগ্নীদেবী যাহা লিখিয়াছেন তাহা শিরোধার্য্য। কিন্তু আচার্য্য ব্রহ্মানন্দত কেবল পরিবারের পিতা নন, তিনি যে দলেরও নেতা। পরিবারস্থগণ অর্থশালী হইলেও কেবল তাঁহারাই যদি এই তীর্থ রক্ষার ভার বহন করেন, তাহা হইলে আচার্য্যদেবের ভাবের অনুমোদিত হইবে না। পরিবার এবং দলস্থ সকলেই যে যতটুকু পারেন প্রদান করিয়া এই তীর্থ রক্ষার ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করা উচিত। আচার্য্য বলিলেন, "ভাইগণ, তোমরা কিছু কিছু দিয়া আমার মার পূজা করিও। একটু সামান্য কিছু দিলে তিনি আদর করিয়া স্বর্গে লইয়া গিয়া ভক্তদিগকে দেখাইবেন।" এইভাবে সকলেই আমরা যেন কিছু কিছু দিয়া এই তীর্থ রক্ষায় কৃতসংকল্প হই।

শুভ শুক্রবার।

শুভ শুক্রবার সমাগত। ব্রহ্মনন্দন শ্রীঈশা এই শুভদিনে আত্মদান করিয়া ক্রুশারোহণ করিলেন। মানবের আত্মদান বিনা আমিত্ব বিনাশ হয় না, এবং আমিত্ব বিনাশ না হইলে মানবাত্মার পরমাত্মার সহিত পুনর্মিলন হয় না।

ব্রহ্মপুত্র শ্রীঈশা শুভ শুক্রবারে ইহারই নিদর্শন প্রদর্শন করিলেন।

আত্মার সদ্গতিই মানবাত্মার পরম শুভ, পরম মঙ্গল। আমিত্ব বিনাশ বিনা সে শুভলাভ কেমনে হইবে?

যখন এ জীবন আমিত্বশূন্য হয়, তখনই পরমাত্মা তাহাকে পূর্ণ করেন। পরমাত্মা যখন মানবাত্মায় সঞ্চারিত বা তাহার সহিত সংযুক্ত হন তখনই শূন্য পূর্ণ হয়। "আমি" মরিলেই আমি বাঁচি। ইহাই ব্রহ্মযোগ,—আত্মার স্বর্গারোহণ,—পিতার সহিত পুত্রের মিলন। আমরা শুভ শুক্রবারে অধ্যাত্মযোগে ইহাই সাধন করি।

নববিধান নাম হইল কেন?

শ্রীনববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যে ভাব হইতে বর্ত্তমান ধর্ম্ম-বিধানকে "নববিধান" বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, সে বস্তু নামাত্মক নহে, তাহা ভাবাত্মক। ভাব হইতে বস্তুকে চিনিবার জন্য নাম আসিয়া পড়ে। যাহারা নববিধানকে নামরূপে বুঝিয়াছেন তাঁহারা এ সম্বন্ধে একটা ভ্রম প্রমাদের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছেন। বস্তু জ্ঞান হইতে যে উচ্ছ্বাস—নামে পরিণত হয়, তাহাও নামাত্মক নহে। আকাশ হইতে নিপতিত বারি রাশিকে যখন মানুষ "বৃষ্টি" আখ্যা প্রদান করিয়াছে, তখন তাহা স্বকপোল কল্পিত নামের ভাব হইতে আসে নাই। বারির বর্ষণভাব হইতে "বৃষ্টি" আখ্যা আসিয়াছে। কোরক হইতে ফুলটা যখন ফুটিয়া উঠিয়াছে, তখন সেই ফোটার অবস্থায় "ফুল্ল" অর্থাৎ "ফুল" নাম আসিয়াছে। অণ্ডের ভিতরে অণ্ডলাল পক্ষী নামে অভিহিত হয় নাই, যখন সেই বস্তু ক্রম বিকাশ ও ক্রম-বর্দ্ধনের পথে বর্দ্ধিত হইয়া পক্ষযুক্ত পক্ষীরূপে বাহির হইয়াছে, তখন সে বিকশিত বস্তু "পক্ষী" নামে আখ্যাত হইয়াছে। অগাধ ও অতলস্পর্শ বারিরাশিকে যখন ভাষাবিদ্ "সমুদ্র" নামে আখ্যাত করিয়াছেন তাহা নামরূপে নহে, সামুদ্রিক অবস্থা হইতে সে সংজ্ঞা আসিয়াছে "চন্দ্রোদয়াৎ আপঃ সম্যক্ উন্দন্তি ও ক্লেদন্তি চ" অর্থাৎ চন্দ্রোদয় হেতু জল উচ্ছাসত ও ক্লেদ বিশিষ্ট হয় এই অবস্থাগত ভাব হইতে "সমুদ্র" সংজ্ঞা আসিয়াছে। পৃথিবী "ধরা" "ধরণী" সংজ্ঞায় কেন অভিহিত? পৃথবী সমস্ত ভূভার ধারণ করেন বলিয়া এইরূপ সংজ্ঞা আসিল। পৃথিবী অথবা দেশের প্রাদেশিক ভাব হইতেও তদ্রূপ "পঞ্জাব" অর্থাৎ পঞ্চ অপ্-বিশিষ্ট ভূমির নামে আখ্যাত হইল। নবাবিষ্কৃত আমেরিকা ভূমি নূতন পৃথিবী নামে আখ্যাত হইল। সাধন-রাজ্যের অবস্থাও সেইরূপ। সাধনপথে নূতনের বিকাশ স্বাভাবিক। এ বিকাশ তত্ত্ব না বুঝিলে নববিধান বুঝা কঠিন। ব্রাহ্মধর্ম্মের উষাকালে সে বিকাশ-তত্ত্ব আসিয়া পড়ে নাই। বেদের সীমার ভিতরে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবস্থিতি করিতেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ একদিন "খৃষ্ট বিভিন্নিকাও" অনুভব করিয়াছিলেন। তাহার পর ব্রাহ্মধর্ম্ম যে নবীন বিকাশের অবস্থায় আসিয়া পড়িলেন তখনই নববিধানের অভ্যুদয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের গুরু ও গ্রন্থবিহীন সাধনার অবস্থায় এই নববিকাশের সূত্রপাত। বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ, ঈশা, মুসা, শাক্য, চৈতন্যাদি সকল মহাপুরুষের সমাগম হইল। নববিধান জাতীয় বিধান। প্রাচ্যভূমিই সকল শাস্ত্র ও সকল সাধু মহাজনদিগের জন্মভূমি। যাহা প্রাচ্য তাহা গম্ভীর। যাহা প্রাচ্যজগতের অস্থি মজ্জায় নিহিত তাহা জাতীয় ও মাতৃবিধান। প্রাচ্য কেশব এই জাতীয় ও মাতৃ-বিধান দর্শন করিলেন। বিদেশী ঈশা আমাদের ঈশা হইলেন। ভারতভূমি হইতে নির্ব্বাসিত শাক্য ভারতে ফিরিয়া আসিলেন। জাতি বর্ণ অতিক্রম করিয়া যে "হরিনাম" বিভিন্ন জাতির ভিতর প্রবেশ করিয়া লোকচক্ষে নিন্দিত হইয়াছিলেন, সেই হরিনাম সমাদৃত হইলেন। নববিধান জাতীয় বিধান। নববিধান মাতৃ-ভূমিতে মাতৃ-বিধান। নববিধান সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বসাময়িক জগতের বিধান।

প্রণত সেবক—গৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

ভাগলপুর ব্রাহ্মিকা মহিলা সমিতি।

(প্রেরিত)

বিগত ১০ই মার্চ্চ এখানকার ব্রাহ্মিকা মহিলা সমিতির ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক দিন ছিল, সেই উপলক্ষে পরলোকগত দেব-চরিত্র হরিসুন্দর বসু মহাশয়ের ভবনে সকল মহিলা সমবেত হন। এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি পঠিত হয়।

"শ্রদ্ধেয়া মাতা ও ভগিনীগণ, আজ সমিতির জন্মদিন উপলক্ষে আপনারা যে অনুগ্রহ করে উপস্থিত হয়েছেন, তাহার জন্য ধন্যবাদ দিতেছি। আজ ৬ বৎসর হইল এই সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। সিন্ধুদেশবাসী স্বর্গীয় মহাত্মা টাহিলরাম মহাশয়ের উদ্যোগে ও শ্রদ্ধাস্পদ নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আন্তরিক আগ্রহে ১৯২০ সালের ৪ঠা মাঘ, বুধবার, এই সমিতির পুনঃ প্রতিষ্ঠান হইয়াছিল।

এই সমিতি সমস্ত বৎসর যে নিয়মিতরূপে সাধ্যমত নিজ কাজ করিতে পারিয়াছে তজ্জন্য ভগবৎ চরণে কৃতজ্ঞ হই।

প্রত্যেক ব্রাহ্ম পরিবারে ও আরও দুইটি শ্রদ্ধেয়া হিন্দু ভগিনীর গৃহে প্রতি বুধবারে সন্ধ্যায় প্রার্থনা, সঙ্গীত আলোচনা ব্যতীত দুইটি শোকার্ত্ত পরিবারে গিয়া বিশেষভাবে প্রার্থনা ও কীর্ত্তনাদি দ্বারা তাঁহাদের শোকার্ত্ত প্রাণে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা হইয়াছিল। আশা করা যায় এইরূপ কার্য্যের দ্বারা সমিতির সভ্যাগণের কার্য্য

প্রসারিত হইবে ও সমিতির প্রতি লোকের আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যাইবে। মঙ্গলময় বিধাতা সহায় হউন, তাঁহার কৃপাই আমাদের সম্বল।

সমিতিতে নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী হইতে পাঠ ও আলোচনাদি হইয়া থাকে। "আচার্য্য কেশবচন্দ্রের উপদেশ," "সেবকের নিবেদন," "জীবনবেদ," "নিবেদন," "আশীষ" "শান্তি নিকেতন" "গীতা" "তাপসমালা" "তত্ত্বরত্নমালা" "ধর্ম্মতত্ত্ব" "তত্ত্বকৌমুদি" "সঙ্গত," সাধুগণের জীবন-চরিত, যেমন ভক্ত রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, ভক্ত কবীর ও তুলসী দাসের জীবন চরিতগুলি মাসিক পত্রিকা হইতে পাঠ করা হইয়াছে।

এই সমিতির কোন আয় নাই, কোন ব্যয়ও নাই। সারা বৎসর শ্রীভগবানের করুণা মাত্র সম্বল করিয়া মহিলাগণ সমবেত হন। প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, মুষলধারে বৃষ্টি, দারুণ শীতকে অগ্রাহ্য করিয়া গৃহস্থালীর সমুদয় কর্ম্ম নির্ব্বাহান্তে, পুত্র কন্যাদের প্রতি আদর সম্মান বজায় রাখিয়া, ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে নিজহাতে লণ্ঠন লইয়া এই সমিতির মহিলাগণ, কোন্ আশায় কোন্ আনন্দলাভের জন্য উপস্থিত হন? ইহা কি সেই দয়াময়ের অপার করুণা স্মরণ করাইয়া দেয়না, যে সত্যই তিনি আমাদের অন্তরে ব্যাকুলতা জাগাইয়া তুলিয়া, স্বয়ং আমাদের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ দান করিতেছেন। মাতাগণ, ভগিনীগণ! তবে আসুন এই সমিতির ভিতরে বসিয়া আবার সারা বৎসর তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ গ্রহণ করি।

যাঁহারা এই সমিতিতে আসিতে আগ্রহ করেন না তাঁহাদের প্রাণে তিনিই ব্যাকুলতা দান করুন। যাঁহারা ইহার সংবাদ পাননাই, তাঁহাদের ঘরে ঘরে নাম কীর্ত্তন করিয়া শোনান হউক। যাঁহারা আসিয়াও কোনরূপ নামে মত্ততা পান না, তাঁহাদিগকে ভক্তিভাবে পূর্ণ হইয়া নাম শোনান হউক।

যাঁহারা সমিতির কাজ চালাইতেছেন, তাঁদের অন্তরে ভক্তির প্রমত্ততা আরও বৃদ্ধি হউক। শুষ্ক, ক্ষীণ, নীরস কণ্ঠগুলি সুমধুর নূতন নূতন গানে সরস মধুময় হউক।

পৃথিবীতে মানব জীবন লাভ করিয়া সেই জীবন দাতা শ্রীহরির সঙ্গে যদি সত্য পরিচয় না হয়, তবে এ আনন্দ উৎসব, নানা ভজন সাধন, অনুষ্ঠান ব্রত উপবাস সকলি বৃথা হইয়া যাইবে আড়ম্বরই সার হইবে। যদি জীবনগত ধর্ম্মসাধন না হয় সকলি বৃথা হইয়া যাইবে। যদি কোন একটিও ভগিনী এই সমিতিতে যোগদান করিতে করিতে উপাসনা, পূজা, সাধন বিষয়ে এক কণা মাত্রও উপকৃত হইয়া থাকেন, সমিতির সভ্যগণ তাহাই প্রচুর পুরস্কার বলিয়া মনে করিবেন।

ভগিনী শ্রীমতী সন্ন্যাসিনী সেন মহাশয়া সমিতিকে শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্রের উপদেশ প্রথম হইতে দশম খণ্ড সমুদয় উপহার দিয়াছেন ও আরও কয়েকখানা বই উপহার দিয়াছেন, সমিতি এজন্য আজ তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছে।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, ভগবৎ কৃপা ও আশীর্ব্বাদ সমিতির উপর বর্ষিত হউক, সঙ্গের সাথী হউক।

ভাগলপুর। বিনীত নিবেদিকা—শ্রীনির্ম্মলা বসু।

—•—

গিরিধি নববিধান ব্রাহ্মসমাজ।

(প্রেরিত)

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

১৪ই জুন ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১লা নবেম্বর ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্থানীয় নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে যে সকল বিশেষ দান পাওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহা আগামী বারের "ধর্ম্মতত্ত্বে" সাধারণের বিদিতার্থ মুদ্রিত করিলে পরম কৃতার্থ হইব।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দ, ১৪ই জুন—শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল ঘোষ সাম্বৎসরিক মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১০৲ সাম্বৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১০৲।

২৫শে সেপ্টেম্বর—শ্রীযুক্ত বাবু সাত্তকড়ী দেব জামাতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১৲।

১০ই অক্টোবর, স্থানীয় উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল ঘোষ ৩৸৶০, শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ দত্ত ২৲, শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ৩৲, শ্রীমতী নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ ২৲।

১৫ই অক্টোবর, শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র সেন মধ্যম পুত্রের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২৲।

২০শে অক্টোবর, শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস স্থানীয় উৎসব উপলক্ষে ৫৲।

৬ই নবেম্বর, শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ দত্ত স্থানীয় উৎসব উপলক্ষে ২৲, মিসেস দাস স্থানীয় উৎসব উপলক্ষে ১৲।

২২শে ডিসেম্বর, শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ দত্ত পুত্রের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে ১৲, পুত্রের জন্মদিন উপলক্ষে ১৲।

২৬শে ডিসেম্বর, শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল ঘোষ পিতার সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে ৫৲।

২৮শে ডিসেম্বর, স্বর্গগত শ্রীতারকচন্দ্র রায়ের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁহার কন্যা কর্ত্তৃক দান ৫৲।

১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ—শ্রীমতী প্রেমলতা দেব স্বামীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ৫৲।

৯ই মার্চ্চ, শ্রীযুক্ত বাবু সত্যানন্দ গুপ্ত পুত্রের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২৲।

১লা নবেম্বর, শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রনাথ বীর পত্নীর আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১০৲।

১৬ই নবেম্বর, শ্রীযুক্ত বাবু মনোগতধর্ম্ম দে কন্যা রমার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ৫৲।—মোট ৭৫৸৶০।

আমরা দাতাদিগকে সকৃতজ্ঞহৃদয়ে নমস্কার করি।

গিরিধি নববিধান ব্রহ্মমন্দির।
১৭ই মার্চ্চ, ১৯২৬।

বিনীত
শ্রীজীবনকৃষ্ণ পাল
সহঃ সম্পাদক।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।

শ্রীব্রহ্মানন্দের সমসাময়িক কালে তাঁহার অনুগামী যুবাদলের মধ্যে শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র একজন বিশেষ ধর্ম্মোৎসাহী ছিলেন। মৃদিয়ালী গ্রামে তাঁর পৈতৃক বাস ছিল। তাঁহার পিতা পিতামহ উভয়েই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুগামী ছিলেন।

বাল্যকালে গ্রাম্য-বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পারদর্শিতা সহকারে উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হেয়ার স্কুলে তিনি প্রথম ইংরাজী অধ্যয়ন করেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের দলে পড়িয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষা অপেক্ষা উপাসনা ও বক্তৃতা শিক্ষা করিতেই অধিক মনোযোগী হন। কেশবের আদর্শে জীবন সাধন করা তাঁহার বিশেষ আকাঙ্ক্ষা হয়, এজন্য অনেকে বিদ্রূপ করিয়া তাঁহাকে "ছোট কেশব" বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

বিনয়েন্দ্রনাথ, মোহিতচন্দ্র প্রভৃতি কতিপয় বালক লইয়া তিনি একটী ছোট দল বাঁধিয়াও তাঁহাদিগের নেতৃত্ব করিতেন।

তিনি বেশ বাঙ্গালা লিখিতে পারিতেন তাঁহার হস্তাক্ষরও অতি সুন্দর ছিল। কিছুদিন "বিশ্বাসী" নামে একখানি মাসিক পত্রও তিনি বাহির করেন, শ্রীআচার্য্যদেব "জীবনবেদ" বিষয়ে মন্দিরে যে উপদেশ দিয়াছিলেন নগেন্দ্রচন্দ্রই তাহা শুনিয়া লিপিবদ্ধ করেন। আচার্য্যদেব তাঁহার লেখা দেখিয়া স্বয়ং সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন।

ভাই অমৃতলালের ধর্ম্মপ্রাণা কন্যা শ্রীমতী ভক্তিমতী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া তিনি গৃহস্থ প্রচারকরূপে আচার্য্যদেব কর্তৃক গৃহীত হন।

শেষ জীবনে স্বাবলম্বনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তিনি বিলাতে গিয়া দর্শনশাস্ত্রে এম, এ, উপাধি প্রাপ্ত হন ও ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন, পাটনা কলেজের অধ্যাপকের কার্য্য লইয়া সেখানকার সমাজেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন।

১৭ই মার্চ্চ তাঁহার স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে বিশেষ প্রার্থনাদি হয়।

ক্যাপ্টেন শ্রীমান্ কল্যাণকুমার।

দেখিতে দেখিতে নয় বৎসর পূর্ণ হইল। সেই দূরদেশ প্রবাসে নির্জ্জনে শ্রীমান কল্যাণকুমারের দেহ সমাধি মন্দিরে স্থাপিত আছে। বিধাতার কি ইচ্ছা জানি না, সংসার-মরুভূমিতে সে সুন্দর ফুলটী ফুটিতে ফুটিতে অকালে শুকাইয়া গেল। হায়, অসময়ে দেশের সেবায় সে জীবন অস্তমিত হইল।

গত ১৮ই মার্চ্চ, স্বর্গগত ক্যাপ্টেন কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়ের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে ২নং রয়েড ষ্ট্রীট ভবনে উপাসনা হয়। ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন।

সংবাদ।

জন্মদিন—বাগনানে শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায়ের মধ্যম পুত্রের জন্মদিন উপলক্ষে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক তাঁহার ভবনে উপাসনা করেন।

জাতকর্ম্ম—গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী ৩৩।১এ Lansdowne Road ভবনে শ্রীমতী সুপ্রীতি দেবীর নবশিশুর জাতকর্ম্ম নবসংহিতানুসারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বাবু বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে ৫৲ টাকা দান দেওয়া হয়।

নামকরণ—গত ২৮শে গিরীশ বিদ্যারত্ন লেনে সাধু অঘোর নাথের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ প্রেমানন্দের কন্যার শুভ নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ভাই প্রমথলাল সেন উপাচার্য্যের কার্য্য করেন। শিশুর নাম "পূর্ণিমা" রাখা হইয়াছে। বিধানজননী শিশুকে এবং তাঁহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে দান ৩৲।

শোক সংবাদ—আমরা গভীর শোক সন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি, আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু স্যর কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয় গতকল্য ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বধামে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি উচ্চ রাজকর্ম্মচারীরূপে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনী আগামী বারে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। তাঁহার [illegible] সান্ত্বনা বিধান করুন।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান—গত ২৪শে মার্চ্চ হাওড়া খুরুট রোডে আমাদিগের সমবিশ্বাসী ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রামগতি রায়ের শ্বশ্রূমাতার পরলোকগমনে তাঁহার পত্নী চতুর্থ দিবসান্তে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন করেন। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে শ্রাদ্ধকর্ত্রী ভোজ্যাদি উৎসর্গ করেন। তাঁহার দান শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে ৪৲ টাকা। তাঁহার পুত্রের দান প্রচারাশ্রমে ২৲, শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে ২৲, নিত্যকালী বালিকা-বিদ্যালয়ে ২৲ টাকা।

যাণ্মাসিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান—স্বর্গীয় পি, সি, সেন মহাশয়ের স্বর্গারোহণের যাণ্মাসিক দিন স্মরণে তাঁহাদের লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ প্রবাস ভবনে গত ২৬শে মার্চ্চ বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ৫ই চৈত্র শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে ভাই প্রিয়নাথের প্রথমা কন্যা শ্রীকৃপার স্বর্গগমন দিন স্মরণার্থ বিশেষ উপাসনা হয়।

স্বর্গীয়া রাধারাণী দেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে গত ২১শে মার্চ্চ স্বর্গীয় হরগোপাল সরকারের গৃহে উপাসনা হয়। এই উপলক্ষে দান ৫৲।

২৩শে মার্চ্চ কাশীপুরে স্বর্গীয় মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের সাম্বৎসরিক দিনে উপাসনা হয়, এই উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে দান ১৫৲, অনাথাশ্রমে ৫৲, আতুরাশ্রমে ৫৲, Deaf and dumb school ৫৲, অন্ধদিগের বিদ্যালয় ৫৲।

২৬শে মার্চ্চ স্বর্গীয় কালীনাথ বসুর সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক

দিনে তাঁহার বাগবাজারস্থ গৃহে উপাসনা হয়। এই উপলক্ষে দান, পুত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু ৪৲, শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী ২৲, শ্রীমতী কুসুমকুমারী দেবী ১৲, শ্রীমতী কিরণকুমারী দেবী ১৲ মোট ৮৲ টাকা।

এই কয়টী অনুষ্ঠানেই ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনার কার্য্য করেন।

স্মরণীয় দিন—২২শে মার্চ্চ (১৮৮১) কতিপয় যুবা ছাত্রকে লইয়া শ্রীমৎ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ "নববিধানের ছাত্র সঙ্ঘ" গঠন করেন। এই দিনের স্মরণার্থ নবদেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়। নববিধানের চির শিক্ষার্থী ছাত্র হইয়া যেন আমরা সাধন করি ইহাই প্রার্থনা করা হয়।

নিবেদন—"ধর্ম্মতত্ত্বের" বর্ত্তমান পরিচালন সম্বন্ধে কেহ কেহ আপন আপন ভাবে কিছু কিছু অনুযোগ করিতেছেন শুনিতে পাই। কাহার কি অনুযোগ মনে মনে না রাখিয়া যাঁহাদিগের হস্তে শ্রীদরবার পরিচালন ভার দিয়াছেন তাঁহাদিগকে স্বাধীন ভাবে ভ্রাতৃভাবে লিখিয়া জানাইলে তাঁহারা যথাসাধ্য অনুযোগের কারণ অপনোদনে চেষ্টা করিবেন। প্রবন্ধাদি লিখিয়া সহায়তা বিধান করিলে তাঁহারা আরো কৃতার্থ হইবেন। নববিধানের পূর্ণ আদর্শ রক্ষা করিয়া "ধর্ম্মতত্ত্ব" পরিচালিত হয় ইহাই পরিচালকদিগের প্রাণগত আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা।

অনুযোগ—কলিকাতার উপাসকমণ্ডলী যে ভাবে মাঘোৎসব সম্পাদন করিয়াছেন তাহার পূর্ণ বিবরণ আমরা উপাসকমণ্ডলীর সম্পাদক বা কাহারও নিকট হইতে পাই নাই বলিয়া তাই প্রকাশ করিতে পারি নাই। সংবাদ বা উৎসবের বিবরণাদি [illegible]

বিশেষ উপাসনা—আমাদের ভ্রাতা অখিলচন্দ্র রায় দস্যুর দ্বারা আক্রান্ত হইবার পর কঠিন পীড়াগ্রস্ত হন, এমন কি তাঁহার জীবন সংশয় হয়। এই আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে আরোগ্য লাভ করা উপলক্ষে গত ১২ই চৈত্র সন্ধ্যা ৬টায় চাওড়া ৫নং গণেশ মাজীর লেন ভবনে উপাসনা হয়। ভ্রাতা স্বয়ং গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া প্রার্থনা করেন। ভাগলপুরের বিধান বিশ্বাসী বৃদ্ধ সাধক শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সকাতরে প্রার্থনা করেন। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন ও ভ্রাতা যামিনীকান্ত কোঁয়ার সঙ্গীত করেন। গৃহস্বামী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক সমাগত বন্ধুদিগকে সমাদরে জলযোগ করাইয়াছিলেন। অনেকগুলি সমবিশ্বাসী ভ্রাতা ভগিনী ও স্বর্গীয় ফকিরদাস রাই স্কুলের পুরাতন ছাত্র এই বিশেষ উপাসনায় যোগদান করিয়া আমাদের ভ্রাতার প্রতি গভীর ভালবাসা দেখাইয়াছিলেন। মা বিধানজননী যদি আমাদিগের প্রিয় ভ্রাতার জীবন রক্ষা করিলেন, তাঁহাকে নবজীবনে পরিচালিত করিয়া তাঁহারই বিধানের সেবায় দীর্ঘজীবী করুন।

দানপ্রাপ্তি—১৯২৫, নবেম্বর মাসে প্রচার ভাণ্ডারে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে :—

এককালীন দান।—নবেম্বর, ১৯২৫।

মেয়ের দীক্ষা উপলক্ষে পিতা শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস ২৲, পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী ৪৲, কন্যার আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মনোমোহন দে ৫৲, স্বামীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীমতী সুদক্ষিণা সেন ১০৲, পৌত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দত্ত ২৲, বিশেষ দান আবার জন্য Mrs. Chaman Lal ১৩৲, স্বর্গগত বরদা কুমার রায়ের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে পুত্র যোগেশচন্দ্র রায় ৭৲, সন্তানের জন্মদিন উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন বন্ধু ২৲, মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার মুখার্জ্জি ২৲, পুত্রের জন্মদিনে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সাহা ২৲ টাকা।

মাসিক দান।—নবেম্বর, ১৯২৫।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ৪৲, মেজর জ্যোতিলাল সেন ২৲, শ্রীমতী সুমতি মজুমদার ১৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন ২৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন ৪৲, শ্রীমতী ভক্তিমতি মিত্র ২৲, শ্রীমতী সরলা দাস ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন ১৲, কোন মাননীয়া মহিলা ২০৲, মাননীয়া মহারাণী সুনীতি দেবী ১৫৲, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ ২৲, স্বর্গগত মধুসূদন সেনের পুত্রগণ ২৲, শ্রীযুক্ত S. N. Gupta ২৲, শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার হালদার ৫৲, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল খাস্তগির ২৲, কোন বন্ধু ১০০৲, ব্রহ্মমন্দির ১০৲ টাকা।

আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে দাতাদিগকে প্রণাম করি। ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ তাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত হউক।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

ইংরাজী বৎসরারম্ভে "ধর্ম্মতত্ত্বের"ও নববর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। ধর্ম্মতত্ত্বের গ্রাহক অনুগ্রাহক, অভিভাবক সকলেই যে সহৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন [illegible] অতএব তাঁহারা যদি নিজ কৃপাগুণে নিজ নিজ অর্থ সাহায্য যথাসময়ে না দেন কেমন করিয়া ইহার জীবন রক্ষা হইবে। প্রেসের কর্ম্মচারীগণ যথাসময়ে বেতন না পাইলে আমাদিগকে তাহাদের অভিসম্পাত ভোগ করিতে হয়। তাই সানুনয়ে গ্রাহক মহাশয়দিগের চরণে ধরিয়া মিনতি করি আমাদিগকে এই ঋণ পাপ ও অভিসম্পাত হইতে যেন মুক্ত করেন। দানশীল অভিভাবকগণও যদি কিছু কিছু এককালীন অর্থ সাহায্য দান করিয়া আমাদিগকে ঋণদায় হইতে অব্যাহতি দেন কৃতার্থ হইব।

Edited, on behalf of the Apostolic Durbar, New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬১ ভাগ। ... সংখ্যা।
১লা বৈশাখ, বুধবার, ১৩৩৩ সাল, ১৮৪৮ শক, ৯৭ ব্রাহ্মাব্দ।
14th April, 1926.
বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩,

প্রার্থনা।

হে জীবনের ঈশ্বর, তুমিই যে এই জীবনের জীবন, এই জ্ঞান এই চৈতন্য যখন তুমি দাও, তখনই আমরা অমর হই। যেন ভ্রমবশতঃ এ জীবন আমার মনে করিয়া না মরি। হে অনন্ত, অমর, এ জীবন তুমি, তোমারই জীবনে আমি জীবন যাপন করিতেছি,—এই জ্ঞান সদা জাগ্রত থাকিলে আর আমার মৃত্যু কই? যে জীবনের অন্ত নাই, সেই জীবনে যে আমি জীবিত হই, স্থান, কাল, মাস, বর্ষে, আমার জীবনের ক্ষয় নাই। অনন্তের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়াছি আমি অমরত্বের পথে। তুমি যে অনন্ত স্নেহ, তোমার যে প্রেম কখনও হ্রাস হয় না, কখনও সে প্রেম আমায় পরিত্যাগ করে না। তুমিই সেই প্রেমে এই জীবনের জন্ম দিয়াছ, তুমিই ইহাকে বাঁচাইতেছ, ইহার সকল ভার লইয়া রহিয়াছ। আমার জীবনে আমারত কোন আধিপত্য নাই, ইহার উপর সকল আধিপত্য তোমারই, সুতরাং ইহাকে তোমার মনের মত করিয়া তুমি লইবেই লইবে। আমার অহংকৃত আধিপত্য ধ্বংশ করাই তোমার স্বভাব। তোমার স্বভাবে আমার যাহা অভাব তাহা পুরণ না করিলে তোমারও যে সুখ হয় না। আমাকে সুখী করিয়াই তোমার সুখ, আমাকে নিত্য সুখে সুখী করাতেই তোমার সুখ, তোমার আনন্দ। তাই বর্ষের পর বর্ষ এই জীবন, স্রোত প্রবাহিত করিয়া, নব নব বর্ষে নব নব জীবন উদ্ভাসিত করিয়া তুমিই তোমার নিত্য ধামের দিকে আমাকে অমর জীবনের প্রবাহে লইয়া চলিয়াছ। হে জীবনপতি, ইহাই প্রত্যক্ষ জ্ঞানে উপলব্ধি করি ও পুরাতন বর্ষে পুরাতন জীবন বিদায় দিয়া, নব বর্ষে নব জীবনের নবীনানন্দ সম্ভোগে ধন্য হই তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

জীবনের ঠাকুর, যত আমাদিগের দিন কমিতেছে এই পৃথিবীতে, ততই এই ভাবনা সহজে মনে হইবে যারা এত আশা করিয়া আমাদিগের দিকে তাকাইয়া আছে তাদেরকি দিয়া যাইব? এখানকার অমরত্বের জন্য দায়ী আমরা। আমাদিগকে এখানেও চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। করুণাসিন্ধু, তুমি আমাদিগকে বর দিলে চিরজীবী হও। মহর্ষি ঈশা বলিয়া গেলেন, "যেখানে থাকিবে তোমরা পাঁচজন, সেখানে থাকিব আমি।" আমরা যেন ঈশার মত বলিতে পারি যেখানে ধর্ম্ম, সেখানে সত্য, যেখানে সত্যানুরাগ, সেখানেই আমি ইনি, তিনি থাকিব। যদি নববিধানের আদর্শ জীবনে দেখাতে পারি তবে সেই নামে থাকিব পৃথিবীতে। বিদ্বেষী, কামী, লোভী, রাগী থাকিবে না। প্রেমময় হরি,

যদি অমরত্বের আশীর্ব্বাদ করে থাক, তবে অমর কর। যদি নববিধান রত্নে আমাদিগকে বিভূষিত করেছ, আমরা যেন সেই রত্ন কণ্ঠে পরিয়া চিরকাল পৃথিবীতে থাকিতে পারি।—দৈঃ প্রাঃ, ৮ম।—"অমর জীবন"।

হে দয়াসিন্ধু হরি, জীবনে যেমন বয়স বাড়িয়া জীবন ক্ষয় হইবে, অনন্তকাল মধ্যে সেইরূপ আমাদের বয়স বাড়িবে। জীবনের নৌকায় চড়িয়া আনন্দ সমুদ্রের উপর দিয়া যাইতেছি। এক বৎসর গেল, এক ঘাট ছাড়িলাম। যাইতেছি সেই স্থানে যেখানে অশরীরি আত্মা তোমার সঙ্গে মিশিবে। আয়ু বৃদ্ধির সঙ্গে এক ঘাট ছাড়িয়া আর এক ঘাটে চলিলাম। বর্ষ হইতে বর্ষান্তরে লোক হইতে লোকান্তরে, অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে, চলিলাম। আজ ভিন্ন বৎসর, ভিন্ন জন্ম, ভিন্ন জীবন। হে আত্মন্, তোমার জীবন বৃদ্ধি হউক। হে মাতঃ, দয়া করে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে অশরীরি আত্মা হয়ে তোমার সঙ্গে থাক্‌তে পারি। দৈঃ প্রাঃ, ২য়।—"জন্মদিনে বৈরাগ্য ভিক্ষা"।

নববর্ষাগমে।

আবার এক বর্ষ বিদায় লইল। আবার এক নব বর্ষ সমাগত হইল। বর্ষের পর বর্ষ আসিতেছে যাইতেছে জীবাত্মা নানাপ্রকার অবস্থার তরঙ্গে ডুবিতেছে উঠিতেছে, ঘাত প্রতিঘাতে কতই আন্দোলিত হইতেছে।

হে আত্মন্, বিশ্বাস কর এ জীবনের জন্মদায়িনী যিনি, তিনি স্নেহময়ী জননী। মা হইয়া তিনিই এই জীবনের সকলই জানিতেছেন দেখিতেছেন, অনন্ত স্নেহে ইহাকে চিররক্ষা করিতেছেন, নিজ মাতৃস্নেহে স্বয়ং লালন পালন করিতেছেন। আপন মনের মতন গঠন করিতেছেন, এবং ইহাকে সুখ মোক্ষ দিবার জন্য নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন। তবে আর ভয় কি?

বর্ষ মাস আসিতেছে যাইতেছে, কেবল আমাদিগকে নব নব শিক্ষা নব নব দীক্ষা দিতে এবং নব নব অভিজ্ঞতা দিয়া আমাদিগের জীবনে নব নব উন্নতি বিধান করিতে। সজ্ঞানে সচৈতন্যে ইহাই যেন আমরা দর্শন করি এবং যদি কখনও মোহ বশতঃ বা অজ্ঞান-কু-আশা বশতঃ জীবনের পথে বিভ্রান্ত হই জীবনদায়িনী যিনি তাঁহারই যেন শরণাপন্ন হই, তাঁহাকেই মা মা বলিয়া ডাকি।

তিনি যে মা, তাঁর প্রাণ যে মার প্রাণ, তিনি নিশ্চয়ই সন্তানের ক্রন্দন শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না, তিনি জীবনপথে কোলে লইয়া স্নেহদুগ্ধ পান করাইয়া স্বয়ং পরিচালন করিবেন, সকল বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া দোষ দুর্ব্বলতা ক্ষমা করিয়া এ জীবনে তাঁহার যে উচ্চ আশা তাহা পূর্ণ করিয়া লইবেন, ইহলোক হইতেই স্বর্গলোকের উপযুক্ত অমর জীবনে সঞ্জীবিত করিবেন, নববর্ষে তাঁহারই জয় জীবনে ভিক্ষা করি।

—•—

সাধন-সমন্বয়।

ধর্ম্মের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে কে না স্বীকার করিবেন, একই বিধাতা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতীয় মানবাত্মাকে স্বীয় পবিত্রাত্মার দ্বারা অধিকার করিয়া, দেশ কাল পাত্র অনুসারে এক এক ধর্ম্মবিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। যদিও পূর্ব্বে বিভিন্ন মানব জাতির পরস্পরের ভাবের আদান প্রদানের সুযোগ ছিল না, পরস্পর পরস্পরকে আপনাপন ভাব শিক্ষাদান করিতে বর্ত্তমান যুগের ন্যায় সুবিধা পান নাই, তথাপিও সকল ধর্ম্মসাধকগণই ধর্ম্মের উচ্চ নীতি ও তৎসাধনপ্রণালী বিষয়ে একই বিধাতার আলোকে যে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহ।

এই জন্যই সকল ধর্ম্মই যে একই বিধাতার বিধান,—মানবের সুবুদ্ধি রচিত নয়,—ইহা সকলকেই অভ্রান্ত ভাবে স্বীকার করিতে হইবে।

ইহা কি আশ্চর্য্য নয় যে যদিও হিন্দু মুসলমান এবং খৃস্টান বাহ্যতঃ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মপথ অনুসরণ করেন, কেমন করিয়া এই একই সময়ে প্রায় একই প্রণালী অবলম্বনে আত্মত্যাগ, বৈরাগ্য বা উপবাস সাধন করিয়া ধর্ম্মের জন্য আত্ম-বলিদানের সাধনে নিরত হইলেন?

দেখা যায়, শৈব-ধর্ম্মাবলম্বীগণ এই সময়ে এ দেশে সন্ন্যাস করেন, শিবের সেবার জন্য আত্মনিগ্রহ করেন, সমস্ত দিনব্যাপী উপবাস করিয়া এক সন্ধ্যা আহার করেন এবং "ঝাঁপ" বা "চড়ক" করিয়া দেহ-বলিদানের অভিনয় করেন।

মুসলমানগণও এই সময়েই "রোজা" ধারণ করিয়া সমস্ত দিন উপবাস করেন এবং নিষ্ঠার সহিত উপাসনাদি করেন ও আত্মসংযম করেন।

আবার খৃষ্টীয় ধর্ম্মসাধকগণও ঠিক এই একই সময়েই "Lent" উপবাস, সংযম সাধন এবং শুভ শুক্রবারের

ক্রুশোৎসব ও পাপের জন্য অনুতাপ বা প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করেন।

এই সকল কি একই ভাবের সাধন নয়? কিছু কিছু প্রণালী বিভিন্ন হইলেও সকলই যে একই ভাবাত্মক ধর্ম্মপ্রণালী হইতে উদ্ভূত এবং একই ধর্ম্মোদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনুষ্ঠিত, কেহ ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

আশ্চর্য্য এই যে একই কালে এই একই প্রকারের সাধন হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বীগণ দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতেছে, সকলেই নিজ নিজ ধর্ম্মভাবে নিষ্ঠাবান হইয়া আপনাপন ধর্ম্মকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, সকলেই একই ঈশ্বরের প্রীতি কামনায় একই ভাবের সাধন করিতেছেন, অথচ পরস্পরকে সেই প্রীতির চক্ষে দর্শন করিয়া আত্মিক ভাবের বিনিময় করিয়া একাত্মতা লাভ করিতে পারিতেছেন না। সেই একাত্মতা বিধানের জন্যই নববিধান সমাগত। এই বিধান-বিশ্বাসী হইয়া যেন সকল ধর্ম্মের সকল আত্মত্যাগ সাধন করিয়া সকলে পরস্পরের সহিত আত্মযোগে একাত্মা হইতে পারি, নববিধান বিধায়িনী আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ করুন!

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

শ্রীঈশার শেষ সাতটী উক্তি।

শ্রীঈশা ক্রুশবিদ্ধ হইয়া যে সাতটী উক্তি করেন, খৃষ্টভক্তগণ তাহার কতই গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ করিয়া থাকেন। সে উক্তি কয়টী এই:—

১। "পিতা ক্ষমা কর, কারণ ইহারা জানেনা যে কি করিল।"
২। "ঐ দেখ তোমার পুত্র। ঐ দেখ তোমার মাতা, দেখিও।"
৩। "তুমি আজই আমার সহিত স্বর্গে মিলিত হইবে।"
৪। "পিতা, পিতা, তুমিও কি আমায় ত্যাগ করিলে?"
৫। "আমার পিপাসা পাইতেছে।"
৬। "ইহা পূর্ণ হইল।"
৭। "আমি তোমাতে আত্মসমর্পণ করিতেছি।"

—

খৃষ্টধর্ম্মের উদার ভাব।

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের-মধ্যে যাঁহারা গোঁড়া তাঁহারা বিশ্বাস করেন বাইবেল গ্রন্থের প্রত্যেক অক্ষর পর্য্যন্ত স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ, এবং ইহাতে যাহা কিছু আছে সকলই অভ্রান্ত। বাস্তবিক কোন শাস্ত্র গ্রন্থ মুদ্রিত আকারে স্বর্গ হইতে পতিত হইয়াছে, ইহা আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। তবে, ইহার ভাব, ইহার সত্য যে ঈশ্বর প্রেরণাসম্ভূত বা প্রত্যাদিষ্ট, ইহাই আমরা বিশ্বাস করি। সম্প্রতি অক্সফোর্ডের বিসপ গোরেও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, "বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব এবং অন্যান্য অনেক তত্ত্বই বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞান বিরুদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, সুতরাং সমগ্র বাইবেলই যে অভ্রান্ত ইহা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না।" বিশ্বজনীন নববিধানের প্রভাবে এই রূপে সর্ব্বধর্ম্মেই উদার ভাবের সঞ্চার হইবেই হইবে।

—

নববর্ষের প্রাস্তুতিক—আত্মসংযম।

"শরীরং ব্যাধিমন্দিরং"। সর্ব্বশাস্ত্রকারই এই কথা বলিয়াছেন। ব্যাধি আর কি? শরীরের স্বাভাবিক অবস্থার বিকার। আহার পানের অনিয়মে এবং শারীরকি শক্তির অপব্যবহারে এই বিকার উপস্থিত হয়। আহার পানের সুনিয়ম বা সংযম সাধনে শরীর রোগমুক্ত ও স্বাভাবিক অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। মনেরও আগার এই শরীর। মনের সহিত শরীরের অবিচ্ছিন্ন যোগ। শরীরের শক্তি এই মনের উপর যেমন ক্রীয়া করে, তেমনি মনের প্রভাবও শরীরের উপর কার্য্য করিয়া থাকে। এইজন্য মনের বিকার নিবারণ করিতে বা মনকে সংযমিত করিতে সাধকগণ শরীরের নিগ্রহ সাধন করেন। আহার বিহার নিদ্রাদি ত্যাগ বা সংযম ইহার প্রধান সাধন। ধর্ম্মশাস্ত্রকার ও বিজ্ঞানবিদ্‌গণ উভয়েই এই সাধনের উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। এই সাধনে শরীর ও মন উভয়ই বিশেষ উপকৃত হয়, সবল এবং সুস্থ হয়। বৈজ্ঞানিক ভাবে এই উপবাসাদি সাধন করিলে আত্মারও যথেষ্ট সদ্গতি হয়। কেবল সংস্কার বশতঃ করিলে শরীরের উপকার হইতে পারে, আত্মা মনের তত উপকার হয় না। এই সময়ে শৈবদিগের সন্ন্যাস, উপবাস, মুসলমানদিগের রোজা এবং খৃষ্টানদিগের "লেণ্ট" সাধনের আধ্যাত্মিকতা উপলব্ধি করিয়া আত্মসংযম ব্রত লইয়া আমরাও যেন নববর্ষে নবজীবন লাভের ব্রত গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হই। আত্মসংযম এবং আমিত্ব বিনাশ না হইলে নববিধানের নবজীবন লাভ হয় নাই। বসন্ত সমাগমে যেমন বৃক্ষরাজির পুরাতন পত্র নিঃশেষ হইয়া নব পত্র পল্লবিত হয়, তেমনি আত্ম-সংযম সহকারে যেন পুরাতন জীবন ক্ষয় হয় এবং নববর্ষাগমে নবজীবন সঞ্চার হয়।

শ্রীঈশার ক্রুশদণ্ড।

শ্রীঈশা আপনাকে "ব্রহ্মপুত্র" বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই অপরাধে য়ীহুদি ধর্ম্ম যাজকগণ তাঁহাকে ধর্ম্মদ্রোহী ভাবিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ব্রহ্ম নিরাকার জিহোভা, তাঁহার আবার পুত্র কেমনে হইবে? ইহার আধ্যাত্মিক ভাব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহারা ঈশাকে ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া রাজদ্বারে দণ্ডিত করেন।

প্রাণদণ্ডে কাহাকেও দণ্ডিত করিতে হইলে এখন যেমন ফাঁসী

দেওয়া হয়, সে দেশে ক্রুশকাষ্ঠে প্রেক দিয়া বিদ্ধ করিয়া প্রাণদণ্ড করা প্রথা ছিল। দুইজন দস্যু সঙ্গেও তাঁহাকে এই ক্রুশদণ্ডে প্রাণদণ্ড করা হয়।

শুক্রবার বেলা বারটার সময় ঈশাকে ক্রুশোপরি বিদ্ধ করা হয়, তিন ঘণ্টা কাল তিনি ক্রুশযন্ত্রণা ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

য়ীহুদি ধর্ম্মের কুসংস্কারাদি বর্জ্জন করিয়া নবধর্ম্মবিধান ঘোষণা করিতে ঈশা প্রেরিত। তিনি নিষ্কলঙ্ক জীবন দ্বারা কেবল এই ধর্ম্ম ঘোষণা করিলেন শুধু তাহাই নয়, প্রাণপাত করিয়া এই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিলেন।

যাঁহারা তাঁহার শিষ্য হন তাঁহাদিগের মধ্যেই একজন ত্রিশ টাকা উৎকোচ লাভের লোভে তাঁহাকে বিরোধীদিগের হস্তে সমর্পণ করে। শত্রুগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিলে তাঁহার যে শিষ্য আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় শিষ্য বলিয়া অভিমান করিতেন তিনিও তাঁহাকে অস্বীকার করেন।

যাহাহউক সেই গভীর অন্ধকার রজনীতে তিনি একাকী নির্জ্জনে প্রার্থনায় নিরত হইয়া পিতার চরণে আত্মোৎসর্গ করেন এবং তাঁহার প্রাণদণ্ডই যদি বিধাতার ইচ্ছা হয় তাহা গ্রহণেও প্রস্তুত হন।

ক্রুশদণ্ডে যখন তাঁহাকে বিদ্ধ করা হয়, তিনি মহা ক্ষমা ও ধৈর্য্যগুণে প্রার্থনা করেন, "হে পিতা তুমি ইহাদিগকে ক্ষমা কর কারণ ইহারা কি জানে না কি করিতেছে।" তাহার পর সেই ক্রুশভার বহন করিতে করিতেই মাতা মেরীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রিয় শিষ্য যোহনকে দেখাইয়া বলিলেন, "ইনি তোমার পুত্র' অর্থাৎ ইহাকেই তোমার পুত্র মনে করিবে, শিষ্যকেও বলিলেন, "ইনি তোমার মাতা" অর্থাৎ ইহাকে মার মত দেখিবে এই বলিয়া মাতার ভার শিষ্যকে প্রদান করেন।

অতঃপর তাঁহার দুই দিকে যে দুইজন দস্যুকে বিদ্ধ করা হইয়াছিল, একজন তাঁহাকে অবিশ্বাস করিয়া বলিল, "তুমি যদি ব্রহ্মপুত্র তুমি কেন আপনাকে ও আমাদিগকে রক্ষা কর না?" কিন্তু অপর দস্যু বলিল "কি আমরাত যথার্থ দোষী, তাই দণ্ডভোগ করিতেছি, কিন্তু ইনি যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী, ইনি কেন আমাদের সঙ্গে দণ্ডভোগ করিতেছেন?" এই বলিয়া ঈশাকেও সে বলিল, "প্রভু, তুমি যখন তোমার পিতার নিকট যাইবে, আমাকেও কি একটুকু স্থান দিবে!" ইহাতে পাপীর বন্ধু ঈশা তখনই উত্তর করিলেন "অদ্যই তুমি স্বর্গে আমার সঙ্গে মিলিত হইবে।" অনুতপ্ত পাপীর প্রতি তাঁর কত দয়া ইহাই তাহার প্রমাণ।

কিছুক্ষণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন, "পিতা, পিতা, তুমি কি আমাকে পরিত্যাগ করিলে? "ক্রুশীয় কষ্ট যন্ত্রণার অনুভবে ক্ষণকালও যে তাঁহার মন বিচলিত হইয়া পাছে পিতা হইতে যোগভঙ্গ হয় তাই তাঁহার এই আকুল প্রার্থনা।

পরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমার পীপাসা পাইতেছে", ইহাতে শত্রুপক্ষীয় সৈনিকেরা তাহাকে সুরা দিতে উদ্যত হইল, কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রে যেমন আছে, "মৃগ যেমন জলাশয়ের জন্য পিপাসিত আমারও প্রাণ সেই ভাবে তৃষ্ণার্ত্ত", ইহা স্মরণেই তাঁহার এই উক্তি। তাঁহার আত্মা যে স্বর্গরাজ্যের জন্য পিপাসিত তাহা সৈনিকেরা কেমনে বুঝিবে?

পরিশেষে "এখন সমাপ্ত হইল" "আমি তোমাতে আত্মসমর্পণ করিতেছি" এই বলিয়া শ্রীঈশা দেহত্যাগ করিলেন। তদনন্তর শিষ্যগণ রাজকর্ম্মচারীদিগের নিকট হইতে তাঁহার দেহ ভিক্ষা করিয়া লইয়া তাহাকে সমাধিস্থ করিল। কিন্তু তৃতীয় দিন পরে তাহারা গিয়া দেখিল প্রস্তরময় কবর হইতে সে দেহ উত্থান করিয়াছে!

ঈশার এই স্বর্গারোহণের বিবরণ হইতে গভীর আধ্যাত্মিক ভাব উদ্ভাবন করিয়া ভক্তবিশ্বাসীগণ এই ক্রুশোৎসব সাধন করেন। আমরাও বিশ্বাস করি বিধাতা তাঁহার জীবনে আত্মবলিদানের আদর্শ দেখাইবার জন্যই এই মহালীলা বিধান করিলেন। পূর্ণ আত্মবলিদান বিনা মানুষ ব্রহ্মপুত্রত্ব লাভ করিতে পারে না। পিতৃ আজ্ঞা পালনের জন্য রামের বনবাস আখ্যায়িকা মাত্র। কিন্তু পিতৃইচ্ছা পালনের জন্য ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্যই ঈশা ক্রুশাহত হইলেন, এবং সেই ক্রুশাঘাতও ঈশ্বরেরই ইচ্ছা বলিয়া অবাধে তিনি বহন করিলেন। বিপদ পরীক্ষার মধ্যে কেবলই প্রার্থনায় নিরত হইলেন। যাহারা নির্যাতন করিল ও বিপদ পরীক্ষা আনয়ন করিল তাহারাও তাঁহার ক্ষমার পাত্র, কেন না তাহারা অজ্ঞতা বশতঃ তাহা করিল। শিষ্যগণও তাঁহাকে রক্ষা করা দূরে থাক্ শত্রুহস্তে অর্পণ করিল এবং তাঁহাকে অস্বীকার করিল, অর্থাৎ এক পিতা ভিন্ন তাঁহার যে আর কেহই আপনার নহেন ইহাই দেখাইলেন। পৃথিবীতে একমাত্র মাতা তাঁহার পোষ্য মধ্যে ছিলেন তাঁহারও প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহা তিনি পালন করিলেন। দস্যু অপরাধী হইলেও যদি সে অনুতপ্ত ও বিশ্বাসী হয় তাহা হইলে স্বর্গলাভের উপযুক্ত হয় ইহারও নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার দস্যুর প্রতি প্রেমে দেখাইলেন। মহাযন্ত্রণাতেও মন ব্রহ্মযোগ ভ্রষ্ট না হয় এবং আত্মা একমাত্র স্বর্গরাজ্যের পিপাসাতেই পিপাসিত হয় আর অন্য পিপাসা না থাকে, তাহাতেই যে দৈহিক জীবনের কার্য্য সমাপ্ত হইল এই বলিয়া ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করিলেন। পৃথিবীর মৃত্তিকায় এ দৈহিক জীবন প্রোথিত হইল, কিন্তু তাঁহার আত্মা ত প্রোথিত থাকিবার নয়, তাই তাঁহার আত্মোৎসর্গীকৃত জীবন সশরীরে অর্থাৎ সমগ্র মানব জীবনে উজ্জীবিত হইল বা সমুন্নত হইল; ইহাই এই ক্রুশারোহণের নিদর্শন, সাধন ও শিক্ষা।

শ্রীদরবারের অনুশাসন।

[শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের দেহাবস্থান কালে]

৯ই শ্রাবণ, সোমবার, ১৭৯৯ শক।—

মন্দির, আশ্রম, স্ত্রীবিদ্যালয়, কলিকাতা স্কুল, আলবার্ট ইন্‌ষ্টিটিউট, ভারতসংস্কার সভা প্রভৃতি প্রচারকদের হস্তে যে সকল কার্য্য আছে তৎসমুদয় প্রচার কার্য্যালয়ের অধীন হইবে।

৯ই ভাদ্র, সোমবার, ১৭৯৯ শক।—

একটী "চরিত্রশোধনী সভা" সংস্থাপিত হওয়া কর্ত্তব্য। কি প্রকারে পুণ্যপ্রেম সঞ্চিত হইতে পারে এই সভাদ্বারা তৎসম্বন্ধে নিয়ম নির্দ্ধারিত হইবে। যাঁহারা সে সভার সভ্য হইবেন, তাঁহারা যাবজ্জীবন এ সকল নিয়ম প্রতিপালন করিবেন। নিয়ম ভঙ্গ করিলে সভা হইতে অপসৃত হইতে হইবে এবং সভার নিয়ম অনুসারে পুনর্গৃহীত হইতে পারিবেন।

২রা আশ্বিন, সোমবার, ১৭৯৯ শক।—

কলিকাতার যুবকগণ চরিত্র ও নীতি সম্বন্ধে নিতান্ত হীন হইতেছে, তাহাদিগের জন্য পূর্ব্ববৎ প্রকাশ্য বক্তৃতাদি হওয়া উচিত এই কথার উল্লেখ হওয়াতে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, বিনাভিপ্রায়ে কোন কার্য্য হইতে পারে না। অভিপ্রায়ের (motive) অভাববশতঃ বক্তৃতাদিও এখন হইতেছে না। এ সকল বিষয়ের প্রসঙ্গের পূর্ব্বে অভিপ্রায় স্থিরীকৃত হওয়া উচিত। কার্য্যের অভিপ্রায় স্থির হইলে কার্য্যও হইবে।

৯ই আশ্বিন, সোমবার, ১৭৯৯ শক।—

সম্প্রতি যে গৃহে আশ্রমবাসীগণ অবস্থান করিতেছেন সে গৃহ বিধানের অন্তর্ভূত মনে করা যাইতে পারে না। সুতরাং আশ্রমের পূর্ব্বপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিয়া প্রত্যেক পরিবারের স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ প্রয়োজন, এই বিষয় আলোচনা হইল।

১৬ই আশ্বিন, সোমবার, ১৭৯৯ শক।—

প্রচারব্রতে নিশ্চিন্ত অথচ দায়ী থাকা এই সম্বন্ধে আলোচনা হইল।

প্রচারকগণ মধ্যে নৈতিক উন্নতিসাধিনী সভা স্থাপন করা হয়।

২৬শে অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৭৯৯ শক।—

এ সময়ে ভিন্ন দেশীয় স্ত্রী পুরুষের বিবাহ হওয়া যুক্তিসিদ্ধ কি না এই বিষয়ের আলোচনা হইয়া স্থির হইল যে ভাষার ভিন্নতা জন্য যখন বিবাহের মূল প্রণয় হওয়া অসম্ভব, তখন সে ভিন্নতা দূর না হইলে এরূপ বিবাহ হওয়া যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না।

১০ই পৌষ, সোমবার, ১৭৯৯ শক।—

এক গৃহে না থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন গৃহে থাকিলেও আশ্রমের ভাব নষ্ট হয় না। কারণ আশ্রমের উদ্দেশ্য ইহা নহে যে চিরদিন সকলে এক গৃহে একত্র থাকিবে, কিন্তু এই উদ্দেশ্য যে যাহারা আশ্রমে ছিল তাহারা সেখান হইতে গিয়া যেখানে বাস করিবে সেখানে আশ্রমের ভাব লইয়া যাইবে। এখন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আশ্রম নির্ম্মাণ হইতেছে, সমষ্টিতে ধরিতে গেলে উহা উন্নতি। পূর্ব্বে একটী আশ্রম ছিল, এখন সেই আশ্রম পাঁচটী বাড়ী হইল। আশ্রমে উপাসনাদির যে নিয়ম ছিল, পাঁচটী বাড়ীতে সেই সকল নিয়ম হইল। আগে পাঁচজনকে ভালবাসা যাইত, এখন পাঁচটী পরিবারে সেই ভালবাসা বিস্তৃত হইল। এখানে সকলে গৃহী হইয়া গৃহধর্ম্ম পালন করিতে আরম্ভ করিল, এবং এক গৃহী অপর গৃহীর প্রতি কি কর্ত্তব্য তাহা সাধন করিতে লাগিল। ফলতঃ আশ্রমের যে ভাব ছিল, তাহা লইয়া প্রত্যেককে গৃহী হইতে হইবে। আগে পাঁচটী মানুষে আশ্রম ছিল, এখন পাঁচটী বাড়ী লইয়া আশ্রম হইবে। এখানে আশ্রমে যেরূপ প্রতিজনের সাধারণ সম্বন্ধে কার্য্যভার ছিল, বাধ্যবাধকতা ছিল, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। যখন এটী একটী প্রচারকের পল্লী হইতে চলিল, তখন এমনি হওয়া চাই যে উহা দেখিলেই পবিত্র ভাবের উদ্রেক হইবে, সত্য ভাবের উদ্রেক হইবে।

—•—

গীতাপ্রপূর্ত্তি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দর্শন শ্রবণ নির্দ্দেশ অধ্যায়ে পরিস্ফুট অপরিস্ফুট সকলই যে কেমন পরিস্ফুট ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহা সকলে দেখিতে পাইবেন। সাধন নির্দ্দেশ অধ্যায়ে স্মরণ, কীর্ত্তন, বন্দনাদি সাধন প্রণালীগুলি অতিবিস্তৃতরূপে অভিব্যক্ত। গীতার শ্লোকে শুধু দিঙ্মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। যথাঃ—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ, নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ৮।১৪॥
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ ৯।১৪॥
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে নরাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং॥ ৯।২২॥
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥ ৯।২৬-২৭॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ১০।৯॥

বাঙ্গলানুবাদ :—

অনন্যচিত্ত হইয়া যে আমায় নিত্য নিরন্তর স্মরণ করে আমি সেই সমাহিত চিত্ত যোগীর পক্ষে সুলভ॥ ৮।১৪॥

তাহারা দৃঢ়ব্রত হইয়া আমার কীর্ত্তন করে, যত্ন করে, ভক্তিপূর্ব্বক আমায় নমস্কার করে, নিত্য সমাহিত হইয়া আমার উপাসনা করে॥ ৯।১৪॥

যে সকল ব্যক্তি আমা বিনা আর কিছুই চায় না, আমাকেই চিন্তা করে, আমারই উপাসনা করে, সেই অবিরত মন্নিষ্ঠ ব্যক্তিগণের যোগ ও ক্ষেম আমিই বহন করি। (যাহা নাই তাহা যোগান যোগ) (যাহা যোগান হইয়াছে তাহা রক্ষা করা ক্ষেম)॥ ৯।২২॥

যে ব্যক্তি পত্র, পুষ্প, ফল জল, আমায় ভক্তিপূর্ব্বক দেয়, সেই শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির ভক্তির উপহার আমি গ্রহণ করিয়া থাকি। যাহা কিছু কর, যাহা কিছু ভোগ কর, যাহা কিছু হবন কর, যাহা কিছু দাও, যাহা কিছু তপস্যা কর, সে সমুদয় আমায় অর্পণ কর॥ ৯।২৬।২৭॥

আমাতে তাহাদিগের চিত্ত, আমাতে তাহাদের প্রাণ প্রবিষ্ট, তাহারা পরস্পর আমার বিষয় বুঝায়, আমার কথা কীর্ত্তন করে, প্রতিদিন এইরূপে পরিতুষ্ট হয়, আমোদিত হয়॥ ১০।৯॥

বিষয়-বিষয়ি-সম্বন্ধ :—

প্রপূর্ব্বিতে বিষয়-বিষয়ি-সম্বন্ধ অতি বিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। গীতাতে তাহা বিশেষরূপে পরিস্ফুট না হইলেও যাহা আছে তাহা এইরূপ :—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ৪।৩৪॥

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ১০।৯॥

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া॥ ১০।১৭॥

ইত্যাদ্য প্রশ্নোত্তর ভূতে বিভূতি যোগে ;
সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ১৩।২৭॥

বঙ্গানুবাদ :—

প্রণিপাত, প্রশ্ন এবং সেবাদ্বারা সেই জ্ঞান অবগত হও (যে জ্ঞানে তোমার মোহ উপস্থিত হইবে না)। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমায় সেই জ্ঞান উপদেশ দিবেন॥ ৪।৩৪॥

আমাতে তাহাদিগের চিত্ত, আমাতে তাহাদিগের প্রাণ প্রবিষ্ট, তাহারা পরস্পর আমার বিষয় বুঝায়, আমার কথা কীর্ত্তন করে, প্রতিদিন এইরূপ পরিতুষ্ট হয় এবং আমোদিত হয়॥ ১০।৯॥

প্রশ্নোত্তর-সম্ভূত বিভূতি যোগে বিষয়-বিষয়ি-সম্বন্ধ যথা :— হে যোগিন্, আমি নিরন্তর চিন্তা করিয়া আপনাকে কি প্রকারে জানিতে পারিব? কোন পদার্থে আমি আপনাকে চিন্তা করি? ১০।১৭॥

সমুদয় বিনাশশীল ভূতেতে সমভাবে অবস্থিত, অবিনাশী পরমেশ্বরকে যে দেখে, সেই দেখে॥ ১৩।২৭॥ এখানেও বিষয়-বিষয়ি-সম্বন্ধ মূল অন্বেষণ করা যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন।

।

স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন দত্তের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে নিম্নলিখিত প্রার্থনা করা হয় :—

হে ভক্তবৎসল, আজ তোমার ভক্ত সন্তানের সাম্বৎসরিক দিনে আমরা তোমার মন্দিরে পূজা করিতে এলাম। তোমার সন্তানের ধর্ম্মনিষ্ঠা, সত্যানুরাগ ও মহৎ জীবন আদর্শ দেখে আমরা যেন ধর্ম্মপথে চলিতে শিখি। এই ব্রহ্মমন্দির তাঁর শরীরের বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে গড়া। তোমার এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের স্থাপনের জন্য তিনি কত নির্য্যাতন, কত উৎপীড়ন অক্লেশে সহ্য করিয়াছিলেন। হে বিশ্বদেব, তোমার পূজা আরাধনার জন্য কত উৎসাহে, কত উদ্যোগে তোমার সন্তান এই ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। এখানে ব্রাহ্মপল্লী স্থাপন করা তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। হে পরিত্রাতা, তোমার এই মন্দির তুমি নিজে সংরক্ষণ কর। আমরা তোমার দুর্ব্বল, অসহায় সন্তান, পাপ মোহে জড়িত। তুমি দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায়। তুমি আমাদের বল দাও। তোমার কাজে, জগতের কাজে যেন জীবন সমর্পণ করিতে পারি।

তোমার ভক্তসন্তানের জীবন তাঁর বংশধরগণ ও আমাদের সন্তান সন্ততিগণ যেন অনুসরণ করিতে শেখে। মা দয়াময়ী, তোমার কাছে এই কাতরে প্রার্থনা করি যে, তুমি আমাদের সহায় হও, তোমার কাজ করবার উপযুক্ত ক্ষমতা তুমি আমাদের দাও। তোমার কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়। তোমার বলে বলীয়ান্ হয়ে যেন মা তোমার কাজ করে আমরা ধন্য হই, এই তোমার কাছে আজ বিশেষ প্রার্থনা। তুমি আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ কর। আমরা সকলে মিলে ভক্তির সহিত তোমায় বার বার প্রণাম করি।

শ্রীস্নেহলতা দত্ত।

মঙ্গল ভিক্ষা।

যে পবিত্র মহোচ্চ ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা, আমাদের কাছে এই সুন্দর স্বর্গীয় ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ অমূল্যরত্ন প্রকাশিত হইয়াছে, আমাদের সকলেরই সেই ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও কল্যাণ কামনা ও মঙ্গলসাধন করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই পবিত্র পরিত্রাণপ্রদ ব্রাহ্ম সমাজকে রক্ষা করিতে ও উন্নতিসাধন করিতে প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা না করা আমাদের নিতান্ত অকৃতজ্ঞতা ও কৃতঘ্নতার কাজ হইবে। এই সুন্দর মুক্তিপ্রদ ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করা

ও দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর করিবার প্রধান উপায় প্রত্যেকের নিজ নিজ জীবনকে ভাল করিবার চেষ্টা করা, ও যথাসাধ্য সকলের কিছু কিছু অর্থসাহায্য প্রদান করিয়া ইহার কার্য্যাদিকে ভালরূপে সঞ্জীবিত করিয়া রাখা।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের সময় সকলকেই এই প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইতে হয় যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি-সাধনার্থ যাবজ্জীবন প্রতি মাসে, প্রতি বর্ষে আমরা ব্রাহ্মসমাজে যথাশক্তি সাধ্যমত কিছু কিছু দান করিব। কি সুন্দর মহোচ্চ সুমিষ্ট জীবনব্রত আমাদের। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে, আমরা এমন পুণ্যব্রত ধর্ম্মজীবনের প্রবেশ দ্বারে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াও, যদি প্রাণপণে সেই জীবন-ব্যাপী উচ্চ ব্রত প্রতিপালন ও উদ্যাপন করিতে চেষ্টা না করিয়া অনায়াসে স্বচ্ছন্দে সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারি, তবে আমাদের মত ঘোর কৃতঘ্ন, মহা অকৃতজ্ঞ আর কে আছে? আমাদের এই ভীষণ কৃতঘ্নতা ও অকৃতজ্ঞতার জন্য যদি ব্রাহ্মসমাজের কিছু উন্নতির পথে বাধা পড়ে, ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ উজ্জ্বল অমূল্যরত্ন লাভ করিতে যদি ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা বঞ্চিত হন, এবং স্বর্গীয় উদার মহোচ্চধর্ম্ম প্রচারে ব্যাঘাত হয়, তাহা হইলে আমাদের এ ভীষণ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে?

মঙ্গলময় ভগবানের বিশেষ বিধানে, অশেষ কৃপায় এ যুগে এমন স্বর্গীয় পবিত্র উদার মহোচ্চধর্ম্ম এই পৃথিবীতে আসিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী কত শত সাধুভক্ত মহাত্মা মহাপুরুষগণ নিজ প্রাণ দিয়া, শোণিত পাত করিয়া, সুন্দর পবিত্র জীবন দান করিয়া, যে ব্রাহ্মসমাজকে সাজাইয়া রাখিয়া গেলেন, আর আমরা এই অল্প কয়দিনের মধ্যে নিজেদের নির্দ্দয় নিষ্ঠুর নির্ম্মম ব্যবহারে, নিতান্ত নিষ্কর্ম্মা অপবিত্র স্বার্থজীবনের দোষে, সেই সুন্দর উদ্যানকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া যাইব? এই জন্যই কি আমাদের এই নবধর্ম্ম-যুগে জন্মলাভ হইয়াছিল?

দয়াময় ঈশ্বরের অপার করুণায়, সাংসারিক সকল প্রকার সুখ সৌভাগ্য উন্নতি শান্তিলাভ করিয়াও, এমনই হৃদয়হীন অকৃতজ্ঞ আমরা যে, ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মসমাজের মঙ্গল ও উন্নতি সাধনের জন্য মাসে যৎকিঞ্চিৎ দুই একটি টাকা দান করিতেও কৃপণতা করিব? হায় ভগবান, ইহার কি কোন প্রায়শ্চিত্ত আছে? তিনি আমাদের দানধর্ম্মে বিমুখ কঠোর শুষ্কপ্রাণকে ফিরাইয়া আনিয়া, দয়া প্রেম স্নেহ সহানুভূতি দ্বারা পূর্ণ করিয়া পবিত্র জীবন্মুক্ত সরল কর্ম্মক্ষম করুন। পাপদগ্ধ অনুতপ্ত প্রাণের এই কাতর প্রার্থনা।

তারপর কেবল যে মাসে মাসে প্রতিবর্ষে ২।৫ টাকা দান করিলেই, আমাদের জীবনদাতার নিকট এবং ব্রাহ্মসমাজের নিকট সকল ঋণ পরিশোধ করা হইবে, তাহা নহে। আমাদের জীবনের সকল দায়িত্ব, সকল কর্ত্তব্য সাধন কি করা হইতেছে? প্রত্যেককে প্রাণপণ যত্নে নিজ জীবনকে নিঃস্বার্থ সুন্দর পবিত্র মনোমুগ্ধকররূপে প্রস্তুত করিয়া, সকল সুমিষ্ট ব্যবহারে সবাইকে আদর করিয়া ভালবাসিয়া, সেবা করিয়া সুখী ও আনন্দিত করিতে পারিয়া, নিজে সুখী ও ধন্য হইতে হইবে। ভগবানকে প্রীতি করা ও তাঁর প্রিয়কার্য্য সাধন করাই আমাদের ধর্ম্মের মূল মন্ত্র। আমরা সে মন্ত্র ভুলিয়া গিয়া নিতান্ত স্বার্থপরের মত কেবল নিজসুখ আমোদ অন্বেষণে দিন কাটাইতেছি। আর আমাদের নীচ নিকৃষ্ট স্বার্থপর অধর্ম্ম জীবনের দৃষ্টান্ত দেখিয়া, কতজনের প্রাণ শুষ্ক কঠোর ধর্ম্মহীন মিষ্টাবিহীন হইয়া নিরাশার সাগরে ডুবিতেছে, কতজনের মনে নানাবিধ সন্দেহ অবিশ্বাস অভক্তি অশ্রদ্ধা ও দয়া ধর্ম্মে বিতৃষ্ণা জন্মিয়া সেই সর্ব্বসুখদাতাকে বিস্মৃত হইয়া অশান্তির অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে।

তাই আজ সর্ব্বসমক্ষে নিজ অপরাধ স্বীকারপূর্ব্বক মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। মঙ্গলময়ী জগজ্জননী আমাদের সকলকে শুভ মতি দান করিয়া, সুপথে পরিচালিত করিয়া, সুন্দর পবিত্র কর্ম্মক্ষম জীবন দান করুন, যেন আমাদের নিঃস্বার্থ স্নেহময় পবিত্র জীবনের সুমিষ্ট ব্যবহার দেখিয়া সকলের প্রাণ সুখী হয় ও সকলের মনে জীবে দয়া, নামে ভক্তি, ধর্ম্মে মতি, উপাসনায় অনুরাগ, সত্যে নিষ্ঠা ও সৎকর্ম্মে উৎসাহ বর্দ্ধিত হয় এবং স্নেহভরা প্রেমপূর্ণ পবিত্র পুণ্যময় জীবন লাভ হয়। হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি কৃতজ্ঞতার সহিত মার চরণে প্রণাম করিয়া একান্ত অন্তরে এই ভিক্ষা নিবেদন করিতেছি।

জনৈক আর্য্য মহিলা।

সাধন-কাননে প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় পিতৃদেব ভগবৎ গীতা পাঠ করিতেন, আমরা সপরিবারে শুনিতাম। সাধন-কাননে পিতৃদেব মাঝে মাঝে কৈলাস বাবুর পুকুরে স্নান করিতে যেতেন, কখনও ডুব দিতেন না, গামছা করিয়া জল মাথায় দিতেন।

এক সময় যাত্রার পরচুল ও দাড়ী জটা লইয়া মাথায় পরিয়া, পিতৃদেব 'বাগছাল কমণ্ডলু লইয়া রাত্রি ১১টার সময় "লও মন বৈরাগ্য ব্রত" এই গানটী করিতে করিতে বাবুদের লইয়া উমানাথ বাবুর কুটীরে যান। তখন মাতৃদেবীর ভয় হইল, পাছে বাবা এমনি করে সন্ন্যাসী সাজিয়া বেরিয়া যান।

যখন বাবা তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যাকে শ্বশুর বাড়ীতে পাঠান, কমল-কুটীরে উপাসনার ঘরে প্রার্থনা করেন, "আমার সন্তান ভোঁপলের যেমন মনের অবস্থা হয়, মেয়ে শ্বশুর বাড়ী পাঠাইলে তেমনই আমারও অবস্থা হইয়াছে," সরল তখন শিশু ছিল।

দিদির বিয়ের সময় বাবা প্রতিদিন স্বহস্তে রন্ধন করিতেন। ভিজা কাঠ, চোখ ফুলিয়া যাইত। তবুও নিজ হাতে রাঁধিয়া আহার করিতেন। এদিকে রাজার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ, এদিকে

মহাবৈরাগ্য সাধনের জন্য স্বহস্তে রন্ধন করিতেন। বাবা আমাকে রাজনীতি, বড় বৌকে ধর্ম্মনীতি, দিদিকে সুনীতি নাম দিয়াছিলেন।

শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী।

ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের আত্ম-কথা।

হে ভগবান, তুমি বলছ কিছু হইল না, আমিও তাহাতে সায় দিতেছি। আসল কাজে নববিধান যদি নিষ্ফল হইয়া থাকে, তোমার সায় দেওয়া ঠিক।

তুমি যদি বল, তুই ত কিছু পারিলি না, তাহা হইলে আমি আমার বিরুদ্ধে তোমার নিকট সাক্ষ্য দিব।

নববিধানের অর্থ এই, খুব বিভিন্নতা প্রভেদ থাকিলেও প্রাণের ভাই বলা যায়, খুব মাতা মাতি মেশা মেশি হইতে পারে। আর প্রতিজনের ভিতরেই জ্ঞান ভক্তি, কর্ম্ম বৈরাগ্য, ঈশা, মুষা, শ্রীগৌরাঙ্গ, বুদ্ধ সকলের ভাব দেখা যাইবে। তাহা যদি না হইল, কেহ একটু একটু ভক্তি, কেহ একটু একটু জ্ঞান, কেহ একটু একটু কর্ম্ম, কেহ একটু একটু বৈরাগ্য দেখান, তবে সে পুরাতন বিধি হইল, রথখানা উল্টাদিকে গেল। তুমি "হইল না হইল না" বলিয়া প্রতিবাদ করিয়া উঠিলে। তবে এ নববিধানই পুরাতন বিধি।

মা, আমি নীল, লাল, সাদা সব রঙ্গ লইয়া মালা গাঁথিতে চাই। কিন্তু যে রঙ্গ চাই, সে সব রঙ্গই দেখিতে পাই না। কেমন করিয়া মালা গাঁথি? মা, তুমি বলেছ অলৌকিক কীর্ত্তি স্থাপন কর, সকলেই দেখছি লৌকিক, কেমন করিয়া হইবে? কোটী টাকা দিয়া বাড়ী করিতে হইবে, এক পয়সাও নাই, কেমন করিয়া হইবে? চড়চড়ি রাঁধিতে হইবে, আলু, পটল, শাক, আর এই হইল থোড়, বেগুনে, উচ্ছে, যে তিনটা চাই তার একটাও নাই, কেমন করিয়া হইবে?

ইহারা বৈরাগ্যের খাওয়া খাইবে না, যোগাসনে বসিবে না, ধর্ম্ম-সমন্বয় করিবে না, দায়িত্ববিহীন ফাঁকির কাজই রহিয়া গেল। এ সব লোক কেন চিহ্নিত হইল? না লোক ভাল, আমি পারিলাম না? তাই বুঝি? এই ত্রুটি ঠিক, এ মসলাতে আমি পারব না।

নববিধান গঠনের সময় এঁরা অপারক হইলেন, ব্রাহ্মসমাজ গঠনের সময় ইঁহারা খুব পারিতেন।

এখন করিলে কি, হরি, এমন বৃদ্ধ বয়সে এত বড় ধর্ম্ম আনিলে! সে রকম লোক কৈ? ইহারা বলে খুব ভালবাসিয়াছি, নাচিয়াছি, মত্ত হইয়াছি, আবার সে রকম করিব? পুরাতন লোকের প্রতি নবানুরাগ আবার কি? যাহা করিবার করিয়াছি, এখন আর হয় না।

মা, আমার মনের মত লোক চির নবীন না হইলে হইবে না। ৭০ বৎসরে যে লোহার কড়াই খাইতে পারিবে, সে রকম লোক না হইলে আমার হইবে না। পারিব না যে বলে, এমন লোক আমার দলের নহে। ভাই বলে ভালবাসি, কিন্তু আমার কাজ তাহাদের দ্বারা হইবে না।

যৌবন কালে ইঁহারা করিয়াছেন, তাহাতে বাহাদুরী কি? সে সকলেই করে। বৃদ্ধ বয়সে ইঁহারা আর পারেন না, অন্য লোকেও তাহাই করে। তবে আর নববিধান কি হইল? নববিধানের শত্রু হইলেন ইঁহারা।

মা, বল না এ লোকদের দ্বারা কি হইবে? বলুন ইঁহারা আমি লোহার কড়াই খাইতে পারি, আমি ৮০ বৎসর বয়সে ১টা রাত্রি অবধি খাটিতে পারি। আমার ভক্তি বিশ্বাস টলে না, দলপতি যাহা বলেন আমি প্রাণ দিয়া তাহা করিতে পারি। মা, তাহা যদি না বলেন, আমার মনের মত লোক হইল না।

আমাকে উপায় করিয়া দিলে, যন্ত্রী হইয়া আমাকে যন্ত্র করিয়া দিলে, যন্ত্রী ভাঙ্গিয়া গেল, যন্ত্র দ্বারা কিছু হইল না।

মা, তবে আর আমি কি করব? ইঁহারা দোকান ভাঙ্গিয়া দিলেন, আমি সন্ধ্যা অবধি জিনিষ লইয়া কি করিব? ইঁহারা ব্রাহ্মসমাজের অপরাহ্ণ অবধি থাকিয়া সারিয়া পড়িতেছেন।

আমি কি করিব? পৃথিবী বলিবে তবে তোর দোষ আছে, নতুবা পুরাতন লোকেরা তোকে ছাড়িয়া যায় কেন? তুই ইহাদের স্ত্রী পুত্র পরিবারের ভার গ্রহণ করিস নাই, তুই ইহাদের উপযুক্ত বেতন দিস্ নাই। তোর দলে যাব না, তুই মিস্ত্রী যেখানে তোর অধীনে কাজ করিব না।

মা, বসিয়া হাসি, বসিয়া কাঁদি। লোক থাক্ না। তোমার কাজ বাকি থাকবে না, তোমার মন্দির নির্ম্মাণ হইবেই।

আমি একলা মিস্ত্রী হইব, কামার হইব, ছুতার হইব, একলা সুরকী মাথায় করিয়া আনিব, তোমার মন্দির নিশ্চয়ই প্রস্তুত করিব। ৪০ হাজার বৎসর পরে হউক, কিন্তু হইবেই। পরিত্রাণ ত হইবেই। তুমিও ব্যস্ত নও, আমিও ব্যস্ত নই।

হইবেই হইবে। ইঁহারা চলিয়া গেলে কি আর হইবে না? ঐ যে আবার সাজের ঘরে লোক সাজিতেছে! ৫০ হাজার বৎসর পরেও আসবে!

মা, এ গরীব লোকগুলির কি হইবে বল; পারি না পারি না আর কেন বলে? ইহাদের ভিতর ঈশা মুসার রক্ত আছেই। মনে করিলে এখনই অলৌকিক কার্য্য করিতে পারি। তবে পারিব না বলিলে কি হইবে?

এই আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন "পারি না" এই শব্দ ত্যাগ করে তোমার আজ্ঞা প্রাণপণে পালন করিতে পারি।—দৈঃ প্রাঃ, ৭ম।—"আমার দলের লোক।"

ভিক্ষার ঝুলি।

আজ সর্ব্বসাধারণের নিকট গলবস্ত্র হইয়া যুক্তকরে ভিক্ষা করিতেছি।

কত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, আমরা প্রায় ভবঘাটের কাছে পৌঁছিয়াছি। কত পুরাতন বন্ধু বান্ধব প্রিয়জন নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন। এত দিন পরে আমরা যে উদ্দেশ্যে সাধারণের নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি, ইহাতে অনেকে বিদ্রূপ, উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু আমরা তথাপি, দয়ার প্রার্থী; কারণ আমরা নিজেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে আমাদেরই অপরাধে এই মহৎ কার্য্য এতদিন সাধিত হয় নাই।

আমাদের আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণ আজ ৪২ বৎসর হইল হইয়াছে। এত বৎসরের মধ্যে তাঁহার বাহ্য স্মৃতিচিহ্ন কিছুই রক্ষা হইল না। তাঁহার পরিবারই ত অন্যের সাহায্য অপেক্ষা না করিয়া কমলকুটীর রক্ষা করিয়াছেন এবং করিতেছেন। উৎসবাদি এবং সাধন ভজনের সুফল যে প্রকারেই হউক এই পবিত্র কমলকুটীরে আমরা যাহা লাভ করিতেছি, তাহার জন্ম পরিবারের কাছে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ।

এখন পরিবার ও দলের বিশেষ আকাঙ্ক্ষা যে কমলকুটীর তাঁহার পবিত্র স্মৃতিতীর্থ স্বরূপ, যে রূপ শ্রীআচার্য্যদেবের সময় ছিল, সেই রূপটী থাকে। কুচবিহারের মহারাণী সুনীতি দেবী কমলকুটীরের তৃতীয় অংশের দুই অংশ শ্রীআচার্য্যদেবের সেবার জন্ম দিতে চাহেন, কিন্তু সে দান এই সর্ত্তে দিবেন, যদি পূর্ব্বের মত কমলকুটীর রক্ষিত হয় তবে দেওয়া হইবে।

আমরা জনসাধারণের নিকট এই প্রার্থনা করি, আমাদের এই ভিক্ষার ঝুলিতে যে যাহা অর্পণ করিবেন নত শিরে তাহা গ্রহণ করিব।

কমলকুটীর প্রাঙ্গণে আচার্য্যদেবের নামে একটী Hall হইবে এবং তৃতীয় অংশের এক অংশ সাধারণের অর্থে ক্রীত হইবে। এই অর্থ সংগ্রহ করিলে আমরা এখনই এ কার্য্যটী সম্পন্ন করিতে সাহসী এবং উৎসাহিত হই।

কমলকুটীর দর্শন করিতে বৎসরে বৎসরে নানা দেশীয় নরনারী আগমন করেন। এ গৃহ আমাদের সকলেরই তীর্থস্থান নববৃন্দাবন।

ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া আপনারা আমাদিগকে ভিক্ষা দান করুন। Trusteesদিগের ভিতর বাহিরের বন্ধুদিগকেও লওয়া হইবে ইহাও সর্ব্বসাধারণের নিকট জানাইতেছি। এ মহৎ কাজের প্রারম্ভে আমরা সকলের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।

শ্রী—ভক্তসেবিকা।

—•—

প্রতিদান।

আমরা বিশ্বাসনয়নে দেখিতে পাই, ২০০০ দুই হাজার বৎসর অতীত হইল ধর্ম্মরাজ্যে মহাবিপ্লবের ভিতর পরিণামে কেবল প্রেমের ধারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রিয় পুত্র মহর্ষি ঈশার সমস্ত জীবনটা কেবল বিশুদ্ধ প্রেমে পূর্ণ ছিল। এই পাপী জগতের নরনারীর পাপ দুর্গতি দূর করিবার জন্যই তাঁর আগমন, কিন্তু যাদের দুঃখভার বহন করিতে তাঁর জন্ম, তাহারাই তাঁহার প্রতি কত নিষ্ঠুর আচরণ করিল, তাঁকে বিবিধ প্রকারে যন্ত্রণা দিল, পরিশেষে দুর্দ্দান্ত ফিরুশীরা তাঁর বক্ষের রক্ত পান করিয়াছিল। এর ভিতরের আশ্চর্য্য প্রেমময় ঈশ্বরের প্রেমের লীলা এই যে, তিনি তাঁর প্রিয় পুত্রের রক্তপাতই মনোনীত করিলেন। ব্রহ্মপুত্র ঈশার এই শোণিতপাতে জগতের অবিশ্বাসের পরিবর্ত্তে বিশ্বাস স্থাপিত হইল। নিষ্ঠুর আচরণের পরিবর্ত্তে ভাই বলিয়া অত্যাচারীকে বক্ষে ধারণ করিয়া মহর্ষি জগতের হৃদয় অধিকার করিলেন ও তাহাতেই প্রেমের জয় হইল। ইহাই যথার্থ স্বর্গীয় প্রতিদান এবং ইহাতেই পাপীর পরিত্রাণ।

তার পর এই বঙ্গদেশের নবদ্বীপ ধামে শ্রীগৌরচন্দ্র হরিপ্রেমে পাগল হইয়া নাচিলেন গাইলেন ও ভাই বলিয়া আচণ্ডালে প্রেমের আলিঙ্গন দিয়া বলিলেন, "ভাইরে তোমরা হরি হরি বল।" ভক্ত গোরাচাঁদের এই প্রেমোন্মত্ততার মর্ম্ম না বুঝিয়া গর্ব্বিত বামাচারী শাক্তগণ, ক্ষেপিয়া উঠিল। তাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ আরো প্রেমোন্মত্ত হইয়া বৃদ্ধা মাতা ও যুবতী ভার্য্যাকে অকূলে ভাসাইয়া সন্ন্যাসীর সাজে দন্তে তৃণ লইয়া জগদ্বাসীর দ্বারে দ্বারে হরিনাম-সুধা বিলাইলেন, তাহাতেই পাপী জগতের পরিত্রাণ হইল। ভক্ত গৌরাঙ্গের এই দানই যথার্থ প্রেমের প্রতিদান, এই দানেই পাপীর পরিত্রাণ।

তারপর এই জগৎ যখন পৌত্তলিকতা কুসংস্কারের অন্ধকারে ও অভক্তি এবং অবিশ্বাসে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল, তখন সর্ব্বশক্তিমান্ দেবতা, আবার এই বঙ্গের মহানগরীতে পবিত্রাত্মারূপে অবতীর্ণ হইলেন ও নবভক্ত শ্রীব্রহ্মানন্দ সেই আলোকে এই মাকে প্রত্যক্ষীভূত করিয়া বলিলেন, "ভাই, তোরা আমার এমন মাকে চিনলি না, ঐ দেখ, নব নব রূপে, মায়ের নানারূপে মন হরে।" এই মা আমাদের সব মহাপাপীর নিকটেও আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন, এই মহাসত্য কি আমরা প্রাণ থাকতে অস্বীকার করিব? কখনও যে এই সত্য চিন্ময়ী মা, সন্তানহারা জননীর ন্যায় পাপীর সন্ধানে দ্বারে দ্বারে পাগলিনীর ন্যায় ছুটাছুটী করেন, এবং রুগ্ন সন্তানকে কোলে লইয়া সারা নিশা জাগিয়া থাকেন। আর এই মাই সেবিকা হইয়া কত প্রকারে সন্তানের সেবা করেন। সত্য সত্যই এই চিন্ময়ী মাকে নব ভক্ত তাঁর পরিবারে, প্রেরিত প্রচারক দলে ও বিধানমণ্ডলীতে প্রতিষ্ঠা করিতে কতই কাঁদিলেন, এইজন্যই ভক্তের বক্ষের তপ্ত শোণিত অশ্রুর আকারে প্রবাহিত হইয়া মার শ্রীচরণ ধৌত করিল। তাই তাঁর সেই প্রার্থনার কাতর ধ্বনি স্বর্গ মর্ত্ত ভেদ করিয়া ঘোরতর পাতকীদেরও পাষাণ প্রাণ বিগলিত হইত।

বলিতে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, হায়! ভক্তের সে শ্রীনববৃন্দাবন এই অবিশ্বাসী ধরাবক্ষে এখনও প্রতিষ্ঠিত হইল না, তাই এখন কমলকুটীর ও নবদেবালয় শূন্যপ্রায়, পরিবার ও দল এবং মণ্ডলী ছিন্ন বিচ্ছিন্ন এবং মণ্ডলীর ভাবী আশার স্থল, যুবকগণ অনেকেই অসার আমোদ প্রমোদে মত্ত।

এই ভীষণ অবস্থাতেও আমাদের নিরাশ হইবার কিছু নাই, কারণ অভ্রান্তবেদে লেখা আছে, "ধর্ম্মের জয় নিশ্চয় নিশ্চয়" তাই ভক্তচিরঞ্জীব গাহিলেন, "আসিছে ঐ দলে, দলে, ভাবী ভক্ত বংশরে।" সেই জন্য নবভক্ত শ্রীব্রহ্মানন্দও বলিলেন, "মা তোমার লোহার ভারত, সোণার ভারত হইবে ও আমরা যেমন সশরীরে স্বর্গের সুধা পান করিতেছি, ভবিষ্যৎ বংশীয়েরাও তোমাকে মা বলিয়া তোমার বক্ষের অমিয় সুধা পানে কৃতার্থ হইবে।" তাই আমরাও ভবিষ্যতের পানে তাকাইয়া বিশ্বাসের সহিত বলিতে চাই, আবার দলে দলে ভক্ত বিশ্বাসীরা আসিয়া এই ক্ষত বিক্ষত মণ্ডলীর বক্ষকে শীতল করিয়া তাঁহাই পবিত্রাত্মা মার প্রভাবে সকল রকমের অসম্মিলন অবিশ্বাস ও অপ্রেম দূর করিবেন। ইহাই সত্য প্রেমের প্রতিদান।

প্রণত ভৃত্য—শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

—•—

নববর্ষদিনে ব্রতদান।

শ্রীনববিধানাচার্য্য বলিলেন,—নববর্ষের প্রথম দিনে দয়াসিন্ধু পরমেশ্বরকে নমস্কার করিয়া, সমস্ত পরলোকবাসী সাধু মহাত্মাকে নমস্কার করিয়া, উপস্থিত অনুপস্থিত সমুদয় ভ্রাতৃগণকে, প্রেরিত-বর্গকে ঈশ্বরের আদেশানুসারে ঘোষণা করিয়া এই জ্ঞাপন করা হইতেছে যে, এই নববর্ষের প্রথম হইতে বৈরাগ্য, প্রেম, উদারতা ও পবিত্রতার মহাব্রত গ্রহণ করিতে হইবে।

তোমরা নিজে স্বর্ণ রৌপ্য অন্বেষণ করিতে পার না। ঈশ্বরের হস্ত হইতে সাক্ষাৎ ভাবে যাহা আসিবে, তাহাই গ্রহণ করিতে পারিবে। কল্যকার জন্য চিন্তা বন্ধ করিয়া দাও; বৈরাগী ও সন্ন্যাসী হও। বৈরাগ্যের পূর্ণ উজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রকাশিত হউক। নববর্ষের এই নব নিয়ম।

দ্বিতীয় নিয়ম ভালবাসা। পরস্পরকে প্রেম কর। যেখানে যাইবে প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখাইবে।

তৃতীয় নিয়ম উদারতা। সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ও সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সমন্বয় হইয়া উদার ভাব প্রদর্শিত হইবে। নববর্ষে সঙ্কীর্ণতা যেন আর না থাকে।

চতুর্থ এবং শেষ প্রত্যাদেশ - পবিত্র হও, শুদ্ধ হও। নীতিকে অমান্য করিও না। দুর্নীতি পরায়ণ হইও না। রসনাসম্বন্ধীয় নীতিতে, আনুষ্ঠানিক নীতিতে, চিন্তার নীতিতে, চক্ষের নীতিতে, শ্রবণের নীতিতে, সমুদয় নীতিতে আপনাদিগকে সমুজ্জ্বলিত কর। অঙ্গে নীতি, হৃদয়ে নীতি; ক্রমাগত নীতি সাধন করিয়া পৃথিবীকে বুঝাইয়া দাও, নববিধান সাক্ষী, ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গ সাধন করিতে নীতি চলিয়া যায় না। ঘর সাজান, দ্রব্যাদি যাহাতে নষ্ট না হয়, খরচ যাহাতে ঠিক হয়, বাক্য সুমিষ্ট হয়, ব্যবহার পবিত্র হয়, কথাগুলি ঠিক সত্যের সঙ্গে মিলে, বিধবা অনাথদের প্রতি যাহাতে ঠিক কর্ত্তব্য করা হয়, এই সকল বিষয়েই নীতিকে বিশেষ ভাবে রক্ষা করিতে হইবে।

বৈশাখের প্রথম দিবসে তোমরা এই চারি লক্ষণের সাক্ষী হও; সমস্ত বৎসর তোমাদের মধ্যে এই চারি নিয়মের সাধন ও পালন দর্শন করিবে। প্রেরিত প্রচারকেরা এই ব্রত গ্রহণ করিলেন, প্রেরিত দরবার সমক্ষে এক বৎসরের জন্য। পরম দেবতা সহায় হউন। তাঁহার সমক্ষে তাঁহার অনুচর পিতার সন্তানগণের সমক্ষে গলায় বস্ত্র দিয়া প্রেরিতেরা যে ব্রত গ্রহণ করিলেন, তাহার ফল দেখিবার জন্য ভারত আশা করিয়া থাকল; পৃথিবীও আশা পথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিল।"

শোক সংবাদ।

স্যর কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত।

ব্রাহ্মসমাজের আর একটি সুবিখ্যাত উচ্চ-সম্মানে সম্মানিত ব্যক্তি দেহলীলা সম্বরণ করিয়া স্বধামে যাত্রা করিয়াছেন। দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উচ্চ পদ যাঁহারা লাভ করিয়াছেন স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার পিতৃদেব একজন ধর্ম্মোৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন। তাব সঙ্গীত রচনা করিয়া আপন জমীদারীর প্রজাবর্গের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে তিনি সর্ব্বদা নিরত থাকিতেন। আমাদিগের নব-বিধান প্রেরিত ভাই গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভগ্নী কৃষ্ণগোবিন্দের মাতা। মাতা পিতার প্রভাবে বাল্য কাল হইতেই কৃষ্ণগোবিন্দ ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী হন। মাতুল গিরীশচন্দ্রের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল।

প্রথম যে তিন জন বাঙ্গালী সিভিল সার্ব্বিস্ পরীক্ষা দিয়া ইংরাজরাজের উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত হন, তাহাদের অব্যবহিত পরেই স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ সিভিল সার্ব্বিস দিয়া প্রথম আসিষ্টেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া তিনি প্রথম দেশীয় এক সাইজ কমিশনরের পদে উন্নিত হন। কিছুদিন তিনি উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনরের পদেও কার্য্য করেন, পরে ফিশরী কমিশনরের কার্য্য করিতে করিতেই বোধ হয় গভর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। যেখানে, যে পদে যখনই তিনি কার্য্য করিয়াছেন সর্ব্বত্রই কার্য্যদক্ষতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা রাজভক্তি ও প্রজা-প্রীতি সমভাবে সাধন করিয়া সমাদৃত হন।

তাহার পরে বিলাতে ষ্টেট সেক্রেটারীর কাউন্সীলের একজন সভ্যরূপে বহুদিন কার্য্য করেন। এই সময়ে আমাদিগের প্রিয়

ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সেনের সহযোগীতায় নগুন ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধনে যথেষ্ট চেষ্টা করেন। তাঁহার পুত্র কন্যাগণ সকলেই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ব্রাহ্মসমাজের উন্নত পরিবাররূপে সম্মানিত। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া বহু প্রকারে ভারতরাজ্যের সেবা করিয়া দেশমান্য হইয়াছেন এবং ব্রাহ্মসমাজকেও সম্মানিত করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগমনে ব্রাহ্মসমাজ একজন পদস্থ বন্ধু হারাইলেন। বিধানপতি তাঁহার আত্মাকে অমরলোকে স্থান দান করিয়া শান্তি বিধান করুন এবং তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবার ও আত্মীয় স্বজনগণকে সান্ত্বনা দান করুন। গত ১১ই এপ্রেল, রবিবার, তাঁহার ৬নং চৌরঙ্গরোডস্থ ভবনে আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে।

সংবাদ।

শুভ জন্মদিন—গত ১১ই এপ্রেল স্বর্গগত মহারাজা রাজরাজেন্দ্র নারায়ণের জন্মদিন উপলক্ষে নবদেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়, ভাই প্রমথলাল উপাসনা করেন। মহারাজমাতা মহারাণী সুনীতি দেবী অতি আকুল প্রাণে মাতৃস্নেহে বিগলিতচিত্তে প্রার্থনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র ও ভাই প্রিয়নাথও বিশেষ প্রার্থনা করেন।

জন্মদিন ও হাতেখড়ি।—বাগনানে গত ১২ই এপ্রেল ভ্রাতা মন্মথনাথ সিংহের জন্মদিন স্মরণে উপাসনা ও তাহার শিশুর হাতেখড়ি অনুষ্ঠান হয়।

শুভ বিবাহ—গত ৩রা এপ্রেল ভ্রাতা হরিসুন্দর দাসের প্রবাস ভবনে স্বর্গীয় নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌহিত্রী কুমারী উষার সহিত শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত কোঁয়ারের ভ্রাতা শ্রীমান্ নিশিকান্ত কোঁয়ারের শুভবিবাহ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই চন্দ্রমোহন দাস আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন।

বিশেষ উপাসনা—গত ১৭ই চৈত্র, নবদেবালয়ে কলিকাতার প্রচারক মহাশয়গণ সমবেত ভাবে উপাসনা করেন।

গত ৬ই এপ্রেল, বাগনান মুরালীবাড় গ্রামে যতীন্দ্রনাথ বসুর গৃহে তাঁহার রুগ্ন সহধর্ম্মিণীর শয্যা পার্শে ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ উপাসনা করেন।

উৎসব—হাজারীবাগ ব্রাহ্মসমাজের উৎসব সম্পাদনের জন্য ভাই প্রমথলাল সেন ও ভাই অক্ষয়কুমার লধ সবান্ধবে গমন করিয়াছিলেন। উৎসবের বিবরণ পাইলে পরে প্রকাশ করা হইবে। শান্তিপুরের উৎসব সম্পাদন জন্য ভাই চন্দ্রমোহন দাস গমন করেন।

সেবকের প্রতি সমাদর—বিগত ২২শে চৈত্র অপরাহ্ণে অমরাগড়ী সেবক সমিতির প্রাঙ্গণে খিরিয়া, আপুর অমরাগড়ী প্রভৃতি গ্রামের প্রায় শতাধিক ভদ্রলোক মিলিত হইয়া আমাদিগের ভ্রাতা অখিলচন্দ্র রায়ের প্রতি তাঁহাদিগের আন্তরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধা দেখাইবার জন্য ও তাঁর কঠিন পরীক্ষান্তে শরীর সুস্থ হওয়ার জন্য ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন এবং ভ্রাতা অখিলচন্দ্রের দীর্ঘ জীবনের সেবা কার্য্যের জন্য একখানি অভিনন্দন পত্র দিয়া আমাদের ভ্রাতার প্রতি যথেষ্ট সমাদর দেখাইয়াছেন। এই সভায় আমাদের প্রাচীন উকীল রায় জয়কালী চক্রবর্ত্তী বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও স্থানীয় কয়েকজন যুবক শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আমাদিগের ভ্রাতা যথেষ্ট বিনয়ের সহিত ঐ অভিনন্দনের উত্তরে ভগবৎ কৃপার সাক্ষ্য দান করিয়াছিলেন। সেবকের প্রতি সমাদর ও সহানুভূতি প্রকাশে পরম প্রভু জয়যুক্ত হইলেন। ভক্তের আদরে ভগবানই গৌরবান্বিত হউন।

শুভ শুক্রবার—শিলচরের ভাই বিহারিলাল লিখিয়াছেন, "Good Friday অনুষ্ঠান এখানে মায়ের কৃপাতে সুন্দর হইল। ঈশা মুসার জীবনে কেবলই পুত্রত্ব। পুত্রত্ব কেবল পিতার ইচ্ছা পালন ব্যতীত আর কিছু জানে না, সদা পিতার বক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকে ইহাই উপলব্ধ হয়।"

শুভ শুক্রবার উপলক্ষে তিন দিন শুক্র শনি রবিবার প্রাতে নবদেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়। শুক্রবার প্রাতে শান্তিকুটীরে ডাঃ কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন, সন্ধ্যায় প্রচারাশ্রমে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। ভ্রাতা যামিনীকান্ত কোঁয়ার পাঠ করেন।

এই উপলক্ষে বাগনানে শুক্রবার সন্ধ্যায় শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে শনিবার ভ্রাতা রসিকলাল রায়ের ভবনে, রবিবার অপরাহ্ণে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজে, সন্ধ্যায় ভ্রাতা শশিভূষণ চক্রবর্ত্তীর ভবনে সোমবার প্রাতে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে ও সন্ধ্যায় ভ্রাতা মন্মথনাথ সিংহের ভবনে বিশেষ উপাসনা ও পাঠাদি হয়। এই সকল স্থানেই ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন এবং উপস্থিত ভ্রাতৃগণ কেহ কেহ প্রার্থনা করেন।

স্মৃতি প্রতিষ্ঠান—পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ ভাই কাশীরামের স্মৃতিরক্ষার জন্য বার্ষিক ৩০৲ ব্যয়ে বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এজন্য ১০০০৲ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া তাহার সুদে ব্যয় নির্ব্বাহের প্রস্তাব করিয়াছেন। এইরূপ বাবু অবিনাশচন্দ্র মজুমদারের স্মৃতিরক্ষার্থ একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথী ঔষধালয় স্থাপন করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, তাহারজন্য বার্ষিক ব্যয় ৫০৲ টাকা হইবে, তাহার নিমিত্ত ১০০০৲ হাজার টাকা সংস্থান প্রয়োজন। ধর্ম্ম সেবকদিগের স্মৃতিরক্ষার এই প্রতিষ্ঠা সকলকারই সহানুভূতি লাভ করিবে সন্দেহ নাই।

সাম্বৎসরিক—গত ১২ই এপ্রেল, স্বর্গীয় ভ্রাতা বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের স্বর্গারোহণ দিনে ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের আলিপুরস্থ ভবনে বিশেষ উপাসনা হয়। নবদেবালয়েও এই উপলক্ষে প্রার্থনা হয়।

কুচবিহার সংবাদ—১১ই ফেব্রুয়ারী, ২৮শে মাঘ, শিবচতুর্দ্দশী তিথিতে স্বর্গীয় মাতৃদেবীর ২০শে সাম্বৎসরিক উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয়।

২৭শে ফেব্রুয়ারী, সন্ধ্যার পর কেশবাশ্রমে বসন্তোৎসব ও চৈতন্যদেবের জন্মোৎসবোপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়।

২৮শে ফেব্রুয়ারী, কুচবিহার নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব গায়ক স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ দাসের ৭ম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়।

৪ঠা মার্চ্চ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্বর্গীয় পিতৃদেবের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহার করুণা কুটীরে বিশেষ উপাসনা হয়। কেদারবাবু বিশেষ প্রার্থনা করেন। সেবক—শ্রীনবীনচন্দ্র আইচ।

দানপ্রাপ্তি—১৯২৫, ডিসেম্বর মাসে প্রচার ভাণ্ডারে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে :—

এককালীন দান।—ডিসেম্বর, ১৯২৫।

স্বর্গগত কানাইলাল সেনের বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১৲, শ্রীমতী মহামায়া বসুর মাতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ২৲, ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগমোহন দাসের পুত্রের জন্মদিন উপলক্ষে ২৲, শ্রীযুক্ত অবনীমোহন গুহের পুত্র কন্যার জাতকর্ম্ম উপলক্ষে ২৲, স্বর্গীয় নিবারণচন্দ্র বসুর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ২৲, এবং তাঁহার কন্যা ইন্দুপ্রভার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে২ ৲, সাধু অঘোরনাথের সাম্ববৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ গুপ্ত ৪৲, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ দাসের পৌত্রের বিপদ হইতে উদ্ধার জন্য ১৲, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র গুহ পিতৃ-সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ১৲, শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর দাস মাতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ১৲, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র নন্দীর কন্যার জাতকর্ম্ম উপলক্ষে ২৲, স্বর্গীয় কালীদাস দাসের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ১৲ টাকা।

মাসিক দান।—ডিসেম্বর, ১৯২৫।

শ্রীমতী ভক্তিমতি মিত্র ২৲, শ্রীমতী সরলা দাস ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন ১৲, শ্রীমতী সুমতি মজুমদার ১৲, মেজর জ্যোতিলাল সেন ২৲,রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ৪৲, মাননীয়া মহারাণী সুনীতি দেবী ১৫৲, কোন মাননীয়া মহিলা ১০৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন ২৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র মোহন সেন ২৲, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দত্ত ২৲, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ ২৲, স্বর্গীয় মধুসূদন সেনের পুত্রগণ ২৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার ৫৲, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দত্ত (১ বৎসরের) ১২৲, শ্রীমতী চারুবালা বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৲, শ্রীযুক্ত মনোরমা দেবী ১০৲, কোনও বন্ধু ১০০৲ টাকা।

আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে দাতাদিগকে প্রণাম করি। ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ তাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত হউক।

পুস্তক পরিচয়।

স্বর্গীয় ডাক্তার বলাইচন্দ্র সেনের জীবনী।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সেন বিরচিত। এই জীবনীখানি পাঠ করিয়া আমারা প্রীত হইয়াছি। নববিধানাচার্য্য বলেন, জীবনগ্রন্থ অমূল্য গ্রন্থ, সাধকের জীবন জীবনবেদ। স্বর্গীয় ডাঃ বলাইচন্দ্র সেন একজন উচ্চশিক্ষিত উন্নত চরিত্র চিকিৎসক ছিলেন এবং কেবল তাহাই নয় তিনি একজন সাধকও ছিলেন। এমন ব্যক্তির জীবন-কাহিনী নিশ্চয়ই সকলের শিক্ষাপ্রদ হইবে। নভেলের ও গল্পের-বই পড়িবার রুচি পরিবর্ত্তনের জন্য এমন জীবনকাহিনী বহুল রূপে প্রচারিত হইলে দেশের যথেষ্ট কল্যাণ হয়।

—•—

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

Edited, on behalf of the Apostolic Durbar, New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্যতে ॥

৬১ ভাগ।
৮ম সংখ্যা।

১৬ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৩ সাল, ১৮৪৮ শক, ৯৭ ব্রাহ্মাব্দ।
29th April, 1926.

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

হে জীবনের অনন্ত প্রবাহ, তুমি আপনার প্রেম পুণ্য, আপনার স্বর্গীয় প্রভাব দ্বারা সুগঠিত করিয়া কত শত শত সাধু মহাজনদিগকে আপনার গৌরবে, আপনার সৌরভে মণ্ডিত করিয়া পৃথিবীর সম্মুখে উপস্থিত করিলে, কিন্তু তাহাতে ত তোমার সাধ পূর্ণ হইল না। তাইতো আমাদের মত মলিন নগণ্য তোমার অসংখ্য দীন সন্তানদিগকে এই নব যুগে সেই স্বর্গের উপাদানে গঠিত করিয়া স্বর্গের সাজে সজ্জিত করিয়া স্বর্গের গৌরবে গৌরবান্বিত করিবার জন্য দিন রাত তোমার এত ব্যস্ততা। তুমি আমাদের জীবনে তোমার দেবপ্রভাব, পুণ্য অগ্নি ঢালিয়া দিয়া আমাদের জীবনকে সর্ব্বদাই উত্তপ্ত রাখিতে, এবং তোমার প্রেম সুধারসে অভিষিক্ত করিয়া আমাদের চিত্ত-ভূমিকে চির সরস করিতে সদাই ব্যস্ত। আমাদের জীবনে তোমার এই কার্য্যব্যস্ততাই দেখাইয়া দেয়, নববিধানে তুমি কেমন জীবন্ত ঈশ্বর, আমাদের মত মলিন জীবনে জীবন্ত ঈশ্বরের কেমন জীবন্ত লীলা। অপরদিকে দেখিতেছি, তোমার এত কৃপা এত কার্য্য-ব্যস্ততা সত্বেও আমাদের জীবনে কত শিথিলতা কত শীতলতা, কত জড়তা, কত মলিনতা এখনও বিদ্যমান। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া ব্যাকুলান্তরে এই প্রার্থনা করিতেছি, বাহ্য জগতে যেমন এই বৈশাখের সূর্য্যকে প্রবল প্রতাপান্বিত করিয়া পৃথিবীর নানাপ্রকার প্রাণহর শৈত্যকে নাশ করিতেছ, পৃথিবীকে শস্য শ্যামলা করিবার জন্য ভূমির প্রচুর উর্ব্বরাশক্তি দান করিতেছ, সমস্ত উদ্ভিদ্ জগৎ, প্রাণীজগৎকে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে শক্তিশালী করিতেছ, তাহাদের জীবনের সকল প্রকার জড়তা নষ্ট করিতেছ, তেমনই হে সূর্য্যের সূর্য্য, তুমি জীবনসূর্য্য হইয়া এ সময় আমাদের জীবনে উত্তাপ দান কর, যে আমরা বংশপরম্পরাগত আমাদের আত্মীক জীবনের শীতলতা, জড়তা, আলস্য হইতে মুক্ত হইয়া তোমারই দেবচরিত্রের শোভা সৌন্দর্য্যে, গৌরবে এবং সৌরভে শশিকলার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে পারি এবং তোমার সাধু ভক্তগণ যে জীবন দেখাইয়া গেলেন সেই সকল জীবনের সমন্বয় সাধনে আমরা নববিধানের নবজীবনের সাক্ষ্য দান করিয়া তোমাকেই গৌরবান্বিত করিতে পারি, আমাদের এই কাতর প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

হে দয়াল হরি, যাহা উজ্জ্বল সত্যের তেজ, তাহা আমাদের দেখা চাই। তুমি আছ? তুমি আছ এই আমাদের মহত্ব, এই আমাদের গৌরব। চারিদিকে সত্য। সত্যের জালে আমরা বেষ্টিত। আমি কেবল

"আমি আছি" যাঁর নাম, তাঁকে বিশ্বাস করিতে চাই। কেবল সত্য ঈশ্বর, আর কিছু নাই। কেবল সত্য; প্রকাণ্ড আলোক। পরমেশ্বর, এঁরা যেন বিশ্বাস করেন, সব ঘটনা সত্যমূলক আগাগোড়া সত্যময়। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা ঈশ্বরের কাছে, "আমি আছি" এই নামটি শিখে কাঁপতে কাঁপতে চারিদিক ব্রহ্মময়, সত্যময় দেখেন। হে পিতা, হে মাতা অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন পূর্ণ সত্যালোক দেখিয়া পূর্ণ বিশ্বাসী হই।—দৈঃ প্রাঃ, ৫ম।—"সত্যে বিশ্বাস"।

সত্য ঈশ্বরবিশ্বাস।

ঈশ্বরের জীবন্ত বর্ত্তমানতাতে বিশ্বাসই যথার্থ বিশ্বাস। এই বিশ্বাস সঞ্চার করিতেই জগতে যুগধর্ম্মবিধান আবির্ভূত। বিধাতারূপে ঈশ্বরের আত্মস্বরূপ প্রকাশই বিধান। তিনি স্বয়ং যখন বলেন, "আমি আছি", তখনই বিধানের আবির্ভাব হয়।

ঈশ্বর আছেন সকলেই অনুমানে বলেন, কিন্তু যখন তিনি স্বয়ং "আমি আছি" বলেন, তখনই মানবাত্মা তাঁহাতেই সত্য বিশ্বাসে বিশ্বাসী হন। শাস্ত্রে আছে কিম্বা সাধুরা বলেন, এইরূপ সংস্কারে যে ঈশ্বর-বিশ্বাস তাহা প্রকৃত বিশ্বাস নয়।

তাই ঈশ্বরকে নিজ মুখে "আমি আছি" বলিতে শুনিয়া তাঁহাকে দেখা শুনাই সত্য বিশ্বাস। তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন শ্রবণ বিনা সত্য বিশ্বাস হয় না। মানব মাত্রেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ঈশ্বরের নিজ মুখে শুনিয়া বিশ্বাস করিবে, ইহাই মানবপ্রকৃতি নিহিত বিধাতার বিধান।

তিনি স্বয়ং বলেন, "আমি আছি", এইটী নিজ কর্ণে শ্রবণ করিয়া যে বিশ্বাস হয়, তাহাই প্রকৃত বিশ্বাস। ইহাতে অনুমান সন্দেহ বা মানবীয় বিচার বুদ্ধি আসিতে পারে না। ঈশ্বর স্বয়ং যখন বলিলেন, "আমি আছি"; আর আমি কেমন করিয়া তাহা অবিশ্বাস করিব, কেমন করিয়া সন্দেহ করিব, কেমন করিয়া বিচার বুদ্ধি তর্ক যুক্তি করিয়া, তিনি আছেন কি না সিদ্ধান্ত করিতে আবার প্রয়াসী হইব?

তিনি স্বয়ং বলিলেন, "আমি আছি", যখন আমি নিজ কর্ণে ইহা শুনিলাম, তাহাতে আর সন্দেহ, তর্ক, যুক্তি কেমনে আসিতে পারে? সহজ জ্ঞানে, সহজ ভাবে, সহজে ঈশ্বরকে যে দর্শন ও শ্রবণ, ইহারই নাম সত্য বিশ্বাস। এই বিশ্বাস বিস্তারের জন্যই বিধান।

ঈশ্বর স্বয়ং "আমি আছি" "আমি আছি" বলিয়া আত্মস্বরূপ সকলের নিকট প্রকাশ করিতেছেন, আপনি বিবেকালোকে আত্মজ্ঞান সঞ্চার করিয়া দর্শন শ্রবণ দিয়া মানবাত্মাকে পরিচালন করিতেছেন, অনন্ত শক্তি বিক্রম প্রকাশ করিয়া নিত্য নিত্য নব নব জীবনে, নব নব শিক্ষায় নব নব উন্নতিতে উন্নত করিয়া মানবের ক্ষুদ্রতা সঙ্কীর্ণতা "আমি আমার" নির্ব্বাণ করিতেছেন, আপন অনন্ত প্রেম প্রকৃতিসিদ্ধ উচ্ছসিত স্নেহে মানব সন্তানের প্রতিপালন করিতেছেন এবং সর্ব্বথা যাহাতে তাহার মঙ্গল হয় তাহাই করিতেছেন, মানবের নিজকৃত অমঙ্গল অকল্যাণের ভিতর দিয়াও মলিন পঙ্কিল যাহা কিছু তাহা হইতেও সুফল উদ্ভাবন করিয়া তিনি মঙ্গল বিধান করিতেছেন, কেন না তিনি যে এক অদ্বিতীয় নেতা নিয়ন্তা সর্ব্বেসর্ব্বা, মহাপুণ্যময় দেবতা, মানবের অহংকৃত পাপ রোগ নীরোগ করিয়া তাহাকে নিত্য সুখী,—নিত্য আনন্দে আনন্দিত করিতেই নিরত রহিয়াছেন।

তাঁহার "আমি আছি" বলার অর্থ এই যে তিনি সদা সর্ব্বক্ষণ সকল অবস্থায় আমাদের অন্তরে বাহিরে, গৃহে পরিবারে, সমাজে মণ্ডলীতে, দেশে কালে, সর্ব্ব ঘটনায় সর্ব্বকার্য্যে, সর্ব্বদা জীবন্তরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহারই আত্মশক্তি প্রভাবে সমুদয় নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। সজ্ঞানে এই উপলব্ধিই আমাদের আত্মজ্ঞান।

যন্ত্র যেমন যন্ত্রকারের দ্বারা পরিচালিত হয়, তেমনি অথচ সজ্ঞানে আমরা তাঁরই দ্বারা পরিচালিত হইতেছি।

তিনিও আছেন কেবল জড় মৃতবৎ নয়, তিনি জীবন্ত জ্ঞানময় নিত্য ক্রীয়াশীল সর্ব্বশক্তিমান প্রেম পুণ্য ও আনন্দ শান্তিময় পিতামাতা আত্মার আত্মা, এইটী সত্যরূপে প্রত্যক্ষ করাই সত্য ঈশ্বর বিশ্বাস; এই বিশ্বাস জাগ্রত ভাবে আমাদিগের প্রাণে সঞ্চার করিবার জন্যই নববিধান সমাগত। জীবন্ত ঈশ্বরে জীবন্ত সত্য বিশ্বাসই নববিধানে বিশ্বাস।

—•—

উপাসনা সাধনের আবশ্যকতা।

শ্রীমৎ আচার্য্য কেশবচন্দ্র উপাসনা সাধনের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া এক সময় "আহ্নিক" নাম দিয়া

একখানি ক্ষুদ্র লিপি প্রকাশ করেন। ইহাতে যাহা লিপি-বদ্ধ করেন তাহার সার কথা হই :—

তুমি কি আহ্নিক পূজা কর না? তুমি নাকি সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও ঈশ্বরের নাম লও না? কি আশ্চর্য্য!

প্রকৃত হিন্দু যাঁহারা, তাঁহারা দিনের মধ্যে তিন সন্ধ্যা স্তব করেন; মুসলমান ধার্ম্মিকেরা পাঁচবার নমাজ পাঠ করেন; খৃষ্ট ভক্তেরা দুইবার ভজনা করেন। কিন্তু তোমাকে একবারও তো পূজা করিতে দেখা যায় না।

তুমি হয় তো এই কথা বলিবে, আমার সময় নাই, অবকাশ নাই। প্রাতঃকালে উঠিয়া স্নান আহারাদি করিয়া তাড়াতাড়ি কার্য্যালয়ে আসিতে হয়, আবার সমস্ত দিন খাটিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সংসারের কর্ম্ম একটু দেখিতে হয়, অবকাশ কিছুই থাকে না; পূজা কখন করিব?

ভাই, এটি মিথ্যা ওজর। কেন না পূজার জন্য তোমাকে দুই ঘণ্টা পাঁচ ঘণ্টা দিতে বলিতেছি না। প্রত্যহ পাঁচ মিনিট কি দিতে পার না? ভক্তির সহিত ঈশ্বরকে পাঁচ মিনিট ডাকিলে যথেষ্ট ফল হয়।

তুমি বল আমার পূজা করিতে কিছুমাত্র ইচ্ছা হয় না, আবশ্যকতাও বোধ হয় না। খাইবার ইচ্ছা হয় বলিয়া খাই, কিন্তু আহ্নিক পূজার স্পৃহা হয় না, সুতরাং তাহা করি না। রোজ রোজ যে একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে চুপ করিয়া বসিয়া ঈশ্বরকে ডাকিব, এরূপ তো প্রবৃত্তি হয় না, হইলে করিতাম।

আচ্ছা, ভাই তুমি পৃথিবীর সকল দেশীয় ভক্তদিগকে জিজ্ঞাসা কর তাঁহারা যেমন ক্ষুধা বোধ করেন তেমনি পূজার অভাব বোধ করেন কি না।

কিছুদিন না খাইলে অথবা জ্বর হইলে যেমন শরীর বিকৃত হয় এবং ক্ষুধাবোধ হয় না, আবার জ্বর ছাড়িয়া গেলে নিয়মিত সময়ে প্রতিদিন খাইতে খাইতে যেমন ক্ষুধার উদ্রেক হয়, সেইরূপ তুমি যদি আত্মার বিকার ঘুচাও এবং কয়েক দিন নিয়ম মত আহ্নিক পূজা দ্বারা আত্মাকে পুষ্ট কর, অচিরে বিলক্ষণ ক্ষুধাবোধ হইবে এবং ঐ পূজা এত আবশ্যক ও উপাদেয় মনে হইবে যে একদিনও উহা ছাড়িতে পারিবে না।

মানুষ কেবল আবশ্যক বলিয়া যে আহার করে তাহা নহে, ভাল সামগ্রী খাইলে সুখও হয়। ঈশ্বর পূজাতে সেইরূপ আনন্দ অনুভব হয়। রোজ রোজ অন্ন খাই বলিয়া কি আমাদের ভাতে অরুচি হয়? প্রতিদিন পূজা করিলে তাহার সঙ্গে এমন নূতন নূতন ভাব আইসে যে পূজা করা একটী আনন্দের ব্যাপার হইয়া উঠে এবং ক্রমে উহাতে বিলক্ষণ লোভ জন্মে। ভাই, তুমি নিজে কিছুদিন পূজা করিয়া দেখ। আমি নিশ্চয় বলিতেছি ভক্তির সহিত দয়াময় জগদীশ্বরকে ডাকিতে ডাকিতে তুমি শেষে মোহিত হইয়া পড়িবে, তোমার চক্ষু হইতে আনন্দ ধারা পড়িবে, এবং শরীর মন সুখসাগরে ডুবিবে। শেষে আহ্নিক পূজা ছাড়া দূরে থাকুক, কখন্ পূজার সময় আসিবে, কখন্ পিতার কাছে বসিয়া আনন্দের সহিত ডাকিবে, তাহার প্রতীক্ষায় থাকিবে।

ঈশ্বরকে ডাকিলে তোমার চরিত্র ভাল হইবে, তোমার পাপ অকল্যাণ সব কাটিয়া যাইবে, তোমার সংসারে সুশৃঙ্খলা হইবে, লোকের প্রতি তোমার দয়া হইবে, তুমি সাধু ও সচ্চরিত্র হইয়া সপরিবারে সবান্ধবে সুখে জীবন যাপন করিবে।

ভাই, আর বিলম্ব করিও না। আজি ঘরে গিয়া সঙ্কল্প কর, যে যত দিন বাঁচিবে প্রতিদিন অন্ততঃ একবার ভক্তির সহিত জগদীশ্বরকে ডাকিবে।

প্রথমে কেবল দুই পাঁচটী কথা বলিয়া আরম্ভ কর, যথা—"হে জগদীশ্বর, আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে পতিতপাবন, তুমি আমাকে দয়া করিয়া পাপ তাপ হইতে উদ্ধার কর।" প্রতিদিন নিয়মিতরূপে প্রাতঃকালে এই কয়েকটী কথা বলিয়া ঈশ্বরপূজা করিবে। পরে কি করিতে হইবে তাহা জানিতে পারিবে।

সহজ কথায় সরল ভাষায় আচার্য্য সাধারণজনগণকে শিক্ষা দিবার জন্য যাহা বহু পূর্ব্বে প্রকাশ করেন, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের ব্রাহ্মসমাজগুলীস্থ যুবক যুবতীদিগকে তাহা মনোনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

অনেক ব্রাহ্মপরিবারস্থ শিক্ষিত যুবা ও কন্যাগণও যে নিত্য উপাসনা সাধনে উপেক্ষা করেন বা ইহার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সন্দীহান হইতেছেন, ইহা নিতান্তই অক্ষেপের বিষয়। তাঁহাদিগের জ্ঞান শিক্ষা সাধনে যত আগ্রহ, উপাসনায় তাহার শতাংশ আগ্রহ কই? এমন কি পিতা মাতাগণও তৎবিষয়ে কই শিক্ষা দান করেন? উপাসনা সাধনের আবশ্যকতা বিষয়ে তাহারও যেমন উদাসীন, তাহাদের পিতা মাতাগণকেও যেন উপাসনা সাধন শিক্ষা দানে বিমুখ দেখিতে পাই।

বাস্তবিক আহার পান বিনা যেমন শরীর রক্ষা হয় না, জ্ঞান শিক্ষা বিনা যেমন মনের উন্নতি ও পরিপুষ্টি হয় না, তেমনি আত্মারও প্রকৃত পরিপুষ্টি বিধানের জন্য নিত্য উপাসনার প্রয়োজন। নিত্য নিয়মিত উপাসনা সাধন বিনা কিছুতেই আদর্শ মানব জীবন সুগঠিত হইতে পারে না, নীতি ও ধর্ম্মে জীবনের পুষ্টিলাভ হয় না।

পারিবারিক সুখ শান্তি লাভ এবং সামাজিক কর্ত্তব্য-পরায়ণতা সাধনের পক্ষে উপাসনাই একমাত্র সহায়, বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম বিধানে নিত্য উপাসনা সাধন বিনা পূর্ণ জীবন গঠনের আর অন্য উপায় নাই। অতএব নিত্য আহার পানের ন্যায় উপাসনা সাধন একান্ত প্রয়োজন মনে করিতে হইবে। এবং জ্ঞান শিক্ষা যেমন যৌবন

হইতেই করিতে হয় উপাসনা শিক্ষাও তেমনি করিতে হইবে।

উপাসনায় অরুচি আত্মার মৃত্যুর লক্ষণ। পুত্র কন্যাগণের শারীরিক জীবন রক্ষার জন্য যেমন পিতামাতাগণের আগ্রহ, সেইরূপ উপাসনা সাধন শিক্ষা দিয়া তাহাদিগের আত্মিক জীবন রক্ষার জন্যও আগ্রহান্বিত হওয়া উচিত।

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

দীক্ষা-গ্রহণ।

দীক্ষা-গ্রহণ ধর্ম্মে প্রবেশ মাত্র। জ্ঞান শিক্ষার জন্য হাতেখড়ি যেমন, কর্ম্মশিক্ষার জন্য শিক্ষানবিশী যেমন, ধর্ম্মসাধনের জন্য দীক্ষা-গ্রহণও তেমনি। জ্ঞান শিক্ষা বা কার্য্যকারী শিক্ষার জন্য প্রবেশিকা সাধন যেমন, ধর্ম্মসাধনের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির দীক্ষা-গ্রহণ তেমনি আবশ্যক। দীক্ষা-গ্রহণ, ধর্ম্মসাধন করিব বলিয়া সঙ্কল্প করা ভিন্ন আর অধিক কিছু নয়। ইহা ধর্ম্মজীবনে প্রবেশের প্রথম ব্রত। আমি ঈশ্বরের ও তাঁর ধর্ম্মমণ্ডলীর এক জন হইলাম, এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করাই দীক্ষা-গ্রহণ। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় অনেক ব্রাহ্মপরিবারস্থ ছেলে মেয়ে শিক্ষিত হইয়াও দীক্ষা-গ্রহণে আপনাদিগকে প্রস্তুত মনে করেন না। ব্রহ্মের সহিত আত্মার উদ্বাহ বন্ধনই দীক্ষা গ্রহণ। সে উদ্বাহে উদ্বাহিত হইবার পর সংসারের উদ্বাহ ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে ইহাই নবসংহিতার নির্দ্দেশ।

——

সরল বিশ্বাস।

আখ্যায়িকায় আছে,—সরল শিশু ধ্রুব, "হরি পদ্মপলাশলোচন", মার কাছে এই নাম শুনিয়া বিশ্বাসে পূর্ণ হইয়া বনে যাকেই দেখিলেন, তাহাকেই পদ্মপলাশলোচন হরি বলিয়া ধরিতে ব্যাকুল হইলেন। এমন কি সর্প ব্যাঘ্রকে পর্য্যন্ত পদ্মপলাশলোচন বলিয়া জড়াইয়া ধরিতে উদ্যত হইলেন। এই আখ্যায়িকার অর্থ আর কি? ধ্রুব অর্থে নিশ্চিৎ বিশ্বাস, শিশু ধ্রুবের অর্থ সরল শিশুর ন্যায় বিশ্বাস, এই বিশ্বাস যাহা কিছু দেখেন তাহারই ভিতর সেই এক হরিকেই দেখেন। সংসারে বনে দুঃখ বিপদ পরীক্ষারূপ সর্প ব্যাঘ্রও স্বয়ং হরিরই মূর্ত্তি। সুখ দুঃখ সকলই হরির মূর্ত্তি সরল বিশ্বাস ইহাই দর্শন করেন, এবং তাহার ভিতর ব্যাকুল অন্তরে তাঁহাকেই দেখিতে প্রয়াসী হন। মনের যথার্থ এই অবস্থা হইলেই দিব্যজ্ঞান লাভ হয় এবং ব্রহ্ম স্বয়ং তখন আত্মপ্রকাশ করেন।

——

ব্রহ্মদর্শন।

ব্রহ্মদর্শন অতি সহজ সাধন। কষ্ট কল্পনা করিয়া ব্রহ্মদর্শন হয় না। ব্রহ্ম ত এই সম্মুখে ও চারিদিকে নিত্যই বর্ত্তমান রহিয়াছেন, কেবল আমাদের মনঃশ্চক্ষু সহজে ইহা বিশ্বাস করিলেই আমরা ব্রহ্মদর্শন করি। এই সম্মুখে ব্রহ্ম নাই কিম্বা যাহা দেখিতেছি তাহা আমাদের ভ্রান্তি, এ ভাব আমরা নিজ চেষ্টায় অপনোদন করিতে পারি না, কিম্বা চেষ্টা করিয়া ব্রহ্মদর্শন করিতে পাই না। তাহা করিতে গেলেই আমি ও আমার পুরুষকার আসিয়া ব্রহ্মদর্শনে ব্যাঘাত আনিয়া দেয়। সুতরাং যাহা কিছু দেখিতেছি সকলেই ব্রহ্ম বিদ্যমান, এইটী সহজ বিশ্বাসে সাধন করিতে করিতে ব্রহ্মদর্শন সহজ সাধ্য ও ক্রমে আরো উজ্জ্বল হয়। তখন যাবতীয় পদার্থ ব্রহ্মের ভিতর দিয়া দেখিতেছি, ক্রমে ইহাই উপলব্ধি হয় এবং ব্রহ্মদর্শন না করাই অসম্ভব হয়।

—•—

শ্রীদরবারের অনুশাসন।

[শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের দেহাবস্থান কালে]

১০ই বৈশাখ, সোমবার, ১৮৮০ শক।—এক এক বিভাগে যিনি যে কার্য্য করেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব। উহাতে তিনি অন্যের সহায়তা অপেক্ষা করিতে পারেন না। যদি এরূপ পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা না হয়, তবে কাহারও কার্য্যসম্বন্ধে শিক্ষা লাভের সম্ভাবনা নাই। প্রত্যেক বিভাগে পূর্ণ ক্ষমতা (absolute power) তখন বিপদে পড়িলে সহায়তা আকাঙ্খা কিরূপে করা যাইতে পারে? যেখানে মূল সূত্রের (principle) বিরোধ, সেখানে সে কার্য্য পূর্ণ সহানুভূতি প্রদান কি সম্ভবপর?

২৪শে বৈশাখ, সোমবার, ১৮৮০ শক।—প্রচারকগণের সংসারী হইবার উপক্রম হইয়াছে। অবস্থাতে এবং কার্য্যেতে সংসারিত্ব আসিয়াছে। ইহা নিবারণের জন্য তদুপযোগী সাধন অবলম্বন প্রয়োজন। এমন নিয়ম করিয়া রাখা উচিত যে সময়ে কার্য্যকর হইতে পারে।

আমাদের বৈরাগ্য এই একজনের পরিবার আর একজনে চালাইবেন। প্রচার সম্বন্ধে কোন কার্য্য না করিলে পরদানের প্রতি অনধিকার।

প্রতি সপ্তাহে, যে যে বিষয়ে ঋণ থাকে তাহার রিপোর্ট দিতে হইবে।

৩১শে বৈশাখ, সোমবার, ১৯০০ শক।—কথা হইল যে, বিরোধিগণ দ্বারা যে অনুষ্ঠান হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বিধাতার বিধানের বহির্ভূত মনে করা যাইতে পারে না। এ সময়ে সকলের দ্বিগুণ পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করা সমুচিত।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার,—১৮০০ শক।—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু বলিলেন যে কয়েকটী লোকের সাহায্যে এক বৎসরে এক লক্ষ লোকের নিকটে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা তাঁহার সঙ্কল্প হইয়াছে।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৮০০ শক।—শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার

লেনের জন্ত ন্যূনাধিক তিন ঘণ্টা প্রতীক্ষা করিয়া তাঁহার অনুপস্থিতি জন্ত সভার কার্য্য হইতে পারিল না।

১৮ই আষাঢ়, সোমবার, ১৮০০ শক।—শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত নিজ পরিবারের তত্ত্ব লইতেছেন না ইহা কি সঙ্গত হইতেছে? ইহার উত্তরে কথা হইল যখন প্রচারকগণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার জানা উচিত ছিল যে প্রচারকগণের স্ত্রী পুত্র পরিবার সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান সকল তাঁহারই।

—•—

ব্রহ্মানন্দের সহিত একাঙ্গতা সাধন।

ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মে যাই আত্ম-নিমজ্জিত হইলেন, অমনি দেখিলেন তাঁহার আর স্বতন্ত্র আমিত্ব নাই, সমগ্র মানবমণ্ডলীতেও তিনি আত্ম-নিমজ্জিত, কাজেই সমস্ত মানবের সহিত যোগে একাঙ্গীভূত। সুতরাং তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইলেই, তাঁহার এই এক অখণ্ড মানবত্ব স্বীকার করিতে হইবে এবং তাহা করিলে আমরাও যে তাঁহার সহিত এক দেহের অঙ্গরূপে গ্রথিত ইহা অবশ্য মানিতে হইবে। বিশেষতঃ আমরা যখন নববিধান মানি, নববিধানমণ্ডলী বলিয়া পরিচয় দিই, তখন "একাকী যাইলে যে আমাদের নাহি পরিত্রাণ" ইহা বিশ্বাস করিতেই হয় এবং মণ্ডলীর সমুদয় ভাই ভগ্নীর সহিত আমাদিগকে মিলন সাধন করিতে হইলে, এই এক অখণ্ড মানবত্ব স্বীকার বিনা ও সেই অখণ্ড মানব ব্রহ্মানন্দে প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব নিমজ্জন বিনা, সে মিলন কি করিয়া সম্পাদন হইতে পারে?

এক্ষণে, সমস্ত দেহের সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকিলেও তাহাতে মস্তক বা মস্তিষ্কের সমাবেশ বিনা যেমন তাহাতে প্রাণ থাকে না এবং প্রাণবিহীন দেহও শব ভিন্ন আর কিছুই নহে, তেমনি বাহ্যতঃ সমগ্র মানবেরও মিলনে পূর্ণ মানবত্বের বিকাশ হয় না, যদি না পূর্ণ মানবত্ব যে জীবনে বিকশিত সে ব্যক্তিত্ব এক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সমাবিষ্ট না রয়। কেন না তিনি সেই প্রাণের প্রাণ ঈশ্বরেই সঞ্জীবিত হইয়া সবার সহিত এক প্রাণ হইয়া আছেন, সুতরাং তাঁহাকে স্বীকার ও গ্রহণ না করিলে কেমনে এই মণ্ডলীরূপ দেহ বাঁচিবে?

কারণ প্রাণের প্রাণ যিনি তিনি তো সেই ব্যক্তির প্রাণবায়ু হইয়া তাঁহাকে জীবিত করিতেছেন এবং সেই প্রাণস্বরূপ যিনি তিনিই ত আবার তাঁর প্রাণ হইয়া সকল প্রাণীকেই তাঁহাতে এক প্রাণ করিয়া রাখিয়াছেন, কাজেই সমগ্র মানবই তাঁরই অঙ্গরূপে মিলিত হইয়া তাঁহাকেই এক দেহধারী মানবরূপে মূর্ত্তিমান করিয়াছেন।

বাস্তবিক এই অখণ্ড মানবত্ব কেবল ভাব বা মত নয়, ইহা যে এক জীবন্ত ব্যক্তি, যিনি আপন জীবনে নববিধানের এই মহা সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাহার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তিনি নিজ জীবনে এই সত্য পরীক্ষা করিয়া তাহা প্রমাণ করিয়াছেন বলিয়াই পূর্ণ সাহসে বলিয়াছেন, "যে দেখেছে, যে শুনেছে এবং যে স্পর্শ করেছে সেই বলছে অস্বীকার করো না।" তবে তাঁহাকে কি বলিয়া অস্বীকার করিব?

তাই বিশ্বাস করি মস্তক এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যে সম্বন্ধ ব্রহ্মানন্দের সহিত মণ্ডলীর সেই সম্বন্ধ, এক ব্রহ্মই এই বিধান দেহের প্রাণ তিনি বিনা প্রাণ বাঁচে না, আবার মস্তক বিনাও ত দেহ রক্ষা হয় না, ইহা বিশ্বাস করিয়া আমরা যেন ব্রহ্মানন্দের সহিত একাঙ্গতা সাধন করি। শ্রীঃ—

—•—

ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের আত্ম-কথা।

ঠাকুর, একত্রে উৎসব করিলাম, সাধন করিলাম, আমোদ করিলাম নাটক করিলাম, তার পর সব ফাঁক কেন?

বন্ধুরা বলেন আমি পাপী, আমিও বলি আমি পাপী। যত আমি আমার পাপ বুঝি, ইঁহারা আপনাদের সাধুতা বুঝুন। গুরু শিষ্য প্রণয় হইল না, মিল হইল না। এখানে আনুগত্য সম্ভব নাই।

আমার মতে সকলের পাপ বাড়িতেছে। আত্মগ্লানি বশতঃ অন্ন আহারে অনিচ্ছা। ভাইয়ের চরণ ধরিয়া কাঁদা ইহা আমি অনেক দিন দেখি নাই।

আর কেহ দলপতি হইলে শিষ্যের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতেন। সাধু বলিয়া লইতেন, সাধুতে সাধুতে মিলন হইত। কিন্তু ভগবান, যে নিজে আপনাকে এত পাপী বলে জানে তাহার শিষ্য কখনও হইবে না।

আমার চরিত্র আমি বুঝি। আমার মত মানুষ আমার কাছে আসিল না বলিয়া আমি পারিলাম না এবার। আমার মত পাপী কয়জন আমার কাছে আসিলে তাহাদের লইয়া আমি কাজ করিতে পারিতাম।

আর যাহারা আমার পূজ্যপাদ হইতে চান, তাঁহাদের দোষ ধরি ইহা ইচ্ছা করেন না। পূজনীয় হইয়া থাকিতে চান, তাঁহাদের লইয়া আমার কাজ হইবে না।

আমি আমাকে পাপী বলিয়া জানি ইহাতে যে কল্পনার রং দেওয়া তাহা নহে। এ কথা ঠিক। এজন্য আমার সঙ্গে মিলিবে না কাহারো। আত্মগ্লানির রথে ইহারা উঠিবেন না।

পঁচিশ বৎসর পরে এত পাপের আলোচনা ইহারা শুনিতে চান না। "একটু ভাইকে ভাল না বাসিতে পারিলে কি ক্ষতি?" এই কথা সকলেই বলেন, কেবল আমি বলি না।

ভগবান আমি যে বিশ্বাস করি ভাইকে ভাল না বাসিলে ব্রহ্মদর্শনও হইবে না, স্বর্গে যাওয়াও হইবে না।

রোজ বলি যে "বল ভাই আমি পাপ করিয়াছি", কিন্তু তাহা কেহই বলে না। আরো অগ্রাহ্য।

মা, তোমার ছেলে তোমার রহিল। এখানে আমার চাকুরী বন্ধ হইল। না? আমি যতদিন আমার মত পাপী না পাই আমার কাজ করা হইবে না। যাহাদের পাপ নাই, যাহারা সাধু, তাহাদের সঙ্গে আমার মত বিষয়ী সংসারী, যে ছাপাখানার পয়সা আনিয়া খায়, তাহার সঙ্গে মিলিবে না।

আমি যদি আমাকে খুব নীতিপরায়ণ, খুব সাধু না বলি ইহাদের সঙ্গে মিলিবে না।

মা, এখানে চাকরী উঠিল বলিয়া চুপ কেন? তোমার সংসারে ঢের কাজ, ঢের চাকরী। ইঁহারা যদি সেবা না গ্রহণ করেন, ইহার পরের মনিবেরা লইবেন, যাহারা চৌদ্দ হাজার বৎসর পরে আসিতেছেন; মনের সুখে তোমার সংসারে খাব দাব কাজ করিব।

আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন অনুরাগে প্রেমে মিলিত হইয়া এক অবস্থার হইয়া উপযুক্ত দল হইয়া সুখী হইতে পারি।—দৈঃ প্রাঃ, ৭ম।—"উপযুক্ত দল"।

—•—

"মার অনুগ্রহ"।—দীক্ষা-গ্রহণ।

মার অনুগ্রহে মাদক নিবারণ ও সুনীতি সাধন করিতে করিতে যেমন উপাসনাদি সাধনে উৎসাহী হইলাম, তেমনি ক্রমে ধর্ম্ম দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নববিধানকে জীবনের ধর্ম্ম করিতে এবং নববিধান পরিবারের সহিত চিরসংযুক্ত হইতে প্রণোদিত হইলাম।

হিন্দুধর্ম্মে আমার কিরূপ আস্থা ও গোঁড়ামি ছিল, তাহা ইতি-পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, সে গোঁড়ামি ত্যাগ করিয়া নবধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ ও ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করা আমার পক্ষে নিতান্ত সহজসাধ্য হয় নাই।

আমার পিতৃদেব যথার্থ নিষ্ঠাবান প্রকৃত বিশ্বাসী হিন্দু ছিলেন, কিন্তু অনুদার ছিলেন না। আমার মাতৃদেবীও সেইরূপ উচ্চ ধর্ম্মপ্রাণা নিষ্ঠাবতী গভীর বিশ্বাসিনী হিন্দু নারী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে দ্বেষাদ্বেষ ছিল না। আমার পিতৃদেবের তিরোভাবের পর বৈমাত্রেয় অগ্রজ দুইজন আমাদের পরিবারের কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারাও অনেকটা আমার ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে বিশেষ বিরোধী ছিলেন না। তথাপিও নবধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিবার সময় আমাকে কিছুদিন যথেষ্টই মানসিক আন্দোলন ভোগ করিতে হয়।

কোন হিন্দু নেতা "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহ" বলিয়া আমার নবধর্ম্ম গ্রহণের বিরুদ্ধে কত যুক্তি তর্ক দেখাইয়া আমাকে সঙ্কল্পভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু আশ্চর্য্য মার অনুগ্রহ, তিনি স্বয়ং আমাকে বুঝাইয়া দিলেন দীক্ষা গ্রহণে আমাকে "স্বধর্ম্ম" ত্যাগ করিয়া "পরধর্ম্ম" গ্রহণ করিতে হইবে না, বরং "পরধর্ম্ম" ত্যাগ করিয়া "স্বধর্ম্ম" গ্রহণই আমার দীক্ষা গ্রহণ। বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্ম "ত্যাগ" করিয়া যে আমি নববিধান গ্রহণ করিতেছি, তাহা ত নয়? হিন্দুধর্ম্মের সার্ব্বজনীন পূর্ণ ভাব যাহা তাহাই নববিধান। সে বিধান কাহাকেও ত্যাগ করেন না। সুতরাং সে ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করা কি করিয়া হইল। বরং তাহা ত আরো বড় করিয়া গ্রহণ করা হইল।

আমি আমার ধর্ম্ম ত্যাগ করিলাম না, কিন্তু আমার আসল পূর্ণ ধর্ম্ম যাহা, এখন তাই পাইলাম, এই বিশ্বাস মা স্বয়ং সেই বাল্য-কালেই আমার মনে জাগ্রত করিয়া দিলেন এবং তাহাতেই আমার মনের সকল আন্দোলন কাটিয়া গেল।

আমার মাতৃদেবী আমার মনোভাব বুঝিয়া আমাকে আশী-র্ব্বাদ করিলেন। আমার অগ্রজদ্বয় বিশেষ বিরোধী হইলেন না।

২২শে মার্চ্চ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ নববিধান ধর্ম্ম শিক্ষার্থী একটী যুবকসঙ্ঘ গঠন করিয়া কয়েকজন যুবাকে শিক্ষার্থী ব্রত দান করেন।

এই উপলক্ষে বৈরাগ্যবেশ ধারণ করিয়া আমি দীক্ষা গ্রহণার্থী হইয়া আচার্য্যদেবের কমলকুটীরস্থ দেবালয়ে উপস্থিত হইলাম। কমলকুটীরের পশ্চিম দিকে যে সিঁড়ি ছিল তাহার উপরে উত্তরদিকের প্রকোষ্ঠে এই দেবালয় ছিল।

আচার্য্যদেব পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া একটী ছোট বেদীর উপর বসিয়া উপাসনা করিতেন এবং এখন নবদেবালয়ের বেদীর চারি-দিকে যেমন প্রেরিত প্রচারক মহাশয়দিগের নির্দ্দিষ্ট স্থান অঙ্কিত করা হইয়াছে, সেই ভাবে প্রচারকমহাশয়গণ বসিতেন। মহিলা-দিগকে লইয়া আচার্য্যপত্নী দেবী সম্মুখস্থ অপর প্রকোষ্ঠে বসি-তেন।

আমরা আচার্য্যদেবের সম্মুখে প্রচারকমহাশয়দিগের পশ্চাতে বসিয়া ব্রত লইলাম।

সে দিন উপাসনার প্রথমাংশ শেষ হইলে ভক্তিভাজন কান্তি-চন্দ্র মিত্র মহাশয় আমাকে প্রথমে আচার্য্যসম্মুখে দীক্ষা গ্রহণের জন্ত উপস্থিত করেন। তখন নবসংহিতা রচিত হয় নাই, কেবল "ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস স্বীকারপূর্ব্বক নববিধান মণ্ডলী-ভুক্ত হইলাম। ঈশ্বর আমার সহায় হউন", এইটী পাঠ করিলাম। আচার্য্যদেব কয়েকটী কথা বলিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। আমিও এই ভাবে একটী প্রার্থনা করিলাম, "মা, আমাকে তোমার প্রতিশ্রুত রাজ্যে লইয়া চল।"

তাহার পর আমাদিগের সকলকে ছাত্রসঙ্ঘ ব্রত দেওয়া হইল।

অনুগৃহীত।

ভিক্ষা।

জগজ্জননীর প্রসাদে যিনি আপন জীবনে সার্ব্বজনীন যুগধর্ম্ম-বিধান সপ্রমাণ করিয়া নববিধানের মানুষ বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেন,

যিনি সকল দেশের সকল ধর্ম্মের সকল ভক্তকে, সকল শাস্ত্রকে সকল ধর্ম্মসাধনকে সমন্বিত করিয়া এক মহামিলন বিধান নববিধান বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং সকল ধর্ম্মাবলম্বীকেই অসাম্প্রদায়িক ভাবে প্রাণের ভাই বলিয়া ভালবাসলেন এবং যিনি সবারই যে একই ঈশ্বর, একই ধর্ম্ম, একই পরিত্রাণ জীবন দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিলেন,

সেই ঈশ্বর প্রেরিত সমন্বয়াচার্য্য শ্রীব্রহ্মানন্দ যে ধামে শেষ অধিবাস করিয়া এই বিধান সাধনে সিদ্ধলাভ করিয়া এবং যেখানে স্বীয় পবিত্র দেহরক্ষা করিয়া তিরোধান করিলেন,

সেই পুণ্যধাম যাহাতে নবযুগধর্ম্ম বিধানের সাধক ও তীর্থ যাত্রীদিগের মহামিলন তীর্থরূপে সংরক্ষিত হয় এবং আচার্য্য দেবের প্রতিষ্ঠান সকল চিররক্ষা হয়,

তাহার জন্য প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রাণ ভক্তের নিকট হইতে অন্যূন এক ষোল আনা ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহার্থ ভিক্ষার ঝুলি গ্রহণ করিয়াছি।

শ্রীভগবানের নামে, ধর্ম্মের নামে, ভক্তের নামে, ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত একটি মাত্র মুদ্রা এই ভিক্ষার ঝুলিতে দান করিয়া এই সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের মিলন তীর্থ রক্ষা করুন, ইহাই কাতর নিবেদন।

দীন সেবক।

ভক্তপ্রসঙ্গ।

সাধন-কাননে প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় পিতৃদেব ভগবৎ গীতা পাঠ করিতেন আমরা সপরিবারে শুনিতাম।

সাধন-কাননে পিতৃদেব মাঝে মাঝে কৈলাস বাবুর পুকুরে স্নান করিতে যেতেন কখনও ডুব দিতেন না। গামছা করিয়া জল মাথায় দিতেন।

এক সময় যাত্রার পরচুল ও দাড়ী জটা লইয়া মাথায় পরিয়া পিতৃদেব বাগছাল কমণ্ডলু লইয়া রাত্রি ১১টার সময় "লও মন বৈরাগ্য ব্রত" এই গানটি করিতে করিতে বাবুদের লইয়া উমানাথ বাবুর কুটীরে যান। তখন মাতৃদেবীর ভয় হইল পাছে বাবা এমনি করে সন্ন্যাসী সাজিয়া বেরিয়ে যান।

যখন বাবা তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যাকে শ্বশুরবাড়ীতে পাঠান, কমলটীরে উপাসনার ঘরে প্রার্থনা করেন, আমার সন্তান ভোঁপলের যেমন অবস্থা হয় মেয়ে শ্বশুর বাড়ী পাঠাইলে তেমনই আমারও অবস্থা হইয়াছে। "সরল" তখন শিশু ছিল।

দিদির বিয়ের সময় বাবা প্রতিদিন স্বহস্তে রন্ধন করিতেন। জিবা কাটে রাঁধিতে চোখ ফুলিয়া যাইত। তবুও নিজ হাতে রাঁধিয়া আহার করিতেন। এক দিকে রাজার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ, অপর দিকে মহাবৈরাগ্যের জন্য স্বহস্তে রন্ধন করিতেন।

বাবা আমাকে রাজনীতি, বড় বৌকে ধর্ম্মনীতি, দিদিকে সুনীতি নাম দিয়াছিলেন।

শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী।

শ্রীব্রহ্মানন্দের ব্রহ্মনাম।

গতিনাথ, গতিহীনের গতি, গণেশ, গভীর প্রেমসিন্ধু, গভীর সুখ, গম্ভীর প্রকৃতি দেবতা, গম্ভীর প্রকৃতি পুরুষ, গম্ভীর বিরাট ঈশ্বর, গম্ভীর সদাগুরু, গরীবের ধন, গরীবের ঈশ্বর, গরীবের ঠাকুর, গরীব দুঃখী কাঙ্গালদের দেবতা, গিরি গোবর্দ্ধন, গিরি জ্যোতি, গিরিপতি, গিরিবাসী লীলাধারী ব্রহ্ম, গিরি-রাজ, গিরিরাণী, গিরিশ, গুণধাম, গুণনিধান পরমেশ্বর, গুণনিধি, গুণ, গুণনিধি দয়ারসাগর পিতা, গুণনিধি পরমেশ্বর, গুণনিধি প্রেমের সাগর, গুণবিশিষ্ট নিরাকার আত্মা, গুণসম্পন্ন ঈশ্বর, গুণসাগর, গুণেরসাগর, গুরু, গুরুর গুরু পরমগুরু, গোপাল, গৌরাঙ্গের পিতা, গৌরাঙ্গের মা, গৌরের মা, গোলাপ, গোলাপের শ্রী, গৃহদেবতা, গৃহদেবী, গৃহনাথ, গৃহলক্ষ্মী, ঘরের লক্ষ্মী, গৃহস্থ ঘরের লক্ষ্মী, ঘন আনন্দ, ঘন সচ্চিদানন্দ।

চতুর হরি, চন্দ্র, চক্ষের ধন, চক্ষুর অঞ্জন, চক্ষুর আরাম, চক্ষুর চক্ষু, চক্ষুর চক্ষু প্রাণের প্রাণ পরমপিতা, চক্ষুর ভূষণ, চিকিৎসক, চিদাকাশ, চিদাকাশবাসিনী, চিদাকাশরূপিনী, চিদানন্দ ঘন, চিদানন্দময়ী মা, চিরউজ্জ্বল, চিৎ, চিৎস্বরূপা, চিত্ত বিনোদন, চিত্তরঞ্জন, চিত্তহরণ, চিত্তহারিণী, চিত্তহারী, চিন্ময় অরূপ, চিন্ময় আত্মস্বরূপ, চিন্ময় হরি, চিন্ময়ী, চিন্ময়ী দেবী, চিন্ময়ী দুর্গা, চিন্ময়ী নিরাকারা দেবী, চিরকাল পূর্ণানন্দ, চিরকালের জননী, চিরকালের দেবতা, চিরকালের পতি, চিরকালের পিতা, চিরকালের পিতা পরমেশ্বর, চিরকালের পিতামাতা, চিরকালের প্রভু, চিরকালের সঙ্গী, চিরকালের স্বামী, চিরকালের স্নেহময়ী মা, চিরকালের সরস্বতী, চিরজাগ্রত, চির জীবন সখা, চিরজীবন্ত, চিরতেজস্বী, চিরনবীন, চিরনবীন হরি, চিরানন্দ, চিরপরিচিত পুরাতন পরমেশ্বর, চিরপরিচিত বন্ধু, চিরপবিত্র, চিরপ্রফুল্ল, চিরপ্রসন্ন, চিরপ্রসন্নতা, চিরপ্রস্ফুটিত গোলাপ, চিরপ্রাণসখা, চিরবসন্ত, চিরবন্ধু, চিরবান্ধব, চিরবৈরাগী, চিরবর্ত্তমান, চিরমৌনী, চিরযুবা ঈশ্বর, চিরলক্ষ্মী, চিরশক্তিমান, চিরসখা, চিরসহায়, চিরসুন্দর পরমেশ্বর, চিরসুন্দর হরি, চিরসুস্থতা, চিরসুহৃদ, চিরক্ষমাশীল, চৈতন্যময় পুরুষ, চৈতন্য-মাতা, চৈতন্যময় পুরুষ, চৈতন্যস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপিনী ঈশ্বর, চৈতন্যস্বরূপিনী, চৈতন্য-স্বরূপ হরি, চোরের অধিপতি।

শ্রীমতী মণিকা দেবী।

প্রেমানুরাগী বৈরাগী সনাতন গোস্বামীর শিক্ষা।

গৌড়ের রাজমন্ত্রী সনাতন করোয়া ও কান্থা লইয়া দীনবেশে অশ্রু অভিষিক্ত নেত্রে ভক্তাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলে, ভক্ত গৌরাঙ্গদেব সনাতনকে গাঢ় আলিঙ্গন

দিয়া, সনাতনের প্রশ্নের উত্তরে যে প্রেমভক্তি তত্ত্বের অমূল্য উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"ভাব বা রতি এবং প্রেম কাছা কাছি হইলেও, যাঁহার হৃদয়ে ভাবাঙ্কুর জন্মিয়াছে, তাঁহাতে এই সব লক্ষণ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তিনি চির ক্ষমাশীল, মারিয়া ফেলিলেও নীরবে সহ্য করেন ও শত্রুকে ক্ষমা করেন। শারীরিক, কোন ক্ষোভেই তাঁহাকে ক্ষুব্ধ করিতে পারেনা। যেমন রাজা পরীক্ষিৎ তক্ষক দংশনে নিকট মৃত্যু জানিয়াও ভীত বা ক্ষুব্ধ না হইয়া অমাত্যবর্গকে হরিগাথা গান করিতে বলিয়াছিলেন। তিনি বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া ভগবানের গানে ও ভগবৎ সেবায় নিরন্তর রত থাকেন। দিবানিশি বাক্যের দ্বারা স্তব করিয়া, মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া এবং শরীরের দ্বারা সেবা করিয়াও পরিতৃপ্ত হন না, এবং অশ্রুজল মোচন করিতে করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিয়াও কিছু কার্য্য হইল না মনে করেন। তাঁহার বিষয় বাসনা ও ভোগ কামনা থাকে না। তাহার সাক্ষী মহারাজ ভরত। যখন ভোগ লালসা অত্যন্ত বলবতী হয়, সেই যৌবনকালেই অন্যের অভিলষনীয় ও দুস্ত্যজ্য স্ত্রী, পুত্র, সুহৃৎ, রাজ্য ভগবানের জন্য অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি মহাবিনয়ী ও নিরভিমানী হন। মহারাজ ভরত শত্রুদিগের গৃহে ভিক্ষা যাচ্ঞা করিতে ও অতি অন্ত্যজদিগকেও দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে অপমান বোধ করেন নাই। তাঁহার প্রাণে কখন নিরাশা আসে না, অপিচ ভগবানকে নিশ্চয়ই পাইবেন এই আশায় সুদৃঢ় বদ্ধমূল হয়। ভগবানের মিলনাশায় তাঁহার অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হইয়া থাকে। প্রেমিক ভক্ত বিল্বমঙ্গল তাহার সাক্ষী। তিনি মিলনাশায় কিনা করিয়াছিলেন? মিলনের বিঘ্নকারী চক্ষুরত্নও উৎপাটিত করিতে একটুও কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার নামগুণ গানে রুচি ও অত্যন্ত আশক্তি জন্মে এবং কৃষ্ণলীলার স্থানে বসতি করিতে অত্যন্ত আগ্রহ হয়। বালিকা শ্রীরাধিকা সুমধুর স্বর সংযোগে যখন শ্রীকৃষ্ণের নামাবলি কীর্ত্তন করিয়া নীলোৎপল সদৃশ নয়ন দিয়া মুক্তাবলির ন্যায় অশ্রুবিন্দু ফেলিতেন তাহা দেখিয়া কাহার প্রাণ না বিদীর্ণ হইত? বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, হে প্রভো! তোমার সকলই মধুর; তুমি মধুর হইতেও মধুর, বড়ই মধুর বলিয়া যে কাঁদিতেন তাহাতেই নামাসক্তির প্রভাব বুঝা যাইতে পারে। ভাবাঙ্কুর বিকাশের চিহ্ন এই সব।

ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "এখন প্রেমবিকাশের কথা বলি শুন:—সনাতন বলিলেন, "বলুন" শ্রীচৈতন্যদেব পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "যাঁহার হৃদয়ে নবপ্রেমোন্মিলিত হইয়াছে, তাঁহার বাক্য, চেষ্টা, ভাব, ভজন সকলই লোক বুদ্ধির অতীত। তিনি কখন হাসেন, কখন কাঁদেন, কখনও গান করেন, কত কি বলেন, নৃত্য করেন, মৌনী হইয়া থাকেন, আবার কখনও অত্যন্ত চীৎকার করেন। লোকে কিছু বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে বাতিকগ্রস্ত মনে করে। প্রেম যেমন সুকোমল, নির্ম্মল, স্নিগ্ধ, তেমনি মহামোদক, উগ্র এবং উত্তপ্ত। সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ তাহার এক বিন্দু পান করিয়া থাকেন"।

তাই বর্ত্তমান শ্রীনববিধানেও ভক্ত কবি গাহিলেন, "প্রেমে পাগল হয়ে হাসিব কাঁদিব, সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসিব, আপনি মাতিয়ে সবারে মাতাব, হরিপদে নিত্য করিব বিহার।"

ভৃত্য—শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

নূতন সঙ্গীত।

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল ঝাঁপতাল।

মধুর হউক মম এ জীবন।
সত্যেতে হয়ে তৎপর প্রীতিকর, হয় যেমন।

হয়ে তাঁর অনুগত, হইব তাঁহার মত,
চরিত হবে অমৃত, হয়ে প্রেমে নিমগন;
ভাল যদি বাসি সবে, সকলে আপনা হবে,
প্রীত্যর্থে জীবন রবে, করে অভেদ দর্শন।

পিতা প্রেমামৃতসিন্ধু, জীব সে অমৃতবিন্দু,
সকলি প্রাণের বন্ধু, অমৃতের পুত্রগণ;
হেরিব ভুবনমাঝে, বিরাজে ভুবনরাজে,
তাঁর হয়ে তাঁর কাজে, সঁপেদিব প্রাণ মন।

যথায় হৃদয় পাই, তথা জীবন বিকাই,
তৃষিত হৃদয়ে চাই, সেই অমৃত রতন;
প্রেমের মূরতি ধরি, এল যাঁরা আলো করি,
তাঁদের চরণে পড়ি, যাচি সেই প্রেমধন।

রাগিণী কানেড়া—তাল একতালা।

মৃগতৃষ্ণা সম, এ সংসার ভ্রম, জীব অন্ধতম, অবিদ্যায়;
পতঙ্গ যেমন রূপে অচেতন, প্রবেশে অনলে সে তৃষ্ণায়।
মরীচিকা সম এ সংসারক্ষেত্র, কেবা দারা পুত্র, কেবা বন্ধু মিত্র;
কায়া প্রাণ সনে কদিন একত্র, দুদিন পরে ছেড়ে যায়।
যা যাবেনা কভু তাকি কেহ চায়, যা রবেনা কালে তাতে মজে যায়;
ভুলে নিত্য সুখ কত দুঃখ পায়, তৃষ্ণানলে জীব মৃতপ্রায়।
ত্যাগে মহা শান্তি দুঃখের নির্ব্বাণ, শান্ত হ'লে চিত্ত হয় আত্ম-জ্ঞান;
সৎ বস্তু কভু না করে পয়াণ, ভক্ত ভাগবতী তনু পায়॥

শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল।

ব্রহ্ম-পরিচয়।

ওরে ঐ, ঐ, ব্রহ্ম দেখবি, ব্রহ্ম দেখবি? দেখবি তো ছুটে আয় ছুটে আয়।

প্রঃ। দূর ছ শুধু শুধু আমায় এতটা ছুটিয়ে নিয়ে আস্‌লে, কৈ, ব্রহ্ম কৈ?

উঃ। এই যে!—

প্রঃ। এতো, তুমি আর আমি, এর মধ্যে আবার ব্রহ্ম কৈ?

উঃ। এইতো দাদা, আমার এত সাধের ব্রহ্ম দর্শনটিও তুমি কোরবে না? আরে, এই আমার ভেতরই যে একজন হুঁসিয়ার "আমি" আছে। এই ধারণা সামান্য। সামান্য সাগর সমুদ্র পার হয়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছাতে হলে একজন ম্যাপ ও কম্পাস নিয়ে বসে থাকে আর তাই দেখে দেখে জাহাজ চালাবার হুকুম দেয়। আর তুমি কি ভেবেছ এত বড় ভব সমুদ্র পার হতে হলে সে সব কিছুরই আবশ্যক হবে না বুঝি? তা হয় না ভায়া, ম্যাপ কম্পাস চাই। (জ্ঞান ও বিশ্বাস) ঐ আমার ভিতরের আমিটি খুব পাকা হুঁসিয়ার ম্যাপ, কম্পাস জানাওয়ালা লোক, কিন্তু দুঃখের কথা এই, সে তার এক জন অফিসারের হাতে কাজ কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে ফতুর হ'য়ে বসে আছে, কিছু তেমন করে, উঠতে পারে না। তার অফিসারটি মন, ছলনা ইয়ার নিয়ে, আসল কাজে অযত্ন করে নাও খানাকেও জির্ণ করে দিচ্ছে আর ঘরে যাওয়ার দিকের কম্পাসের কাঁটাটাকেও ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিকল করে দিচ্ছে।

মনটাও যদি আমার আমির সঙ্গে একবার যোগ দেয়, তাহলে নিশ্চয় সে আবার কম্পাসের কাঁটা সেরে সুরে নিয়ে জীর্ণ তরীকে তীরের মতন ছুটিয়ে নিয়ে ব্রহ্ম রাজ্যের নিজ গৃহে পৌছে দিতে পারে।

প্রঃ। আরে পাগলের মতন কি এত বকর বকর করো, যদি আমায় ব্রহ্ম দর্শন করাতে পারো তবে দেখাও নাহয় আমার যেমন বিশ্বাস আছে যে, ব্রহ্মের কোনও আকার নাই তিনি বাক্যের অতীত, ধারণার অতীত, বর্ণনার অতীত, কল্পনার অতীত সর্ব্বময়ব্যাপ্ত নিত্য সত্যশিবসুন্দর, আমি তাই ভাবি তোমার এত আর পাগলামির আবশ্যক নাই।

উঃ। ঐ আমির আমিও যে ব্রহ্ম মহাশয়ের একজন বিশেষ নৈকট্য আত্মীয়, তা বুঝি জান না? এরও কোনও রূপ নাই, ইনিও ধারণার অতীত, কল্পনার অতীত, কোথায় বাস করেন ঠিক্ নির্দ্দেশ করা যায় না, অথচ এঁরও শক্তি অগাধ। সেই জন্যই তো বলি একবার আমার আমি মশায়ের সঙ্গে আলাপ জমাট হলে আর এত কষ্ট এত ভেদাভেদ থাকবে না। আঃ একবার আমার আমির সঙ্গে চেনা পরিচয় হ'য়ে গেলেই "মায়ের কোলেই শুয়ে বাঁচিব"।

তাই এই আত্মদর্শন হ'লেই সকল জীবে সমভাব আসে, তখন আমি, তুমি ইত্যাকার ভেদ থাকে না, আর নিজের বলবার কিছুই থাকে না, সবই মায়ের হয়ে যায়, মায়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা আসে, আর আমি ছোট বালকটী হ'য়ে যায়, তাই তো তার মায়ের কোল এত ভাল লাগে। এই রকম ভাব এলেই ব্রহ্মকে নিজেই বুঝতে পারা যায়। জয় মা আনন্দময়ী!

সেবক—কেশবলাল।

—•—

হিন্দু মুসলমানের মিলন প্রার্থনা।

হে হিন্দুর শান্তং শিবমদ্বৈতম্ মহেশ্বর, হে মুসলমানের আল্লা হো আকবর, তোমাকে যে যেই নামে সম্বোধন করি, সেই একই অদ্বিতীয় আল্লা তুমি। হিন্দুর বেদ পুরাণ তোমারই লীলা মহিমা কীর্ত্তন করে, মুসলমানের কোরাণ সরিফ তোমারই বাণী ঘোষণা করে। হিন্দুমন্দির তোমারই পূজার জন্য, মুসলমানের মস্‌জিদ তোমারই নমাজের উদ্দেশ্যে। রাম রহিম তোমারই প্রেরিত।

তবে হিন্দু মুসলমান কেন পরস্পরের ধর্ম্মাভিমানে ভ্রান্ত হইয়া, পরস্পর পরস্পরের সহিত তোমার নামে, তোমার পবিত্র ধর্ম্মের নামে বিবাদানল প্রজ্বলিত করিতে প্রবৃত্ত হয়? হায়, কেন তাহারা রাগ দ্বেষ হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র সঞ্চালন করিতে উদ্যত হইতেছে, পরস্পর পরস্পরের বিনাশ সাধনে ধাবিত হইতেছে? তুমি ত ভারতে শান্তি-রাজ্য, সর্ব্বধর্ম্মমিলনরাজ্য সংস্থাপনের জন্য তোমার প্রিয় সন্তান ঈশাকে আনিয়া তোমার এই ভারত-সাম্রাজ্যের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছ। তাই ভ্রাতৃদুঃখে কাতর হইয়া ভিক্ষা চাই, তোমার মহাপ্রেমের বিধান নববিধান হিন্দু মুসলমান উভয়ের মধ্যে সংস্থাপন কর। রাগ, দ্বেষ, হিংসা পরিহার করিয়া উভয়ে যেন ভ্রাতৃপ্রেমে এবং সদ্ভাবে মিলিত হইয়া তোমাকে এবং তোমার সত্যধর্ম্মবিধানকে গৌরবান্বিত করিতে সক্ষম হন, এবং নিত্য শান্তি ও কুশলের রাজ্য যেন তোমার এই পুণ্যভূমি ভারতে চির প্রতিষ্ঠিত হয়, তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

শান্তিপুরে ব্রহ্মোৎসব।

(প্রাপ্ত)

নিত্য লীলাময় শ্রীহরির কৃপায় শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক ত্রিষষ্টিতম ব্রহ্মোৎসব অতি সুন্দর ও আশ্চর্য্যভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

১৯শে চৈত্র, শুক্রবার প্রাতে উষাকীর্ত্তন ও উদ্বোধনসূচক উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত যোগানন্দ ভারতী উপাসনার কার্য্য করেন। বৈকালে কীর্ত্তন ও সন্ধ্যায় আরতি। এই দিনে বহুজন সমাগম হইয়াছিল। প্রায় ২০০ শত মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

২০শে চৈত্র, শনিবার প্রাতে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত যোগানন্দ ভারতী উপাসনার কার্য্য করেন। বৈকালে নগর-কীর্ত্তন অতি জমাট ও মধুর হইয়াছিল।

নগর-সংকীর্ত্তন বড়বাজারের চৌমাথায় উপস্থিত হইলে শ্রীযুক্ত যোগানন্দ ভারতী, "যুগধর্ম্ম বিধান" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রায় দুই শতাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। পথিমধ্যে ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ভক্ত দলের সঙ্গে কীর্ত্তন দলের মিলন হওয়ায় কীর্ত্তন আরও মধুময় হইয়াছিল। বিজয়কৃষ্ণের ভক্ত-দল ও কীর্ত্তনদলের মিলনে প্রায় তিন শত লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। নগর পরিভ্রমনান্তে কীর্ত্তনদলের প্রীতিভোজন হয়।

২১শে চৈত্র, রবিবার প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়, শ্রীমতী আশালতা দেবী উপাসনার কার্য্য করেন। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে ভক্তিভাজন প্রচারক শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন। এবেলাও মন্দিরে লোক সমাগম হইয়াছিল।

২২শে চৈত্র, সোমবার প্রাতে উপাসনা প্রচারক শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাস মহাশয় করেন, বৈকালে কীর্ত্তন ও প্রার্থনা হয়।

২৩শে চৈত্র, প্রাতে উপাসনা হয়। উপাসনান্তে শ্রীমতী আশালতা দেবী, শ্রীমতী সুনীতিবালা দেবী, শ্রীমতী পরিমল দেবী, শ্রীমতী বিদ্যাবতী দেবী, শ্রীমতী সুরুচিবালা দেবী, শ্রীমান্ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ বিধানশরণ ব্রহ্মচারী এই আটজন নবসংহিতা অনুসারে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ভক্তি-ভাজন প্রচারক শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। বৈকালে মহিলা সম্মিলন হয়।

সন্ধ্যায় উপাসনা প্রচারক শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাস করেন।

২৪শে চৈত্র, উৎসবের শান্তিবাচন হয়।

শ্রীযোগানন্দ।

দেবী স্বর্ণলতা।

(প্রেরিত)

স্বর্গগত প্রেরিত ভাই ঋষি কেদারনাথের সহধর্ম্মিণী দেবী স্বর্ণলতা। ইনি বিশ্বমাতার একটী অতি নিগূঢ় ধর্ম্মবিশ্বাসিনী কন্যা ছিলেন। সংসারের কাজের ব্যস্ততার মধ্যে থাকিয়াও তিনি প্রতি দিন প্রাতে দুই ঘণ্টা বা ততোধিক কাল ব্রহ্মোপাসনায় নিরত থাকিতেন। যখন কেহ তাঁহাকে কিছু শিখায় নাই সেই অতি শৈশবকালে শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর-পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীনববিধানে ও শ্রীআচার্য্যদেব ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্রের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল। কেশবচন্দ্রের মধুর উপাসনায় যোগ দিবার জন্য তিনি প্রথমে ভারতাশ্রমবাসিনী হইয়াছিলেন ও সেখানে শ্রীআচার্য্যদেব কেশবচন্দ্রের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তৎপরে কমলকুটীর হওয়া পর্য্যন্ত ইদানিং যখন প্রচারক-পত্নী হইয়া কলিকাতায় রহিলেন বলিতেন, "আমি কেবল কমলকুটীরে উপাসনায় যোগ দিবার জন্য মঙ্গল বাড়ীতে অসুবিধা হইলেও থাকিতে ভালবাসি দেখিয়াছি যখন মঙ্গল বাড়ীতে বাস করিবার জন্য শ্রীআচার্য্যদেব অনুমতি করেন, তখন সকল কার্য্য ত্বরায় সারিয়া উপাসনার সর্ব্ব প্রথম হইতে কমলকুটীরে উপস্থিত থাকিতেন।

শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেনের বেলঘরিয়ার উদ্যান বাটীতে উৎসব উপলক্ষে শ্রীআচার্য্য সহধর্ম্মিণী জগন্মোহিনী দেবী এবং অন্যান্য অনেক আর্য্যনারীগণ তাঁহার গান শুনিয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন। তাঁর অপূর্ব্ব স্মৃতি শক্তি ও কণ্ঠস্বর অতি মধুর ছিল।

দেবী স্বর্ণলতার ভগবানে বিশ্বাসী-জীবন আদর্শ ও লক্ষ্য করিয়া আমরা সকলে তাঁহার প্রিয় পুত্র কন্যা পরিবার যেন চির উন্নতির পথে অগ্রসর হই। তিনি পুত্র কন্যার কোন বিঘ্ন সম্ভাবনা জানিয়াও কখনও অধীর হন নাই এবং বলিতে শুনিয়াছি, "আমি যে সর্ব্বমঙ্গলা মাকে ডাকিয়া তাঁরই চরণে সমর্পণ করিয়া দিয়াছি। সর্ব্বমঙ্গলা মা যাহা করবেন তাই মঙ্গল। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।"

দেবী স্বর্ণলতার এই একটী বিশেষ গুণ ছিল, যাহা জগতে দুর্লভ। দুঃখ সুখ, বিপদ, সম্পদ, জীবনে যখন যে অবস্থা আসিয়াছে কোন অবস্থাই তাঁহার সদা প্রফুল্ল হাস্যাননকে ম্লান করিতে সক্ষম হয় নাই।

রাঁচি। প্রণতা—হেমলতা চন্দ।

নববিধান বিশ্বাস-ভাণ্ডার।

(প্রেরিত)

নববিধান প্রবর্ত্তক মহাশয়দিগের কীর্ত্তি সংরক্ষণের জন্য অনেকেই বিশেষ আগ্রহ ও ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বার বার পত্র লিখিতেছেন। ইহা অতীব আনন্দের বিষয়। অনেকেই অনেক প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়া এই কার্য্য সাধনে তাঁহাদের মতামত জানাইতেছেন। ৮ বৎসর পূর্ব্বে শ্রদ্ধাস্পদ কান্তিচন্দ্র মিত্রের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য যখন চেষ্টা হয় তখন সকল নববিধান প্রবর্ত্তক মহাজনদিগের কীর্ত্তি সংরক্ষণ সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব। এই দীন সন্তান সকলের নিকট উপস্থিত করেন এবং প্রস্তাবিত বিষয় গুলির সম্বন্ধে সকলের মনের ভাব জানিবার জন্যও সকলের মত পাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয়।

সকলের ভাবের বিনিময়ে, ভাবের সম্মিলনে এই কার্য্য সংসাধিত হয় ইহাই প্রকাশিত করা হইয়াছিল। তৎপরে মা আনন্দময়ীর অপার করুণাগুণে ঐ সকল কার্য্য সাধনের নিমিত্ত নববিধান প্রবর্ত্তক মহাজনদিগের স্মৃতিরক্ষার্থ এবং তাঁহাদের কীর্ত্তি সকল সংরক্ষণের জন্য নববিধান বিশ্বাস ভাণ্ডার সংস্থাপিত হই-য়াছে। এই ৮ বৎসর ধরিয়া ভগবানের আশীর্ব্বাদে সংগঠিত কার্য্য নির্ব্বাহক সভা ঐ সকল দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, সিদ্ধিদাতার অসীম দয়ায় কথঞ্চিৎ সফলতাও লাভ করিয়াছে। কিন্তু এখনও অনেক কার্য্য অবশিষ্ট আছে।

কার্য্যসফলতার জন্য সাহায্যকারীদিগকে ধন্যবাদ এবং মণ্ডলীর সেবা সাধনে সকলকে সবিনয়ে আহ্বান করা যাইতেছে। এই পবিত্র স্মৃতিরক্ষায় এবং মহাজনদিগের স্মৃতিসংরক্ষণে, সমাজের জীবনরক্ষা ও সকলের জীবনরক্ষা, ইহাই যেন আমাদের স্মরণ থাকে। আপনা হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়া, আপন আপন ভাব এই কার্য্যসাধনে চরিতার্থ হইতেছে ইহা অনুভব করিয়া যিনি যাহা সাহায্য করিবেন তাহাই কৃতজ্ঞতার সহিত শিরোধার্য্য। ষোল আনা দানে, ষোল আনা ফল। এই শুভ অনুষ্ঠানের উদ্যোগে, আয়োজনে ও সম্পাদনে বহু লোকের সমাগম ও সম্মিলন প্রয়োজন। অসম্মিলনে হরিলীলা হয় কি সাধন? এই যজ্ঞে বিবিধ আহুতি। এই পূজায় অপরিমেয় নৈবেদ্য।

ইহার দানে, ভেদাভেদ নাই, পাত্রাপাত্র বিচার নাই। সফলতার সম্যক্ বরলাভ। সমগ্র মণ্ডলীর জীবন্মুক্তি, প্রসাদলাভে ভক্তগণের অপার আনন্দ। কার কোন উপাস্য দেবতা আছে; সালঙ্কৃত করিয়া সুসজ্জিত করিয়া এই নববিধানের শ্রীমন্দিরে শ্রীনববৃন্দাবনে আনিয়া উপস্থিত করুন। এখানে সকলেরই "ঠাঁই" আছে এবং সেই অনন্ত রাজরাজেশ্বরের উপাসনায়, পূজায় আপন আপন আত্মাকে কৃতার্থ করুন ও ধন্য হউন।

নববিধান বিশ্বাস-ভাণ্ডারের নিয়মাবলী ও কার্য্য-বিবরণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

বিনীত—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন। (সম্পাদক)
২৮নং নিউ রোড, আলিপুর, কলিকাতা।

বিশ্ব-সংবাদ।

সুরাপানের প্রতিষেধ।

আমেরিকায় আইন জারী করিয়া সুরাপান নিবারণ করা হইয়াছে। কিন্তু আইন দ্বারা সুরা বারণ করিলে মানবের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হয়, এই আপত্তি তুলিয়া ইংলণ্ডে এ সম্বন্ধে আইন জারীর বিরুদ্ধে আন্দোলন হইতেছে। সুরাপান করা যেমন পাপ বলিয়া ভারতে নিষিদ্ধ হইয়াছে, মুসলমান ধর্ম্মেও সেইরূপ হইয়াছে। ইংলণ্ডে কিন্তু ইহাকে পাপ বলিয়া কেহ স্বীকার করে না, তাই ইহাতে স্বাধীনতা হরণের আপত্তি। আক্ষেপের বিষয় স্বাধীনতাপ্রিয় ইংলণ্ডবাসী এই আপত্তিকারীদিগের কি সে জ্ঞান নাই যে আইনজারী করা স্বাধীনতা হরণের জন্য নয় স্বেচ্ছাচারিতা নিবারণের জন্য। অতিরিক্ত সুরাপানে মানুষ যে সুরার অধীন, পাপের অধীন হয়, তাহাতেই ত সম্পূর্ণই স্বাধীনতা লোপ পায়। আইন সেই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। যাহা হউক সুরার পরিবর্ত্তে যাহাতে চিনি মিশ্রিত যব জল পান প্রথা সে দেশে প্রচলিত হয় তাহার চেষ্টা হইতেছে।

ক্ষত চিহ্ন।

কোন সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া আহত হয়। সে ক্ষত চিহ্ন লইয়া সৈনিক কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করে। আশ্চর্য্য তাহার পর তাহার যে একটি কন্যা হয় তাহারও নাকি দেহের ঠিক সেই স্থানে সেই ক্ষত চিহ্ন লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। জন্মে মানুষ শূদ্র হয়, জন্মে মানুষ পিতা মাতার মনোভাব বা স্বভাবগত-ক্ষত চিহ্ন লইয়া আসে, ইহাই আমরা জানিতাম, পিতার শরীরেরও ক্ষত চিহ্ন লইয়া সন্তান জন্মায় আমরা জানিতাম না। যদি সংবাদ সত্য হয় কিছু আশ্চর্য্য বটে।

সংবাদ।

নববর্ষ—নববর্ষ উপলক্ষে নবদেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়। উপাসনার প্রথমাংশ শ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবী সম্পাদন করেন। অতঃপর ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক শাস্ত্রাদি পাঠ করেন এবং আচার্য্যপুত্র ভ্রাতা সরলচন্দ্র সেন তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ সুনীতচন্দ্র সেনকে দীক্ষার জন্য উপস্থিত করেন ও আচার্য্যজামাতা মিঃ এস্. এন্. সেন তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ প্রতুলচন্দ্রকে উপস্থিত করিলে ভাই প্রিয়নাথ তাঁহাদিগকে নবসংহিতানুসারে দীক্ষা দান করেন। দীক্ষান্তে প্রার্থনা করিয়া আপনিও কমলকুটীর তীর্থরূপে রক্ষার জন্য ভিক্ষাব্রত গ্রহণ করেন। মহারাণী দীক্ষিতদ্বয়কে কিছু উপদেশ দিয়া শান্তি প্রার্থনা করেন।

তীর্থ-দর্শন—তীর্থযাত্রী হইয়া গত ১৭ই এপ্রিল ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক জামালপুরে গিয়া শ্রীমান্ ক্ষিতীশচন্দ্র সিংহের প্রবাসে পারিবারিক উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় ভক্তিতীর্থ মুঙ্গেরে গিয়া সমাধি মণ্ডপে সন্ধ্যা উপাসনা ও ধ্যানাদি করিয়া রাত্রি যাপন করেন। পরদিন অর্থাৎ ১৮ই প্রাতে উষাকীর্ত্তন ও মন্দিরে উপাসনা করেন। উপাসনায় দুইজন স্থানীয় বন্ধু ও একজন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। মধ্যাহ্নে জামালপুর মন্দিরে দুই একজন বন্ধুসহ উপাসনা করেন এবং মন্দির রক্ষা সম্বন্ধে আলোচনাদি করেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে শ্রীমান্ ক্ষিতীশচন্দ্রের পরিবারবর্গ সহ সংক্ষিপ্ত উপাসনা করিয়া কলিকাতায় পুনর্যাত্রা করেন।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ—সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন:—ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে গত ১৬ই ফাল্গুন, শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ শীল ম্যাজিকলণ্ঠন সাহায্যে "ভারতের ধর্ম্মধারা ও যুগধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ২২শে ফাল্গুন সন্ধ্যায় ডাক্তার কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রহ্মপূজা করেন ও "জাতীয় সাধনা" সম্বন্ধে উপদেশ দেন। দুর্য্যোগ জন্য লোক হয় নাই। ২৯শে ফাল্গুন সন্ধ্যায় মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী "সতীত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা দেন। "সুন্দরীর" আখ্যায়িকা অতি সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। শ্রোতার সংখ্যায় সমাজ মন্দির পূর্ণ হইয়াছিল। জেলার জজ সে জন্য মহারাণীকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দেন। ৩০শে চৈত্র মঙ্গলবার সন্ধ্যায় "বর্ষশেষ" উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস এম, এ, ব্রহ্মপূজা করেন। তাঁহার উদ্বোধন, আরাধনা ও উপদেশ সারগর্ভ হইয়াছিল। সমাজমন্দির লোকে পূর্ণ হইয়াছিল।

মুঙ্গের—বিগত ১লা বৈশাখ, নববর্ষ উপলক্ষে মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৬৷৷০টার সময় শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু মহাশয়া বিশেষ উপাসনা করেন। কতিপয় যুবা সঙ্গীত ও কীর্ত্তন করেন।

বিশেষ দিন—শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও ব্রহ্মনন্দিনী সতী জগন্মোহিনী দেবীর উদ্বাহের পবিত্র সাম্বৎসরিক দিন ২৭শে এপ্রিল। নবদেবালয়ে এই বিশেষ দিন স্মরণে প্রার্থনা হয়।

সাম্বৎসরিক—গত ২৭শে এপ্রিল, শ্রদ্ধাস্পদ ভাই অমৃত লালের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে তাঁহার কাটখোলাস্থ ভবনে বিশেষ উপাসনা হয়। কলিকাতায় বর্ত্তমান হিন্দু মুসলমানের বিবাদাগ্নির ভীষণ প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও মার অলৌকিক কৃপায় ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক ভক্তের সহধর্ম্মিণী ও কন্যাদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়া তীর্থ সাধন করিয়া কৃতার্থ হন। এই উপলক্ষে প্রচারাশ্রমেও ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন।

দানপ্রাপ্তি—১৯২৬, জানুয়ারী মাসে প্রচার ভাণ্ডারে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে।

মাসিক দান।—জানুয়ারী, ১৯২৬।

ব্রহ্মমন্দির ১০৲, শ্রীমতী ভক্তিমতি মিত্র ২৲, শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার হালদার ৫৲, রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ৪৲, স্বর্গীয় মধুসূদন সেনের পুত্রগণ ২৲, শ্রীযুক্ত অমৃত লাল ঘোষ ২৲, শ্রীমতী সরলা দাস ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন ১৲, মাননীয়া মহারাণী সুনীতি দেবী ১৫৲, শ্রীমতী মনোরমা মুখার্জ্জি ২৲, শ্রীমতী হেমন্তবালা চট্টোপাধ্যায় ১৲, শ্রীমতী মাধবীলতা চট্টোপাধ্যায় ১৲, শ্রীমতী S. N. Gupta. ১০৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন ২৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন ২৲, শ্রীমতী সুমতি মজুমদার ১৲, মেজর জ্যোতিলাল সেন ২৲, কোনও মাননীয়া মহিলা ১০৲, কোনও বন্ধু ১০০৲ টাকা।

এককালীন দান।—জানুয়ারী, ১৯২৬।

ভাই কেদারনাথ দের সাম্বৎসরিক দিনে তাঁহার পুত্রগণ ২৲ তাঁহার কন্যা শ্রীমতী অশোকলতা দেবী ৫৲, শ্বশ্রূ মাতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে রাধিকানাথ পান ৫৲, ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিকের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ৫০৲, মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে স্বর্গগত মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দনের পুত্রগণ ২৲, স্বর্গগত মধুসূদন সেনের সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীমতী প্রভাতবালা সেন ৪৲, স্বর্গীয় সনাতন গুপ্তের সাম্বৎসরিকে ভ্রাতৃগণের দান ১৲, অমিয়নাথের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত অমরনাথ কুণ্ডু ২৫৲, তাঁহার পিতা ঐ উপলক্ষে ৫৲, শ্রীযুক্ত ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীকে ঁহাদের দান ২॥০, কন্যার বিবাহ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রঘুনাথ রাও ১০৲, মাতা পিতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী ৫৲, পিতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার দাস ৪৲, শ্রীমতী চারুবালা হালদার ১৲, স্বর্গগত কালীনাথ বসুর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু ৪৲, তাঁহার কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেব ১৲, শ্রীমতী কিরণকুমারী মিত্র ১৲, শ্রীমতী কুসুমকুমারী ঘোষ ২৲, শ্রীমতী চপলাবালা মজুমদার ১৲, মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাসের সহধর্ম্মিণী ৫৲, ঐ উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীকে ২৲, Ray Brothers ৪৮৶১০, শ্রীযুক্ত জ্যোতিলাল সেন অনুষ্ঠানিক দান ৫৲, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, Mrs. Guru Ch. Mahalanobis বিশেষ দান ৫৲, স্বর্গীয় ছকড়ি ঘোষ ফণ্ডের সুদ ৬।৴০, স্বর্গীয় ব্রজগোপাল নিয়োগী ফণ্ডের সুদ ৬।৴০, স্বর্গীয়া নলিনীবালা বানার্জ্জি ফণ্ডের সুদ ৫৲, স্বর্গীয়া দেবী দত্ত ফণ্ডের সুদ ৬৷৴০, স্বর্গীয়া সুরমা দত্ত ফণ্ডের সুদ ৩৷৴০, স্বর্গীয় ভুবনমোহন ঘোষ ফণ্ডের সুদ ৬।৴০, স্বর্গীয় জগদীশ গুপ্ত ফণ্ডের সুদ ১৫৸৴০, স্বর্গীয় কেদারনাথ রায় ফণ্ডের সুদ ৩১৸০, স্বর্গীয় শ্যামাচরণ দত্ত ফণ্ডের সুদ ৩৷৴০, স্বর্গীয় কানাইলাল সেন ফণ্ডের সুদ ৩১॥৶০ মাতৃ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীমতী পুণ্যদায়িনী দেবী ২৲, স্বর্গীয় M. L. Gupta এর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পুত্র শ্রীযুক্ত কণকচন্দ্র গুপ্ত ২০৲, কন্যা শ্রীমতী কিরণময়ী সেন ১০৲, কোনও বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ২৲ টাকা।

গত নবেম্বর মাসের এককালীন দানের তালিকা কম্পোজ কালে নিম্ন অংশ ছাড় পড়াতে সেই অংশ ভুল সংশোধনের ভাবে এখানে প্রকাশিত হইল:—

দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নন্দন ১৲, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সিংহের দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে দিদিমার দান ১৲, শ্রীমতী হেমলতা চন্দ ছোট ভাই ও ছোট বোনের জন্মদিনে ৫৲, মাতৃ দেবীর স্বর্গারোহণে ২৲ ভ্রাতৃ-কন্যার স্বর্গারোহণে ১৲ টাকা।

আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে দাতাদিগকে প্রণাম করি। ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ তাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত হউক।

নূতন পুস্তক।

"Keshub Chunder Sen and The Schools of Protest and Non-protests."
By Gouri Prosad Mozoomdar.
৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
নববিধান প্রচারাশ্রমের ম্যানেজার মহাশয়ের নিকট প্রাপ্তব্য।
মূল্য ১৲ এক টাকা।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

ধর্ম্মতত্ত্বের গ্রাহক অনুগ্রাহক, অভিভাবকগণ সকলেই যে সহৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন, তাঁহাদের অনুগ্রহই ইহার জীবনোপায়। অতএব তাঁহারা যদি নিজ কৃপাগুণে নিজ নিজ অর্থ সাহায্য যথাসময়ে দান করিয়া ইহার জীবন রক্ষা করেন কৃতার্থ হইব। দানশীল অভিভাবকগণও যদি কিছু কিছু এককালীন অর্থ সাহায্য দান করিয়া আমাদিগকে ঋণদায় হইতে অব্যাহতি দেন, কৃতার্থ হইব।

Edited, on behalf of the Apostolic Durbar, New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬১ ভাগ। ১১।১২ সংখ্যা।

১লা ও ১৬ই আষাঢ়, ১৩৩৩ সাল, ১৮৪৮ শক, ৯৭ ব্রাহ্মাব্দ।
16th June & 1st July, 1926.

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩্।

প্রার্থনা।

হে ব্রহ্ম, তুমি যে অনন্ত, তোমার অন্ত কে পায়? তুমি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা হইয়া চিরবিরাজিত রহিয়াছ। আমাদের সীমাবিশিষ্ট ক্ষুদ্র জ্ঞান দ্বারা তোমাকে আমরা ধারণা করিতে পারি না, তুমি তোমার দিব্যালোকে আলোকিত করিলেও এই উপলব্ধি হয় যে, আমাদের বাক্য মনের অতীত তুমি, তুমি যে কে, কি, কেমন, আমরা আমাদিগের ক্ষুদ্র মনের চিন্তায় কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তোমাকে উপলব্ধি করিতে গিয়া আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানের অহং চূর্ণ হইয়া যায়। আমাদের আমিত্ব তোমার প্রভাবে নির্ব্বাণ হইয়া যায়। তখন যত তোমায় ধরিতে যাই ততই তুমি আরো অসীম হও। আকাশ যেমন দৃষ্টি সীমান্তে গেলে আরো অন্ত বিহীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তেমনি যত তোমায় জানি ততই তোমাকে জানি না বলিয়া অবাক্ হই। নিত্যই তুমি নূতন রূপ ধরিয়া তোমার অনন্ত মহিমা আমাদিগের নিকট প্রকাশ কর। এবং আমাদিগকে নব নবদর্শন, নব নব জ্ঞান, নব নব উন্নতি, নব নব জীবন লাভে আকাঙ্ক্ষিত কর, এইজন্যই তুমি অনন্ত হইয়াছ। তবে তোমার এই অনন্ত মহিমাগুণে আমাদিগের অপূর্ণতা অক্ষমতা উপলব্ধি করিয়া আমরা যে কিছুই নই এইটী বুঝিতে দাও। এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগকে অনন্ত উন্নতি লাভের অধিকারী জানিয়া তোমার শরণাপন্ন হইতে দাও। আমাদিগকে নব নব উন্নতি বিধানে তোমার অনন্ত পথের যাত্রীরূপে জীবনে অগ্রসর কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

প্রার্থনাসার।

হে পরম পিতা, তুমি বিস্তৃত ধন। ঘরের ভিতর, মনের ভিতর, বইয়ের ভিতর, মানুষের জীবনে, আকাশে, পাতালে, জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে, তুমি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, হরি। এই ত তুমি ছড়ান রয়েছ। বিশ্বাসী যে সে বলে আমার ঠাকুর চারিদিকে ছড়ান। ইহাই ঠিক। প্রাচীন কালের লোকের বিশ্বাস, তুমি কোথায় সেই উপরে পাহাড়ের উপর আছ, কিন্তু বর্ত্তমান বিধানের বিশ্বাস তা নয়। তুমি যে এক স্থানে বদ্ধ তা নয়। আমাদের উচিত এই রকম ঈশ্বরকে মানা। ঘরময় ব্রহ্মরত্ন, পাহাড়ময় ব্রহ্মরত্ন ছাপাছাপি। গঙ্গার উপর, সমুদ্রের জলে মাণিক মুক্তা ভাস্‌ছে। তুমি ছড়ান মুক্তা। প্রাণেশ্বর, তুমি মুক্ত হয়ে তবে জীবনকে মুক্ত করিবে। তুমি, বিশ্বরাজ, ছড়ান রয়েছ। বিস্তৃত বিশ্বপতি, হে আমার হৃদয়ের হীরক মুক্তা, তুমি সকল স্থানে ছড়ান, বিস্তৃত হয়ে রয়েছ, এই ভাবে সকল স্থানে যেন তোমাকে

উপলব্ধি করিতে পারি, এই তোমার শ্রীচরণে প্রার্থনা :—
দৈঃ প্রাঃ, ২য়—"বিস্তৃত ব্রহ্ম"।

আমাদিগের ব্রহ্মোপাসনা।

নববিধানের ব্রহ্মোপাসনা পুরাতন ব্রহ্মোপাসনা নয়। আমাদিগের ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ ব্রহ্ম নহেন। সেই প্রাচীন ব্রহ্ম যখন লীলাময় হইয়া এই বিশ্বে তাঁহার লীলা বিহার করেন, তখন তিনি আর নির্গুণ নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারেন না।

মানুষও যখন নিদ্রিত বা নিষ্ক্রিয়, তখন তাহার অবস্থা এক, আর যখন জাগ্রত বা ক্রীয়াশীল তখন অবস্থা আর এক। তেমনি ব্রহ্ম যখন লীলাময় রূপে "আমি আছি" বলিয়া আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন তখনই আমরা তাঁহাকে উপাসনা করিবার অধিকারী হই।

নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম কেবল ধ্যানেতে উপলব্ধ হন। তখন "অস্তিতি" স্বত্বামাত্র আছেন ইহাই আমরা উপলব্ধি করি।

তাই এই স্বত্বামাত্র যিনি, তিনি যখন জীবন্ত ব্যক্তি-রূপে "আমি আছি, আমি আছি" বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন, তখনই আমরা তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হই।

সুতরাং জীবন্ত ব্রহ্মের উপাসনাই যথার্থ উপাসনা। যখন কোন ব্যক্তি নিদ্রিত থাকেন তখন কেহ তাঁহার নিকটস্থ হইয়া তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করে না, যখন তিনি জাগ্রত হইয়া আপন আসনে উপবিষ্ট হন, তখনই তাঁহার নিকটস্থ হইয়া আমরা তাঁহার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করি।

সেইরূপ জীবন্ত জাগ্রত লীলাময় ব্রহ্মের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার দর্শন ও তাঁহার সহিত কথোপকথনই আমাদের উপাসনা।

আমাদের উপাসনা কেবল মৌখিক বাক্যবিন্যাস বা বাহ্যিক কোন প্রকার আড়ম্বর অনুষ্ঠান নয়, কিন্তু জীবন্ত ঈশ্বর জীবন্ত ব্যক্তিরূপে সম্মুখে বর্ত্তমান, ইহাই বিশ্বাস-যোগে উপলব্ধি বা দর্শন করিয়া, মানস পূজা করাই আমাদিগের উপাসনা।

ঈশ্বর সত্যরূপে, জীবন্তরূপে বর্ত্তমান ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াই আমরা তাঁহার উপাসনা করি। আমরা তাঁহার কোন মূর্ত্তি কল্পনা করি না কিম্বা কোনরূপ মানসিক প্রক্রীয়া দ্বারা তাঁহার অস্তিত্ব মনের কল্পনাতেও ধারণা করিতে চেষ্টা করি না। যিনি নিত্য সর্ব্বব্যাপী হইয়া সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন তিনি নিশ্চয়ই এই আমাদিগের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছেন ইহা উপলব্ধি করিয়াই আমরা তাঁহার উপাসনা করি।

যিনি নিত্য নিরাকার বা শক্তিরূপে আছেন, তাঁহাকে মূর্ত্তিতে গঠন করা যেমন কল্পনা ও মিথ্যা, তেমনই মনের চিন্তার প্রক্রীয়া দ্বারাও যদি আমরা কোন কিছু ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়া পূজা করি তাহাও মিথ্যা। অতএব এ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন। বায়ুমণ্ডল যেমন আমাদিগের চারিদিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, বাহিরের চক্ষে আমরা তাহা দেখিতে পাই না সত্য, অথচ নিশ্বাস গ্রহণ দ্বারা তাহা উপলব্ধি করি, তেমনি নিত্য বিদ্যমান ব্রহ্ম স্বত্বা যাহা লীলাময়ী শক্তি-রূপে আমাদিগকে আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে বিশ্বাসযোগে দর্শন করিয়াই আমরা তাঁহার পূজা করি।

শরীর রক্ষার জন্য যেমন নিশ্বাস, আত্মিক জীবন রক্ষার জন্য তেমনি বিশ্বাস। জীবন্ত ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে প্রয়াসী বা প্রবৃত্ত হইলে, তিনিই জীবন্ত ব্যক্তি কিনা, তাঁহার আত্মজ্ঞানে আমাদিগের মনের আকাঙ্ক্ষা জানিয়া আত্মস্বরূপ আরো উজ্জ্বলরূপ প্রকাশ করেন ও আমাদিগকে তাঁহার উপাসনায় সুক্ষম করেন। আমরা কেবল তাঁহাকে উপাসনা করিতে সরল অন্তরে চাহিলেই, তিনি স্বয়ং আমাদের মনে তাঁহার পূজার অবস্থা ও ভক্তিভাব উদ্দীপন করিয়া দেন।

ব্রাহ্মসমাজের মিলন।

নববিধান মিলনের বিধান। সকল প্রকার বিরুদ্ধ মত, বিরুদ্ধ সম্প্রদায়কে মিলাইতেই এই বিধান সমাগত। নববিধানাচার্য্য বলিলেন, "তেলকে জলকে, হিন্দু মুসলমানকে মিলাইতেছি, সকল বিরুদ্ধ ভাবকেই মিলাইতেছি।" সুতরাং নববিধানে সাম্প্রদায়িকতা, সঙ্কীর্ণতা, ভিন্নতা নাই, থাকিতে পারে না। কেন না মিলনই নববিধান।

তাই মুসলমান ধর্ম্মের তীব্র একেশ্বরবাদ ও অপৌত্তলিকতা এবং হিন্দুধর্ম্মের দেবদেবীর মূর্ত্তিপূজা উভয়ই নববিধানে সমন্বিত। বিজ্ঞান যেমন কয়লা হইতেও চিনি বাহির করেন, তেমনি নববিধান সর্ব্বধর্ম্ম হইতেই ঈশ্বরের সার রত্ন সঞ্চয় করিয়া, মিলন-রত্নহার গ্রথিত করিয়াছেন।

নববিধান যখন সকল ধর্ম্মকে মিলাইতে আসিয়াছেন ব্রাহ্ম-সমাজের মিলনসাধনে ইনি উদাসীন হইবেন, ইহা অসম্ভব।

ব্রাহ্মসমাজ এখন যে মতভেদ ও বিভিন্নতা বশতঃ বিভক্ত, এই বিভাগ কেমনে দূর হয় এবং কেমনে মিলন সংসাধিত হয়, কেহ কেহ এজন্ত চিন্তিত, কেহ কেহ মিলন অসম্ভব মনে করিয়া নিজ নিজ মত ও বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে সমুৎসুক এবং কেহ কেহ বা নববিধানকে একেবারে বাদ দিয়া ছাড় রফা করিয়া মিলন করিতে প্রয়াসী।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মধর্ম্মবিশ্বাসীগণ যদি ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস বিশ্বাসযোগে পর্য্যালোচনা করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন এই ব্রাহ্মসমাজ মানবীয় বিচার বুদ্ধিতে গঠিত নয়। ইহা বিধাতার বিধান, ইহা তাঁহারই স্বহস্ত রচিত।

বিধাতাই রাজা রামমোহনকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করিয়া ইহার প্রথম বীজ বপন করেন। তিনিই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে ব্রহ্মধ্যান-পরায়ণ করিয়া তাঁহারই প্রেরণায় ইহাতে প্রথম জল সিঞ্চন করাইয়া ইহাকে অঙ্কুরিত করেন ও "ব্রাহ্মসমাজ" নামে অভিহিত করিতে প্রণোদিত করেন।

তাহার পর সেই বিধাতাই আচার্য্য কেশবচন্দ্রকে ব্রহ্মানন্দরস পানে উন্মত্ত করাইয়া সে ব্রাহ্মসমাজের নব অভিব্যক্তি যে বিধাতারই বিধান ইহা উপলব্ধি করিতে অনুপ্রাণিত করেন এবং তাই ইহাকে "নববিধান" নামে ঘোষণা করিতে প্রেরণা করেন।

যখন ব্রাহ্মধর্ম্মবিশ্বাসীগণ সকলেই স্বীকার করিতেছেন ইহা বিধাতার বিধান, এবং ব্রাহ্মসমাজের ক্রমবিকাশও যদি তাঁহারা স্বীকার করেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের পূর্ণ অভিব্যক্তিও কেন না স্বীকার করিবেন এবং ব্রাহ্মসমাজ যখন "নববিধান" নামে অভিহিত হইয়াছে তাহাই বা কেন গ্রহণ করিতে ভয় পাইবেন?

যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের মিলনের জন্ত প্রয়াসী তাঁহাদিগকে সানুনয়ে এই বিষয়টী প্রার্থনাযোগে ব্রহ্মালোকে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

ব্রাহ্মসমাজের যে ধর্ম্ম তাহা এক নূতন ধর্ম্ম, ইহা প্রথম অবস্থায় যেমন অভিব্যক্ত হইয়াছিল তাহাই ব্রাহ্মসমাজে "ব্রাহ্মধর্ম্ম" নামে প্রচারিত হইয়াছে, তাহার পর ব্রহ্মানন্দ যখন তাহা এক নূতন বিধান বলিয়া ব্রহ্মালোকে দর্শন করিলেন তখনই তিনি ইহাকে "নববিধান" নামকরণ করিলেন। যদি আমরা যথার্থ মিলনপ্রার্থী হই তাহা হইলে আমাদের মনের মত কতক লইব কতক বাদ দিব, তাহা হইলে চলিবে না। যদি মানিতে হয় সমুদয় মানিতে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজের সম্মিলন সাধন করিতে হইলে ব্রহ্মানন্দ প্রবর্ত্তিত নববিধানকে বাদ দিয়া তাহা করিতে প্রয়াসী হইলে হইবে না। তাহা করিলে আংশিক হইবে মাত্র।

ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান নেতাগণ যদি প্রকৃত মিলনার্থী হন, তাঁহারা সকলকার মত ও বিশ্বাসকে সম্মান করিতে প্রস্তুত হউন, সকলে পরস্পরের সত্য ধর্ম্মভাব ও বিশ্বাস গ্রহণে সম্মিলিত হউন, আমার মনের মত হইলে মিলিব, না হইলে মিলিব না, কিম্বা কতকটা লইব, কতক বাদ দিব তাহাতেও হইবে না। হইতে পারে এমন অনেক সাধন তত্ত্ব বা বিশ্বাসের কথা আছে যাহা হয় ত আমরা এখন বুঝিতে পারি না, তাই বলিয়া তাহা বাদ দিব, ইহা ধর্ম্মার্থীর ভাব নয়। আমি এখন না বুঝিতে পারিলেও সরল অন্তরে ভাইয়ের মত ও বিশ্বাসকে সম্মান করিব, এবং সম্পূর্ণরূপে বিধাতার উপর আত্ম-সমর্পণ করিব, তবে মিলন হইবে।

মিলন প্রেমে ও বিশ্বাসে। প্রথম ভাই বলিয়া পরস্পরকে ভালবাসিতে ও পূর্ণ প্রেম দিতে হইবে। আর পরস্পরকে ভাই বলিয়া পূর্ণ বিশ্বাসও করিতে হইবে যে আমিও যেমন পূর্ণ ধর্ম্ম লইতে প্রয়াসী, ভাইও তেমনি এবং উভয়েই ঈশ্বরকেই চাই ও তাঁরই ধর্ম্ম চাই এবং বিশ্বাস করি এক তিনিই উভয়েরই পিতা মাতা পরিত্রাতা হইয়া সত্য মিলন দিবেন, বিধাতার কৃপা-বিধানেই পূর্ণ মিলন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

নিশ্বাস ও বিশ্বাস।

শরীরের পক্ষে নিশ্বাস যেমন, আত্মার পক্ষে বিশ্বাস তেমন। নিশ্বাসের দ্বারা আকাশের বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে ও দেহাভ্যন্তরস্থ বিষাক্ত বায়ু প্রশ্বাসিত হইতেছে বলিয়াই দেহ জীবিত রহিয়াছে। এই নিশ্বাস বন্ধ হইলেই দেহ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। ঠিক সেইরূপ প্রকৃত বিশ্বাস দ্বারা যখন সেই প্রাণস্বরূপের প্রত্যক্ষ আবির্ভাবে চিদাকাশের প্রাণবায়ু আমাদের প্রাণে সঞ্চালিত হয়, তখনই আমরা সত্য জীবন যাপন করিতে সক্ষম হই। বিশ্বাস গেলেই আমাদের অধ্যাত্ম-জীবনের মৃত্যু হয়। বিশ্বাসই আমাদের আত্মার নিশ্বাস।

অন্ধের চক্ষুলাভ।

অন্ধের সম্মুখে আলোক থাকিলেও, সে অন্ধকারই দেখে, আলোক দেখিতে পায় না। অজ্ঞান-অন্ধ বা অবিশ্বাসে অন্ধ যে সেও এমনই সম্মুখে ঈশ্বর বর্ত্তমান থাকিতেও তাঁহাকে দেখিতে পায় না। শব্দ দ্বারা বা স্পর্শ দ্বারা অন্ধের অনুভূতি হয়। তাই ঈশ্বর সর্ব্বদা "আমি আছি" "আমি আছি" বলিয়া শব্দ করিতেছেন, তাহাতেও যাহার অনুভূতি না হয়, তাহাকে স্নেহের বা কৃপার স্পর্শ দিয়া তিনি চৈতন্যযুক্ত করেন, কিম্বা আপনার পবিত্রাত্মার চিকিৎসালয়ে রাখিয়া পাপ অবিশ্বাসের ছানি তুলিয়া দর্শন দান করেন ও যোগানন্দ বিধানে ধন্য করেন। পাপ ও অবিশ্বাসই আমাদের অন্ধতা, ঈশ্বরকৃপাগুণে বিশ্বাস ও শুদ্ধতা দ্বারা আমাদের চক্ষুলাভ ও দর্শনানন্দ লাভ হয়।

শ্রীব্রহ্মানন্দধাম-নবদেবালয়ে কে কে থাকেন।

বিশ্বাসী এখানে আসিয়া বিশ্বাসচক্ষে দেখিতে পান সেই আচার্য্য যে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমার মাকে কি

তোমরা দেখিয়াছ?" সত্যই এখানে সেই "আমার মাকে" প্রত্যক্ষ দেখা যায়। তিনি নিত্য উপস্থিত, তিনি কখনই অনুপস্থিত হন না। আর সেই যে কেশব বলিয়াছিলেন, "আমি এ স্থান ছেড়ে আর কোথায় যাবো?" তিনিও প্রতিদিনই এখানে তাঁর বেদীতে বসিয়া মাতৃপূজা করেন। আমাদের প্রেরিত মহাশয়েরাও তাঁহার বেদীর চারিধারে বসিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া নিত্যব্রহ্মোপাসনা করেন। সে কালে কেহ কোন দিন উপাসনায় থাকিতেন, কোন দিন এখানে ওখানে যাইতেন, এখন আর এখানকার উপাসনা ছাড়িয়া কেহই কোথাও যান না। মহিলাদিগের ঘরে সতী জগন্মোহিনী দেবী আপনার আসনে যথাস্থানে উপস্থিত। আচার্য্যমাতা মা সারদা দেবীও এখন তাঁর প্রাণ গোপাল কেশবের মার পূজা ছাড়া অন্য পূজা করেন না। শ্রীকৃষ্ণবিহারী প্রমুখ সাধকদল, আর সেই যে আমাদের যুবকদল ও আচার্য্য পরিবার ও দলের বিশ্বাস বিশ্বাসিনী মাত্রেই এখানে দৈনিক উপাসনায় থাকেন। সঙ্গীতাচার্য্যই এখানে গান করেন, ভাই দীননাথ খোল বাজান, সাধু অঘোরনাথ কর্ত্তাল দেন। ভাই অমৃতলাল, ভাই কান্তিচন্দ্র ও কুঞ্জবিহারী যখন কীর্ত্তন ধরেন একেবারে মাতাইয়া দেন। আবার স্বয়ং ঈশা, সক্রেটিশ, শ্রীবুদ্ধ, গৌরচন্দ্র, আর্য্য ঋষিগণ, মোহম্মদ, মুসা প্রভৃতি সদলে ভক্তসমাগম বিধান করিতে বিশেষভাবে সমাগত হন। সর্ব্বজনকে না লইয়া শ্রীব্রহ্মানন্দ একদিনও উপাসনা করেন না। এমন কি তাঁর ধর্ম্মপিতামহ এবং ধর্ম্মপিতা এখন সদলে এখানেই ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে মিলিত। নবদেবালয়ে নিত্য নূতন উপাসনা হয়। এখানে হোম, জলসংস্কার, নিশানবরণ, আরতি সকল অনুষ্ঠানই হইয়া থাকে। আগে গাছতলায় শ্রীকেশব স্বহস্তে রন্ধন করিয়া অন্নাহার করিতেন, এখন স্বয়ং মাই রাঁধেন, আচার্য্য নিজে সকলকে পরিবেশন করেন।

ভক্তপ্রসঙ্গ।

যখন পিতৃদেব জব্বলপুরে গিয়াছিলেন তিনি নর্ম্মদা নদীর জল প্রপাত দেখিতে যান। আমরা সঙ্গে ছিলাম। আমরা সেখানে কেহ কেহ গরুর গাড়ীতে, কেহ কেহ হাঁটিয়া গেলাম। সেখানকার "ধোঁয়াধারের" সুন্দর দৃশ্য যেখানে গভীর ধ্বনিতে দেখিয়া আমরা সকলে এক স্থানে বসিলাম। পিতৃদেব উপাসনা আরম্ভ করিলেন।

আমরা তখন ছোট ছিলাম। কিছুক্ষণ পরে সেখানকার স্থানীয় একটি ভদ্রলোক তাঁর পরিবারের সঙ্গে আসিয়া চারিদিক বেড়াইয়া নিজের গাড়ীখানি বাবার জন্য রাখিয়া চলিয়া গেলেন। উপাসনা হইতে উঠিয়া সেই সহৃদয় ব্যক্তির দয়া দেখিয়া বাবা ও আমরা সকলেই আশ্চর্য্য হইলাম।

সেখানে গাড়ী পাওয়া যায় না, গাড়ী না হইলে সেই রৌদ্রে দুপুর বেলায় বড়ই কষ্টে পড়িতে হইত, বাড়ী আসা দুষ্কর হইত।

আর একটি অপরিচিত ব্যক্তি হিন্দুস্থানী সমস্ত উপাসনার সময় পিতৃদেবের মস্তকের উপর ছাতা ধরিয়া বসিয়াছিলেন। সে ব্যক্তি কে, কোথা হইতে আসিলেন কেহই জানিতে পারিলাম না।

শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী।

ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের আত্ম-কথা।

হে বিধাতা, আপনাকে বড় করাতেও পাপ হয়, আপনাকে ছোট করাতেও পাপ হয়। আপনি যা তাই ঠিক রাখিলেই পুণ্য হয়। সদ্গতি হয়।

যা আমি তাই থাকিব। তোমার সন্তান যা তাই। কল্পনাতে যদি সে আপনাকে বাড়ায় কি কমায় মিথ্যাবাদী হয়। মিথ্যা অহঙ্কারে সর্ব্বনাশ হয়, মিথ্যা বিনয়েও সর্ব্বনাশ হয়।

পরমেশ্বর, আমরা বলিয়াছি স্বর্গ হইতে পরিত্রাণের ধর্ম্ম আসিয়াছে, তার উপর আমাদের কলম চলে না। যেমন মুষা বিধানে, ঈশা বিধানে দিয়াছিলে, তেমনি এও একটী ধর্ম্ম স্পষ্ট এবং পরিষ্কার। তা থেকে যদি কিছু অংশ ছেটে ফেলি কিম্বা যদি বাড়াই মরিব, মারিব।

আমার লোক কটী জলের পাত্র। সে পাত্রে জল আছে, পাত্রের নানা গুণ জলের সঙ্গে মিশেছে। ঈশ্বর, স্বর্গ হইতে নির্ম্মল পবিত্র জলীয় ধর্ম্ম এসেছে, কিন্তু প্রণালীর দোষে কলঙ্কিত হয়ে যায়।

দশ জন প্রচারকের হাতে দশ নববিধান হইল। তাই সঙ্কোচ হইতেছে, আর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না।

জ্ঞান, ধর্ম্ম, যোগ, ভক্তি, মত্ততা, গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে যখন এত বিবাদ, তখন বোধ হয় আর ধর্ম্ম খাঁটি রহিল না। যা তোমার ধর্ম্ম এত শীঘ্র ভিন্ন আকার ধরিল! শাদা কাল হয়ে গেল!

দয়াময়, খাঁটি পরিত্রাণের ধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রচার করিতে হবে। আমরা তোমার কাছে খাঁটি হয়ে থেকে খাঁটি ধর্ম্ম জগতকে দিব।

এ যা ছিল অনন্তকাল তাই থাকিবে, কেহ বদলাইতে পারিবে না। তোমার বিধানের বিধি ষোল আনা খাঁটি থাকিবে।

আমরা যতদিন বাঁচিয়া আছি ততদিন ইহার রক্ষক। আমরা জাল করিব? দয়াময় গা কাঁপে ভয়ে। দয়াময় ষোল আনা ভক্তি দিতে হবে তোমার ধর্ম্মে, ষোল আনা বিশ্বাস করিতে হইবে।

তুমি সরস্বতী হয়ে বস, আমি বেদব্যাস হয়ে লিখি। হে ঈশ্বর, যা তোমার বিধি তা আমার বিধি। আমার কোন ভাই কি ভগিনী তোমার একটুকরা সত্য যেন বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা না করেন, কমিয়ে দেবার চেষ্টা না করেন।

এত অল্প সময়ের মধ্যে তোমার ধর্ম্ম এত ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে? দয়াময়, আমাদের পাঁচ গুরু দরকার নাই, স্বর্গ থেকে

পাঁচখানা বেদের দরকার নাই। জগদ্গুরু আছেন তিনি আমাদের গুরু।

হরি, আমাদের দলটা দশ রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। দশজন দশটি মত খাড়া করেছে। ভারি বিপদ। দেখে শুনে ভয় পেয়ে তোমার দাস তোমার কাছে, তাই এই ভিক্ষা চাহিতেছে, সাংঘাতিক বিপদে রক্ষা কর। তুফান ভারি ওহে হরি, তোমার হাল তুমি ধর।

একখানি ধর্ম্ম আমরা রাখিব। একখানি মানুষ হয়ে, এক খানি ভক্ত হয়ে তোমার পাদপদ্ম সাধন করিব।

গরীবের ধন আর কেন ভয় পাই। এবার যদি পড়ি ভারি লাগিবে। ঈশ্বর এবার যেন না পড়ি। ঈশ্বর তোমার নববিধানের দোহাই। তোমার শ্রীপাদপদ্মের দোহাই। যেন তোমার রচিত অখণ্ড নববিধান শাস্ত্র সকলে মিলিয়া সাধন করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই। কাঙ্গাল বলিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর।

—•—

শ্রীদরবারের অনুশাসন।

[শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের দেহাবস্থান কালে]

৬ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৮০১ শক।—প্রচারকগণের কার্য্যানুসারে নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ লিপিবদ্ধ হইল :—

উপদেষ্টা—শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায়।

প্রচারক পরিবারের অভিভাবক—শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সিংহ, সহকারী।

কার্য্যচারী—শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায়, শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দে।

২০শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৮০১ শক।—স্বামীগণ স্বীয় ধর্ম্মপথে স্ত্রীগণকে অনুগামিনী করিতে যত্ন করিবেন।

উপদেষ্টৃগণের চরিত্র উপদেশানুরূপ হওয়া উচিত। ইত্যাদি বিষয়ে কথোপকথন হইল।

৩রা আষাঢ়, সোমবার, ১৮৮১ শক।—যদি আচার্য্য মহাশয়ের গৃহে থাকা হয়, তবে নিয়মপূর্ব্বক স্বতন্ত্র ঘরে থাকা হয় এইরূপ তিনি প্রস্তাব করিলেন।

৭ই আষাঢ়, সোমবার, ১৮০১ শক—পৌত্তলিকদিগের পৌত্তলিক গৃহকর্ম্মের অনুষ্ঠানে কতদূর যোগ দেওয়া সঙ্গত এতদ্বিষয়ে কথোপকথন হইল। ঈদৃশ অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কিছু কর্ত্তব্য থাকিলে যত দূর নির্লিপ্ত থাকিয়া উহা নিষ্পন্ন হইতে পারে তদ্রূপ যত্ন করা উচিত।

প্রতি রবিবারে বৃক্ষতলে যে সাধন হইয়া থাকে তাহা যদি রাখা হয় তবে তাহার সমুদায় কার্য্য সাত্ত্বিক ভাবে অন্যের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া করিতে হয়।

—•—

"মার অনুগ্রহ"।—শ্রীব্রহ্মানন্দ পরিবারের সহিত যোগ।

মার অনুগ্রহে দীক্ষা গ্রহণ করা আমার ধর্ম্মজীবনে প্রবেশের বিশেষ সময় হইল। এত দিন আসা যাওয়া করিতেছিলাম, এখন একেবারে ধরা পড়িয়া গেলাম। প্রথম ধর্ম্মগ্রহণ সময়ে যেমন বিধাতা আপনি মনকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, বিশেষ আয়াস বা চেষ্টা করিতে হয় নাই। কিম্বা অনেকে যেমন হয় ত সাময়িক উত্তেজনায় অনেক কর্ম্ম করে, আবার পরে তাহাদের মতের পরিবর্ত্তন হয়, আমার পক্ষে ধর্ম্মগ্রহণ তেমন হয় নাই, সহজে ও স্বাভাবিক ভাবে আমার প্রাণে যেমন ধর্ম্মবিশ্বাস সঞ্চারিত হয়, দীক্ষা গ্রহণও আমার তেমনই হয়।

তবে দীক্ষাগ্রহণ করা যেমন একটা নিয়ম রক্ষার মত অনেকের জীবনে হয়, আমার তাহা নয়। ইতিপূর্ব্ব হইতে কোন কোন প্রচারক মহাশয় সময়ে সময়ে দীক্ষা গ্রহণের জন্য আমাকে অনুরোধ করিতেন বটে, কিন্তু আমি তাঁহাদের অনুরোধে কিছু করি নাই, সময় হইলেই আমি দীক্ষা লইব, তাঁহাদিগকে ইহাই বলিতাম।

যখন শ্রীমৎ আচার্য্যদেব আমাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষার্থী ছাত্র ব্রত Vow of Divinity Students দিবেন বলিয়া প্রস্তাব করিলেন, আমার মনে যেন কে বলিয়া দিলেন, "এই ত দীক্ষাগ্রহণের সময়।" "দীক্ষা না লইলে এমন উচ্চ ব্রত গ্রহণের উপযুক্ততা হয় না।" এই কথা যাই মনে উদয় হইল, দীক্ষা গ্রহণের জন্য অমনি সঙ্কল্প আসিল। আমি সম্ভবতঃ স্বয়ং আচার্য্যদেবকেই এই সঙ্কল্প জানাইয়াছিলাম যে ব্রতদানের দিনে দীক্ষা লইব। তিনি সম্মতি দিলে কয়দিন বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হইতে লাগিলাম, দীক্ষার পূর্ব্বরাত্রে বিশেষ সংযম সাধন ও ধ্যান প্রার্থনা করি। দীক্ষাগ্রহণের দিনে মস্তক মুণ্ডন করিয়া নূতন কাপড় ও নূতন উত্তরীয় পরিয়া দেবালয়ে উপস্থিত হইলাম। ব্রাহ্মসমাজে কেহ এমন বেশে দীক্ষা গ্রহণ করে নাই, তাই কোন কোন প্রচারক মহাশয় একটু আমোদচ্ছলে বলিলেন,—"কি বাপ মা মরেছে নাকি? কাচা গলায় কেন?"

আমি আর কিছু উত্তর দিলাম না, কেবল পুরাতন ধর্ম্ম, পুরাতন জীবনের জন্য অনুশোচনা ও দীনতা অনুভব করিয়া মার অনুগ্রহে আমার একটু চক্ষে জল আসিল।

যাহাহউক দীক্ষা গ্রহণে এক নূতন জীবনে প্রবেশের ভাব অনেকটা অনুভব করিলাম।

এই সময় হইতে শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের সঙ্গ সহবাস করিবার

আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হইল এবং মার অনুগ্রহে তাহার কতকটা সুযোগও হইল।

আমি সে সময় আর্থিক অভাব বশতঃ কলেজের অধ্যয়ন ছাড়িয়া আলবার্ট স্কুলে শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করি। সেই সূত্রে আচার্য্যদেবের দুই পুত্র শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রকে বাড়ীতে পড়াইবার জন্যও তাঁহাদের প্রাইভেট টিউটার নিযুক্ত হইলাম। ছেলেদের পড়ান যত হউক না হউক একটু সুযোগ পাইলেই আচার্য্য-সঙ্গ হইত। তাঁহার কাছে গিয়া বসিতে পাই। ক্রমে তাঁহার একটু আধটু সেবা করিতে ও তাঁহার লেখার প্রুফ দেখিতে চেষ্টা করিতাম।

এই সুযোগে আচার্য্য পরিবারেরই মধ্যে একজন আমি হইয়া পড়িলাম। কলুটোলার বাড়ীর পরিবারবর্গের সহিত আরো ঘনিষ্টতা হইল। আচার্য্যদেবের ভাগিনেয় স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে আলবার্ট কলেজে একত্রে পড়িতাম, তাই তাঁহার সহিত বিশেষ আত্মীয়তা ও আত্মিক যোগ হয়, এমন কি তিনি আমাকে সহোদরের মত ভালবাসিতেন, তাঁহার মাতৃদেবীও আমাকে আপনার সন্তানের মতন স্নেহ করিতেন। এখন হইতেই শ্রীমৎ আচার্য্যমাতা মা সারদা দেবী বাড়ীর অপরাপর ছেলেকে যেমন ভালবাসিতেন আমাকেও তেমনি মনে করিতেন। সমাজের বাহিরের লোকে অনেকে আমাকে আচার্য্যদেবের ভাগিনেয় বলিয়াই জানিতেন।

অনুগৃহীত।

শ্রীবুদ্ধবচন-সার।

ভগবান লোকনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া যে সকল জীব গত-ক্লেশ অর্থাৎ মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে তুমি বোধসত্ত্ব বলিয়া জান। অপরাধ করিলেও যাঁহারা ক্রোধ করেন না, প্রত্যুত ক্ষমাগুণে উপকার করেন এবং অপরকে আত্মজ্ঞান অর্পণ করেন তাঁহারাই বিশ্বধারণে উদ্যত।

দেব জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবতা মানবগণের বিবিধ সুখকর ও প্রিয়তম কর্ত্তব্য আছে, হে প্রভো, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম ও সুখকর সৎক্রিয়া কি, প্রধান ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কি তাহা প্রকাশ করুন।

বুদ্ধ বলিলেন,—

১। অজ্ঞানের অনুগত না হইয়া জ্ঞানীর সেবা করা ও মাননীয় ব্যক্তিকে সম্ভ্রম করা পরমধর্ম্ম।

২। নিয়ত শান্তিধামে বাস, পূর্ব্বজন্মে সাধুতা উপার্জ্জন এবং হৃদয়ে সাধু ইচ্ছা পোষণ করাই পরম ধর্ম্ম।

৩। গভীর আত্মদৃষ্টিশিক্ষা, আত্মসংযম ও প্রিয় বচন পরম ধর্ম্ম।

৪। পিতা মাতার সেবা করা, স্ত্রী পুত্রকে সুখী করা ও শান্তির অনুসরণ করাই পরমধর্ম্ম।

৫। দুঃখীকে দান, পবিত্রভাবে জীবন যাপন, আত্মীয়গণের সাহায্য দান, অনিন্দিত কার্য্যই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

৬। পাপ হইতে বিরত থাকা ও তৎপ্রতি ঘৃণা, মাদকদ্রব্য সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ ও সৎকার্য্যে পরিশ্রান্ত না হওয়াই মানবের ধর্ম্ম।

৭। শ্রদ্ধা, বিনয়, সন্তোষ, কৃতজ্ঞতা এবং যথাসময় ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ প্রকৃত শান্তি।

৮। কষ্টসহিষ্ণু ও দীনাত্মা হওয়া, সাধুসঙ্গ ও ধর্ম্মচর্চ্চা করা যথার্থ সুখ।

৯। আত্মবশ ও পবিত্রতা, উচ্চ সত্য জ্ঞান ও নির্ব্বাণ উপলব্ধি জীবের একান্ত কর্ত্তব্য।

১০। জীবনের পরিবর্ত্তন ও বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্যে যাহার চিত্ত বিচলিত না হয় এবং যে হৃদয় শোক দুঃখ ও ইন্দ্রিয় অতীত ও স্থির তাহার ধর্ম্ম উচ্চ ধর্ম্ম।

১১। প্রত্যেক বিষয়ে যাঁহারা পর্ব্বত সমান অটল ও প্রত্যেক বিষয়ে যাঁহারা নিরাপদ তাঁহারাই প্রকৃত সাধু।

নর নারীর তাহাই প্রকৃত ধন যাহাতে প্রেম সাধুতা আত্ম-নিগ্রহ ও সমভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহা পবিত্র মন্দিরে, বৌদ্ধ ধর্ম্মশালায়, অথবা ব্যক্তিবিশেষে অপরিচিত জনে, পর্যটকে লক্ষিত হয়, যাহা পিতা মাতা বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সর্ব্বস্ব, যে ধন গুপ্ত ও নিরাপদ, যাহা কদাপি নশ্বর নহে, মনুষ্য মৃত্যুকালে পৃথিবীর অতুল সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া যে ধন স্বর্গে সঙ্গে লইয়া যায়, যে ধন কাহার অন্যায় করে না, যাহা চোর চুরি করিতে পারে না। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি সৎকর্ম্ম করুন সেই ধন সহজেই উপার্জ্জিত হইবে।

এই ভূমণ্ডলে ঘৃণা দ্বারা কদাপি ঘৃণা পরাস্ত হয় না, কিন্তু প্রেমের দ্বারা ঘৃণা পরাস্ত হইয়া যায়।

যেমন ভগ্ন কুটীরে বৃষ্টি নিপতিত হয় তদ্রূপ অশাসিত চিত্তে ইন্দ্রিয় প্রবিষ্ট হয়। নির্ব্বোধ মূর্খ লোকেরাই অসার বস্তুর অনুসরণ করিয়া থাকে। হে ভ্রান্ত মনুষ্য সকল, অসার অনিত্য পদার্থের অনুসরণ করিও না ও কামসুখের শরণাগত হইও না, সাধুলোক অনুরাগকেই তাঁহার পরম ধন জ্ঞান করেন।

সিদ্ধার্থ গৌতম।—৩

শ্রীবুদ্ধদেব যখন নির্ব্বাণ লাভ করিয়া পঞ্চচক্ষুতে চক্ষুষ্মান হইলেন, তখন চিন্তায় মগ্ন হইয়া ভাবিলেন, "কস্মাদহং সর্ব্বপ্রথমং ধর্ম্মং দেশয়েয়ম্" কাহাকে এই ধর্ম্ম প্রথমে দান করিব? যাঁহাদের কথা মনে হইল, তাঁহারা ইতিমধ্যেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং সেই পাঁচজন শিষ্য যাঁহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহাদের উদ্দেশ করিলেন। তাঁহারা বারাণসীতে আছেন জানিয়া প্রথমে বারাণসীতে যাইতে মনস্থ করিলেন। তখন উরুবিল্ব হইতে বাহির হইয়া বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বোধিমণ্ডের অনতিদূরে গয়াতে আজীবক নামে এক ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহার দিব্য লাবণ্য দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গৌতম, তুমি এরূপ ব্রহ্মচর্য্য কোথায় শিক্ষা করিলে?" তিনি বলিলেন, "আমার কেহ আচার্য্য নাই, আমার সমানও কেহ নাই, আমি একাই সম্বুদ্ধ প্রমুক্ত এবং কর্ম্মবন্ধনশূন্য হইয়াছি।" তখন তিনি পুনরায় বলিলেন "তবে কি আপনি অর্হৎ, আপনি জিন্?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমিই লোকের একমাত্র শাস্তা, অতএব আমি অর্হৎ, আমি কর্ম্মবন্ধন ক্ষয় করিয়াছি, পাপকে জয় করিয়াছি, অতএব আমিই জিন্।" আজীবক বিনীত ভাবে বলিলেন, "তবে তুমি কোথায় গমন করিবে?" "আমি বারাণসী যাইব, তথায় গিয়া অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দিয়া চক্ষুষ্মান্ করিব ও বধিরকে অমৃতদুন্দুভি শ্রবণে ক্ষমতা দান করিব। লোকে যেরূপ ধর্ম্মে কখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই এরূপ ধর্ম্মচক্র তথায় প্রবর্ত্তিত করিব।" বুদ্ধদেব পথিমধ্যে মগধরাজ বিম্বসার, এক ধনবান যুবা, যশোদেব ও তাহার পিতা মাতা এবং তাহার পত্নী কর্ত্তৃক বিশেষরূপে আদর অভ্যর্থনা লাভ করিলেন।

অনন্তর বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া মৃগদাব নামক আশ্রমে তিন মাস ক্রমান্বয়ে অবস্থিতি করেন। তথায় পূর্ব্বপরিচিত সেই পাঁচজন শিষ্যের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারা প্রথমে তাঁহার প্রতি অপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করে। তন্মধ্যে জ্ঞাত-কৌণ্ডিন্য নামে একজন "কি গৌতম"? বলিয়া সম্বোধন করাতে শাক্যমুনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে অবশিষ্ট চারিজন শিষ্যও ইহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে তিনি তাহাদিগকে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন সূত্র অর্থাৎ সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম-রাজ্যের মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

বারাণসীর মৃগদাবে তিনি অত্যন্ত উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত ধর্ম্মতত্ত্ব ও সূত্র সকল ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। শত শত লোক তাহা শুনিয়া মুগ্ধ হইল ও তাঁহার অনুগত শিষ্য হইল। অনেক গৃহস্থ পর্য্যন্ত তাঁহার ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়া দেবপূজা পরিত্যাগ করিল। নানা স্থান হইতে নরনারী সকল তাঁহার নূতন ধর্ম্মের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ঐ মৃগদাবে আগমন করিতে লাগিল। ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র প্রভৃতি জাতি নির্ব্বিশেষে মুক্তি ও নির্ব্বাণের উপদেশ শুনিয়া মোহিত হইয়া নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে আরম্ভ করল। বুদ্ধদেবের এখানে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ হইল এবং চারিদিকে তাঁহার নাম প্রচারিত হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে মগধাধিপতি যুবরাজ তাঁহাকে নিজ রাজধানীতে পদার্পণ করিতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন।

এই সময়ে তাঁহার এক ক্ষুদ্র সন্ন্যাসী ভিক্ষুদলও গঠিত হইল। তাঁহাদিগকে লইয়া তিনি উরুবিল্বের মনোহর নিবিড় কানন মধ্যে বিহারার্থ গমন করিলেন। তথায় ব্রাহ্মণতনয় কাশ্যপের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। অতঃপর শাক্যসিংহ কাশ্যপ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া রাজগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজা বিম্বসার বুদ্ধের নিকট গিয়া তাঁহার নবপ্রচারিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

শাক্যমুনি বেণুবন নামক কাননে দুই মাস অবস্থান করিয়া সকলকে উপদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহার হৃদয়গ্রাহী বচন শুনিয়া শারি পুত্র মৌদগল্যায়ণ নামক দুই জন সন্ন্যাসী স্বমত পরিত্যাগ করিয়া এই ভিক্ষুশ্রেণীভুক্ত হইলেন। ইঁহারা উভয়েই তাঁহার প্রধান শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে পরিগণিত হইলেন। সিদ্ধার্থ এই দুই জনকে সঙ্ঘ মধ্যে প্রধান স্থান প্রদান করাতে তাঁহার পুরাতন ভিক্ষুকগণের কিছু হিংসা হইল।

অতঃপর বুদ্ধদেব দলের এইরূপ হীন ভাব দেখিয়া বৈরাগ্যের কতকগুলি নিয়ম সংস্থাপিত করিলেন। ইহার নাম প্রাতিমোক্ষ। গৌতম রাজগৃহে আসিবামাত্র প্রথম কয়েক দিবস লোকের মনে উৎসাহ ছিল। শারি পুত্র ও মৌদগল্যায়ণের ধর্ম্মগ্রহণের পর আর কেহ নূতন তাঁহার শিষ্য শ্রেণীভুক্ত হইল না। ইহাতে গ্রামস্থ লোকেরা ভগ্নোদ্যম ও নিরুৎসাহিত হইয়া তাঁহার শিষ্যদিগকে অশ্রদ্ধা করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল তোমাদের গুরু কি এক নূতন মত বাহির করিয়া বৃদ্ধ পিতা মাতার যষ্টিস্বরূপ পুত্রদিগকে সন্ন্যাসী করিয়া গৃহশূন্য করিতেছে, তাঁহার দ্বারা দেশ উৎসন্ন হইয়া যাইবে এই বলিয়া নগরবাসীরা তাঁহাদিগকে অতিশয় ভৎসনা করিতে লাগিল।

ইস্লাম ধর্ম্মের প্রধান সাধন।

ইস্লাম ধর্ম্ম যে পাঁচটী স্তম্ভের (রোকনের) উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাই ইস্লামের মূলকর্ম্ম; যথা—কলেমা, ২। নামাজ, ৩। রোজা, ৪। হজ, ৫। জাকাত।

ইমান ঠিক না হইলে রোজা, নামাজ ও ইস্লাম ধর্ম্ম ক্রিয়াদি কিছুই ফলপ্রদ হয় না; এজন্য যে সকল পবিত্র বাক্য আরবী ভাষায় পাঠ করিয়া ইমান ঠিক করা যায়, তাহাকে কলেমা বলে। কলেমা চারিটী, যথা—

১। কলেমা তৈয়ব।

লাএলাহা এল্লাল্লাহো মোহাম্মাদোর্ রসুলোল্লাহে।

অর্থ—(পবিত্র বাক্য)। আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই, মোহম্মদ (দং) আল্লার প্রেরিত (রসুল)।

২। কলেমা শাহাদত।

আশ্হাদো আন্ লাএলাহা এল্লাল্লাহো ওয়াহ্দাহু লা-শারিকালাহু অ আশ্হাদো আন্না মোহাম্মাদান্ আবদোহু অ-রসুলোহু।

অর্থ—(সাক্ষ্য বাক্য)। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেহ উপাস্য নাই। তিনি এক, তাঁহার অংশী (শরীক) নাই। আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয় মোহম্মদ তাঁহার দাস (বান্দা) ও প্রেরিত।

৩। কলেমা তৌহিদ।

লাএলাহা ইল্লা আন্‌তা ওয়াহেদোল্ লা সানিয়ালাকা মোহাম্মাদোর্ রসুলোল্লাহে এমামোল্ মোত্তাকিনা অ-রসুলো রাব্বেল্ আলামিন্।

অর্থ—(একত্ববাদ) তুমি ভিন্ন উপাস্য নাই, তুমি এক এবং তোমার অংশী (শরীক) নাই। মোহাম্মদ রসুলোল্লা (দং) মোত্তাকিগণের (ধর্ম্মভীরুগণের) অগ্রগামী এবং বিশ্বপালকের প্রেরিত।

৪। কলেমা তমজিদ্।

লাএলাহা ইল্লা আন্‌তা নুরাঁই য়াহদেল্লাহো লেমুরেহী মাইয়াশায়ো মোহাম্মাদোর্ রসুলোল্লাহে এমামোল্ মোরসালিনা খাতেমান্ নাবীইন।

অর্থ—(গুণবাক্য)। তুমি ভিন্ন উপাস্য নাই, তুমি জ্যোতির্ম্ময় আল্লাহ, তুমি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে আপন জ্যোতিঃ (সৎ পথ) প্রদর্শন কর। মোহাম্মদ (দং) প্রেরিত-পুরুষদিগের অগ্রগামী এবং শেষ নবি।

ইমান।

উপরোক্ত চারিটী কলেমা মৌখিক বলা এবং আন্তরিক বিশ্বাস করাই ইমান্। যাহার ইমান্ আছে, তাহাকে "মোমেন" (বিশ্বাসী) বা মুসলমান বলে। অন্ততঃ কলেমা তৈয়ব না জানিলে এবং উহার উপর আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন না করিলে, কেহ মুসলমান হইতে পারে না।

ইমান আবার দুই প্রকার, যথা—

১। ইমান মোজমাল।

আমানতো বিল্লাহে কামাহুয়া বে-আস্‌মায়েহী অ সেফাতেহী অ-কাবেল্‌তো জামিয়া আহ্‌কামেহী অ-আরকানেহী।

অর্থ—(সাধারণ বিশ্বাস)। আমি আল্লাতায়ালার উপর ইমান আনিলাম (বিশ্বাস স্থাপন করিলাম), তিনি যেরূপ তাঁহার নাম সকলে আখ্যায়িত আছেন এবং তিনি যেরূপ প্রশংসায় প্রশংসিত আছেন এবং তাঁহার সমস্ত আদেশ এবং তাঁহার সমস্ত বিধান স্বীকার করিলাম।

২। ইমান মোফাস্বল।

আমানতো বিল্লাহে অ-মালায়েকাতেহী অ-কোতবেহী অ রসুলেহী অল্ ইয়াওমেল্ আখেরে অল্ কাদ্‌রে খায়রেহী অ-শাররেহী মেনাল্লাহে তায়ালা অল্ বায়াসে বায়াদল্ মাওত।

অর্থ—(বিশেষ বিশ্বাস)। আল্লাতায়ালা, তাঁহার ফেরেস্তাগণ, তাঁহার কেতাবসমূহ, তাঁহার রসুলগণ (প্রেরিতগণ), শেষ দিন (কেয়ামত ও হাসর ময়দান), তকদির অর্থাৎ খোদাতায়ালা যাহার প্রতি যেরূপ ভাল মন্দ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ঠিক সেইরূপ এই পৃথিবীতে ঘটিতেছে ও ঘটিবে এবং মৃত্যুর পর পুনর্জ্জীবন দান (হিসাব নিকাশের জন্য) এই সকলের উপর আমি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম।

কলেমা রদ্দেকোফর।

আল্লাহোম্মা ইন্নি আউজো বেকা মেন্ আন্ ওশ্‌রেকা বেকা শায়য়ান্ অনুমেনোবেহি অস্তাগ্‌ফেরোকা মা-আলামোবেহি অমা-লা-আলামোবেহি অ-আতুবো অ-আমান্‌তো অ-আকুলো আল্ লাএলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মদোর রসুলোল্লাহে।

অর্থ—(কাফেরী-বর্জ্জন বাক্য)। হে আল্লা! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যেন কাহাকেও তোমার শরীক (অংশী) জ্ঞান না করি; আমার জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পাপ হইতে ক্ষমা চাহিতেছি এবং পাপ কার্য্য পরিত্যাগ (তৌবা) সূত্রে আবদ্ধ হইতেছি এবং আমি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি (ইমান আনিতেছি) এবং বলিতেছি—আল্লা ভিন্ন উপাস্য নাই, মোহম্মদ (দং) আল্লার প্রেরিত।

উন্মুখীন ধর্ম্মজীবন।

উন্মুখীনতা ধর্ম্মজীবনের প্রধান লক্ষণ। ধর্ম্মজীবনে উন্মুখীন বিশ্বাসী এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকতে পারেন না। হিমালয়ের প্রচ্ছন্ন প্রদেশ হইতে নিঃসরিত জলধারা কোন নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। যাহা সূক্ষ্ম গতিতে বাহির হইল, তাহা ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া অগাধ অসীম জল রাশিতে মিশিয়া গেল। গঙ্গা এক মুখে নয় শত মুখে গিয়া সাগরে মিশিয়াছে। উন্মুখীন ধর্ম্মজীবনের অবস্থাও এইরূপ। ইহা ক্ষুদ্র জলাশয় নহে। ইহা গঙ্গার মত সাগরাভিমুখীন গতিতে এক অসীম অনন্ত সত্ত্বার দিকে ছুটিয়া যাইতেছে। বহু অরণ্যানী ও বহু বাধাবিশিষ্ট দুরারোহ পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া গঙ্গার প্রবহমান স্রোত সেই সাগরের দিকেই ছুটিয়া যাইতেছে। প্রবলা প্রবাহিতা নদীর স্রোত হিমালয়সম বাধাও মানে না।

জীবনও এইরূপ। কোন পাশ্চাত্য বিশ্বাসী তাঁহার "The Hermitist" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, Many people, sometimes whole communities, stop growing or moving forward on the line of progres, because of their sense of satisfaction in their possession. ধর্ম্মজীবনের উন্নতির পক্ষে বহুজনের এবং কখন কখন সমগ্র মণ্ডলীর বৃদ্ধি ও গতি বন্ধ হইয়া যায়। যাহা তাঁহারা পাইয়াছেন তাহাতেই পরিতৃপ্ত থাকাই ইহার কারণ। এই গতিরুদ্ধতা স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। নিভৃত প্রস্রবণ হইতে নিঃসরিত পুরাতন ধারায় নদী তৃপ্ত নহে। নিয়ত নূতন ধারার প্রয়োজন হইতেছে। নূতন ধারা ব্যতীত নদী শুকাইয়া যায়। উন্মুখীন নবীন মানুষের অবস্থা আর একরূপ। উপরোক্ত "The Hermitists" গ্রন্থ বলেন, "Whoever absorbs more and more, from day to day, is always ready for more." যিনি দিনে দিনে অধিক হইতে অধিকতর শোষণ করিতেছেন, তিনি আরও শোষ-

পের জন্য প্রস্তুত। পৃথিবী আকাশ হইতে নিপতিত কতই জলধারা পোষণ করিতেছেন, তবুও শোষণ পথ বন্ধ হইল না। সাধকের সাধনার শেষ নাই। তপস্বীর তপস্যা ও জপশীল ভিক্ষুর যজ্ঞ কখন শেষ হয় না। যিনি সাধনীয় জাপ্য ও তাপ্য, তাঁহার যখন শেষ নাই তখন সাধনা, তপ জপ কিছুরই শেষ নাই। সাধক Amiel (আমিয়েল) বলেন, "Just as vulcanoes reveal to us the secrets of the interior of the globe, so enthusiasm and ecstasy are the globe, so enthusiam and ecstasy are the passing explosions of this inner world of the soul; and human life is but the preparation and the means of approach to this spiritual life."......"Watch and labor towards the development of the angel within thee!" আগ্নেয় গিরি যেমন পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ গুপ্ত বস্তু সমুদায় প্রকাশ করে সেইরূপ আত্মার অভ্যন্তরীন জগৎ হইতে ধর্ম্মোৎসাহ ও ধর্ম্মানন্দরূপ গুপ্ত বস্তু উদ্গীরিত হইতেছে। এই মানবজীবন সেইরূপ আধ্যাত্মিক জীবনে উপস্থিতির প্রস্তুতি ও উপায় মাত্র। অভ্যন্তরস্থ দূতের অভ্যুদয় জন্য সতর্ক হও ও পরিশ্রম কর।

ধর্ম্মসাধনে সাধকদিগের জীবনপথে এই অবস্থা ও এই অভিজ্ঞতা যুগে যুগে হইয়া আসিয়াছে। এই নবযুগেও ভক্ত ব্রহ্মানন্দের জীবনেও এই তপ জপের বিশিষ্ট প্রমাণ প্রমাণিত হইয়াছে। নববিধান বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহার উন্মুখ জীবনে গঙ্গার মত প্রবাহিত হইয়াছেন। আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদ্গীরণে অনেক দেশ ও জনপদ বিধ্বস্ত হইয়া যায়, কিন্তু এমন সময় আসিয়া পড়ে যখন সেই স্তূপীকৃত উদ্গীর্ণ বস্তু শস্যক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রচুর শস্যোৎপাদনে ভূমির উর্ব্বরতা বিধান করিয়া থাকে। নববিধান অনেক বিঘ্ন বাধার ভিতর দিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু সম্মুখে সে দিন পড়িয়া রহিয়াছে যখন সেই বিঘ্ন-বাধা সঞ্জাত বস্তু সুফল প্রদান করিতে থাকিবে। বৃক্ষের ফল বৃক্ষের উচ্চ স্থানে ঝুলিতে থাকে। যিনি উন্মুখ হইয়া সেই ফল প্রাপ্তির জন্য দণ্ডায়মান হন তিনিই তাহা প্রাপ্ত হন। উন্মুখের নিকট নববিধান সেই বস্তু। উন্মুখীন হও প্রাপ্য প্রাপ্ত হইবে।

ধর্ম্ম শব্দ বা ভাষার বস্তু নহে। যে বস্তু ধরিলে মানুষ ভগবানের অধীন হইয়া অনন্তকালের জন্য সুখ শান্তি লাভ করে তাহাই ধর্ম্ম। গিরিগাত্রে ক্ষুদ্রায়তন শিলাখণ্ড (cling stones) পাহাড়কে ধরিয়া থাকে, সেইরূপ ক্ষুদ্র মনুষ্য শিলা খণ্ডের মত তাঁহাকে ধরিয়া থাকিলে সেইরূপ ক্ষুদ্র জীবন কাটাইয়া দেয়। যিনি ধর্ম্ম বস্তুকে ধরেন, তিনি এক নূতন পরিবর্ত্তিত মানুষ হন। ধর্ম্ম এক নাম অথবা সংজ্ঞা বাচক শব্দ নহে। কোন এক সাধক বলিয়াছেন যে, ইহা অভিধান-ব্যাখ্যাত "শব্দ" নহে। মানুষ মানুষকে অধ্যয়ন করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করে শাস্ত্র ও গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহা প্রাপ্ত হয় না। কোন পাশ্চাত্য সাধক বলিয়াছেন, "The world does not read the Bible much, but they read us." পৃথিবীর লোকে বাইবল গ্রন্থ তত অধিক অধ্যয়ন করে না, যত তাহারা আমাদিগকে অধ্যয়ন করে। আজ এই অবসরে বলিতেছি যখন ব্রাহ্মসমাজের মতামত তত বুঝিতে পারি নাই, তখন ব্রহ্মপরায়ণ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে দেখিয়া আসিয়া আমার জীবনে সেই অধ্যয়নই মুখ্য অধ্যয়ন হয়, তাহার পর যাহা অধ্যয়ন করিলাম তাহা আমার জীবনে গৌণ। তাঁহার মুখে তাঁহার ধর্ম্ম লেখা ছিল। ব্রহ্মপরায়ণতা বিনা ব্রাহ্মধর্ম্ম কোথায়? জীবনে নববিধান বিনা নববিধানের সাক্ষ্য কোথায়? খৃষ্ট ভাব বিনা খৃষ্ট ধর্ম্ম কোথায়? ভাবাপন্ন না হইলে অবস্থা অন্যরূপ। "The thread breaks where it is weakest." সূত্র গ্রন্থি যে অংশে অত্যন্ত ক্ষীণ সেই অংশে ছিন্ন হয়। দৃঢ়তা বিনা ধর্ম্ম থাকে না।

প্রণত সেবক—শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

—•—

শ্লোক-সঙ্গীত।

[জয় জয়ন্তী—ঝাঁপতাল]

"তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহি,
ধি য়ো যোন প্রচোদয়াৎ।"
জপরে গায়ত্রী মন।

সে জগৎপ্রসবিতার জ্যোতি, পরম দেবতার শক্তি,
যাঁ হতে পাই বুদ্ধিবৃত্তি,
করি তাঁরে হৃদে ধ্যান।

"মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদ-
নিরাকরণ মস্তু..."
সাধি শাস্ত্র বচন।

ব্রহ্ম ত আমায় ছাড়েন না, আমি যেন তাঁয় ছাড়ি না,
আমার অপরিত্যক্ত
থাকুন তিনি অনুক্ষণ।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি- শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়া,
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি,
তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।"

হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সকল সংশয় দূরে যায়,
সর্ব্ব কর্ম্ম ক্ষয় হয়
(সে) পরাবরে করি দরশন।

"অহং ভক্ত পরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ,
সাধু ভির্গ্রস্ত হৃদয়ো-
ভর্ক্তৈভক্তজনপ্রিয়ঃ।"

আমি ভক্ত পরাধীন ভক্তাধিকৃত হৃদয় মম,
দ্বিজ, আমি ভক্তের প্রিয়
প্রিয় আমার ভক্তজন।

"যে দারাগার পুত্রাপ্তান, প্রাণান বিত্ত মিমং পরং,
হিত্বা মাং শরণং যাতা
কথং তাং স্তক্তুমুৎসহে।

(যে) দারাগার সুত, জন, ইহপর, প্রাণ, ধন,
ত্যজি লয় আমার শরণ,
(তায়) পারি কি ত্যজিতে কখন?

"ময়ি নির্ব্বদ্ধ হৃদয়া- সাধবঃ সমদর্শনাঃ,
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা
সংস্ত্রীয় সৎপতিং যথা।"

সমদর্শী সাধুগণ দিয়ে আমায় হৃদয় মন,
(আমায়) ভক্তিতে বাঁধে তেমন,
সতী সৎপতি যেমন।

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্তহম্,
মদন্যত্তে ন জানন্তি,
নাহং তেভ্যো মনাগপি।"

সাধুগণ আমার হৃদয় আমি সাধুগণের হৃদয়,
আমা বই জানে না তাঁরা,
(আমি) জানি না ত অন্যজন।

শ্রীব্রহ্মানন্দের ব্রহ্মনাম

জগজ্জননী, জগজ্জননী মা, জগজ্জননী মা লক্ষ্মী, জগজ্জননী লক্ষ্মী জগত প্রসবিনী, জগদ্বন্ধু, জগদীশ, জগদীশ্বর, জগদীশ্বর, জগদীশ্বরী, জগদ্ধাত্রী, জগদ্ধাত্রী, জগজ্জননী, জগদ্ধাত্রী বিশ্বমাতা, জগদ্গুরু, জগদ্গুরু আচার্য্যের আচার্য্য, জগদ্গুরু পরমেশ্বর, জগতের ঈশ্বর, জগতের গুরু, জগতের জননী, জগতের চন্দ্রহার, জগতের নাথ, জগতের নিয়ন্তা, জগতের পতি, জগতের পরিত্রাতা, জগতের পিতা, জগতের প্রতিপালক, জগতের প্রাণ, জগতের প্রেমময় পিতা, জগতের বন্ধু, জগতের ব্রহ্ম, জগতের ভূষণ, জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভগবান, জগতের মনোরঞ্জন ভুবনমোহন মনোহর ঈশ্বর, জগতের মাতা, জগতের রাজা, জগতের রাণী, জগতের লক্ষ্মী, জগতের সিদ্ধিদাতা, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, জগতের স্রষ্টা, জগন্নাথ, জগন্মাতা, জগন্মোহিনী, জগৎকর্ত্তা, জগৎমাতা, জগৎপতি, জগৎপাতা, জননী, জননী লক্ষ্মী দেবী, জননীর জননী, জন্মদাতা, জন্মদাতা পিতা, জল, জলদাতা, জলদেবতা, জড়জগতের রাজা, জড়রাজ্যের সমুদয় শক্তির প্রাণ, জাগ্রৎ, জাগ্রত জগদ্গুরু, জাগ্রত প্রসিদ্ধ দেবতা, জীবনদাতা, জীবননাথ, জীবনপূর্ণ, জীবনবন্ধু, জীবন সহায়, জীবনসর্ব্বস্ব, জীবনস্বরূপ, জীবনস্বরূপ পরমেশ্বর, জীবনের অধিপতি, জীবনের আরাম, জীবনের ঈশ্বর, জীবনের জীবন ঈশ্বর, জীবনের ঠাকুর, জীবনের তেজের ঈশ্বর, জীবনের প্রভু, জীবনের রক্ষক, জীবনেশ্বর, জীবন্ত ঈশ্বর, জীবন্ত জলন্ত দেবতা, জীবন্ত জাগ্রত ঈশ্বর, জীবন্ত জাগ্রত গুরু, জীবন্ত দুর্গা, জীবন্ত দেব, জীবন্ত দেবতা, জীবন্ত ভগবান, জীবন্ত পিতা, জীবন্ত মা, জীবন্ত হরি, জীব প্রসবিনী, জীবেশ্বর, জীবের উদ্ধার কর্ত্তা, জীবের কল্যাণদাতা ভগবান, জীবের দুঃখহারী ভগবান, জীবের পরম গতি, জীবের পরম সম্পদ, জীবের প্রতিপালক, জীবের বন্ধু, জ্ঞানদাতা, জ্ঞানদাতা পিতা, জ্ঞানদায়িনী, জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী, জ্ঞানপ্রদায়িনী নিরাকারা সরস্বতী, জ্ঞান প্রেম এবং পূণ্য শান্তির অনন্ত আধার, জ্ঞানময়, জ্ঞানময় পিতা, জ্ঞানময়ী, জ্ঞানসিন্ধু, জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানী, জ্ঞানা-কাশরূপিনী, জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপা সরস্বতী, জ্ঞানে অনন্ত, জ্ঞানের অগম্য, জ্ঞানের সাগর, জ্ঞানের জ্ঞান, জ্বলন্ত আগুন, জ্বলন্ত ঈশ্বর, জ্বলন্ত দেবতা, জ্বলন্ত জীবনের আধার, জ্বলন্ত পাবন অপেক্ষা অধিক জ্বলন্ত, জ্বলন্ত হরি, জ্যোতি, জ্যোতির জ্যোতি, জ্যোতিন্ময়, জ্যোতিন্ময় ঈশ্বর, জ্যোতিন্ময় তেজোময় পুরুষ, জ্যোতিন্ময় পুরুষ, জ্যোতিন্ময় যোগেশ্বর ঠাকুর।

শ্রীমতী মণিকা দেবী।

আর্য্যনারীসমাজের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ।

মঙ্গলময়ী বিশ্বজননীর অসীম কৃপায় আমাদের আদরের আর্য্য-নারী-সমাজের মহোৎসব কমলকুটিরে সুন্দররূপে সুসম্পন্ন হই-য়াছে। মাননীয়া ভগিনী মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী সুমিষ্ট হৃদয়গ্রাহী উপাসনা করিয়া আনন্দময়ী মার পূজা সম্পন্ন করেন। সে দিন অনেকগুলি ভগিনী উপাসনায় যোগদান এবং তৎপরে প্রীতিভোজন করিয়া প্রাণে আনন্দ শান্তি লাভ করিয়াছেন।

এবৎসর আমাদের আর্য্যনারী সমাজের সবশুদ্ধ ৯টী অধিবেশন হইয়াছে।

মে মাসে ৭নং রামমোহন রায় রোডে ইহার একটী অধি-বেশন হয়। প্রিয় ভগিনী শ্রীমতী চিত্তবিনোদিনী ঘোষ সুন্দর উপাসনা করেন এবং অনেকগুলি ভগিনী যোগদান করেন। পরে জুন মাসে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন মহাশয়ের বাড়ীতে একটী অধিবেশন হয়। ইহাতে প্রিয় ভগিনী শ্রীমতী মণিকা মহলানবিশ সুমিষ্ট উপাসনা করেন ও অনেকগুলি ভগিনী যোগ-দান করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। পরের অধিবেশন বিশেষ আগ্রহ ও সাদর আহ্বানে প্রিয় ভগিনী শ্রীমতী বিরাজমোহিনী দত্তের

গৃহে ১৩ই জুলাই সম্পন্ন হয়। সে দিন ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী সুন্দর সুমিষ্ট উপাসনা করিয়া সকলকে সুখী করেন। ইহার পরের অধিবেশনে প্রিয়ভগিনী শ্রীমতী ভক্তি-মতী মিত্র ও চিত্তবিনোদিনী ঘোষ তাঁহাদের গৃহে সকলকে সাদরে আহ্বান করেন। এখানেও শ্রীমতী সুচারু দেবী সুন্দর উপাসনা করেন। গৃহকর্ত্রীদের আদর যত্নও আদর অভ্যর্থনায় উপস্থিত সকল ভগিনীই বিশেষ সুখী ও আনন্দিত হইয়াছিলেন। ৭ই সেপ্টেম্বর, সোমবার, ৭নং রামমোহন রায় রোডে আর্য্যনারী সমাজের অধিবেশন হয়। এ দিনেও প্রিয় ভগিনী সুচারু দেবীর সুমিষ্ট উপাসনায় উপস্থিত সকল ভগিনী বিশেষ তৃপ্তি লাভ করেন।

পরে ২৩শে নবেম্বর, আর্য্যনারী সমাজের স্নেহময় প্রতিষ্ঠাতা আমাদের চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভক্তিভাজন আচার্য্যদেবের জন্মদিন উপলক্ষে প্রিয় ভগিনী সরলাসুন্দরী সেনের সাদর আহ্বানে তাঁর ভবনে বিশেষ অধিবেশন হয়। প্রিয় ভগিনী শ্রীমতী সুচারু দেবী সুমধুর উপাসনায় সকলকে বিশেষ সুখী করেন। স্নেহের ভগিনী গৃহকর্ত্রীর আদর অভ্যর্থনা ও স্নেহযত্নে সকলেই প্রাণে বিশেষ আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করেন। ১৪ই ডিসেম্বর, সোমবারে প্রিয় ভগিনী শ্রীমতী ইন্দিরা দের বিশেষ আগ্রহ ও সাদর আহ্বানে অধিবেশন তাঁর বাড়ীতে সুসম্পন্ন হয়। মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী মধুর ভাবে মার পূজা সম্পন্ন করেন। সকল ভগিনীগণই পরম সমাদরে তাঁদের গৃহে সমুপস্থিত ভগিনীগণকে বিশেষ আদর যত্নে পরিতৃপ্ত করিয়া পরম সুখী ও ধন্য হইয়াছেন। পরে ৮ই মার্চ্চ, সোমবার কমলকুটীরে অধিবেশন হয়, মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী সুমিষ্ট উপাসনায় সকলকে সুখী করিয়াছেন।

এ বৎসর আমাদের একজন শ্রদ্ধেয়া ভগিনী স্বর্গগামিনী হইয়া-ছেন। এই আর্য্যনারী সমাজ তাঁর বড় আদরের প্রাণের প্রিয় সামগ্রী ছিল। প্রতি অধিবেশনে তিনি আগ্রহ ও আনন্দের সহিত যোগদান করিয়া পরম সুখী হইতেন এবং গভীর আশা আগ্রহের সহিত যোগদান করিয়া পরম সুখী হইতেন এবং গভীর আশা ও আগ্রহের সহিত অধিবেশন দিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। আমাদের আর্য্যনারী সমাজে তাঁহার স্থান শূন্য হইয়া রহিয়াছে। তিনি আমাদের একজন চিরশুভাকাঙ্ক্ষিনী স্নেহময়ী ভগিনী ছিলেন। তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ ও কল্যাণ কামনা আমাদের চির জীবনের পাথেয় স্বরূপ হইয়া থাকে হৃদয়ের এই প্রার্থনা।

এ বৎসর প্রায় ২০০৲ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। তন্মধ্যে গাড়ী ভাড়া ৬৬৲ টাকা, দরোয়ানের বেতন ৩৬৲ টাকা, খাম পোষ্ট কার্ড ৩৲ টাকা এবং কিছু টাকা মাসিক দান দিয়া অবশিষ্ট কিছু ফণ্ডে জমা আছে। গোলমালের জন্য অধিবেশন কিছুদিন হইতে পারে নাই। আবার দয়াময় ঈশ্বরের অসীম করুণায় ইহার অধিবেশন নিয়মিত ভাবে আরম্ভ হইবে, ইহাই প্রাণের একান্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষা।

সম্পাদিকা।

হাজারিবাগ নববিধান মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উৎসব।

(প্রাপ্ত)

"মা আনন্দময়ীর জয়"

মা, বিধানজননী এবার অতি সমারোহের সহিত অথচ গম্ভীর ভাবে হাজারিবাগস্থ নববিধান মন্দির তাঁহার ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া প্রতিষ্ঠা এবং Good Friday উপলক্ষে একটী উৎসব সুসম্পন্ন করিলেন।

সংসারে দুঃখী তাপী ছেলে মেয়েদের স্বর্গের আনন্দ শান্তির একটু পূর্ব্বাভাস দেখাইবেন বলিয়া জগজ্জননী তাঁহাদিগকে এই আহ্বান করিয়াছিলেন।

গত ১লা এপ্রিল, বৃহস্পতিবার হইতে ৫ই এপ্রিল সোমবার পর্য্যন্ত এই উৎসব অতি সমারোহে ও আনন্দের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছিল। উৎসবের পূর্ব্বদিন হইতে নানা প্রকারের বৃক্ষের পত্রাদি এবং পতাকাদি দ্বারা মন্দিরটী অতি মনোহর ও চিত্তাকর্ষক রূপে হাজারিবাগের জেলা স্কুলের কয়েকটী স্কাউটের সাহায্যে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল।

১ I এপ্রিল, বৃহস্পতিবার—সন্ধ্যা ৬৷৷০টায় উৎসবের উদ্বোধন হয়। শ্রদ্ধাস্পদ ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন।

২রা এপ্রিল, শুক্রবার—প্রাতে ৮৷৷০টায় Food Friday উপলক্ষে ভাই প্রমথলাল সেন বিশেষ উপাসনা করেন। অপরাহ্ণে ৪৷৷০টায় হাজারিবাগস্থ "কেশবভবনে" কুচবিহারের মহারাণী প্রদত্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের তৈলচিত্র স্থাপন করা হয়। প্রথমে শ্রীযুক্ত ব্রজকুমার নিয়োগী মহাশয় কি ভাবে ঐ চিত্র তাঁহার নিকট আসে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। তৎপরে ভাই প্রমথলাল সেন বিশেষ প্রার্থনা করিয়া চিত্রের পরদা উন্মোচন করেন। ইহার পর ভাই বেণীমাধব দাস বাঙ্গলায় ও ভাই প্রেমসুন্দর বসু মহাশয় হিন্দিতে এবং শ্রীযুক্ত খড়্গসিংহ মহাশয় ইংরাজীতে ঐ চিত্র স্থাপন উপলক্ষে আচার্য্যদেবের জীবন ধর্ম্ম-সমন্বয় ও ধর্ম্মসাধন বিষয়ে সুন্দর বক্তৃতা দেন। তৎপরে শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে ভাই অক্ষয়কুমার লধ প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধু অতি ভাব যোগের সহিত সংকীর্ত্তনে উপাসনা করেন। উপস্থিত মাননীয় ব্যক্তিগণ স্থির ভাবে শেষ পর্য্যন্ত যোগদান করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ সঙ্কীর্ত্তনে উপাসনা এখানে আর কখনও হয় নাই।

৩রা এপ্রিল, শনিবার—ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। বৈকালে ৩টায় বালক বালিকা সম্মিলন হয়। কয়েকটী ছোট ছোট বালক বালিকা সুন্দররূপে ও মধুরস্বরে নানা প্রকারের কবিতা ও সঙ্গীত করেন। তৎপরে তাহাদিগকে অতি সুন্দর ভাবে উপদেশ দেওয়া হয়। ইহার পর উপস্থিত সকলকে কিছু

জলযোগ করান হয়। তৎপরে সন্ধ্যা ৬টায় মন্দির হইতে নগর-সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া সমস্ত সহরটী কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীযুক্ত ব্রজকুমার নিয়োগী মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া অতি আনন্দের সহিত ও প্রমত্ত ভাবে কীর্ত্তন শেষ হয়। ইহার পর তিনি উপস্থিত সকলকে কিছু মিষ্টান্ন ও চা বিতরণ করিয়া সকলের শ্রান্তি ও ক্লান্তি দূর করান এবং তৎপরে প্রীতিভোজন করান।

৪ঠা এপ্রিল, রবিবার—সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব হয়। প্রাতে ভাই প্রমথলাল সেন মহাশয় উপাসনা করেন। উপাসনার প্রথমাংশ শেষ হইলে শ্রীযুক্ত ব্রজকুমার নিয়োগী মহাশয় তাঁহার ৪র্থ কন্যা শ্রীমতী সুধাময়ীকে দীক্ষার জন্য উপস্থিত করেন। ভাই প্রমথলাল সেন সুধাময়ীকে দীক্ষা দেন এবং দীক্ষার কার্য্য অতি গম্ভীর ভাবে সম্পন্ন হয়। দ্বিপ্রহরে আলোচনা হয়। সন্ধ্যায় ভাই বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন। তিনি অতি সুন্দর উপদেশ দেন ভগবানের কাজ সবই যে অলৌকিক miracle তাহাই প্রমাণ করেন।

৫ই এপ্রিল, সোমবার—প্রাতে শ্রীযুক্ত খড়্গসিংহ ঘোষ মহাশয়ের গৃহে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। সহর হইতে তিন মাইল দূরে তাঁর বাড়ী, তাই সকলকে এক সঙ্গে বড় একটা Lorry ভাড়া করিয়া লইয়া যান, উপাসনান্তে সকলকে অতি আদর যত্নের সহিত প্রীতিভোজন করান। তৎপরে অনেকে পাহাড়ে বেড়াইতে যান। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এই সকল স্থানে বড়ই আনন্দ দান করে। সন্ধ্যায় মন্দিরে শান্তিবাচন হয়। ভাই প্রেমসুন্দর বসু অতি গম্ভীর ভাবে উৎসবের শান্তিবাচন করেন। অতি আনন্দের সহিত সকলে এই উৎসব সম্ভোগ করেন। এই উৎসবের ভিতর দিয়া মা আনন্দময়ী জননী তাঁর দুঃখী তাপী সন্তানদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সকলকে কৃতার্থ করেন। শ্রীঃ—

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

সঙ্গীত-সংবাদ।—ভ্রাতা মনোমথধন দে।

জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা বলেছেন, "এই ১৩৩২ সালে ভারতে গান বাজনার চর্চ্চা বেশী হবে।"

আজ নববিধানের গানের বন্ধু দাদার স্বর্গারোহণের বার্ষিক দিনে মনে হচ্ছে, কে আর স্নেহের স্বরে, বেহালাটী ধরে করে, যতনে শিখাবে সবে ঐক্যতানবাদন!

দাদার কাছেই শেখবার মত যা কিছু গান বাজনা শুনেছি, শেখাবার জন্যেও যত্ন করেছেন। তাঁর মত ভাবে জ্ঞানে চরিত্রে তান লয় বিশিষ্ট সুরের খাদে ও সপ্তমে চড়া নামা প্রিয় গানগুলি আর শুনতে পাই না ধরায়, তাই স্বর্গের পানে উৎকর্ণ হয়ে থাকি।

সে সময়কার রবি বাবুর এবং স্বর্গীয় ভাই ত্রৈলোক্যনাথ ইত্যাদি সঙ্গীত কবিদের নূতন সঙ্গীতগুলি তিনি গায়কদের গলার সুরেই অবিকল গাইতেন; "আলাপিনী", "সঙ্গীত সূত্র", "হারমোনিয়ম্ শিক্ষক", আজও তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

স্বর্গীয় ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার দাদার গান এত ভালবাসতেন যে, একবার বলেছিলেন, "মনোমথর গলার উপরে যেন অন্যের স্বর না চড়ে।"

শ্রীআচার্য্য-সহধর্ম্মিণী সঙ্গীত প্রচারক স্বর্গীয় প্রেমদাসের নাম দিয়েছিলেন, "সুললিত"। সেই সুললিত গায়ক প্রেমদাস তাঁর মাঘোৎসবের নগর-সঙ্কীর্ত্তন ইত্যাদি অনেক সঙ্গীত রচনা করে দাদাকে নিকটে বসিয়ে গাওয়াইতেন। দাদা শিখে সকলকে শিখাতেন। সে এক আনন্দ সঙ্গীতের সময় ছিল। ছোট বড় সকলকে নিয়ে দাদা যেন ইন্দ্রধামে দেবসভা বসিয়ে দিতেন। সারা দিনের মাঘোৎসবের দিন কত ভোরেই ব্রহ্মমন্দিরে গিয়ে সুন্দর পরিপক্ক হাতের অর্গান যোগে গান আরম্ভ করে দিতেন। আর একের পর একটী করে কি মিষ্ট সেই প্রাণ জাগান, হৃদয়াকৃষ্ট করান গানগুলি গাহিতে থাকতেন, ইচ্ছে হত এ গান না থামে।

ইদানিং যখন স্বর্গীয় ভাই অমৃতলাল বসু ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেছিলেন, দাদার স্থান কোন রবিবারে গানের ঘরে শূন্য দেখলে তিনি বিশেষ দুঃখিত হতেন, ভাই অমৃতলাল একবার মাঘোৎসবে wrist watch present করেছিলেন তাঁর গানের জন্যে।

উপাসনার ঠিক উপযোগী গান কি আশ্চর্য্য ভাবে বাছিয়া গাইতেন মনে হলেই মুগ্ধ হই। প্রার্থনার পর যে গানটী গাইতেন, মনে হত যেন এখনই নিজে তয়ের করলেন। এতই হৃদয়স্পর্শী যে মনে হয় অনন্তকালে স্মরণ থাকবে। বাবা বলেছিলেন মাকে, "ওকি সামান্য ছেলে, ও যে সেই রামপ্রসাদের দরের লোক।" দাদার স্বরচিত অনেকগুলি গান আছে।

বেশ মনে আছে নববিধান প্রচারাশ্রমে একবার শারদীয়া পূজা বা এমনি কোন উৎসব দিনে প্রাতের উপাসনার তৃতীয় গানটী দাদা যখন গাইলেন, "ওহে জীবনবল্লভ, ওহে সাধন দুর্লভ", কি যে স্বর্গীয় রস লাভ করলাম। একেবারে নূতন, রবিবাবুর এ গান তার পূর্ব্বে আর শুনিনি। উপাসনা শেষে স্বর্গীয় বিনয়েন্দ্র নাথ সেনের সহধর্ম্মিণী আমাকে বলেছিলেন, "কি চমৎকার গান।" এবং সেটী লিখে দিতে।

দাদার জীবনের শেষ জন্মদিনে উপাসনার শেষ গানটী গেয়েছিলেন, "তোমার এ ভবে, মম কর্ম্ম যবে সমাপন হবে হে, ওগো রাজ রাজ একাকী নীরবে দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।"

কে জানতো সে দিনের ঠিক এক মাস পরেই এ গান তাঁর জীবনে প্রতি অক্ষরে মিলে যাবে!

২৩ বৎসর হল প্রিয় দাদা পৃথিবীতে গান শুনাতে ও শিখাতে জননীর আহ্বানে নূতন জগতে গিয়েছেন। যাঁরা এখানে তাঁর গান শুনতে ভালবাসতেন অনেকেই আজ সেখানে দাদার গান শুনছেন। দিন এলে যেন সেই দলে মিলিত হই।

প্রিয় অগ্রজের কথা বলতে আরম্ভ করিলে শেষ করা সহজ হয় না—এতই সে গুণাবলী। স্বর্গীয় দাদার সহধর্ম্মিণী, স্নেহের পুত্র, ভাই বোন আত্মীয়জন আমরা সকলে সে জীবনের সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, স্থৈর্য্য, অভেদ ভাব প্রাপ্ত হয়ে সেই পবিত্র আত্মার সঙ্গে মিশে থাক্‌তে যেন যত্ন করি।

রাঁচি। নববিধান—সেবিকা।

স্বর্গগত নববিধান-বিশ্বাসী শ্রীমৎ কালীকুমার বসু।

নবযুগে সত্যধর্ম্মের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাঁহারা বিবেকের অনুরোধে আপনার প্রিয় প্রাচীন সমাজের সর্ব্বপ্রকার বন্ধন ছিন্ন করিয়া সপরিবারে ব্রাহ্মসমাজ বক্ষে ঝাঁপ দিয়াছিলেন এবং যথাসময়ে নববিধানের ভাব স্বীকার করিয়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত ভাবে সম্মিলিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় কালীকুমার বসু বিশেষ ব্যক্তি। ইনি ফৌজদারী বিভাগে নিম্ন দিকে কেরাণীর কার্য্যে প্রথমে প্রবেশ করেন, ক্রমে বিশ্বস্ততা ও কৃতিত্বগুণে কালেক্টরীর সেরেস্তার পদে উন্নিত হইয়া দীর্ঘকাল এই পদে দক্ষতার সহিত কার্য্য করেন। কালীকুমার বসু মহাশয় ব্রহ্মানন্দের একজন সুপরিচিত প্রিয় পাত্র ছিলেন। যাঁহারা কেশবচন্দ্রের সময়ে গৃহস্থ প্রচারকরূপে মনোনীত হন তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গগত কালীকুমার বসু একজন। কালীকুমার বসু নিজে সুকণ্ঠ ও কীর্ত্তনে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। পরিণত জীবনে রাজকার্য্য উপলক্ষে যেখানেই স্থিতি করিতেন, পুত্রগণ সহ দল বান্ধিয়া আপনি দলের নেতা হইয়া কীর্ত্তনে বাহির হইতেন, আপনি মাতিয়া সকলকে মাতাইতেন। কীর্ত্তনে প্রচার তাঁহার জীবনের বিশেষ কার্য্য ছিল, অনেক বিরুদ্ধ ভাবের লোকের মধ্যে তিনি সৎ সাহসের সহিত কীর্ত্তন করিয়া কীর্ত্তন প্রভাবে আশাতীতরূপে তাঁহাদের শ্রদ্ধা, সম্মান, সেবা, সহানুভূতি লাভ করিতেন। শুনিয়াছি প্রথম জীবনে তিনি বড় কোপন স্বভাব ছিলেন। শরীরে যেমন তাঁহার শক্তি ছিল, রাগও তেমনই প্রবল ছিল। কিন্তু নবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তিনি মাটির মানুষ হইয়াছিলেন। তাঁহার স্থিরতা ধীরতা ও মিষ্ট স্বভাবে সকলেই বিশেষ আকৃষ্ট হইতেন। কোচবিহার বিবাহ আন্দোলনের ফলে যখন ব্রাহ্মসমাজ দুই শাখায় বিভক্ত হয়, তখন ময়মনসিংহে স্বর্গগত গোপীমোহন সেন ও কালীকুমার বসু প্রভৃতি ব্যক্তিগণ কেশবচন্দ্রের দলে বিশ্বস্ত ভাবে স্থিতি করেন, শ্রীমৎ কালীকুমার ধর্ম্মজীবনের আচরণে, অনুষ্ঠানে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দান করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম স্তরে ময়মনসিংহে স্থিতিকালে ইনিই প্রথমে সাধু অঘোরনাথের দ্বারা আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রের ও জ্যেষ্ঠা কন্যার নামকরণ ব্রাহ্মমতে করাইয়া তথাকার মণ্ডলীর মধ্যে পারিবারিক অনুষ্ঠানের সুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। প্রাচীন সমাজ দ্বারা পরিত্যক্ত কোন কোন নিরুপায় ব্রাহ্মযুবককে গৃহে স্থান দিয়া, কখনও অন্য প্রকারে সহায়তা করিয়া সহানুভূতি ও সৎসাহসের পরিচয় দান করিতেন। ইনি একজন উন্নতশীল নববিধান বিশ্বাসী কর্ম্মী ছিলেন। ইনি জীবনে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন, তাঁহার বাণী শ্রবণ ও ইচ্ছা পালনের সাক্ষ্য দিয়া নববিধানকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন এবং মণ্ডলীর জন্য, ভবিষ্যৎ বংশের জন্য তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রভাব রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীঃ—

ভক্তিভাজন প্রেরিত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

(প্রাপ্ত)

একুশ বৎসর অতীত হইল, তিনি পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছেন। আমরা কি এখন এ কথা বলিতে পারি যে তাঁহাকে আমাদের যতদূর জানিবার ছিল ততদূর জানিতে পারিয়াছি? আমাদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন, তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়াছেন, কিন্তু এমন কয়জন আছেন, যাঁহারা বলিতে পারেন যে, তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা প্রতাপচন্দ্রের জীবনের উচ্চতা ও মহত্ত্ব পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। তাঁহার নশ্বর দেহ অদৃশ্য হইয়াছে, কিন্তু তিনি কি পৃথিবীতে এমন কিছু রাখিয়া গিয়াছেন যাহা তাঁহার দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইবার নয়?

প্রতাপচন্দ্র কেবল ভারতের নানা স্থানে নয়, কিন্তু সুদূর ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ব্রাহ্মধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। তিনি যেমন পৃথিবীর নানা স্থানে প্রচার করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত অপর কেহ ততদূর স্থান ব্যাপিয়া এ ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই। কেবল এই জন্যই ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে প্রতাপচন্দ্রের নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে। কিন্তু কেবল এই বলিলেই কি তাঁহার সম্বন্ধে সব বলা হইল? আমি প্রতাপচন্দ্রের আমেরিকায় কোন বিশেষ বন্ধুকে পত্র লিখিয়া জানিতে চাহিয়াছিলাম যে, তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার হেতু সে স্থানে কোন স্থায়ী ফল হইয়াছে কিনা; ইহার উত্তরে তিনি এই লিখিয়াছিলেন, "প্রতাপচন্দ্র যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন তাহা স্থানে স্থানে কয়েকটী হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়া ফল প্রসব করিয়াছে এবং আমরা আশা করি অনন্তজীবনে সেইরূপ ফল প্রসব করিতে থাকিবে।"

প্রতাপচন্দ্র শেষ ডইবার যখন আমেরিকায় গিয়াছিলেন তখন সেই বন্ধুর বাড়ীতে সময়ে সময়ে থাকিতেন, তিনি তাঁহার দৈনিক জীবন ভাল করিয়া দেখিতেন, তাঁহার কার্য্যের সহায়তা করিতেন, এবং এইরূপে ক্রমে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ হন। এই বন্ধু ও অপর কয়েকজনের হৃদয়ে যে সত্যধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে তাহা প্রতাপচন্দ্রের আধ্যাত্মিক জীবনের উত্তাপের সাহায্যে; সে উত্তাপ কিরূপে উৎপন্ন হইল? প্রতাপচন্দ্র

তাঁহার "আশীষ" গ্রন্থের এক স্থানে ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন, "যদি ইহ সংসারে আসিয়া আর কিছুই করিতে না পারিয়া থাকি, কেবল যদি তোমারই উদ্দেশে, তোমারই প্রভাব মধ্যে জীবন ধারণ করিয়া থাকি, আমার পক্ষে যথেষ্ট গৌরব।" পরমেশ্বরের উদ্দেশে জীবন যাপন তাঁহাকে উপার্জ্জন ও তাঁহার ইচ্ছা পালন, এবং তাঁহার প্রভাব মধ্যে জীবন ধারণ প্রতাপচন্দ্রের জীবনে উত্তাপ উৎপাদন করিয়াছে।

যৌবনের প্রারম্ভেই প্রতাপচন্দ্র ঈশ্বর উদ্দেশে জীবন ধারণ, তাঁহার কার্য্য সাধন ও তাঁহার প্রভাব মধ্যে জীবন যাপনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন; বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অধ্যাত্ম জীবন পরিপক্ক হইয়া অন্যান্য অনেক জীবনকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। ঈশ্বর ইচ্ছা পালনের জন্য তিনি কোন্ প্রিয় বস্তু ত্যাগে পরাঙ্মুখ ছিলেন এবং কোন্ কষ্ট গ্রহণে পশ্চাৎপদ হইতেন? কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস ভগবৎকৃপায় সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহার আত্মাকে যে কেবল অধ্যাত্মজীবনের সুমহান উচ্চশিখরে আরোহণ করাইয়াছিল তাহা নয়, পরন্তু পার্থিব জীবনের নানা ক্লেশ ও দুর্গতি অপনয়ন করিয়া মনুষ্য জীবনের প্রকৃত গৌরবে ভূষিত করিয়াছিল।

ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়, যখন তিনি প্রথম আমেরিকায় ধর্ম্মপ্রচারে গমন করেন, তখন তিনি একাকী অপরিজ্ঞাত অবস্থায় তথায় উপস্থিত হন। তাঁহার অর্থবল ছিল না, কেবল ভগবৎ-প্রেরণা তাঁহার বল ছিল। সেখানে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি সুপরিচিত হইয়া উঠিলেন। শত শত নরনারী তাঁহার ধর্ম্মবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইলেন। নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি আরও দুইবার আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন, প্রতাপচন্দ্রের সে স্থানের কার্য্যাবলী ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের একটী প্রধান অধ্যায়। তাঁহার তিন খানি প্রধান পুস্তক সেই দেশে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়া নববিধানের সুমহান মত ও ভাব কত লোকের নিকট প্রকাশিত করিয়াছে এবং করিতেছে। তাঁহার পুস্তক সকলে তাঁহার অক্ষয় অমর জীবন প্রতিভাত রহিয়াছে। এ সকল কার্য্য তাঁহার সত্যজীবনের বলে হইয়াছে।

"আশীষ" গ্রন্থের প্রথমে প্রতাপচন্দ্র এইরূপ লিখিয়াছেন, "কালের নিঃশব্দ গতি বহিয়া ক্রমে ক্রমে ৬৩ বৎসর শেষ করিলাম। কিন্তু আজও জীবনপথে শ্রান্ত কি নিরুৎসাহিত নই। এখনও সকল সাধ পূর্ণ হয় নাই, সকল কাজ শেষ হয় নাই, যেন এখনও কত আয়ু, কত উদ্যম, কত আশা, কত যৌবন দেহ মনে অক্ষুন্ন রহিয়াছে!" এই উৎসাহ উদ্যম কখন কামনা পরবশ বিষয় ভোগসম্ভূত হইতে পারে না। ইহা ভগবৎ প্রভাব মধ্যে অক্ষয় অমর জীবন যাপনের ফল। তাঁহার এই নিত্য জীবনই তিনি বিশ্বাসী মণ্ডলীর জন্য অক্ষয় সম্পত্তিরূপে রাখিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার এই অমর জীবন তাঁহার পুস্তক সকলে প্রতিভাত রহিয়াছে। তাঁহার জীবন-চরিতে এ সকল কথা সবিস্তরে লিখিত হইয়াছে। আশা করি তাহা শীঘ্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া সকলের হস্তগত হইবে। ধর্ম্মপিপাসু সাধকগণ চিরদিন প্রতাপচন্দ্রের অক্ষয় জীবনের অমৃতবারি পান করিয়া আত্মার তৃষ্ণা মিটাইবেন।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও প্রেরিত প্রতাপচন্দ্রের স্বর্গীয় জীবন কি আমাদের জন্য নয়? আমাদের বিষয়-সুখী জীবনে তাঁহাদের প্রভাব কি বিফল হইবে? বাহ্যিক আড়ম্বরে বা কথার তুলনায় এ জীবন নাই। কিন্তু দীন বিশ্বাসীর নিঃশব্দ আকুল প্রার্থনায় ইহা সঞ্চারিত হয়। একাগ্র সাধনে, প্রেমবারি সিঞ্চনে, ভক্ত-শোণিতের অমৃতধারায় এবং ব্রহ্মকৃপায় শান্তিবারি বর্ষণে সে জীবন বর্দ্ধিত হয়। এই জীবন আমাদের মধ্যে বর্দ্ধিত হউক দেখিবে মৃতপ্রায় ব্রাহ্মসমাজ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। গভীর আত্মচিন্তায় যদি আমরা নিজ নিজ গত জীবনের দোষ ত্রুটী দেখিতে পাই তাহা হইলে তজ্জন্য অকপট অনুতপ্ত হইব বটে, কিন্তু ধর্ম্ম উপার্জ্জনে যেন নিরুৎসাহিত ও নিরুদ্যম না হই। ঈশ্বর দ্বারে যে সরল প্রার্থী তাহার সকল পাপ অপরাধ ধৌত হইবে ও স্বর্গদ্বার তাহার জন্য খুলিয়া যাইবে। এ কথা আমাদের সর্ব্বদা স্মরণে রাখিতে হইবে, মানুষের নিকট আমরা ধর্ম্মাড়ম্বর দেখাইয়া যতই না কেন নির্দ্দোষ বলিয়া পরিচিত হই, আর যদি ঈশ্বরের নিকট দোষী থাকি তাহাতে আমাদের কোন লাভ নাই। বালুকার উপর নির্ম্মিত গৃহের ন্যায় সেই কৃত্রিম ধর্ম্মজীবন শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে। আর যদি ঈশ্বরের নিকটে নির্দ্দোষী থাকি এবং মানুষের নিকট দোষী বলিয়া প্রমাণিত হই তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি নাই। মানুষের নিকট আমাদের এ পরাজয় শীঘ্র জয়ে পরিণত হইবে। আমাদের মধ্যে যিনি যে কার্য্যে নিযুক্ত থাকুন না কেন ঈশ্বর প্রভাব মধ্যে জীবন যাপনই আমাদের যেন একমাত্র লক্ষ্য হয়। জয় সত্যের জয়।

লক্ষ্ণৌ। শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু।

সংবাদ।

জন্মদিন—শ্রীমান্ ক্ষিতীশচন্দ্র সিংহের কনিষ্ঠ শিশু পুত্র শ্রীমান্ "বাসুদেব" সিংহের ১ম বার্ষিক জন্মদিন উপলক্ষে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয়।

গত ৭ই মে, প্রাতে শিলচরে মেজর জে, এল্, সেনের প্রথমা কন্যার ৮ম বার্ষিক জন্মদিনের অনুষ্ঠান শিশুর পিতামহ শ্রদ্ধেয় ভাই বিহারী লাল সেন কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে।

জাতকর্ম্ম—গত ২০শে মে, দ্বারভাঙ্গা মধুবানীর সব্‌ডিভিসন্যাল্ অফিসর সিভিলিয়ান্ শ্রীমান্ সুধাংশুকুমার দাসের একটী পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে। গত ২০শে জুন নবশিশুর জাতকর্ম্ম তাহার পিতামহ শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস এম, এ, কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে দান ৫৲ টাকা।

গত ২২শে জ্যৈষ্ঠ, শিলচরে শ্রীমান্ মেজর জ্যোতিলাল সেনের শিশু পুত্র সন্তানের জাতকর্ম্ম নবসংহিতানুসারে ভাই বিহারীলাল সেন সম্পন্ন করেন। এই শিশু গত ২৪শে বৈশাখ, ৭ই মে, শুক্রবার, প্রত্যুষে ৫টা ১০ মিনিটের সময় ভূমিষ্ট হয়।

২নং উড ষ্ট্রীটে স্বর্গীয় শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেনের পুত্র শ্রীমান্ অশোক প্রকাশের শিশুর জাতকর্ম্ম উপলক্ষে গত ২১শে জুন ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন।

মা বিধানজননী শিশু ও তাহাদের পিতা মাতাদিগকে শুভাশীর্ব্বাদ করুন।

নামকরণ—গত ২০শে জুন স্বর্গীয় ডাঃ মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান্ সুধীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের শিশু পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে ভাই প্রমথলাল সেন উপাচার্য্যের কার্য্য করেন। শিশুর নাম "মণিলাল" রাখা হইয়াছে। ঈশ্বর শিশুকে ও তাহার পিতা মাতাকে শুভাশীর্ব্বাদ করুন। এই উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে দান ৫৲ টাকা।

শুভ বিবাহ—গত ৪ঠা জুন আদি ব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর পৌত্রী কুমারী অরুণার সহিত ভাই বঙ্গচন্দ্রের পৌত্র ও যোগেশ চন্দ্রের পুত্র শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র রায়ের শুভ বিবাহ হইয়াছে। ডাঃ কামাখ্যানাথ এই বিবাহে পৌরহিত্য করেন। ঈশ্বর নব দম্পতীকে শুভাশীর্ব্বাদ করুন।

গত ১৪ই জুন পঞ্জাব ফিরোদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত সোদী গুরু বচন সিংহের পুত্র শ্রীমান্ সোদী দেওয়ান সিংহের সহিত আমাদের সমবিশ্বাসী ভ্রাতা শ্রীনাথ দত্তের দৌহিত্রী ও স্বর্গগত ভ্রাতা ক্ষেত্র মোহন ঘোষের কন্যা কুমারী সুদেবী ঘোষের শুভ পরিণয় নবসংহিতার পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রফেসর নিরঞ্জন নিয়োগী এই বিবাহে পুরোহিতের কার্য্য করেন। ঈশ্বর নবদম্পতীকে শুভাশীর্ব্বাদ করুন। এই অনুষ্ঠানে প্রচারাশ্রমে ১০৲ টাকা দান পাওয়া গিয়াছে।

স্মরণীয় দিন—১৮৮১ সালে জুন মাসের ৭ই "হোম" ও ১২ই "জলসংস্কার" প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন স্মরণে এবার যাহাতে পুণ্যের হোমাগ্নিতে ষড় রিপু ভস্ম হয় ও পবিত্র জলসংস্কারে সকল পাপ ধৌত হয়, নবদেবালয়ে এই ভাবে প্রার্থনাদি হয়।

সেবা—ভাই বিহারীলাল শিলচর হইতে লিখিয়াছেন, "এখানে একদিন কীর্ত্তন পাঠ, আলোচনা এবং রবিবার দুইবেলা উপাসনাতে ব্যবহৃত হইতেছি।"

আমাদের স্নেহের কন্যা কুমারী নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ বি, এ, বি, টি, গত গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে এ বৎসরও মান্দ্রাজ অঞ্চলে ম্যাঙ্গালোর, বহরমপুর, ভিজাগাপাটাম, বিমলিপাটাম, কোকোনদা, মান্দ্রাজ, কয়েমবিটোর এবং উতাকামণ্ড প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া স্থানীয় হিন্দু ব্রাহ্ম গণ্য মান্য অনেকের সহিত আলাপ পরিচয় আলোচনা উপদেশাদি দিয়া সেবা ও সদ্ভাব সঞ্চার করিয়া আসিয়াছেন। তিনি আপনার উচ্চ শিক্ষা ও উন্নত চরিত্রের সুদৃষ্টান্ত দ্বারা সে দেশবাসী ভাই ভগ্নীদিগের যথেষ্ট প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ভাই অমৃতলালের প্রাচীন কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার বিদুষী দৌহিত্রীর ইহাই ত উপযুক্ত কার্য্য। প্রার্থনা করি মার শুভাশীর্ব্বাদ তাঁহার উপর বর্ষণ হউক।

সাম্বৎসরিক—গত ৯ই জুন স্বর্গীয় ভ্রাতা মোহিতচন্দ্রের পরলোকগমনের সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে তাঁহার ভগ্নী দেবীর ১নং গিরিশ বিদ্যারত্নের লেনস্থ ভবনে বিশেষ উপাসনা হয়, ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন, ভগ্নী সরলা দেবী আকুল প্রাণে প্রার্থনা করেন।

গত ৯ই জুন ব্যাটরা প্রবাসী শ্রীযুক্ত কালীপদ দাসের গৃহে তাঁহার স্বর্গগতা মাতৃদেবীর ও স্বর্গগতা সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে কালীপদ বসু কর্ত্তৃক দান ১৲ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা কর্ত্তৃক দান ১৲ টাকা।

গত ২৪শে জুন, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর গড়পার রোডে, শ্রীমান্ প্রেমাদিত্য ঘোষের গৃহে তাঁহার স্বর্গগতা মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। প্রেমাদিত্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ সূর্য্যচন্দ্র ঘোষ মাতৃদেবীর ও পিতৃদেবের জীবনকাহিনী উল্লেখ করিয়া বিশেষ প্রার্থনা করেন।

গত ১৫ই জুন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের ভবনে তাঁহার স্বর্গীয়া মাতা শ্রীমতী অঘোরকামিনী দেবীর সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে ভ্রাতা ডাঃ কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন।

গত ১৭ই জুন ৫১।১নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট ভবনে ভাই অমৃত লালের সহোদর ভ্রাতা গোপালচন্দ্রের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন।

ঐ দিন প্রাতে ভ্রাতা সতীশচন্দ্র দত্তের পুত্র সুশীল চন্দ্রের সাম্বৎসরিক স্মরণে তাঁহার ৩৯নং গড়পার রোড ভবনে ভ্রাতা বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন।

গত ১৮ই জুন স্বর্গীয় মনোমথধন দের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে ৬২নং ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউসন রোডে তাঁহার ভ্রাতাগণের ভবনে ভাই প্রমথলাল বিশেষ উপাসনা করেন। প্রচারাশ্রমে ভ্রাতৃগণ ও ভগ্নী দেবী ২৲ টাকা করিয়া দান করিয়াছেন। রাঁচিতেও ভগ্নী হেমলতা উপাসনা করেন।

৩৫নং পুলিশ হাসপাতাল রোডে, স্বর্গীয় ভ্রাতা শরৎকুমার দত্তের ২য় সাম্বৎসরিক উপলক্ষে প্রাতে ভাই অক্ষয়কুমার লধ এবং সন্ধ্যায় ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন।

গত ২৩শে জুন ৮ই আষাঢ় ভাই প্রিয়নাথের মাতৃদেবীর স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনাদি হয়। সন্ধ্যায় পল্লীস্থ দরিদ্র বিধবাদিগকে প্রার্থনাযোগে বরণ করিয়া ফলাহার করান হয়।

কোচবিহার সংবাদ—১৭ই মে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখো-

পাধ্যায়ের ৬ষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুনীত কুমারের ৩য় বর্ষের শুভ জন্মদিন উপলক্ষে পোষ্টাল ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত অবনীমোহন গুহ উপাসনা করেন। ২৫শে মে প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত মনোরথধন দে মহাশয়ের প্রথমা কন্যা কুমারী উমারাণীর ৯ম বর্ষের শুভ জন্মদিন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আইচ উপাসনা করেন। ১লা জুন প্রচারাশ্রমে বালক বালিকাদের জন্য একটী "নীতি-বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠান করা হইল। প্রতি মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় এই বিদ্যালয়ের কার্য্য হইবে। ৩রা জুন শ্রীমান্ বিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ৭ম সন্তান ৩য় কন্যার অষ্টম মাসে শুভ নামকরণ ও অন্নপ্রাসন অনুষ্ঠান প্রচারাশ্রমে সম্পন্ন হয়। কন্যার মাতামহ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আইচ কর্ত্তৃক "বীথিকা" নাম প্রাপ্ত হইল। শ্রীমান্ বিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কন্যাকে কোলে লইয়া নবসংহিতার প্রার্থনাটী পাঠ করেন।

দানপ্রাপ্তি—১৯২৬, এপ্রিল মাসের প্রচার ভাণ্ডারে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে।

মাসিক দান।—এপ্রিল, ১৯২৬।

মাননীয় মহারাণী সুনীতি দেবী ১৫৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন ২৲, শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্রনাথ সেন ২৲, শ্রীমতী ভক্তিমতী মিত্র ২৲, শ্রীমতী সরলা দাস ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন ১৲, মেজর যতিলাল সেন ২৲, রায় বাহাদুর ললিতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৪৲, শ্রীমতী হেমন্ত বালা চট্টোপাধ্যায় ১৲, শ্রীমতী মনোরমা দেবী ২৲, স্বর্গীয় মধুসূদন সেনের পুত্রগণ ২৲, কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ১০০৲, শ্রীমতী সুমতী মজুমদার ১৲, কোন মাননীয়া মহিলা ১০৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হাওলদার ৫৲ টাকা।

এককালীন দান।—এপ্রিল, ১৯২৬।

ভাগিনীর বিবাহ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৲, কোন বিশেষ উপলক্ষে দান ॥০, নাতীর মঙ্গলার্থ দান, ত্রৈলোক্য নাথ দাস ১৲, স্বর্গীয় রাজরাজেন্দ্রনারাণ ভূপ বাহাদুরের জন্মদিন উপলক্ষে ২০৲, স্বর্গীয় হরচন্দ্র মজুমদারের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার ৫৲, পুত্রের দীক্ষাদান উপলক্ষে শ্রীমতী সুজাতা দেবী ১০৲, স্বর্গীয়া শশ্রুমাতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র সেনের স্ত্রী ২৲, পিতৃদেবের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে যোগেন্দ্রনাথ মজুমদার ২৲, হাল খাতা উপলক্ষে Ghosh & Sons ২৲ টাকা।

আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে দাতাদিগকে প্রণাম করি। ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ তাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত হউক।

"ধৰ্ম্মতত্ত্ব" এবার দুই সংখ্যা একত্রে বাহির হইল। অর্থাভাব ও প্রেসের কর্ম্মচারীদিগের অসুবিধাদি ইহার প্রধান কারণ। গ্রাহক মহাশয়গণ "ধৰ্ম্মতত্ত্বের" প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া যাঁহার যাহা দেয় যদি পাঠাইয়া দেন এবং আমাদের ঋণ পরিশোধ করে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য দান করেন, এই প্রাচীন বন্ধুর বিশেষ উপকার করা হয় এবং ধৰ্ম্মপ্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করা হয়। পারিবারিক অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষেও দাতাগণ ধৰ্ম্মতত্ত্বের কথাও যেন স্মরণ করেন।

শ্রীনববিধান-বিধায়িনী ব্রহ্মানন্দজননীর কৃপা ও তাঁহার সন্তান সন্ততিগণের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া "শ্রীব্রহ্মানন্দধাম" তীর্থ রক্ষার্থ এক একটী টাকা করিয়া লক্ষ মুদ্রা ভিক্ষা করিবার জন্য ভিক্ষার ঝুলি খোলা হইয়াছে। লক্ষ ভক্ত একটী করিয়া টাকা ভিক্ষা দিলেই অচিরে লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইবে, অথচ কাহারও উপর অধিক ভার পড়িবে না। আপনি কি এই মহৎ কার্য্যে একটী মাত্র টাকা দিতে ভার বোধ করিবেন?

এই মহতোদ্দেশ্যে যিনি বা যাঁহারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে অভিলাষ করেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নিজ নিজ নাম "ধৰ্ম্মতত্ত্ব" সম্পাদকের নিকট অগ্রে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। এমন সহস্রজন যদি প্রত্যেকে এক শত কিম্বা শতজন যদি সহস্র করিয়া মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া দেন, অনায়াসেই লক্ষ মুদ্রা সংগৃহীত হয়, ঈশ্বর প্রীতি কামনায় কে কে এই ভার গ্রহণ করিবেন?

আচার্য্য কেশবচন্দ্র বলেন:—"বিল পাঠাইয়া কোন ধৰ্ম্মসমাজের চাঁদা সংগ্রহ করা বড়ই অবাস্তবিক, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অযাচিত ভাবে যাঁহারা দান করেন, তাঁহারাই ধন্য।" "শ্রীব্রহ্মানন্দধাম" তীর্থ রক্ষার জন্য যাঁহারা অর্থ দান করিবেন তাঁহারা অযাচিত ভাবে নিজ নিজ অর্থ সাহায্য "ধৰ্ম্মতত্ত্ব" সম্পাদকের নিকট কলিকাতা ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে আপাততঃ পাঠাইলেই অর্থ যথা স্থানে পৌঁছিবে।

Edited, on behalf of the Apostolic Durbar, New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে", বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৬১ ভাগ । ১৩শ সংখ্যা ।
১লা শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৩৩ সাল, ১৮৪৮ শক, ৯৭ ব্রাহ্মাব্দ ।
17th July, 1926.
বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲ ।

প্রার্থনা ।

হে অনন্ত, জ্ঞানে তোমার ধারণা হয় না। কিন্তু যখন আমার জ্ঞানাভিমান, ধর্ম্মাভিমান নির্ব্বাণ হয়, তখনই তুমি তোমার অনন্ত প্রেম ও স্নেহগুণে আমার নিকট আত্মপ্রকাশ কর। অভিমান ত্যাগ করিয়া, দীন বিনীত হইয়া যখন আমি আপনার নিরাশ্রয়তা অনুভব করি, তখনই তুমি তোমার নিজ প্রেমার্দ্রহৃদয়ে পিতামাতা বন্ধু আত্মীয়রূপে দেখা দিয়া থাক। তুষারাবৃত অত্যুচ্চ হিমাদ্রিশিখরে যেমন মানুষ আত্মশক্তিতে উঠিতে পারে না, কিন্তু সে তুষার বিগলিত হইয়া যখন জলধারায় প্রবাহিত হয়, তখনই তাহা নিম্নভূমিস্থ তৃণকণাকেও সিক্ত করে, তেমনি হে মহাদেবী, তোমার স্বর্গীয় প্রেমই বিগলিত হইয়া মাতৃস্নেহরূপে আমাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র কীটানুকীটেরও পরিপোষণ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধানে তাই তুমি সেই ভূমা মহান্ জ্ঞানের অগম্য হইলেও, সংসারের দীন দুঃখী অজ্ঞান অক্ষম নরনারীদিগের নিকট মাতৃস্নেহে আত্মপ্রকাশ করিয়া, মা যেমন বড় ছোট সকল সন্তানকেই সমভাবে ভালবাসিয়া লালন পালন করেন, তেমনি তুমি আমাদিগের শরীর মন আত্মাকে সন্তানবৎ পালন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছ। মা, দয়া করিয়া আমাদিগকে তোমার এই কৃপার বিধানে বিশ্বাসী কর। এবং তোমার অনন্ত স্নেহে ও অপার করুণাগুণে আমাদের সকল অভাব মোচন কর, সকল অপরাধ ক্ষমা কর এবং যাহাতে তোমার সন্তানের উপযুক্ত হইয়া তোমাকে মা বলিয়া চিনিতে পারি, এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।

—•—

প্রার্থনাসার ।

হে দুর্ব্বলের বল, হে অনাথনাথ, অভাব বুঝিয়াই উপায় করিয়াছ, তুমি যে বর্ত্তমান সময়ে কি আশ্চর্য্যরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছ, তাহা পৃথিবী এখনও বুঝিল না। পরে বুঝিবে। তুমি নিরাকার পবিত্র তেজোময় অথচ জননীরূপে দেখা দিলে। নববিধানের সময় বিশেষ দয়া করিয়া বিশেষ মূর্ত্তিখানি পাঠাইলে। এ কি জীব তরাইবার বিশেষ আয়োজন নয়? জগদীশ, এই ঘরে বসিয়া ভাল করিয়া সাধন করি আর না করি, পুণ্যাত্মা হই আর না হই, শাস্ত্র পড়ি আর না পড়ি, একবার "মা" বলিয়া ডাকিলেই তুমি আসিয়া দেখা দিয়াছ। কৃপাসিন্ধু, তোমার এই সুমিস্ট "মা" নামটী আমাদের প্রতিদিনের সাধন ভজনের বস্তু করিয়া দাও। সহজে "মা" বলে তোমার স্তনপান করিতে পারি, সহজে কষ্ট বিপদে তোমায় ডাকিয়া শান্তি পাইতে পারি, সহজে তোমার চরণ ধরিয়া ডাকিতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর।—"সহজ মাতৃরূপ"—দৈঃ প্রাঃ, ৬ষ্ঠ ২৯।

উপাসনা শিক্ষা।

শ্রীমৎ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ প্রার্থনায় বলিলেন, "হে গুণসিন্ধু ঈশ্বর, তোমার রাশি রাশি গুণ, কাহার সাধ্য তোমার গুণের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিয়া উঠে। এই এক উপাসনা প্রণালীতে যে তুমি কত গভীর হইতে গভীরতর তত্ত্ব সকল প্রকাশ করিতেছ ভাবিলে নিস্তব্ধ হই। কোথায় কীটের ন্যায় বিচরণ করিতেছিলাম আর তুমি কিনা স্বয়ং উদ্ধার করিয়া আনিয়া এই উপাসনার অমৃত পান করাইতেছ, তোমার উপাসনার নিগূঢ় তত্ত্ব কে বুঝিবে? কিরূপে তুমি আমাদিগকে উপাসনা শিক্ষা দিলে, এবং কোন্ পথ দিয়া দিন দিন তুমি আমাদিগকে উপাসনার গভীর হইতে গভীরতর রাজ্যে লইয়া যাইতেছ তাহা বুঝিতে পারি না।"

আবার অন্যত্র প্রার্থনা করিলেন, "মৃত্যুর পুর্ব্বে যদি দেখিয়া যাই যে আমার প্রাণের ভাই ভগ্নী যাদের আমি ভালবাসি, তাহারা তোমার উপাসনা করিতে শিখিয়াছেন, তবে বুঝিব যে আমার আর দুঃখের কোন কারণ নাই। একদিন কোন ভাই ভগ্নী উপাসনা করিতে না পারিলে আমার হৃদয় যে কেমন ব্যথিত হয় তাহা ত তোমার অজ্ঞাত নাই। তাই প্রার্থনা করি প্রত্যেককে উপাসনা শিক্ষা দাও। যাঁহারা উপাসনা করেন না তাঁহারা শীঘ্রই এখান হইতে পলায়ন করিবেন। ইঁহারা সব কাজ ছেড়ে যেন উপাসনায় যোগ দেন। দিনান্তে অন্ততঃ একবার তোমার প্রেমমুখ দেখেন, তাহা হইলে সকল দুঃখ অপ্রেম দূর হইবে।"

বাস্তবিক উপাসনাই আমাদের বিধাতা প্রদত্ত পরম সম্পদ। উপাসনাই আমাদের জীবনের অন্ন পান। উপাসনা আমাদের আত্মিক জীবন পরিপুষ্টির একমাত্র উপায়। উপাসনা বিনা কিছুতেই আমরা আমাদিগের আত্মার ও মনের বল শক্তি অর্জ্জন করিতে পারি না।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল ধর্ম্মবিধানে যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উপাসনা প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম-বিধানে সে সকল প্রণালীই একাধারে সমন্বিত।

হিন্দুধর্ম্মের উদ্বোধন ও আরাধনা, ইহুদীধর্ম্মের মহিমা বর্ণন, ঋষিদিগের ও বৌদ্ধধর্ম্মের ধ্যান ও যোগসাধন, বৈষ্ণবধর্ম্মের নাম সাধন, খৃষ্টধর্ম্মের প্রার্থনা ও মুসলমান এবং শিখধর্ম্মের শাস্ত্রপাঠাদি সকলই আমাদিগের উপাসনা প্রণালীতে নিহিত।

সত্যই আমাদের উপাসনা প্রণালীতে আত্মিক জীবন পরিপুষ্টির সকল উপাদানই রহিয়াছে।

শারীরিক আহারে যেমন বিভিন্ন আহারীয় দ্রব্যে বিভিন্ন শক্তি সঞ্চিত হইয়া শরীরকে পরিপুষ্ট করে, তেমনি আমাদের উপাসনার বিভিন্ন অঙ্গ সাধন দ্বারা আমরা আত্মার পূর্ণ পরিপুষ্টি লাভ করিয়া থাকি।

তাই আমাদের উপাসনার তত্ত্ব যতই আমরা হৃদয়ঙ্গম করি ততই স্তম্ভিত হই। এই উপাসনা যে আমাদের পূর্ণ জীবনলাভের উপায়রূপে স্বয়ং বিধাতা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস না করিয়া পারি না। এমন পূর্ণ সাধনপ্রণালী একত্রে সমন্বিত আর কোথাও ত দেখিতে পাই না।

এই জন্যই নববিধানাচার্য্য এই উপাসনার মাহাত্ম্য এত করিয়া বর্ণনা করিলেন, এবং যাহাতে তাঁহার ভাই ভগ্নীগণ সকলেই ইহা শিক্ষা ও সাধন করেন তাঁহার ইষ্ট-দেবতার নিকট ভিক্ষা করিলেন। ইহা অবলম্বনে যে সকল দুঃখ ও অপ্রেম দূর হইবে ইহাও আশা দিলেন।

—o—

উপাসনা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

আচার্য্য বলেন, "যাঁহারা উপাসনা করেন না, তাঁহারা নিশ্চয়ই এখান হইতে পলায়ন করিবেন।"

বাস্তবিক উপাসনায় অবহেলা করিলে আমাদিগের আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি ও গতি নিশ্চয়ই রোধ হইয়া যায়। কখনই আমরা ধর্ম্মজীবনে জীবিত থাকিতে পারি না।

বাতাস বিনা যেমন প্রাণ বাঁচে না, আহার পান বিনা যেমন শরীর রক্ষা হয় না, শিক্ষা বিনা যেমন জ্ঞান অর্জ্জন হয় না, তেমনি ধর্ম্ম সাধন বা উপাসনা বিনাও আমাদের আত্মা কখনই বাঁচিতে পারে না। কারণ ইহা যে ধর্ম্মজীবন গঠনের একমাত্র উপাদান।

কেহ কেহ বলেন শরীর রক্ষার জন্য যেমন ক্ষুধা অনুভূত হয়, বিদ্যাশিক্ষার জন্য যেমন জ্ঞান পীপাসা মানবের স্বাভাবিক, ধর্ম্মসাধন বা উপাসনার জন্য মন ত তেমন ক্ষুধা পিপাসা অনুভব করে না।

ইহার কারণ আর কিছুই নয়, শরীর রক্ষার জন্য অতি শৈশব হইতে আহার পান করিতে যেমন অভ্যাস করা হয়, বাল্যকাল হইতে শিশুদিগের শিক্ষা বিধানের জন্য যেমন যত্ন করা হয়, উপাসনা শিক্ষা বা সাধনের জন্য ত

তেমন আয়াস করা হয় না, তাই আমাদিগের ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে ক্ষুধামান্দ্য রোগ উপস্থিত হয়, এবং ক্রমে উপাসনায় অরুচি জন্মাইয়া ধর্ম্মজীবন একেবারে মৃতপ্রায় হয়। তাহার ফলে ক্রমে অবিশ্বাস, অধর্ম্ম, পাপ, দুর্নীতি, দুরাচার, নাস্তিকতা ও ধর্ম্মহীনতা আসিয়া আমাদিগের অধ্যাত্ম-জীবন একেবারে ধ্বংস করিয়া থাকে।

কোন ভূমিকে কর্ষণ করিয়া তাহাতে পুষ্পের বীজ রোপণ করিলে যেমন তাহা পুষ্পোদ্যানে পরিণত হয়, কিন্তু তাহাকে কর্ষণ না করিলে কিম্বা কর্ষণ করিয়া উত্তম বীজ বপন না করিলে, তাহাতে আগাছা ও কণ্টকবৃক্ষই জন্মাইয়া থাকে এবং তাহা নানা প্রকার হিংস্র জন্তুর আবাসরূপ ভয়ঙ্কর কণ্টকবনে পরিণত হয়। ঠিক তেমনি আমাদের আত্মা ও মন ধর্ম্মসাধনে বা উপাসনা সাধনে যদি শিক্ষিত দীক্ষিত বা কর্ষিত না হয়, ইহারও দুর্গতি সেইরূপ হইবেই হইবে।

আমরা শৈশব হইতে শিশুদিগকে শিক্ষা দান করি বলিয়াই তাহারা শিক্ষিত হয়, কিন্তু যাহারা সুশিক্ষা না পায় তাহারা মূর্খ হইয়া থাকে। তেমনি শৈশব হইতে ধর্ম্মশিক্ষা বা উপাসনা শিক্ষা দিতে আমরা অবহেলা করি বলিয়াই, আমাদের ছেলে মেয়েরা উপাসনা সাধনে যে কেবল বীতরাগী হয়, তাহা নহে, ধর্ম্মদ্রোহী হয় ও তাহার যে ভীষণ কুফল তাহাই তাহাদের জীবনে ফলিয়া থাকে।

বিশেষতঃ যে মণ্ডলীর ভিত্তি একমাত্র ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মের নামে যে সমাজ গঠিত, ব্রহ্মোপাসনা যাহার প্রাণ ও জীবনের অন্ন পান, সে মণ্ডলী যদি উপাসনা বিহীন হয়, তাহার দুর্গতি এবং অধঃপতনের আর শেষ নাই।

তাই বলি অতি শৈশব হইতেই আমাদিগের সন্তান সন্ততিগণ যাহাতে উপাসনা সাধনে ও প্রার্থনা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়, সে বিষয়ে সকল পিতামাতারই বিশেষ মনোযোগী হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য।

জ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া আমাদিগের ছেলে মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পারদর্শিতা লাভ করে ও উন্নত হয় যেমন আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, তেমনি যাহাতে তাহারা ধর্ম্মে উন্নত হয়, যদিও আমরা ইহা ইচ্ছা করি বটে, কিন্তু সে বিষয়ে কই আমরা শিক্ষা দিতে তেমন মনোযোগী হই?

আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ, শৈশবে শুনিলেন, "প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর" এবং স্বাভাবিক আত্মজ্ঞানে তাহা ব্রহ্মবাণী বোধে উপলব্ধি করিয়া অনুসরণ করিলেন এবং তাহা হইতেই তাঁহার জীবনে ক্রমে ক্রমে নববিধান মূর্ত্তিমান হইল, তেমনি প্রত্যেক মানবজীবনেই জীবনদাতা ঈশ্বর কথা কহিয়া প্রার্থনা ও উপাসনা করিতে বলেন, কিন্তু আমরা শুনিয়াও তাহা শুনি না বলিয়াই ক্রমে আমাদিগের আত্মিক শ্রবণশক্তি বধীর হইয়া যায়, এবং সাধনা বা আধ্যাত্মিক ব্যায়াম অভাবে আমাদিগের ধর্ম্মজীবন স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে না। অতএব আশৈশব ধর্ম্মাচরণ দ্বারা বা উপাসনা সাধন দ্বারা যাহাতে আমরা ধর্ম্মজীবনে বাঁচিতে পারি, সর্ব্বান্তঃকরণে যেন তাহারই চেষ্টা করি। এ বিষয়ে কিছুতেই যেন আর উদাসীন না হই বা উপেক্ষা না করি।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বিধানের মৌলীক অর্থ।

বিধানের অর্থ বিধি, বিধির অর্থ বাঁধন। যাহা দ্বারা আমাদের জীবনকে স্বেচ্ছাচার ও অবৈধ শিথিলতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, অনীতি ও অসংযত ভাব হইতে ধর্ম্মবন্ধনে বাঁধিয়া রাখে তাহাই বিধান। ধর্ম্ম শব্দের অর্থ ধরা, বিধান শব্দের অর্থ বাঁধা। ধর্ম্ম দ্বারা আমরা ধরা পড়ি, কিন্তু বিধান মানিলে আমরা একেবারে বাঁধা পড়িয়া যাই। স্বেচ্ছাচারী মানবকে ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিবার জন্যই বিধাতা ধর্ম্মবিধান প্রেরণ করেন। অতএব, বিধান মানিলে আমরা কখনই যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারি না; স্বেচ্ছাচারী হইয়া আপনাপন ইচ্ছামতে যাহা খুসী তাই করিয়া চলিতে পারি না। বিধানে বিশ্বাসী হইলে বিধাতার যাহা বিধি, ঠিক সেই মত চলিতে, বলিতে, কাজ করিতে হয়। স্বইচ্ছায় আমাদিগের চলিবার ফিরিবার উপায় নাই। এই জন্য প্রত্যেক বিধানেই জীবন যাপনের কতকগুলি বিধি প্রেরিত হয়।

বিধান-বিশ্বাসী কে?

হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সকল ধর্ম্মবিধানেরই নির্দ্দিষ্ট বিধি আছে, যিনি যে বিধি অনুসারে জীবন যাপন ও পরিবার সাধন করেন তিনি সেই বিধান-বিশ্বাসী বলিয়া পরিচিত হন। বর্ত্তমান যুগ-ধর্ম্মবিধানও বিধাতার বিধিতে সংগঠিত। তাই নববিধানের বিশ্বাসীদিগের জন্যও বিধাতা নবসংহিতা প্রেরণ করিয়াছেন। যদিও ইহার অক্ষর আমরা ঈশ্বরের বলিয়া মানি না, কিন্তু ইহার প্রত্যেক নীতি ও বিধি জীবন্ত ঈশ্বরের প্রেরণা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আমাদিগের জীবনের দৈনন্দিন সাধন এবং পারিবারিক ও সামাজিক কার্য্য কলাপ ব্যবস্থাপিত ও নিয়মিত করিতে হইবে। যদি তাহা না করি আমরা স্বেচ্ছাচারী বা উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া

শাসিত এবং তিরস্কৃত হইব। লক্ষণ দ্বারাই বিধান-বিশ্বাসীর পরিচয় হয়। কেবল সময়ে সময়ে এক আধটী অনুষ্ঠান করিলেই নববিধান-বিশ্বাসী বলিয়া আমরা পরিচিত হইতে পারিব না। নবসংহিতা নির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে যদি আমরা দৈনিক জীবন যাপন করি; স্নান, আহার, নিদ্রা, ব্যায়াম, পাঠ, গৃহকর্ম্ম, বিষয়-কর্ম্ম, ধর্ম্মকর্ম্ম, সাধন, ভজন, দান, সেবা, ব্রতপালন ইত্যাদি সমুদয় সংহিতা-নির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে করি, তবেই আমরা নববিধান-বিশ্বাসী, নতুবা নই।

"একমেবাদ্বিতীয়ম্"।

এক ব্রহ্মই আছেন, আর কিছুই নাই, এই অর্থে প্রাচীন বিধান-বিশ্বাসী ঋষিগণ ক্রমে অদ্বৈতবাদী হইলেন। এক ব্রহ্মসত্তা বিনা আর অন্য কিছুর অস্তিত্বই যখন নাই, তখন এক তিনিই বস্তু আর সকলই অবস্তু, অবস্তুর আর অস্তিত্ব কোথায়? সুতরাং জীব, সৃষ্টি, সংসার সকলই মায়া প্রপঞ্চ, কিছুই কিছু নয়, এই বোধে সকলই উড়াইয়া দিলেন, তাহাতেই ব্রহ্মকে "এক-মেবাদ্বিতীয়ম্" বলিয়া উপলব্ধি করিলেন। যাঁহারা দ্বৈত-বাদী তাঁহারাও তাঁহাকে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিলেন সত্য, কিন্তু জীব এবং সৃষ্টি তাঁহারই লীলা বা তাঁহারই বিভূতি বা বিকাশ বলিয়া স্বীকার করিলেন। নববিধানও ব্রহ্মকে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিয়া বিশ্বাস করেন, কিন্তু তাঁহার লীলা সৃষ্টির অস্তিত্ব বা সন্তানগণের ব্যক্তিত্ব অস্বীকার করেন না। তবে তাঁহারা তাঁহারই শক্তিতে রক্ষিত, তাঁহারই অনুপ্রাণনায় অনুপ্রাণিত। তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব আছে, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য বা "আমিত্ব" নাই। তাই ব্রহ্মকে যথার্থ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিয়া বিশ্বাস করিলে, আমার স্বতন্ত্র আমিত্বকে উড়াইয়া দিতে হয়। তাঁহাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারি না, তিনিই আমার প্রাণ, তিনিই আমার জ্ঞান, তিনিই আমার অমর জীবন, তিনিই আমার রক্ষক প্রতিপালক, তিনিই আমার উপাস্য উদ্দেশ্য, তিনিই আমার আমি, তাঁহা ছাড়া আমার আর কিছুই নাই, আমার বলিতে যাহা কিছু তাহা তাঁহারই দ্বারা অধিকৃত হইয়া আমার স্বতন্ত্র আমিত্ব শূন্য করে, তাঁহারই পুণ্যময় সত্তায় আমাকে পূর্ণ করিয়া তদ্গত, তন্ময় আনন্দে মগ্ন করে। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিয়া ইহাই যেন আমরা উপলব্ধি করিতে পারি।

শ্রীদরবারের অনুশাসন।

[শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের দেহাবস্থান কালে]

২৪শে আষাঢ়, সোমবার, ১৮০১ শক।—প্রচারকগণের মধ্যে পরস্পর যোগের অভাব এবং বিধান সম্বন্ধে আনুগত্যের অভাব বিষয়ে কথোপকথন হয়।

৩১শে আষাঢ়, সোমবার।—১। প্রচারকগণের সহিত আচার্য্য মহাশয়ের কোন্ কোন্ বিষয়ে মতভেদ আছে তাহা স্থির করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

২। প্রতিজনে প্রত্যেক বিভাগের কোন্ কোন্ কার্য্য তাঁহার অভিমত ও তাঁহার অনভিমত তাহা তাঁহা দ্বারা মীমাংসিত করিয়া লইবেন।

৩। পরিবারের মধ্যে ব্রত লইয়া ধর্ম্মসাধন করা উচিত।

৪। যাঁহারা আপন পরিবারের জন্য চিন্তা করেন তাঁহাদিগের প্রতি কম দৃষ্টি রাখা হইবে, আর যাঁহারা কিছুই চিন্তা করেন না তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৫। আচার্য্য মহাশয়ের প্রস্তাব যে তাঁহার পরিবারকে নিশ্চিন্ত করিবার জন্য সভা হইতে কোন বিধান করা হয়।

৬। এই সমুদায় প্রস্তাব স্বীকৃত হয় নাই।

৭ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৮০১ শক।—বর্ত্তমানে ধ্যানধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এতৎসম্বন্ধে কথোপকথন হইল।

১৩ই শ্রাবণ, সোমবার, ১৮০১ শক। আচার্য্য মহাশয়কে কতদূর মান্য করা হইবে, কতদূর কথা শুনা হইবে ইহা নির্দ্দিষ্ট রাখা কর্ত্তব্য। এতৎসম্বন্ধে কথোপকথন হইল।

১৭ই ভাদ্র, সোমবার, ১৮০১ শক।—ব্রাহ্মধর্ম্ম এখনো হয় নাই, এই মনে করিয়া নূতন পবিত্র সতেজ ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপন করা, ঈশ্বরের মুখে যে কথা শুনিব তাহা অভ্রান্ত মনে করা, তাঁহার বলে কার্য্য করা, পরস্পরের প্রতি অটল বিশ্বাস সংস্থাপন করা, নূতন প্রণালীতে বক্তৃতাদি প্রদান করা। মহাত্মা রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম একাকী সাধন, মহর্ষি দেবেন্দ্র বাবুর ধর্ম্ম স্ত্রীকে ছাড়িয়া ধর্ম্মকে গৃহে আনয়ন, বর্ত্তমানে সস্ত্রীক ধর্ম্ম-সাধন; সুতরাং এই বৈশিষ্ট্য অনুসারে স্ত্রীগণকে আনয়ন করা; মহাপুরুষগণের আত্মার সহিত যোগ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করা, প্রত্যেক কার্য্য স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট থাকা একান্ত প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে কথোপকথন হইল।

ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের আত্ম-কথা।

আমরা সংসারে আসিয়াছি অর্থোপার্জ্জন করিতে নয়, কিন্তু ভিক্ষার মহিমা দেখাইতে। সংসারের অন্ন পৃথিবীর চাল আমরা স্পর্শ করিব না, লক্ষ্মীর হাতের দেওয়া অন্ন কেবল আহার করিব। ভিক্ষা করিতে দাও। ভারতের সেবা করিয়া ভিক্ষার অন্নে জীবন ধারণ করিব। ভিক্ষা করিয়া শরীর রক্ষা করি। ভিক্ষু-কের বংশ ধন্য ভিক্ষাতে আমাদের পরিত্রাণ।

আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন পৃথিবীর লোভ বাসনা ত্যাগ করিয়া ভিক্ষার সাত্ত্বিক অন্ন উদরে দিয়া শরীরকে শুদ্ধ করিতে পারি।—"ভিক্ষাব্রত"।

***

ভগবান, মানুষ কেন স্বতন্ত্র হয়? হৃদয়ের সুর এক কর। এই ঘরে যতগুলি মানুষ সকালে ঢোকে কাহারো বাদ্যের সঙ্গে কাহারো মিলে না। মা সুসঙ্গীত যে হইল না।

ভাইয়ের সঙ্গে সুর মিলাইয়া লই, লইয়া তোমার সঙ্গে মিলাই। একখানি সুর, একটী বাদ্যযন্ত্র যেন বাজিবে।

মা, তুমি যদি মিলনের দেবী হইয়া আসিয়াছ, তবে সুর কয়টা এক করিয়া দাও। ভাইদের সুরে আমার গলা। আমাদের স্বতন্ত্রতা আর রাখিও না। আমরা এক সুরে গান শুনাইতে আসিয়াছি।

আমরা ভাইদের সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া তোমার সঙ্গে এক করি। একখানি সুর একটি বাজনা বাজুক।—"এক সুর"।

***

হরি, শোক বিপদের চরণে কোটী নমস্কার। অনেক শিক্ষা পেয়েছি জীবনে। জীবনটী যে হয়েছে, এর গড়ন আধখানি শোকে, আধখানি সুখে। তা না হলে এটুকু মহত্ব থাকৃত না জীবনে। এমন করে মা বলে তোমাকে ডাকৃতে পারতাম না।

দয়াময়, দুঃখ কষ্ট দাও, পরীক্ষা দাও এ কথা বলতে পারি না, কিন্তু এই বলি তুমি যা যা দিয়াছ, তাতে খুব ভয়ানক বিপদও মনে কৃতজ্ঞতা উদ্দীপন করে।

দুঃখ পেলেও মানুষ বলতে পারবে না যে বিষের পাত্রটা মুখের কাছ থেকে সরাও। ঠাকুর, এ রকম শিক্ষা না পেলে আমরা কি যে হতাম বলতে পারি না। তুমি যা পাঠাও তা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করি।—"দুঃখের হরি"।

প্রবচন সংগ্রহ।

চীন প্রবচন।

গাছের খুব পাকা ফলও আপনি মুখে পড়ে না।

শুষ্ক তরুও বসন্তে পুনরায় মুঞ্জরিত হয়, কিন্তু যৌবন গেলে আর ফিরে না।

কেন্‌বার সময় যেমন গুণে গেঁথে নাও, বেচবার সময়ও গুণে গেঁথে দিও।

তিরস্কার ভুলতে অনেক দিন যায়।

যদি ঠক্‌তে না চাও, তিন জায়গায় যাচাই কর।

যার মুখে হাসি নাই, সে যেন না দোকান খোলে।

এক স্ফুলিঙ্গে সহস্র পাহাড়ে আগুন লাগে।

জাপানী প্রবচন।

যুদ্ধান্তে লাঠি কাটা।

সাতবার পড়েও, একবার উঠ।

বাঘকে আবার ডানা দেওয়া?

মুখ লুকালেও, লেজ গুটায় না।

হৃদয়টা তিন বছরেও যা, ষাট বছরেও তা।

বাঘকে ফকীর বেশ পরাণ?

মূর্খতা আর ভালবাসা রোগের ঔষধ নাই।

মরা গাছে ফুলের শোভা।

একটী পাদবিক্ষেপেও সহস্র মাইল পথের আরম্ভ হয়।

মালয় প্রবচন।

জোঁকটাও সাপ হতে চায়।

বাঘের কাছে বাছুর পোষা।

দুই সপত্নীতে ঘর করা, আর দুই বাঘকে একখাঁচায় পোরা।

স্বপ্নের ঘোরে যুদ্ধ করা।

বৃষ্টির জলে কি কেহ লুন শুকাতে দেয়?

ডান পায়ে চিম্‌টি কাটলেও বাঁ পায়ে লাগে।

সূর্য্য কি কখনও কুলো দিয়ে ঢাকা যায়?

ছেঁড়া সুতা জোড়া যায়, কিন্তু ভাঙ্গা কয়লা জোড়া লাগে না।

বালুর উপর বৃষ্টি পড়া।

ময়ূরের নৃত্য কে দেখে জঙ্গলে?

জঙ্গুলে মুরগীকে সোণার থালায় খাওয়ালেও সে জঙ্গলের দিকেই দৌড়ায়।

কুকুরবাচ্ছা কি বেড়ালবাচ্ছা হয়?

হাঁসেও খায় না, মুরগীতেও ঠোকরায় না।

কুকুরকে যতই ভাত দাও, তবুও কি তুষ্ট হয়?

কলাগাছে দুবার ফল হয় না।

—০—

সিদ্ধার্থ গৌতম।—৪

এদিকে রাজা শুদ্ধোদন শুনিলেন যে, গৌতম সিদ্ধ হইয়া অলৌকিক জীবন পাইয়াছেন। শত শত লোক তাঁহার স্বর্গীয় উপদেশ শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ ও পবিত্র হইয়া যাইতেছে, পাপী সাধু হইতেছে, তখন রাজা তাঁহাকে দেখিবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। অতঃপর তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, "বৃদ্ধ রাজা তোমাকে একবার দেখিতে চান। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহাকে একবার দেখা দিয়া যাও।" গৌতম পিতার এই সস্নেহ বচনে বিগলিত হইলেন এবং সাঙ্গ পাঙ্গ সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে কপিলাবস্তু নগরীতে উপনীত হইলেন। তিনি ব্রহ্মচর্য্য ও বৈরাগ্যের নিয়মানুসারে সহরের প্রান্তরের বনমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া সহরে বাহির হইলেন, ইহা রাজা শুদ্ধোদনের কর্ণগোচর হইল। তিনি অতি দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়া প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া দেখিলেন যে, সত্যই গৌতম সশিষ্য ভিক্ষা করিতেছেন। তিনি পুত্রের এই অবস্থা দেখিয়া ভিক্ষা করা রাজপুত্রের উপযুক্ত নয় বলিয়া তাহা ত্যাগ করিতে

পুত্রকে অনুরোধ করিলেন। ইহাতে বুদ্ধ পিতাকে ধর্ম্মের সার কথা বলিলেন, "প্রবুদ্ধ হও, নিদ্রিত থাকিও না, পবিত্র জীবন লাভে যত্নবান হও, যাহারা ধর্ম্মপথে বিচরণ করে তাহারা ইহকাল পরকালে পরম আনন্দ সম্ভোগ করে। অতএব সংসারের পাপজীবন পরিত্যাগ করিয়া সাধু জীবনের অনুসরণ কর। যাহারা সৎপথে থাকে তাহারা ইহপরে পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়।" রাজা শুদ্ধোদন ইহার ভাবার্থ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

কিন্তু মহারাজা শুদ্ধোদন কুমারের কথায় কোন উত্তর না দিয়া তাঁহার ভিক্ষাপাত্র স্বয়ং হস্তে লইয়া গৌতমকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। মাতৃস্বসা ও বিমাতা গৌতমী ও অপরাপর রমণীগণ তাঁহাকে দেখিয়া অবিরল বেগে গোপনে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। আর এক একবার কুমারের প্রতি চাহিয়া দুই এক কথা বলিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে গোপা কিন্তু অনুপস্থিত।

গৌতম সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াছেন বটে, কিন্তু গোপার নির্ম্মল প্রণয় বিস্মৃত হন নাই। সহধর্ম্মিণী আসেন নাই বলিয়া তিনি দুই অন্তরঙ্গ শিষ্য সঙ্গে পত্নীর গৃহাভিমুখে গমন করিতে উদ্যত হইলেন, তিনি প্রথমে শিষ্যদ্বয়কে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, যদি এই রমণী আমায় স্পর্শ করেন তবে তোমরা কোনরূপে বাধা দিবে না। বাস্তবিক গোপা গৌতমকে দেখিয়া একেবারে বিশুদ্ধ প্রেমে বিগলিত হইয়া গেলেন, সাত বৎসরের বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ক্ষণমাত্র দর্শনেই ভুলিয়া গেলেন এবং দৌড়িয়া গিয়া স্বামীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পদধূলী লইলেন ও কাঁদিয়া ফেলিলেন।

বুদ্ধদেব কপিলাবস্তুতে কিছু গাঢ় প্রবাস করিলেন। গৌতমী গর্ভজাত বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দকে প্রথমে তিনি সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। শাক্যসিংহ আবার কিছুদিন পরে ভিক্ষার্থ রাজভবনে আসিয়াছেন, এমন সময় গোপা রাহুলকে উত্তম উত্তম পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া দিয়া বলিলেন, "তুমি পিতার নিকট গিয়া পৈতৃক ধন চাও।" রাহুল এই কথা শুনিয়া বলিল, "মা পিতা কে তাহা ত আমি জানি না। আমি এক রাজাকেই চিনি, কে আমার পিতা?" গোপা অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ যে উজ্জ্বল কান্তি সন্ন্যাসী দেখিতেছ, উনিই তোমার পিতা। বল গিয়া যে "পিতঃ, আমি তোমার পুত্র, আমি তোমার এই বংশের প্রধান, অতএব আমাকে তুমি তোমার অধিকার দান কর।" "পিতা, আমি তোমায় দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি," রাহুল সেই কথাই বলিল, কিন্তু বুদ্ধদেব তাহার কথায় বড় কর্ণপাত করিলেন না, উদ্যানে চলিয়া গেলেন, বালকও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। নাছোড়বন্দা আবার সেখানে গিয়া তাঁহাকে ঐ কথা বলিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল।

তখন তিনি মনে করিলেন আমি বোধিদ্রুমতলে যে সম্পত্তি পাইয়াছি, আমি ইহাকে তাহারই অধিকারী করিয়া, ইহাকে আধ্যাত্মিক জগতের উত্তরাধিকারী করিয়া যাইব।

তখন গৌতম অন্তরঙ্গ শিষ্য শারিপুত্রের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "এই বালকের মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিয়া ইহাকে দলভুক্ত কর।" এদিকে রাজা শুদ্ধোদন কুমার রাহুলেরও মস্তক মুড়াইয়া দলভুক্ত করিয়া লইয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইলেন, তাঁহাকে গিয়া বলিলেন, পিতা মাতার অনুমতি ব্যতীত তুমি কোন সন্তানকে ভিক্ষুপদে অভিষিক্ত করিবে না এইটী প্রতিজ্ঞা কর। শাক্য বুদ্ধ পিতার এই কথায় স্বীকৃত হইলেন। পরে তপোধন শাক্য এখানে যতদিন ছিলেন প্রায় পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিতেন। এখান হইতে তিনি পুনরায় রাজগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে অনোমা নদীতীরে অনুপ্রিয় নামক চূতবনে কিছুদিন বাস করিলেন। এই স্থান হইতেই তিনি ছন্দককে বিদায় দেন এবং এই নদীতে অবগাহন করিয়া প্রথম সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন।

যখন তিনি কপিলাবস্তু হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন আনন্দ, দেবদত্ত, অনিরুদ্ধ ও উপালী তাঁহার সঙ্গে চলিয়া আসে। তৎকালে রাজা শুদ্ধোদনের আর তিন সহোদর জীবিত ছিলেন। শুক্লোদন, অমৃতোদন ও ধৌতদন। শুদ্ধোদন সর্ব্বসমেত চারি ভ্রাতা। শুক্লোদনের পুত্র আনন্দ ও দেবদত্ত। অমৃতোদনের দুই পুত্র, মহানাম ও অনিরুদ্ধ। উপালী এক নরসুন্দর তনয়। উপরি উক্ত চারি ব্যক্তিকে এই স্থানে দীক্ষিত করিয়া তিনি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত দিলেন। যদিও নির্ব্বাণতত্ত্বের দার্শনিক অংশ কঠিন, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের পবিত্রতা, শান্তি, অমরত্বলাভ, নিত্য আনন্দ, গভীর প্রেম ও জীবে দয়া প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ভাব লোকের চিত্তকে অতিশয় তৃপ্ত ও সুখী করিত, বিশেষতঃ গৌতমের উচ্চ জীবনের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্তে লোকে আরও মুগ্ধ হইয়া যাইত।

অনন্তর তিনি সশিষ্য রাজগৃহে দ্বিতীয়বার বাস করিলেন, অনাথপিণ্ডদ নামে একজন ধনী যুবা তাঁহার উপদেশে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শ্রাবস্তি নামক প্রাচীন নগরে অনাথপিণ্ডদ "জেতবন" নামে একটী সুন্দর উদ্যানে বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

সেখানকার রাজা প্রসেনজিৎ স্বয়ং এই ধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও অনেক প্রজাকে বৌদ্ধ মতাবলম্বী করেন। তথাগত এই শ্রাবস্তিতে ক্রমান্বয়ে বর্ষার সময় চারিবার বিহার করিয়াছিলেন। এইখানেই বৌদ্ধধর্ম্মের মূল গ্রন্থ ত্রিপেটক প্রথম সূত্র সকল বিসদরূপে ব্যাখ্যা করেন এবং আপন পুত্র রাহুল বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, অষ্টাদশ বর্ষে তাঁহাকে ভিক্ষুপদে অভিষিক্ত করেন। তাঁহাকেই মহা-রাহুল সূত্র বিষয়ে উপদেশ দেন। রাহুল বড় তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ছিলেন, ধর্ম্মের উচ্চ তত্ত্ব বিষয়ে তিনি অনেক প্রশ্ন করেন এবং বুদ্ধ তাঁহাকে যে উপদেশাবলি দান করেন তাহা "রাহুল-সূত্র" নামে পরিচিত হইয়াছে।

ধর্ম্মপদ।

যক্ষ আলবক শাক্যমুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবান, এই ভূমণ্ডলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্পদ কি? কি করিলে সর্ব্বোচ্চ সুখ লাভ করা যায়? মধুর হইতে সুমধুর বস্তু কি? এবং কি ভাবে জীবিত থাকিলে লোকে স্বর্গীয় জীবন বলিতে পারে?

শাক্য বলিলেন, এই ধরণীতলে বিশ্বাসই মানবের পরম সম্পদ, ধর্ম্মাচরণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখ, সত্যই সকল বস্তু হইতে সুমধুর, দিব্যজ্ঞান লাভই শ্রেষ্ঠ জীবন।

আলবক পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, হে ভগবান্, কিরূপে এই দুস্তর ভবসাগর পার হওয়া যায়? কিরূপেই বা এই বিস্তীর্ণ জীবনসমুদ্র উল্লঙ্ঘন করা যায়? কি প্রকারে দুঃখ জয় করিতে হইবে এবং কি প্রকারেই বা মনুষ্য বিশুদ্ধ হইবে?

মহাসত্ত্ব বুদ্ধ বলিলেন, বিশ্বাসের দ্বারা মনুষ্য ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবে। অনুরাগের দ্বারা জীবনজলধি পার হইবে, সাধন সহকারে দুঃখ জয় করিবে। নির্ম্মল জ্ঞান দ্বারা মনুষ্য বিশুদ্ধ হয়।

আলবক বলিলেন, প্রভো, কিরূপে সম্বোধি প্রাপ্ত হওয়া যায়? কি প্রকারে প্রকৃত ধন লাভ হয়? কিরূপে প্রশংসা-ভাজন হইতে পারা যায়? কিরূপেই বা মনুষ্য আপনি আপনার বন্ধু হইতে পারে, আর কিরূপে বা মনুষ্য ইহলোক হইতে সুখে আনন্দে শোকবিহীন হইয়া পরলোকে যাইতে পারে?

বুদ্ধদেব বলিলেন, যে বিশ্বাস করে যে বুদ্ধধর্ম্মই নির্ব্বাণ-লাভের একমাত্র উপায়, সে সম্বোধি প্রাপ্ত হইবে। তিনি অনুরাগী ও সূক্ষ্মদর্শী হওয়াতে তাঁহার ইচ্ছা সম্বোধি লাভের অনুকূল হয়।

যে কেবল কর্ত্তব্য সম্পাদন করে, তাহার উপর যে গুরুভার অর্পিত হয় তাহা অনায়াসে বহন করে ও তাহাতে যত্নবান্ হয়, সেই প্রকৃত ধন উপার্জ্জন করে। সত্যের দ্বারা মনুষ্য যশ লাভ করে, এবং প্রেমের দ্বারা মানুষ আপনি আপনার বন্ধু হয়।

যে গৃহস্থ বিশ্বাসী ও যে চতুর্ব্বিধ ধর্ম্মে (অর্থাৎ সত্য, ন্যায়, দৃঢ়তা ও উদারতাতে) বিভূষিত, এতাদৃশ ব্যক্তি মৃত্যুকালে শোক বা দুঃখে মুহ্যমান হয় না।

মহাভারতের গল্প।

আড়ম্বরপূর্ণ যজ্ঞ ও বিনাড়ম্বরে সেবার তারতম্য সম্বন্ধে মহাভারতে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। রাজ্যলাভ করিয়া যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সঙ্গে যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, সেইরূপ যজ্ঞ নাকি আর কখনও হয় নাই এই বলিয়া যজ্ঞশেষে সকলেই যুধিষ্ঠিরের অতিশয় সুখ্যাতি করিতেছেন, এমন সময় একটি আশ্চর্য্য নকুল আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। উহার চক্ষু দুটি নীল; মাথা আর শরীরের এক পাশ সোনার। নেউল আসিয়া ঠিক মানুষের মত বলিতে লাগিল যে, "হে রাজা মহাশয়গণ! "উঞ্ছবৃত্তি নামক ব্রাহ্মণ যে ছাতু দান করিয়াছিলেন সে দান আপনাদের এ যজ্ঞের চেয়ে অনেক বড়।" ইহাতে সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া সেই বিবরণ কি জানিতে চাহিলে নেউল বলিতে লাগিল, "উঞ্ছবৃত্তি নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন; তাঁহার স্ত্রী, এক পুত্র ও পুত্রবধূ ছিল। ক্ষেত্রে শস্য কাটিয়া নিলে যাহা পড়িয়া থাকে, উঞ্ছবৃত্তি এবং তাঁহার পরিবার সেই শস্য মাত্র সংগ্রহ করিয়া আহার করিতেন; এইরূপে তাঁহাদের দিন যাইত।

"তারপর দেশে দুর্ভিক্ষ আসিল, ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট হইল, ব্রাহ্মণের কষ্টও বৃদ্ধি পাইল। তখন কোন দিন অতি কষ্টে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ আহার যুটিত, কোন দিন একেবারেই যুটিত না।

"এই সময়ে একবার সারাদিন ঘুরিয়া, শেষ বেলায় ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ যব পাইলেন। তাহাতে তাঁহার পরিবারের লোকেরা আহ্লাদিত হইয়া, সেই যবের ছাতু প্রস্তুত করিল। তারপর সকলে স্নান আহ্নিক অন্তে সেই ছাতু আহারের আয়োজন করিলেন।

"এমন সময় সেখানে এক অতিথি ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া উপস্থিত। ব্রাহ্মণ সেই অতিথিকে আদরের সহিত তাঁহার নিজের ছাতুর ভাগ আহার করিতে দিলেন; কিন্তু অতিথির তাহাতে তৃপ্তি হইল না।

"তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণী তাঁহার নিজের ভাগ অতিথিকে দিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার তৃপ্তি হইল না।

তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণের পুত্র তাহার নিজের ভাগ অতিথিকে দিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার তৃপ্তি হইল না।

"তখন ব্রাহ্মণের পুত্রবধূ তাঁহার নিজের ভাগ আনিয়া অতিথিকে দিলেন।

"ইহাতে সেই অতিথি পরম পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'হে ধার্ম্মিক! ঐ দেখ স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে; দেবতারা তোমার প্রশংসা করিতেছেন। এখন তুমি পরম সুখে সপরিবারে স্বর্গে চলিয়া যাও।"

"সেই অতিথি ছিলেন, স্বয়ং ধর্ম্ম। তাঁহার কথায় ব্রাহ্মণ স্ত্রী পুত্র এবং পুত্রবধূ সহ তখনই স্বর্গে চলিয়া গেলেন। তারপর আমি গর্ত্ত হইতে উঠিয়া, সেই অতিথির পাতের উপর গড়াগড়ি দিতে লাগিলাম। তাহাতেই এই দেখুন, আমার অর্দ্ধেক শরীর স্বর্ণময় হইয়া গিয়াছে।

"সেই অবধি আমি, আমার অবশিষ্ট শরীরটুকু স্বর্ণময় করিবার আশায় যজ্ঞস্থান দেখিলেই তাহাতে গড়াগড়ি দিয়া থাকি। আজ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের কথা শুনিয়া, অনেক আশায় এখানে আসিয়া গড়াগড়ি দিলাম; কিন্তু আমার শরীর সোনার হইল না! তাই বলিতেছি যে, সেই গরীব ব্রাহ্মণ যে আপনাকে

ছাতু খাওয়াইয়াছিল, তাহা ইহার চেয়ে বড় কাজ।" এই বলিয়া সেই নেউল তথা হইতে প্রস্থান করিল।

উষাকীর্ত্তন।

(জয়) ব্রহ্ম, প্রজ্ঞা, জিউভা, গড্, খোদা, হরি, মায়ের জয়।
যে যেই নামে ডাকি না তাঁয়,
এক বই আর দুই ত নয়।
(জয়) সত্য-জ্ঞান-অনন্ত, প্রেমময়-অদ্বৈত,
শুদ্ধমপাপবিদ্ধ ব্রহ্ম আনন্দময়।
(জয়) বেদা-বেস্তা, বিজ্ঞান, ললিতবিস্তর, পুরাণ,
বেদান্ত, কোরাণ, বাইবেল সর্ব্বশাস্ত্রে একই কয়।
সপ্তস্বরূপ মা এক জন, সর্ব্বভক্ত এক-সন্তান,
সর্ব্বশাস্ত্রে এক বিধান, এই ত নববিধান হয়।
লয়ে প্রাণে সর্ব্বজনে, সর্ব্বসমন্বয় সাধনে,
লভিব নববিধানে, জীবন ব্রহ্মানন্দময়।
জয় সচ্চিদানন্দ, জয় জয় ব্রহ্মানন্দ,
জয় নববিধান পবিত্র-আত্মার জয়।

ভক্তপ্রসঙ্গ।

বাবা বড় যাত্রা ভালবাসিতেন। কমলকুটীরে একবার "শ্রীচৈতন্তের সন্ন্যাস" মতি রায়ের যাত্রা অভিনয় হয়। সেই তাঁর শেষ যাত্রা দেখা। শ্রীচৈতন্তের সন্ন্যাস অভিনয় দেখিয়া তার কয়েক দিন পরে তিনি মস্তক মুণ্ডন করেন। প্রহ্লাদ নাপিত নামে সেন পরিবারের বহু পুরাতন এক নাপিত ছিল। আচার্য্যদেবের মস্তক মুণ্ডন করাতে সকলের নিকট সেই নাপিত অত্যন্ত তিরস্কৃত হইয়াছিল। স্বর্গীয় তারক সরকার মহাশয় বলিয়াছিলেন, "তুই কি বলিয়া তাঁর মস্তক মুণ্ডন করিলি, এমন সুন্দর কেশ কেন কাটিলি?" সেই অবধি সে নাপিত আর কাহাকেও কামাইতে যায় নাই। পরে শুনিলাম সে ভবলীলা সাঙ্গ করে পরলোকে গিয়াছে। সাধু ভক্তের [illegible] যে হাত দিয়েছে, তার জীবন পাপমুক্ত হইয়াছে।

আচার্য্যদেব [illegible] প্রথম কমলকুটীর ক্রয় করিলেন। ঠাকুর মাকে ডাকি[illegible] বিষয় জানাইয়া প্রণাম করিলেন। প্রতিদিন [illegible] মেয়েকে লইয়া আহার করিতেন। শেষ বেলায় [illegible] ভাতে ও মোটা চাউলের ভাত খেতে চেয়েছিলে[illegible]।

পিতৃদেব [illegible] সিমলা পর্ব্বতে গিয়াছিলেন ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে, বাবা আমা[illegible] বলেন, "তুই প্রার্থনা লেখ", আমি বলিলাম, "অত [illegible] আমি তো লিখতে পারি না।" তিনি বলিলেন, "চে[illegible] পারবি।" আমি তখন হইতে প্রতিদিনের প্রার্থনা লিখিতে চেষ্টা করিলাম। বৌ ও আমি একদিন ছোট শিশু সুধা ও সুনন্দকে স্নান করাইয়া দুইটি ঢাকা মশারী দিয়া শোয়াইয়া রাখিয়াছিলাম। বাবা স্নান করিয়া সেই স্থান দিয়া নিজের ঘরে যাইতেছিলেন, শিশু দুটিকে দেখিয়া বলিলেন, "এই রকম অনেক গুলি হয় তেল লুন মেখে চট্‌কাইতে ইচ্ছা হয়।"

শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী।

"মার অনুগ্রহ"।—শ্রীকেশবচন্দ্রের সঙ্গ।

শ্রীকেশবচন্দ্র তখন আলবার্ট হলের আফিসে প্রায় অনেক দিনই অপরাহ্নে চোগাচাপকান পরিয়া আসিয়া বসিতেন। কিছু লেখা পড়া করিতেন, কিম্বা কেহ দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসিলে সেখানেই দেখা সাক্ষাৎ করিতেন।

তখন আমার মনে আছে আমি মনের আবেগে একদিন তাঁহাকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলাম, "ঈশ্বরকে দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, হরি ইত্যাদি নামে কি অভিহিত করা যায় না? দুর্গা মানে ত যিনি দুর্গতি নাশ করেন, কালী মানে যিনি কালভয় নিবারণ ক[illegible]রি মানে ত যিনি পাপ হরণ করেন।"

এই প্র[illegible]তঃই আমার মনে উদয় হইয়াছিল। আমার পিতৃদেব ও মাতৃদেবী নিষ্ঠাবান নিষ্ঠাবতী দুর্গাভক্ত ছিলেন, তাঁহাদের প্রভাবেই ঈশ্বরের মাতৃভাব আমার প্রাণে শৈশব হইতেই সঞ্চারিত হয়। তাই এই প্রশ্ন আমার মনে উদয় হওয়া আত্মজ্ঞান সম্ভূত।

যাহাহউক, আশ্চর্য্য এই, সেই সময়েই ব্রহ্মানন্দের প্রাণে ব্রহ্মের মাতৃভাব স্বাভাবিক ভাবে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। আমার পত্রের যদিও আমি লিখিত কোন উত্তর পাইলাম না সত্য, কিন্তু তাহার পর হইতেই ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে হিন্দু দেব দেবীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যান আরম্ভ হইল?

"শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রভাবেই কেশবের মনে ব্রহ্মের মাতৃভাব সঞ্চারিত হয়", এই কথা যাঁহারা বলিয়া বেড়ান এই ঘটনা হইতেই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যে কত ভুল তাহা বুঝা যাইবে। প্রকৃত কথা এই, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রাণ সর্ব্বক্ষণই ব্রহ্মোন্মুখীন ছিল, তাঁহার জীবন সর্ব্বদাই ব্রহ্ম পরিচালনায় পরিচালিত। সুতরাং ব্রহ্ম যখনই তাঁহার প্রাণে যে ভাব সঞ্চারিত করিতেন, তাহার উপযোগী ভাব যেখানেই পাইতেন তিনি প্রাণের সহিত গ্রহণ করিতেন। সত্যই তিনি "সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম" দর্শন করিতেন এবং যাহার ভিতর দিয়া যাহা পাইতেন, তাহা ব্রহ্মেরই বাণী মনে করিয়া গ্রহণ করিতেন। ধন্য তাঁহার উদার প্রাণ।

কোচবিহার বিবাহের আন্দোলন উপলক্ষেই প্রথম আমার ব্রহ্মানন্দের সঙ্গ লাভ হয়। তখন হইতেই বিধাতা আমাকে

তাঁহার সঙ্গী করিয়া দিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে আমি তাঁহার বিরুদ্ধ ভাবাপন্নই ছিলাম। তাঁহার অনুগামী ছাত্রদলের সঙ্গে আমিও ক্রমে তাঁহার বিশেষ কৃপাদৃষ্টি লাভ করি। সকলকেই তিনি অতিশয় ভালবাসিতেন, আমাদিগকে "আশার দল" বলিয়া আমাদের সম্বন্ধে কতই আশা করিতেন। এক একজনকে যখন নাম ধরিয়া ডাকিতেন সে ডাকই যে কি মিষ্ট বলিতে পারি না। আমাকেও যখন নাম ধরিয়া ডাকিতেন তাঁহার ভিতরও কিছু বিশেষত্ব ছিল, ইহা অনুভব করিয়া আমার কোন বন্ধু মাঝে মাঝে আমাকে সেই ভাবে সেই সুরে ডাকিতেন। বাস্তবিক যেন তিনি আমাকে একটু বেশী ভালবাসিতেন। জানি না তাঁর কেন এত বিশেষ দয়া আমার প্রতি হইল।

অনুগৃহীত।

নববিধান নাম হইল কেন ?—২।

পুরাতন ব্রাহ্মসমাজ বেদ বিহিত যে সত্য লইয়া পুষ্পের কোরকের মত দেখা দিয়াছিলেন নববিধান সেই সত্যের বিকাশ। কোরক ও বিকাশ উভয়ই স্বতন্ত্র অবস্থাপন্ন। Old Testment এর বিকাশ New Testament. বিকাশ ব্যতীত ফুলের পরিচয় হয় না।

শতদল যদি কোরকেই থাকিয়া যাইত, তাহা হইলে শতদলের ভাব ও নামও আসিত না। কোরক যখন ফুটিয়া উঠিয়াছে দিদৃক্ষু তখন তাহাকে শতদল বলিয়া চিনিয়াছে। দর্শন ব্যতীত পরিচয় হয় না। অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তর্নিবেশ ব্যতীত বিকাশ জ্ঞান আসেনা। দৃষ্ট ভাবে ভাবাপন্ন ব্যতীত প্রকৃত New Testament কয় জন বুঝিতে পারেন ? অভ্যুত্থানের ঊষাকালে বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্ম ঊষার আভাসের মত দেখা দিয়াছিলেন। ঊষা যদি ঊষাই থাকিয়া যাইত, মধ্যাহ্ন তপনের উজ্জ্বলালোক সুদূরে পড়িয়া থাকিত। ভারতীয় প্রত্নঋষিদিগের পথে বেদ বিহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম উচ্চ জাতীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেই বেদালোক বিস্তার করিতে থাকিতেন।

জীবন-বেদ আর তাহাতে সায় দিতে পারিলেন না। ফুলের সাজিতে পাঁচ ফুল আসিয়া মিলিত হইল। দেবমন্দিরে পাঁচ ফুলেরই আদর। পুরোহিত যখন ফুল তুলিয়া আনেন এক জাতীয় ফুল তুলিয়া তাঁহার পরিতৃপ্তি হয় না। এক রঙ্গের ফুলে তাঁহার তৃপ্তি নাই। লাল সাদা, হল্‌দে সকল রঙ্গের ফুল তুলিতেছেন। নববিধানে তাহাই আসিল। কোন ফুল বিশেষের নাম লইয়া পূজা হয় না। সকল ফুলই ফুল। সকল রঙ্গই সেখানে সমান। পুরোহিত ফুলের নাম করেন না। পূজার উদ্দেশ্যে যে ভাবে শ্বেত শতদল লইয়া অঞ্জলি দিতেছেন, লাল জবা লইয়াও সেই ভাবে অঞ্জলি দিতেছেন। ফুলের আর জাতি বর্ণগত নাম নাই। সেখানে সব বিবাদ মিটিয়া গিয়াছে। এক গঙ্গার স্রোতই ভাগীরথীও শতমুখী নাম লইয়া সাগরে পড়িয়াছে। সাগরে আর গঙ্গার নাম নাই। পৃথিবী বেষ্টনকারী জলরাশি সকল স্থানেই সাগর বলিয়া পরিচিত।

নববিধান সাগরের মত সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম বিধানের ভিতর প্রবাহিত হইয়াছেন। নাম আর নাই, ব্রহ্মসাগরে নিমজ্জিত ব্রহ্মানন্দ নাম দেখিতে পান নাই। এক জলে সকল জল দেখিলেন, না ডুবিলে কেহ কিছু দেখিতে পায় না। উপরে অনেক নাম, ভিতরে নাম নাই। তত্ত্ব সাগরে তত্ত্ববিদ্ নাম দেখিতে পান না। দেখেন সবই নূতন। দেখেন কোরক ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রকৃত ব্রহ্মদর্শী ব্রহ্মকে সেইরূপ দেখেন। ব্রহ্মের নাম নাই। প্রত্নঋষি নাম দেখিতে পান নাই। তাঁহার প্রেরিত নবালোক দেখিয়া তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া চিনিলেন। ব্রহ্ম শব্দের প্রকৃতিগত অর্থ আলোকদাতা। ঈশ্বরও নাম নহে। যখন সাধক তাঁহার ভিতরে সত্যের আধিপত্য ভাব অনুভব করিলেন তখন তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া চিনিলেন। ঈশ্বর শব্দের প্রকৃতিগত অর্থ আধিপত্যকারী। প্রত্ন হিন্দু বিধান যখন তাঁহাকে "দুর্গা" "শিব" বলিয়া চিনিয়াছিলেন তখন কোন নাম অথবা মূর্ত্তির উপর চেনেন নাই। ব্রহ্ম সত্বার ভিতরে সেই দুরবগম্য ও মঙ্গলভাব উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে "দুর্গা" ও "শিব" বলিয়া চিনিয়াছিলেন। ভাবের ভিতরে দর্শন ও ভাবের ভিতরে পরিচয়। বাহিরে কিছু নয়। এক ফুলে নানা রঙ্গ, কিন্তু ফুল একই।

আকাশের মেঘ ধনুতে সাত রঙ্গ, কিন্তু বস্তু এক। প্রত্যুষে স্থলপদ্মের শাদা রঙ্গ আর মধ্যাহ্নে লাল। বস্তু একই, কিন্তু সময়ের শক্তিতে বর্ণান্তর। ব্রহ্মরাজ্যে নূতন নূতন দর্শনও এইরূপ। ভিতরে ব্রহ্মের নব নব ভাবের মধ্যে তাঁহারই নববিধান। এখানে নামের বিবাদ নাই। ব্রহ্মানন্দ নাম দেখিতে পান নাই ব্রহ্মের নব ভাবে নববিধান দেখিলেন। যখন যে ধর্ম্মবিধান আসিয়াছে তাহা ব্রহ্মের ভিতর হইতে আসিয়াছে হিমালয়ের ভিতর হইতে সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র সমস্তই বাহির হইয়াছে। মহা উদ্বোধনে উদ্বুদ্ধ ধর্ম্মই বৌদ্ধধর্ম্ম। শ্রীবুদ্ধকে যাহারা চিনিয়াছিলেন তাঁহারই তাঁহার ভিতরের উদ্বুদ্ধ ভাবের উপর তাঁহাকে বুদ্ধ বলিয়া চিনিয়াছিলেন। উহা শরীরী বুদ্ধের নাম নহে। শ্রীচৈতন্যের নাম "চৈতন্য" ছিল না। পূর্ব্বনাম বিশ্বম্ভর। সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণান্তর ব্রহ্মের চেতনায় সঞ্জীবিত নাম চৈতন্য হইয়া গেল। খ্রীষ্টের নাম খ্রীষ্ট নহে। যে "Christos" শব্দ হইতে এই নাম আসিয়াছিল তাহার অর্থ "অভিষিক্ত" ও "অঞ্জিত"। তাঁহাকে ব্রহ্মসত্বার অভিষিক্ত ও অঞ্জিত হওয়ার পরিচয় হইতে এই নাম আসিয়াছিল। শ্রীমহম্মদের নামও এইরূপ। যে শব্দ হইতে "মহম্মদ" নাম আসিয়াছিল সেই শব্দের ভাবার্থের অর্থ "প্রশংসিত"। শ্রীমহম্মদের ভিতরে যাঁহারা উদ্বুদ্ধ ব্রহ্মভাবের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই তাঁহারাই তাঁহাকে এই নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মবিধানের নামও এইরূপে আসিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মও কি বৌদ্ধ, খৃষ্ট, বৈষ্ণব অথবা ইস্‌লাম্ নামে অভিহিত হইতে পারে না ? ভিক্ষু শব্দের অর্থ "বিশ্বব্যাপী সত্ব" ও ইস্‌লাম শব্দের অর্থ "বিশ্বাস"। ভাবগত, বিশ্বাসগত

ও সত্যগত ভাবে সকলই এক। ইহাতে মতান্তর ও ভাবান্তর নাই। সকল ভাবই ব্রাহ্মধর্ম্মের পরিচায়ক। "নববিধান" ও কেবল নাম ঘোষণা করিতে আসেন নাই, ইনি নিত্য নবোন্মেষ পূর্ণ ব্রহ্মের নূতন ভাবের সংজ্ঞা অর্থাৎ নিত্য নবদর্শনের ভাবব্যঞ্জক হইয়া সকল ধর্ম্মবিধানকে আলিঙ্গন করিতে আসিলেন। কোন প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক ভাব ইনি গ্রহণ করিতে অক্ষম। ইনি নামের ভিতর থাকিতে চান্ না। ইনি ব্রহ্মেতে নিত্য নূতন। ইনি ব্রহ্মের ভিতর নববিধান। তাই ইনি "নববিধান" নামে অভিহিত।

প্রণত সেবক—শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

"বেবী" প্রমোদ।

[১১ই জুলাই, ১৯০৩]

প্রমোদের বয়স পাঁচ বৎসর। তাই তার বাপ মা তাকে "বেবী" বলিয়া ডাকিতেন।

প্রমোদ বড় ভাল ছেলে। যে যে গুণ থাকিলে ভাল ছেলে হয়, তাহা সকলই তার ছিল।

সে তার বাপ মা, দিদিমণি ও ঠাকুরমা, দিদিমা ও দাদা মহাশয় এবং আর আর আপনার লোকদের বড় ভালবাসিত ও সকলকারই খুব কথা শুনিত।

প্রমোদের প্রায় অসুখ করিত, তাই তার বাপ মা, তাকে যাহা তাহা খাইতে দিতে চাইতেন না। "বেবী" এমনই ভাল যে সে যাহা পাইত তাহাতেই খুব খুসী হইত। অপর লোকে যদি কেউ কিছু খাইতে দিতে চাইতেন, বাপ মা কি গুরুজন কেহ তাকে তাহা খাইতে না বলিলে সে কিছুতেই খাইত না। পাড়ায় কাহারো বাড়ী গেলে কেহ কিছু যদি খাতে দিতেন, বাবা মার কাছে আনিয়া তাঁরা খাইতে বলিলে তবে খাইত। আবার কিছু খাবার পাইলে কোন ছেলে যদি কাছে থাকিত, তাহাকে তার একটু না দিয়া খাইত না।

সে সদাই প্রার্থনা করিত, "মা আমায় ভাল কর, আমার বাবাকে মাকে ভাল কর, আমার দিদিমনিকে ভাল কর, আমার দিদিমা দাদা মশাই সকলকে ভাল কর।" সহজ কথায় আপনার জন্য ও পরের জন্য এমন সুন্দর প্রার্থনা আর কি হতে পারে?

এ কথা কেউ তাহাকে শেখায় নাই। সে নিজেই বানিয়ে বানিয়ে এই প্রার্থনা করিত। আবার এ কেবল তার মুখের কথা নয়। সত্য সত্যই চোখটী মুদে হাতটী যোড় করে ভক্তিভাবে সে এই প্রার্থনা করিত।

একদিন এইরূপ প্রার্থনা করিতেছে, এমন সময় তার সঙ্গী একটী ছেলে হাসিয়া ওঠে, "বেবী" তাকে হাসিতে শুনিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "ছি ভাই, প্রার্থনার সময় কি হাস্‌তে আছে?, তাতে যে ঈশ্বর রাগ কর্‌বেন।"

কেউ যদি তাকে জিজ্ঞাসা করিত, "ঈশ্বর কোথায়?" সে বুকে হাত দিয়া বলিত, "এর ভিতর"।

প্রমোদ হরিনাম গান করিতে সদাই ভালবাসিত। হরিনাম করিতে কতই সে নৃত্য করিত ও কতই মত্ত হইয়া উঠিত। "গরীবের ঠাকুর হরি বড় দয়াময় রে।" "বাবার মত কেঁদে কেঁদে যেন প্রাণ যায় রে" ইত্যাদি কত গানই সে গাইতে ভালবাসিত। কখনও কখনও "দয়াময় দয়াময় দয়াময় বলে রে" গানে নিজে আঁখর যোগ করে বানিয়ে বানিয়ে গাইত, "দিদিমা দিদিমা বল রে"। কারণ হয় ত দিদিমার ভিতরই তার দয়াময়কে দেখিয়া কতই তার উচ্ছ্বাস হইত।

কেউ যদি তাকে জিজ্ঞাসা করিত. "বড় হয়ে লেখা পড়া শিখে চাকরি করবে ত?" সে তখনই বলিত, "না আমি চাকরি করবো না, আমি বাবার মত হরিনাম করবো"। কিম্বা কখনও বলিত "আমি রাজা হব"। বাস্তবিক তার চালটা রাজার মতই ছিল। সে কারো কাছে নীচু হইতে জানিত না। সকল বিষয়ে সবার বড় হইবে এই তার সাধ ছিল।

ছোট ছেলেদের অপেক্ষা বুড়োদের সঙ্গেই তার বেশী সময় কাটিত। বুড়ো দাদা মশাই বা তাঁর বয়স্ক বুড়োদের সঙ্গে খেলা করিতেই "বেবী" ভালবাসিত। তাঁদেরও খেলার অনুচর করিত এবং আপনি অগ্রণী হইত। যখন সে দাদা মশাই সাজিত, তখন নিজে হইত "বড় দাদা মশাই" আর তার দাদা মশাইকে করিত "ছোট দাদা মশাই"। রাজা সাজিলে নিজে হইত "বড় রাজা" দাদা মশাইকে করিত "ছোট রাজা"। ছোট ছোট সঙ্গীদের সঙ্গে খেলিবার সময় ত আপনি বড় হইতই।

আশ্চর্য্য তার উদ্ভাবনী শক্তি ছিল। প্রতিদিনই সে প্রায় এক একটা নূতন খেলা তৈয়ারী করিয়া খেলিত, কিম্বা পুরাতন খেলাকে কিছু রকম বদল সদল করিয়া খেলিত। কখনও সে এক রকম খেলা দুই দিন খেলিত না।

শুনিয়াছি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও নাকি বাল্যকালে এই রকম নূতন নূতন খেলা গড়িয়া খেলিতেন, প্রমোদ শিখিয়াছিল:— "তোমারই মা ভাল ছেলে কেশব যেমন, আমিও যেন মা ভাল হই গো তেমন।" হয় ত তাই একটু একটু কেশবেরই গুণ সে ভিতরে ভিতরে পাইতেছিল।

তাহার বুদ্ধিও কম ছিল না। একবার তার বাবা মহর্ষি দেব একটি আম তাকে পাঠাইয়া দেন। আমটি খাইয়া আমের আঁটিটি পুতিয়া রাখিবার কথা হয়। "বেবীর" দাদা মশাই যে বাড়ীতে থাকিতেন সেটি ভাড়াটিয়া বাড়ী। বাড়ীর সকলে সেই বাড়ীতেই আঁটি পুঁতিয়া রাখিতে চাহিল। কিন্তু প্রমোদ বলিল, "না, এখানে না পুঁতে বড় মামার বাড়ীতে পুঁতে রাখ। বড় মামার যে নিজের বাড়ী।" এত বুদ্ধি কে তাকে দিল?

যখন দাদা মহাশয়ের বাড়ী "বেবী" থাকিত তার চাল রাজার মত, কতই তার আবদার; কিন্তু সন্ন্যাস-ব্রতধারী বাবার কাছে যখন থাকিত তখন তার কোন আবদারই থাকিত না। যাহা যখন পাইত তাই খাইত, যাহা যখন পাইত তাই পরিত।

প্রমোদ যাহা নিজে শিখিত অপরকে তাহা না শিখাইয়া সন্তুষ্ট হইত না। তার বাবা শিখাইলেন ইংরাজীতে:—"বেবী", ডিয়ার হ্যাভ্ নো ফিয়ার, গড ইজ নিয়ার। Baby, Dear, Have no fear, God is near.) সে ইংরাজী জানিত না, তবু সেটি শিখিয়া আবার নিজে রচনা করিয়া দাদা মশাইকে শিখাইল:—"দাদা মশাই ডিয়ার, হ্যাভ্ নো ফিয়ার, গড ইজ নিয়ার"। তার বাঙ্গলা ভাব "ভয় কি আছে, মা কাছে" এ কথাটি সদাই তার মুখে মুখে ছিল।

প্রমোদ সঙ্গীদের সঙ্গে কখনও বিবাদ বা মারামারি করিত না। কেহ মারিলেও তাহা অনায়াসে সহ্য করিত। একবার তার একটি সঙ্গী খেলিতে খেলিতে তাহাকে কামড়াইয়া ধরে। "বেবী" তার প্রতিশোধ না লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, ভাই কামড়াসনে আমি যে লেখাতে এসেছি, আমাকে কামড়ালে ঈশ্বর রাগ করবেন। আমি বাবাকে বলে দেবো।" তার সঙ্গী তাকে ছাড়িয়া দিলে সে বাবাকে আসিয়া সে কথা বলিয়া দিল। তার বাবা বেবীর মুখে চুম খাইয়া তার সঙ্গীকে ডাকিতে বলিলেন, সে সঙ্গী তাঁর কাছে দোষ স্বীকার করাতে, তিনি তাকে বলিলেন, "আর এ রকম করো না।" বেবীকেও সেই সঙ্গীর চুম খাইতে বলিলেন। প্রমোদ তখনই তার চুম খাইয়া তাহার সহিত ভাব করিল। অথচ সে কামড়ান এতই তার লাগিয়াছিল যে জীবনের শেষ দিনেও প্রমোদ তাহা ভুলে নাই। তাহার শেষ পীড়ার সময় যখন তাহাকে কটক হইতে বাড়ী আনিবার কথা হয়, সে বলিল, "না সেখানে আর যাব না", এবং সেই ক্ষত দেখাইয়া দিল।

প্রমোদ যখন যাহা শিখিত আর তাহা ভুলিত না। এবং কাকেও কোন দোষ করিতে দেখিলে তখনই তাহা শোধরাইতে চেষ্টা করিত।

তাহার বয়স যখন তিন বৎসর, সে তখন এক ব্যক্তিকে একটি ছাই কথা কহিতে শুনে। শুনিয়াই তার বাবাকে সে কথার মানে কি জিজ্ঞাসা করে। বাবা শুনিয়া বলিয়া দেন, "ও ছাই কথা, বলতে নাই।" সে আর কখনও সে কথা মুখে আনে নাই। প্রায় দেড় বৎসর পরে তার দাদা মশাইকে সেই কথাটি ঠাট্টা করিয়া বলিতে শুনিয়া, প্রমোদ বলিল, "কি দাদা মশাই বাবা বলেছেন ও যে ছাই কথা ও কথা ত বলতে নেই!"

তার শিক্ষক একদিন একটি মিথ্যা কথা বলেন। প্রমোদ তখনই বলিল, "মাষ্টার মশাই, বাবা কি আপনাকে বলে দেন নি, মিথ্যা কথা বলতে নেই"।

দুটি ছোট মেয়েকে ঝগড়া করিতে দেখিয়া বলিল, "ছি, বাবা বলেছেন ঝগড়া করলে ঈশ্বর বিরক্ত হন, তোমরা কেন ঝগড়া কর"?

প্রমোদের প্রাণটা বড়ই কোমল ছিল। সে প্রায়ই দিদিমার কাছেই থাকিত, ঠাকুরমার কাছে বড় থাকিত না। একবার তার ঠাকুরমার একটি জামাতা জলে ডুবিয়া মারা যান। ঠাকুরমা তখন প্রমোদের নিকট হইতে দূরদেশে ছিলেন, কিন্তু যখনই তার ঠাকুরমা শোকে অভিভূত হইলেন, অমনই কেমন সেই দূর দেশ হইতেই তার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সে ঠাকুরমার কাছে যাইবার জন্য একেবারে অধৈর্য্য হইল। দিন রাত্রি "ঠাকুরমা যাবো, ঠাকুরমা যাবো" এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল, হঠাৎ তার কেন এমন ঠাকুরমার জন্য মন কেমন করিতে লাগিল কেহ বুঝিতে পারিল না। শোকসংবাদ পরে পাইয়া তার বাবা বেবীকে তার ঠাকুরমার কাছে আনিলেন। সে আসিয়া ঠাকুরমার কোলে কোলে থাকিয়া তাঁর শোক সান্ত্বনা করিল।

প্রমোদ ঠিক ধ্রুব শিশু ছিল, তেমনই ধর্ম্মপরায়ণ ছিল। তাহার রোগের সময় তার দিদিমা কাছে বসিয়া ভাবিতেছিলেন, দেখিয়া প্রমোদ বলিল, "দিদিমা ভাবছ কেন, বাবা বলেছেন মাকে ডাকলে সব ভাল হবে"। এই প্রমোদের শেষ উপদেশ।

তাহার শেষ সময়ে তার দিদিমার কাছেই থাকিত। তার বাবা তার অসুখের সময় অনেক দূরদেশে গিয়াছিলেন। রোগের খবর দিবার কথা শুনে সে তার বাবাকে খবর দিতে মানা করিল। মাকে খবর দিতে বলিল। কিন্তু মা চিঠি না দিলে তার বড়ই অভিমান হইল। একদিন ডাক পিয়ন কোন চিঠি আনে নাই দেখিয়া প্রমোদ বলিল, "মা বড় দুষ্ট, মাকে আর মা বলব না, এবার ঈশ্বরকে মা বলব।"

সত্য সত্যই তার পরদিনেই তাহার খুব জ্বর বাড়িল, এবং আর তার মাকে মা বলিতে হইল না। তার মা তার কাছে পৌঁছিবার অতি অল্প সময় পরেই, বেবী আপনার স্বর্গের মার কোলে চলিয়া গেল।

পুরাণের ধ্রুব-চরিত হয় ত উপন্যাস বলিয়া আমরা মনে করি, তাই কি নববিধানের নবশিশু দলে বিধাতা পঞ্চমবর্ষীয় প্রমোদ জীবনে ধ্রুবেরই চরিত্র প্রতিফলিত করিয়া এই ছবিখানি স্বহস্তে আঁকিয়া দেখাইলেন?

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ১লা জুলাই স্বর্গগত কুমার হিতেন্দ্রনারায়ণের জন্মদিন স্মরণে নবদেবালয়ে, প্রচারাশ্রমে ও কোচবিহারে উপাসনা প্রার্থনাদি হয়। এই উপলক্ষে মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী প্রচারাশ্রমে ফলাদি ভোজনের জন্য অর্থ দান করেন।

১৬ই জুলাই শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে সেবকের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনাদি হয়।

সাম্বৎসরিক—গত ১৩ই জুলাই স্বর্গগত গৃহস্থ সাধক রাজমোহন বসুর পুত্র নির্ম্মলচন্দ্রের স্বর্গারোহণ স্মরণে কটকে ও শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে উপাসনা হয়।

গত ১১ই জুলাই ভাই প্রিয়নাথের স্বর্গগত পুত্র প্রমোদনাথের স্মরণার্থ শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে উপাসনা, ধ্যান, চিন্তা ও পাঠাদি হয়। অপরাহ্নে কয়েকজন দরিদ্র শিশুকে প্রার্থনাযোগে আম রসগোল্লা খাওয়ান হয়।

গত ১৪ই জুলাই, স্বর্গগত প্রিয় সাধু হীরানন্দের স্মরণার্থ নব-দেবালয়ে ও প্রচারাশ্রমে এবং শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয়। সন্ধ্যায় বৌদ্ধবিহার হলে স্মৃতিসভা হয়। সভার বিবরণ পরে দেওয়া হইবে।

১৩ই জুলাই, মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে বৈঠকখানা রোডে, শ্রীমতী পুণ্যদায়িনী দেবীর গৃহে তাঁহার স্বর্গীয় স্বামী সুধাংশু নাথ চক্রবর্ত্তীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন, শ্রীমতী পুণ্যদায়িনী দেবী প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে তাঁহা কর্ত্তৃক প্রচারাশ্রমে দান ২৲, ময়ূরভঞ্জের কুষ্ঠাশ্রমে দান ২৲ এবং তাঁহার কন্যা শ্রীমতী রেণুকা গাঙ্গুলী শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীকে এই উপলক্ষে ১৲ দান করেন।

অমরাগড়ীতে গত ১৬ই আষাঢ় প্রাতে ৮টার সময় রায় সাহেব ডাক্তার প্রবোধ চন্দ্র রায়ের মাতা স্বর্গীয়া গোলাপসুন্দরী দেবীর ৮ম সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁর সমাধিমন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়। সেবক অখিলচন্দ্র রায় উপাসনার কার্য্য করেন, দেবীর তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় "মার সহিত কথোপকথন" আচার্য্যের প্রার্থনাটী পাঠ করেন। পরম মাতার প্রেমবক্ষে কেমন সুন্দর অবস্থায় পরলোকগতা মাতাগণ মিশিয়া আছেন তাহাই বিশেষ ভাবে আরাধনাদিতে প্রকাশ পায়।

শ্রীদরবারে মিলন—গত ১৩ই জুলাই, মঙ্গলবার ভাদ্রোৎসবের ব্যবস্থা করিবার জন্য উপাসক মণ্ডলীর সভ্যগণ শ্রীদরবারের সভ্যদিগের সহিত মিলিত হইয়া উপাসনা ও আলোচনাদি করেন। এরূপ মিলন যত হয় ততই ভাল। পবিত্রাত্মার পরিচালন বিনা আমরা পরস্পরকে চিনিতে বা গ্রহণ করিতে পারি না।

"হিরণ্ময়ী বিধবা শিল্পাশ্রম"—আমাদের ভক্তিভাজন মহর্ষিদেবের দৌহিত্রী স্বর্গীয়া ভগ্নী শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী প্রতিষ্ঠিত এই বিধবা শিল্পাশ্রমের প্রাবেশিক নিয়মাবলী সহ আবেদন পত্র ও ইংরাজী কার্য্য বিবরণী পাইয়া কৃতজ্ঞ হইয়াছি। আশ্রমটী এখন বালীগঞ্জের ৫৫নং গরিয়া হাট রোডে অবস্থিত। অল্পবয়স্কা বিধবাদিগকে এই আশ্রমে রাখিয়া সূচীকার্য্য ও ৭ম শ্রেণী পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। ভগ্নী হিরণ্ময়ী দেবীর পরলোক গমনের পর তাঁহার স্নেহের কন্যা মা শ্রীমতী কল্যাণী দেবীই এই আশ্রম পরিচালন করিতেছেন। আমরা সর্ব্বান্তকরণে এই সৎ অনুষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি।

"শান্তিধাম"—রাঁচি মোরাবাদী পাহাড় হইতে নিম্নলিখিত পত্রখানি পাওয়া গিয়াছে। "পরলোকগত মহাত্মা জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের রাঁচি, মোরাবাদী পাহাড়ের শিখরদেশে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মমন্দিরে ভজন সাধনের জন্য সাধনার্থী ব্যক্তিগণের জন্য কতিপয় "সিট" গঠিত করা হইয়াছে যাঁহারা সাধনার্থীরূপে আসিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস গুপ্ত মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিলে সমস্ত সংবাদ জানিতে পারিবেন।"

ভ্রম সংশোধন—গতবারে শুভ বিবাহের সংবাদে "শ্রীযুক্ত সোধী গুরুবচন সিংহের পুত্র শ্রীমান্ সোধী দেওয়ান সিংহের সহিত" না হইয়া "শ্রীযুক্ত সোধী দেওয়ান সিংহের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ সোধী গুরুবচন সিংহ" হইবে। এই ভুলের জন্য আমরা লজ্জিত হইলাম।

গত ১লা ও ১৬ই আষাঢ়ের ধর্ম্মতত্ত্বে, গত এপ্রিল মাসের মাসিক দান মধ্যে শ্রীমতী মাধবীলতা চট্টোপাধ্যায়ের দান ১৲ ভুল ক্রমে উল্লেখ হইয়াছে।

নববিধান-বিধায়িনী ব্রহ্মানন্দজননীর কৃপা ও তাঁহার সন্তান সন্ততিগণের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া "শ্রীব্রহ্মানন্দধাম" তীর্থ রক্ষার্থ এক একটী টাকা করিয়া লক্ষ মুদ্রা ভিক্ষা করিবার জন্য ভিক্ষার ঝুলি খোলা হইয়াছে। লক্ষ ভক্ত একটী করিয়া টাকা ভিক্ষা দিলেই অচিরে লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইবে, অথচ কাহারও উপর অধিক ভার পড়িবে না। আপনি কি এই মহৎ কার্য্যে একটী মাত্র টাকা দিতে ভার বোধ করিবেন?

এই মহতোদ্দেশ্যে যিনি বা যাঁহারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে অভিলাষ করেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নিজ নিজ নাম "ধর্ম্মতত্ত্ব" সম্পাদকের নিকট অগ্রে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। এমন সহস্রজন যদি প্রত্যেকে এক শত কিম্বা শতজন যদি সহস্র করিয়া মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া দেন, অনায়াসেই লক্ষ মুদ্রা সংগৃহীত হয়, ঈশ্বর প্রীতি কামনায় কে কে এই ভার গ্রহণ করিবেন?

আচার্য্য কেশবচন্দ্র বলেন:—"বিল পাঠাইয়া কোন ধর্ম্মসমাজের চাঁদা সংগ্রহ করা বড়ই অস্বাভাবিক, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অযাচিত ভাবে যাঁহারা দান করেন, তাঁহারাই ধন্য।" "শ্রীব্রহ্মানন্দধাম" তীর্থ রক্ষার জন্য যাঁহারা অর্থ দান করিবেন তাঁহারা অযাচিত ভাবে নিজ নিজ অর্থ সাহায্য "ধর্ম্মতত্ত্ব" সম্পাদকের নিকট কলিকাতা ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে আপাততঃ পাঠাইলেই অর্থ যথা স্থানে পৌছিবে।

নববিধান কার্য্যালয়ে বহুসংখ্যক প্রেরিত প্রচারক প্রচারিকা, সেবক সেবিকা কর্ম্মচারী ও পরিচারিকার স্থান খালি আছে। স্বয়ং নিয়োগকর্ত্তাই উপযুক্ততা অনুসারে বেতন নির্দ্দেশ করেন। যাঁহারা ছিন্ন বসন, অপমান, নির্য্যাতন, দুঃখ কষ্ট বহন আনন্দ চিত্তে বিধাতার দান বলিয়া গ্রহণে অভ্যস্ত এবং কি আহার পান করিব কিম্বা কে নিন্দা বা প্রশংসা করেন ইহা না ভাবিয়া একমাত্র নিয়োগকর্ত্তার ইচ্ছা পালন করিতে ষোল আনা প্রাণ মন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, কেবল তাঁহাদেরই আবেদন গৃহীত হইবে। বিষয়কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যাঁহারা বেকার বসিয়া আছেন, তাঁহারা অবিলম্বে আবেদন করুন না। যাঁহাদের আবেদন গৃহীত হইবে, তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই কল্যকার জন্য চিন্তা করিতে হইবে না, তাঁহাদিগকে পার্থিব অর্থ বিত্তের প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করিতে হইবে না। অভিভাবক স্বয়ং তাহা যোগাইবেন।

Edited, on behalf of the Apostolic Durbar, New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্তাতে॥

৬১ ভাগ। ১৩।১৪ সংখ্যা।
১৬ই শ্রাবণ, ও ১লা ভাদ্র, ১৩৩৩ সাল, ১৮৪৮ শক, ৯৭ ব্রাহ্মাব্দ।
1st & 16th August, 1926.
বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

হে প্রেমসিন্ধু, উৎসবের দেবতা! রোগ শোকের মধ্যে থাকিয়াও এই উৎসবের প্রলোভন ছাড়িতে পারিলাম না। এই বয়সে অনেক বার ধন-প্রলোভন, ইন্দ্রিয়-প্রলোভন, নীচ বন্ধুতার প্রলোভন জয় করিতে পারি নাই; তেমনই দেখিতেছি, তোমার স্বর্গীয় প্রলোভন পরাস্ত করাও অসম্ভব। আজ তোমার সঙ্গে কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলাম না। শুভক্ষণ, তোমার রূপের নবীনতা, স্বর্গের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য, যেখানে তুমি ইহলোক পরলোক এক করিয়াছ, এ সমুদয় প্রলোভন ছাড়িতে পারিলাম না। রথে করিয়া তুমি যাহাদিগকে পরিত্রাণরাজ্যে লইয়া যাইবে, সেই পাপী আমরা। আশা আছে, সেই রথে চড়িব। এত দিনের পরিশ্রমের পর যে ঘরে যাইব, কেমন সে ঘর! সেই সুন্দর ঘরের আভাস এই ব্রহ্মমন্দির বৎসরের মধ্যে দুইটীবার স্বহস্তে দেখাইয়া দেয়। ছয় মাস প্রতীক্ষা করিয়া আজ আবার সেই শুভদিন পাইলাম। হে উৎসবের ঈশ্বর! আজ এখানে তোমার সন্তানদিগকে লইয়া ঘর সাজাইয়া বসিয়া আছ। তুমি এখানেও উৎসব করিতেছ, ওখানেও উৎসব করিতেছ; কিন্তু ওখানে তোমার ভক্তদিগের মধ্যে কেমন উল্লাস, কেমন আনন্দনীরে তাঁহারা ডুবিয়া আছেন। আমরা এখানে উৎসবের আনন্দে ডুবিয়া ছয় মাসের দুঃখ দূর করিতে আসি; কিন্তু যখন স্বর্গে গিয়া তোমার ঐ ভক্তদিগের সঙ্গে ভক্তি-ঘাটের আনন্দনীরে স্নান করিব, তখন আর দুঃখ সন্তাপ থাকিবে না। প্রাণের প্রিয়-দেবতা! এই দুইটী উৎসব দিয়া আমাদের প্রতি তুমি কত মধুর প্রেম প্রকাশ করিয়াছ; কিন্তু ঐ স্বর্গে যে তোমার ভক্তেরা উৎসব করিতেছেন, সেখানে না ভাদ্র মাস, না মাঘ মাস; ওখানে না দিন, না রাত্রি; সেখানে নিত্য উল্লাস, নিত্য মহোৎসব। ওখানে কলহ নাই, সেখানে কাহারও প্রেম শুষ্ক হয় না, ওখানে সর্ব্বদাই ভক্তিনদী প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহারা কেমন সুখী! তাঁহারাই তোমার সুখী পরিবার। কবে আমরা সবান্ধবে সেখানে যাইব? কেন ঐ স্বর্গের মনোহর ছবি দেখাও, যদি ঐ ছবি যথার্থ না হয়। এই যে বৎসরের মধ্যে দুটী উৎসব দিয়াছ, ইহার মধ্য দিয়া এই পরকালের উৎসব দেখা যায়। এখানকার উৎসব সোপান। আমরা সংসারের কীট, মাথা তুলিয়া ঐ স্বর্গের ভক্ত-পরিবার দেখিতে পাই না; যখন এই উৎসব-সোপানে উঠি, তখন তাহা দেখি। আর লোভ কিসে হবে? তোমাকে কোটীবার প্রণাম করি যে, তুমি এই উৎসবের ভিতরে সেই উৎসব দেখাইতেছ। সেখানে তুমি তোমার ভক্তদিগের মুখে কেবল সুধা ঢালিয়া দিতেছ।

তাঁহাদের অন্তরে কত আহ্লাদ, কত প্রসন্নতা, মুখে কত হাসি, তাঁহাদের মুখে ম্লানতা নাই। তাঁহারা সর্ব্বদা জাগিয়া ঐ স্বর্গের নিরুপম শোভা দেখিতেছেন, আমরা পৃথিবীর নরকে থাকিয়া স্বপ্নে এক একবার উহা দেখিতেছি, তবুও আমাদের জয়। কিন্তু এই বন্ধুগুলিকে সঙ্গে লইয়া ঐ ঘরে যাইতে না পারিলে আর সুখ নাই। ঐ স্বর্গের বাগানে প্রবেশ করিয়া যখন সদ্য প্রস্ফুটিত ফুল তুলিব, আর সে সমুদয় তোমার শ্রীচরণে ফেলিব, তখন আহ্লাদ হইবে। সেখানে গিয়া পরস্পরকে বলিব, আয় ভাই, আয়, শরীরের উপর আসিয়া পড়, না স্পর্শ করিলে সুখ হয় না। প্রেমালিঙ্গনে ভাইকে বাঁধিব। সকলে মিলিত হইয়া সজোরে তোমার চরণতলে পড়িব, তাহাতে চরণে আঘাত লাগিবে; কিন্তু সেই আঘাতে আহ্লাদ হইবে। স্বর্গ স্বপ্ন নহে। একবার ঐ স্বর্গের ছবি দেখিলে কেহ আর মায়ায় বদ্ধ থাকিতে পারিবে না, কাহারও আর জারিজুরি থাকিবে না, টাকা আর কাহাকেও ভুলাইতে পারিবে না। ঐ দেবতাগণকে জিজ্ঞাসা করি, তোমরা এত লোভী হইলে কিসে? তোমরা যে আর সংসারের দিকে একেবারেই তাকাও না। তাঁহারা বলেন, আমরা কি সাধে অন্য দিকে চক্ষু ফিরাই না। ঐ প্রেমনয়ন যে আমাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। ঐ চক্ষুর কটাক্ষ একবার যাহার উপরে পড়ে, আর কি সে সংসার সুখ পাইতে পারে? বুঝিলাম, দয়াল! ঐ চক্ষু পরিত্রাণের সঙ্কেত। যখন ঐ চক্ষের কটাক্ষে একটী লোককে উদ্ধার কর, তখন ঐ দৃষ্টিতে এক শত লোক মরিবে, গলা কাটিব যদি এ কথা মিথ্যা হয়। সমস্ত জগতের পরিত্রাণ হইবে ঐ দৃষ্টিতে। ওহে পৃথ্বীনাথ! তুমি পৃথিবীর দুর্দ্দশা দেখিয়াই ত ইহার প্রতি এইরূপ কৃপাদৃষ্টিতে তাকাইতেছ। তুমি যাহা করিতেছ, তাহা দেখিয়া কি আর সন্দেহ করিতে পারি যে, ক্রমে ক্রমে পৃথিবীটা মত্ত হইবে? কি বলিলে দয়াল! মত্ত হয়না ত। সেয়ানা উপাসক তোমাকে পাথর জ্ঞান করিয়া, শুষ্ক নয়নে তোমার পূজা করে, কাঁদে না, প্রেমে মত্ত হয় না। পাগল চাও তুমি। তোমার স্বর্গ কেবল উন্মাদদিগের ঘর, যেখানে তাঁহারা মনের আনন্দে প্রেম সুরা পান করেন। না জানেন বই, না জানেন শাস্ত্র। কেবল মত্ত হইয়া ঘুরিতে জানেন। ঐ যে তাঁহারা আমোদে মাতিয়াছেন, উন্মাদের ন্যায় ঘুরিতেছেন। কতকগুলি পাগল গিয়া তোমার ঘরে বসিয়াছেন, আর যাঁহারা বুদ্ধিমান, পণ্ডিত, তাঁহারা ঐ ঘরের বাহিরে পড়িয়া রহিয়াছেন। হে প্রেমের ঠাকুর! যদি প্রেমেতে ভক্তিতে উন্মাদ কর, এ জীবন কৃতার্থ হইবে। দুই পাঁচটী এমন উৎসব এনে দাও, যাহাতে আর প্রাণের মধ্যে জ্ঞান চৈতন্য থাকিবে না। হে ঈশ্বর! শুভ বুদ্ধি এই কয়টী লোককে দাও, যাঁহারা আশা করিয়া এই ঘরে আসিলেন। পিতা! বড় দুঃখ হয়, ভাই ভগ্নীগুলি চতুর হইয়া আসে, আর সেই ভাবেই ঘরে ফিরিয়া যায়, কেহ ধরা দিতে চায় না। তোমাকে দেখিয়া কেন পাগল হইবে না? তুমি কি আমাদের বড় ভ্রাতাদের প্রতি কোমল নয়নে দেখ, আর আমাদের প্রতি কঠোর নয়নে দেখ? তোমার ত পক্ষপাত নাই। ঐ দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ কর। ঐ সুকোমল চক্ষু মারিবেই মারিবে। হে দয়াল! প্রলোভনে পড়িয়া এই উৎকৃষ্ট শুভদিনে তোমাকে ডাকিলাম। ভাই ভগ্নীদের কল্যাণ কর। আন আন স্বর্গের সুখ। আশ্রিতদিগকে স্বর্গে স্থান দাও। যাহাতে তোমার শোভা দেখিয়া তোমার ভাবে মত্ত হই, সুখী হই, শান্তি পাই, হে দয়াল প্রভু! কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

(শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দের প্রার্থনা—ভাদ্রোৎসব, ১৮৭৬ খৃঃ)

ভাদ্রোৎসব।

পবিত্র নববিধানক্ষেত্রে অনন্তরূপা স্নেহময়ী বিশ্বজননী তাঁহার প্রিয় পুত্র কন্যাদিগের মধ্যে স্বর্গের অমৃত প্রসাদ বিতরণ করিয়া অমর জীবনের সঞ্চার করিবার জন্য, অমরধামের সাধু, ভক্ত, মহাজন, দেব দেবীদিগের সহিত মিলিত করিয়া তাঁহার পূজায় তাহাদের প্রাণ, মন, হৃদয়, আত্মাকে ব্রহ্মানন্দরসে পূর্ণ করিবার জন্য, আবার স্বর্গের ভাদ্রোৎসব লইয়া সমাগত।

বৎসরের মধ্যে আমাদের দুইটী বিশেষ উৎসব; একটী মাঘোৎসব, অপরটী ভাদ্রোৎসব। মাঘোৎসবের মহাব্যাপারের গুরুত্ব কে অস্বীকার করিবে? মাঘোৎসব দেশ বিদেশের সকল ভাই ভগ্নীকে লইয়া করা হয়, ভাদ্রোৎসবে দূরের ভাই ভগ্নীদিগকে তেমন পাই না, প্রধানতঃ কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী [illegible] উপাসকমণ্ডলী লইয়াই [illegible]গ করা হয়। ভাদ্রোৎস[illegible] অপেক্ষাকৃত অল্প দিন

ব্যাপিয়া হইলেও ভাদ্রোৎসবের আধ্যাত্মিক ব্যাপারের গভীরতা, সরসতা, সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। ভাদ্র মাসে এই নব যুগে নব ধর্ম্মক্ষেত্রে যে কয়েকটী মহাব্যাপারের সংঘটন হইয়াছে, তাহার পুণ্যস্মৃতি কাহার প্রাণে ভাদ্রোৎসবের গুরুত্ব ও গৌরব নূতন ভাবে উদ্ভাসিত না করে? ৬ই ভাদ্র মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ভারতের সাধনোর্ব্বর ভূমিতে এই নব যুগে নব ভাবে সত্যস্বরূপ নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করেন। ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে যেমন অসংখ্য শাখা, প্রশাখা, পত্র, পল্লব মণ্ডিত বিরাট বট বৃক্ষের ভাবী জীবন নিহিত থাকে, ৬ই ভাদ্রের আড়ম্বরশূন্য ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠানরূপ ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান মধ্যে কি নব যুগের নববিধানের মহাপূজা, আধ্যাত্মিক মহাপ্রেমলীলা অব্যক্তভাবে স্থিতি করিতেছিল না? ভাদ্র মাসের প্রথম ভাগে কলিকাতায় কলুটোলার বাড়ীতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যে দৈনিক মিলিত উপাসনার প্রতিষ্ঠা করিলেন সেই মিলিত উপাসনার ভিতরে কি "অনন্তের মহাপূজা, অনন্তের আয়োজন" নিহিত ছিল না? এই মিলিত উপাসনা হইতেই নবভক্তির নব উৎস উৎসরিত হইল, এই দৈনিক উপাসনার ক্ষুদ্র সম্মিলনীই আবার নববিধানের মহাসম্মিলনীর বিরাট জীবনের প্রসূতি হইল।

আবার ৭ই ভাদ্র, এই নব যুগের নববিধানের যুগ লীলার প্রধান অভিনয়ের ক্ষেত্র যে ভারতবর্ষীয় মন্দির, তাহার প্রতিষ্ঠার দিন। তাই ভাদ্র মাস নবযুগের স্বর্গীয় পুণ্য লীলার পুণ্যস্মৃতিতে পূর্ণ। ভাদ্রোৎসব বিশেষ ভাবে আধ্যাত্মিক সাধনের উৎসব। এই ভাদ্রোৎসব মাতৃপূজার পুণ্যস্মৃতিতে পূর্ণ। অতীতের ভাদ্রোৎসবে কত দীক্ষা, কত সাধন ব্রত, প্রচার ব্রত গ্রহণের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। তাই ভাদ্রোৎসব সমাগমে আমাদের প্রাণে এত আশা বিশ্বাস ও আনন্দ। আমাদের শত ত্রুটি, অপরাধ, অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া আমরা দীন অকিঞ্চন বেশে পরম জননীর চরণে আত্ম-সমর্পণ করি। তিনি কৃপা করিয়া এবারকার ভাদ্রোৎসব আবার নব ভাবে সম্পন্ন করিয়া আমাদিগকে ধন্য করুন।

উপাসনা সাধনে স্থান, কাল ও সঙ্গ।

ধর্ম্ম মানব মাত্রেরই প্রকৃতি নিহিত স্বাভাবিক বৃত্তি। ধর্ম্মভাব মানব হৃদয়ে বিধাতা স্বয়ং নিহিত করিয়া দিয়াছেন, এবং তিনিই ইহা মানবজীবনে ক্রমশঃ বিকসিত করিয়াছেন। কিন্তু মানুষকে আবার স্বাধীন প্রকৃতিতে গড়িয়াছেন। সে সেই স্বাধীনতা বশতঃ মোহ বিকারে আপনার প্রকৃতির বিরুদ্ধেও গমন করিতে পারে। তাই মানবকে সেই বিকৃতির পথ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই বিধাতা ধর্ম্ম সাধন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মানুষ যদি বৃক্ষ লতার ন্যায় হইত, প্রকৃতিগত ভাবে সে হয়ত ধর্ম্মজীবনে উন্নত হইতে পারিত, কিন্তু সে স্বাধীনতার অপব্যবহারার্থ প্রকৃতির পথ হইতে ভ্রষ্ট হয় বলিয়াই তাহার ধর্ম্ম সাধনের প্রয়োজন।

শরীরের ব্যায়াম ও মনের উৎকর্ষ সাধন যেমন প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি, ধর্ম্মসাধন শিক্ষা যে তত প্রয়োজনীয়, আমরা যেন তাহা মনে করি না। আমরা মনে করি, ধর্ম্ম যখন মানবের প্রকৃতিগত ভাব, তখন আপনাপনি তাহা মানব জীবনে ফুটিবে, এই ভাবিয়া আমরা এ সম্বন্ধে কতই উদাসীন হই। আক্ষেপের বিষয়, আমরা ভুলিয়া যাই যে, ধর্ম্ম সাধনও অন্যান্য সাধনের ন্যায় এক বিধাতারই বিধান, সুতরাং সে সাধন উপেক্ষা করিলে নিশ্চয়ই কুফল ফলিবেই। তাই প্রকৃতিকে বিকৃতি হইতে রক্ষা করিবার জন্যই এই ধর্ম্ম সাধন যে বিধাতার বিধান, ইহা জানিয়া আমাদের তাহা অনুসরণ করিতে হইবে, এবং আমাদের পুত্র কন্যাদিগকে ইহা শিক্ষা দিতে হইবে।

শারীরিক ব্যায়াম ও আহার পান যেমন প্রতিদিন নিয়মিতরূপে করিতে হয়, জ্ঞান শিক্ষা যেমন নিত্য অভ্যাস করিতে হয়, তেমনি উপাসনা সাধনও নিয়মিতরূপে নিত্য করিতে হইবে।

স্থান, কাল, সঙ্গ, উপাসনা সাধনের প্রধান সহায়। উপাসনা সাধন আমরা মানসিক প্রক্রিয়া দ্বারা সমাধান করি। সুতরাং যাহাতে উপাসনা সাধনে মন উদ্বুদ্ধ হয় এবং মনের পক্ষে উপযোগী ধর্ম্মভাব অনুভব হয়, এইরূপ স্থান কাল ও সঙ্গ নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে।

বিচার বুদ্ধি ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ হয় ত বলিবেন, আমাদের ঈশ্বর যখন সর্ব্বস্থানে সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, তখন আবার তাঁহার উপাসনা করিতে স্থান, কাল, সঙ্গ নির্ব্বাচনের প্রয়োজন কি?

অবশ্য যাঁহারা ঈশ্বরের সর্ব্বত্র বিদ্যমানতায় দৃঢ় বিশ্বাসী, তাঁহাদের হয় ত, স্থান কাল ও সঙ্গ নির্ব্বাচন তেমন প্রয়োজন নাও হইতে পারে. কিন্তু সেই বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্যই যখন উপাসনা সাধন তখন তাহা নির্ব্বাচন করিলে সাধনের পক্ষে যে বিশেষ অনুকূল হইয়া থাকে, ইহা সাধক মাত্রেই স্বীকার করেন।

যদিও কোন কোন ধর্ম্মসাধক "কীর্ত্তনীয় সদা হরি" বলেন, কেহ বা পাঁচ'বার দিনে নমাজ কাল নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু সাধারণতঃ প্রাতঃকাল ও সায়ংকালই উপাসনা সাধনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্তকাল বলিয়া সকল ধর্ম্মেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথম সাধনারম্ভ সময়ে এই দুইটী কাল নির্ব্বাচন করাই শ্রেয়ঃ।

স্থান সম্বন্ধে, যেখানে মনের উদ্বেগ উপস্থিত না হয়, প্রকৃতির শোভা সমন্বিত স্থান বা দেবারাধনার জন্য বিশেষ ভাবে নির্দ্দিষ্ট দেবালয় যেখানে প্রতিষ্ঠিত, সেই স্থানই উপাসনা সাধনের অনুকূল।

তেমনি ধর্ম্মবন্ধুর সঙ্গই উপযুক্ত সঙ্গ। নির্জ্জনে একাকী ধর্ম্মসাধন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধান প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন সত্য, বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধানবিশ্বাসীদিগের জন্য সময়ে সময়ে তাহাও প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধান মানবের ভ্রাতৃত্ব সমাধানের বিধান, সুতরাং "একাকী যাইলে পথে নাহি পরিত্রাণ রে," ইহাই প্রথম হইতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব সপরিবারে ও সবান্ধবে উপাসনা সাধন এই বিধানের প্রধান সাধন।

বিন্দু বিন্দু জল একত্রে নিপতিত হইলে যেমন পাহাড়ও ক্ষয় হয়, পাঁচ গাছি তৃণখণ্ড একত্রে মিলিত করিলে তদ্দ্বারা মত্ত হস্তিকেও আবদ্ধ করা যায়, তেমনি পাঁচ জনের মনের বল, প্রাণের বল, ভক্তি বিশ্বাসের বল, একত্র হইলে আমাদের ব্যক্তিগত পারিবারিক ও সামাজিক সকল প্রকার পাপই ক্ষয় করিতে পারে এবং মিলিত উপাসনার ফলে আমরা আমাদের মহান্ ঈশ্বরকে প্রেমডোরে হৃদয়ে বাঁধিতে পারি।

বাস্তবিক পরিবারস্থ সকলকে লইয়া এবং সহসাধক ধর্ম্মবন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইয়া উপাসনা সাধনে পরস্পরের সহায়তা যোগে যথেষ্ট ধর্ম্মবল লাভ হয়। ছোট ছোট তৃণখণ্ড এক অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলে যেমন তাহা প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে পরিণত হয়, তেমনি একত্র উপাসনাতেও ধর্ম্মাগ্নি যথেষ্টই উজ্জ্বল হয়। ইহাতে পারিবারিক ও সামাজিক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আত্মিক বন্ধনও দৃঢ় ও ঘনীভূত হয়। এইটী বিশ্বাস করিয়া আমরা যেন সপরিবারে ও সদলে নিত্য উপাসনা সাধনে মনোযোগী হই।

—•—

আমরা আর কত ঘুমাইব ?

দেশের চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে। কলিকাতা মহানগরীতে কিছুদিন পূর্ব্বে হিন্দু মুসলমান দ্বন্দ্বের ফলে যে লোমহর্ষণ ব্যাপার হইয়া গেল, সেই ভীষণ তরঙ্গই ঘাত প্রতিঘাতের আকারে দেশের উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিমে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মফঃস্বলের কোন কোন সহর ও পল্লীগ্রামের হৃদয়বিদারক সংবাদগুলি আসিয়া আমাদের প্রাণকে কতই আন্দোলিত করিতেছে, ব্যথিত করিতেছে। দেশের লোক, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেই এ আন্দোলনে উদ্বেলিত। কে কি ভাবে কি করিতেছেন, সকল বিষয় আমাদের তেমন করিয়া জানিবার অথবা বুঝিবার অবস্থা নাও হইতে পারে। কিন্তু আমরা নববিধান ক্ষেত্রের লোক, আমাদের কি এ বিষয়ে কিছু ভাবিবার নাই, করিবার নাই ? দেশের ভাগ্য বিধাতা আমাদের প্রাণে কি এ সময়ে গুরুতর দায়িত্ব জাগাইয়া তুলিতেছেন না ?

এ সময়ে দেশের নানা শ্রেণীর লোকের মধ্যে নব জাগরণের অনেকটা সাড়া পাওয়া যাইতেছে। অনেকের মধ্যে কর্ম্মব্যস্ততা উপস্থিত হইয়াছে। এই দুর্দ্দিনে আমাদের কি কিছু করিবার নাই ? এই শঙ্কট ও সমস্যাপূর্ণ অবস্থায় ফেলিয়া দেশের ভাগ্য বিধাতা আমাদের গুরুতর দায়িত্ব, গুরুতর কর্ত্তব্যের জাগরণ কি প্রাণে জাগাইয়া তুলিতেছেন না ? দেশের প্রতি, দশের প্রতি, বিশেষতঃ বিপন্ন নির্য্যাতিত জনমণ্ডলীর প্রতি আমাদের কি কর্ত্তব্য আছে তাহার কি সাড়া দিতেছেন না ? নববিধানের জীবন্ত লীলাক্ষেত্র যদি সর্ব্বমূলাধার ঈশ্বর হইতে সকল প্রকার আলোক লাভের, প্রেরণা লাভের, জীবনে সকল প্রকার প্রস্তুতি লাভের ভূমি হয়, তবে সে ভূমিতে বাস করিয়া আমরা কেন এত নির্জ্জীব, আমরা কেন এত প্রাণশূন্য ? একদিন এই বিধানক্ষেত্রের সেবক, সাধক ও কর্ম্মীগণদেশের, বিদেশের দুঃখ দৈন্যে কত ভাবে আপনাদের মহাপ্রাণতার পরিচয় দান করিয়াছেন। এখন আমাদের জীবনে সে প্রস্তুতি নাই, সে বিকাশ নাই। বিকাশ ভিন্ন প্রকাশ কোথায় ? তাই আসুন মণ্ডলীর ভাই, ভগ্নী, পুত্র কন্যাগণ, সকলে দেশের এই দুঃখ দুর্দ্দিনে প্রাণে প্রাণে মিলিত হই, নব জীবনের উৎস যিনি, নব জীবন, নব যৌবন, নব প্রস্তুতি, নব-বিকাশ, নব প্রকাশ যাহা হইতে সমাগত হয়, আসুন সকলে ব্যগ্র হয়ে, ব্যাকুল হয়ে তাঁর চরণে এখন ভাল করে শরণাপন্ন হই। তিনি আমাদিগকে প্রস্তুত করুন, কর্ত্তব্যের পথে পরিচালনা করুন।

বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে প্রেম সম্মিলনের স্বর্গীয় আদর্শ নববিধানে সমাগত হইয়াছে। বিশ্ববিধাতা স্বয়ং এই আদর্শ নববিধানে উপস্থিত করিয়াছেন। যিনি আদর্শ উপস্থিত করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই তাহা কার্য্যে পরিণত করিবেন। তিনি স্বয়ং সত্য স্বরূপ, তাঁহার কোন কার্য্যই মিথ্যা হইতে পারে না।

এখন হিন্দু ও মুসলমানে যেরূপ বিরোধ বিসংবাদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, হিন্দু মুসলমানে মিলন আর সম্ভব কোথায় ? দেশের বড় বড় জ্ঞানী, গুণী, মানী লোকের মধ্যে কত আন্দোলন চলিতেছে, কত উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। তাঁহাদের চেষ্টার মধ্যে শুভ ইচ্ছা শুভ কামনা থাকিতে পারে, কিন্তু মানবীয় যত্ন চেষ্টা যতই হউক না কেন, তাহাতে কখন সেই পূর্ণ মিলনাদর্শ কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। তাই দেখিতেছি মানবীয় চেষ্টা যত্ন পুনঃ পুনঃ বিফল হইতেছে। সকলের একমাত্র

শরণ্য যিনি, এ সময়ে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ, কি খৃষ্টিয়ান, সকলকে তাঁহারই শরণাপন্ন হইতে হইবে। মিলনের আলোক তিনি সকলের প্রাণে উদ্ভাসিত করিবেন, মিলনের উপায় তিনিই বিধান করিবেন। পরিণামে নিত্য স্থায়ী মিলন সংস্থাপন তিনিই করিবেন।

আমরা নববিধানের লোক, সেই জীবন্ত জাগ্রত বিশ্ব-নিয়ন্তাতে বিশ্বাসী। আমরা কেন নিরাশ হইব? তরঙ্গ তুফানে কেন ভয় করিব? এ সময় ভাল করিয়া তাঁহারই চরণাশ্রয় গ্রহণ করি, তিনি আমাদের প্রাণ আশা বিশ্বাসে পূর্ণ করুন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

জীবন বাঁচে কখন?

অগ্নিকুণ্ডে কাষ্ঠখণ্ড তৃণ পত্রাদি যাহা কিছু নিক্ষেপ কর, সকলই অগ্নিময় আলোকময় হয়, কিন্তু অগ্নিকুণ্ড হইতে বাহির হইলেই তাহা কাল কয়লা হইয়া যায়। তেমনিই যতক্ষণ আমাদের মন প্রাণ উপাসনার অবস্থায় ব্রহ্মাগ্নিতে থাকে, ততক্ষণ ইহা ব্রহ্মময় হয়, কিন্তু তাহা হইতে বাহির হইলেই আবার কাল অঙ্গারবৎ হইয়া যায়। বাস্তবিক ব্রহ্ম সহবাসে যতক্ষণ বাস করি, ততক্ষণই জীবন অগ্নিময় জীবন্ত জ্যোতির্ম্ময় হয়, অন্যথা মৃত্যু বা মলিনতা ইহাকে অধিকার করে।

জীবে ব্রহ্মে ও জীবে জীবে মিলন।

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোভিচাকশীতি ॥"

দুই সুন্দর পক্ষী প্রণয়যোগে সখাভাবে এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে একজন সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করিতেছেন, আর একজন অনশন থাকিয়া তাহা দর্শন করিতেছেন।

এই যে দুই পক্ষী প্রণয় যোগে এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। বেদান্ত-উক্ত এই ভাব হইতেই পুরাণে রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন ভাব সম্বন্ধ উদ্ভাবন করিয়াছেন, জীবাত্মা রাধা, পরমাত্মা কৃষ্ণ, তাঁহাদের মধ্যে প্রণয়ের উৎকৃষ্ট অবস্থা মাধুর্য্য যোগানুভূতিতে প্রকাশ পাইয়াছে যাহা, তাহাই রাধাকৃষ্ণের মিলন ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই মিলন শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য মধুরাদি সর্ব্বরসের সম্ভোগ ভূমি হইয়াছে। কি সুন্দর ভাব এই যুগল মিলনের ভাবে বিকাশ দেখা যায়। এই মিলনই ব্রহ্মের নির্ব্বাণ ভাবে আত্মহারা হওয়া। এখানেই ঈশার আমি এবং আমার পিতা এক এবং শাক্তের মা এবং ছেলে—যাহা ব্রহ্মানন্দজীবনে নব বিধানে বিকসিত। পিতৃভাব এবং মাতৃভাব হইতে নরনারীর ভ্রাতা ভগিনী সম্বন্ধ। আমি আমার পিতা বা আমি এবং আমার মাতা এক—সুতরাং আমি এবং আমার ভ্রাতা এক।

রথযাত্রা।

রথে জগন্নাথকে দেখিলে আর মানব জন্মের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, জন্মান্তরবাদী হিন্দুভক্তগণ ইহাই বিশ্বাস করিয়া সংসারের কাজ ত্যাগ করিয়া নানা প্রকার দুঃখ সহ্য করিয়া রথারূঢ় জগন্নাথকে দর্শন করিতে দলে দলে গমন করেন। এই বাহিক অনুষ্ঠান হইতেও আমরা আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি কি না? আমাদের এই জীবন নিত্য গমনশীল; বায়ু যেমন সদাই বহমান হইতেছে, নদীস্রোত যেমন প্রবাহিত হইতেছে, তেমনই মানব-জীবনও ক্রমাগত চলিতেছে, কিন্তু এই প্রবহমান জীবনে যে জীবন-দাতা নিত্য অধিষ্ঠিত থাকিয়া জীবনকে পরিচালন করিতেছেন, তাহা কি আমরা সর্ব্বদা সজ্ঞানে উপলব্ধি করি? তাহা করিলে কখনই আমাদের জীবন জড়াসক্ত সংসারসক্ত পাপের অধীন হইতে পারে না, নিত্য উন্নতির পথে জীবন ধাবিত হয়। তাই রথ যেমন চালিত হয়, তেমনি এই জীবনরথে জীবনের নাথ জগতের নাথ যিনি, তিনি অধিরূঢ় রহিয়াছেন এইটী বিশ্বাসচক্ষে দর্শন করি ও আমরা তাঁহারই পরিচালনায় পরিচালিত অনুভব করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের জীবন অমরত্বের পথে ধাবিত হয়, আর পাপে পতিত হইয়া এই জড় জন্মের অধীনে নিবদ্ধ হয় না।

মহরম।

মুসলমান ধর্ম্ম তীব্র একেশ্বরবাদের ধর্ম্ম,—এই ধর্ম্ম ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই, ঈশ্বরের শরীক কেহ নাই ইহা যেমন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এমন আর কোন ধর্ম্ম করে নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষ মোহম্মদকে, তাঁহার উপযুক্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা দিতে এ ধর্ম্ম কুণ্ঠিত নন। এবং শুধু তাহাই নয়, মোহম্মদের পরিবার এবং বংশধরদের প্রতিও প্রাণগত শ্রদ্ধাদান এস্‌লাম ধর্ম্মবলম্বীর একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। মহরমের উৎসব ইহারই এক নিদর্শন। মোহম্মদের দৌহিত্রদ্বয় হাসেন হোসয়ন প্রেরিত মহাপুরুষের বড় প্রিয় ছিলেন। কারবলা ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষ অন্যায়-রূপে তাহাদিগকে কষ্ট দিয়া বধ করে। এই দুর্ঘটনার স্মরণার্থ শিয়া সম্প্রদায়স্থ মুসলমানগণ মহরম পর্ব্বানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ভক্তের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন এই অনুষ্ঠানের বিশেষ মর্ম্ম। এই উপলক্ষে বিশ্বাসী মুসলমানগণ কয়েকদিন রোজাও করিয়া থাকেন এবং প্রেরিত পুরুষের বংশধরগণ যে ভাবে কষ্ট যন্ত্রণা অনুভব করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন তাহা স্মরণ করিয়াও দৈহিক কষ্ট বহন দ্বারা ভক্তের প্রতি ভক্তি ভাবের পরিচয় দেন। বাহ্যাড়ম্বরের অপব্যবহার করিয়া যাহারা এই অনুষ্ঠান করে, তাহা নিতান্তই নিন্দনীয়, কিন্তু ভক্তি ভাবে যাহারা এ মহরম করেন তাঁহাদিগের নিকট হইতে আমাদিগের যাহা শিক্ষা করিবার তাহা শিক্ষা করিতে যেন আমরা অবহেলা না করি।

পূর্ব্ববঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের ক্রমবিকাশ।

পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী এই ঢাকা নগরীতে ১৮৪৬ খৃঃঅব্দে ২৩শে অগ্রহায়ণ শ্রদ্ধাস্পদ ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় কতিপয় বন্ধুসহ মিলিত হইয়া তাঁহার কুমারটুলীস্থ ভাড়াটিয়া বাড়িতে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করেন। ১৮৪৭ সালে ৭ই মার্চ্চ তিনি তিনটী বন্ধুর সমক্ষে বাবু যাদবচন্দ্র বসুর বাটীতে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ঐ দিবস ডাল বাজারের বাবু রাইমোহন রায় ও তাঁহার নিজ বাটীতে দুইটী বন্ধুর সমীপে উক্তরূপ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই-রূপে এই ঢাকানগরে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ বপণ করা হয়। কিন্তু তৎ-কালে হিন্দুসমাজের নেতৃগণ দ্বারা ব্রজসুন্দর ও তাঁহার বন্ধুগণ লোকনিন্দা, তিরস্কার, এবং সমাজচ্যুতিরূপ উৎপীড়ন এবং কেহ কেহ লগুড়াঘাতও সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা বাজার ত্রিপুঙ্গি নামক বাটীতে (উহা এখনও বর্ত্তমান) কিছুদিন নির্ব্বিঘ্নে সাপ্তাহিক সামাজিক উপাসনা চলিয়াছিল।

১৮৫৭ খৃঃ ব্রজসুন্দর আর্ম্মাণিটোলাতে একটী প্রশস্ত দ্বিতল গৃহ ক্রয় করেন। এবং পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিয়া তাহার একটী দ্বিতল কামড়া ব্রহ্মোপাসনার জন্য অর্পণ করেন। এখানে ব্রজসুন্দর একটী ব্রহ্মবিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য এবং ব্রহ্মোপাসনার কার্য্য যাহাতে সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে এইজন্য ব্রজসুন্দর একটী উপযুক্ত লোক পাঠাইবার নিমিত্ত কলি-কাতাতে আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন। তদনুসারে সাধু অঘোরনাথ আসিয়া বিদ্যালয়ের ও সামাজিক উপাসনা কার্য্যের ভারগ্রহণ করেন। ভক্ত বিজয়কৃষ্ণও এ সময় পূর্ব্ববঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারজন্য বহির্গত হইয়া ঢাকাতে সাধু অঘোরনাথ সঙ্গে জীবন্ত উৎসাহ সহকারে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। সঙ্গীতাচার্য্য ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালও আসিয়া কিছুদিন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য করিয়াছিলেন। ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ এবং সাধু অঘোরনাথই বিশেষ ভাবে পূর্ব্ববঙ্গে বিশ্বাস, বিবেক এবং বৈরাগ্যের ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মালোক বিকীর্ণ করেন।

ঢাকার সঙ্গত সভা এবং তাহার নেতা ভক্তিভাজন বঙ্গচন্দ্র রায়ের ধর্ম্মজীবন বিশেষ ভাবে সাধু অঘোরনাথ ও পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীরই জীবন্ত ধর্ম্মোৎসাহের ফল। ১৮৬৩ খৃঃ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও ঢাকাতে আসিয়া ইংরাজি ও বাঙ্গলাতে ক্রমে ৬টী বক্তৃতা করেন। তিনি ঢাকা হইতে ময়মন সিংহ যান এবং পুনরায় ঢাকা হইয়া শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ তাড়াতাড়ি কলিকাতা ফিরিয়া যান। ইহার পর ১৮৬৯ খৃঃ কেশবচন্দ্র আরও দুইবার ঢাকাতে পদার্পণ করেন। তৃতীয়বারে পটুয়া-টুলীস্থ পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠা কার্য্যোপলক্ষে আসিয়াছিলেন। এ সময় ঢাকাতে সঙ্গত সভার কার্য্য অতি উৎসাহ সহকারে সম্পন্ন হইতেছিল। মন্দির প্রতিষ্ঠা দিনে সঙ্গতের সভ্যদের মধ্যে অন্যূন ৪০ জন উৎসাহী যুবক ব্রাহ্মধর্ম্মে কেশবচন্দ্রের নিকট দীক্ষিত হইয়া প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ করেন।

কিন্তু এই ধর্ম্মোৎসাহী সঙ্গতের সভ্যদিগের মধ্যে দুইটী বিশেষ ভাব ক্রমে পরিলক্ষিত হইতে আরম্ভ হইল। এক দল স্বর্গীয় বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সহিত মিলিয়া সমাজ সংস্কারের দিকে একটু অধিক ঝুঁকিয়া পড়িলেন, আর একদল স্বর্গীয় উপাচার্য্য বঙ্গচন্দ্রের সহিত মিলিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে সবিশেষ যত্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রদ্ধেয় নবকান্তবাবু প্রভৃতি কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণসন্তান যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করাতে তৎকালে হিন্দুসমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। নবকান্ত বাবু বিনামা বিক্রয়ের দোকান খুলিয়া দিলেন, স্বর্গীয় শ্রীমতী বিধুমুখী দেবীকে কৌলিন্য প্রথার করাল কবল হইতে উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আনিলেন, বৈষ্ণবীকন্যা লক্ষ্মীমণির উদ্ধার সাধন করিয়া বাল্যবিবাহ নিবারণ চেষ্টা করিলেন, অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি বহুবিধ সমাজ সংস্কারের কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

অপর দিকে বঙ্গচন্দ্র ঘরে ঘরে পরিবারে পরিবারে যাহাতে ব্রহ্মোপাসনাশীল ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা দল সংস্থাপন হয় তাহা করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে ঢাকার সঙ্গত সভার ব্রাহ্মদের মধ্যে যাঁহারা সমাজ সংস্কারের দিকে একটু অধিক মনোযোগ দিলেন তাঁহারাও নিষ্ঠা সহ-কারে ব্রহ্মোপাসনা করিতে ভুলিয়া যান নাই। বঙ্গচন্দ্র এবং স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র নন্দী ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারব্রতে ব্রতী হইলেন এবং "বঙ্গবন্ধু" পত্রিকা প্রকাশ করিয়া দেশের সেবা করিতে লাগিলেন। এ স্থলে উল্লেখ থাকা আবশ্যক যে সমাজ সংস্কারের দলও "শুভ সাধিনী" এবং মহাপাপ "বাল্যবিবাহ" নামক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া দেশের উন্নতি কল্পে যত্ন করিয়াছিলেন। এই সময়ে বাবু কৈলাসচন্দ্র নন্দী ও কালী নারায়ণ রায় "হিতৈষী" পত্রিকা প্রকাশ করেন।

ক্রমে বঙ্গবাবুর সঙ্গে এমন একটী ভক্তিপিপাসু দল জুটি-লেন যে তাহা লইয়া বঙ্গবাবু এই ঢাকা নগরে নানা বিপদ ও বিষম ঝড় তুফানের মধ্যে নির্ভীক ভাবে আপনার ব্রত পালনে দণ্ডায়মান হইতে পারিয়াছিলেন। এই দলে শ্রদ্ধেয় ভাই ঈশানচন্দ্র সেন, বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ, বাবু গণেশচন্দ্র ঘোষ, শ্রদ্ধেয় ভাই বিহারিলাল সেন, বক্তা নিজে, শ্রদ্ধেয় ভাই অন্নদা প্রসন্ন সেন, রাইচরণ, শশিভূষণ শ্রদ্ধাস্পদ দুর্গাদাস রায়, গোপীকৃষ্ণ সেন, রামপ্রসাদ সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস. প্রভৃতি মিলিত হইয়াছিলেন। কুচবিহার বিবাহের তুমুল আন্দোলনের পর পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রহ্মসমাজ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া বঙ্গচন্দ্র এই দল লইয়াই নববিধান ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

শ্রীদুর্গানাথ রায়।

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান।

প্রকৃত ধর্ম্মের বিকাশ ধর্ম্মজীবনে। জীবন ও চরিত্রে যখন ধর্ম্ম বিকশিত হয় তখনই উহা লোকচক্ষু আকর্ষণ করিয়া থাকে। রজনীযোগে সূর্য্য থাকা সত্ত্বেও যাবৎ না সূর্য্য উদিত হয় তাবৎ কেহ তাহা দেখিতে পায় না। তদ্রূপ সনাতন ধর্ম্ম চিরকাল ব্রহ্মে থাকা সত্ত্বেও যখন উহা মনুষ্য জীবনে প্রকাশিত হয়, তখনই তাহা দেখা যায়।

পূর্ব্ববঙ্গে নববিধানের ধর্ম্ম প্রকাশিত হইবার উষাকালে আমরা শুনিয়াছি, "ব্রহ্মের স্বভাবে দেখ ব্রাহ্মধর্ম্ম বর্ত্তমান, হলে নিষ্ঠাযুক্ত ব্রহ্মভক্ত পাবে তাঁর অনুসন্ধান। হয়ে সরল অন্তর, ব্রহ্ম উপাসনা কর; ব্রহ্মকৃপাগুণে, মনে প্রাণে সঞ্চারিবে ব্রহ্মজ্ঞান। (উপাসনা করে দেখ) স্বেচ্ছা রুচি বিসর্জ্জিয়ে, দেখ অকিঞ্চন হয়ে, হরিমাতা হয়ে, কোলে নিয়ে, বুঝাবেন নববিধান। (হাবা শিশু হয়ে দেখ)। জননীরূপ দেখবে যখন, হবে সকল আশা পূরণ, (তখন) পাবে সহজে, হৃদিমাঝে, যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞান। সকল অভাব দূরে যাবে, চরিত্রে তাঁহাকে পাবে, হবে দর্শন শ্রবণ সাধুসমাগম জীবনের অন্ন পান।"

অল্পসংখ্যক সরল বিশ্বাসী এবং ঈশ্বরপিপাসু বন্ধু লইয়া আচার্য্য বঙ্গচন্দ্র, এই ঢাকানগরীতে শ্রদ্ধাস্পদ ধর্ম্মপিতামহ ব্রজসুন্দর প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মোপাসনা নিষ্ঠা সহকার করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন এবং ক্রমে ব্রহ্মকে পরমাত্মারূপে ও ভগবানরূপে প্রকাশিত দেখিয়া ধন্য হইয়াছেন।

> বদন্তি তত্ত্বত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
> ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে ॥—শ্রীমদ্ভাগবত।

তত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁহাকেই তত্ত্ব বলেন, যিনি অদ্বয় জ্ঞান এবং ব্রহ্ম পরমাত্মা এবং ভগবান্ এই ত্রিবিধ শব্দে অভিহিত হয়েন।

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ এই ত্রিবিধরূপেই ভক্ত সন্নিধানে ঈশ্বর প্রকাশিত হইয়া তাহাকে বিমোহিত করেন এবং এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতে আপনার মহিমা এবং গৌরব বিস্তার করেন। ব্রহ্ম নিরুপাধি, সর্ব্বাতীত অর্থাৎ বাক্য মনের অতীত হইয়া নিত্যকাল স্থিতি করিতেছেন। তিনি আছেন এই সত্তা মাত্রে বিশ্বাস ভিন্ন এ অবস্থায় অন্য জ্ঞান লাভ হয় না। কেহ তাঁহাকে দেখিতে শুনিতে পায় না, ধরিতে পারে না, কেন না তিনি অচিন্ত্য অব্যক্তরূপে আছেন। ব্রহ্মের উপাসনা, স্মরণ, চিন্তন, নাম গ্রহণ মাত্র। এই জন্য ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ কালে প্রথম যুগে আমরা দেখিতে পাই, "তুমি কার কে তোমার", "কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে", "স্মর পরমেশ্বরে, অনাদি কারণে", "ভাব সেই একে, জলে স্থলে যে সমভাবে থাকে", ইত্যাদি। কিন্তু পরমাত্মারূপেই ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের নিগূঢ় নিত্য সম্বন্ধ প্রকাশ পাইয়াছে। পরমাত্মা রূপেই তাঁহাকে দেখা যায়, শুনা যায়, তাঁহার স্পর্শানুভব করা যায়।

যিনি পরমাত্মা রূপে তাঁহাকে দেখিবার শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন তাঁহার নিকট তিনি "আমি আছি" (অহং ব্রহ্মাস্মি) বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলেন। ব্রহ্ম আছেন, এ জ্ঞান যেমন মানুষ অন্তরেই লাভ করে, তদ্রূপ তাঁহার দর্শন এবং তাঁহার বাণী শ্রবণ স্বীয় অন্তরেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হইয়া ব্রহ্মরূপে সর্ব্ব বস্তুতে আছেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই না, কারণ "এসঃ গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে"। এইজন্য বলা হইয়াছে, "অচিন্ত্য ব্যক্তরূপেণ সর্ব্বভূতে বিরাজিতা"। ব্রহ্মেতে ব্রহ্মদর্শন, অর্থাৎ তিনি আপনাতে আপনি স্বীয় মহিমাতে প্রকাশ পাইতেছেন এ দর্শন জ্ঞানযোগ। ব্রহ্ম আমাতে এবং আমি ব্রহ্মেতে আছি এ দর্শন এবং অনুভূতি প্রাণযোগ। এবং ইহাই আত্মাতে পরমাত্মারূপে তাঁহাকে দর্শন। আর যিনি ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা তিনিই সর্ব্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন, আমার দেহ মন আত্মাতে শুধু আছেন তাহা নহে, আমার বল, বুদ্ধি, জ্ঞান, জপ, তপস্যা, যোগ, ধ্যান, দয়া, প্রেম, পুণ্য সমুদয়ই তিনি, এইরূপে তাঁহার প্রকাশ দেখাই, ভগবান্ রূপে তাঁহাকে দর্শন। স্বীয় আত্মাতে ব্রাহ্মসাধক যখন ব্রহ্মকে দেখিবার এবং পাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন, তখনকার সঙ্গীত উল্লিখিত ব্রহ্মসঙ্গীত হইতে স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা,—"প্রকাশ যদি হৃদি কন্দরে"। "একবার এস হে, ও করুণাসিন্ধু, কাতর প্রাণে ডাকি তোমারে। তোমা বিনে পতিত পাবন, পাপীর গতি নাই আর এ সংসারে।" "কোথা হে কাঙ্গালের নিধি, হৃদয়পুত্তলি, দেখা দাও একবার। হৃদয়মন্দির আমার, তোমা বিনে হয়ে আছে অন্ধকার। তোমারে পাইবার তরে, চাহি অন্তরে বাহিরে, না দেখে নাথ তোমারে, শূন্যময় জ্ঞান হয় এ সংসার। কি করিব কোথা যাব, কিরূপে তোমারে পাব, কবে ও মুখ হেরিব, জুড়াইব তাপিত প্রাণ হে আমার।" ইত্যাদি। এই পরমাত্মা রূপে ঈশ্বরের প্রকাশের সঙ্গীতই ব্রাহ্মসমাজে অধিক। অতঃপর ভগবৎ রূপে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল সঙ্গীত হইয়াছে তাহারও দুই একটী এখানে প্রদত্ত হইতেছে। তাহা হইতে সহজেই বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হইবে।

"তুমি পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান্! স্রষ্টা পাতা, পিতা মাতা, গুরু জ্ঞানদাতা, রাজা প্রভু ধাতা, স্বামী সখা প্রাণপ্রাণ। বেদ প্রতিপাদ্য তুরীয় মহান্, পুরাণে লীলাময় পুরুষপ্রধান, সর্ব্বভূতে হরি, নানা রূপ ধরি, আছ সদা বর্ত্তমান। তুমি বল বুদ্ধি জ্ঞান, জপ তপ, যোগ ধ্যান, দয়া প্রেম পুণ্য পরিত্রাণ; ধর্ম্ম অর্থ কাম শান্তি মোক্ষ ধাম, তুমি হে নূতন বিধান।"

অপর একটী সঙ্গীত এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। উহা ঢাকাতে ভগবৎ প্রকাশের ভাবানুযায়ী রচিত এবং গীত হইয়াছে।

তাহা এই :—"আমি তোমারি সন্তান, পরব্রহ্ম ভগবান্। তুমি আত্মা, পিতা মাতা, হৃদয়সর্ব্বস্ব প্রাণ। প্রেমোন্মত্ত, ইচ্ছাময়, নিত্য নবরসোদয়; করিছ সব হৃদে সদা, লীলারসামৃতপান।"

সহৃদয় পাঠক যদি এই ত্রিবিধ যুগের সঙ্গীত আলোচনা করেন তবে তাহা হইতে অনায়াসেই অন্ততঃ ঐতিহাসিক ভাবে বুঝিতে পারিবেন, এই তিনটী যুগ কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নরূপে পরস্পর সঙ্গীত দ্বারা বিভিন্ন। ঈশ্বরকে প্রথমতঃ ব্রহ্মরূপে গ্রহণ করা হয়, সেই যুগে শুধু তাঁহাকে স্মরণ, চিন্তন দ্বারা প্রথম বৈরাগ্য সঙ্গীত করিয়া সংসারের অনিত্যতা এবং ব্রহ্মের নিত্য বর্ত্তমানতা আলোচনা করা হইত। তাঁহাকে দর্শন করা যায়, তাঁহার বাণী শুনা যায় এ সকল তত্ত্ব তখন কেহ জানিত না এবং আলোচনাও করিত না। দ্বিতীয় যুগে অর্থাৎ পরমাত্মা রূপে যখন সেই ব্রহ্ম উপাসকের হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করিলেন, সেই যুগে ব্রহ্মসহবাসে যে কি সুখ শান্তি আরাম হয়, তাহা জীবন ও চরিত্রে প্রমাণিত হইল। তখন হৃদয়ে ব্রহ্মদর্শনে আনন্দ লাভ করিয়া উপাসক গাইলেন :—"প্রেমমুখ দেখরে তাঁহার। শুদ্ধ, সত্য স্বরূপ, সুন্দর; নাহি উপমা যাঁর। যায় শোক, যায় তাপ", যায় হৃদয় ভার; সর্ব্ব সম্পদ তাহে মিলে, যখন থাকি তাঁর সাথ। কেন না বিশ্বাসী ভক্ত শুধু আপনি পরমাত্মাকে পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। আভেস্তা ধর্ম্মশাস্ত্র আছে "যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করেন, তিনি তাঁহার জীবদিগকেও তিনি যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা জানিতে দেন।" বস্তুতঃ জীববৎসল ভগবান যেমন প্রতি জীবকে আত্মদান করিয়া তাহাকে শুদ্ধ এবং সুখী করিবার জন্য ব্যস্ত, তদ্রূপ তাঁহার ভক্তগণ যাহাতে সকল নর নারী ঈশ্বরকে দর্শন করে এবং তাঁহার সহবাসে থাকিয়া ভূমানন্দ রস আস্বাদন করে এই জন্য ব্যস্ত হন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন এইরূপ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখনই তিনি ব্রহ্মানন্দকে পাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। মহর্ষি পরমাত্মাকে ভগবৎস্বরূপে অন্তরে বাহিরে এবং সৃষ্টির সকল বস্তুতে দর্শন করিলেও তিনি স্বপ্রকাশ পরমেশ্বরের পরমাত্মরূপের সৌন্দর্য্যে মত্ত হইলেন, এবং মনুষ্যসন্তান কিরূপে ন্যাস কুম্ভকাদি হঠযোগ কষ্টযোগের মধ্যে না গিয়া, সহজে এবং স্বাভাবিক ভাবে যোগানন্দ রস আস্বাদন করিতে পারে তাহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। মহর্ষি জীবনে, পরমাত্মরূপের সৌন্দর্য্যে কিরূপ বিমোহিত হওয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। ভগবৎ রূপের প্রকাশে আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনে কি ব্যাপার হইল, অনেকে আমরা তাহার সাক্ষী আছি।

এই পূর্ব্ববঙ্গে আচার্য্য বঙ্গচন্দ্র তাঁহার অল্পসংখ্যক বন্ধুদিগকে লইয়া আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের অনুসরণ করিলেন এবং অতি অল্প পরিমাণ হইলেও ব্রহ্মের উল্লিখিত ত্রিবিধ প্রকাশ দর্শন করিয়া ধন্য হইলেন। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এই মহা ব্যাপার বুঝাইতে চেষ্টা করা যাইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে আমরা দেখিতেছি, ইলেক্‌ট্রিক লাইট অর্থাৎ বৈদ্যুতিক আলোকে এই মন্দির আলোকিত হইয়াছে। এই বৈদ্যুতিক আলোক পূর্ব্বে ছিল না এবং বৈদ্যুতিক শক্তি বলে পূর্ব্বে আমাদের পানুখাও চলিত না। কিন্তু বৈদ্যুতিক শক্তির Galvanic Battery আমরা শৈশবকালে হইতেই দেখিয়াছি। তদ্দ্বারা মানুষের শক্তি সঞ্চার করা হয়। যাহার শরীরে এই যন্ত্র সংলগ্ন করা হয় তাহাকে যে লোক স্পর্শ করে এবং পুনরায় এই শেষোক্ত ব্যক্তিকে যে স্পর্শ করে এবং তাহাকে পুনরায় ক্রমে যাহারা স্পর্শ করে, সকলের শরীরেই ঐ বৈদ্যুতিক শক্তির ক্রিয়া চলিতে থাকে। যখন এই Galvanic Battery আবিষ্কৃত হয় নাই, তখনও বৈদ্যুতিক শক্তি মেঘে সকলে দর্শন করিত এবং এখনও করিয়া থাকে। যেরূপ বৈদ্যুতিক শক্তি চিরকাল আছে এবং মেঘমালাতে তাহার ক্রিয়া অনুভব করা যায়, সেইরূপ ব্রহ্ম নিত্যকাল আপনাতে আপনি আছেন। মনুষ্যসন্তান তাঁহাকে স্বীকার না করিয়া পারে না, কিন্তু Galvanic Batteryতে যেরূপে বৈদ্যুতিক শক্তি অনুভব করা যায়, তদ্রূপ স্বীয় আত্মাতে তাঁহাকে অনুভব করিয়া এবং ভোগ করিয়া মনুষ্যসন্তান শুদ্ধ এবং সুখী হয়। তৎপর বৈদ্যুতিক আলোক যেমন এখন সমুদয় দৃশ্য বস্তুকে পরিষ্কার এবং উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত করিতেছে তদ্রূপ ভগবৎ রূপের প্রকাশে সমুদয় সৃষ্টি তাঁহার সৌন্দর্য্য দ্বারা উদ্ভাসিত দেখা যায়।

শ্রীঃ—

শূন্য পাত্র।

আমার হৃদয় পাত্র শূন্য। উহা কে পূর্ণ করিয়া দিবে? যে জীবনপ্রদ বিশুদ্ধ বায়ুতে সদা পরিপূর্ণ থাকিবে, তাহা সরাইয়া দিয়া আমি তাহা অসার দ্রব্যে ভরিয়া রাখিয়াছি। সুতরাং আমার হৃদয় পাত্র যে পূর্ণ হইয়াও শূন্য। জড় জগতে যাহাকে আমরা শূন্য পাত্র বলি, তাহা প্রকৃতির নিয়মে নিয়ত বায়ুপূর্ণ থাকিলেও তাহাকে পূর্ণ পাত্র বলি না।

অদৃশ্য হৃদয় পাত্রও যে অধ্যাত্ম জগতের বিশুদ্ধ বায়ুতে পূর্ণ থাকিতে চায়। আমরা অন্ধের ন্যায়, মূর্খের ন্যায়, সে প্রাণপ্রদ বায়ু—জগৎব্যাপী অদৃশ্য সেই প্রেমামৃত দূরে সরাইয়া দিয়া আমাদের হৃদয় পাত্র হিংসা, বিদ্বেষ, আত্মাভিমান ও জড়াশক্তি, ধনাশক্তি, আত্মাশক্তি প্রভৃতি অসার অহিতকর পদার্থের গরল রাশিতে পূর্ণ করিয়া রাখিতেই ভালবাসি।

আমরা যে "ক্ষুদ্র লইয়া থাকি" ও ক্ষুদ্রেতেই পরিতৃপ্তি লাভ করি। অনন্ত অসীম প্রেমসিন্ধু জলে অবগাহন, সন্তরণ ও নিমজ্জন পছন্দ করি না। সেই সুধাসিন্ধুর এক বিন্দু পানে যে আত্মার তৃপ্তি ও শান্তি, পরাশান্তি, তাহা তো একটীবারও হৃদয়ঙ্গম

বা উপলব্ধি করিতে প্রয়াসী হই না। তাহা হইলে তো আর হৃদয় পাত্র এরূপ শূন্য থাকিত না।

এই শূন্য হৃদয় তো অতি সহজেই পূর্ণ করিতে পারি, যদি উহার মুখখানি খুলিয়া সেই অমিয়া সাগরের দিকে পাত্রের মুখ খানি উন্মুক্ত করিয়া রাখি। নতুবা মুখের বৃথা বিলাপে লাভ কি?

আমার হৃদয় পাত্র কি কেবল শূন্য? তাহা নহে, উহার তলায় বহু সূক্ষ্ম ছিদ্র বর্ত্তমান। স্বভাবের নিয়ম বশতঃই আবার সেই ছিদ্র পথে বায়ু বাহির হইয়া যায়। সে সমস্ত ছিদ্র অতি ক্ষুদ্রতম হইলেও প্রেমবায়ুর প্রবেশ ও নির্গমনে সে ক্ষুদ্রতার বাধা প্রদান করে না। বলিতে গেলে বিধাতাই তাঁহার স্বভাবে আপন স্বরূপের প্রেমবিন্দু আমার হৃদয়পাত্রে ঢালিয়া দেন, আমার ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি তাহাতে ঐ সমস্ত সূক্ষ্ম ছিদ্ররাশি ঝাঁঝরার আকারে গোপনে রক্ষা করিতেছে। আমার অভ্যাসের এই সমস্ত ছিদ্র পথে তাঁহার প্রেরিত প্রাণদ প্রেমবায়ু আমার হৃদয়পাত্র শূন্য করিয়া আমার অজ্ঞাতসারেই দূরে চলিয়া যায়।

হৃদয়ের এশূন্যতা কে দূর করিয়া দিবে? আমি প্রতিবেশীকে প্রেম করিব, সমাজকে ও দেশকে প্রেম করিব দূরের কথা, নিতান্ত আপনার জন যাহারা, তাহাদের দোষ ত্রুটি ধীর ও ক্ষমাশীল সহৃদয়তার সঙ্গে উপেক্ষা করিয়া তাহাদিগের ভ্রম তাহাদিগকে সুহৃদের ন্যায় বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগকে বিপথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার গরজ বা প্রতিজ্ঞাই যে করিতে পারি না। জীবন ব্যাপী হৃদয়হীন প্রচেষ্টায় তো কিছুতেই কিছু করিতে পারিলাম না। এখনও কি ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিব না; কোথায় গলদ রহিয়াছে, কোথায় ছিদ্র রহিয়াছে?

এখন যে "গৃহিত এব কেশেষু মৃত্যুনা।" এখনও কি ধর্ম্মাচরণের সময় আসে নাই? বাহিরে জীবন, শারীরিক জীবন তো মৃত্যুর এ পারের ঘাটের খেয়া নৌকার প্রতিক্ষায় বসিয়া আছে। মুহূর্ত্ত পরেই যে সে নৌকা উপস্থিত হইলে আর বিলম্ব সহিবে না। তবে আর কেন, আত্মন্! ত্বরা করিয়া সম্বল গ্রহণ কর। প্রেমের পবিত্র বায়ু প্রতি নিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া হৃদয় ভাণ্ডার পূর্ণ কর। শূন্য পাত্রে থাকিও না।

হে অন্তর দেবতা! তুমি যে এত নিকটে রহিয়াছ তাহা তো বিশ্বাসী যোগী ভক্তগণের শত উপদেশে ও এতদিন উপলব্ধি করিতে পারি নাই। "মানবের মন, কুবের ভবন" বলিয়া যে ছেলেবেলায় পড়িয়াছি ও এখন পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে তাহার মর্ম্মোদ্ঘাটনে সচেষ্ট হইতেছি, কৈ তাহার যথার্থ মর্ম্ম তো এখনও স্বচ্ছ হৃদয় দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিল না? কোথায় কোন্ নিভৃত গুহায় কি বিষাক্ত জীবাণু বাসা বাঁধিয়াছে যে এখনও সেই মৃত্যুর বীজাণুর বিলোপ বা অপসারণ সম্ভব হইল না। হে প্রভো! তুমি একবার আরও উজ্জ্বলতর প্রভায় এই হৃদয়মন্দিরে দেখা দাও। কবে সাধক কবির সুরে বলিতে পারিব "কেড়ে লও কেড়ে লও আমারে কাঁদায়ে, আমার হৃদয় নিভৃতে নাথ যাহা আছে লুকায়ে।" এখন আর সময় নাই।

শূন্য হৃদয় পাত্রকে প্রেমের সুধারসে পরিপূর্ণ রাখিতে চাহিলে জীবনে নিয়ত কর্ম্মশীল হইতে হইবে। নিষ্কর্ম্মা জীবন হৃদয় পূর্ণ করিবার পক্ষে বিশেষ প্রতিকূল। শৈশব হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবনের কোন মুহূর্ত্তকেই কর্ম্মহীন রাখিলে সেই ছিদ্রপথে শনির প্রবেশ সুনিশ্চিত। কর্ম্মহীন দেহ মন সকল অনর্থের মূল ও সকল দুঃখ দৈন্যের প্রসূতিস্বরূপ। শিশু তো তাহার প্রকৃতির প্রেরণাতেই সদা একটা না একটা খেলা ধূলা লইয়া আপনার হাত পা এবং ক্ষুদ্র ও কোমল মনকে নিযুক্ত রাখে। ক্রমে বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থায় আমাদিগকে তত্তৎ অবস্থোপযোগী চিন্তা ভাব ও প্রবণতাকে ঠিক পথে চালিত করিতে হইবে। যৌবনের অদম্য উদ্যম অধ্যবসায়কে নিজের, পরিবারের, সমাজের ও মানবের হিতানুষ্ঠানে সদা নিযুক্ত রাখিতে হইবে। এই সময়েই আমাদের জীবন সৎ অথবা অসৎ পথের অনুসরণ করিয়া থাকে। যদি যৌবনকে সচ্চিন্তা ও সৎকর্ম্মে নিযুক্ত রাখিতে পারি তবে ৮০ অথবা ১০০ বৎসরেও কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিব যৌবনোচিত উৎসাহ উদ্যমে দেহ মনকে ভরপুর রাখিতে পারিলে মৃত্যু, সে তো অমৃতের সোপান হইবে। কর্ম্মহীন জীবন আর অচলপ্ত চক্রের একই অবস্থা। গতিরোধেই চক্রের পতন অনিবার্য্য। কর্ম্মত্যাগে ও আলস্যে মনুষ্য জীবনের পতন অবশ্যম্ভাবী।

ঢাকা। শ্রীচক্রধর সাহা।

বালেশ্বরের উৎসববৃত্তান্ত।

আশা ও নিরাশার আলো আঁধার দেখিয়া মা বিধানজননীর বিশেষ কৃপায় এবার আমরা বালেশ্বরে উৎকল নববিধান সমাজের সপ্তপঞ্চাশোত্তম আষাঢ় উৎসব সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

গত ১৪ই জুলাই, বুধবার, গুড়িপুকুর ভগ্ন ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে উৎসবের উদ্বোধন সূচক উপাসনা হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ভগবান চন্দ্র দাস মহাশয় উপাসনা করেন। সায়ংকালে সিন্ধিয়া যোগাশ্রমে সঙ্কীর্ত্তন ও প্রার্থনা হয়, বৃদ্ধ সাধক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন দাস মহাশয় কাতরতার সহিত প্রার্থনা করেন।

১৫ই জুলাই, বৃহস্পতিবার, প্রাতে বারবাটী দাস ভবনে শ্রদ্ধেয় শ্রীভগবানচন্দ্র দাস উপাসনা করেন। ঐ দিন সায়ংকালে নূতন বাজারে প্রচারযাত্রা করিয়া তথাকার একজন প্রসিদ্ধ উকীল বাবুর বাটীতে সঙ্কীর্ত্তন ও প্রার্থনা হয়, তথায় অনেকগুলি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, গৃহস্থ মহাশয় যাত্রীদের পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান।

১৬ই জুলাই, শুক্রবার, প্রাতে বারবাটী দাস ভবনে উপাসনার কার্য্য শ্রদ্ধেয় শ্রীভগবান বাবুই করেন, ঐ দিন সায়ংকালে পুরাতন

বালেশ্বরে প্রচারযাত্রা হয়, তথায় বাবু হিরালাল দে ও বাবু নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নববিধান তত্ত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করেন ও সংকীর্ত্তন হয়; সেখানে প্রায় শতাধিক লোক উপস্থিত হইয়া বিধানতত্ত্ব শ্রবণ করেন, শেষে তাঁহাদিগকে উৎসবে সাদরে নিমন্ত্রণ করা হয়।

১৭ই জুলাই, প্রাতে নূতন ব্রহ্মমন্দিরে মহিলা উৎসবের উপাসনা অমরাগড়ী নববিধান সমাজের উৎসাহী ব্রাহ্মিকা শ্রীমতী যাদুমণি রায় খুব সুমিষ্ট ভাবে করেন, স্থানীয় ও ময়ূরভঞ্জ হইতে সমাগত কয়েকটী ব্রাহ্মিকা যোগদান করেন। অদ্য ১০টার সময় অমরাগড়ীর সেবক অখিলচন্দ্র রায় উৎসবে যোগদান করিতে এখানে আগমন করেন, অপরাহ্নে ব্রহ্মমন্দিরে বালক বালিকা-সম্মিলন হয়, অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে সমবেত হইয়া সঙ্গীত করিলে ও তাহাদিগকে সেবক অখিলচন্দ্র, ভক্ত ধ্রুবের হরিভক্তির বিষয় গল্পচ্ছলে শুনাইয়া আহ্লাদিত করেন, শেষে তাহাদিগকে মিষ্টান্ন দানে আরো আমোদিত করা হয়। সায়ংকালে এই অধমের কুটীরে সংক্ষিপ্ত উপাসনা, সংকীর্ত্তন এবং অকিঞ্চনা ভক্তি বিষয়ে উপদেশ হয়। আমি অসুস্থতা সত্বে ও উপাসনাদিতে যোগদান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

১৮ই জুলাই রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব প্রাতে ৯টা হইতে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা এ বেলা শ্রদ্ধেয় সেবক অখিল চন্দ্র রায় বেদীর কার্য্য করেন, মার কৃপায় উপাসনা বেশ সুমিষ্ট ও জমাট হয়। তিনি ব্রহ্মগীতোপনিষদ্ হইতে "সংসারধর্ম্ম" বিষয়টী পাঠ ও তদুপযোগী উপদেশ দেন। নববিধানের আদর্শ জীবন সংসারীকে শ্মশানবাসী যোগী হইতে হইবে। বেলা ১২টার সময় উপাসনা শেষ হয়, পুনরায় অপরাহ্ণ ৩টা হইতে সঙ্গীত আলোচনা ও পাঠ হয়। একটী মুসলমান যুবক আসিয়া আগ্রহের সহিত নববিধানের তত্ত্ব ও পরলোক তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে খুব সদ্ভাবের সহিত প্রশ্নোত্তর করিয়াছিলেন। সায়ংকালে জমাট সঙ্কীর্ত্তন হইলে প্রাচীন সাধক শ্রীভগবানচন্দ্র দাস মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন, তাঁর উপাসনাও বেশ ভাবপূর্ণ হইয়াছিল। শেষে সেবক অখিলচন্দ্র রায় বৈরাগ্য বিষয়ে কিছু পড়েন ও প্রার্থনা করেন। (ক্রমশঃ)

বিনীত—শ্রীশ্যামসুন্দর বিশাল।

সম্পাদক।

—•—

দুরূহ ধর্ম্মপথ।

ধর্ম্মজীবনের প্রশান্ত ভাব, সাধু ধর্ম্মাত্মাদিগের নির্দ্দোষ শান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া লোকের মনে হইতে পারে যে ধর্ম্ম জীবনসংগ্রামশূন্য ও নিষ্ক্রিয়। কিন্তু তাহা নয়। ধর্ম্ম পথ আত্মত্যাগের পথ, চির উদ্যম ও অক্লান্ত পরিশ্রমের পথ। এ পথে আপনার রুচি বাসনা সব ছাড়িতে হয়। আপনার ইচ্ছা ভগবৎ চরণে উৎসর্গ করিতে হয়, বলিলাম আপনার রুচি বাসনা সব ছাড়িতে হয়। অপর কথায় বলিতে হইলে, কঠোর আত্মসংযম অভ্যাস করিতে হয়। কে না বলিবেন, আত্ম-সংযম অভ্যাস অন্তরের মধ্যে এক মহা সংগ্রাম।

এ সংগ্রামে সেণ্টপলের মত সাধুও সময়ে সময়ে পরাজিত হইয়া খেদ করিয়া বলিয়াছেন, "যাহা করিব না মনে করি তাহা আমি করিয়া ফেলি, এবং যাহা করিব মনে করি, তাহা করিতে পারি না।" কিন্তু ভগবৎ কৃপাতে এবং সাধু মহাজনগণের সৎ দৃষ্টান্তের বলে সাধকের যত্ন ও চেষ্টা সফল হয়। তিনি আত্মজয়ী হন। শাস্ত্রে বলে, যিনি আত্মজয়ী তিনি জগৎজয়ী। ধর্ম্মজীবনের গৌরব দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই। মুগ্ধ হইবারই বিষয়। কিন্তু ধর্ম্মপথ সব সময় সহজগম্য নয়। কত সময় যে বন্ধুর কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করিতে হয় তাহা, ঈশ্বর ইচ্ছাধীন যিনি, তিনিই জানেন।

মহর্ষি ঈশাচরিত্র কত পবিত্র ও মহান, তিনিও পিতার ইচ্ছাধীন হইয়া ঘোর অপমান ও কষ্টকর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। কথিত আছে, মহর্ষি ঈশা ক্রুশাহত হইবার পূর্ব্বরাত্রে, যখন গেথাসিমিনির বনে প্রার্থনা করিতেছিলেন তখন তাঁহার শরীর দিয়া রক্ত ঘর্ম্ম বাহির হইতেছিল। ঈশ্বর ইচ্ছার ঘূর্ণায়মান আবর্ত্তের মধ্যে যিনি আপনাকে ফেলিয়াছেন তিনি ধন, মান, পদোন্নতি সকল আশা ছাড়িয়া আপনার সমগ্র যত্ন ও চেষ্টা ঈশ্বরইচ্ছা সংসাধনের জন্য নিয়োগ করেন। সাধক বুঝিতে পারেন যে, ঈশ্বর কোন বিশেষ অভিপ্রায় সংসাধন করিবার জন্য, তাঁহাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। সেই ইচ্ছা সংসিদ্ধ করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে। প্রত্যেক মনুষ্যকেই ঈশ্বর তাঁহার কোন বিশেষ অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার জন্য পৃথিবীতে পাঠাইয়া থাকেন। কিন্তু সকলে সে অভিপ্রায় অবগত নন বা অবগত হইবার প্রয়াসী নন।

আমি একথা বলিতেছি না যে, যাঁহারা নিজ জীবনে ঈশ্বর ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য যত্নবান, তাঁহাদের জীবন নিরাশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং আনন্দশূন্য। বিশ্বাসী সন্তান ঈশ্বর চরণে আপনার সুখ, সুবিধা, ইচ্ছা অর্পণ করিলেন। আর করুণাময় জগৎপিতা কি তাঁহার প্রতি বিমুখ রহিলেন? ইহা কখন হইতে পারে না। তিনি যেমন বিশ্বাসী, এমন বিশ্বাসী কে? আমাদের আচার্য্য শ্রীকেশব চন্দ্র তাঁহার শেষ প্রার্থনায় বলিয়াছেন, "মা তোমাদিগকে বড় ভালবাসেন। তোমরা একটী ক্ষুদ্র ভক্তিফুল তাঁর হাতে দিলে, মা আদর করিয়া তাহা স্বহস্তে স্বর্গে লইয়া গিয়া দেব দেবী সকলকে ডাকিয়া তাহা দেখান এবং আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন, দেখ! পৃথিবীর অমুক ভক্ত আমাকে এই সুন্দর সামগ্রী দিয়াছে। ভাইরে, আমার মা বড্ড ভালরে বড্ড ভাল মাকে তোরা চিনলি নে।" সাধক যখন নিজের সর্ব্বস্ব ঈশ্বরচরণে উৎসর্গ করিলেন তখন তিনি তাঁহার ভক্তকে নিজ ইচ্ছা পূর্ণ করিবার বে-

গৌরব তাঁহার অধিকারী করিলেন। ইহা অপেক্ষা মনুষ্যজীবনে শ্রেষ্ঠ গৌরব আর কি হইতে পারে? ভক্তবৎসল হরি, সাধকের বাসনা জড়িত মলিন সাংসারিক জীবনের পরিবর্ত্তে, তাহাকে আপনার পূর্ণ জীবনের অংশী করেন। আচার্য্যের উক্ত প্রার্থনার শেষ অংশটুকু বলিতেছি। "এই মা আমার সর্ব্বস্ব মা আমার প্রাণ, মা আমার জ্ঞান, মা আমার ভক্তি, দয়া, মা আমার পুণ্য শান্তি, মা আমার শ্রী সৌন্দর্য্য। মা আমার ইহলোক পরলোক, মা আমার সম্পদ, সুস্থতা। বিষম রোগ যন্ত্রণার মধ্যে মা আমার আনন্দসুধা। এই আনন্দময়ী মাকে নিয়ে ভাইগণ, তোমরা সুখী হও। এই মাকে ছাড়িয়া অন্য সুখ অন্বেষণ করিও না। এই মা তাঁহার আপনার কোলে রাখিয়া তোমাদিগকে ইহলোকে চিরকাল সুখে রাখিবেন। জয় মা আনন্দময়ীর জয়! জয় সচ্চিদানন্দ হরে।"

—•—

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের সদর টাউন।

বারিপদা নববিধান সমাজের

সাম্বৎসরিক উৎসব।

মা বিধানজননীর বিশেষ কৃপায় বারিপদা নববিধান সমাজের প্রথমসাম্বৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রকারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিগত ২৪শে জুলাই, রবিবার, শ্রদ্ধেয় নববিধান প্রচারক ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক ও সেবক অখিলচন্দ্র রায় ওআর ও একটী সাধককে সঙ্গে লইয়া আমি বালেশ্বর হইতে বারিপদায় আসি, তাঁহারা আমারই কুটীরে উৎসবের যাত্রীরূপে স্থিতি করেন। ঐ দিন সায়ংকালে নববিধান মন্দিরে প্রথমত ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক সংক্ষিপ্ত উপাসনা করিলে সাধারণ প্রার্থনান্তে বিধিপূর্ব্বক আরতির সঙ্গীত ও প্রার্থনাদি হয়। অন্য কয়েকটী উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারী ও কয়েকজন মহিলা এবং বালক বালিকাগণ উৎসাহের সহিত যোগদান করেন।

২৬শে জুলাই, সোমবার, এই সমাজের মন্দির প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে ৭॥০টার সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন হইলে ভাই প্রিয়নাথ বেদীর কার্য্য করেন। তাঁর ভক্তি ভাব বিগলিত আরাধনা ও প্রার্থনাদি অতি সুমিষ্ট হইয়াছিল। আমরা উৎসাহের সহিত সঙ্গীতাদি করিয়াছিলাম। বেলা প্রায় ১১টায় উপাসনা শেষ হয়। মল্লিক মহাশয় সাধনার ভাবে ব্রহ্মমন্দিরেই সমস্ত দিন ছিলেন। পুনরায় ৩টার পর পাঠ ও আলোচনা, সায়ংকালে সংকীর্ত্তনান্তে পুনরায় শ্রদ্ধেয় মল্লিক মহাশয়ই উপাসনা করেন। ইনি দুই বেলাই শ্রীমদাচার্য্য দেবের দুইটী প্রার্থনা পাঠ তদুপযোগী প্রার্থনা করেন। ছুটির দিন না থাকায় এবার লোকসংখ্যা বেশী হয় না তবে অল্পের মধ্যে জমাট হইয়াছিল। ২৭শে জুলাই, মঙ্গলবার, প্রাতে ৭॥০টার পর ব্রহ্মমন্দিরেই সমবেত উপাসনা হয়। সেবক অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন ও এখানকার ব্রহ্মমন্দিরের ইতিহাসের মধ্যে ব্রহ্মকৃপার বিষয় বর্ণনা করেন ও এই ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণের মূলে যাঁদের আগ্রহ ও অর্থ সাহায্যাদি পাওয়া গিয়াছে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয় ও নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে যে বর্ত্তমান মহারাজমাতা শ্রীমতী সুচারু দেবীর প্রাণের প্রার্থনা মা কৃপা করে পূর্ণ করেছেন সেজন্য অশ্রুবিগলিত প্রাণে মার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তদনন্তর আচার্য্য দেবের একটি প্রার্থনার নৈকট্য যোগের বিষয় পাঠ ও তদুপযোগী প্রার্থনান্তর সঙ্গীত হইয়া এ বেলার কাজ শেষ হয়। পুনরায় অপরাহ্ণ ৫॥০টার পর ব্রহ্মমন্দিরে বালক বালিকা-সম্মিলনী সভায় প্রথমতঃ মহিলাগণ কর্ত্তৃক বেদগান হইলে শ্রদ্ধেয় ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক একটী সময়োপযোগী প্রার্থনা করিলে, আমার প্রস্তাবে সর্ব্বসম্মতিতে এখানকার চিফ মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ আইচ মহাশয় এই সম্মিলন সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতির আদেশে দুই তিনটী ক্ষুদ্র বালিকা মধুরকণ্ঠে সঙ্গীত করেন। তৎপরে বালক বালিকাদিগকে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সেবক অখিলচন্দ্র রায় প্রহ্লাদ-চরিত্রের বিষয় বলেন, তাহাতে স্পষ্ট ভাবে ভক্ত প্রহ্লাদের দুর্জ্জয় বিশ্বাস ও হরি-ভক্তির বিষয় বর্ণিত হয়, তৎপরে ভাই প্রিয়নাথ রামযাত্রার হনুমান সাজার গল্প ও আর একটী দুষ্ট বালকের অকির্ত্তির বিষয় বলিয়া বালক বালিকাদের আমোদিত করেন। তদনন্তর সুকুমার মতি শিশুদের মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। পুনরায় সন্ধ্যা ৭টার পর অত্র সমাজের বার্ষিক সভায় ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। যথাক্রমে সম্পাদক সম্বৎসরের হিসাব দেখান ও সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পাঠ করিলেন ও মন্দিরে কি কি কার্য্য হইতে পারে তৎসম্বন্ধে আলোচনা হইয়া সভার কার্য্য শেষ হইলে স্থানীয় হাই স্কুলের বোর্ডিংএর ছাত্রগণ সহ জনৈক শিক্ষক মহাশয় আমাদের সহিত সংকীর্ত্তন করেন, রাত্রি প্রায় ১০টায় শেষ হয়।

২৮শে, মঙ্গলবার, প্রাতে প্রায় ৮টার সময় নববিধান ব্রহ্মমন্দিরেই শান্তিবাচনের মিলিত উপাসনা হয়। শ্রদ্ধেয় মল্লিক মহাশয় উপাসনায় উদ্বোধন, সেবক অখিলচন্দ্র রায় আরাধনা ও মল্লিক মহাশয় ধ্যানের উদ্বোধন, শ্রদ্ধেয় শ্রীমতী যাদুমণি দেবী ও আমি কাতরতার সহিত প্রার্থনা করিয়াছিলাম, শেষে মল্লিক মহাশয় নববিধানের আদর্শ চরিত্র ও আচার্য্যদেবের প্রার্থনার ভাবে এখানকার উৎসবে মার বিশেষ কৃপা ভিক্ষা করিয়া প্রার্থনান্তে শান্তিবাচন করেন। এইরূপে এবার আমরা এই উৎসবে মার বিশেষ করুণা সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। দিন দিন এই রাজ্যে মা বিধানজননীর বিধান জয়যুক্ত হইতেছে ইহা দেখিয়া আমরা ধন্য হইলাম। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

বারিপদা,
নববিধানসমাজ,
২রা আগষ্ট, ১৯২৬।

বিনীত
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গীয় বিধবা-বিবাহ সমিতি।

(প্রেরিত)

প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন,—জানি না কোন্ প্রচ্ছন্ন শক্তি আজ আমাদিগকে মাতৃসেবায় নিযুক্ত ক'রে আমাদের ক্ষুদ্র দুর্ব্বল হৃদয়ে কি এক স্বর্গীয় প্রেরণা নিহিত ক'রে দিয়েছেন, যে প্রেরণার মন্ত্রবলে ক্ষুদ্র আমরা এক অতি বিশাল কার্য্যভার গ্রহণ করতে সাহসী হ'য়েছি। আদ্যাশক্তির প্রেরণা ব্যতীত ক্ষুদ্র কখনও মহৎ কাজ করতে অগ্রসর হ'তে পারে না। কিন্তু নারীর কল্যাণে নারীর আত্ম-উদ্যাপন যেমন সুফলদায়ক হয়, পুরুষের চেষ্টা সে ক্ষেত্রে তেমন ফলদায়িনী হয় না। জগজ্জননী আদ্যা-শক্তি সরলা অবলা বিধবা বালাদিগের দুঃখ নিবারণ কল্পে দেবর্ষি ঈশ্বরচন্দ্রকে মর্ত্তে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নর না হ'য়ে নারী হ'য়ে জন্মিলে তাঁর সেই কঠোর পরিশ্রম, অক্লান্ত উদ্যম, অলৌকিক স্বার্থত্যাগ আরো উজ্জ্বল হ'য়ে শোভা পেত এবং সহস্রগুণে কার্য্যকরী হ'ত।

নারী শক্তির জাগরণ ব্যতীত নারী জাতির বন্ধন মোচন অসম্ভব। পল্লীর অসংখ্য নিরবলম্ব নিঃসহায়া মূখবোজা বিধবা রমনীগণের লক্ষ্যহীন জীবনগতি অবর্ণনীয়। সহরের নারী সেই চিরদুঃখিনীগণের দুঃখ, দৈন্য স্বপ্নেও ধারণা করতে পারেন না। ভবদীয় সকাশে তাই আমাদের কাতর নিবেদন যে, নারীর কল্যাণ সাধনে চিরদাসত্ব নিগড় নিবদ্ধা অগণিত বিধবা বালা-গণের বন্ধন মোচন কল্পে যদি নারীশক্তি প্রবুদ্ধ না হয়, তবে ঐ বিশাল কর্ম্মভার একা পুরুষের কর্ম্ম নহে।

আপনার একান্ত বশম্বদ—ইন্দুভূষণ রায়।

স্বর্গীয় দীননাথ মজুমদার।

আমরা শৈশবে যখন বাঁকিপুরে বালিকা-বিদ্যালয়ে পড়িতাম, (সে আজ বহু দিনের কথা) তখন আমাদের বাৎসরিক পরীক্ষা লইতে মাননীয় দীন বাবু, নবীন বাবু ও গুরুপ্রসাদ বাবু আসিতেন। তখন দীন বাবুর দুই কন্যা নির্ম্মলা ও প্রিয়বালা সেই স্কুলে ইংরাজী পড়িতে আসিতেন। প্রকাশ বাবুর দুই কন্যা সুসার সরোজিনী আসিতেন। স্কুলে একজন মাত্র শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, 'মিসেস্ মিসস্বিনী বিশ্বাস' ও প্রকাশ বাবুর কনিষ্ট ভ্রাতা প্রবোধ বাবু পড়াইতেন। দীনবাবু বাংলায় পরীক্ষা লইতেন, আমার এখনো মনে পড়ে একবার আমায় বলিয়াছিলেন, "মেয়েটা যেন লুফে লুফে মার্ক নিচ্ছে।" আমার পিতা স্বর্গীয় মথুরা নাথ গুপ্ত মহাশয় বাঁকিপুরবাসীই ছিলেন, সেজন্য বাঁকিপুরের সকল-কারই সহিতই আমাদের পরিচয় ছিল।

তাহার পর জীবনের কত বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায়, কত ঘটনার আবর্ত্তেই পড়িতে হইয়াছে। সহসা ১৯১০ সালে সিমলায় দীনবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। আমরা সেখানে রয়েল হোটেলে ছিলাম। শ্রীমতী সরলা দেবী দত্ত চৌধুরাণীও সেইখানে ছিলেন। একদিন দীনবাবুর পুত্র ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের স্ত্রী, শ্রীমতী সরলা দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে সেই হোটেলে আসেন। প্রথমেই প্রবেশদ্বারে আমার সহিত সাক্ষাৎ হয়, সেই স্থানে কথা বার্ত্তার পর, তাঁহারা আমাদের ঘরে আসিয়া বসেন ও আলাপ পরিচয় হয়। আমরা তাহার পর দুইজনে আমাদের শিশু পুত্র দুটীকে লইয়া দীন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। দীন বাবুর সহিত আমার স্বর্গীয় ভাসুর জয়কৃষ্ণ সেন মহাশয়ের অতিশয় সম্প্রীতি ছিল। তিনি আমার স্বামীকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হন ও সেই দেখাতেই আমাকে নিজের কন্যা স্থানীয়া বলিয়া গ্রহণ করেন। সে দিন তাঁহাদের এক ইংরাজ মহিলা বন্ধুও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

তাহার পর আমাদের সহিত ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে দেখা হয়। তিনি পুত্র পুত্রবধূদের সঙ্গে লইয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্রবধূই সেখানে উপাসনার সময় গান করেন। স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বসু উপাসনা করেন।

তিনি এক দিন আমাদের সহিত রয়েল হোটেলে সাক্ষাৎ করিতে আসেন, সে দিন আসিয়া অনেকক্ষণ ছিলেন, আমাদের সঙ্গে কথা কহিয়া, ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিয়া সমস্ত সময় কাটাইলেন। সেই আমাদের শেষ দেখা, আর না হইলেও, তাঁহার স্নেহ আমি সমান ভাবে উপভোগ করিয়াছি। নিজের আত্মীয় ভিন্ন অন্যের সহিত যে এমন ঘনিষ্টতা হইতে পারে তা পূর্ব্বে কল্পনায় ছিল না। আমি তাহার পূর্ব্বে আমার স্নেহময় পিতাকে হারাইয়াছিলাম, দীনবাবু ধীরে ধীরে তাঁহার স্নেহের দ্বারা অলক্ষিতে সেই স্থানই অধিকার করিয়াছিলেন। সংসারের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ অভাব সকল ঘটনাই তাঁহাকে জানাইতাম, তিনিও তাঁহার অতগুলি পুত্র কন্যার মধ্যে আমার প্রতি স্নেহে কখনো বিমুখ হন নাই। যতদিন জীবিত ছিলেন বরাবর স্বহস্তে পত্র দিয়াছেন, মৃত্যুর কিয়ৎদিন পূর্ব্বেও স্বহস্তে আমায় পত্র দিয়াছেন দুঃখের বিষয় সে পত্রখানি পাইতেছি না।

তিনি এখন পরলোকে, ইহলোকে যে স্নেহের বন্ধনে আমায় আবদ্ধ করিয়াছিলেন, আজও তার নিদর্শন পাইয়া ধন্য হইতেছি। তাঁহার সহিত পরিচয়ে জগদীশ্বর আমার জীবনে অনেক করুণাই বর্ষণ করিয়াছেন, এখনো তাঁহার স্নেহের সুধায় আমার জীবন পূর্ণ রহিয়াছে।

তিনি আমার পিতৃস্থানীয় ছিলেন, আমাদের ভিতর যে কি মধুর সম্পর্ক সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার পত্রই প্রকাশ করিবে। আমার সকল কাজে, সকল অবস্থায় কত প্রকার উপদেশ, শিক্ষা ও স্নেহ পাইয়াছি তাহা বলিবার নয়।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

Lahiria Sarai,
X' masday, 1910.

"মা সরোজকুমারি,

সাদর সম্ভাষণ লও। কিছু বিলম্বে তোমার 'শতদল' আমার হস্তগত হইয়াছিল, পাঠ করিয়া পুলকিত হইয়াছি। তুমি পথে আছ বলিয়া সিমলা হইতে পত্র লিখি নাই। ৪ঠা নবেম্বর সেখান হইতে যাত্রা করিয়া নানা স্থানে বিশ্রাম ও যথাসাধ্য সেবা করিতে করিতে ৪ঠা ডিসেম্বর বাড়ী পঁহুছিয়াছি। অগ্র প্রয়োজনীয় কার্য্য হইতে অবসর পাইয়া, আজ শুভদিনে মহর্ষি ঈশার জন্মদিনের উৎসব মধ্যে তোমাকে লিখিবার অবকাশ মিলিল। আশৈশব সমগ্র নর নারীকে লইয়া প্রাতঃকালীন উপাসনা ও প্রসাদ গ্রহণের পর লিখিতে বসিলাম। বিলম্ব জন্য ত্রুটি লইবে না।

তোমার শতদলটি প্রকৃত শতদলই বটে। উহার সরল কোমল শব্দ, ভাবপূর্ণ সুমিষ্ট ভাষা, সুগন্ধময় ভাব ও শতদলজনিত শোভা সৌন্দর্য্য তোমারই হৃদয় মনের ভাব ভক্তির পরিচয়।

শতদল ইষ্টদেবতার মাতৃচরণ কে সুশোভিত করিয়াছে। ভক্তি-রসপূর্ণ স্বভাবানুগত সুকোমল মহিলা হৃদয় শতদলপদ্ম দিয়া মাতৃপাদপদ্ম সুসজ্জিত করিবার উপযুক্ত পাত্র। তোমার মধুময় হৃদয় ঐরূপ শত সহস্রদল দিয়া ভারত-মাতৃসন্তানদের সেবা ও পরমজননীর পূজা করিয়া কৃতার্থ হউক ও মৃত ভারতকে জাগ্রত করুক।

জাতীয় ও রাজভাষায় তোমার ব্যুৎপত্তি দেখিয়া আমি বিপুল আনন্দ লাভ করিয়াছি। সপরিবারে শারীরিক ও মানসিক কুশলে থাকিয়া, নিত্য পূজা পাঠ প্রসঙ্গাদি সাধনের দ্বারায় নব-বিধানের বিধাতা পরমমাতার আদেশানুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া বিশ্বাসী পরিবারের সুখ শান্তি আনন্দ সম্ভোগে কৃতার্থ হও ও জনমণ্ডলে সদৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত কর। স্বামী সন্তানগণকে আমার সাদর স্নেহপূর্ণ শুভাকাঙ্ক্ষা জানাইবে। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন। জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম যোগে বিভূষিত হইয়া নারী কুলের আরও গৌরব বৃদ্ধি কর ও পরবর্ত্তী বংশকে সত্য, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যের পথে অগ্রসর কর।

শুভাকাঙ্ক্ষী—শ্রীদীননাথ মজুমদার।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

সাধু হীরানন্দ।

"কোন প্রবক্তা নিজ দেশে কখনও সম্মানিত হন নাই" ইহাই প্রাচীন উক্তি, কিন্তু বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধানে এই উক্তি অপ্রমাণিত। আমাদের প্রিয় বন্ধু হীরানন্দ নিজ জন্ম সিন্ধুদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই "সাধু" নামে সম্মানিত এবং আদৃত হইয়াছেন। তাঁহার স্বর্গা-রোহণের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে দেশের অনেক স্থানেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ সভা সমিতি হইয়াছে।

এবার কলিকাতাতেও সভা হইয়াছিল তাহার বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে।

ভ্রাতা হীরানন্দ যথার্থই সাধু ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে যখন তিনি অধ্যয়নাদি করিবার জন্য অগ্রজ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কলিকাতায় আসেন, তখন তাঁহার বিনয়, বৈরাগ্য, আত্মত্যাগ, শিক্ষা-পিপাসা, ভগবদ্ভক্তি, সাধুভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম এবং পরসেবা-পরায়ণতা দ্বারা তাঁহার সহপাঠী ও সহসাধকদিগের সকলের হৃদয়কে বিশিষ্ট;ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল।

সিন্ধুদেশে তাঁহার জন্ম, কিন্তু তিনি আমাদিগের সঙ্গে এমনই আত্মিকযোগে মিলিয়া গিয়াছিলেন, যে আমরা পরস্পরকে সহো-দরের মতই মনে করিতাম।

ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াও অতি দীনভাবে জীবন যাপন করিতেন, অগ্রজের নিকট হইতে যাহা মাসোহারা পাইতেন তাহার মধ্যে নিজের ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যাহা নিতান্ত প্রয়োজন তাহা ব্যয় করিয়া অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে অতি গোপনে কতই অর্থ সাহায্য করিতেন, কাহারও কোন প্রকার দুঃখের কথা শুনিলে তাহা মোচন না করিয়া যেন থাকিতে পারিতেন না। বাস্তবিক তাঁহার বাম হস্ত পর্য্যন্ত জানিত না দক্ষিণ হস্তে কি দান করিতেন।

একবার এই লোকের কঠিন মস্তক ঘূর্ণন রোগ হয়। ভ্রাতা হীরানন্দ সংবাদ পাইবা মাত্র যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিয়া সুদূর পল্লীভবনে গিয়া কয়েক দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া রোগ উপশমে বিশেষ সাহায্য করেন। রোগের অবস্থায় হীন সেবা পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের রোগশয্যায় সেবা করিতে তিনি সুদূর সিন্দুদেশ হইতেও কাশী-পুরে আসিয়াছিলেন।

আড়ম্বরশূন্যতা তাঁহার চরিত্রের বিশেষ লক্ষণ ছিল। উপা-সনা সাধনাদি যাহা করিতেন অনেক সময় গোপনে নির্জ্জনে করিতেই ভালবাসিতেন, বন্ধুদিগের ভিতর যাহার যেটুকু ভাল ভাব বা সদ্গুণ দেখিতেন তাহার আদর করিতে সর্ব্বদাই যত্নবান্ হইতেন, যাঁহার সহিত তাঁহার একটু প্রকৃতিগত কিছু মিলন উপলব্ধি করিতেন, তাঁহার সহিত শিশুর মত ভাব করিতেন ও তাঁহাকে প্রাণের ভালবাসা দিতেন।

একবার আমাদের সঙ্গে অমরাগড়ী যান। ভাই ফকির দাসের দলের কে কেমন কয়দিনের জন্য গিয়াই চিনিয়া লইলেন। এবং সকলের মধ্যে স্বর্গীয় যশোদা কুমারের সহিত তাহার আত্মিক সৌহার্দ্দ অনুভব করিয়া বিশেষ বন্ধুতা করিলেন। স্বর্গগত ভ্রাতা নন্দলালকে ভালবাসাতেই জয় করিয়া আমাদের এদেশ হইতে সিন্ধুতে লইয়া গিয়াছিলেন আমাদিগকেও মাঝে মাঝে সেইরূপ টান দিতেন।

সিন্ধুদেশে গিয়া সেবা, পরোপকার এবং শিক্ষা বিস্তারে আত্ম-নিয়োগ করিয়া দেশবাসীদিগকে মোহিত করেন ও সাধু

বলিয়া পরিচিত হন। তাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় এখন যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। আপন কন্যাদিগকে শিক্ষা দান করিবার জন্য বাঁকিপুরে আসিয়া টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার দিব্য আত্মা স্বর্গে ধন্য হউন।

শ্রদ্ধাস্পদ ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভাই নন্দলাল হুগলী জেলার অন্তর্গত কাপাশটীকুরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সহরবাসী বদ ছেলেদের দলে মিশে যেমন হয় বাল্যজীবন তাঁর তেমনই হইয়াছিল। কিন্তু যুগে যুগে যিনি সলকে পল করেন, জগাই মাধাইকে পরিত্রাণ করেন, নন্দলালকেও কুসঙ্গ হইতে উদ্ধার করিয়া তিনিই শ্রদ্ধেয় ভাই অমৃতলালের প্রভাবে আনিয়া নববিধানের প্রচারক ব্রতে ব্রতী করেন।

তাঁহার স্বাভাবিক প্রেমার্দ্রচিত্ত এবং মিষ্ট ব্যবহারে সেই বাল্যজীবন হইতেই যে কেহ তাঁহার সঙ্গ সহবাসে আসিত সেই তাঁহার বশীভূত হইত। শুনিয়াছি একবার নাকি এক ডাকাতের দল তাঁহার বিরোধী কোন আত্মীয়ের প্ররোচনায় তাঁহাকে বধ করিতে ষড়যন্ত্র করিয়া শেষে তাঁহার মিষ্ট কথায় বশ হইয়া বিপদ সঙ্কুল পথে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া নিরাপদে তাঁহাকে বাড়ী পৌছাইয়া দেয়।

তাঁহার হৃদয় এমনই দয়ার্দ্র ছিল, কেহ আসিয়া কিছু অভাব জানাইলে যাহা কিছু থাকিত না দিয়া থাকিতে পারিতেন না। একবার তাঁহার ভাণ্ডারে অল্পমাত্র চাউল ছিল, একজন দরিদ্র ভিখারী আসিতেই সেগুলি সব তাহাকে ঢালিয়া দিলেন। নিজের আহারের আর কিছু না থাকাতে প্রায় অনাহারেই দিন কাটাইলেন। শরীর যখন নিতান্ত রুগ্ন, পথ্যের মত যৎকিঞ্চিৎ যাহা ছিল তাহাও নাকি দাতব্য করিয়া শেষে পথ্যের অভাবে গাছের আতা ফল খাইয়াই দিন কাটাইয়াছিলেন।

উৎকলকেই তিনি তাঁহার শেষ কার্য্যক্ষেত্র বলিয়া গ্রহণ করেন। মোরভঞ্জের রাজর্ষি, শ্রীরামচন্দ্র তাঁহারই প্রভাবে নবধর্ম্ম বিধানে বিশ্বাসী হন এবং নবভক্ত কন্যা শ্রীমতী মহারাণী সুচারু দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ভাই নন্দলাল বালেশ্বরকেই তাঁহার প্রচারক্ষেত্রের কেন্দ্র স্থাপন করিয়া, এখানকার মণ্ডলী মধ্যে যাহাতে আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা হয় তাহার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন ও এ জন্য তাঁহাকে বিশেষ নির্য্যাতনও ভোগ করিতে হয়। অদম্য উৎসাহ সহকারে এখানে একটি প্রশস্ত মন্দির নির্ম্মাণের জন্য গড়জাত মহালসমূহে ভিক্ষা করিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহার শরীর একেবারে ভগ্ন হইয়া পড়ে এবং তাহাতেই বিষম জ্বরে তিনি নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া অমরধামে যাত্রা করেন।

অকিঞ্চন ভক্ত ফকিরদাস রায়।

অমরাগড়ী নববিধান মণ্ডলীর অগ্রণী সেবক ভক্ত ফকিরদাসের অমৃতময় জীবন যতই আলোচনা করা যায় ততই প্রাণে আশা ও ভক্তির ভাব জাগিয়া উঠে। কঠিন পরীক্ষায় তিনি নিজে অচল অটল থাকিয়া মণ্ডলীকে কতই আশান্বিত করিতেন। যখন সমগ্র দেশবাসী ভক্ত ফকিরদাস ও তাঁর মণ্ডলীকে ভীষণ হইতে ভীষণতর, নির্য্যাতন অর্থাৎ কাহাকেও প্রহার, কাহাকেও দেশত্যাগী এবং কাহারও কাহারও বুকে হাঁটু দিয়া, গলায় বাঁশ দিয়া নির্য্যাতন করিয়াও এই নবধর্ম্ম হইতে বিচলিত করিতে পারিল না, সেই সময় এক দিবস ফকিরদাসের একজন ধনাঢ্য জ্ঞাতি খুল্লতাত নিকটে আসিয়া, প্রথমতঃ বাহ্য আত্মীয়তাও সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন; ভক্ত জানিতেন ঐ খুল্লতাতই প্রধান নির্য্যাতনকারী, তথাপি ঐ দিবস খুল্লতাতকে নিকটে পাইয়া তাঁহার সহিত এমন ব্যবহার করিলেন ও ভক্তি ও সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন যে তাহাতে খুল্লতাত মহাশয় মোহিত হইয়া গেলেন এবং অকপটে বলিয়া ফেলিলেন "বাবা ফকির, তুমি জানতো তোমার ধর্ম্মকে ও তোমার দলকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে আমরা কতই চেষ্টা করিতেছি ও তোমার অসাক্ষাতে তোমার কতই শত্রুতা করিয়া থাকি, কিন্তু তোমার কাছে এলে ও তোমার সুমিষ্ট কথা শুনিলে এবং আমাদের প্রতি তোমার এরূপ অকপট ভক্তি দেখিয়া সত্যই সব ভুলিয়া যাই। যাহা হউক বাবা, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তুমি চিরজীবি হও।" আশ্চর্য্য বিধাতার খেলা উক্ত খুল্লতাতই শেষে ভক্ত ফকির দাসের বসবাসের জন্য স্বয়ং বাস্তুভূমি নিজে উদ্যোগী হইয়া কিনিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপ অনেক প্রাণসংশয়কারী ঘটনা ও অবস্থার মধ্যে শেষে ভক্ত ফকিরদাসের বিশ্বাস ও ভক্তির জয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক সময় মণ্ডলীমধ্যে আর একটী কঠিন পরীক্ষা আসিয়াছিল সে পরীক্ষায় সমগ্র মণ্ডলীকে আন্দোলিত করিয়াছিল, ঐ সময় এই ভ্রাতাকে ভক্ত ফকিরদাস যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

অমরাগড়ী, ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬।

"পরীক্ষার পর পরীক্ষা কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া থাকে। সে কাঠিন্য সকলদিকেই, বাহিরের লোক হইতে আত্মীয়। এবং আন্দোলনের বিষয়ও গুরুতর হয়। অকিঞ্চনা ভক্তি শিক্ষা দেন পদাঘাতকারীর পদচুম্বন করিতে হইবে। তোমরা কি দন্তে তৃণ শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত আত্মপরিচয় স্বীকার কর না? তবে কেন বিলাপ? ইহা যে হইবেই হইবে। নচেৎ বিশ্বাসীর পরিত্রাণ কোথায়? আহা! সে দিন কি মা দিবেন না? যে দিনে মার জয় গান করে এ দেহের পতন হইবে। মার কৃপাই ভরসা আশা, ভক্তপদধূলি বিনা উপায় কি আছে? স্থির হও মার দিকে তাকাও।"

অমরাগড়ী নববিধান মণ্ডলী স্থাপনা হইতে এই দীর্ঘ ৪৫

বৎসর কাল বিবিধপ্রকার পরীক্ষার ভিতর দিয়া মা বিধানজননী বিশেষ কৃপা করিয়া এই মণ্ডলীকে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্য তাঁর খেলা এখনও আমরা বিবিধ প্রকারে, ঘরে পরে লাঞ্ছিত ও উপেক্ষিত হইয়া তাঁরই শ্রীচরণতলে পড়িয়া আছি। আমরা তাই প্রার্থনা করি, মা যেমন তাঁর ভক্তজীবনে যুক্ত হইয়াছেন, তেমনি আমাদের মত পাপীর জীবনে জয়যুক্ত হউন।

গত ১৫ই শ্রাবণ, তাঁহার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে অমরাগড়ীতে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল।

প্রণত ভৃত্য—শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

—•—

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ১১ই আগষ্ট, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের পৌত্র ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্রের জন্মদিন উপলক্ষে ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনার কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে দান ১৲ টাকা।

নাম করণ—গত ২০শে জুলাই, স্বর্গগত ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পৌত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে ভ্রাতা অখিলচন্দ্র রায় উপাসনার কার্য্য করেন। নবকুমার "বিনয়েন্দ্রনাথ" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে দান ২৲ টাকা।

সেবা সাধন—আমাদের প্রিয় ভ্রাতা অখিলচন্দ্র রায় কঠিন পীড়ায় দুই মাস শয্যাগতের পর, মাতৃকৃপায় একটু বল লাভ করিয়া গত মে মাস হইতে অধিক সময়ই অমরাগড়ীতে থাকিয়া তথাকার ব্রহ্মমন্দিরে নিয়মিত উপাসনা ও তাঁহাদের প্রিয় জয়পুর হাই স্কুল, বালিকা স্কুল ও সেবক সমিতি ও শিশুদিগের বিদ্যালয়াদির কার্য্য পরিদর্শন ও সেগুলির উন্নতি সাধনে বিশেষ যত্ন লইতেছেন এবং মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকার জন্য কিছু কিছু পরিশ্রম করেন। মা বিধানজননী তাঁর সেবককে আশীর্ব্বাদ করুন ও সেবকের কার্য্যে তাঁর বিধান জয়যুক্ত হউক।

সাম্বৎসরিক—গত ৫ই জুলাই স্বর্গগতা সরলা খাস্তগিরের সাম্বাৎসরিক দিনে প্রচারাশ্রমে উপাসনা ও কলুটোলার বাড়ীতে প্রার্থনাদি হয়। প্রচারাশ্রমে এই উপলক্ষে আহারাদির জন্য ১৫৲ টাকা দান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে অর্থাৎ সরলা খাস্তগির মেমোরিয়াল ফাণ্ড হইতে নববিধান ট্রষ্টের সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ সেন হইতে ৫৲ টাকা ও সরলা দেবীর স্বামী রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রলাল খাস্তগির হইতে ১০৲ টাকা।

গত ৬ই আগষ্ট, মঙ্গলপাড়ায় শ্রীমতী কণকনলিনী নন্দনের জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর সাম্বাৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনার কার্য্য করেন এই উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে দান ২৲ টাকা।

গত আগষ্ট মাসে স্বর্গগত দেওয়ান টহিলরামের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে প্রচারাশ্রমের দেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রমথ লাল সেন উপাসনার কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে দান ৫৲ টাকা।

গত ৫ই জুলাই, স্বর্গগতা সরস্বতী দেবীর সাম্বাৎসরিক দিনে ও ১৯শে জুলাই, স্বর্গীয় অমৃতানন্দ রায়ের সাম্বৎসরিক দিনে মঙ্গলপাড়ায় কন্যা শ্রীমতী দীপ্তিময়ী নন্দনের গৃহে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন। এই দুইটী অনুষ্ঠান উপলক্ষে কন্যা শ্রীমতী দীপ্তিময়ী ২৲ ও ২৲ মোট ৪৲ টাকা প্রচারাশ্রমে দান করিয়াছেন।

গত ১৩ই জুলাই, আমাদের শ্রদ্ধেয় ভগ্নী হিরণ্ময়ী দেবীর স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ৫৪।১ হাজ্‌রা রোডস্থ কন্যা শ্রীমতী কল্যাণী দেবী ও শ্রীমান্ অজিতনাথ মল্লিকের গৃহে বিশেষ উপাসনা হয়। ভ্রাতা ডাঃ কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে নববিধান মন্দিরে কন্যার দান ৫৲ টাকা।

গত ২৪শে জুলাই, স্বর্গগত ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্বৎসরিক দিনে প্রচারাশ্রম দেবালয়ে বিশেষ উপাসনা, প্রার্থনাদি হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। ভাই প্রমথলাল সেন ও ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী প্রার্থনা করেন। স্বর্গগত ভাইয়ের জীবনের বিশেষ বিশেষ দিক ও বিশিষ্টতা উপাসনা প্রার্থনায় বর্ণিত হইয়াছিল। তিনি উপাসনা প্রার্থনা, বক্তৃতা দ্বারাও বিশেষ ভাবে সঙ্গীত কীর্ত্তনাদি দ্বারা নববিধান প্রচার করিয়াছেন, নববিধানের বিধি ব্যবস্থা আচার, নিয়ম সমর্থনে ও প্রতিষ্ঠায় বিশেষ বীরভাব প্রদর্শন, রোগীর সেবা কার্য্যে, অনাথ বালক বালিকা তত্ত্বাবধান ও পালন প্রভৃতি সেবা কার্য্যে এবং বালেশ্বর প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যে তিনি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে বহু ভাবের সমন্বয় হইয়াছে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাঁহার দৌহিত্র শ্রীমান্ চারুচন্দ্র সাহা কর্ত্তৃক দান ৫৲ টাকা।

সংগৃহীত—সুপ্রসিদ্ধ একেশ্বরবাদী আমেরিকা নিবাসী সওর লেণ্ড সাহেব কলিকাতায় আগমন করিয়া আমেরিকায় প্রত্যাগমন করিয়া এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন "আমি মহাত্মা যীশু খ্রীষ্টের জন্মস্থান ও প্রচার ক্ষেত্র এবং মহাত্মা সক্রেটিসের জন্মভূমি দর্শন করিয়া আসিয়াছি, এ সকল স্থান পবিত্র তীর্থ হইয়াছে। কলিকাতায় কেশবচন্দ্র সেন যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং যে স্থানে তাঁহার দেহভস্ম স্থাপিত হইয়াছে তাহাও দেখিয়া আসিয়াছি। এই জন্মস্থান ও সমাধি স্থানকেও আমি উপরি উক্ত তীর্থভূমি সমান পবিত্র মনে করিয়া থাকি।"—ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ই অগ্রাহায়ণ, ১৮১৮ শক।

"বিশ্বাসী সমিতি"—আগামী শারদীয় বন্ধের সময় 'বিশ্বাসী সমিতির' বার্ষিক অধিবেশন আসিতেছে। কিন্তু এ

পর্য্যন্ত সম্পাদক তৎসম্বন্ধে কোন সাড়া শব্দ করিতেছেন না। গত বৎসর সমিতির অধিবেশন হয় নাই। সম্পাদকগণ যেরূপ নিদ্রায় অভিভূত, তাহাতে এ বৎসরও সমিতির অধিবেশন হইবার আশা করা যাইতে পারিতেছে না। তাঁহাদের পদোচিত কর্ত্তব্য জ্ঞান নাই তাহা বলিতে পারি না। তবে তাঁহাদের শৈথিল্যে এবং নিরুদ্যমে যদি সমিতির কার্য্য বন্ধ হয় তবে সম্পাদক নামের সার্থকতাই বা কিসে থাকিবে? সম্পাদকগণ যদি একেবারেই নিরুৎসাহ ও নিরুদ্যম হইয়া গিয়া থাকেন তাহা হইলে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্যগণও কি চুপ করিয়া থাকিবেন? সমিতির আদি সম্পাদক শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় রাজেশ্বর গুপ্ত মহাশয় সমিতির জন্য অর্থ সামর্থ এবং আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন। যিনি তাহা দর্শন করিয়াছেন তাঁহার তাহা ভুলিবার সম্ভাবনা নাই। আমি এখানে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। কলিকাতাতে সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভ্যের সংখ্যা অধিক। তাঁহারা মিলিয়া সমিতির বার্ষিক অধিবেশন জন্য দাঁড়াইলে সম্পাদকগণেরও নিদ্রা ভঙ্গ হইবে। আর সমিতির গত অধিবেশনে যিনি সভাপতি হইয়াছিলেন তাঁহার ও মনোযোগ এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি। উপসংহারে আমাদের পত্রিকা সম্পাদকগণের এ বিষয় ঔদাসীন্য দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইতেছি। ইতি—

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন,
কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য।"

সেবা।—গত ১৯শে জুলাই, হাবড়া জেলার শ্যামপুর পল্‌তা বেড়ে গ্রামের জমীদারী কাছারীতে গিয়া ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা ধর্ম্ম প্রসঙ্গাদি করিয়া আসেন।

২৪শে জুলাই, বালেশ্বরে গিয়া ভাই প্রিয়নাথ, ভ্রাতা অখিল চন্দ্রের সঙ্গে মিলিয়া সেখানকার ব্রহ্মমন্দিরে উষাকীর্ত্তন করেন এবং ভাই নন্দলালের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে উপাসনা ও সমাধিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন। এই উপলক্ষে স্থানীয় সকল বিশ্বাসী বিশ্বাসিনী উপাসনায় যোগদান করেন ও হবিষ্যান্ন ভোজন করেন। সন্ধ্যায় সৎপ্রসঙ্গ হয়।

২৫শে জুলাই হইতে ২৮শে জুলাই পর্য্যন্ত ময়ূরভঞ্জের উৎসব উপলক্ষে ভাই প্রিয়নাথ ও ভ্রাতা অখিলচন্দ্র স্থানীয় বন্ধুগণ সহ উপাসনাদি করেন।

১৪ই হইতে ১৬ই আগষ্ট কোচবিহারের উৎসব উপলক্ষে ভাই প্রিয়নাথ তথায় গমন করেন। ১৭ই রংপুরে ডাঃ ডি, এন, মল্লিকের বাসায় উপাসনা করেন।

গত ১লা আগষ্ট, শ্রীব্রহ্মানন্দ আশ্রমের উৎসব উপলক্ষে পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় উদ্বোধন, আরতি, প্রাতে ও সন্ধ্যায় উপাসনা, পাঠ, আলোচনা, প্রীতিভোজন ও পরদিন প্রাতে শান্তিবাচন হয়।

পুস্তক পরিচয়।—True faith. Navavidhan Prays

শ্রীমৎ আচার্য্য কেশবচন্দ্র লিখিত এই অমূল্য পুস্তিকাখানি অনেক দিন পাওয়া যাইতেছিল না। ভাই প্রমথলালের উদ্যোগে সম্প্রতি পুনঃ মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য।০ আনা। আচার্য্যদেবের জীবনবেদও মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য ৷৷০ আনা। ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, নববিধান প্রচারকার্য্যালয়ে পাওয়া যাইবে।

—•—

মেদিনীপুর বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থ "ধনভাণ্ডার"

আমরা তো সাধারণতঃ নিজকে লইয়াই ব্যস্ত থাকি। নিজের ভাবে খাওয়া দাওয়া করিয়া জীবন কাটাই। মাঝে মাঝে এক একটা প্রলয়ের প্রবল ধাক্কা আসিয়া স্বার্থপর নির্জ্জীব প্রাণে চেতনা দিয়া বলে, "পরের জন্যও তোমাদের কিছু করিবার আছে।" সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলার বন্যাপ্লাবিত শত শত গ্রামের, নিরন্ন বস্ত্রহীন গৃহহীন দুর্দ্দশাগ্রস্ত অসংখ্য নর নারীর আকুল ক্রন্দনধ্বনি সকলেরই প্রাণে পরের দুঃখে সহানুভূতির তীব্র কর্ত্তব্যবোধ জাগাইয়া দিতেছে। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর পক্ষহইতেও এই সহানুভূতির কর্ত্তব্যবোধে, বিপন্ন নর নারীর যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিবার মানসে, একটী "ধনভাণ্ডার" খোলা হইয়াছে। সহৃদয় বন্ধুগণ "বিদুরের ক্ষুদের" মত প্রাণের দানে "ভাণ্ডারের" সাহায্য করিলে, মা লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হইবেন।

যিনি যাহা দিবেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় সম্পাদকের নিকট পাঠাইলে সাদরে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

নববিধান প্রচার আশ্রম, ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৬।	শ্রীপ্রমথলাল সেন সম্পাদক ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

শ্রীনববিধান-বিধায়িনী ব্রহ্মানন্দজননীর কৃপা ও তাঁহার সন্তান সন্ততিগণের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া "শ্রীব্রহ্মানন্দধাম" তীর্থ রক্ষার্থ এক একটী টাকা করিয়া লক্ষ মুদ্রা ভিক্ষা করিবার জন্য ভিক্ষার ঝুলি খোলা হইয়াছে। লক্ষ ভক্ত একটী করিয়া টাকা ভিক্ষা দিলেই অচিরে লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইবে, অথচ কাহারও উপর অধিক ভার পড়িবে না। আপনি কি এই মহৎ কার্য্যে একটী মাত্র টাকা দিতে ভার বোধ করিবেন?

Edited, on behalf of the Apostolic Durbar, New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ৫ই আশ্বিন, ২২শে সেপ্টেম্বর, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৬১ ভাগ। ১৫।১৬ সংখ্যা। | ১৬ই ভাদ্র ও ১লা আশ্বিন, ১৩৩৩ সাল, ১৮৪৮ শক, ৯৭ ব্রাহ্মাব্দ। 2nd & 18th September, 1926. | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

মা আনন্দময়ী, সংসারকে তোমার স্বর্গের আনন্দে পূর্ণ করিবার জন্যই তুমি উৎসব আনয়ন কর, তোমাকে পাইয়া, তোমাকে ঘিরিয়া, তোমার অমর ভক্তগণ যে আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন তাহারই নাম উৎসব। সংসার পাপে, তাপে, দুঃখে, দারিদ্র্যে সদাই নিরানন্দে ভরিয়া রহিয়াছে; ইহা দূর করিয়া স্বর্গের আনন্দের আস্বাদ দিবার জন্যই এই উৎসব। উত্তপ্ত পৃথিবীতে আকাশের বারিধারার বর্ষণ যেমন, ধরায় স্বর্গের উৎসবের অবতরণ তেমনি! অতএব যদি দয়া করে আমাদের এই উত্তপ্ত প্রাণকে শীতল করিবার জন্য, আমাদের পাপ, তাপ, দুঃখ, দারিদ্র্যে পূর্ণ জীবনকে আনন্দে অভিসিক্ত করিবার জন্য স্বর্গবাসী দেবগণের সঙ্গে মিলাইয়া তোমার উৎসব সম্ভোগের সৌভাগ্য আমাদিগকে দান করিলে, এ উৎসব যেন সাময়িক অনুষ্ঠানে পর্য্যবসিত না হয়। উৎসব যেন দুই দিনে ফুরাইয়া না যায়। তোমার কৃপাগুণে ইহাকে নিত্য উৎসবে পরিণত কর। তোমার উৎসবরূপ নিত্য বৃন্দাবনে আমাদিগকে চিরবাসী করিয়া রাখিয়া দাও, তোমার অমরাত্মা ভক্ত অমরবৃন্দের সঙ্গে মিলিয়া নিত্য উৎসব করি তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

হরি হে, ধর্ম্মরাজ্যের সুবসন্ত আসে, আবার চলে যায়। শ্রীহরি, পৃথিবীর এই জোয়ার ভাটা নিবারণের উপায় কি আছে? পাপ একেবারে দূর করিয়া দিবার উপায় কিছু করে দাও।

বৃন্দাবনের শ্রীহরি, হাত জোড় করিয়া তোমার কাছে প্রার্থনা করি, তোমার আনন্দের শ্রীবৃন্দাবনে চিরবাসী করিয়া রাখ, আবার রাগিব? আবার লোভ করিব? আবার অহঙ্কারের আগুনে পুড়িব? আবার কুপ্রবৃত্তিগুলো আমাদের কাছে আস্‌বে? সাধ্য কি? দয়াময় চিরকালের জন্য স্থান দাও। শ্রীমতী জননী, অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন বৃন্দাবনে নিত্যবৃন্দাবনে চিরবাসী হইয়া কৃতার্থ হই।

এবারকার উৎসবের প্রসাদ।

এবারকার উৎসবে আচার্য্যদেব "উক্তি" তীর্থ চতুষ্ঠয়ের মর্ম্ম আত্মস্থ করিয়া যাহাতে আমরা আত্মা-তীর্থবাসী হই, এবং নিত্য উৎসব সম্ভোগের অধিকারী হইতে পারি, তাহাই প্রধানতঃ প্রাতঃকালীন উপাসনায় প্রার্থনা করা হয়।

এই তীর্থচতুষ্ঠয়ের প্রথম তীর্থ দেহ তীর্থ। দেহকে তীর্থ বলিয়া স্বীকার করা ধর্ম্মসাধনের প্রথম সাধন। এই দেহে বাস করিয়া আমরা কতই কর্ম্মকাণ্ডে নিরত রহিয়াছি, কিন্তু দেহকে তীর্থ বলিয়া যদি আমরা বিশ্বাস ও স্বীকার করি তাহা হইলে বাস্তবিক সকল কর্ম্মই আমাদের ধর্ম্ম হয়।

দেহতীর্থের পর আমাদের মন তীর্থ। এই মন তীর্থের সাধন বুদ্ধি বিচার ও জ্ঞান আলোচনায় মনের ক্রীয়া সাধারণ ভাবে সম্পাদিত হইলে কতই বিবাদ, বিসম্বাদ, ভিন্ন ভাব আসিয়া থাকে। কিন্তু মনকে যদি তীর্থরূপে আমরা দর্শন করি, তাহার ভিতর কতই তত্ত্ব-জ্ঞান আমরা লাভ করি এবং সকল তত্ত্বই ধর্ম্মতত্ত্বে পরিণত উপলব্ধি করিয়া সকল ভিন্নতারই মীমাংসা পাই।

মনতীর্থের পর হৃদয়-তীর্থ। এই তীর্থের বিশেষ ভাব প্রেম। দেহ-তীর্থের কর্ম্ম, মনতীর্থের জ্ঞান, হৃদয়তীর্থের প্রেমে অভিসিক্ত হইয়া সাধক জীবনকে সরল ও স্নিগ্ধ করিয়া থাকেন। প্রেমেতেই সবার মিলন।

এই তীর্থের পরই আত্মাতীর্থ। এখানে নিত্য উৎসব নিত্য শান্তি বিরাজিত। এই তীর্থে বিবাদ নাই, বিসম্বাদ নাই, নিত্য অভেদ ভাব, নিত্য শান্তি। আচার্য্য বলেন, "দেহরাজ্যে কর্ম্মের গোলমাল, মনতীর্থে বুদ্ধির আন্দোলন এবং বহু বিচার ও বিবাদ, বিবাদ বিসম্বাদ রহিত হৃদয়তীর্থে কেবলই প্রেম, সমস্ত তীর্থ অতিক্রম করিয়া আত্মাতীর্থ। এখানে কেবল সুশীতল সমীরণ নয়, তাহার সঙ্গে সুমিষ্ট পুষ্প সৌরভ হৃদয় মন প্রাণকে আমোদিত করিতেছে।"

বাস্তবিক আত্মাতীর্থে বাস করিলেই আমরা যথার্থ ধর্ম্মে, ধ্যে, মতে বিচারে, প্রাণে প্রাণে মিলন এবং অভেদ ভাব লাভ করিয়া ব্রহ্মসহবাসে নিত্য আনন্দ, নিত্য উৎসব সম্ভোগে ধন্য হই।

প্রাচীন তীর্থবাসীদিগের বিশেষ লক্ষণ তপস্যা। তপস্যার অর্থ চারিদিকে হোমাগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া ধর্ম্মসাধন। এই অগ্নির প্রভাবে কেবল যে শৈত্যনাশ হয় তাহা নহে, হিংস্র জন্তু সকলও তীর্থবাসীদিগের ত্রিসীমায় আসিতে পারে না। তাই এবার যাহাতে এই উৎসবাগ্নি সাধনাগ্নিরূপে নিত্য প্রজ্জলিত রয়, তাহাই সায়াহ্নে প্রার্থনা করা হয়।

উৎসবতীর্থে আসিয়াও আবার আমাদের উৎসাহ উদ্যম শীতল হইয়া যায়, আবার পাপ সংসার আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করে, অন্তরের হিংস্র জন্তু সকল আসিয়া তীর্থ সাধনে পীড়া উৎপন্ন করে। তাই আচার্য্য যেমন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নিত্য সাধনাগ্নি প্রজ্জলিত করিলেন এবং ব্রহ্মাগ্নির দ্বারা দেহ, মন, হৃদয়, আত্মা অগ্নিময় করিয়া ব্রহ্মানন্দে, নিত্য আনন্দে নিত্য উৎসবে উন্মত্ত হইলেন, তেমনি তাঁহার সহিত একাত্মা হইয়া আমরাও যেন আমাদের স্বাতন্ত্র্য, ভেদাভেদ, বিবাদ বিসম্বাদ ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি দিয়া ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে ব্রহ্মোৎসব নিত্য সম্ভোগ করিতে পারি। ইহাই এবারকার উৎসবের মহাপ্রসাদ।

প্রসঙ্গতত্ত্ব।

আমরা কি?

যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম মানিয়া ব্রাহ্মসমাজে নাম লিখাইলাম, তখন বলিতাম আমরা হিন্দু নই, মুসলমান নই, খৃষ্টান নই, বৌদ্ধ নই, শাক্ত নই, বৈষ্ণব নই, আমরা ব্রাহ্ম। এখন নববিধানে নাম লিখাইয়া বলি আমরা হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান-বৌদ্ধ-ইহুদী-ব্রাহ্ম-শাক্ত-বৈষ্ণব-নববিধান-বিশ্বাসী।

উৎসব মন্দির।

বরাবর সকলেই জানেন উৎসব-মন্দিরে বহু লোকের সমাগম হয়, এবার দেখি স্বর্গে এক দেবতা স্বয়ং ঈশ্বর, আর মর্ত্তে এক অখণ্ড মানবাত্মা, এই দুইটীতেই মহোৎসব করিতেছেন, আমি ও আমার শরীরধারী বন্ধু বান্ধব সপরিবারে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া আমরা পরস্পরকে কোথায় হারাইয়া ফেলিলাম আর কাহারও সন্ধান পাইলাম না।

জন্মাষ্টমী।

পুরাণ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ দৈবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন, যশোদার দ্বারা লালিত পালিত হইলেন, রাখাল শিশুদলে শৈশবকাল গোচারণে অতিবাহিত করিলেন। গোপবালা রাধাকে আত্মত্যাগিনী করিয়া সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিয়া বৈবাহিক জীবন যাপন করিলেন। কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবগণের ধর্ম্মযুদ্ধে সারথী হইলেন, শেষে দ্বারকার রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। এই আখ্যাধিকার পৌরাণিক অর্থ যিনি যাহাই করুন, ইহার আধ্যাত্মিক ভাব শিক্ষাপ্রদ। মানবাত্মা যথার্থ দৈবকীজাত, তাহা দেহপুর বৃন্দাবনে আসিয়া যশোদার দ্বারা লালিত পালিত হইবে, বাল্যে ভক্ত-রাখালদলে মানবের

সহিত বিচরণ শিক্ষা করিয়া সহধর্ম্মিণী আত্মার সহিত আধ্যাত্মিক উদ্বাহে উদ্বাহিত হইবে, সংসার সংগ্রামে ধর্ম্মপক্ষ অবলম্বনে ধর্ম্মের জয় বিধান করিবে, তাহা হইলে জীবনে অধ্যাত্ম রাজ্যের উচ্চ সিংহাসন লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মযোগী সন্তানত্ব প্রাপ্ত হইবেন। কৃষ্ণের অর্থ যিনি ব্রহ্মের দিকে মনকে ও জীবনকে আকর্ষণ করেন। এই জীবনাদর্শ দেখাইবার জন্য যদি শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়, কেন আমরা তাঁহাকে গ্রহণ করিব না? শ্রীকৃষ্ণ লীলার মধ্যে যে সমুদর অনৈতিক ভাব প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা পরিহার করিয়া তাহার অভ্যন্তরস্থ আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ করিলে আমরা কতই উপকৃত হইতে পারি।

ভাদ্রোৎসব।

রবিবার, ৫ই ভাদ্র, ৯৭ ব্রাহ্মাব্দ।

(সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব রাত্রিতে শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর কথা)

নববিধান কি? ইহা একটী নূতন চক্ষু। এই চক্ষে অতীন্দ্রিয় বুদ্ধির অগম্য, নিরাকার ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। যোগীরা যোগীকে ত্রিলোচন বলেন, সেই ত্রিলোচন কি? বিশ্বাস, ভক্তি এবং বাধ্যতা। বিশ্বাসের দ্বারা ব্রহ্মকে দেখা যায়, ভক্তিদ্বারা তাঁহাকে ধরা যায়. বাধ্যতা দ্বারা তাঁহার ইচ্ছা পালন করা যায়। এই তিনটী নয়ন শারীরিক ইন্দ্রিয় নহে, কিন্তু আত্মার গূঢ় শক্তি। এই তিনটী শক্তি যাহার মনে সঞ্চার হয় নাই, সে ব্রহ্মকে দেখিতে পায় না। সে রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, অথবা ঈশাকে অবতীর্ণ ব্রহ্ম কল্পনা করে। মহাকাব্য মহাভারতে, দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, বিপন্না হইয়া তিনি যখন "হে গোলকপতি, হে দ্বারকাপতি, শীঘ্র আসিয়া আমায় রক্ষা কর" এই সকল কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিলেন, তখন তাঁহার দেখা পাইলেন না, কিন্তু যখন হে আমার প্রাণপতি বলিয়া ডাকিলেন তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। দ্রৌপদী কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাকে ডাকিয়াছি, আসিতে এত বিলম্ব করিলে কেন? কৃষ্ণ কহিলেন, কি নাম ধরিয়া আমাকে ডাকিয়াছিলে? দ্রৌপদী বলিলেন, "গোলকপতি, দ্বারকাপতি।" কৃষ্ণ বলিলেন, বাহিরের পথে আমি আসি না, যে ভক্ত আমাকে প্রাণপতি বলিয়া ডাকেন, তিনি তাঁহার প্রাণের মধ্যেই আমার দেখা পান।

সপ্তপঞ্চাশত্তম ভাদ্রোৎসবের বিবরণ।

মা আনন্দময়ী উৎসব জননীর কৃপায় দ্বাদশ দিন ব্যাপিয়া ভাদ্রোৎসবের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। নিম্নে উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইল।

গত ৩০শে শ্রাবণ ১৫ই আগষ্ট, রবিবার, স্বর্গগত ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক। প্রাতে প্রচারাশ্রমে ভাই প্রমথলাল সেন এই উপলক্ষে উপাসনা করেন। স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতাও বিশেষ ভাবে নববিধান ক্ষেত্রে একমেবাদ্বিতীয়মের ভাবাপন্ন সাধক ছিলেন। সত্যের সাধক বলিয়া তিনি চিহ্নিত। অদ্যকার দিনে তাঁহার আত্মার সঙ্গে মিলিত হইয়া একোমেবাদ্বিয়ম্ দ্বার দিয়া উৎসব ক্ষেত্রে প্রবেশ করা হইল। নববিধানে লীলাময় ঈশ্বরের বহুভাবের প্রকাশ, একোমেবাদ্বিতীয়মে সে সকলের পরিণতি। এই বিশিষ্টতার ভিতর দিয়া উৎসবে প্রবেশ নিরাপদ অবস্থা। সন্ধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সপ্তাহিক উপাসনার কার্য্য হয়। শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী উদ্বোধন ও আরাধনায় কার্য্য করেন। অবশিষ্টাংশ ভাই প্রমথলাল সেন নির্ব্বাহ করেন।

৩১শে শ্রাবণ, ১৬ই আগষ্ট সোমবার, প্রাতে প্রচারাশ্রমে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনার কার্য্য করেন। সন্ধ্যা ৭টায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই গিরীশচন্দ্র সেনের জীবনী অবলম্বনে প্রসঙ্গ হয়। তাঁহার জীবনের একনিষ্ঠতা, সরলতা এবং বিধি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদনে তৎপরতা সকলের বিশেষ অনুকরণীয়। প্রসঙ্গে আর একটী কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ হইয়াছিল তাহা এই নববিধান ক্ষেত্রে চারিজন বিশেষ প্রেরিত প্রচারক হিন্দু, মুসলমান বৌদ্ধ ও খৃষ্টান এই চারিটী ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া প্রচার করিবার জন্য ভার প্রাপ্ত হন। গিরিশচন্দ্রের উপর মুসলমান শাস্ত্রের ভার অর্পিত হইয়াছিল। স্বর্গগত উপাধ্যায় মহাশয় হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া গীতা-সমন্বয়, বেদান্ত-সমন্বয়, গীতা প্রপূর্ত্তি, শ্রীকৃষ্ণের জীবন প্রভৃতি মূল্যবান গ্রন্থ সকল প্রণয়ন করিয়াছেন, স্বর্গগত প্রেরিত প্রবর প্রতাপচন্দ্র ইংরাজি ভাষায় অরিএণ্টাল্ ক্রায়েষ্ট প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে সহায়তা করিয়াছেন। সাধু অঘোরনাথ শ্রীবুদ্ধের জীবন লিখিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ও শ্রীবুদ্ধের জীবনগ্রহণের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। স্বর্গগত গিরিশচন্দ্র মুসলমান ধর্ম্মের কোরাণ গ্রন্থ, হদিস গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছেন। মহম্মদের জীবনী, চারিজন ধর্ম্মনেতা, তাপসমালা, দেওয়ান হাফেজ ও মুসলমান ধর্ম্ম সাধন সম্পর্কে ছোট বড় এত গ্রন্থ প্রণয়ন ও অনুবাদ করিয়াছেন যে, মনে হয় মুসলমান ধর্ম্ম সাধন বিষয়ে এমন কোন ব্যাপার নাই, যাহার মর্ম্ম তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া মুসলমান ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব বুঝিবার ও সাধন করিবার সহায়তা করেন নাই।

৩২শে শ্রাবণ, ১৭ই আগষ্ট, শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের

স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক। প্রাতে ৭টায় প্রচারাশ্রমে উপাসনা ভাই গোপালচন্দ্র গুহ নির্ব্বাহ করেন। "মা নামটী কি মধুর নাম" এই সঙ্গীত যোগে উপাসনা আরম্ভ হয়। আজ মাতৃ-ভাবের সুমিষ্ট প্রকাশে আমরা ধন্য হই। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীকেশবের মাতৃ-ভক্তি, মাতৃ-নাম-গুণ কীর্ত্তনে তাঁহাদের শুভ স্বর্গীয় সম্মিলন ও মত্তত্তা উপাসনা কালে বিশেষভাবে বিবৃত হয়। সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীমৎ পরমহংস দেবের ও শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দের জীবন অবলম্বনে পাঠ প্রসঙ্গাদি হয়। এ বেলার প্রসঙ্গে একটী বিশেষ কথা এই উল্লেখ হয়, এদেশ নৈতিক শিথিলতা ও ভোগ বিলাসের আবর্ত্তে পড়িয়া দেশ পতনের দিকে দ্রুত-গতিতে ছুটিয়াছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র আপনার জীবনের বিশুদ্ধ নৈতিক উচ্চ আচরণ ও বৈরাগ্যপূর্ণ আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের সাত্ত্বিক আকর্ষণে যদিও দেশের গতি বিশেষভাবে ফিরাইয়াছিলেন, কিন্তু গোঁড়া হিন্দুসমাজ ও বঙ্গের জনসাধারণ কেশবের এই নবযুগের নব আধ্যাত্মিক উচ্চ ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া এ ধর্ম্ম আপনাদের জীবনের ধর্ম্ম বলিয়া এবং কেশবের জীবনকে আপনাদের জীবনাদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। মঙ্গলময় বিধাতা বঙ্গের ও ভারতের জনসাধারণকে নৈতিক শিথিলতা ও ভোগবিলাসিতার প্রবল স্রোত হইতে ফিরাইবার জন্য, এ সময়ে শ্রীমৎ পরমহংসদেবের তীব্র বৈরাগ্য ও মধুরভাব ও ভক্তিপূর্ণ জীবন প্রাচীন হিন্দু সাজে সজ্জিত করিয়া উপস্থিত করিলেন।

১লা ভাদ্র, ১৮ই আগষ্ট, প্রাতে ৭টায় প্রচারাশ্রমে ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী উপাসনা করেন। সন্ধ্যা ৭টায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ডাক্তার কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "ভারতের ধর্ম্মধারা" বিষয়ে বক্তৃতা দান করেন। তিনি বক্তৃতায় ভারতের প্রাচীন যুগ হইতে বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মপ্রবাহ স্তরে স্তরে বর্ণনা করিয়া বিশেষ কথা এই বলেন, ভারতবাসীর বিশেষ ভাবে বঙ্গদেশীয় লোকের মন মত্ততাপ্রধান, উচ্ছ্বাস প্রধান। তাই এখানে ধর্ম্মের এত সরসতা, মধুরতা। তাই উচ্চ জ্ঞান বিজ্ঞান, ধ্যান ধারণ, পূর্ণ উচ্চ যোগ ধর্ম্মের পরিণতি এখানে ভক্তিমত্ততাপূর্ণ মধুর সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনে।

২রা ভাদ্র, ১৯শে আগষ্ট, প্রাতে প্রচারাশ্রমে ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনার কার্য্য করেন। মহিলাদিগের জন্য সন্ধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতিদেবী নির্ব্বাহ করেন। উপাসনা ও উপদেশাদি সরস ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

৩রা ভাদ্র, ২০শে আগষ্ট, প্রাতে প্রচারাশ্রমে ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনার কার্য্য করেন। জেনারেল বুথের জীবনের ধর্ম্ম ও সেবা ব্রতটী, তাঁহার জীবনে, পরিবারে, দলে কেমন প্রভাব বিস্তার করিয়া নবযুগে সেবাধর্ম্মের কি উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিতেছে, এবং তাহার শুভফল পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ, সকল জাতি কি প্রকারে সম্ভোগ করিতেছে তাহা সংক্ষেপে এই উপাসনায় প্রকাশিত হয়। জেনারেল বুথের দল এ দেশে আগমন উপলক্ষে কেশবচন্দ্রের প্রার্থনা উপাসনা কালে গঠিত হয়। সন্ধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে মুক্তিফৌজের কলিকাতা-বাসী দলের স্ত্রী পুরুষ অনেকেই উপস্থিত হন। একটী বাঙ্গলা সঙ্গীত আমাদের মণ্ডলীর মহিলাগণ কর্ত্তৃক গীত হইলে ভাই প্রমথলাল সেন প্রার্থনা করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত রাজকুমার চন্দ রায়, মুক্তিফৌজের দল এদেশে আগমন উপলক্ষে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা সূচক ইংরেজি যে উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহা পাঠ করেন। তৎপর মুক্তিফৌজের দল তাঁহাদের ভাবে সঙ্গীত প্রার্থনা করেন। মধ্যে ও শেষে আমাদের মণ্ডলীর মহিলাগণ আবার বাঙ্গলা সঙ্গীত করেন। মুক্তি-ফৌজের দলের একটী মহিলা জেনারেল বুথের সহধর্ম্মিণীর জীবনী অবলম্বনে ও দলের প্রধান নেতা জেনারেল বুথের জীবনী অবলম্বনে বক্তৃতা করেন। শ্রীমান জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মুক্তিফৌজের দলকে সম্বোধন করিয়া ও নববিধানের বিশেষ ভাব উল্লেখ করিয়া ইংরাজীতে উচ্ছ্বসিত ভাষায় কিছু বলেন।

৪ঠা ভাদ্র, ২১শে আগষ্ট, ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র ও ভাই বলদেবনারায়ণের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক। প্রাতে ৭টায় প্রচারাশ্রমে এই উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। "ভৃত্যের আত্ম-নিবেদন" হইতে অংশ বিশেষ পঠিত হয়। শ্লোকসংগ্রহ ও "দাস্য মুক্তি" বিষয়ে আচার্য্যদেবের প্রার্থনা ভাই প্রমথলাল সেন পাঠ করেন ও ঐ ভাবের সঙ্গীত, প্রার্থনায় উপাসনা শেষ হয়। (ক্রমশঃ)

পুষ্পরথ।

শনিবার, ১১ই ভাদ্র, ৯৭ ব্রাহ্মাব্দ।

(শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর কথকতার সার)

"সম্মুখে অমরধাম,
আমাদের গমাস্থান—
দেব দেবীগণ যত,
পুষ্পরথে ইতস্ততঃ,
চারিদিকে করেন বিচরণ।"

সাধু রজ্জব্দি বলিতেন, ঈশ্বরের কাছে যাইবার জন্য কোন পথের দরকার নাই, কারণ ঈশ্বর কোন দূরদেশে অথবা তীর্থে বাস করেন না। বাস্তবিক যিনি জগন্নাথ অথবা বিশ্বের ঈশ্বর তিনি পুরুষোত্তমে জগন্নাথের মন্দিরে অথবা কাশীধামে বিশ্বেশ্বর মঠে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকেন না। কোন ভক্ত বলিয়াছেন, "বিশ্বেশ্বরেশ্বর হে, তুমি নহ কেবল কাশীবাসী, তুমি বিশ্ববাসী।" এই বিশ্বেশ্বরের নিকটে যাইবার জন্য বাহিরে কোন পথ নাই। বাহিরের কোন

পথ দিয়া ভক্ত ভক্তবৎসলের নিকটে যাইতে হয় না, ভক্তবৎসলও বাহিরের কোন পথ দিয়া ভক্তের কাছে আসেন না। কিন্তু যদিও বাহিরে কোন পথ নাই, ভক্তের হৃদয়ে অনেক পথ আছে যে সকল পথ দিয়া ভক্তবৎসল ভক্তকে দেখা দেন। এই সকল পথের নাম এক একটি পন্থা অথবা এক একটি বিধান, যেখানে সমুদয় পন্থা এবং সকল বিধান এক স্থানে মিলিয়াছে তাহার নাম পূর্ণ এবং নববিধান।

"সিদ্ধিদাতা হরি, বলে এস হে হরি, নববিধান রথে আরোহণ। স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডপতি, এই রথের সারথি, নিমেষে গতি যার কোটি যোজন।"

যে রথ নিমেষে কোটি যোজন চলে তাহা সামান্য যান নহে। সামান্য কথায় রথ শব্দের অর্থ চলিবার শক্তি; জরা, জীর্ণ, বৃদ্ধ চলিতে পারে না, সে চলচ্ছক্তি অথবা রথহীন।

যে সাধু নিজের নির্ম্মল হৃদয়ে ঈশ্বরকে দেখিতে পান তাঁহার ঈশ্বরের নিকট যাইবার নিমিত্ত অন্তরে কিম্বা বাহিরে কোন রথের প্রয়োজন নাই; কিন্তু যিনি অনন্তের উপাসক তাঁহার অসংখ্য প্রকার মনোরথের আবশ্যক, যেহেতু অনন্তকে কেহই এক সময়ে পাইয়া সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন না।

"এস ভাই সবে মিলে যাই, ব্রহ্ম-সাগরসঙ্গম মহাতীর্থে যাই।"

এই মহাতীর্থ কি? স্বয়ং অনন্ত ব্রহ্ম। কোন কোন প্রাচীন বিধানে ব্রহ্ম সন্তানশূন্য কল্পিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন জগত মিথ্যা মায়া। কিন্তু নববিধানের ঈশ্বর স্পষ্টরূপে বলিতেছেন, তিনি স্বয়ং পূর্ণ সত্য, জীব এবং জগত তাঁহারই রচিত অভ্রান্ত সত্য। যাঁহারা নববিধানের ঈশ্বরকে উপাসনা করেন তাঁহারা সিদ্ধিপ্রার্থী নহেন, কিন্তু অনন্ত উন্নতি অথবা অনন্ত জীবন ভিক্ষা করেন।

ব্রহ্মসাগর সঙ্গমের মহাতীর্থে সকল দেশের এবং সকল জাতির সমুদয় তীর্থ মিলিত হইয়াছে, সেখানে যোগের যমুনা, ভক্তির গঙ্গা, বাধ্যতার জর্ডন, জলন্ত বিশ্বাসের যমযম ইত্যাদি প্রবাহিত হইতেছে। অনন্ত সাগরে অসংখ্য মধুর স্রোত নিত্য লীলা করিতেছে, প্রত্যেক স্রোত এক একটা প্রশস্ত রাজপথ যথা ভক্তিস্রোত প্রীতিস্রোত এবং কৃতজ্ঞতার স্রোত প্রভৃতি।

ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের আত্ম-কথা।

হরি! শোক বিপদের চরণে কোটী নমস্কার। অনেক শিক্ষা পেয়েছি জীবনে। জীবনটা যে হয়েছে, এর গড়ন আধখানি শোকে, আধখানি সুখে। তা না হলে এটুকু মহত্ব থাকিত না জীবনে। এমন করে মা বলে তোমাকে ডাক্‌তে পারতাম না।

দয়াময় দুঃখ কষ্ট দাও, পরীক্ষা দাও এ কথা বলতে পারি না; তোমায় কিন্তু এই বলি তুমি যা যা দিয়েছ, তাতে খুব ভয়ানক বিপদও মনে কৃতজ্ঞতা উদ্দীপন করে।

দুঃখ পেলেও মানুষ বল্‌তে পারবে না যে বিষের পাত্রটা মুখের কাছ থেকে সরাও। ঠাকুর শিক্ষা না পেলে আমরা কি যে হতাম বলতে পারি না। তুমি যা পাঠাও তা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করি।—"দুঃখের হরি"।

কে আমাদের? কি লক্ষণ থাকিলে মানুষ আমাদের হয়?

যে ভালবাসাতে সমস্ত পৃথিবীকে আত্মীয় করা যায়, আপনার করা যায়।

যে ভালবাসাতে সমুদয় ধর্ম্ম এক করা যায়, সমুদয় জাতির মিলন করা যায়, সকলকে এক করা যায়, সেই ভালবাসা যাদের তারাই আমাদের।

প্রেমিক যিনি, শুদ্ধ চরিত্র যিনি তিনিই আমাদের।

এই প্রধান লক্ষণ তোমার নববিধানে—সকলকে এক করা, প্রেমেতে সকলকে এক করা। এই ভাবের ভাবুক যাঁরা তাঁরা আমাদের।

এই ভাব একটু একটু দেখা যাইতেছে পূর্ব্বাঞ্চলে—সেখানকার মনোহর সংবাদ এই কষ্টের সময় মনকে সুখী করিতেছে।

ইহারা ক্ষুদ্র অশিক্ষিত মানভ্রষ্ট অত্যন্ত নীচাবস্থায় দিন কাটাইতেছেন। কতক লোক একত্র হইয়া পরস্পরের প্রেমে আবদ্ধ হইয়া জীবন কাটাইতেছেন। তাঁদের পাপ আছে বটে, কিন্তু যে যে বিষয়ের জন্য আমরা আক্ষেপ করি তা তাঁদের মধ্যে নাই। দুঃখীকে তুমি বুকে করে রাখ।

ঐ ক্ষুদ্র ভাইয়ের দলকে তুমি তোমার নববিধানে বিশেষ আশ্রয় দিয়া, আমাদের শিক্ষা গুরু করে রাখ। যেখানে সরলতা নম্রতা সেইখানেই পুরস্কার।

এর ভিতর যদি একটী একটী প্রচারক একটি একটি স্থানে আরো প্রচারক প্রস্তুত করিয়া দলপতির প্রতি কিরূপ করিতে হয়, দলপতি কিরূপে হইতে হয় দেখাইতেন, আর প্রেমরাজ্য স্থাপন করিতেন, কত ভাল হইত। আমার মনে কত সুখ হইত।

ইহাও আমার পক্ষে সুখের সংবাদ। এক জায়গায়ও ত আমার পিতার কীর্ত্তি স্থাপিত হইল। মা, তাদের কাছে চিরকাল থেকো। হৃদয়ের সাধ খানিক তারা মিটাইতেছেন। প্রেমের ধর্ম্ম কি, তাঁরা তা দেখালেন। এখনও বলি না যে পূর্ণ পরিবার হয়েছে, কিন্তু আমাদের চেয়ে ত ভাল।

দলপতির প্রতি কিরূপ ভালবাসা দেখাতে হয় তাঁরা আমাদের শিক্ষা দিন্; কেমন করে গরীব হতে হয়, কেমন করে পরস্পরকে ভালবাসতে হয়, শিক্ষা দিন।

একটা প্রেমের দুর্গ হ'ল একটা দীনআদের আশ্রয় স্থান হ'ল, এ আশার কথা। যাতে আমরা ভাল হই তাই হউক।

দল চাই।

[শ্রদ্ধাস্পদ ভাই অমৃতলালের উপদেশ]

দল চাই, শুদ্ধ দল চাই। কিন্তু সে দল রচে কে? গড়ে কে? এমন দল গড়িবার ক্ষমতা কার? তবে বলতে পারি ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, প্রচারক এই দল গড়িতে পারেন। তোমরা যদি সিলেটে লিখিয়া দেখাও মুছে যাবে, আমি বলি না, না, হৃদয়ে এই অঙ্গকার লেখ যে ভক্ত দল আমার প্রিয়। সে কালের সন্ন্যাসীদের যে মত ছিল, এখন বিধানের মত তাহা নয়, তখন অরণ্যে সন্ন্যাসীর দল সাধনে প্রবৃত্ত থাকিয়া মন্ত্র গ্রহণের মর্ম্ম মানিত তাহা মহিমান্বিত করিত, এখন সংসারে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীরা এই সত্য মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কি করিবেন? তাঁদের মতন সাধন ভজন করিয়া শুদ্ধ দল রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। সে বারের মতন এবার নয়, এবার নিজে শুদ্ধ হয়ে অন্যকে শুদ্ধ করিতে হবে। দল রচেছিলেন কে? সেই পরম শক্তি বিশিষ্ট প্রেরিত মহম্মদ, তিনি যখন লাই ইলাহি ইল্লাল্লা—মহম্মদ রসুলাল্লা উচ্চারণ করিতেন, একেশ্বরবাদী মহম্মদীয় দল নাচিয়া উঠিত। মন্ত্র শক্তি মানুষের নবজীবন দেয়। তখন ঋষিরা নিষ্ঠার সহিত মন্ত্র জপিতেন আর সিদ্ধ হইতেন, মন্ত্র-শক্তি দলের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

পরমাত্মা যদি মানুষের ভিতর নিজ শক্তি না দিতেন তবে কে এই জগতের পাপ দুর্নীতি দলনে কৃতসঙ্কল্প হইত? কেহ কাহাকে ডেকে এনে বুঝিয়ে দিতে পারিত না, কার ডাক কে শুনে? কে বা কাহাকে গ্রাহ্য করিত? তাই তিনি দেখলেন যে এখনও আমার ছেলে, মেয়ে শুদ্ধ হল না? এখনও তারা কাহাকেও ভালবেসে প্রেমের বাঁধনে বাঁধা পড়িল না, তবে কেমন করে পৃথিবীতে প্রেম পরিবার হবে, শুদ্ধ দলের সৈন্য সাজবে, তারা যে পাপ কূপে মরিবে, তাই শীঘ্র এস, এস, বলে ডাকছেন। এইজন্য সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট সম্মিলনীর ধর্ম্মবিধান ধরাতলে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ডাকছেন তা নয়, ডাকছেন যেমন—বলছেন তেমন, তোমরা সকল প্রাণী এক হও, এক ধর্ম্ম, এক সত্য, এক শাস্ত্র, এক মন্ত্র গ্রহণ কর, এই বর্ত্তমানে কি সুখের সমাচার এনেছেন, যাতে মানুষ মনুষ্য নামের যোগ্যতা লাভ করিতে পারিবে; এই মহামন্ত্রে, সত্য দেবতার পূজা বন্দনা আরাধনা করে শুদ্ধ হবে এবং স্বীয় স্বীয় পরিবারের মধ্যে এক একটি শুদ্ধতার দল রচনা করিবে।

সেই অভিনেত্রীগণ যাঁরা জগতের অশেষ কল্যাণ বিধান করে গিয়াছেন, তাঁদের মন্ত্র-শক্তি এখনও কত শত শত লোকের হৃদয়-ক্ষেত্রে রোপিত রহিয়াছে, অনন্ত দেবতার অনন্ত শক্তিতে ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত দল বাঁধিবে ও বাঁধিতেছে। তিনি যে বলিতেছেন তোমরা সকল প্রাণী এক হয়ে একটি দল রচনা করে পৃথিবীতে সত্য ধর্ম্ম প্রচার কর, তাই ত এ দাসের অন্তরে আজ পর্য্যন্ত সেই বাণী জাগিতেছে, কেবল জাগে নাই, সত্য সত্যই একটি দল গড়িতে প্রবৃত্ত।

কেহ কেহ বলেন ওদের আবার দল কিসের? একজন অন্যজনকে ত্যাগ করে, যেখানে এত ঝগড়া সেখানে দল বল্‌ব কি করে? আমি বলি এতো ভাঙ্গা নহে, যিনি ভাঙ্গিলেন তিনি গড়িবেন, এ অখণ্ড অনন্তের দল কে ভাঙ্গিবে? ছেলে বেলায় দেখিতে পাইতাম, মাটির ঠাকুর গড়ে আর ভেঙ্গে ফেলে। আবার তোমাদিগকে তোমাদের গুরু মন্ত্র দিলেন, ইষ্ট দেবতা জগদ্ধাত্রী ইত্যাদি বলে দিলেন, হয় তো একটি মাটির জগদ্ধাত্রী দেখিয়ে দিলেন, মূর্ত্তি পূজা ও মন্ত্র সাধন তোমাদের দিন দিন আত্ম শক্তির পুষ্টি সাধন করিতে আরম্ভ করিল। আত্মশক্তিতে হয় কি? না ছাড়িলে মাটির পূজা পাইলে খাঁটি সত্য দেবতার দরশন চিন্ময়ী মাকে দেখ্‌বে বলে ছাড়িলে তোমার কুসঙ্গ, ছাড়িলে তোমার ধর্ম্ম বিরোধীর সঙ্গ, ছাড়িলে তোমার জ্ঞাতি কুটুম্বাদীর সঙ্গ। তৎপরে যাদের সঙ্গে এতদিন কত যোগ রাখিয়াছিলে কেন কিসের বলে সব ছাড়িতে উদ্যত হলে?

হরিভক্তির লক্ষণ কি, অনুরাগী সর্ব্বত্যাগী হওয়া কোথা, তোমার স্ত্রী, পুত্র, কোথা, তোমার মা বাপ আত্মীয় বন্ধু, কে তোমার বাড়ীর বাহির করেছিল? শ্রীগৌরাঙ্গ যখন আপনার আত্মাতে সেই শক্তি প্রাপ্ত হন, কার সাধ্য তাঁকে গৃহে বাধ্য করে রাখে, তিনি একটী পরিবার ছাড়িলেন সত্য, কিন্তু প্রেম পরিবার ভক্তির পরিবার রচনা করিলেন। শাক্যসিংহ একেবারে রাজ্য, ধন, জন ছাড়িলেন সত্য, কিন্তু তিনি মহানির্ব্বাণ মন্ত্র সাধনায় সিদ্ধ হয়ে শত শত পরিবারের একজন প্রধান হলেন, পরিবারভুক্ত হলেন, পবিত্রতার দল, দলে দলে বর্দ্ধিত হইল।

ভক্ত বলেন সবই আমার পরিবার কেহ আমার পর নহে, আমি কাহাকেও এক মুহূর্ত্তের জন্য ছেড়ে থাকতে পারি না, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি এ পঞ্চপাণ্ডবের দল ছাড়া ছাড়ি হয়ে থাকতে চায় না। একদিন লালা জিজ্ঞাসা করিলেন কে ভাঙ্গছে আবার গড়ছে? গুরু উত্তর দিলেন, তিনি চেনজে পরিবর্ত্তিত হইতে গিয়াছেন, দুর্ব্বল যদি দুই চারি জন পরিবারস্থ ব্যক্তি ছেড়ে পরিবর্ত্তিত হইয়া শক্তি পাইয়া শত শত লোকের পরিচারক হতে পারে সেই ভাঙ্গে আবার গড়ে। ভগবদ্দল এ নূতন দল, এ দলের দলপতির অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে হবে। যদি রোমেন ক্যাথলিকদের গির্জ্জায় যাও দেখিতে পাইবে সর্ব্ব উৎকৃষ্ট ছবি ক্রুশস্কন্ধে ঈশা দলের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিতে উদ্যত, আহা কি সুন্দর মেষশাবকগুলিকে স্কন্ধোপরি তুলিয়া গমন করিতেছে, এই সকল ছবি যেন আমাদের মতন দুর্ব্বল লোকের দেখলে আশা হয়, খুব সুখ হয়। যারা সুস্থ তাদের জন্য নহে, যে ব্যক্তি মেষশাবকের ন্যায় দুর্ব্বলদিগের তত্ত্বাবধানে সর্ব্বদা চৈতন্যযুক্ত থাকিয়া তাহাদের সেবা করে সেই দলপতি।

শুনেছি এবং আপনারাও শুনে থাকবেন আচার্য্য কেশবচন্দ্রকে পৌষ মাসের শীতে মাথায় বাতাস করিতে হইত, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা অন্যের চিন্তায় মগ্ন সকলের ভার যাঁর মাথায় তিনি কি সুখে নিদ্রা

যাইতে পারেন? তাঁর মাতা একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপ কেশব তোমার কি রাত্রেও ঘুম নাই?" উত্তরে বলিলেন, "মা মা আমি ঘুমাতে আসি নাই, ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছি, জগতের হিত চিন্তায় আমার সুখ। আমার সন্তান যদি এলাহাবাদে কষ্টে থাকে আর আমি কলিকাতায় তার ভাবনা না ভেবে কি সুখে নিদ্রা যেতে পারি"? ধন্য ঈশা, ধন্য গৌরাঙ্গচন্দ্র এসেছিলেন তাঁদের শিষ্যদিগকে পর্য্যন্ত ধন্য করিলেন, গৌর গোঁসাই নাচিতেন আর ভক্তগণ তাঁর চরণ স্পর্শ করিত, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভিতর এত ভক্তি যে তারা ভক্তপদধূলিতে পরিত্রাণ জানিয়া তাই ধূলা নেবার জন্য হুড়া হুড়ি করে। একজনের চেষ্টায় একজনের প্রেমে অপরের আত্মাকে যে হৃষ্টপুষ্ট করে এ যেমন জানে বিনয়ী ভক্ত, এমন কে জানবে। আশ্চর্য্য হই ভক্তের মান যদি ব্রহ্মজ্ঞানী না রাখে তবে তার জ্ঞানে সুখ নাই, ধনেও সুখ নাই। শুধু যদি ভাই, বোন, পৃথিবীর সম্বন্ধ হত তা হলে কে কার জন্য দরদি হতে চাইতো. কিসে আমরা ব্রহ্মচরণে নত হয়ে ভগবানের ভক্তগণের চরণে নত হব, ভক্ত সঙ্গে যুক্ত হব, ভক্তপদধূলি মাথায় নেব, ব্রহ্মকে দেখে সকলে এক হব, দল ছাড়া হব না এই প্রতিজ্ঞা করি, ভক্ত সঙ্গে ভগবানের নামগান করি, যে যার আপন আপন মতের উপর নির্ভর করে চলিলে হবে না।

সক্রেটীস বলেছিলেন তোমরা দুই চারিটি পরিবারে যদি প্রেম দাও তবে তোমাদের বিধানের গৌরব রক্ষা পায়, তবে তোমরা জগতের অধিকাংশ লোকের সঙ্গে মিলিতে পারিবে, প্রেমের বাধ্যতায় আপনার দল আপনি রক্ষা করিতে পারিবে। মহতের ছেলে মেয়ে কেন ক্ষুদ্র হয়ে, নীচ হয়ে প্রেমহীন হয়ে অনন্তের গৌরব খাট করিবে? এস সকলে ব্রহ্মচরণে নত হয়ে ভক্ত-পদধূলি মাথায় লয়ে শুদ্ধ দলে মিলিত হই, সেই দুর্ব্বলের বলদাতা দলপতির দ্বারা সকলে পরিচালিত হই।

সাধু হিরানন্দ।

(বৌদ্ধ বিহার ১৪ই জুলাই, ১৯২৬ বক্তৃতার সারমর্ম্ম)

সভাপতি মহাশয়! মাতাগণ! ও মাননীয় বন্ধুগণ! আজ ৩৩ বৎসরের কথা, আজকার দিনে, সন্ধ্যার পূর্ব্বাহ্নে, যে দিন সাধু হিরানন্দের শবদেহ কাঁধে করে পাটনার গঙ্গাতীরে নিয়ে গেছিলাম! সেই স্মৃতি আজ পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নার ন্যায় উজ্জল হ'য়ে গৃহের আলোক মালার মত প্রদীপ্ত হ'য়ে ধক্ ধক্ করে জলে উঠছে!

সাধু হিরানন্দের জীবনের মূলে ছিল সাধনা, কঠোর তপস্যা! সেই সাধনার সিদ্ধি জীবনের নানা দিক দিয়ে ফুটে উঠেছিল! মানুষ যে কাজই করুক না কেন, সে ধর্ম্মই হ'ক, শিক্ষাই হ'ক, ব্যবসা বাণিজ্যই হ'ক, আর রাজনীতিই হ'ক তার মূলে যদি কাজের উপযোগী সাধনা না থাকে, তাহলে কখনই সার্থক হবে না। এই গৃহে যাঁর অসংখ্য মূর্ত্তি দেখ্‌ছেন, সেই শ্রীবুদ্ধদেব, যিনি আজ ভারতের রাজা, সমস্ত পৃথিবীর সম্রাট, আজ যাঁর গৌরবে ধরাতল পরিপূর্ণ, তাঁর সাধনা কি অলৌকিক! মহর্ষি ঈশার জীবনে অসাধারণ তপস্যা ছিল বলে আজ তাঁর পদতলে সমস্ত পৃথিবী প্রণত! আপনারা শিখ্‌গুরু গোবিন্দ সিংহের নাম শুনেছেন, তাঁকে হয় ত আপনারা অনেকেই রণদুর্ম্মদ বীর বলেই জানেন, পরাক্রমশালী সৈনিক পুরুষ বলেই জানেন। কিন্তু তা নয়। তিনি একজন বীর সাধক, কঠোর তপস্যার বলে সাধনার সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। যমুনার তীরবর্ত্তী দুর্গম গিরিময় প্রদেশে বিশ বৎসর ধরে নির্জ্জন সাধন করেছিলেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট এক দিকে বেদপাঠ কর্‌তে লাগ্‌লেন অন্য দিকে সুপণ্ডিত মৌলবীর নিকট আরবী ভাষায় কোরাণ পাঠ কর্‌তে লাগ্‌লেন, পুরাণ ও ইতিহাস চর্চ্চায় মনোনিবেশ কর্‌লেন, প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাস, দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস, কাশ্মীরের ইতিহাস, আফগানিস্থানের ইতিহাস মিসর ও পারস্যের ইতিহাস, পাঠ করিলেন। সমাজবিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব ও রাজ্যবিপ্লবের মধ্য দিয়া জাতীয় উত্থান পতনের কার্য্য কারণগুলি যেমন আয়ত্ব কর্‌লেন, শরীর, মন ও আত্মা এই ত্রিবিধ সাধনার ভিতর দিয়া বর্ত্তমান নির্য্যাতিত শিখ জাতির উদ্ধারের পথ অন্বেষণ কর্‌তে লাগ্‌লেন। শিখ জাতির ধর্ম্মরক্ষা করাই তাঁর সঙ্কল্প। এই ধর্ম্মকে রক্ষা কর্‌তে গিয়ে, ধর্ম্মের যারা বিরোধী ছিল সেই প্রবল রাজশক্তির সঙ্গে জীবন মরণ পণ করে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল সংগ্রাম কেবল একটা সাময়িক প্রয়োজন! আসল কথা ধর্ম্মরক্ষা! গুরু গোবিন্দের বজ্রের ন্যায় কঠোর সঙ্কল্প, অসাধারণ আত্মত্যাগ, অলৌকিক ধর্ম্মনিষ্ঠা, গম্ভীর জ্ঞান উপার্জ্জন, ও দীর্ঘকাল ব্যাপী কঠোর সাধনার কথা শুনলে শরীর রোমাঞ্চ হয় প্রাণ শিহরিয়া উঠে! কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের দুই তিন ছত্র কবিতায় সেই অনির্ব্বচনীয় সাধনায় কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। তিনি তাঁর গুটীকয়েক শিষ্যের নিকট বল্‌ছেন:—

এখন বিস্তার কল্প জগতে অরণ্য রাজধানী
এখনো কেবল নীরব ভাবনা
কর্ম্মবিহীন বিজন সাধনা
দিবা নিশি শুধু বসে বসে শোনা আপনার মর্ম্মবাণী!
একা ফিরি তাই যমুনার তীরে দুর্গম গিরিমাঝে
মানুষ হতেছি পাষানের কোলে
মিশাতেছি গান নদী কল্লোলে
গড়িতেছি মন আপনার মনে যোগ্য হতেছি কাজে।

* * * * *

চারিদিক হতে অমর জীবন
বিন্দু বিন্দু করি আহরণ
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে।

আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগাব আমার দেশ!

গুরু গোবিন্দের কঠোর সাধনা, অসাধারণ আত্মত্যাগ ও স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠার উজ্জ্বল চিত্র পঞ্জাবে ও সিন্ধুদেশের আকাশে বাতাসে খেলা কর্‌ছে! নর নারীর শোণিত প্রবাহে সে সাধনার উত্তাপ প্রবাহিত হচ্ছে। সাধু হিরানন্দ মার স্তনদুগ্ধপানের সঙ্গে সঙ্গে গুরুর দৃঢ় সঙ্কল্প, ধর্ম্মনিষ্ঠা, আত্মত্যাগ ও স্বজাতিবাৎসল্য লাভ করেছিলেন। দৃঢ়ব্রত, সত্যনিষ্ঠ যুবক হিরানন্দ শিখের পাষাণময় দুর্দ্দমণীয় সঙ্কল্প নিয়ে বাঙ্গালায় বিদ্যা শিখিতে এসে ছিলেন, এসে দেখ্‌লেন যে বাঙ্গালার গঙ্গা ভক্তির প্রবাহ নিয়া সাগর সঙ্গমে চলেছে! বাঙ্গালার ফল ফুল ভক্তির সৌরভ চারিদিকে পূর্ণ করে রেখেছে! বাঙ্গালার ভক্তি, ভাগবতের অধ্যায়ের মত, কত নৃত্যতত্ত্ব ও অশ্রুতত্ত্বের বিকাশ ও উল্লাসের মধ্য দিয়া নানা আকারে রূপ ধরে রয়েছে! হিরানন্দ গঙ্গা যমুনার মত পাঞ্জাব ও বাঙ্গালাকে নিজের প্রাণে মিলিত করলেন, ঠিক যেন পাষাণময়ী গোমুখী হতে গঙ্গার উৎপত্তি হ'ল। এই মিলন নিয়া হে বাঙ্গালার যুবক! আজ হিরানন্দ তোমাদের সম্মুখে এসেছেন। কেবল ভক্তিতে পরিত্রাণ হবে না। ভক্তির সহিত সত্যনিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের বীরভাব চাই! পাঞ্জাব ও বাঙ্গালার মিলন চাই!

আর একটি কথা এই যে ইংরেজী শিক্ষা যখন এদেশে প্রথম প্রচলিত হল, তখন শিক্ষার সঙ্গে কতকগুলি ইংরাজের পাপ ও শিক্ষিতদের মধ্যে প্রবেশ কর্‌ল, শিক্ষিতেরা গোমাংস ভক্ষণ ও মদ্য-পান কর্‌তে প্রকাশ্যে লজ্জা বোধ কর্‌তেন না, গোচাড় নিয়ে প্রতিবেশীর ঘরে ফেলে নিজেদের সুরুচির গৌরব প্রকাশ করতেন। একটা বিকৃত ভাবও বিদেশী অনাচারের অনুসরণ করা শিক্ষিতদের স্বভাব হয়ে দাঁড়াল! এই জাতি-পীড়িত দেশে ইংরেজি শিক্ষিত লোকেরা আর একটী অভিনব জাতি সৃষ্টি কর্‌লেন। আবার অন্যদিকে বিদেশী চিন্তা এদেশের প্রাচীন চিন্তার ধারাকে ওলট পালট করে-ছিলে। যে চিন্তার ভিতর দিয়া এদেশের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, নীতি, ব্যবসা বাণিজ্য ও রাজকার্য্য পরিচালিত হচ্ছিল সেটা ছিন্ন হয়ে গেল। একটা বিশৃঙ্খল বিসদৃশ ভাব ক্রমে তার স্থান অধিকার করলে, জাতির স্বভাবের মূলে একটা গুরুতর আঘাত লাগল! কি শিক্ষা, কি ধর্ম্ম, কি সাহিত্য, কি ব্যবসা, কি বাণিজ্য কি সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থা সব দিক্ দিয়ে বিদেশী বিকৃত ভাব এমন করে আমাদের স্বভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে যে তাকে হীন বল করা বা সমূলে উৎপাটন করা এখন অসম্ভব!

যে জাতি নিজের সর্ব্বস্ব হারিয়ে বিদেশী আব হাওয়ার ভিতর তার ক্ষীণ প্রাণটুকু বাঁচবার চেষ্টা করে, তাকে অনিবার্য্য ধ্বংসের পথ হইতে কেউ বাঁচাতে পারে না। তাই শ্রীকেশবচন্দ্রের মর্ম্মস্থল হতে সহস্র দুন্দুভীর ঝঙ্কারের মত এই কথাগুলি ফুটে উঠেছিল!

Alas ! Before the formidable artillery of Europe's aggressive civilization the Scriptures and prophets, the language and the literature of the East, nay her customs and manners, her social and domestic institutions and her very industries have undergone a cruel slaughter.

The rivers that flow eastward, the revers that flow westward are crimson with Asiatic gore; yes, with the best blood of oriantal life. But Europe, thou holdest in one hand life and in another death. Thy civilization has proved a blessing, but in as much as it utterly exterminated our nationality and seeks to destroy and Europeianize all that is in the East, it is a course. Therefore will I vindicate Asia.

(Asia's message to Europe)

শ্রীকেশবচন্দ্র স্বর্গের দৃষ্টিতে যখন দেখ্‌তে পেলেন যে ভারতের জাতীয় আত্মাকে যদি বাঁচাইতে না, পারি তাহার ধর্ম্ম কর্ম্ম সব গঙ্গার জলে ভেসে যাবে। তখন তিনি তাঁহার নববিধানকে জাতীয় বিধান, হিন্দু বিধান ঘোষণা করতে প্রত্যাদিষ্ট হলেন! হিরানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের এই জাতীয় ভাবের ভিতর পরিপুষ্ট হইতে লাগনেল, নিজের স্বভাবে নিজে ফুটে উঠলেন। দেশে ফিরে গিয়ে নূতন সিন্ধুদেশ নির্ম্মাণ করলেন, জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া জাতীয় ধর্ম্ম, জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় নীতি ও জাতীয় কর্ম্মকে জাগ্রত করলেন। ইংরাজী শিক্ষা দেশে যে নূতন জাতি সৃষ্টি করেছিল, হিরানন্দ তাকে মুছে ফেলে নূতন ধর্ম্ম ও জাতি সৃষ্টি করলেন। যাহা জাতীয় এবং সার্ব্বজনীন! জাতীয় বিশিষ্টতার ভিতর দিয়াই জীব তাহাতে উপনীত হয়। যেখানে জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সাম্য ও স্বাধীনতা বড় হয়ে উঠে, সেখানে নীতি ও চরিত্রের উপর সকলের সমান ধর্ম্মাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়! এই উদার-ধর্ম্ম-চরিত্রের জন্ম আজ বাঙ্গালার যুবকদের নিকট হিরানন্দের আদর। হিরানন্দের ভিতর যে আদর্শটি ফুটে উঠ্‌ত, তাকে কার্য্যে পরিণত করবার জন্য তিনি বীরের মত অগ্রসর হতেন, লোকের ভয়, দেশের ভয়, অথবা রাজ-কর্ম্মচারীর ভয় তাঁকে ভীত কর্‌তে পারত না। এই নির্ভিকতাই তাঁকে মানুষ করেছিল এবং এই নির্ভিকতাই তাঁকে দেবতা করে-ছিল। ভক্তকে বাধা দিতে পারে জগতে এমন শক্তি নাই এবং স্বর্গেও এমন শক্তি নাই। গঙ্গার প্রবল স্রোতকে বাধা দেওয়া বরং সহজ, বঙ্গোপসাগরের অতলস্পর্শ জলরাশিকে শোষণ করা বরং সম্ভব, কিন্তু প্রত্যাদিষ্ট আত্মাকে বাধা দেওয়া দেবতার ও সাধ্যাতীত। এই সাধু জীবন লাভ করে বাঙ্গালায় লক্ষ লক্ষ হিরানন্দ জন্মলাভ করুক, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা।

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বালেশ্বরের উৎসব বৃত্তান্ত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১৯শে জুলাই, সোমবার, প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে মিলিত উপাসনার কার্য্য সেবক অখিলচন্দ্র রায় সম্পন্ন করেন। সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্ম মন্দিরে সংকীর্ত্তন আরম্ভে সেবক অখিলচন্দ্র রায় একটি প্রার্থনা করিলে "চল, চল, ভাই মার কাছে যাই" মত্ততার সহিত এই কীর্ত্তন করিতে করিতে কীর্ত্তনকারীগণ, বরাবর সহরের সদর রাস্তা দিয়া মতিগঞ্জ থানার সম্মুখে উপস্থিত হইলে প্রথমে শ্রদ্ধেয় ভগবানচন্দ্র দাস মহাশয়, প্রত্যেক নরনারীর মধ্যে স্বয়ং শ্রীহরি বাস কচ্চেন ও আমাদের সকলকে লইয়া স্বয়ং পরম প্রভু নিত্যলীলা করেন, সুতরাং কেহ কাহাকেও আঘাৎ বা কেহ কাহাকেও শত্রু মনে করিলেই এই পরম দেবতাকেই আঘাৎ করা হয়। এতে আমরা প্রাণে বড়ই বেদনা পাই, সুতরাং এ মহাপাপ ভাই, কেহ করিও না, আমরাও যেন না করি। এইরূপে তিনি উচ্চ ভ্রাতৃপ্রেম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলে, সেবক অখিলচন্দ্র রায়ও উৎসাহের সহিত নববিধানে সার্ব্বভৌমিক ভ্রাতৃপ্রেমের বিষয় বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করেন। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত সংকীর্ত্তনটী করিতে করিতে কীর্ত্তনের দল, বারবাটী প্রভৃতি পল্লী ভ্রমণ করিয়া ব্রহ্মমন্দিরে প্রত্যাগমন করিলে সেবকঅখিলচন্দ্র শেষ প্রার্থনা করেন, শেষে সকলে একত্র প্রীতিভোজন হয়।

২০শে জুলাই, মঙ্গলবার, প্রাতে এই ব্রহ্মমন্দিরে স্বর্গীয় ভাই নন্দলালের পৌত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবকুমারের নামকরণ অনুষ্ঠান নবংসহিতাসারে সুসম্পন্ন হয়, সেবক অখিলচন্দ্র রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। শিশু "বিনয়েন্দ্র" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষে শিশুর পিতামহ বাবু নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় স্থানীয় বন্ধুদিগকে প্রীতিভোজন করাইয়াছিলেন। অদ্য সায়ংকালে স্থানীয় সমাজের বার্ষিক সভায় সেবক অখিলচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া একটী সময়োপযোগী প্রার্থনা করেন। যথাক্রমে সমাজের সম্বৎসরের সভাদির বিষয় পাঠ ও আলোচনান্তে বর্ত্তমান বর্ষের জন্য শ্রদ্ধেয় বাবু ভগবানচন্দ্র দাস সভাপতির ও এই অযোগ্য দাস সম্পাদক, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদকের পদে মনোনীত হইয়াছেন। অদ্যই রাত্রি প্রায় ৯টায় শান্তিবাচন হইয়া উৎসব পরিসমাপ্ত হইল।

বিনীত—শ্রীশ্যামসুন্দর বিশাল
সম্পাদক—উৎকল নববিধান সমাজ, বালেশ্বর

নববিধান।

যুগে যুগে নববিধি করিয়া প্রচার।
ভক্ত সঙ্গে নবভাবে করিলে বিহার॥
নবযুগে নবভক্ত ব্রহ্মানন্দ সনে।
পাঠালে জগতে তব নূতন বিধানে॥
নবধর্ম্ম, নবমন্ত্র, লভিয়া সকলে।
ধন্য হ'ল জগদ্বাসী তব কৃপা বলে॥
ঈশা মুসা গৌর আদি ও কত সন্তানে।
এক সূত্রে বাঁধিলেন কেশব জীবনে।
সত্য জ্ঞান কর্ম্ম প্রীতি নিত্য বিদ্যমানে।
ধর্ম্ম সমন্বয় হল নূতন বিধানে॥

সঙ্গীত।

(স্বর্গীয় ভাই নন্দলাল রচিত)

আয় বাপ বুকে আয় মধুর হরিনাম।
আমার প্রাণের পুত্তলী তুইরে, প্রাণের আরাম।
নানা কাজে ব্যস্ত আমি, নানা দিকে ধাই,
সুখ দুঃখ অপমান কতই যে পাই।
তোরে বুকে তুলে, সব দুঃখ যাই ভুলে,
রসাল অমিয় নাম, আনন্দ ধাম।
রোগ শয্যায় রব পড়ে, তোরে বুকে করি,
ছেড় না আমারে বাপ, থেকো গলা ধরি,
আমার কণ্ঠের ঝুলি, আয় বাপ দুজনে দুলি
শুনে মধুমাখা বুলি, পূর্ণ মনস্কাম (হই)
(আমার) বার্দ্ধকের যষ্ঠি, ভরসা গতি মুক্তি,
শ্রদ্ধা প্রেম পুণ্য, সামর্থ্য শক্তি,
তোর গান শুনতে শুনতে শুনতে,
তোর মুখ দেখতে দেখতে,
মহাপ্রস্থানে চলে যাব স্বর্গধাম।

আরাধনা সংকীর্ত্তন।

(অকিঞ্চন ভক্ত ভাই ফকিরদাস রায়ের রচিত।)

সত্যস্বরূপ।

তুমি সত্য, তুমি সারাৎসার।
(আর কেবা আছে হে)

তুমি ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত, তুমি সকল স্থলে
(ঘন আবির্ভাবরূপে, জীবন্তসত্তারূপে, মহাশক্তিরূপে,)
(আর কেবা আছে হে)
(দেখে প্রাণ স্তম্ভিত হয় হে)

২। ওহে তুমি আছ—তাই আমি আছি,
তুমি প্রাণের প্রাণ তাই বাঁচি।
(ওহে আদ্যাশক্তি)
(তোমাবিনে কেউ নাই হে)

জ্ঞানস্বরূপ।

(সুর—বল বল, রাধাগোবিন্দ বল, বল্‌লে জনম যাবে ভাল)
(ওহে জ্ঞানময়) তুমি সকলই জান—সর্ব্বসাক্ষী রূপে বর্ত্তমান। (ওহে অন্তর্য্যামী প্রভু আমার) (প্রাণের কথা মনের ব্যাথা তুমি আমার—সকলই জান) (এড়াতে তোমায়) কেবা পারে ? ধরে ফেলেছ—অনিমেষ নয়ন, ধরা পড়ে যে গেছি, তোমার জ্ঞানালোকে। (ঐযে জ্বল্ জ্বল্ জ্বল্ আঁখি জলে) এত দৃষ্টি কেন হে ? (চতুর-প্রহরীরমত) এত দৃষ্টি কেন হে ! অন্তরযামী—সহিতে নারি হে। (পাপ জ্বালা, দৃষ্টি জ্বালা।)

(অনন্তস্বরূপ)

(জীবন, জীবনবিহ ওহে মূঢ় মন—সুরে।)
(তুমি) অনাদি ভূমা মহান্—অনন্ত অপার।
কে পায় পার ওহে প্রভু অকুলপারাবার॥
কে পারে বর্ণিতে তোমায়, কে পারে ধরিতে (আবার)
(১) ধরা যায়না যায়না (মনসো গোচর)
তুমি অধিন নও কাহারও প্রভু, স্তবস্তুতিতে॥
কেন তুমি, কোথা যাও হে—দেখিয়ে পাপীরে।
(কোথায়, যাও যাও হে)—পাপ দেখে পলাইয়ে পলাইয়ে (আমার)
যাইতে নারিলাম আমি—শ্রীচরণেরই ধারে॥
(প্রাণ ভেঙ্গে যে গেল হে) (সুতীক্ষ্ণ দর্শনাঘাতে)

প্রেমস্বরূপ।

"মরিব মরিব সখী"—সুরে।
তুমিত করুণাময়—আমি অধমের অধম।
(আমি) কেমনে বুঝিব তোমার, করুণার মরম॥
দয়ার সীমা ত নাই হে, পাপী সাধু বাছনা।
শত্রু মিত্র ভেদ নাই।
তোমার উচিত ছিল—(ফেলে দেওয়া, দূরে ফেলে দেওয়া)
কাছে ডেকে (আয় আয় বলে) নিলে হে, চণ্ডালের
অধম জেনেও ডেকে নিলে হে
(ওহে অতুল ভালবাসা)
না জানি তোমার কত বা দয়া, যথায় হেরি তথায় স্ফুরে।
বিচিত্র ভাবে হে
এ পাপ জীবন ক্ষেত্রে বিচিত্র ভাবেহে।
(শত স্থানে শত আকারে)।

একমেবাদ্বিতীয়ম।

(হৃদয় নিকুঞ্জ বনে বিহরনাথ—সুরে)
তুমি এক অদ্বিতীয় বিরাজিছ ত্রিভুবনে হে।
(অধিপতিরূপে)
তব সিংহাসন তলে, বিলুণ্ঠিত দলে দলে,
সাধু, অমর, যোগী ভক্তবৃন্দে অনুক্ষণ হে।
নর, অমর, পাপী, তাপী, বন্দে কর যোড়ে হে।
জড় জীব, তরু, লতা, মত্ত সংকীর্ত্তনে হে।
জয়,জগদীশ বলে, এক কণ্ঠে গায়হে।
(ধ্বনির বিরাম যে নাই হে, জয়ধ্বনির বিরাম নাই হে)
তারা জানেনা (শ্রান্তি) তারা জানেনা
(নীরব হতে) তারা জানেনা।
শত সুরে কীর্ত্তিত, শত ভাবে বন্দিত
তুমি হে অদ্বৈত প্রভু সবারই মহেশ্বর।
(এমন কেবা আছে—সতত অপরিচ্ছিন্ন
বৈষম্য দোষ বিবর্জ্জিত)।

পুণ্যস্বরূপ—শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

পঙ্কমসওয়ারি।
(এই বাসনা মনে মাত্র সচন্দন তুলসীপত্র
দিব তব অভয় চরণে—সুরে)
তুমি হে অপাপবিদ্ধম্ তুমিহে পুণ্যচরিতম।
(কে জানে হে, তোমারি মাহমা।)
(হরি পুণ্যময় হে)

১। আপন জ্যোতি প্রকাশি, নাশিছ পাপ রাশি রাশি॥
ঘুচাইছ হৃদয় কালিমা।
(কত মহিমা হে)
(কে জানে বল)

২। পুণ্য মন্দাকিনী হয়ে, এই যে ভবে প্রকাশিয়ে,
(তোমাতেই জীব পরাণ জুড়ায়।)
(পাপমুক্ত হয়ে হে)
(স্নানাবগাহনে হে)

৩। মহাবিক্রম দেখায়ে, বিরাজ নর হৃদয়ে,
তাই সে এভবে কত সয়
(তোমার পুণ্যবলে হে)
(দুইজন মাঝে)

৪। তোমারই পুণ্য হিল্লোলে, কেমন সে সদা দোলে,
অনহিত ব্রত সাধনায়।
(সেত তোমারই গুনে হে,)
(সদা ব্যস্ত)।

আনন্দস্বরূপ।

(কবে তেমি ভালবাসা হবে হে—সুরে)

তুমি আনন্দময় হরি হে—তুমি আনন্দময় হরি।
পদপল্লব তলে, লইয়ে সকলে, তুষিতেছ দিবানিশি হে।
যারা নির্যাতিত, শোক সন্তাপিত,—তাদের আর কেবা আছে;
লয়ে শান্তি কোলে, সুখের অঞ্চলে, মুছিছ নয়ন বারি হে (তাদের)
মোহন বংশীরবে, তাপিত মানবে, ভুলাতে আর কে জানে
আপনি হাসিয়ে আপনি মাতিয়ে, মাতাতেছ জগজ্জনে হে।
(তারা মেতে যে গেছে)
(মোহন বাঁসির রব শুনে)
(শোক দুঃখ তেয়াগিয়ে)।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

স্বর্গগত প্রেরিত গিরীশচন্দ্র সেন।

স্বর্গগত প্রচারক গিরীশচন্দ্র সেন ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট ঢাকা নগরীতে মানবলীলা সম্বরণ করেন। ১৭৮৭ শকে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সাধু অঘোরনাথকে লইয়া ময়মনসিংহ সহরে আগমন করেন। তিনি কেশব চন্দ্রের উপদেশাদি শ্রবণ করিবার জন্য দুই বেলাই তাঁহার নিকট যাইতেন। সেই মহাত্মা তাঁহার হৃদয়ে যে ধর্ম্মের বীজ প্রোথিত করিয়াছিলেন, তাহাই ভবিষ্যৎ কালে প্রস্ফুটিত হইয়া সর্ব্বসমন্বয় বিধানে ইসলাম্ ধর্ম্মের পতাকা বহন করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে ধন্য করিয়াছেন। কে একদিন ভাবিয়াছিল যে একজন সামান্য পণ্ডিত ধর্ম্ম সমন্বয় ব্যাপারে মহম্মদীয় ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা হইয়া বঙ্গদেশকে স্তম্ভিত করিবেন? তিনি তাঁহার আত্ম-চরিতে বলিয়াছেন, "নববিধানাচার্য্য কেশবচন্দ্র ব্রহ্মমন্দিরের পবিত্র বেদী হইতে আমাকে মহম্মদীয় ধর্ম্মের অধ্যাপক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহাতে আমি বিস্মিত হই; বোধ হয় আমার মত অনেকেই বিস্মিত হইয়াছিল। কমল-সরোবরের জল সংস্কারের দিন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র স্বহস্তে আমার মস্তকে তৈল মৰ্দ্দন করিয়া বলিলেন, "আমি মহম্মদের মস্তকে তৈল মৰ্দ্দন করিতেছি।"

কেশবচন্দ্র স্বীয় গভীর অন্তঃদৃষ্টি দ্বারা বুঝিতে পারিলেন যে, গিরীশচন্দ্রের জীবনেই ইসলাম্ ধর্ম্মতত্ত্ব বিশেষ ভাবে প্রকটিত হইবে। ইস্‌লাম্ ধর্ম্মতত্ত্ব আরব্য ভাষারূপ কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ। সেই ভাষা অধ্যয়ন করিয়া তাহা হইতে স্বর্গীয় রত্নরাজী সংগ্রহ করাই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি ৪২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে লক্ষ্ণৌ নগরে আরব্য ভাষা শিখিবার জন্য গমন করেন। বঙ্গদেশের সমস্ত শিক্ষিত মুসলমানমণ্ডলী যাহা করিতে সাহস করেন নাই তাহা শ্রীগিরীশচন্দ্র একা সাধন করিলেন।

তিনি এই কার্য্যে সফলকাম হইয়া ধর্ম্মজগতের যে কি এক মঙ্গল সাধন করিয়াছেন তাহা ভবিষ্যৎ ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে। তিনি জীবনের প্রথম ভাগে ময়মনসিংহ নগরস্থ হার্ডিন্‌জ স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। সহধর্ম্মিণীর মৃত্যুর পর আর সংসারবন্ধনে আকৃষ্ট হইলেন না। জীবনকে একেবারে ধর্ম্মের স্রোতে ভাসাইয়া দিলেন। ১৮৭০ সালের অক্টোবর মাসের শেষ দিন সাধু অঘোর নাথ ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সমভিব্যাহারে কলিকাতায় উপস্থিত হন। শ্রদ্ধাস্পদ কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে তিনি প্রচারক ব্রত অবলম্বন করিবেন বলিয়া অভিলাষ প্রকাশ করেন। তিনি চিরদিনই স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন, কোন প্রকার সাহায্য গ্রহণে অনিচ্ছুক থাকিতেন। নিজে এত পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহার উপসত্ব নিজে এক কপর্দ্দকও ভোগ করেন নাই। পুস্তকের আয় হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সেবাই হইত, এবং এখনও হইতেছে। বিলাসিতাকে তিনি চিরদিনই ঘৃণা করিতেন, জ্ঞান ভক্তি, এবং কর্ম্মের সামঞ্জস্য তাঁহার জীবনে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। কোরাণের বঙ্গানুবাদ, তিন খণ্ডে মহম্মদের জীবনচরিত, ছয় ভাগে তাপসমালা, হদিসের বঙ্গানুবাদ, চার জন ধর্ম্মনেতা, এমাম্ হোসেন্ ও হোসেয়ন প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ ইসলাম্ ধর্ম্ম শাস্ত্রের মহিমা চিরকাল কীর্ত্তন করিবে। প্রকৃত ধর্ম্ম, নববিধান কি, বিশ্বাস কিরূপ বস্তু, জীবনের উন্নতি; প্রত্যাদেশ তত্ত্ব, উপাসনা তত্ত্ব, ঈশ্বর অনুপস্থিত নহেন উপস্থিত; স্বর্গ ও নরক তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বাঁকিপুর, আরা, ভাগলপুর, নিজাম হায়দরাবাদ ইত্যাদি স্থানে উর্দ্দু ভাষায় বক্তৃতা দেন। সামাজিক উপাসনা প্রণালী প্রার্থনা মালা, ধর্ম্মোপদেশ উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মপ্রচার উপলক্ষে ভারতের নানা স্থানে গমন করিয়াছেন। তাঁহার আত্ম-জীবনী পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই কি প্রকার নিষ্ঠার সহিত তিনি স্বীয় ধর্ম্মজীবন গঠিত করিয়াছিলেন। কম্পাসের কাঁটা যেরূপ উত্তর দিকে থাকে একটুও বিচলিত হয় না তাঁহার জীবনও সেইরূপ অন্য কোনদিকে বিচলিত না হইয়া একমাত্র বিধানালোককে লক্ষ্য করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছে। মহাপুরুষ মহম্মদ ও তদ্‌প্রবর্ত্তিত ইস্‌লাম ধর্ম্ম নামক পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন যে, "ভার বহন যোগ্য সবল অশ্ব পৃষ্ঠ, ঈশ্বর সেই ভার, দুর্ব্বল গর্দ্দভপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার যে কি লীলা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমি অবিদ্যান ও নানা প্রকার অযোগ্য। তাঁহার বিশ্বাসী ভক্ত বিধানাচার্য্যের শুভ দৃষ্টি এই অযোগ্য ব্যক্তির উপর পড়ে ইস্‌লাম ধর্ম্মের শিক্ষাপ্রদ নিগূঢ় তত্ত্ব সকল যাহা সাধারণের জ্ঞানের অগম্য হইয়া আছে তাহা প্রকাশ করিতে পারিব পূর্ব্বে আমি কখনও মনে করি নাই, পরে মনের আবেগে পরিণত বয়সে লক্ষ্ণৌ নগরে যাইয়া আরব্য ভাষা চর্চ্চা করা হইয়াছিল।"

পূর্ব্বোক্ত কথাতেই তাঁহার জীবনের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত

হয়। অনেকে বিদেশে অবস্থান করিলে জন্মভূমির কথা মনেও করে না, কিন্তু তিনি দেশের লোকও আত্মীয় স্বজনের জন্য সর্ব্বদা চিন্তিত থাকিতেন। তিনি নিজে অনেক দেশের বিধবাগণের পারিবারিক দুঃখময় জীবনকে সুখময় করিয়াছেন। তাঁহার মাতৃ-ভক্তি অত্যন্ত গভীর ছিল। পরিবারের সকলের প্রতি তাঁহার যে কি গভীর ভালবাসা ছিল তাহা বলিতে পারি না। মৃত্যুর প্রায় একমাস পূর্ব্বে তিনি আত্মীয় গণের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন। ১৩১৭ সালের ৩০শে শ্রাবণ সোমবার পূর্ব্বাহ্নে ১০টা ৩০ মিনিটের সময় তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন। এমন একটি পবিত্র জীবন আমাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া আমাদের বংশকে পবিত্র করিয়াছেন।

শিলচর,
৩০শে শ্রাবণ, ১৩৩৩। } শ্রীমতী পুণ্যপ্রভা সেনগুপ্ত।

কৃপণ কোসিয় শ্রেষ্ঠী।

প্রাচীন রাজগৃহ নগরের অবিদূরে সংকার নামক এক নিগম (ক্ষুদ্র সহর) ছিল। তথায় অশিকোটী কার্ষাপণ (সুবর্ণ মুদ্রা বিশেষ) বিত্তশালী এক শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। তাঁর নাম কৃপণ কোসিয় শ্রেষ্ঠী। কৃপণতার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। ধনক্ষয় হইবে ভয়ে তিনি তৈলবিন্দুও অপরকে দিতেন না। নিজেও বিন্দুমাত্র পরিভোগ করিতেন না। কেবল সঞ্চয় করিয়াই যাইতেন। তাঁহার ধন স্ত্রীপুত্রাদিরও কোন কাজে লাগিত না, শ্রমণ ব্রাহ্মণগণেরও কোন উপকারে আসিত না। রাক্ষসের আশ্রিত পুষ্করিণীর ন্যায় অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল।

ভগবান বুদ্ধদেব চিরাচরিত অভ্যাসানুযায়ী একদিন প্রত্যূষে মহাকরুণাধ্যান হইতে উঠিয়া বুদ্ধচক্ষুদ্বারা সকল লোকে জ্ঞানদানের উপযুক্ত ব্যক্তি অন্বেষণ করিতে করিতে ৪৫ যোজন দূরে সংকার নগরের অধিবাসী শ্রেষ্ঠীর সস্ত্রীক স্রোতাপত্তি ফল লাভের লক্ষণ দেখিলেন।

তার পূর্ব্বদিনে শ্রেষ্ঠী রাজসেবা করিতে রাজগৃহ নগরে গিয়া কার্য্যান্তে গৃহে ফিরিবার সময় এক ক্ষুধিত গ্রামবাসীকে কুমাস পুব ও কপল্লকপুব নামক পিঠা খাইতে দেখিয়া তাঁহারও সে পিঠা খাইতে ইচ্ছা হইল। (চট্টগ্রামের "চিতল" পিঠা ও সিংহলের "অসপ" জাতীয় পিঠাই উক্ত পিঠা বলিয়া মনে হয়)। এই ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হইল এবং তিনি কি উপায়ে তাহা খাইতে পাইবে ভাবিতে লাগিলেন।

ভাবিলেন—"আমি যদি চিতল পিঠা" খাইতে চাই বলিয়া বলি তবে অনেকে আমার সহিত খাইতে চাহিবে। যদি সকলের জন্য পিঠা করা যায় তবে অনেক তিল তণ্ডুল, ঘি গুড়াদি ব্যয় হইবে। কাহাকে বলিব না। পিঠা খাইব না।"

তিনি ইচ্ছাকে চাপিয়া রাখিতে চাহিলেন বটে কিন্তু পারিলেন না। তাঁহার জ্ঞান লাভের সময় নিকট, মুক্তির সময় উপস্থিত। এই ইচ্ছাই তাহাকে পীড়িত করিয়া মুক্তি পথে লইয়া যাইবে। সুতরাং ইচ্ছা চাপিয়া রহিল না, যতই শ্রেষ্ঠী দমন করিতে চাহিল ততই প্রবলতর হইতে লাগিল। কিন্তু কার্পণ্য বশতঃ ধনহানির ভয়ে তিনি কিছুতেই সে ইচ্ছা কাহাকেও প্রকাশ করিলেন না। ইচ্ছার সহিত ভয়ানক সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ইচ্ছা কিছুতেই দমিত হইবে না, কিন্তু কৃপণতার শক্তি এত বেশী যে ইহাকে ভেদ করিয়া ইচ্ছা স্বমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইতে না পারিয়া, তুষের আগুনের ন্যায় শ্রেষ্ঠীকে ভিতরে ভিতরে পোড়াইতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে ইচ্ছার প্রবলশক্তি শ্রেষ্ঠীর অন্তরে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ইহার প্রবল তাড়নায় শ্রেষ্ঠীর শরীর শীর্ণ হইয়া গেল, তাঁহার সমস্ত শরীরের শিরা সমূহ ভাসিয়া উঠিল। অবশেষে অতি দুর্ব্বল হইয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া তিনি বিছানা আশ্রয় করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার সোয়াস্তি নাই। তিনি পিঠার তৃষ্ণায় ভয়ানক উৎপীড়িত হইতে লাগিলেন। এরূপ অবস্থায় পড়িয়াও কাহাকে কিছু বলিলেন না পাছে তাহার পয়সা খরচ হয়।

তাঁহার স্ত্রী স্বামীর এরূপ অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন এবং একদা স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন:—স্বামিন্, আপনার কি অসুখ?

"না, আমার কোন অসুখ নাই।"

"তবে আপনি এরূপ হইতেছেন কেন? রাজা কি আপনার প্রতি কুপিত হইয়াছেন?"

"রাজাও আমার প্রতি ক্রুদ্ধ নহেন।"

"আপনার পুত্র কন্যারা বা দাস কর্ম্মকারকগণ আপনার অসন্তোষজনক কিছু করিয়াছে কি?"

"এরূপ কিছুও করে নাই।"

"তবে কোন বস্তুতে আপনার তৃষ্ণা উৎপন্ন হইয়াছে কি?"

এই প্রশ্ন শুনিয়া তিনি বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। মনের কথা ব্যক্ত করিলে ধনহানির সম্ভাবনা আছে। না বলিলেও তৃষ্ণার চোটে প্রাণ যায়। কিন্তু ধনহানির আশঙ্কাই মনে বেশী। তাই নীরবে রহিল।

তারপর তাঁহার স্ত্রী কহিলেন:—

"বলুন প্রিয়তম, কিসে আপনার তৃষ্ণা (লোভ) জন্মিয়াছে।

"হাঁ, তৃ——ষ্ণা আ——ছে ব——টে, ত——বে না——কি।" "বলুন কিসে আপনার তৃষ্ণা"।

"আমার "চিতল পিঠা" খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে।"

"তবে বলেন নি কেন? আপনি কি দরিদ্র? এখনই সমস্ত নগর-নিগম বাসীদের প্রচুর মত হয় পিঠা প্রস্তুত করিয়া দিতেছি।"

"ইহাদের জন্য কেন করিতে যাইবে? ইহারা নিজে কাজ কর্ম্ম করিয়া খাইবে।"

"তাহা হইলে এক রাস্তাবাসীদের আবশ্যক মত পাক করি?"

"তুমি যে অতি ধনবতী তাহা আমি জানি।"

"তবে আমাদের গৃহের চারিপার্শ্বে যতলোক আছে তাহাদের সকলের জন্য পিঠা করি?"

"আমি জানি যে তোমার হৃদয় অতি মহৎ।"

"তবে আপনার স্ত্রীপুত্রের খাবার মত পাক করি?"

"কেন, তাদের জন্য কেন করতে যাবে?

"তবে আপনার ও আমার আন্দাজ পাক করি।"

"তুমি কি করবে?"

"তবে আপনার একলার জন্য পাক করি?"

"এইখানে পাক করিতে গেলে অনেকে খাইতে চাইবে। ভাল চাউল রাখিয়া দিয়া ভাঙ্গা চাউল, উনন, তাওয়া, অল্প অল্প ক্ষীর ঘি, মধু গুড় লইয়া সাত তলা প্রাসাদের উপরের তলায় গিয়া পাক কর। আমি একেলা তথায় বসিয়া খাইব।"

"ভাল তাই হবে" বলিয়া শ্রেষ্ঠী পত্নী আবশ্যকীয় দ্রব্য লইয়া প্রাসাদে আরোহণ পূর্ব্বক দাসীদের বিদায় দিলেন এবং শ্রেষ্ঠীকে ডাকাইলেন।

শ্রেষ্ঠী প্রথমতলা হইতে আরম্ভ করিয়া দরজার ভিতর হইতে অর্গল বদ্ধ করিয়া ক্রমশঃ সপ্তমতলে উঠিয়া তথায়ও দরজা বন্ধ করিয়া বসলেন; তাঁহার স্ত্রীও চুলায় আগুন জালিয়া তাওয়া চাপাইয়া পিঠা পাক করিতে লাগিলেন।

ভগবান সেদিন প্রাতেই মোগ্গল্লান স্থবিরকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ, কৃপণ কোসিয় শ্রেষ্ঠী পাছে কেহ দেখিতে পায় এই ভয়ে সাততলার উপরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া পিঠা খাইবার আয়োজন করিয়াছে; তুমি তথায় গিয়া শ্রেষ্ঠীকে দমন করিয়া তাহারা স্ত্রীপুরুষ উভয়কে পিঠা ক্ষীর সর মধু গুড় লওয়াইয়া নিজবলে জেতবনে লইয়া এস। আজ আমি ৫০০ ভিক্ষু সহ বিহারেই থাকিব; এবং পিঠা দ্বারা ভোজন ক্রিয়া সম্পাদন করিব।"

স্থবির ভগবানের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তৎক্ষণাৎ ঋদ্ধি বলে সেই নিগমে গেলেন এবং সেই প্রাসাদের জানালার কাছে সুপরিহিতবস্ত্র ও সুসংযতেন্দ্রিয় ভাবে আকাশে মণিপ্রতিমার ন্যায় দাঁড়াইলেন। স্থবিরকে দেখিয়া মহাশ্রেষ্ঠীর হৃদয় কাঁপিল। তিনি বলিলেন "এইরূপ লোকের দর্শন ভয়ে আমি এইখানে আসিয়াছি। এখানেও দেখি কি এক আপদ আসিয়া হাজির। এই ভিক্ষু আকাশেই আসিয়া বাতায়নদ্বারে দাঁড়াইয়াছে।" অন্য কিছু করিতে না পারিয়া অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত নুন বা শর্করার মত রাগে তট তট করিতে করিতে বলিলেন "শ্রমণ আকাশে দাঁড়াইয়া কি পাবে? পদচিহ্নহীন আকাশে পদচিহ্ন দেখাইয়া চঙ্ক্রমণ করিলেও কিছু পাবে না।"

স্থবির সেই স্থানেই এদিক ওদিক চঙ্ক্রমণ করিলেন।

শ্রেষ্ঠী। "আকাশে চঙ্ক্রমণ করিয়া কি পাবে? পদ্মাসনে বসিলে ও কিছু পাবে না।"

স্থবির পদ্মাসনে আকাশে বসিলেন।

শ্রেষ্ঠী। "আকাশে পদ্মাসনে বসিয়া কি পাবে? আসিয়া জানালার চৌকাঠে দাঁড়াইলেও কিছু পাবে না?

স্থবির জানালার চৌকাঠে দাঁড়াইলেন।

শ্রেষ্ঠী। চৌকাঠে দাঁড়াইয়া কি পাবে? ধুম নির্গত করিয়া অন্ধকার করিলেও পাবে না।

স্থবির ধুম ছাড়িয়া দিলেন। সমস্ত প্রাসাদ ধূমে পূর্ণ হইয়া ঘোর আকার ধারণ করিল। শ্রেষ্ঠীর চোখে ধুম লাগিয়া যেমন সূচি দ্বারা বিদ্ধ করিতেছে এমন বোধ হইল। কষ্ট অসহ্য হইল। কিন্তু গৃহ দাহ হইবে ভয়ে তুমি জলিয়া উঠিলেও পাইবে না এমন কথা বলিতে সাহস হইল না অথচ ভাবিল "এই শ্রমণ বড়ই লাগিল দেখি, না পাইয়া যাইবে না। ইহাকে একটা পিঠা দেওয়াইব।"

এই ভাবিয়া স্ত্রীকে বলিল "ভদ্রে, একটা ছোট পিঠা পাকাইয়া দিয়া বিদায় কর।"

সে অল্প কাই লইয়া তাওয়ায় রাখিল। সে কাই সমস্ত তাওয়া (পাতি) পূর্ণ করিয়া ফুলিয়া খুব বড় পিঠা হইল।

শ্রেষ্ঠী তাহা দেখিয়া বলিল তুমি অনেক কাই লইয়াছ। তিনি নিজে চামচের আগায় অতি অল্প কাই লইয়া তাওয়ায় দিলেন। সে পিঠা পূর্ব্ব পিঠা হইতে বড় হইল। তারপর আরও অল্প কাই লইয়া আর একটা পিঠা করিল। তাহা আরও বড় হইল। এই প্রকারে তিনি যে যে পিঠা পাক করিলেন তাহা বড় বড় হইয়া উঠিল। তিনি শেষে বিরক্ত হইয়া বলিল "একে একটা পিঠা দাও।"

শ্রেষ্ঠীপত্নী পাত্র হইতে একখানি লইতে গিয়া দেখিল সমস্ত পিঠা লাগিয়া এক হইয়া গিয়াছে। সে তাহার স্বামীকে বলিল :—"সমস্ত পিঠা একসঙ্গে লাগিয়া গিয়াছে। ছাড়াইতে পারিতেছি না।

আমি ছাড়াইব বলিয়া লইয়া অনেক চেষ্টা করিয়াও শ্রেষ্ঠী ছাড়াইতে পারিল না। তারপর দুইজনে দুই প্রান্তে ধরিয়া খুব টানিয়াও ছাড়াইতে পারিল না। পিঠা লইয়া টানাটানি করিতে করিতে শ্রেষ্ঠী পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শরীর হইতে স্বেদ নির্গত হইল। পিপাসা লাগিল।

তার পর তিনি স্ত্রীকে বলিলেন:—"ভদ্রে, আমার পিঠার প্রয়োজন নাই হাঁড়ি শুদ্ধ ইহাকে দেও।"

সে হাঁড়ি লইয়া স্থবিরের নিকট গিয়া সমস্ত পিঠা দিল। স্থবির দুইজনকে ধর্ম্মউপদেশ করিলেন। ত্রিরত্নের গুণ ও দানের ফল গগনতলে পূর্ণচন্দ্রের উদয়ের মত পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

তাহা শুনিয়া শ্রেষ্ঠী অতি প্রসন্নচিত্ত হইয়া বলিলেন "ভন্তে এই পর্য্যঙ্কে বসিয়া ভোজন করুন।"

স্থবির বলিলেন "হে মহাশ্রেষ্ঠী, পিঠা খাইবেন বলিয়া সম্যকসম্বুদ্ধ ৫০০ ভিক্ষুর সহিত বিহারে বসিয়াছেন। যদি ইচ্ছা করেন তবে আপনাদের ও লইয়া যাইব।

শ্রেষ্ঠী স্ত্রীকে বলিলেন "পিঠা, ক্ষীর, সর্পী প্রভৃতি লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত কর। চল ভগবানের কাছে যাই।"

"ভন্তে, ইদানীং বুদ্ধ কোথায় আছেন?"

"এইস্থান হইতে পঁয়তাল্লিশ যোজন দূরে জেতবন মহাবিহারে"

"বিলম্ব না করিয়া এতদূর কিরূপে যাইব?"

"মহাশ্রেষ্ঠী, যদি ইচ্ছা করেন আমি ঋদ্ধি বলে আপনাদিগকে জেতবনে লইয়া যাইব। আপনাদের প্রাসাদের সিঁড়ির মাথা যেখানে আছে সেইখানেই থাকিবে। গোড়া জেতবনের দরজায় গিয়া লাগিবে। উপরের তলা হইতে নীচের তলায় অবতরণকাল মাত্র সময়ে, জেতবনে পৌছাইব।"

শ্রেষ্ঠী "সাধু ভন্তে" বলিয়া সম্মত হইলেম। স্থবির সিঁড়ির মাথা তথায়ই রাখিয়া গোড়া জেতবনের দরজার নিকট পৌছুক বলিয়া অধিষ্ঠান করিলেন। সিঁড়ি সেইরূপ হইল। এইরূপে স্থবীর শ্রেষ্ঠী ও তাঁহার স্ত্রীকে উপরের তলা হইতে নিচের তলায় নামিতে যে সময় লাগে তাহা হইতেও শীঘ্রতর জেতবনে পৌছাইলেন।

তাঁহারা দুইজন গিয়া আহার প্রস্তুত বলিয়া বুদ্ধকে নিবেদন করিলেম। বুদ্ধ ভোজনশালায় প্রবেশ করিয়া ভিক্ষুগণ সহ প্রজ্ঞাপ্ত বরবুদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন। মহাশ্রেষ্ঠী বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দক্ষিণোদক দিলেন; তাঁহার স্ত্রী তথাগতের পাত্রে পিঠা দিলেন। বুদ্ধ নিজের আবশ্যক মত গ্রহণ করিলেন; পাঁচশত ভিক্ষুও আবশ্যকমত গ্রহণ করিলেন।

শ্রেষ্ঠী ক্ষীর সর মধু চিনি ইত্যাদি দিয়া ফুরাইতে পারিলেন না। বুদ্ধ ৫০০ ভিক্ষুর সহিত আহারকৃত্য সমাপন করিলেন। মহাশ্রেষ্ঠীও সস্ত্রীক পেট ভরিয়া খাইলেন। বিহারের চাকরগণ এবং আর যাহারা তথায় উপস্থিত ছিল সকলে খাইয়াও পিঠা শেষ করিতে পারিল না।

পিঠা শেষ হইতেছে না বলিয়া ভগবানকে জানান হইলে তিনি বিহারের দ্বারে গর্ত্তে ফেলিয়া দিতে বলিলেন। তাহার নাম কপল্লক-পুব প্রাগ্‌ভার। মহাশ্রেষ্ঠী সস্ত্রীক ভগবানের কাছে গিয়া একান্তে বসিলেন। ভগবান তাহাদের দান অনুমোদন করিয়া ধর্ম্মোপদেশ করিলেন। অনুমোদন শেষ হইলে উভয়েই স্রোতাপত্তিফল লাভ করিলেন।

সেই হইতে শ্রেষ্ঠী ৮০ কোটী ধন বুদ্ধশাসনের জন্য ব্যয় করিলেন।

—•—

সংবাদ।

সেবা ও শিক্ষা—আমাদের অমরাগড়ীর স্বর্গীয় ভাই ফকিরদাস রায়ের স্থাপিত জয়পুর মধ্য ইংরাজী স্কুলটীকে তাঁর দেহ ত্যাগের পর তথাকার বন্ধুগণ, স্থানীয় ও বিদেশীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণের সহায়তা ও সাহায্যে স্কুলটীকে "ফকিরদাস ইন্‌ষ্টিটিউসন" নামে অভিহিত করিয়া হাইস্কুলে পরিণত এবং একতলা ৩ তিন কুটারী পাকা গৃহকে দ্বিতল ১০ কুটারীতে উন্নত করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সুদীর্ঘ ৪৬ বৎসরের স্কুলটী বর্ত্তমান সময়ে অর্থ ও সহযোগীতার অভাবে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই কারণে ঐ স্কুলের বোর্ড অফ ট্রাষ্টীর সম্পাদক ভ্রাতা অখিলচন্দ্র রায় অমরাগড়ীর উৎসাহী ব্রাহ্ম রায় সাহেব ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র রায় ও স্কুলের পুরাতন ছাত্র জয়পুর নিবাসী বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ সাত্রা এবং বাবু হরিবংশ রায় বি, এল শীতল চন্দ্র মণ্ডল প্রভৃতি প্রায় ২০ জনা যুবককে লইয়া একটী কমিটী গঠন পূর্ব্বক ঐ স্কুলগৃহ মেরামত জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। স্কুলঘরটী আগাগোড়া মেরামতে অন্যূন ২০০০৲ দুই হাজার টাকা ব্যয় হইবে। একটী স্থায়ী ফণ্ডে ও অধিক টাকা আবশ্যক। আমরা আশা করি সহৃদয় দাতাগণ ও ভাই ভগ্নিগণ, ঐ শুভানুষ্ঠানে সাহায্য ও সহায়তা করবেন।—সম্পাদক (ধর্ম্মতত্ত্ব)।

সেবা—ভাই প্রিয়নাথ গত ৩১শে আগষ্ট কোচবিহারে গিয়া তত্রস্থ প্রচারাশ্রমে ও ২রা কেশবাশ্রমে স্থানীয় বন্ধুদিগকে লইয়া উপাসনা করেন, পুনরায় ১৬ই কোচবিহারে পৌঁছিয়া বিধান পল্লীস্থ চারিটী পরিবারস্থ নরনারী শিশু সকলকে লইয়া কয়দিন সমবেত উপাসনা করেন। এই উপাসনায় যোগ দিতে, দৈনিক কার্য্যে কাহারও ব্যাঘাত না হয় এই ভাবে উপাসনা সম্পাদিত হইয়াছিল।

জন্মগ্রহণ—পাটনা হইতে শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা গৌরীপ্রসাদ মজুমদার লিখিয়াছেন—বিগত ১১ই সেপ্টেম্বর শনিবার রাত্রি ১টার সময় ইংলণ্ডস্থ ম্যান্‌চেষ্টার নগরে এলম্ ফিল্ড নামক স্থানে ৪২নং ভিক্টোরিয়া রোড ভবনে আমার দ্বিতীয় পুত্র ডাঃ বিধানপ্রসাদ মজুমদারের এক শিশু কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বিধান এক বৎসর তিনমাস ইয়ুরোপে বাস করিয়া ইংলণ্ড স্কটলণ্ড, ফ্রান্স, সুইজারলণ্ড এবং ইটালির অনেকস্থানে ভ্রমন করিয়াছেন। ইটালিতে ভিসুভিয়াসের উপরও উঠিয়া ছিলেন এবং ইংলণ্ডে ব্রিষ্টল নগরে রাজা রামমোহন রায়ের সমাধি গাত্রে আমাদিগের আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, প্রচারক প্রসন্নকুমার সেন এবং অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের নাম খোদিত দেখিয়া আসিয়াছেন। লিভারপুলে অবস্থান কালে তিনি তত্রত্য School of Tropical Medicine হইতে D. T. M. পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আগামী ১২ই নভেম্বর ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ৩রা ডিসেম্বর ভারতে পৌছিবেন।

জন্মদিন—১২ই ভাদ্র রবিবার, হাজারিবাগস্থ শ্রীযুক্ত খড়্গসিংহ ঘোষ মহাশয়ের কন্যার জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহার বাড়ীতে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত ব্রজকুমার নিয়োগী মহাশয় উপাসনা করেন। স্থানীয় সকল ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা ভাই ভগ্নীদিগকে ভোজন করান হয়, সকলেই ভোজন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

গত ২রা সেপ্টেম্বর, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের পৌত্রী কুমারী রমার জন্মদিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। দান প্রচার ভাণ্ডারে ১৲ টাকা।

জাতকর্ম্ম—গত ২৯শে আগষ্ট চুঁচুঁড়াতে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দাসের নবজাত পুত্রের জাতকর্ম্ম উপলক্ষে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। গত ২৯শে জুলাই এই শিশু জন্মগ্রহণ করে। ভগবান শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুণ।

নামকরণ—বিগত ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯শে ভাদ্র, বিলাত প্রত্যাগত অমরাগড়ীর ডাক্তার পূর্ণানন্দ রায়ের দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণ তাঁর ২৮নং ডিকসনস্ লেন আবাস ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই প্রমথলাল সেন আচার্য্যের কার্য্য ও ভাই অক্ষয়কুমার লধ সঙ্গীত করেন। শিশু প্রেমানন্দ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। মা বিধান জননী শিশুকে ও তাঁর জনক জননীকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই উপলক্ষে নববিধান প্রচার ফণ্ডে দান ১০৲ দশটাকা।

উৎসব—আগামী ১৭ই অক্টোবর হইতে ২০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত গিরিডি নববিধান সমাজের দ্বাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে। ১৯শে অক্টোবর মঙ্গলবার সমস্ত দিন ব্যাপী উৎসব। উৎসব সম্পাদনের জন্য কলিকাতা হইতে ভাই অক্ষয়কুমার লধ প্রভৃতি তথায় গমন করিবার কথা আছে।

শ্রীকৃষ্ণোৎসব—গত ৩০শে আগষ্ট নবদেবালয়ে ও প্রচার আশ্রম শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রাতে উপাসনা হয় এবং সন্ধ্যায় সংক্ষিপ্ত উপাসনান্তে আলোচনাদি হয়।

হাজারিবাগ নববিধান মন্দির—৫ই ভাদ্র রবিবার ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে দুই বেলাই মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়। প্রাতে শ্রীযুক্ত ব্রজকুমার নিয়োগী মহাশয় এবং সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত খড়্গসিংহ ঘোষ মহাশয় উপাসনা করেন।

এই উপলক্ষে শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী ২৲ টাকা স্থানীয় মন্দিরে দান করিয়াছেন।

শোক-সংবাদ—আমরা শোক সন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে আমাদের বালেশ্বর সিন্ধিয়া যোগাশ্রমের অতিবৃদ্ধ নববিধানের যোগ ভক্তির সাধক, শ্রীমৎ পদ্মলোচণ দাস মহাশয় বিগত ২৭শে ভাদ্র সোমবার নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অমর ধামে যাত্রা করিয়াছেন। যোগাশ্রম প্রাঙ্গনেই তাঁর একমাত্র জামতা শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অন্তেষ্টিক্রিয়া নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা আগামী বারে স্বর্গীয় ভক্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

বিগত ৭ই সেপ্টেম্বর আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু রায় সাহেব বিপিনমোহন সেহানবিস পরলোক গমন করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর নববিধান ক্ষেত্রে গৃহস্থ সাধক ও কর্ম্মীদলের মধ্যে স্বর্গগত উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ, গিরিশচন্দ্র ও কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি প্রেরিত প্রচারক মণ্ডলীর সহিত মিলিয়া মিশিয়া যাঁহারা কার্য্য করিয়াছেন বিপিনমোহন সেহানবিস তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ ব্যক্তি। ৩নং প্রচারাশ্রম, বর্ত্তমান ভিক্টোরিয়া স্কুল, ও সেবক সমিতির সঙ্গে ইনি বিশেষ ভাবে যোগযুক্ত ছিলেন। এক সময় দল বাঁধিয়া তিনি উপাসনা কীর্ত্তনাদি যোগে বিধান প্রচারে বিশেষ অনুরাগ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। স্বর্গারোহণের কিছুদিন পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠ পুত্রের ও জামাতার বিয়োগজনিত শোকের আঘাত তিনি পাইয়াছিলেন। পরম জননী যেন তাঁহার সন্তানকে এই শোকের আঘাতে সর্ব্বপ্রকার সংসারের অসারতা, অনিত্যতা বিষয়ে সচেতন করিয়া তাঁহার মনকে পরলোকের জন্য প্রস্তুত করিতেছিলেন। তিনি এক পুত্র, বিধবা পুত্রবধু, পৌত্র, পৌত্রী, কন্যা ও দৌহিত্র প্রভৃতি পরিবারের প্রিয়জনদিগকে রাখিয়া মায়ের কোলে স্থান লাভ করিয়াছেন।

পরলোক গমন—বাগনান ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম সম্পাদক প্রাচীন ব্রাহ্ম শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রায় আশী বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি কাঁথিতে শিক্ষকতা করিতে করিতে স্বর্গীয় সাধু অঘোরনাথ ও প্রেরিত অমৃতলালের ভ্রাতা ডাঃ গোপালচন্দ্র বসুর প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বাসী হইয়া বহুদিন কাঁথিতে ছাত্রবৃন্দের মধ্যে এই ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে বাগনান স্কুলের শিক্ষকতা করেন। ১৯শে আগষ্ট তাঁহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ভ্রাতা অখিলচন্দ্রের সহকারীতায় ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক নবসংহিতা অনুসারে সম্পন্ন করেন। কন্যা শ্রীমতী ননীবালা পিতার জীবনী লিখিয়া শ্রাদ্ধ বাসরে পাঠ করেন।

পারলৌকিক—বিগত ১৮ই ভাদ্র প্রাতে ২২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসুর ভবনে তাঁর শ্বশুর স্বর্গীয় কুঞ্জবিহারী দেবের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ডাক্তার কামাখ্যানাথ বন্দোপাধ্যায় উপাসনা ও সেবক অখিলচন্দ্র রায়, স্বর্গীয় ভক্তের রচিত কীর্ত্তন করেন। ভক্ত কুঞ্জবিহারী দেব নববিধানের কীর্ত্তনীয়া ছিলেন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ৮ই আগষ্ট স্বর্গীয় প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা তারকচন্দ্র চৌধুরী তাঁহার কর্ম্মস্থান আসাম ধান শ্রীমুখে দেহত্যাগ করেন। ২০শে আগষ্ট কলিকাতা ২২নং হ্যারিসন রোডস্থ ডাক্তার জগন্মোহন দাসের গৃহে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ আচার্য্যের ও ভাই অক্ষয়কুমার লধ পৌরহিত্যের কার্য্য করেন। স্বর্গীয় প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরীর কন্যা শ্রীমতী অমিয়া চৌধুরী প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন এবং ডাক্তার জগন্মোহন দাস স্বর্গীয় তারকচন্দ্র চৌধুরীর জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিয়া প্রার্থনা করেন।

স্বর্গগত তারকচন্দ্র চৌধুরী তাঁহার উইল দ্বারা ব্রাহ্মসমাজে ৩০০৲ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

সাম্বৎসরিক—গত ১লা সেপ্টেম্বর কোচবিহার কেশব আশ্রম সমাধিমণ্ডপে স্বর্গীয় মহারাজা শ্রীরাজরাজেন্দ্র নারায়ণের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। রাজষ্টেট হইতে এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সমুদয় ব্যবস্থা হয়। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক আহুত হইয়া উপাচার্য্যের কার্য্য করেন এবং মহারাজকুমার ভিক্টার নিত্যেন্দ্রনারায়ণ প্রায় সমুদয় কর্ম্মচারী ও প্রজাবর্গের প্রতিনিধিগণ সহ সুগম্ভীরভাবে যোগ দান করেন। পুলিশ কর্ম্মচারীগণ সৈনিক সম্মান প্রদর্শন করেন, উপাসনার প্রারম্ভে তোপধ্বনি হয়, উপাসনান্তে উপস্থিত উপাসকমণ্ডলীর অনেকেই রাজ সমাধিতে পুষ্পোপহার অর্পণ করেন। অপরাহ্ণে বহুসংখ্যক দরিদ্রকে ভোজন করান হয় এবং সন্ধ্যায় সংকীর্ত্তনকারী অনেকদল সমাধি ঘিরিয়া উন্মত্তভাবে কীর্ত্তন করেন।

গত ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০শে ভাদ্র, ভাই প্রিয়নাথের পিতৃদেবের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয়। সন্ধ্যায় পল্লীস্থ দরিদ্রদিগকে প্রার্থনান্তে ভোজন করান হয়।

কোচবিহার সংবাদ—গত ১৮ই জুন, স্বর্গীয় মনোমতধন দের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তদীয় সহোদর ভ্রাতা প্রিন্সপাল শ্রীযুক্ত মনোরথধন দে মহাশয়ের বাসভবনে বিশেষ উপাসনা হয়। মনোরথ বাবু সঙ্গীত ও বিশেষ প্রার্থনা করেন।

ঐদিন করুণাকুটীরে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের যমজ দুই পুত্রের ষষ্ঠ বর্ষের শুভ জন্মদিন উপলক্ষে কেদার বাবু নিজেই সস্ত্রীক উপাসনা করেন।

২৯শে জুন, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান অরুণকুমারের নবম বর্ষীয় শুভ জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহার করুণা কুটীরে বিশেষ উপাসনা হয়। কেদারবাবু বিশেষ প্রার্থনা করেন। দুইদিনই বৈকালে ব্রাহ্মপল্লির ছেলে-মেয়ে দিগকে জল যোগ করান হয়।

কেশবাশ্রমে "ব্রহ্মবিদ্যা" ও প্রচারাশ্রমে সঙ্গত সভা ও নীতি বিদ্যালয়ের কার্য্য রীতিমত চলিতেছে।

নূতন পুস্তক—"Keshubchandra sen and the shools of Protests and Non Protests" মূল্য ১৲। কলিকাতায় ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে নববিধান প্রচারাশ্রমে ম্যানেজার মহাশয়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

দানপ্রাপ্তি—১৯২৬, মে মাসে প্রচার ভাণ্ডারে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে।

মাসিক দান।—মে, ১৯২৬।

শ্রীমতী মনোরমা দেবী ২৲, রায়বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ৪৲, মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতিদেবী ১৫৲, শ্রীযুক্ত ক্ষিতেন্দ্রমোহন সেন ২৲, শ্রীমতী ভাক্তমতী মিত্র ২৲, শ্রীমতী সরলা দাস ১৲, শ্রীযুক্ত মেজর জ্যোতিলাল সেন ২৲, শ্রীমতী সুমতি মজুমদার ১৲, ব্রহ্মমন্দির ২০৲, বসন্তকুমার হালদার ৪৲, কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ১০৲, মাসিক দান হেমন্তবালা চট্টোপাধ্যায় ১৲, শ্রীমতী মাধবীলতা চট্টোপাধ্যায় ১৲, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ ২৲, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মজুমদার ৫৲, শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেনের পুত্রগণ ২৲, কোন মাননীয়া মহিলা ১০৲, শ্রীযুক্ত কৃপাসিন্ধু বসু গত জানুয়ারী হইতে জুন পর্য্যন্ত ৬ মাসের জন্য ১২৲, কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ১০০৲।

এককালীন দান।—মে, ১৯২৬।

মাতৃ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গুপ্ত ৩৲, মাতৃ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীমতী সুনীতিবালা মিত্র ২৲, পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার ১৲, মধ্যমা ভগ্নির আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীমতী দীপ্তিময়ী নন্দন ৫৲, পিতৃ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে Whyeman Tageda ৩৲, স্বর্গগত ভাই ঈশানচন্দ্র সেনের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে Mrs. K. W. Banarji ২৲, স্বর্গগত প্রশান্ত কুমার খাস্তগির স্বর্গারোহণ উপলক্ষে তাঁহার মেমোরিয়াল ফণ্ড বিধান ট্রাষ্ট সম্পাদক হইতে প্রাপ্ত ৭৲, আনুষ্ঠানিক দান Mrs. G. C. Gupta ২৲, স্ত্রীর পরলোক গমন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত হিরালাল মণ্ডল ১৲, স্বর্গগত P. C. সেনের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ৫০৲ এবং স্ত্রীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর বিশাল ১৲, শ্রদ্ধেয় ভাই বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষের ফলাদি খাওয়ার জন্য শ্রীমতী সাবিত্রীদেবী ২৲, স্বর্গগত কালীকুমার বসুর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতীদনমণি বসু কর্ত্তৃক দান ৪৲, স্বর্গীয় সাধক গিরিন্দ্রনাথ বসুর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে দান শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত ১৲, স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র গুহের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁহার সহধর্ম্মিণী কর্ত্তৃক দান ৫৲, কন্যার আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ডাক্তার সুরেশচন্দ্র মজুমদার ৩০৲, ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোপীমোহন দাস ২৲, পুত্রবধূর জন্মদিন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত ১৲ স্বর্গীয় রামলাল ভড়ের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহার পুত্রগণ ২৲।

আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে দাতাদিগকে প্রণাম করি। ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ তাঁহাদের মস্তকেবর্ষিত হউক।

কাতর নিবেদন।

অর্থাভাব বশতঃ প্রেসের ঋণ যথাসময়ে পরিশোধ হয় নাই, এই জন্য প্রেসের কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয় সময়ে ধর্ম্মতত্ত্ব মুদ্রণের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। তাই এবারও দুই সংখ্যা একত্রে এতঃবিলম্ব করিয়া বাহির করিতে হইল। যাহাতে শারদীয় ছুটীরপর ধর্ম্মতত্ত্ব নিয়মিত প্রকাশিত হয় তাহারচেষ্টা করা হইবে। এ সম্বন্ধে সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ, অনুগ্রহ করিয়া আমাদের অপরাধ ক্ষমা করেন এই প্রার্থনা গ্রাহক মহাশয়গণ নিজ নিজ দেয় যথাসময়ে প্রদান করিলে ভবিষ্যতে আর বিশৃঙ্খলা হইবে না।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র বলেন:—"বিল পাঠাইয়া কোন ধর্ম্মসমাজের চাঁদা সংগ্রহ করা বড়ই অসাত্ত্বিক, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অযাচিত ভাবে যাঁহারা দান করেন, তাঁহারাই ধন্য।" "শ্রীব্রহ্মানন্দধাম" তীর্থ রক্ষার জন্য যাঁহারা অর্থ দান করিবেন তাঁহারা অযাচিত ভাবে নিজ নিজ অর্থ সাহায্য "ধর্ম্মতত্ত্ব" সম্পাদকের নিকট কলিকাতা ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে আপাততঃ পাঠাইলেই অর্থ যথা স্থানে পৌছিবে।

"ধর্ম্মতত্ত্ব" নববিধান শ্রীদরবার ও এই বিধান পরিবারস্থ সকলেরই মুখপত্র। শ্রীদরবারই ইহার পরিচালক বা সম্পাদক। যাঁহার হাতে পরিচালন বা সম্পাদনের ভার তিনি সেবক মাত্র। তাই "ধর্ম্মতত্ত্ব" যাহাতে সুপরিচালিত হয় তাহা কেবল সেবকের ভার নহে, শ্রীদরবারের ও বিধান পরিবারের সকলেরই দায়ীত্ব মনে করা উচিত। প্রেরিত প্রচারক, সাধক সাধিকা ও বিশ্বাসী বিশ্বাসিনীগণ, আপনাপন সাধনলব্ধ ধর্ম্মতত্ত্ব কথা নিয়মিতরূপে লিখিয়া পাঠাইলে বড়ই ভাল হয়। সুলেখার অভাবে, আমাদের অভিযোগ শুনিতে হইতেছে। ধর্ম্মতত্ত্বের অর্থাভাবের কথাও কাহারও অবিদিত নাই। শিশু যেমন অন্ন পান বিনা বাঁচে না, তেমনি পৃষ্ঠপোষক বন্ধুগণ, আপনাপন সন্তানপোষণের ন্যায় মাসিক কিছু কিছু করিয়া ভিক্ষা দান করিলেই ইহার অর্থাভাব মোচন হয়।

Edited. on behalf of the Apostolic Durbar, New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ২৫শে আশ্বিন, ১২ই অক্টোবর মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬১ ভাগ। ১৭।১৮ সংখ্যা। ১লা কার্ত্তিক, ১৩৩৩ সাল, ১৮৪৮ শক, ব্রাহ্মাব্দ। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।
3rd & 18th October, 1926.

প্রার্থনা।

মা, তুমিই সত্যস্বরূপিণী আদ্যাশক্তি ভগবতী, জ্ঞানময়ী বাগ্বাদিনী সরস্বতী, অনন্তরূপিণী জগদ্ধাত্রী, স্নেহময়ী গৃহলক্ষ্মী, অদ্বিতীয়া মহাদেবী, পাপাসুরনাশিনী পুণ্য কার্ত্তিক ও সিদ্ধি গণেশজননী, আনন্দময়ী মা, তোমার রূপ অপরূপ অরূপ চিন্ময়, কল্পনায় কি তাহা গড়া যায়? কল্পনার মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করিলে তিন দিনেই ত তাহার আড়ম্বর ফুরাইয়া যায়, মনের কল্পিত দেবতা কি মানুষকে অধিক দিন ভুলাইয়া রাখিতে পারে? তুমি যে জীবন্ত মা, নববিধানে তুমি জীবন্ত চিন্ময়ী মা দুর্গা হইয়া বিরাজিত। তুমি তোমার জীবন্ত প্রভাবে আমাদের জাতির ও সমগ্র মানব মণ্ডলীর সকল প্রকার পাপ দুর্গতি দূর কর। তুমি যথার্থ আদ্যাশক্তিরূপে জীবনে বিরাজিত হইয়া হৃদয়কে তোমার ভক্ত-সিংহরূপে পরিণত কর এবং তাহারই উপর অধিষ্ঠিত হইয়া আমাদের আমিত্ব অসুর, পাপ অসুর নিধন কর। মনে তোমার জ্ঞান চৈতন্যস্বরূপিণী বিবেক বীণাবাদিনী সরস্বতী-রূপে প্রতিভাত হউক, জীবনে ও পরিবারে সৌভাগ্য লক্ষ্মীর উদয় হউক, চরিত্রে পবিত্রতার বীরত্ব নব-কার্ত্তিকরূপে পরিণত হউক এবং নিত্য সিদ্ধি ও শান্তিলাভে গনেশ বা নরশ্রেষ্ঠ নবশিশুত্ব জীবনে প্রতিফলিত হউক। প্রাচীন শাস্ত্রে আছে, মানুষকে তোমার প্রতিমা করিয়া তুমি গঠন করিয়াছ, আমরা কেন আর অন্য প্রতিমা গঠন করিয়া তোমার অবমাননা করিব? আমাদিগকে তোমারই প্রতিমা হইতে দাও, যে আমাদিগকে দেখিবে, যেন তোমারই সত্য প্রতিমা আমাদিগের জীবনে প্রতিফলিত দেখিতে পায়। আমরা কল্পনার পূজা বিসর্জ্জন দিয়া নববিধানের মা নবদুর্গা, তোমারই পূজা করিয়া যেন তোমার সত্য প্রতিমা হইতে পারি, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সত্য দুর্গোৎসব।

আচার্য্য বলিলেন "হিন্দুদের আরাধিত পূজিত প্রতিমার দিকে তাকাইয়া বিশ্বাস নয়নে দেখিলাম, যদি পূজা করিতে হয়, ওর চেয়ে পূজা নাই। যার ভিতর অন্নপূর্ণা লক্ষ্মী, জ্ঞানদায়িনী সরস্বতীরূপ, বীরত্বের প্রতিরূপ সর্ব্বসিদ্ধিদাতা কল্যাণময় দুটি সন্তান। দুই সখী দুই সন্তান লইয়া ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী এলেন, এসে দেখিলেন অসুর বিনাশ না করিলে নিজের মহিমা রক্ষা হয় না। পাপ অত্যাচার দূর হয় না। ইহা দেখিয়া তুমি শক্তি পূর্ণ কোটী হস্ত বাহির করিলে, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ পরাক্রমে আকাশ পূর্ণ করিলে। অসুরের উপর আঘাত পড়িল।

বিশ্বেশ্বরি, তোমার পদতলে কেশরী, নিজে কি তুমি মারিবে? এই সকল জীবশক্তি দ্বারা মারিবে। কোথায়

সিংহ, কোথায় সর্প, সব এলো অসুর নাশ করিতে। প্রকৃতির ভিতর দিয়া পশুভাবপূর্ণ অসুর নাশ করিবে। মানুষ দ্বারা মানুষ দমন হইল। পৃথিবীর দ্বারা পৃথিবীর যা কিছু অমঙ্গল নাশ করিলে। তুমি কেবল উত্তেজনা করিলে।

"হে করুণাময়ী, এ মূর্ত্তি দেখে আমার চিত্ত আর্দ্র হল, মাটীর মূর্ত্তি কোথায় গেল। ছিল কর্পূরের ভিতর হীরক। কর্পূর উড়ে গেল, হীরক রহিল; মৃণ্ময়ী হইতে চিন্ময়ী দুর্গা পাইলাম।"

এই ত দুর্গোৎসবের আধ্যাত্মিক সারতত্ত্ব। অল্প কথায় ইহা অপেক্ষা বিশদ্‌রূপে এ তত্ত্ব আর কে ব্যাখ্যা করিতে পারে?

নববিধান সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় বিধান, এই বিধান সর্ব্বধর্ম্মের সার তত্ত্ব ব্যাখ্যান করিতে আগমন করিয়াছেন, কেন না সকল ধর্ম্মই এক অনন্ত বিধানের অঙ্গীভূত। তাই হিন্দুর দুর্গোৎসবের ভিতর যে গভীর আধ্যাত্মিক ভাব নিহিত রহিয়াছে তাহা আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি না। কর্পূরের ভিতর হীরকখণ্ড যাহা আছে, তাহা গ্রহণ করিতেই হইবে। কর্পূর উড়িয়া যাইবে, কিন্তু হীরক চিরদিন অমূল্য ধন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

ভাবুক ভক্তপ্রাণ চিন্ময়কে ব্যক্তিরূপে উপলব্ধি করিতে গিয়া কল্পনার তুলীতে মানস পটে তাঁহাকে অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা আবার কুম্ভকার মৃণ্ময় আধারে আরোপ করিতে গিয়া প্রতিমা গড়িয়া বসিল, ভ্রান্ত সাধক তাহাই ভক্তির আতিশয্যে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইল, ক্রমে তাহা হইতেই এই মূর্ত্তি পূজা বা পৌত্তলিকতার সৃষ্টি হইল।

আসল মাকে কল্পনা করিতে গিয়া উপমার উৎপত্তি এবং এই উপমা হইতেই প্রতিমার সৃষ্টি।

বৈজ্ঞানিক কোন কোন প্রক্রীয়ায় যেমন বাহিরের জড় দেহ দেখা যায় না, কিন্তু তাহার অভ্যন্তরস্থ যাহা কিছু বস্তু তাহাই প্রত্যক্ষীভূত হয়, তেমনি নববিধানা লোকে, জীবন্ত মা এক্ষণে স্বয়ং আমাদিগের নিকট তাঁহার পবিত্রাত্মার প্রভাবে সকল ধর্ম্মের অন্তরস্থ ভাব প্রকাশ করিতেছেন। আমাদিগকে মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির ভিতর হইতে চিন্ময়ী দুর্গাকে দেখিতে দিতেছেন।

তাই আমরা দুর্গোৎসবের যথার্থ মর্ম্ম যে কেবল এখন উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইতেছি তাহা নয়, আমাদিগের নিকট স্বয়ং মা চিন্ময়ী আদ্যাশক্তিরূপে প্রতিভাত হইয়া তাঁহার যথার্থ দুর্গোৎসব সম্ভোগ করিতে দিতেছেন।

সত্যই তিনি জীবন্ত আদ্যাশক্তি মহাদেবী হইয়া সদাই ভক্ত সিংহকে স্বীয় ধর্ম্মবাহকরূপে নিয়োজিত করিয়া তাহাতে বিরাজিত রহিয়াছেন, এই বিশ্বমন্দিরে প্রতি মানবহৃদয়েও তেমনি তিনি বিরাজিত থাকিয়া আমাদের পাপ আমিত্ব বা প্রবৃত্তিরূপ অসুরকে নিধন করিতে ব্যস্ত। তিনি তাঁহার প্রকৃতির দ্বারাই আমাদের বিকৃতি অসুর বিনাশ করেন। এক দিকে ভক্ত সিংহের প্রভাব আর এক দিকে সংসারের পরীক্ষাদিরূপ সর্পের দংশন, তাহার উপর তাঁহার নিজ চরণ স্পর্শদানে পাপ প্রবৃত্তিকে তিনি বিনাশ করেন।

এই প্রবৃত্তি বিনাশ করিয়াই তিনি তাঁহার চৈতন্য দিব্যজ্ঞানরূপ সহচরী সরস্বতী ও সৌভাগ্যরূপ লক্ষ্মীকে আমাদের জীবনে প্রতিভাত করেন। আমাদিগকে পুণ্যরূপ বীরত্ব দানে তাঁহার বীর সন্তান কার্ত্তিকের ন্যায় সুন্দর করেন এবং সিদ্ধি বা শান্তি দানে গণেশ বা নরশ্রেষ্ঠ করেন। কার্ত্তিক যিনি তিনি সর্ব্বদাই তীর ধনু লইয়া পৃথিবীর সংগ্রামে পুণ্যবলে জয়লাভ করেন। গণেশ যিনি তিনি সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইলেও হস্তিমূর্খের মস্তক ধারণ করিয়া আছেন, অর্থাৎ তাঁহার মস্তিষ্ক অহঙ্কারশূন্য, আমি অজ্ঞান, আমি মূর্খ, আমি কিছুই নই, ইহাই তাঁহার আত্মজ্ঞান। এই উপমা ও প্রতিমার ভিতরও কি সুন্দর শিক্ষা লাভ হয়।

মৃণ্ময়ী দেবীর পূজা তিন দিনের পূজা অর্থাৎ কল্পনার পূজা চিরদিনের জন্য নহে, তিন দিন পরে ইহাকে বিসর্জ্জন দিয়া নিত্য মার পূজা করিতে হইবে ইহাও শিক্ষা দিবার জন্য মৃণ্ময়ী দুর্গার বিসর্জ্জনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এখন নববিধান আসিয়া মৃণ্ময়ী দুর্গার স্থানে চিন্ময়ী দুর্গাকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, হৃদয়ে হৃদয়ে, গৃহে গৃহে, গ্রামে গ্রামে স্বদেশে বিদেশে, সমগ্র মানব সমাজে তবে তাঁহারই পূজা প্রবর্ত্তিত হউক।

কল্পনার পূজা, মনের চিন্তার পূজা, জড়ের পূজা, অর্থ বিত্তাদির পূজারূপ পৌত্তলিকতা পরিহার করিয়া আমরা যাহাতে সেই নিত্য বিদ্যমানা আদ্যাশক্তি সত্য স্বরূপিনী চিন্ময়ী মা দুর্গার, পূজা করিয়া সর্ব্বদুঃখ দুর্গতি হইতে

উদ্ধারলাভ করিতে পারি এবং জ্ঞান, সৌভাগ্য, পুণ্য, শান্তি ও সিদ্ধিলাভ করিতে পারি, মা বিধানজননী সমগ্র দেশবাসীদিগকে ও আমাদিগকে ইহাই আশীর্ব্বাদ করুন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

"ধর্ম্মতত্ত্বের" জন্মদিনে।

২রা অক্টোবর "ধর্ম্মতত্ত্বের" জন্মদিন। "ধর্ম্মতত্ত্ব" ৬১ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৬২ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। এই শুভদিনে ধর্ম্মতত্ত্বের প্রবর্ত্তনকারিনী জননীর চরণ বন্দনা করিয়া ইহার প্রতিষ্ঠাতা ও পূর্ব্ববর্ত্তী সম্পাদক ও পরিচালক দেবগণকে স্মরণ ও প্রণাম করি। ইহার গ্রাহক অনুগ্রাহক লেখক পৃষ্ঠ-পোষক সকলকে অভিবাদন করি। জননীর কৃপায় "ধর্ম্মতত্ত্ব" আরো দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া কেবল ধর্ম্মের তত্ত্ব প্রচারে নয়, কিন্তু নববিধানের নবজীবন সঞ্চারে ধন্য হউন।

ব্রহ্মদর্শন কৃপাসাধ্য।

আকাশের বৃষ্টি যখন পতিত হয় তখন আপনিই পতিত হয়, কাহারও কোন চেষ্টায় বা সাধ্য সাধনায় হয় না। ব্রহ্মদর্শনও তেমনি ব্রহ্মকৃপায় হয়, মানবের সাধ্য সাধনায় হয় না।

অকুল সাগরে।

অকুল সাগরে ভাসিলে উর্দ্ধেতে যেমন, চারিদিকে তেমন আকাশই বেষ্টিত, ইহাই দেখা যায়, আর কিছু দেখা যায় না। সংসারের বিপদ পরীক্ষা-সাগরেও পড়িলে কূল কিনারা দেখিতে পাওয়া যায় না। উর্দ্ধে ও চারিদিকে এক ব্রহ্মসত্তা-রূপ চিদাকাশেই পরিবেষ্টিত, ইহাই উপলব্ধ হয়।

অনন্তের পথে।

পর্ব্বতের উপর উঠিলে সংসারের নিম্নভূমিকে অতি ক্ষুদ্র দেখায়। অদূরে অশ্বশকটারূঢ় রাজারও শোভাযান, যেন ক্ষুদ্র পিপীলিকার শোভাযান বলিয়া মনে হয়। অথচ পর্ব্বতের উর্দ্ধভাগও যে কত উচ্চ, তাহাও ধারণা করা যায় না। অনন্তের পথের যাত্রী হইয়া যখন মন বিশ্বাসের পর্ব্বতের উপর আরোহণ করে তখন সে যত উর্দ্ধে উঠে, তত তাহার নিকট সংসারও অতি তুচ্ছ মনে হয়, অথচ গমাস্থানও যে কত উচ্চ তাহারও নিরূপণ হয় না। অনন্ত ধর্ম্মের পথে অহং কোথাও থাকে না।

শিব ও নারায়ণ একাকারে।

ৰিজিনিয়া গ্রাম রাজ্যে সিম্হাচল নামে একটী প্রকৃতির শোভাপূর্ণ পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বত হইতে ঝরণার জল পড়িতেছে কিন্তু নিম্নভূমিতে পড়িয়া কোথায় যাইতেছে তাহা কেহ দেখিতে পায় না। পর্ব্বতোপরি এক প্রাচীন মন্দির আছে। প্রস্তরের পর প্রস্তর গাঁথিয়া শীর্ষদেশে একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তরের ভারে মন্দিরটী রক্ষিত। কোন প্রকার মসলা দিয়া প্রস্তরখণ্ডগুলি গাঁথা হয় নাই। কোন্ প্রাচীনকালে এ মন্দির নির্ম্মিত কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কখনও ইহার কোন প্রকার সংস্কার করিতে হয় নাই। মন্দিরের মধ্যে এক অদ্ভুত দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। দেখিতে ইহা প্রস্তরের শিবলিঙ্গ, কিন্তু লক্ষ্মী ও নরসিংহ নারায়ণ বলিয়া ইহা পূজিত। জনপ্রবাদ কৃষ্ণভক্ত প্রহ্লাদ এখানে আগমন করিলে শিবমূর্ত্তি স্বয়ং আত্ম প্রত্যাহার করিয়া লক্ষ্মী নরসিংহ নারায়ণরূপে তাঁহাকে দেখা দেন। ভক্তের নিকট যিনি শিব তিনিই নারায়ণরূপ ধারণ করেন ইহাই এই জনপ্রবাদের মর্ম্ম। যাহাহউক ইহারও ভিতর সমন্বয় ধর্ম্মের পত্তন ভূম রহিয়াছে। নববিধান বলেন যিনি শিব তিনিই হরি, ধর্ম্মে ধর্ম্মে ভেদাভেদ নাই।

আধ্যাত্মিক দুর্গোৎসব।

প্রার্থনাসার।

সপ্তমী।

হে পরম পিতা, হে আশ্চর্য্য প্রেমের আকর, তোমাকে পিতা বলে ভালবাসিলে যেমন খুব তোমার নিকটস্থ ভক্ত হওয়া যায়, তেমনি তোমার শত্রু যারা তাদের যদি আমাদের শত্রু মনে করিতে পারি, তাহলেও খুব নিকটস্থ ভক্ত হওয়া যায়। ভালবাসিতে গেলে এই দুই উপায়ই চাই।

হরির দুষমন যারা তাদের যদি প্রশ্রয় দিই, হরিকে আর পাওয়া যায় না। কি অভিমান! স্বর্গের অভিমান বড় ভয়ানক।

শত্রুকে প্রশ্রয় দিলে ভক্তি শুকায়, চরিত্র খারাপ হয়। এক বাটি ঘন দুগ্ধে যেমন একটু টক্ পড়িলে ছিঁড়ে যায় তেমনি ভক্তি ছিঁড়ে যায়।

পিতা তুমি আপনার বেলা সকলকে ক্ষমা কর, কিন্তু আমাদের বেলা এই চাও যে, তোমার শত্রু যারা তারা আমাদেরও শত্রু হবে।

দেখ মা, লোকে তোমাকে ঘরে আনবে না কাকে লইয়া আসিল? মৃত মৃত্তিকা তাকে আনিয়া "মা মা" বলে ডাকছে! আহা দুঃখ হয়, মা মরে গেলে ছেলে যদি মৃত মাকে মা বলে ডাকে আর স্তনপান করিতে যায়, আর মা কথাও বলে না এ সেই রকম, তবুতো সে মা এক সময় বেঁচেছিলেন, এ মার কখন প্রাণ ছিল না কখনও বাঁচিবে না। কেন তবে মাটীকে লোকে মা বলে?

মা ভগবতি, একবার এ সময় আস্তে হবে। বঙ্গদেশ সোণার দেশ যায় আর কি?

মা বাঁচাও, আমাদের উপায় তুমি, আমরা পূজা করিব ভগবতীর পূজা, ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী দুর্গতি নাশিনী মা দুর্গার পূজা হবে। মা আকাশ যুড়ে বসো দেখি। শান্তিজলে বঙ্গদেশের সব রোগ পাপ ধুইয়া যাক্। ত্রিভুবন মোহিনী মা আমার।

আমার মার ভিতর জ্ঞানের সাগর প্রেমের সাগর। একবার এস।

চিদানন্দময়ী মা, ছেলেরা আমোদ আহ্লাদ করবে, নূতন কাপড় পরিবে, আতর মাখ্‌বে, পূজা দেখিবে। মেয়েরা কুটুম্বদের খাওয়াবে, অতিথিসেবা করবে, নূতন কাপড় পরিবে, গল্প করিবে। কি আনন্দ! এ পূজার ভিতরে যা ভাল তোমার কাছে থেকে চুরি করা। সতী স্ত্রীদের আমোদ তোমার, নির্দ্দোষ পবিত্র, ছেলে মেয়েদের আমোদ তোমার।

বঙ্গবাসী সব চলে আয়, ওমা নয় যাঁকে মা বলে ডাক্‌ছিস। এই মা যিনি কোলে করেন, দুগ্ধ দেন, ঔষধ খাওয়ান। যিনি বৎসরকার দিন কত কাপড় দেন। আমরা এই মার পূজা করিব। আমরা সপ্তমী অষ্টমী নবমী করিব দশমীর দিনও তোমায় ছাড়িব না।

মা আনন্দময়ী, তুমি বলছ বাহিরের ঢাকাই নিয়ে কি হবে? পুণ্যের বসন পর। মা তুমি দুর্গা, তুমি শিব, তুমি কালী, স্বর্গে দুর্গতিনাশিনী তুমি স্বর্গের হরিহর, তুমি স্বর্গের ও ওঁ ওঁ। আকাশ যোড়া রূপ তোমার। তোমার চালচিত্রখানি আকাশ যোড়া। একবার সেইরূপ দেখি আমি। নিরাকারা কেমন তুমি আমাদের বাড়ী এয়েছ কেউ দেখিল না। আয় আয় সকলে দেখবি আয় মার রূপ!

দুর্গা হয়ে হাসনা, জীবন্তদুর্গা, আমাদের মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী আজ তোমার কাছে মিনতি করিতেছি, কি বলবো বল দেখি! সব বাড়ীতে যাও, ওদের পূজাস্থানে বসো। সব ভেঙ্গে চুরে ফেলে দিয়ে আপনি গিয়ে বস, নিরাকার রূপ ধরে। পৌত্তলিকতা রোগ ভয়ানক। তুমি শান্তিজল ঢাল। সচ্চিদানন্দময়ি, মা এস। হে ভগবতি, হে দয়াময়ি, সুপ্রসন্ন হয়ে আজ এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমাদের মতি ভগবতীর চরণে চিরদিন থাকে এবং সকল লোকের মতি যেন ঐ দিকে হয়।

অষ্টমী।

হে দীনবন্ধু, হে দুঃখিবৎসল, তুমি ধর্ম্মের ভিতর নীতিকে স্থাপন করেছ। যেখানে তুমি আত্মাকে ধ্যানশীল, উপাসনাশীল কর, সেখানে চরিত্র নির্ম্মল ও দোষশূন্য কর। ধর্ম্ম করিতে করিতে, উপাসনা সাধন ভজন করিতে করিতে, তোমার ভক্তেরা দোষ পরিহার করেন এবং শুদ্ধ খাঁটি হন।

যদি এদেশে এত ভক্তির আধিক্য, পূজার আড়ম্বর, তবে কেন এই পূজার উপলক্ষ করে লোকে পাপ করে? এই পূজার সময় হিন্দুদের নরনারী বালক বৃদ্ধ ইষ্ট দেবতাকে পূজা করিবে। যা কেন তাদের ধর্ম্ম হোক না, কিন্তু দুর্গা ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে সয়তান পূজা কেন?

হে পরমেশ্বর, আমাদের স্বজাতির এই দুর্দ্দশা। দয়াময়ি, বঙ্গদেশ না তোমারি! নববিধান হওয়া অবধি তুমি না কি বঙ্গদেশকে বিশেষরূপে তোমার প্রচারক্ষেত্র বলে চিহ্নিত করেছ?

আচ্ছা, তাই যেন মানিলাম যে লোকে বুঝিতে না পেরে ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীকে মাটীর ভিতর পূজা করিতেছে, কিন্তু এই দুর্নীতির বিষয় বুঝিতে পারিতেছে না, তা তো বলিতে পারি না।

দয়াময়ি! তোমার চরণে মাথা রেখে এই বলে মিনতি করিতেছি যে, সুরাপান, অপবিত্রতা, অধর্ম্ম, ব্যভিচার যত পাপ এই পূজা উপলক্ষ করে এ দেশে এয়েছে সেগুলোকে পুড়িয়ে ফেল।

কোথায় গেল যোগীদের যোগ সাধন, হোম, আর্য্যদের স্তব পূজা, সব গিয়ে আজ মাটীপূজা, তার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক পাপের অত্যাচার। এ কি ধর্ম্ম? এ অবস্থায় কোথায় নববিধান, এস একবার। নতুবা উপায় দেখ্‌ছি না। আর কিছুতে দেশ বাঁচাইবার উপায় দেখ্‌ছি না। হে দয়াময়ি! তোমাকে মিনতি করিতেছি, দেশটা বাঁচাও, সব গেল।

গৃহস্থের বাড়ীতে ভয়ানক ভয়ানক পাপের আমোদ ঢুকে সকলের সর্ব্বনাশ করিতেছে, কপটতা, নাস্তিকতা, ধূর্ত্ততা, অবিশ্বাস সব এক হইল। আর শয়তানের রাজ্য বিস্তারের বাকি কি রহিল?

দুর্গতিনিবারণী এস, সকল আসুরিক ভাবগুলোকে দমন করে নিচে ফেল। আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা যতদিন বাঁচি সত্য দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কেবল তাঁহার পূজা করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই।

নবমী।

হে দয়াময়, পতিত দেশ উদ্ধারের ভার তোমারই হাতে। এই যে সময় এই যে হিন্দুর সাম্বৎসরিক মহোৎসবের সময়, ইহা বুঝাইয়া দেয়, কত উন্নত এ জাতি, কেমন পতিত এ জাতি, কত সাধুভাব এ জাতির মধ্যে আছে, কত পাপাসক্তি ইন্দ্রিয়সেবা আছে এ জাতির মধ্যে, কত ভাল হতে পারি আমরা আর্য্যসন্তান, কত মন্দ হতে পারি আমরা আর্য্যের পতিত সন্তান। ধর্ম্মের নামে কত পাপ হচ্ছে। সামান্য মৃত্তিকার কাছে হিন্দুর মাথা আজ অবনত। এ পূজা দেখাচ্ছে আমরা কত নীচ হতে পারি।

যাঁরা এক সময় হিমালয়ে তোমার ধ্যান ধারণা করিতেন আজ বঙ্গদেশে নিম্নভূমিতে এসে তাঁরা খড়ের মাটীর পূজা কচ্ছেন।

পতিতজাতি তবু তার পূর্ব্ব গৌরব রয়েছে, এজন্য হাত জোড় করে প্রার্থনা করিতেছি এর ভিতর যা কিছু ভাল তা যেন করিতে পারি।

খড় মাটী ছেড়ে দিব। মাটী পূজা যেন আর না হয়, কিন্তু নির্দ্দোষ দুর্গা পূজা, সত্য পূজা যেন না ছাড়ি।

আজ এ সময় যত নির্দ্দোষ আমোদ তোমার ভক্তদের মন আমোদিত করিতেছে সেগুলো যেন রেখে দি।

দেখ করুণাময়ি, হিন্দুদের আরাধিত পূজিত প্রতিমার দিকে তাকাইয়া বিশ্বাস নয়নে দেখিলাম, যদি পূজা করিতে হয়, ওর চেয়ে পূজা নাই। যার ভিতর অন্নপূর্ণা লক্ষ্মী, জ্ঞানদায়িনী সরস্বতীরূপ, বীরত্বের প্রতিরূপ সর্ব্বসিদ্ধিদাতা কল্যাণময় দুটি সন্তান।

দুই সখী দুই সন্তান লইয়া ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী এলেন, এসে দেখলেন অসুর বিনাশ না করিলে নিজের মহিমা রক্ষা হয় না, পাপ অত্যাচার দূর হয় না। ইহা দেখিয়া তুমি শক্তিপূর্ণ কোটী হস্ত বাহির করিলে, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ পরাক্রমে আকাশ পূর্ণ করিলে, অসুরের উপর আঘাত পড়িল।

বিশ্বেশ্বরি, তোমার পদতলে কেশরী। নিজে কি তুমি মারিবে! এই সকল জীবশক্তি দ্বারা মারিবে। কোথায় সিংহ কোথায় সর্প, সব এলো অসুর নাশ করিতে। প্রকৃতির ভিতর দিয়া পশুভাব পূর্ণ অসুর নাশ করিবে। মানুষ দ্বারা মানুষ দমন হইল। পৃথিবীর দ্বারা পৃথিবীর যা কিছু—হে দয়াময়ি, দয়া করে এমন অমঙ্গল নাশ করিলে। তুমি কেবল উত্তেজনা করিলে।

হে করুণাময়ি! এ মূর্ত্তি দেখে আমার চিত্ত ভক্তিতে আর্দ্র হলো. মাটীর মূর্ত্তি কোথায় গেল। ছিল কর্পূরের ভিতর হীরক। কর্পূর উড়ে গেল, হীরক রহিল; মৃণ্ময়ী হইতে চিন্ময়ী দুর্গা পাইলাম।

আমাদের কাছে সব নিরাকার। আমাদের কাছে চালচিত্র নাই, কার্ত্তিক গণেশ লক্ষ্মী সরস্বতী মাটীতে বদ্ধ নাই, সব নিরাকার।

বঙ্গদেশ সুরাসুরের পূজা করিতেছে, বঙ্গদেশ অসুরকে বড় ক'রে মাকে ছোট করিল।

মা দয়া কর, মাটী পূজা দূর কর। ভাল বিষয়গুলো রক্ষা কর। এই যে এ সময় পুত্র পিতার প্রতি ভক্তি দেখায়, স্ত্রী স্বামীর প্রতি যে বিশুদ্ধ প্রণয় দর্শন করায়। এই যে বৎসরান্তে পিতা পুত্র, স্বামী স্ত্রীর পবিত্র মিলন যেন রক্ষা পায়। বঙ্গদেশের গৃহস্থ বড় সুখী। এই যে আদর্শ পরিবার যেন থাকে।

মা ধর্ম্মরক্ষিণী স্ত্রী, পুরুষ তত ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারে না, এখনকার নব্যস্ত্রীরা যেন ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন। ধর্ম্ম রক্ষার ভার তাঁদের হাতে।

হে করুণাময়ি, এ সব সামান্য ব্যাপার নয়। এদেশ চিরকাল ধর্ম্মে সঞ্জীবিত। মা এর ভিতর খারাপ যাহা আছে দূর কর কিন্তু এর ভিতর যে মুক্তাগুলি পড়ে আছে, আমরা নববিধানবাদী তাহা কুড়াইয়া লই।

ধন্য ধন্য বঙ্গদেশ, মাটীর দুর্গার ভিতর হইতে চিন্ময়ী দুর্গা বাহির হইতেছেন, কালরাত্রি পোহাইল। প্রত্যুষ উদিত হইল।

হে দয়াময়ি, যাহাতে আমরা এই পূজার অসার অংশ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের মধুরতা পবিত্রতা যাহা আছে গ্রহণ করিয়া আমরা ভাল হই, অন্যকেও ভাল করি, দুর্গে, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

দশমী।

হে দয়াময়, হে সন্তাপনিবারণ, তুমি আমাদের দেশের রাজা কবে হইবে? কবে এই সব নরনারী তোমার চরণে শরণাগত হইবে?

এই যে দেশের লোক বৎসরান্তে আমোদ করে ধর্ম্মের নামে করে বটে, কিন্তু তাহা ফুরাইয়া যায়। ধর্ম্মের আমোদ যদি সংসারের আমোদের ন্যায় অস্থায়ী হয়, দুদিনে ফুরাইয়া যায় তাহলে পরব্রহ্মের উপাসনা কেন করি? আমাদের ভজন সাধন যেন অনন্তকাল থাকে।

কত সাধক ভক্ত প্রেম সাধন, যোগ সাধন, ধর্ম্ম সাধন করিল, তিন রাত্রির পর সব ছাড়িল, তোমাকে গঙ্গাজলে ফেলে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া পলায়ন করিল।

হে ঠাকুর, কত ব্রহ্মজ্ঞানীরা শুষ্ক কল্পিত ব্রহ্ম লইয়া শেষ জীবন কাটাইতেছে। তাদের ভক্তির তিন দিন ফুরাইয়াছে, বিশ্বাস কমিয়া গিয়াছে লক্ষ্মী স্ত্রী আর নাই, উপাসনার আর সে তেজ নাই।

মা গরীবের প্রার্থনা শোন, গলবস্ত্র হইয়া বলিতেছি, ব্রাহ্ম হয়ে, সাধক হয়ে মাকে বাড়ী থেকে বিদায় দেব, এ প্রাণ থাকিতে পারিব না। চিরকাল তুমি ভক্তহৃদয়ে বাস করিবে, তুমি যেওনা, আমরা তোমাকে যেতে দেবো না। দশমী যে আমাদের হবে না, আমাদের হৃদয়ে চিরদিনই সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী।

দয়াময়ি, অদ্যকার দিনে এই প্রার্থনা যদি বিশেষরূপে মহোৎসবে এলে তবে দুর্গার রাজ্য চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত কর। দুর্গতিনাশিনী চিরকাল বঙ্গদেশ থেকে অসুর বিনাশ কর।

দেবতার পশ্চাৎ দিক দেখিতে নাই এ কথা যে বলিয়াছে সে বড় ভাবুক। দেবতা বিমুখ হয়েছেন এ যেন কারো দেখিতে না হয়।

মা তোমার পায়ে পড়ি গৃহস্থের বাড়ী অন্ধকার করে যেও না, যেও না। যদি হিন্দু বিশ্বাস করেছে তুমি জগন্মাতা হয়ে এসেছ তবে তুমি আর যেও না, তার গৃহে মা হয়ে থাক। সিংহাসনে রাণী হয়ে থাক। তুমি আমাদের হৃদয়ে, আমাদের গৃহে, আমাদের দেশে এটা যেন বুঝিতে পারিয়া মাকে সর্ব্বদা কাছে রাখিয়া সুখী ও কৃতার্থ হইতে পারি।

সপ্তপঞ্চাশত্তম ভাদ্রোৎসবের বিবরণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৫ই ভাদ্র, ২২শে আগষ্ট, রবিবার, পূর্ব্বাহ্নের উপাসনা ভাই প্রমথলাল সেন সম্পন্ন করেন, প্রথমে কীর্ত্তনাদি হইলে উপাসনা আরম্ভ হয়। "চল, চল ভাই মা'র কাছে যাই"—এই সঙ্গীতযোগে নিম্নলিখিত ভাবে উদ্বোধন হয়। রোগ, শোক ভুলিয়া এই উৎসবক্ষেত্রে এই ভাদ্রোৎসব তীর্থে মার চরণতলে আসিয়াছি। প্রত্যেক সম্প্রদায় তীর্থে যায়। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের তীর্থ আছে। যখন সংসার ভাল লাগে না, তখন লোকে তীর্থে যায়। কত বিপদ, কত পরীক্ষাময় পথ অতিক্রম করিয়া তীর্থে উপস্থিত হয়। তীর্থে গিয়ে যাঁহাদের সঙ্গে পরিচয় হয়, তাঁহারা ক্রমে বন্ধু হন। অপরিচিত পরিচিত হন। কিন্তু তীর্থের অধিকারী কে? যাঁহারা সংযত। ক্রমে আবার ফিরে এসে দেখা যায়, বাড়ীতীর্থ, গৃহতীর্থ, তারপর চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং। এই ব্রহ্মমন্দির তীর্থ। পুরাতন তীর্থস্থান কি আমাদের নিকট তীর্থস্থান নয়? সে সকল স্থান আরও আমাদের নিকট তীর্থ। গঙ্গাজলতীর্থ। কলের জল কি তীর্থ নয়? দুই একজন মিলে যেখানে উপাসনা হয় তাহা তীর্থ। ক্রমে যেখানে উৎসবে সকলে মিলিত হয়, তাহা আরও তীর্থ। এই ব্রহ্মমন্দির এইরূপে মহাতীর্থ। এইখানে কত উৎসব কত অনুষ্ঠান হয়। এইখানে ইঁহাদের সঙ্গে সশরীরে মিলিয়াছি, আবার যাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে বাহিরে মিলি নাই, অন্তরে অন্তরে তাঁহাদের সঙ্গে মিলিয়াছি। যদি দয়াময়ী জননী কৃপা করে এইখানে নিয়ে এলেন, তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করে, তাঁহার পূজা বন্দনা করে ধন্য হই।

দ্বিতীয় সঙ্গীত—"নিত্য নবভাবে তব পূজিব চরণ।"

আরাধনা।

পরম সত্য।—তুমি আমি আছি, আমি আছি বলে আপনার মুখে আপনার পরিচয় দিয়ে, তুমি যখন প্রকাশিত হ'লে, তখন যত রোগ, যত শোক, সব ভুলে যেতে হল। কাহার রোগ হয় নাই? কাহার শোক হয় নাই? তোমাকে পেয়ে সব ভুলে যেতে হয়। ভুলিয়া গিয়া জীবন ধন্য হয়। সকল অবস্থায় তুমি আমাদিগকে ঘেরে পূর্ণ করে রয়েছ। দেখ্‌তে পাই না, তাই আমাদের যত কিছু দুর্গতি। যখন তোমার দ্বারা আমাদিগকে পূর্ণ দেখি, তখন আমাদের পায় কে? তখন দেখি সকল তীর্থের তীর্থ তুমি। এখানে কাশী, বৃন্দাবন যত তীর্থ আছে, সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ তীর্থ তুমি। তোমাতে সকলই পাই। তুমি এখানে ঘর, বাড়ী, জমীদারী করে দিয়েছ। তুমি প্রাণের প্রাণ।

মনের মন তুমি, মনের ভিতর তুমি তীর্থ কর্‌তে চাও। মনকে নির্ম্মল করে তুমি তীর্থ কর। সেই মনে তোমাকে ডাকা যায়, স্মরণ করা যায়। সেই মনের ভিতর স্বর্গলোকের সকলকে পাওয়া যায়। পৃথিবীতে যাঁহারা ছিল, তাঁহারা বরং আমার পর ছিল! কিন্তু এই পরিবর্ত্তিত মনের ভিতর সব আপনা হয়ে গেল। এই নূতন মন নিয়ে আবার যখন বাহিরের তীর্থে যাই, তখন সেই সব তীর্থবাস সার্থক হয়। সেই মনে সব পুরাতন তীর্থের সাধু ভক্তকে নূতন করে পাওয়া যায়।

অনাদ্য অনন্ত তুমি।

সকলে আনন্দ মনে এসেছেন এই উৎসব তীর্থে তোমার পূজা করিতে, ধ্যানে ধারণা করিতে। তুমি অনন্ত, তোমার প্রকাশের ভিতর কত উদ্যম, উৎসাহ রেখেছ। ডাক্তার বল্লে একদিন বাঁচবে না, আর তোমার স্পর্শে বেঁচে গেল। বিশ বৎসর বেঁচে গেল। ডাক্তার ওয়েলস্‌লি রোগশয্যায় মারা যান যান, কিন্তু ভিতর হইতে কথা উত্থিত হইল "মরিব না"।

সংসার কে করিতে জানে? কে সংসার করিতে চায়? সংসারে আমরা তোমাকে ভালবাস্‌ব, তোমাকে ভালবেসে দেখ্‌ব, সংসারে সব তুমি দিয়াছ। এখানে সকলের ভিতর দিয়া কত ভালবাসা পাব, কত ভালবাসা সকলকে দিব। সংসারে যত পরীক্ষায় ফেলে দাও, সেই পরীক্ষার ভিতর আরও ভালবাসা ফুটে উঠে।

সেই পরীক্ষার ভিতর গভীর অভিপ্রায় প্রকাশ পায়। এক ফোটা চক্ষের জলের ভিতর কত অর্থ প্রকাশিত হয়। ক্রন্দনের ভিতর কত মুক্তি, কত বিকাশ, কত লাভ। এই মন্দিরে কত ক্রন্দন উঠেছিল, তাহাতে কত লাভ হয়েছিল। বাহিরে জল পড়্‌ছে কল্যাণের জন্য। চক্ষের জলে কত কল্যাণ হয়! নির্জ্জনে কাঁদ, আবার তুমি কি চাও না আমরা দলে বলে কাঁদি? তোমার সন্তান জ্ঞানে বিজ্ঞানে সম্পন্ন হ'লে ও তাহারা কোমল, নরম হবে। পরস্পরের চক্ষের জল মুচ্‌বে। তাহার ভিতর দিয়া স্নেহের প্রবল ধারা প্রবাহিত হবে।

একমেবাদ্বিতীয়ম্।

তোমার নাম করে ক্রমে তোমার একজন হয়ে যাই, তোমাকে ছেড়ে আমরা থাকিতে পারি না, দেখি তুমিও আমাদিগকে ছেড়ে থাক্‌তে পার না। দেখি তোমার ভিতরে ইহলোক, পরলোক। সব তোমার ভিতরে। যাহাদের জন্য বিচ্ছেদে কাঁদি, দেখি সকলই তোমারই ভিতরে। আর দেখি তুমি সর্ব্বস্ব—এই সকল অবস্থায় আমাদিগকে লইয়া আছ। খেলার সাথী হইয়া আছ। ছোট হয়ে এস, কিন্তু সে কল্পনার ছোট নহে। তুমি সকল অবস্থায় অবিকৃত, তোমার মতই তুমি। তোমাকে লইয়া সকল অবস্থায় জয়লাভ। তোমাকে নিয়ে পৃথিবীতে জয়। যেখানে বড় বড় দল সৃষ্টি কর, দেখ্‌তে দাও, একাকী যাহা পারা যায় না দল বলে তাহা পারা যায়। তাই মুক্তিফৌজের দলের

দৃষ্টান্ত। তাই এই দলগতভাবে সাধন ভজন। তাই বার বার দীক্ষা। তাই ভক্তদলনিয়ে সাধন। একা একা শুদ্ধ হলে হ'বে না, সব শুদ্ধ হতে হবে। কেও কাহাকে ছাড়্‌তে পারবে না। তাই জন্যে, যাহারা বাহিরে বাহিরে ছিল, তাঁহাদিগকে মন্দিরের ভিতর আন্‌লে। এই ভাদ্রোৎসব তীর্থে আন্‌লে। আনন্দময়ী জননী! সকলকে আন্‌লে। রোগের ভিতর, শোকের ভিতর এখন আমরা তোমার আনন্দে পূর্ণ। বাহিরের বৃষ্টি অপেক্ষা ভিতরে আনন্দ বৃষ্টি কত অধিক! এই আনন্দের বৃষ্টিতে ডুবিয়া যাই।

ধ্যানতীর্থে কত মিলন।

এই মন্দিরের উৎসবের উপাসনা তীর্থ। এই মন্দিরের সাজ সজ্জা তীর্থ। তীর্থ ছাড়া নাই। যেখানে তুমি, তোমার সাধন ভজন, যেখানে তোমার সঙ্গসমিতি সব তীর্থ। তুমি সর্ব্বতীর্থময়। আমরা যতই তোমার হইয়া যাই, ততই মধুময় হইয়া যাই। ঐ যে রবিবার থেকে কত লাভ হল। বলদেব, কান্তিচন্দ্র সব ছেড়ে এলেন, তোমার হ'তে। তোমার ভক্ত বল্লেন, এই সব জীবনে কত উৎসব, কত সেবা। ঐ জেনেরেল বুথ কি সেবার দৃষ্টান্ত দেখালেন! কেশব তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন, আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হবে। ঐ যে রামকৃষ্ণ পরমহংস, কেমন করে তাঁহাকে শিক্ষিতদলের মধ্যে এনে ভক্তি করিতে হয়, গ্রহণ করিতে হয়, তাহাও জানালে, বুঝালে। গিরিশচন্দ্র আপনার জীবন দেখে বলেন, আমায় গাধা পিটে ঘোড়া করেছে। বিডন পার্কে কেশব বল্লেন আমি আগুন। বিশ্বাস আগুন, প্রেম আগুন। আমার ভিতর আগুন, তুমি আগুন, অগ্নিময় দেশে আগুন হয়ে যাই।

সমস্বরে প্রার্থনা।

প্রার্থনার পর সঙ্গীত।

"আমাকে প্রেমিক কর মাগো তোমারি মতন, যেন সব ভালবাসি তুমি ভালবাস যেমন"।

পাঠ।

কিরূপে তীর্থবাস করিতে হয়, পুরাণগ্রন্থ হইতে বিশেষ অংশ পাঠ করা হইল।

আচার্য্যের উপদেশ পাঠ।

"তীর্থচতুষ্টয়"।

আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠের পর তীর্থ বিষয়ক।

"নূতন যুগে নূতন তীর্থে নূতন বৃন্দাবন" সঙ্গীত গীত হয়।

শেষ প্রার্থনার পর শান্তিবাচন হইয়া শেষ কীর্ত্তন, তীর্থ বিষয়ক—"পরম তীর্থ মানব জীবন" কীর্ত্তন গীত হয়।

সর্ব্বশেষে "নমো দেব! নমো দেব!" এই কীর্ত্তনে এ বেলার উপাসনা শেষ হইল।

মধ্যাহ্নের উপাসনা ২॥০টায় আরম্ভ হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত রাজকুমার চন্দ রায় আচার্য্যদেবের একটী উপদেশ পাঠ করেন। পাঠের পর প্রসঙ্গ হয়, শ্রীযুক্ত অমুকূলচন্দ্র রায়, ডাক্তার কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রসঙ্গে আপনাদের বক্তব্য প্রকাশ করেন। তৎপর ভাই বিহারী লাল সেন ধ্যানের উদ্বোধন করেন। ধ্যান প্রার্থনাদি অন্তে কীর্ত্তন হয়। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কীর্ত্তনে নেতৃত্ব করেন। পরে সন্ধ্যা প্রায় ৭টায় উপাসনা আরম্ভ হয়। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনার প্রথমাংশ নির্ব্বাহ করিলে, শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী নববিধান বিষয়ে সংক্ষেপে বলেন। তৎপর ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক "জয় লাভ" জীবনবেদ হইতে এই প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রার্থনা সঙ্গীতাদি দ্বারা এ বেলার উপাসনা শেষ হয়।

৬ই ভাদ্র, সোমবার রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭টায় ভাই গোপালচন্দ্র গুহ এবং সন্ধ্যা ৭টায় শ্রীযুক্ত রাজকুমার চন্দ রায় উপাসনা করেন। রাজা রামমোহন রায়ের এই দিনে ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠায় ভারতে ধর্ম্মরাজ্যের নবযুগের আরম্ভ, গূঢ়ভাবে ইহা নববিধানের ভিত্তি স্থাপন, অদ্যকার পাঠ ও আত্মনিবেদনে ইহা বিবৃত হইয়াছিল।

৭ই ভাদ্র, মঙ্গলবার, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনা প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক। প্রাতে ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই বিহারীলাল সেন উপাসনা করেন, উপাসনা বেশ মিষ্ট হইয়াছিল। সন্ধ্যা ৭টায় সঙ্কীর্ত্তনে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত নেতৃত্ব করেন। ব্রহ্মমন্দিরে বেশ লোক সমাগম হইয়াছিল।

৮ই ভাদ্র, বুধবার, সন্ধ্যায় ভাই প্রমথলাল সেন "ঘরের কথা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। নববিধানের বিশেষ ভাব সরল ভাবে বিবৃত হয়।

৯ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন কথকতা করেন। সাধক জীবনের সাধন রহস্য বেশ মধুর ভাবে বিবৃত হয়।

১০ই ভাদ্র, শুক্রবার, ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগীর স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক। প্রাতে প্রচারাশ্রমে ৭টায় উপাসনা হয়। ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনার কার্য্য করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী প্রার্থনা করেন।

প্রচারাশ্রমে সন্ধ্যায় স্বর্গগত ভাইয়ের জীবনী অবলম্বনে প্রসঙ্গ হয়।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তীর্থভ্রমণ।

তীর্থভ্রমণ ধর্ম্মসাধনের এক বিশেষ অঙ্গ। তবে কোন বিশেষ স্থানকে আমরা তীর্থ বলিয়া স্বীকার করি না, সুবিশাল এই বিশ্বই আমাদের ব্রহ্মের মন্দির, সুতরাং সকল স্থানই আমাদের তীর্থ। ভগবানের নব নব লীলা দর্শন করিয়া ও নব নব কৃপার পরিচয় পাইয়া, নব নব শিক্ষা লাভের জন্য দেশ ভ্রমণ ও যে যে স্থানে যে সকল বিশ্বাসী সাধক ভক্ত আছেন তাঁহাদের সঙ্গে মিলিয়া ধর্ম্মসাধন যে আত্মার বিশেষ কল্যাণপ্রদ ইহা বলা বাহুল্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মা নববিধান বিধায়িনী জননী গত ২৮শে সেপ্টেম্বর, শুভ যাত্রা করাইয়া মান্দ্রাজ মেলে আমাদিগকে বালেশ্বরে আনয়ন করেন।

বালেশ্বরের বি, এন্, আর, কোম্পানীর টি, টি, আই, মিঃ এস, রায় ষ্টেশনে গাড়ী পৌছিবামাত্র আমাদিগকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া তাঁহার প্রবাসগৃহে লইয়া যান, ট্রেনেই আমরা সন্ধ্যা উপাসনা করিয়াছিলাম, তাঁহার গৃহে নামিয়া সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদের আতিথ্য দানের জন্য কৃতজ্ঞতা অর্পণকরিলাম।

ট্রেনেই জলযোগের ব্যবস্থা মা করিয়াছিলেন. তথাপিও বন্ধুর নিতান্ত আগ্রহে অনিচ্ছা স্বত্বেও আহারের জন্য বসিতে হয়, কিন্তু কোন বিঘ্ন বশতঃ আহার করিতে হয় নাই, ধন্য মার করুণা।

পরদিন প্রাতে যথানিয়ম উষাকীর্ত্তনাদি হয়। ভাই নন্দলালের আত্মজ শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদিগের সহিত এখানে আসিয়া দেখা করেন, তাঁহার সহযোগীতায় দুই বেলা স্থানীয় কয়েকজন রেলকর্ম্মচারীর সহিত বেশ জমাট উপাসনা, প্রসঙ্গ ও সঙ্গীত সংকীর্ত্তনাদি হয়। অপরাহ্নে স্থানীয় জমীদার বাবু নরেন্দ্রনাথ সরকারের বাটীতে গিয়া তাঁহার নবজাত শিশু কন্যার কল্যাণার্থ প্রার্থনা করা হয়। আমরা বালেশ্বরে নামিয়াছি শুনিয়া শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ তাঁহার মটর পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগকে লইয়া যান। আমরা যতক্ষণ বালেশ্বরে ছিলাম মিঃ রায় ও তাঁহার আত্মীয় আত্মীয়ারা আমাদের কতই যে যত্ন লইলেন তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার মাতৃদেবী শয্যাগত থাকিলেও আমাদের প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করেন ও সেবিকার সহিত ধর্ম্ম প্রসঙ্গাদি করিয়া আপ্যায়িত করেন।

সেই রাত্রের প্যাসেঞ্জারেই মা আমাদিগকে কটকে পৌছাইয়া দেন। পৌছিয়া ষ্টেসনের বিশ্রামাগারে রাত্রি যাপন করা হয় এবং ষ্টেসনে উষা-কীর্ত্তনাদি করা হয়।

প্রাতঃকালে স্বর্গীয় রায় বাহাদুর মধুসূদন রাও মহাশয়ের ভবনে মা আনিয়া তাঁহার পরিবারবর্গ সহ প্রাতঃ উপাসনা করান। সেই দিন ডাঃ জয়ন্ত [illegible] রায় বাহাদুরের জন্মদিন ছিল, সন্ধ্যায় তাঁহার প্রবাস ভবনে এই জন্মদিন উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা বিশ্বনাথ কর, এম, এল, সি মহাশয় উপাসনা করেন, এ সেবককেও মা প্রার্থনা করান। রাত্রে সেখানেই প্রীতিভোজন হয়।

কটকের মধুসূদন ভবনে মা ছয় দিন আতিথ্য বিধান করেন। পরিবারবর্গের স্নেহ আদর যত্ন ও সেবা ভক্ত-পরিবারেরই উপযুক্ত, এই পরিবারের স্নেহে চিরঋণে আমরা আবদ্ধ।

এই কয় দিনে এক এক দিন এক এক সাধকের বাড়ীতে উষাকীর্ত্তন ও প্রার্থনা হয়। প্রতিদিনই প্রাতঃ উপাসনা পরিবারবর্গ সহ মধুপরিবারে হয়; একদিন ভিক্টোরিয়া টাউন স্কুলের ছাত্রদিগকে উপদেশ দেওয়া হয়, একদিন কটকের সর্ব্বজনসম্মানিত মাননীয় মিঃ মধুসূদন দাস, সি, আই, ই, মহাশয়ের বাড়ীতে ও আর একদিন শ্রদ্ধেয় বন্ধু রায় জানকীনাথ বসু বাহাদুর মহাশয়ের বাড়ীতে উষাকীর্ত্তন ও কিছু কিছু ধর্ম্মালাপ হয়। একদিন স্থানীয় বিশ্বাসী ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদিগের সম্মিলনে সন্ধ্যা উপাসনা ও সৎপ্রসঙ্গ হয় এবং রবিবার স্থানীয় মন্দিরে সামাজিক উপাসনা ও আত্ম-নিবেদন করা হয়। মিঃ সেনাপতি আই, সি, এস, ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নিমন্ত্রণে প্রার্থনাযোগে প্রীতিভোজন ও প্রসঙ্গাদি হয়। ২রা অক্টোবর সায়ংকালে মধুভবনে ধর্ম্মতত্ত্বের জন্মদিন স্মরণে ও শ্রদ্ধাস্পদ ভাই বঙ্গচন্দ্রের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে প্রার্থনা হয়।

৫ই অক্টোবর, মা কটক হইতে রম্ভা ষ্টেসনে লইয়া যান। এখানে কোন বিশ্রামাগার নাই, কিন্তু আশ্চর্য্য মার কৃপা, এখানকার অপরিচিত রেলওয়ের P. W. I. মহাশয়ের অনুগ্রহে রেলওয়ের উচ্চ কর্ম্মচারীদিগের জন্য নির্দিষ্ট যে সুন্দর বাঙ্গালা আছে তাহাতে আশ্রয় লাভ হইল।

পরদিন প্রত্যূষে ষ্টেসনে উষাকীর্ত্তন ও প্রার্থনা হয়, এবং নৌকাযোগে চিল্কা হ্রদের বিশাল বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে প্রাতঃ উপাসনা করা হয়। হ্রদের এক দিকে অত্যুচ্চ পাহাড়, এক দিকে গ্রাম, আর অপর দিক অনন্ত আকাশের সহিত মিলিত। নিম্নে বিশাল জীবন জলধি, উর্দ্ধে অনন্ত আকাশ। হ্রদের জল যেমন আকাশে মিলিত তেমনি এক ব্রহ্মসত্বায় ইহপরকালের মিলন ইহাই মা উপাসনায় উপলব্ধি করাইলেন। সে দিন মহালয়া ছিল, পিতৃলোক স্মরণ করিয়াও প্রার্থনাদি হয়।

হ্রদের পারে কালীকোটার রাজার এক সুন্দর প্রাসাদ আছে। নৌকাযোগে সেই স্থানে পৌছাইলে, রাজকর্ম্মচারীগণ অতি আদর করিয়া প্রাসাদের সাজ সজ্জাদি দেখাইয়া কৃতার্থ করেন এবং দেওয়ান মহাশয় ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ও সম্ভাষণাদি করিয়া রাজার শকটে করিয়া আমাদিগকে রম্ভা ষ্টেসনস্থ বাঙ্গালায় পৌছাইয়া দেন। আমাদের কটকের কোন বন্ধু তাঁহাকে আমাদের পরিচয় দিয়া পত্র দিয়াছিলেন।

রম্ভা হইতে মা গঞ্জাম বহরমপুরে লইয়া যান। ষ্টেসনের বিশ্রামাগারেই রাত্রি যাপন করা হয় এবং উষাকীর্ত্তনান্তে সেখানকার দুইজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী উকিলের বাড়ীতে প্রাতঃ কীর্ত্তন ও প্রার্থনা করা হয়। আরো একজন বঙ্গবাসী উকিল ও একজন এঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের সহিত দেখা শুনা করা হয় ও

স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের মান্দ্রাজ দেশবাসী প্রচারক মহাশয়ের সহিত ইংরাজীতে সংক্ষিপ্ত উপাসনা করা হয়। তিনি সস্ত্রীক অসুস্থ বলিয়া অন্যান্য সভ্য বা সহানুভূতিকারীদিগের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে অক্ষম হন। মধ্যাহ্নে ষ্টেসন মাষ্টারের সহিত সৎ প্রসঙ্গ হইল। নিকটস্থ ধর্ম্মশালা বা "চৌলট্রীতে" মার কৃপায় এক খানি সুন্দর ঘরে আশ্রয় পাওয়া গেল।

সন্ধ্যায় মিঃ কে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে স্থানীয় বাঙ্গালী কয়েকজনের সম্মিলনে সংক্ষিপ্ত উপাসনা, প্রসঙ্গ ও উন্মত্ত কীর্ত্তন হয়। ভক্তিমান উকিল বাবু বনমালী মিত্র মহাশয় কীর্ত্তনের নেতৃত্ব করেন।

পরদিন চৌলট্রীতেই উষাকীর্ত্তন হয় এবং বহরমপুর ব্রহ্ম-মন্দিরের প্রচারক মহাশয়ের সহিত ইংরাজীতে উপাসনা ও নব-বিধানের বিশেষত্ব সম্বন্ধে প্রসঙ্গ হয়। সন্ধ্যায় ষ্টেসনস্থ কর্ম্মচারী-দিগের সহিত ধর্ম্মসমন্বয় সম্বন্ধে ধর্ম্মালোচনা হয়। ষ্টেসন মাষ্টার মহাশয়ের অনুমতিতে পুনরায় ষ্টেসনের বিশ্রামাগারেই রাত্রিযাপন করা হয় এবং প্রত্যূষে উষাকীর্ত্তন করিয়া মেলে বিজিনাগ্রাম যাত্রা করা হয়।

দীন সেবক।

—•—

ভারতবর্ষের জাতি বর্ণ ও ধর্ম্মসম্প্রদায়।—(১)

ভারতবর্ষ একটী মহাদেশ। এই দেশে কত জাতি কত ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে তাহা আমরা অনেকেই জানি না। সকল জাতি, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়কে এক জাতিতে, এক ধর্ম্মে পরিণত করিতে যে বিধান সমাগত, সে বিধান সাধন করিতে হইলে, এ দেশে কোথায় কোন্ জাতি কি ভাবে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেছে বা কাহার কিরূপ আচার ব্যবহার, তাহা আমাদিগের অধ্যয়ন করা বিশেষ প্রয়োজন, তাই আশা করি এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আসামীয় জাতি।

বঙ্গদেশের সীমান্তেই আসাম দেশ অবস্থিত। আসামী জাতি আকার প্রকারে আর্য্য হিন্দুদিগের ঠিক অনুরূপ নয়। এখন এ দেশবাসীগণ প্রধানতঃ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, এ দেশের আদিম নিবাসী কোচ জাতি এই দেশের প্রধান জাতি। ইঁহারাই এই কামরূপ রাজ্যের প্রধান রাজা ছিলেন।

শ্যাম দেশীয় অহম্ জাতি কোচ জাতিকে পরাভূত করিয়া বহুকাল এদেশে রাজত্ব করিয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মদেশীয় রাজন্যগণ কর্ত্তৃক তাহারা পরাভূত হইবার ভয়ে ইংরাজরাজের শরণাপন্ন হয়।

আসামীয় ভাষার বাঙ্গালা ভাষার সহিত সৌসাদৃশ্য থাকিলেও ইহা এক স্বতন্ত্র ভাষা, সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষা ইহাতে সংমিশ্রিত। দুই তিন শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতে এই ভাষায় অনেক ভাল ভাল গদ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

আসামীয় জাতি চীন এবং ভারতীয় জাতির সংমিশ্রিত জাতি। ধর্ম্মেও অনেকটা বৌদ্ধ এবং হিন্দুর সংমিশ্রণ দৃষ্ট হয়।

অহম বংশীয় আদি আসামবাসীগণ শিবসাগর জেলাতেই অধিকাংশ বাস করে। কোচ, বোদো ও আর্য্যজাতীয় অধিবাসী-গণ সংমিশ্রিত ভাবে বিভিন্ন স্থানে বাস করিতেছে। ইহাদের সকলকারই মধ্যে স্বাভাবিক গর্ব্ব ও অহঙ্কারের ভাব দেখা যায় এবং অধিকাংশই অলস স্বভাব। অহিফেন সেবন এই জাতিকে প্রায় অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিয়াছে। পুরুষ অপেক্ষা নারীগণই অধিক কর্ম্মঠ এবং পুরুষের উপর নারীদিগের আধিপত্যও যথেষ্ট।

এই প্রদেশে কয়েকটী পার্ব্বত্য জাতিও অধিবাস করে। তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরে প্রকাশ করা হইবে।

শারদীয় উৎসব।

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।"—সব আমরা আনন্দ হইতে এসেছি। আমাদের প্রতিজনের জীবন আনন্দ হইতে উৎপন্ন, আনন্দ উপাদানে গঠিত। তাই দেখিতে পাই, সংসারে আমাদের জীবনে যত রোগ, শোক, বিপদ, পরীক্ষা আসুক না কেন, আমাদের জীবনকে সে সকলের আঘাত একবারে আনন্দশূন্য করিতে পারে না। সংসারের প্রতিকূল বাতাস আমাদের গায়ের উপর দিয়া কতই বহিয়া যায়, সে বাতাসের স্পর্শে আমাদের জীবনের আনন্দ কতই শুখাইয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতি সর্ব্বদাই ক্ষতিপূরণ কার্য্যে ব্যস্ত। তাই দেখি সংসারে ঘন ঘন আনন্দের অনুষ্ঠান। শুধু মানুষই কি আয়োজন করিয়া সংসারে আনন্দের অনুষ্ঠান করে? বিশ্বপিতা বিশ্বরাজ জীবের জীবনে স্বর্গের বিশুদ্ধ আনন্দ ঢালিয়া বিমলানন্দে জীবকে পোষণ করি-বার জন্য বাহ্যজগতে, অন্তর্জগতে কতই আনন্দের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন। প্রতি দিনের প্রভাতের বিমল স্নিগ্ধ সূর্য্য-কিরণ, পাখীর সুমিষ্ট গান, সদ্যপ্রস্ফুটিত ফুলের হাসি, শীতল বাতাসের স্নেহমাখা স্পর্শ, এ সকলই কত নিরানন্দ প্রাণে আনন্দধারা ঢালিয়া দেয়। যেমন বাহ্যপ্রকৃতি এ বিষয়ে সহায়, অন্তরপ্রকৃতি এ বিষয়ে আরও পরম সহায়। অন্তরপ্রকৃতির প্রেরণায় কোন না কোন আকারে মানুষ আনন্দের অনুষ্ঠান না করিয়া থাকিতে পারে না। তাই তো গৃহস্থের ঘরে বার মাসে তের পার্ব্বণ। তাই তো দারুণ শোকগ্রস্থ ব্যক্তিও শোকের অশ্রু চক্ষু হইতে মুছিয়া ফেলিয়া গৃহের পূজা পার্ব্বণে আনন্দ উৎসবে লাগিয়া যায়, তাই তো রোগ-জীর্ণ দেহ লইয়া কত গৃহস্থ, কত গৃহিণী আনন্দের অনুষ্ঠানে আপ-নাদের দেহ মন ঢালিয়া দেন। ভিতরে আত্মপ্রকৃতির প্রেরণায় কেহ আর পূজা পার্ব্বণ, আনন্দ অনুষ্ঠানের দিনে নিষ্ক্রিয় উদাসীন হইয়া থাকিতে পারে না। বঙ্গে গৃহস্থের ঘরে বার মাসে কত

উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে; তন্মধ্যে শারদীয় উৎসব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উৎসব। সর্ব্বাপেক্ষা বড় উৎসব। শরতের বিমলাকাশে পূর্ণচন্দ্রের হাসি বঙ্গবাসীর প্রাণে কত আনন্দ দান করে। শরতে জলভরা নদী, মাঠভরা ধান, গাছভরা ফুল এই প্রকাণ্ড উৎসবের বাহ্য আয়োজন। এ সময় আবার বঙ্গের অগণ্য অসংখ্য পরিবারের বিদেশপ্রবাসী উপার্জ্জনশীল কৃতি সন্তানগণ পূজার ছুটিতে গৃহে আসিয়া গৃহ, গ্রাম নগর সব উৎসবময় করিয়া তোলেন। দীর্ঘ প্রবাসের পর, উপার্জ্জনশীল পুত্রকে গৃহে পাইয়া পিতা মাতার, উপার্জ্জনশীল স্বামীকে পাইয়া সতী স্ত্রীর, পিতাকে পাইয়া সন্তান সন্ততির, ভাই ভগ্নীকে পাইয়া অপর ভাই ভগ্নীর, বিদেশাগত প্রতিবাসী সবন্ধুকে পাইয়া অপর প্রতিবাসিগণেরই বা কত আনন্দ। এ বিশুদ্ধ আনন্দ সংসারে কতই দুর্লভ। এ সকলই শারদীয় উৎসবের আয়োজন।

গৃহস্থের বাগানের ফুলগুলি নিত্য ফুটিয়া এ সময় গৃহস্থের প্রাণকে উৎসবের জন্য উদ্বোদ্ধ করে। এ সময় বাহিরের সদা-প্রস্ফুটিত ফুলগুলি যেমন উৎসবের আয়োজন, তেমনই মাতৃভক্তি-ফুল সাধক হৃদয়-কাননে এ সময় প্রস্ফুটিত হইয়া শারদীয় উৎসবের জন্য সাধকের প্রাণকে আরও প্রস্তুত করে, ব্যাকুল করে। বঙ্গের হিন্দু পরিবারের ভক্ত সাধকগণ ভক্তিচন্দনে বাহ্যপুষ্প সকল চর্চ্চিত করিয়া চিন্ময়ী জননীর উদ্দেশ্যে মৃণ্ময়ী প্রতিমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। আমরা নববিধানের লোক। আমরা বাহিরের মণ্ডপে মানবহস্ত গঠিত মৃণ্ময়ী দুর্গামূর্ত্তি স্থাপন করিলাম না। আমরা এ শুভ উৎসব দিনে বঙ্গের অগণ্য অসংখ্য ভাই ভগ্নীর সহিত প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়া, সরল ব্যাকুল অন্তরে, হৃদয় মণ্ডপে সত্য চিন্ময়ী জননীর পূজা আরম্ভ করিলাম। চিন্ময়ী মা আমাদের অভাব, দুর্গতি দর্শন করিয়া আপনার কৃপাগুণে তাঁহার সত্য সুন্দর মহিমাময় প্রকাশে আমাদের হৃদয়াকাশকে শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নায় হাস্যময় করিয়া তুলিলেন। আমাদের সপ্তমীর পূজা, অষ্টমীর পূজার উদ্বোধন হইল, অষ্টমী পূজা নবমী পূজার উদ্বোধন হইল, নবমী পূজা দশমীতে পরম জননীর জীবন্ত পূজার আরও আয়োজনে পরিণত হইল। তাই আমাদের আর প্রতিমা বিসর্জ্জনের অবকাশ হইল না। জীবন্ত মায়ের জীবন্ত পূজার শেষ কোথায়? প্রাণ ভরিয়া আমরা তাঁহার পূজা করি। মা ভগবতী দুর্গতিনাশিনী বঙ্গের দুর্গতি, ভারতের দুর্গতি, বিশ্বের সকল প্রকার দুর্গতি দূর করুন।

—•—

স্বর্গীয় ভ্রাতা শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী।

[শ্রাদ্ধবাসরে কন্যা কর্ত্তৃক পঠিত]

আমাদের পরলোকগত পিতৃদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী যাহা তাঁহার নিকট শুনিয়াছি এবং আমরা যতটুকু প্রত্যক্ষ করিয়াছি ও মনে আছে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি।

হাওড়া জেলার অন্তর্গত বাগনান থানার চন্দ্রপুর গ্রামে ইং ১৮৫১ সালের কার্ত্তিক মাসে, কালী পূজার দিন তাঁহার জন্ম হয়। যখন পূজা রাত্রি ২৷৷০টার সময় আরম্ভ হইয়াছে তখন তিনি ভূমিষ্ঠ হন। জন্ম অশৌচ হওয়াতে ঠাকুরের ভোগ নষ্ট হইয়াছিল, তাই আমাদের জ্ঞাতিগণ তাঁহাকে ধর্ম্মনাশা বলিয়া কত প্রকার গালি গালাজ দিয়াছিলেন।

পিতৃদেব যখন মাত্র ৭ বৎসরের, তখন আমাদের পিতামহ দুরন্ত বিসূচিকা রোগে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রাণত্যাগ করেন, শিশুকালে পিতৃহীন হইয়া পিতাকে অনেক ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছে, এমন কি চিকিৎসার অভাবে বৎসরের পর বৎসর ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া মৃতপ্রায় হন, নেহাৎ তাঁর বাঁচিয়া থাকা ভগবানের অভিপ্রেত বলিয়াই বাঁচিয়াছিলেন, নতুবা এ প্রকার ক্লেশ অযত্ন কষ্টভোগ করিয়া কেহই বাঁচিতে পারে না, আমাদের পিতামহীর আরও দুই একটী সন্তান ঐ ভাবে ম্যালেরিয়া ভুগিয়া ভুগিয়া লিভার প্লীহা হইয়া অকালে মারা গিয়াছিলেন, কেবল আমাদের পিতাই ঈশ্বরের দয়াতে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

কিন্তু অধিক দিন জ্বরে ভুগিয়াই পিতৃদেবের পাকস্থলির পীড়া দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, তিনি সেই বাল্যের অবহেলার নিমিত্তই সারা জীবন উদরাময়ে ভুগিয়াছেন, উহাই তাঁহার উন্নতির একটী প্রধান অন্তরায় ছিল। আহার একটু অসংযত হইলেই শয্যাগ্রহণ করিতে হইত।

তিনি কথায় কথায় বলিতেন, "মা গো! তোদের মত আমার যদি বাপ থাকিত, তাহলে আমি কত লেখা পড়া শিখিতাম, কতই বড় হইতাম।" ইত্যাদি।

এই ভাবে রোগ দুঃখে দৈন্যে নিষ্পেষিত হইয়া তাঁহার লেখা পড়া তেমন হয় নাই, যথাসময়ে বিদ্যারম্ভ পর্য্যন্ত হইল না। ১৪।১৫ বৎসর বয়স তিনি ইংরাজী আরম্ভ করিয়াছিলেন। তৎপর স্থানীয় স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া ৫।৬ বৎসর মাত্র পড়িতে পাইয়াছিলেন।

ইহার পরেই পরিবারে আর একটী শোচনীয় ঘটনা ঘটিল, আমার জ্যেঠতাত যিনিই পিতামহের মৃত্যুর পর একমাত্র উপায়-ক্ষম হইয়াছিলেন, তিনি কর্ম্মস্থল বেহালা হইতে ম্যালেরিয়া লইয়া গৃহে আসিয়া রোগশয্যায় শুইলেন এই সময় পরিবারবর্গকে বড়ই কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল, বলা বাহুল্য দুই তিন বৎসর ভুগিয়াই তিনি প্রাণত্যাগ করেন। বাড়ীতে যাহা কিছু ছিল সবই বেচিয়া কিনিয়া সংসার নির্ব্বাহ হইতেছিল, আর চলে না; তখন পিতৃদেব স্কুল ছাড়িয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় বাহির হইলেন, কাহাকেও কিছু না বলিয়া একমাত্র বস্ত্র অবলম্বন করিয়া তিনি কাঁথি অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এই অবর্ণনীয় দুঃখের সময় পিতার বয়স মাত্র ২৪।২৫ বৎসর। তখন সামান্য মাত্র ইংরাজী শিখিয়াছিলেন, সেই অবস্থাতেই কাঁথি স্কুলে অতি অল্প বেতনে মাষ্টারিতে নিযুক্ত হন। শুনিয়াছি ৩।৪টী টাকায় তিনি নিজ খরচা চালাইয়া বাকি টাকাটী বাড়ীতে পাঠা-

হইয়া দিতেন। এইরূপে তাঁহার কর্ম্মজীবন আরম্ভ হইল, তখন এ সকল দেশ বড়ই খারাপ দুর্নীতিপূর্ণ ছিল, সুশিক্ষা বা সুনীতির মর্য্যাদা ছিল না। বলা বাহুল্য পিতৃদেবও কুসঙ্গের কুফল হইতে অব্যাহতি পান নাই। ভগবানের কৃপায় তিনি কাঁথিতে অর্থোপার্জ্জন মানসে যাইতেই সেখানে এক ধর্ম্মবন্ধু পাইলেন, তিনি স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঘোষ মহাশয়। শুনিয়াছি ইঁহারই সঙ্গসহবাসে ও প্রেরিত অমৃতলাল বসু এবং সাধু অঘোর নাথের জীবন প্রভাবে তাঁহার জীবনে প্রথমে ধর্ম্মের বাতি জ্বলিয়াছিল।

এখন হইতেই তাঁহার প্রাণ ধর্ম্মের জন্য, দেশের জন্য ব্যাকুল হইল, তিনি সমস্ত ছাড়িলেন, অর্থোপার্জ্জন কেবল জীবিকা নির্ব্বাহের মতই করিতেন, বাকি ব্যয়িত হইত। কাঁথিতেই প্রায় সমস্ত জীবন কাটাইয়াছেন, তিনি শুধু মাষ্টারি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, এত ছাত্রবৎসল শিক্ষক কোথাও আমাদের চোখে আর পড়ে নাই। ছাত্র এবং শিক্ষকে এত ভালবাসা, এত স্নেহ আর কোথাও দেখি নাই।

তাঁহার জীবনের প্রভাবে কাঁথির বহু ছাত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ছাত্রদের সহিত তাঁর প্রাণের যে কি প্রকার যোগ ছিল তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বহুদিন কাঁথি ছাড়িয়াছিলেন, তথাপি কাঁথির লোক কাঁথির বন্ধুদের প্রতি তাঁর ভালবাসা কিছুই হ্রাস হয় নাই। মেডিকেল কলেজে অবস্থান কালে শুনিয়াছি তাঁর কোন কাঁথির বন্ধুকে পাইয়া গলা জড়াইয়া অশ্রুপাত করিয়াছিলেন।

তিনি চিরদিনই আর্থিক উন্নতিতে বা জমি জরাৎ বাড়াইয়া প্রতিপত্তি করিতে বড়ই উদাসীন ছিলেন, কেবল বলিতেন, "জমি জায়গা কিনিয়া কি হইবে, ধর্ম্মসাধনে ব্যাঘাত হইবে। ভগবান চালাইবেন, অভাব রাখিবেন না।" তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল শুধু ধর্ম্মসাধন। তিনি প্রায় ৩০।৩২ বৎসর ধরিয়া কাঁথিতে সমাজের কাজ করিয়াছেন, মরাল এসোসিয়েসন্, ইয়াংমেন্স এসোসিয়েসন্ ইত্যাদি অনেক কর্ম্মই করিয়াছিলেন। কাঁথিতে ধর্ম্মের বীজ প্রথমে তিনিই রোপণ করেন এখানে সমাজ প্রতিষ্ঠা একমাত্র তাঁহার ও স্বর্গীয় প্রেরিত অমৃতলাল বসুর ভ্রাতা স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টাতেই হইয়াছিল। মন্দিরের জন্য এক একখানি করিয়া ইষ্টক ভিক্ষা করিয়া আনিয়া ঘর করিয়াছিলেন।

আমাদের জন্মের পূর্ব্বে একবার তিনি কিছুদিনের ছুটী লইয়া কটকে স্বর্গীয় মধুসূদন রাওর স্কুলে মাষ্টারির পদ লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে গিয়া তিনি বেশী দিন তিষ্ঠিতে পারেন নাই, তাঁর ছাত্রগণের এবং ধর্ম্মবন্ধুগণের বারম্বার ব্যাকুল আহ্বানে তিনি পুনরায় কাঁথিতে ছুটিয়া আসিলেন। আবার বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া কাজ আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তিনি নাকি একবার কাঁথি হইতে ১২ মাইল দূরবর্ত্তী বালিসাই নামক গ্রামে মাষ্টারি করিতে যান, শুনিয়াছি প্রতি রবিবারে ঐ প্রকার ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া বার মাইল হাঁটিয়া আসিয়া কাঁথিতে উপাসনা করিয়া যাইতেন।

কাঁথিতে সকলের সঙ্গে তাঁর কত ভালবাসা ছিল তাহা আমি লিখিয়া কি জানাইব, হিন্দু ব্রাহ্ম সকলের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল।

কাঁথি কাঁথি করিয়াই তিনি প্রাণপাত করিয়াছেন, কাঁথি ছাড়িয়া কোথাও নড়িতে চাহিতেন না। ইহাও তাঁহার চির-দৈন্যের অন্যতম কারণ, তথাপি তাঁর জীবনে শান্তি বা আনন্দের অভাব দেখি নাই, তিনি প্রায়ই সদানন্দে থাকিবেন কাল কিসে খরচ চলিবে তাহার সম্বল নাই, তথাপি পিতার মুখে চিন্তা বা অশান্তির কালিমা কখনও দেখি নাই। আগামী কল্যকার চিন্তা তিনি কখনও করেন নাই, সর্ব্বদাই জননীকে বুঝাইতেন কেন ভাব্‌চ, ভগবান যোগাড় করিয়া দিবেন।

পিতার সহিত যাঁহারা মাষ্টারি করিতেন সকলেই আর্থিক উন্নতি, প্রতিপত্তি করিয়াছিলেন। কেবল আমাদের পিতাই সে পথ মাড়াইতেন না, সে চিন্তাই তাঁর কখনও ছিল না। চির-দরিদ্র হইয়াও তাঁর মত সুখী ও আনন্দময় চিত্ত কোথাও দেখি নাই।

প্রায় ১৮।১৯ বৎসর হইল তিনি কর্ম্মে অবসর লইয়া দেশে আসিয়াছিলেন। এখনও তাঁর কর্ম্মে উৎসাহের অভাব ছিলনা। দেশের দুরাবস্থা দেখিয়া সর্ব্বদাই অস্থির হইতেন। যখন যেথানে যতটুকু সুযোগ পাইতেন আকুল আগ্রহে যুবকের ন্যায় উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া ছুটিতেন কিসে দেশের উন্নতি হয়। এখানে ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন হইলে তার উন্নতিকল্পে বিশেষ চেষ্টা করেন শেষে অসম্প্রদায়িকভাবে বর্ত্তমান সম্পাদকের সহিত একযোগে সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

স্থানীয় স্কুলের অবস্থা পরিবর্ত্তনে তিনিই প্রধান সহকারী ছিলেন। তাঁরই উৎসাহ ও চেষ্টায় স্কুলের অবস্থা ভাল হইয়াছিল। তাঁর মত এত সৎসাহস বড় দেখি নাই। তাঁর স্বভাবের বিশেষত্ব ঐ টুকু ছিল। কখনও কাহাকেও তুষ্ট করিতে কর্ত্তব্য ভুলিতেন না। সর্ব্বদা ন্যায়ের পথে চলিতেন। কাহারও অসন্তোষের ধার ধারিতেন না। প্রথমে এখানকার ছোটলোকেরা বড়ই কষ্ট দিয়াছিল। মুন মজুর খাটিত না ধোবা নাপিত ইত্যাদি সকলেই কাজ বন্ধ করিয়াছিল। ক্রমশঃ পিতার পরোপকার গুণে মুগ্ধ হইয়া সকলেই কাজ কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রথমে লোকাভাবে আমরা যে কষ্ট ভোগ করিয়াছি বলা বাহুল্য, এখন আর সে সব কষ্ট নাই। কেবল তাঁরই চরিত্র দেখিয়া লোকেরা বিদ্বেষ ভাব ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিল। আজ তাঁর অভাবে প্রতিবেশী ও ছাত্রগণ সকলেই হায় হায় করিতেছে। তাঁর দিব্য চরিত্রের অনুগমনে আমরা যেন তাঁর উপযুক্ত পুত্র কন্যা হইতে পারি এবং তদ্দারা তাঁহার স্বর্গস্থ আত্মার প্রীতিবর্দ্ধন করিতে পারি, ঈশ্বর আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীমতী ননীবালা দেবী।

ঢাকা নববিধান সমাজের উৎসব।

করুণাময়ের অপার করুণায় পূর্ব্ববাঙ্গালা নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজের ষট্‌চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সুসম্পন্ন হইয়াছে। বাধা বিঘ্নের জন্য কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত করিয়া ২৫শে ভাদ্রের পরিবর্ত্তে ১লা আশ্বিন হইতে উৎসব আরম্ভ হয়। ১লা আশ্বিন সায়ংকালে উপাসনা হইয়া কার্য্যারম্ভ হয়। শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনা করেন এবং বিশ্বাস বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। ২রা আশ্বিন রবিবার দুইবেলা ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। সায়ংকালে ভাই মহিমচন্দ্র সেন উপাসনা করেন এবং সরলতা বিষয়ে উপদেশে বলেন যে, যেজন সরল হয়, বিশ্বাস তাঁহারে পায়, যে জন ভালবাসে আমারে চাহে সরল অন্তরে, বহু সাধনের ধন, ব্রহ্ম দর্শন শ্রবণ হয় সরল হৃদয়ে সহজে সমাধান; সরল হৃদয়ে সহজে অনুরাগ প্রেম জন্মে, কুটিল হৃদয়, কুচিন্তার আলয়, প্রেমোদয় কভু নাহি হয় তার।" উপদেশে এ সকল কথা ছিল। ৩রা দিগবাজারে ভাই দুর্গানাথ উপাসনা করেন। ৪ঠা আশ্বিন সায়ংকালে ভাই দুর্গানাথের গৃহে সংকীর্ত্তনে উপাসনা হয়। ৫ই মন্দিরে সঙ্গত সভাতে বিশেষ আলোচনা হয়। ৬ই আশ্বিন স্বর্গীয় আনন্দমোহন দাসের বাড়ীতে (ফরাসগঞ্জে) উপাসনা হয়। ৭ই মালাকারটোলায় বাবু সুরেন্দ্রচন্দ্র দাসের বাড়ীতে সংকীর্ত্তনে উপাসনা হয়। ৮ই শনিবার, বক্তৃতা—ভাই দুর্গানাথ রায় 'জাগ্রত ধর্ম্ম' বিষয়ে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন।

৯ই সমস্ত-দিনব্যাপী উৎসব। পূর্ব্বাহ্নে শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় এবং সায়ংকালে শ্রদ্ধেয় ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন। মাধ্যাহ্নিক উপাসনা শ্রীযুক্ত ভ্রাতা বিহারিকান্ত চন্দ করেন। পাঠ ভাই দুর্গানাথ এবং ধ্যানের উদ্বোধন ভাই মহিমচন্দ্র করেন। ১০ই রামমোহন মৃত্যু-সভা। ১১ই শ্রীমান রমেশচন্দ্র সমাদ্দারের পরিবারে উপাসনা। ১২ই সমাজের উপাসক মণ্ডলীর বার্ষিক সভা এবং তৎপরে সঙ্গত সভার বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ। সঙ্গতের সম্পাদক বাবু অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল সমুদয় বৎসরের সংক্ষিপ্ত কার্য্য বিবরণ অতি সুন্দররূপে রক্ষা করিয়া সঙ্গতের সভ্যদিগের মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন। ১৩ই বৃষ্টির জন্য নারায়ণগঞ্জে প্রচার যাত্রা হয় নাই। ১৪ই বাবু রাজকুমার দাসের বাড়ীতে ভাই চন্দ্রমোহন উপাসনা করেন। ১৫ই ভক্তিভাজন বঙ্গচন্দ্র রায়ের স্বর্গারোহণ দিনে প্রাতে দেবালয়ে বিশেষ উপাসনা এবং সায়ংকালে মন্দিরে স্মৃতিসভা হয়। ১৬ই প্রাতে মহিলা উৎসব। সায়ংকালে উৎসবের শান্তিবাচন হয়।

প্রবচন সংগ্রহ।

চীন প্রবচন।

(১) এক আনন্দে শত দুঃখ দূর হয়।
(২) প্রকৃত বন্ধুতা অল্পক্ষণেই বিবাদ মিটাইয়া লয়।
(৩) আকাশ অপেক্ষা মানব হৃদয় আরও উচ্চ।
(৪) নিখুত প্রস্তরখণ্ড অপেক্ষা দাগী মুক্তাও ভাল।
(৫) মানুষের জীবন বায়ু-কম্পিত বর্ত্তিকার ন্যায়।
(৬) সুচ নইলে সেলাই কত্তে পারে না।
(৭) অতি সুখও সন্তাপের কারণ।
(৮) লজ্জাশীলতাই নারীর বীরত্ব।

মালয় প্রবচন।

(১) বাঘ তার বাচ্ছা খায় না।
(২) উপরে থুথু ফেললে আপনার মুখে পড়ে।
(৩) পীপিলিকা চিনিতে ভিন্ন আর কোথায় মরে?
(৪) লঙ্কা খাইলেই মুখে ঝাল লাগিবে।
(৫) মুখের দ্বারাই দেহের পতন হয়।
(৬) যদি পথ হারিয়ে থাক, পথের আরম্ভে ফিরিয়া যাও।
(৭) বাঘের বাচ্ছা ছোট হলেও বাঘ।

হিন্দুস্থানী প্রবচন।

(১) কাক খাঁচায় রাখিলে কি কাকাতুয়ার মত বোল বলিবে।
(২) আম খেয়ে আঁটী বেচ।
(৩) অন্ধের সামনে ক্রন্দন কেবল চোখ নষ্ট করা।
(৪) আগে জল তার পর কাদা।
(৫) অন্ধ একবার বই লাঠি ফেলে না।
(৬) বিড়ালের স্বপ্ন কি খাবে তাই।
(৭) যার পায়ে ঠোকর লাগেনি সে অন্যের বেদনা কি বুঝিবে।

"তোরা কি আমার মাকে দেখেছিস্?"

"তোরা কি আমার মাকে দেখেছিস্" মা পিপাসু বড় ভাল মা ভক্ত শ্রীব্রহ্মানন্দের প্রাণের গভীরতম প্রদেশ হইতে এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছিল। এ প্রশ্নের উত্তর সহজ নহে। শিশু সহজে মাকে মা বলিয়া চিনিয়া লয়। মাকে চেনা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। জীবের ভিতরে ইহা বিধাতা প্রদত্ত স্বাভাবিক জ্ঞান। কে না মাকে জানে? সদ্যজাত বৎস সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাকে চিনিয়া লয়।

ঈশ্বরের মাতৃভাব (Motherhood of God) সেইরূপ স্বাভাবিক সাধনার পথে ভিতরে আসিতে জানে। ভক্ত শিশুর

নিকট সেই মাতৃভাব কত স্বাভাবিক। অনেক শিখিয়া ও শাস্ত্র পড়িয়া ভগবানের মাতৃত্ব শিখিতে হয় না। ভক্তের স্বাভাবিক পথে ইহা আসিয়া পড়ে।

ভক্ত রামপ্রসাদ কোন্ স্থানে আসিয়া তাঁহাকে "মা" "শ্যামা মা" বলিয়া ডাকিলেন? শিশু যেমন মাকে সাম্নে দেখিয়া "মা মা" বলিয়া ডাকে, তিনিও সেইরূপ ডাকিলেন। তিনি মাকে সাম্নে পেয়ে সেই ভাবে ডাকিলেন। ডাকা তাঁর স্বাভাবিক ভাবে আসিয়াছিল। শ্যামা মা শব্দের অর্থই প্রাপ্ত মা। শ্যামা শব্দ "শৈ" ধাতু হইতে উৎপন্ন। ইহার অর্থই "প্রাপ্ত হওয়া"। রামপ্রসাদ পাইয়াই "শ্যামা মা" বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। মাকে না পাইলে কে ডাকিতে পারে?

ব্রহ্মানন্দ পাইয়াই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তোরা কি আমার মাকে দেখেছিস?" শিশু মাকে দেখে অপরকেও বলে ঐ দেখ আমার মা আসিতেছে। শিশু মা দেখার সাক্ষ্য যেমন দিতে পারে এমন আর কে দিতে পারে? ভক্ত ব্রহ্মানন্দ মাকে দেখিলেন এবং অপরকেও জিজ্ঞাসা করিলেন। শিশুর মত তাঁহার সে প্রশ্ন স্বাভাবিক।

এখন জিজ্ঞাসা করি আমরা কি সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিয়াছি? কই সে শিশুভাব ও শিশুত্ব সাধন? শিশু সোণা রূপা চেনেনা। শিশু কেবল মাকে চেনে। মাই শিশুর সর্ব্বস্ব। ভক্তের মা ধন পরম ধন। ভক্তজন তাই মাকে এত চিনিয়াছিলেন। আমাদের কি হইল? ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী ভুবনমোহিনী মা সকলকে কোলে পিঠে নিয়ে কত কি দেবার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু মাকে আমরা চিনে নিতে পারিলাম না।

নববিধান মাতৃবিধান। মা চেনা নববিধানের স্বাভাবিক মূল সত্য। না চিনলে নববিধান হইল না। মাতৃ-বিধানে ব্রহ্মানন্দ মাকে দেখিলেন। শিশু যেমন মাকে দেখিয়া নাচিতে থাকে ব্রহ্মানন্দও সেইরূপ নাচিলেন। শিশুর নাচা স্বাভাবিক।

ব্রহ্মানন্দেরও মা নামে ও মাকে দেখে নাচা স্বাভাবিক। আমাদের দেখা হয় নি তাই আমরা "মা মা" বলে নাচিতে পারিলাম না। নববিধানের মা ভক্ত ব্রহ্মানন্দের শ্যামা মা। মাও নাচেন ও শিশুও নাচেন। মা নৃত্যকালী হইয়া ভক্ত সন্তানের সঙ্গে নৃত্য করেন। মা শিশুকে চেনেন এবং শিশুও মাকে চেনেন। "He knows His sheep and the sheep know Him." তিনি তাঁহার মেষ দলকে চেনেন দলও তাঁহাকে চেনে। এই ত নববিধান। এই ত ভক্তির বিধানে "Beogttenness" নবজাতত্ব। মার সঙ্গে এ সম্বন্ধ না হইলে জাতত্ব আসে না। ইহাই নবজন্ম (New Birth)।

একবার তাই প্রাণের গভীর স্থান হইতে বলি, কি ভক্তের প্রাণের উত্তর দিতে পারিব?

চির সেবক—শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

গাজিপুরে ব্রহ্মোৎসব।

স্বর্গীয় নিত্যগোপাল রায়ের সহধর্ম্মিণীর আহ্বানে কলিকাতা হইতে শ্রদ্ধেয় ভাই অক্ষয় কুমার লধ, শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গণেশ প্রসাদ এবং বিষ্ণুপদ শী গাজিপুর গমন করেন। ১৩ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যায় মন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন হয়। ভাই অক্ষয় উপাসনা করেন। ১৪ই আশ্বিন প্রাতে স্নানান্তে গৃহদেবালয়ে উপাসনা হয়, ভাই অক্ষয় উপাসনা করেন। অপরাহ্নে বাড়ী বাড়ী গিয়া দেখা সাক্ষাৎ করিয়া উৎসবের জন্য কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করা হয়। ১৫ই আশ্বিন, প্রাতে স্নানান্তে গৃহদেবালয়ে উপাসনা হয়, কামাখ্যা বাবু উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় স্বর্গীয় নিত্যগোপাল রায়ের গৃহে তাঁহার স্মৃতিসভা হয়। হিন্দী সঙ্গীত হয়, কামাখ্যা বাবু সংক্ষেপে উপাসনা করিয়া স্বর্গীয় নিত্যগোপাল বাবুর জীবনী সম্পর্কে কিছু বলেন। স্থানীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দেবদত্ত শর্ম্মাও কিছু বলেন। উপস্থিত সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। ১৬ই আশ্বিন দিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে কামাখ্যা বাবু, সন্ধ্যায় ভাই অক্ষয় উপাসনা করেন। ১৭ই আশ্বিন, প্রাতে গৃহদেবালয়ে ভাই অক্ষয় উপাসনা করেন, সন্ধ্যায় নিত্যগোপাল বাবুর গৃহে মহিলা সাধ্বীসম্মিলন হয়। ১৫।২০ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। কামাখ্যা বাবু উপাসনা করেন ও "সাবিত্রী সত্যবান" উপাখ্যান বলিয়া উপদেশ দান করেন। জলযোগে মহিলাগণকে আপ্যায়িত করা হয়। এইরূপে উৎসবের কার্য্য সমাপ্ত হয়। কামাখ্যা বাবু উপাসনাদি প্রায়ই হিন্দিতে করেন, গণেশ বাবু হিন্দি সঙ্গীত করেন, বিষ্ণুপদ বাবু ঊষা-সঙ্গীত আদি করেন। এই কয় দিনই স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গাদি হয়। এইরূপে একটা জমাট উৎসবের প্রসাদ সকলে ভোগ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এই উপলক্ষে নিত্যগোপাল বাবুর সহধর্ম্মিণী প্রচার ভাণ্ডারে ১০৲, মেদিনীপুর বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থ ২৲ ও ভাদ্রোৎসবে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন। ভগবান্ গাজিপুরে যে নববিধানের তীর্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা তিনি রক্ষা করুন।

—০—

নূতন সঙ্গীত।

(কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত)

হরিপদ পূজা করে নিখিল সংসার রে।

ঐ দেখ তরুলতাগণ, করিছে অর্পণ, পুষ্পাঞ্জলি প্রেমভরে রে॥

নীরবে গম্ভীর ভাবে হিমগিরিবর, ধেয়ায় হরিপদ, (অশ্রু বিসর্জ্জন করি ধেয়ায় হরিপদ) কত নদ নদী হল তাতে; ঐ দেখ করিছে পবন, চামর ব্যজন, তরুলতাগণে দুলাইয়ে॥

পাখীগণ হরিগুণ, গান করে সদা, সবাই হরিভক্ত (অভক্ত কেউ রইল না রে, সবাই হরিভক্ত) মেঘ করে মৃদঙ্গ বাদন; এই সুবিশাল ক্ষিতীঘোরে নিতি নিতি, প্রদক্ষিণ করি হরিরে॥

এমন সুধা সময়ে, হরিধনে ছাড়ি, কেন রইলি রে মন, (তাই তোরে বলি কেন রইলি রে মন), থাকিস নে আর বোবারই মতন, একবার দেখ রে চাহিয়া, নয়ন মেলিয়া, ভুবন মোহন রূপ রে॥

—•—

বিশ্ব-সংবাদ।

বিজ্ঞানের উন্নতি।

এখানে যেমন বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারে মটর গাড়ী চলিতেছে, কালীফর্ণীয়া দেশে সূর্য্যরশ্মির শক্তি সঞ্চারে মটর চালাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। মটর গাড়ীকে যেমন সাধারণ লোকে হাওয়ার গাড়ী বলে, ক্রমে সত্যই হয়ত হাওয়াতেই গাড়ী চলিতে পারিবে। পদার্থ বিজ্ঞানের উন্নতি কল্পে যেমন জগতের উৎসাহ, অধ্যাত্ম বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের উন্নতিকল্পেও সেইরূপ দৃষ্টি বাঞ্ছনীয়।

***

রক্তের প্রভেদ।

নরনারীর সমান অধিকার স্থাপনের জন্য সমগ্র সভ্য জগতে মহা আন্দোলন চলিতেছে। নরনারীর ন্যায়-সঙ্গত আধ্যাত্মিক সমতা আমরা বিশ্বাস করি, কিন্তু কি নর কি নারী পরস্পরের অধিকার কোনরূপে অবৈধভাবে গ্রহণ করেন, ইহার আমরা পক্ষপাতী নই। নারীও পুরুষের অধিকার লইবেন না, পুরুষও নারীর প্রতি পাশবীয় ব্যবহার করিবেন না। কিন্তু উভয়েই বিধাতা নির্দ্দিষ্ট অধিকার লইয়া পরস্পরের সহকারিতা করিবেন ইহাই নববিধান। নরনারীর রক্ত পরীক্ষা করিয়া বিজ্ঞানও নাকি আবিষ্কার করিয়াছেন রক্তেতেও পার্থক্য পাওয়া যায়! প্রকৃতিতেও যে প্রভেদ তাহা কে অস্বীকার করিবে?

***

খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীগণ বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে Church of England একটী। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য এই মণ্ডলী রাজকোষ হইতে অর্থসাহায্য দ্বারা রক্ষিত ও পরিচালিত হয়। গবর্ণমেণ্টের শাসন প্রণালী যেমন গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত রাজকর্ম্মচারীদিগের দ্বারা সম্পাদিত হয়, তেমনি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্যপ্রণালীও ভারতে এখানকার খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাধিকরণ বা লর্ড বিসপের দ্বারা পরিচালিত হয়, তাঁহার উপরেও ইংলণ্ডে আর্কবিসপ রহিয়াছেন। এক্ষণে প্রস্তাব হইয়াছে এই প্রণালী সম্পূর্ণরূপে Church of England বা ইংলণ্ডীয় মণ্ডলী হইতে স্বতন্ত্র ভাবে সম্পাদিত হইবে। এবং ইহা "ভারতীয় মণ্ডলী" বা Church o India নামে অভিহিত হইবে। বর্ত্তমান লর্ড বিসপই এ সম্বন্ধে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। বাস্তবিক ভারতবর্ষস্থ খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী সকল ভারতস্থ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মনেতৃগণের দ্বারাই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত। ধর্ম্মপ্রচারও যদি ইংলণ্ডীয় ভাবের বাঁধা বাঁধি নিয়মে সম্পাদিত হয়, তাহাতে যথার্থ স্বাভাবিক ধর্ম্মভাবের স্ফূর্ত্তি পাইবে কিরূপে! এই জন্যই আচার্য্য বলিয়াছিলেন পাশ্চাত্য সাহেব খ্রীষ্ট আমাদিগকে দিও না, হিন্দু যোগী যে খ্রীষ্ট তাঁহাকেই আমরা চাই। শুধু Church of England কেন সকল খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ই সাহেবদিগের কর্ত্তৃত্ব-বন্ধন মুক্ত হইয়া যদি ভারতে স্বাধীন ভাবে ধর্ম্ম প্রচার করেন যথার্থ বিধাতার ইচ্ছা পালন করিতে সক্ষম হন। যেখানে যেমন সেখানে তেমন ভাবে স্থানীয় লোকের প্রকৃতি উপযোগী করিয়া প্রচার করিতে হইবে, ইহাই নববিধানের শিক্ষা।

সংবাদ।

রাজর্ষি রামমোহনের স্বর্গারোহণ দিন—এই স্মরণীয় দিন উপলক্ষে কলিকাতা এবং ভারতের নানা স্থানে ব্রহ্মোপাসনা ও সভাসমিতি করিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা ভক্তি অর্পণ করা হয়। নবদেবালয়ে ও শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমেও বিশেষ উপাসনা ও পাঠাদি হয়।

সাম্বৎসরিক—গত ১১ই অক্টোবর, হুগলী জেলার বক্সা গ্রামে ডাঃ নিত্যগোপাল মিত্র মহাশয়ের একবিংশতি সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠানে ভ্রাতা অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন ও মিত্র পত্নীর সপ্তবিংশতি সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে করাচি নগরে ভাই প্রমথ লাল সেনের প্রাতঃকালীন উপাসনায় শ্রীমতী চিত্তবিনোদিনী ঘোষ বিশেষ ভাবে সকরুন প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে দান ৪৲ টাকা।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক—গত ১৮ই সেপ্টেম্বর, কোচ-বিহারের মহারাজা স্যর শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে কেশবাশ্রম সমাধিক্ষেত্রে বিশেষ উপাসনা হয়, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন। রাজকর্ম্মচারী ও প্রজাবর্গ অনেকেই গম্ভীরভাবে যোগদান করেন। স্বর্গীয় মহারাজার প্রতি প্রজাবর্গের ভক্তি অর্পণার্থ কাউন্সিল হলের সম্মুখে মহারাজার মর্ম্মর মূর্ত্তির পশ্চাতে এক মহতী স্মৃতিসভা হয়। স্থানীয় ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত মনোরথধন দে, এম, এ, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনাথ রায়, বাবু দীনেশচন্দ্র সান্যাল ও ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক মহারাজার জীবনের মহত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেন। নূতন রচিত সংকীর্ত্তন গান করিতে করিতে সমাধি মণ্ডপে গিয়া উন্মত্ত কীর্ত্তন করা হয়।

বিশেষ উপাসনা—গত ২১শে সেপ্টেম্বর, প্রাতে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক রংপুরের পুরাতন ভগ্ন মন্দিরে বিশেষ উপাসনা করেন। স্থানীয় কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ ডি, এন, মল্লিক ও কয়েকজন উকীল ও সহানুভূতিকারী বন্ধু যোগদান করেন। এই মন্দির গৃহটী সংস্কৃত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন

কোচবিহার ছাত্র লাইব্রেরীর উৎসব—এই উপলক্ষে লাইব্রেরীর সভাপতি ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক গত ১৯শে সেপ্টেম্বর প্রার্থনা করিয়া সভাপতির কার্য্য করেন।

কৃতজ্ঞতার্পণ—গত ২৬শে সেপ্টেম্বর, বাগনানের ব্রাহ্মবন্ধু ডাঃ রসিকলাল রায়ের আবাসে তাঁহার দৌহিত্রী ও বালেশ্বরের শ্রীমান্ হেমচন্দ্র দাসের কন্যার কঠিন রোগ হইতে আরোগ্য হেতু কৃতজ্ঞতা অর্পণার্থ বিশেষ উপাসনা ভাই প্রিয়নাথ করেন।

ভুল সংশোধন—গত ১৬ই ভাদ্র ও ১লা আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্বে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসের মাসিক দানের লিষ্ট মধ্যে কম্পোজ ইত্যাদি কালে ভুলক্রমে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন ২ এবং শ্রীমতী কমলা সেন ১৲ টাকা ছাড় পড়িয়াছে।

এই সংখ্যায় ভাদ্রোৎসবের বিবরণ মধ্যে ১৭৯ পৃষ্ঠায় ২য় কলমে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক "জয়লাভ" জীবনবেদ হইতে পাঠ করেন না হইয়া "অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা" পাঠ করিয়াছিলেন হইবে।

কোচবিহার সংবাদ—ভ্রাতা নবীনচন্দ্র আইচ লিখিয়াছেন:—কোচবিহার নববিধান ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তিস্থাপনের চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব ১৯২৬ খৃঃ ১৫ই আগষ্ট, ১৩৩৩ সাল ৩০শে শ্রাবণ, রবিবার সম্পন্ন হয়। এই মন্দিরের শুভ ভিত্তি স্থাপনের ৪০শ সাম্বৎসরিক উৎসবোপলক্ষে শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মল্লিক মহাশয় আসিয়া উপাসনাদি করেন। ১৫ই আগষ্ট, রবিবার পূর্ব্বাহ্ন ৮৷৷০ ঘটিকার সময় ব্রহ্মমন্দিরে সমস্ত-দিনব্যাপী উৎসব হয় উদ্বোধনের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া আরাধনা, প্রার্থনা ও উপদেশে জাগ্রত জীবন্ত শ্রীভগবান যে নিজেই বলিতেছেন, "আমি আছি" ইহাই বিশেষরূপে পরিস্ফুট হয়। তাহা প্রত্যেক মানবের উপলব্ধি করিতে হইবে এবং তাঁহার বাণী শুনিয়াই জীবন গঠন ও যাপন করিতে হইবে, ইহাই অভিব্যক্ত হয়। প্রায় ১১টায় এ বেলার কার্য্য শেষ হয়।

মধ্যাহ্নে কেশবাশ্রমে উপাসক উপাসিকাগণ একত্র প্রীতিভোজন করেন।

অপরাহ্ণ ৫৷৷০ ঘটিকার সময় ব্রহ্মমন্দিরে "জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ" বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রচারক মহাশয়ের মুখে আলোচ্য বিষয়টীর মীমাংসা শুনিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আলোচনার পর প্রমত্ত কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনান্তে প্রায় ৭টার সময় উপাসনা আরম্ভ হয়। এ বেলা "বিধানমাহাত্ম্য" বর্ণন করেন ও অতি উজ্জ্বলরূপে পরিস্ফুট হয়। বাহিরের কয়েকটী ভদ্র মহিলাও উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন।

১৬ই আগষ্ট, সোমবার প্রচারক মহাশয় রাজবাটীর প্রাঙ্গণস্থিত পূর্ব্বসমাধির শূন্য স্থানটী দর্শন ও প্রণাম করিয়া আসিয়া কেশবাশ্রমস্থিত নবনির্ম্মিত সমাধিতীর্থে মহারাজ স্যর নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের সমাধিপার্শ্বে উপাসনা করেন। উপাসনার প্রথমাংশ স্থানীয় উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আইচ ও শেষাংশ প্রচারক মহাশয় সম্পন্ন করিয়া উৎসবের শান্তিবাচন করেন। ঐ দিনই সন্ধ্যার ট্রেণে প্রচারক মহাশয় রংপুর চলিয়া যান।

এবার দুঃখ দুর্গতিহারিণী ভক্তজননী নবদুর্গা এবং ১০ই অক্টোবর হইতে ২০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এখানে শারদীয় উৎসব সম্ভোগ করাইয়া ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছেন। ১০ই অক্টোবর, রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনায় নববিধানের চিন্ময়ী নবদুর্গার পূজা হইয়াছে। ১১ই ও ১২ই প্রাতে প্রচারাশ্রমে উপাসনা হয়। ১৩ই বুধবার, পূর্ব্বাহ্ন ৭৷৷০ ঘটিকার সময় প্রচারাশ্রমে ৭মী পূজার দিন বিশেষ উপাসনা হয়। দুর্গতিহারিণী সত্য মার পূজা। প্রতিমার পূজায় লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্ত্তিক আধ্যাত্মিক—সম্পদ, বিদ্যা, কল্যাণ ও সৌন্দর্য্যের আরাধনা করা হইল। সিংহ তেজ, পাপাসুর বিনাশকারী অনন্ত শক্তি। ১৪ই বৃহস্পতিবার অষ্টমী পূজার দিন পূর্ব্বাহ্ন ৬৷৷০ ঘটিকার সময় পোষ্টাল ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত অবনী মোহন গুহের বাসায় উপাসনা হয়। আমরা যেন কামাদি ষড়রিপু এবং স্বার্থ, অহঙ্কার, বিলাস-বাসনা মার চরণে বলিদিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হইতে পারি। মা, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন। রাত্রিতে সকলে একত্রে প্রীতিভোজন তৃপ্তির সহিত করা হইল। ১৫ই শুক্রবার, নবমী পূজার দিন পূর্ব্বাহ্ন ৭৷৷০ ঘটিকার সময় কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের করুণাকুটীরে উপাসনা হয়। কেদার বাবুর সহধর্ম্মিণী অশ্রুমতীর শুভ জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। কেদার বাবু বিশেষ প্রার্থনা করেন। মধ্যাহ্নে কেদার বাবুর বাড়ীতে প্রীতিভোজন করা হয় এবং সন্ধ্যায় সঙ্গীত কীর্ত্তনাদি হয়। ১৬ই শনিবার বিজয়া উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্ন ৭ ঘটিকার সময় শ্রীমান বিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাসায় উপাসনা হয়। অবনীমোহন গুহ উপাসনা করেন। ১৭ই রবিবার, পূর্ব্বাহ্ন ৭৷৷০ ঘটিকার সময় শ্রীমান্ উষাকুমার দের বাড়ীতে বিশেষ উপাসনা হয়। মধ্যাহ্নে কেশবাশ্রমে ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য হয়। "জীবনবেদ" হইতে "অরণ্যবাস ও বৈরাগ্য" পাঠ করা হয় এবং এই বিষয় অবলম্বনে আলোচনা করা হয়।

দানপ্রাপ্তি—১৯২৬, জুন ও জুলাই মাসে প্রচার ভাণ্ডারে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে।

মাসিকদান।—জুন, ১৯২৬।

কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ১০০৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন ২৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন ২৲, শ্রীমতী ভক্তিমতী মিত্র ২৲, শ্রীমতী সরলা দাস ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন ১৲, রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ৪৲, শ্রীমতী সুমতী মজুমদার ১৲, মেজর জ্যোতিলাল সেন ২৲, মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী ১৫৲, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ ২৲, শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার হালদার ৫৲, ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ সেন ২৲, শ্রীমতী মনোরমা মুখার্জ্জি ২৲, কোন মাননীয়া মহিলা ১০৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ১০৲ টাকা।

এককালীন দান।—জুন ১৯২৬।

স্বর্গগত পি, সি, সেনের আদ্য শ্রাদ্ধ উপলক্ষে, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিকের ঋণ শোধ উদ্দেশ্যে [illegible]০৲, স্বর্গগত ভাই মহেন্দ্র [illegible]

সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ২৲, মাতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত কালিপদ দাস ১৲, মাতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যা ১৲, শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন দত্ত ২৲, কন্যার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় ৪৲, পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত সোডি দেওয়ান সিং ১০৲, স্বর্গীয় মনোমতধন দের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মনোনীতধন দে ২৲, শ্রীযুক্ত হকমত রাও ১০৲. পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৫৲, কনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সাহ ২৲, স্বর্গগত মনোমতধন দের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীমতী হেমলতা চন্দ ২৲, স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র দত্তের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী শশাঙ্ক বালা দত্ত ৪৲, মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ৫৲, শ্রীযুক্ত রেওয়া চাঁদ হিরা সিংহ ১০৲, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ দাস ১৲ টাকা।

মাসিক দান।—জুলাই, ১৯২৬।

কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ১০০৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ১০৲, মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী ১৫৲, Major J. L. Sen ২৲, কোন মাননীয়া মহিলা ১০৲, শ্রীযুক্ত খড়্গসিংহ ঘোষ (৩ মাসের) ৬৲, শ্রীমতী সুমতি মজুমদার ১৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন সেন ২৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন ২৲, শ্রীমতী ভক্তিমতী মিত্র ২৲, শ্রীমতী সরলা দাস ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন ১৲, ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ সেন ২৲, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ ২৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার ৫৲, শ্রীযুক্ত S. N. Gupta (২ মাসের) ৪৲, শ্রীযুক্ত হেমন্ত বালা চাটার্জ্জি (২ মাসে) ২৲, শ্রীমতী মাধবীলতা চাটার্জ্জি (২ মাসে) ২৲, রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ৪৲, শ্রীমতী মনোরমা দেবী ২৲, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল খাস্তগীর ১৲ টাকা।

এককালীন দান।—জুলাই ১৯২৬।

কুচবিহারের স্বর্গগত মাননীয় মহারাজা জীতেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের জন্মদিন উপলক্ষে মাননীয়া শ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবী কর্ত্তৃক দান ১০৲, শ্বশুরের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে স্বর্গগত শরচ্চন্দ্র সেনের সহধর্ম্মিণী ২৲, স্বর্গগতা সরলা সুন্দরী খাস্তগীরের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে তাঁহার মেমোরিয়াল ফণ্ড হইতে নববিধান ট্রাষ্টের সেক্রেটারী যোগে ৫৲, স্বর্গীয় বিনয়েন্দ্র নাথ সেনের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে তাঁহার কন্যা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা সেনের দান ২৲, [illegible] সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীমতী প্রভাত বালা সেন ৪৲, স্বর্গগতা সরলা সুন্দরী খাস্তগীরের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহার স্বামী রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর ১০৲, মঙ্গলানুষ্ঠান উপলক্ষে শ্রীযুক্ত হরদত্ত সিংহ ॥০, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ১০৲, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল খাস্তগীর (শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীকে দুধের বাবদ) ১৲, দৌহিত্রের জাতকর্ম্ম উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস ৫৲, পিতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে স্বর্গীয় মতিলাল মুখার্জ্জির সহধর্ম্মিণী ৫৲, স্বামীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীমতী পুণ্যদায়িনী দেবী ২৲, পিতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে কন্যা শ্রীমতী রেণুকা গাঙ্গুলী ১৲ (শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীকে দান), শ্রীযুক্ত আনন্দ সুন্দর বসু, ৩৲, মাতৃসাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীমতী দীপ্তিময়ী নন্দন ২৲, পিতৃসাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীমতী দীপ্তিময়ী নন্দন ২৲, কন্যার আরোগ্য উপলক্ষে শ্রীমতী সুপ্রীতি বাত্রা ২৲, কন্যার স্বর্গারোহণ দিনে মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী ১০৲, স্বর্গগত ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহার দৌহিত্র শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সাহ ৫৲, স্বর্গীয় ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথের পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে ২৲, পুত্রের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ডাক্তার মোহিতলাল সেন ১০৲, স্বর্গীয় রায় সাহেব দেওয়ান Taludas Gisurahএর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী Sh. Chatur Bai ৫০৲ টাকা।

আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে দাতাদিগকে প্রণাম করি। ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ তাঁহাদের মস্তকেবর্ষিত হউক।

কাতর নিবেদন।

অর্থাভাব বশতঃ প্রেসের ঋণ যথাসময়ে পরিশোধ হয় নাই, এই জন্য প্রেসের কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয় ঠিক সময়ে ধর্ম্মতত্ত্ব মুদ্রণের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। তাই এবারও দুই সংখ্যা একত্রে এত বিলম্ব করিয়া বাহির করিতে হইল। এ সম্বন্ধে সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ, অনুগ্রহ করিয়া আমাদের অপরাধ ক্ষমা করেন এই প্রার্থনা। গ্রাহক মহাশয়গণ নিজ নিজ দেয় যথাসময়ে প্রদান করিলে ভবিষ্যতে আর বিশৃঙ্খলা হইবে না।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র বলেন:-"বিল পাঠাইয়া কোন ধর্ম্মসমাজের চাঁদা সংগ্রহ করা বড়ই অসাত্ত্বিক, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অযাচিত ভাবে যাঁহারা দান করেন, তাঁহারাই ধন্য।" "শ্রীব্রহ্মানন্দধাম" তীর্থ রক্ষার জন্য যাঁহারা অর্থ দান করিবেন তাঁহারা অযাচিত ভাবে নিজ নিজ অর্থ সাহায্য "ধর্ম্মতত্ত্ব" সম্পাদকের নিকট কলিকাতা ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে আপাততঃ পাঠাইলেই অর্থ যথা স্থানে পৌছিবে।

Edited, on behalf of the Apostolic Durbar, New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬১ ভাগ। ২৩ সংখ্যা। ১৬ই পৌষ, শুক্রবার, ১৩৩৩ সাল, ১৮৪৮ শক, ৯৭ ব্রাহ্মাব্দ। 31st December, 1926. বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

হে অদ্বৈত, এই বিশ্বময় যাহা কিছু আছে সর্ব্বময় তুমি বিরাজিত, সকলেই তোমার পরিচয় দিতেছে, তোমারই মহিমা গান করিতেছে, এক তোমারই পূজা করিতেছে। মানবগণ সে যে নামেই ডাকুক, যে যে ভাবেই পূজা করুক, যে যে মতেই ধর্ম্ম-সাধন করুক, সকলে এক তোমারই মহিমা মহিমান্বিত করিতেছে। তুমিই জগতের স্রষ্টা, পাতা ও উপাস্য দেবতা। বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ সকল শাস্ত্রে তোমারই কথা। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ সকলেরই এক উদ্দেশ্য, উপাস্য তুমি। ব্রহ্ম জিহোভা, গড্, খোদা, হরি, মা সকলই এক তোমারই নাম। মুসা সক্রেটিস, বুদ্ধ, শ্রীগৌরাঙ্গ, মহম্মদ ও আর্য্য ঋষিগণ সকলে এক তোমারই আরাধনা উপাসনা করিতেছেন। তুমিও তেমনি সকলকে এক তোমারই প্রেমে মিলাইয়াছ তোমার সকল ধর্ম্মকেও মিলিত করিয়া রাখিয়াছ। তুমি যেমন এক, তেমনি তুমি এক অখণ্ড বিধান সর্ব্বসমন্বয় বিধান, নববিধান লইয়া বর্ত্তমান যুগে সকল মানবকে এক মহা প্রেমের মিলনে মিলাইয়াছ। একটি বৃক্ষের শাখা প্রশাখা অনেক হইলেও বৃক্ষ একই, এক দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিভিন্ন হইলেও দেহ একই, তেমনি তোমার স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তুমি ত এক অদ্বিতীয়, তেমনি তোমার ভক্তগণ বিভিন্নযুগে বিভিন্ন আকারে তোমার ধর্ম্ম বিধান প্রচার করিলেও তোমার সকল বিধানই যে এক অখণ্ড বিধান, তোমার সকল ভক্তও যে এক, সকল শাস্ত্রও এক, এমন কি সকল দেশ যেমন একই ভূখণ্ডে অবস্থিত, তেমনি সকল মানবও এক অখণ্ড ভাবে গ্রথিত। ইহাই তুমি বিশেষ ভাবে শিখাইবার জন্য নববিধান প্রেরণ করিয়াছ। আশীর্ব্বাদ কর, তোমাকে এক অদ্বৈত বলিয়া যেমন বিশ্বাস করিব, তেমনি তোমার সকল ধর্ম্ম সকল শাস্ত্র, সকল ভক্ত সকল মানবকেও এক তোমারই অঙ্গে গ্রথিত বিশ্বাস করিয়া সকল ভেদ ভাব পরিহার করি ও তোমাকে একমেবাদ্বিতীয়ম বলিয়া পূজা করি এবং সর্ব্ব ধর্ম্ম সাধু শাস্ত্র ও মানবকে এক অখণ্ডরূপে গ্রহণ করতঃ সবার সহিত একাত্মতা সাধন করি ও তদ্দারা তোমার নববিধানকে গৌরবান্বিত করি।

—•—

প্রার্থনাসার।

হে পিতা, ব্রহ্মবান হয়েও হতে পারিতেছি না। এ সঙ্কটে কিরূপে উদ্ধার পাইব? শুনিয়াছি বিশ্ব ব্রহ্মময়, অন্ন জল বায়ু সব ব্রহ্মময়। যত জড় আছে হরি তোমাতে পরিপূর্ণ। আমরা যে তোমাতে পরিপূর্ণ পাত্র। এরূপে পূর্ণ আছি কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ

হয়। এই দেহ মন পাত্র হরির দ্বারা পূর্ণ আছে কি? ব্রহ্মকে হৃদয়ে রাখি, কিন্তু মনে শত ছিদ্র ব্রহ্মবারি থাকে না। যারা ব্রহ্মভক্ত, তারা সে সব ছিদ্র বন্ধ করেন, ব্রহ্মবারি পূর্ণ থাকে। তারা ব্রহ্ম ভাবেন দেখেন। ইচ্ছা হয় আমাদের দলের লোকেরা ব্রহ্মময় হয়। হরি কবে এমন শুভদিন হবে যে আমরা দেহ মনকে তোমাতে পূর্ণ করিয়া রাখিব।—ব্রহ্মময়ত্ব।

তোমাতে সকলে, সমুদয় বস্তুতে তুমি। নিত্য তুমিই এক।—তন্ময়ত্ব।

উৎসবের প্রারম্ভে আত্মচিন্তা।

আমরা কে? কি করিতে আসিয়াছি ও কি করিতেছি? এক একবার কি আত্মচিন্তা, আত্ম-পরীক্ষা করিয়া দেখিব না?

আমরা ছিলাম কোথায়? আসিয়াছি কোথায়? যাইতেছি কোথায়? অজ্ঞান জড়বাদ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে এক মহান্ ধর্ম্মালোকে কি অলৌকিক শক্তি প্রভাবে পড়িয়া আমরা যে এখানে আসিয়াছি, ইহা কি আমরা কেহ অস্বীকার করিতে পারি?

আমাদের পিতা পিতামহগণের শিক্ষা সংস্কার ত্যাগ করিয়া, কেমন করিয়া আমরা এই বিশ্বজনীন সর্ব্বসমন্বয়কারী ধর্ম্মবিধানের আশ্রয়ে আসিয়া পড়িলাম? ইহা কখনই আমাদিগের আত্মচেষ্টায় হয় নাই। কিন্তু ইহা যে এক অলৌকিক স্বর্গীয় শক্তিতে ঘটিয়াছে অবশ্যই আমরা স্বীকার করিব।

আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব নেতৃগণ কত আত্মত্যাগ কত সাধ্য সাধনা কত প্রাণগত প্রার্থনার বলে আমাদের জন্য এই ধর্ম্মধন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

পিতা কতই কষ্ট কল্প করিয়া ধন উপার্জ্জন করেন এবং সন্তান যেমন সেই ধনের অধিকারী হইয়া ধন ভোগ করে, আমরাও যেন আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী নেতৃগণের সাধন বলে তাঁহাদের ধনের অধিকারী হইয়া এই ধর্ম্মমণ্ডলীর সৌভাগ্য ভোগ করিতেছি।

কিন্তু আমরা যে এত সৌভাগ্য পাইয়াছি, তাহাতে আমাদের কত দায়িত্ব তাহাকি ভুলিয়া যাইব?

আমরা কয়েকটী মুষ্টিমেয় লোক এই দেশের এক পার্শ্বে পড়িয়া আছি সত্য, কিন্তু সমগ্র জগতের দৃষ্টি আমাদের উপর রহিয়াছে। সমগ্র জগতের পরিত্রাণ আমাদের দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করিতেছে।

সমগ্র জগতের দুর্গতি দেখ, একজন জীবন্ত ঈশ্বর যে আছেন এবং মানুষ যে সেই ব্রহ্মেরতনয়, তাহা ভুলিয়াই গিয়াছে। তাই সংসারের অর্থ বিত্ত জড়াসক্তির পূজায় রত হইয়া আত্মহারা হইতেছে ও কত হাহাকার করিতেছে। রাজা, প্রজা, ধনী, জ্ঞানী, মানী কেহই যেন আসল পথ শান্তির পথ পাইতেছে না। বিধাতা এই নিমিত্তই স্বয়ং তাঁহার অলৌকিক কৃপা বিধানে আমাদিগকে ধরিয়া আনিয়া আমাদের হাতে এই অলৌকিক বিধান রত্ন দিয়াছেন। আমরা কেবল একা একা নয় সপরিবারে সদলে এই ধর্ম্মধন সম্ভোগ করিব এবং এই ধন জগৎকে বিলাইব, তাহারই জন্য তিনি আমাদিগকে নব ধর্ম্মবিধান-মণ্ডলীতে মিলিত করিয়াছেন।

কিন্তু আমরাও যদি অন্যের মত হই, আমরাও যদি এমন ধর্ম্ম পাইয়া হেলায় ইহা হারাই, ধিক আমাদিগকে। এখন আমাদিগকে এই সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের সাক্ষী হইতে হইবে। জীবন দ্বারা দেখাইতে হইবে আমরা কে কি করিতে আসিয়াছি।

উৎসব আসিতেছে, আত্ম-চিন্তা দ্বারা আত্ম-পরীক্ষা করিয়া দেখি যে জন্য আসিয়াছি তাহার সাধনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি। উৎসবে আমাদিগকে ইহারই সাক্ষ্য দান করিতে হইবে।

উৎসব।

নববিধান উৎসবের বিধান। সংসার নিরানন্দে জর্জ্জরিত। সেই নিরানন্দ নিরাকরণ করিয়া ব্রহ্মানন্দে ও নিত্য উৎসবানন্দে পূর্ণ করিবার জন্যই ব্রহ্ম আনন্দময়ী মা হইয়া জগতে তাঁহার আনন্দের বিধান—নববিধান, প্রেরণ করিয়াছেন।

মার সন্তান আনন্দের সন্তান, আনন্দ হইতে জাত আনন্দে লালিত পালিত, আনন্দ সম্ভোগই তাঁহার জীবনের গতি ও নিয়তি। কিন্তু সে আনন্দ ভ্রষ্ট হইয়া জীব অজ্ঞানতা ও মোহবশতঃ পাপে তাপে তাপিত এবং সংসার আসক্তিতে জর্জ্জরিত হইয়া নিরানন্দ ভোগ করিতেছে, ইহা দেখিয়াই তিনি মা নবশিশু-সন্তানকে ব্রহ্মানন্দ নাম দিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ করিবার জন্য আনন্দময়ী মাতৃ-

রূপে আত্মদর্শন দান করিলেন। এবং তাহারই জন্য আনন্দের বিধান—উৎসবের বিধান—নববিধানকে জগতে প্রেরণ করিলেন।

এ বিধান মহাসমন্বয়ের বিধান, মহাপ্রেমের মিলনের বিধান। মা যেমন এক অদ্বৈত, তাঁহার সন্তান সকলেই তাঁহাতে মহাপ্রেমে মিলিত। মানবের অপ্রেম অসম্মিলনই তাহার নিরানন্দ ও অশান্তির কারণ। মহাপ্রেমের মহামিলনই আনন্দ।

তাই মহাপ্রেমের মহামিলনে যে মহা-আনন্দ তাহা সম্ভোগের নামই উৎসব। সকলে মিলিয়া স্বর্গস্থ অমরাত্মাগণ পরস্পরকে মহাপ্রেমে আলিঙ্গন করিয়া যে নিত্য আনন্দ করিতেছেন, পৃথিবীতে সেই মহা মিলনের আনন্দ সম্ভোগই মহোৎসব। মা আনন্দময়ী এবারকার উৎসবে সেই আনন্দ সম্ভোগ দানে আমাদিগকে ধন্য করুন।

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

চক্ষু খুলিয়া ব্রহ্মদর্শন।

আচার্য্য বলেন :—চক্ষু বন্ধ করিয়া ব্রহ্মদর্শন করা সাধনের বাল্যাবস্থা, চক্ষু খুলিয়া ব্রহ্মদর্শনই যথার্থ দর্শন। বাস্তবিক চেষ্টা করিয়া সাধন দ্বারা কেবল উপাসনা বা ধ্যানের ঘরে বসিয়া যে ব্রহ্মদর্শন তাহা সাধনের প্রথম অবস্থায় করিতে হয়। যিনি প্রকৃত বিশ্বাসী তিনি যাহা কিছু দেখেন সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম তাহাতেই বিদ্যমান রহিয়াছেন দেখেন। এই সর্ব্বময় সর্ব্বদা সহজে ব্রহ্ম দর্শন যথার্থ ব্রহ্ম দর্শন। চক্ষু খুলিয়াই থাকি আর চক্ষু বন্ধ করিয়াই থাকি, সকল সময়ই তিনি নয়নে নয়নে রহিয়াছেন। এইরূপ দর্শনই প্রকৃত দর্শন। চক্ষু বন্ধ করিয়া চেষ্টা করিয়া ক্ষণকাল দর্শনে হয় ত ভুল দেখা বা কল্পনার দেখা হইতে পারে, চক্ষু খুলিয়া দেখিতে সাধন করিলে আর আমাদের ভ্রম ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই।

বীজ মন্ত্র।

কেশব জীবনের বীজমন্ত্র "বিশ্বাস, প্রেম এবং পবিত্রতা।" তিনি প্রেরিত প্রচারকদিগকে ব্রতদিলেন, "বৈরাগ্য, প্রেম, উদারতা এবং পবিত্রতা।" "ষোল আনা বিশ্বাস মাকে, ষোল আনা বিশ্বাস বিধানকে, ষোল আনা বিশ্বাস ভক্তকে এবং ষোল আনা বিশ্বাস ঈশ্বরের প্রত্যাদেশেতে দিয়া আমরা স্বর্গের উপযুক্ত হইব" ইহাই তাঁহার প্রার্থনা।

দীক্ষার আবশ্যকতা।

ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ, কুলীনের সন্তান কুলীন, এই ধারণায় হিন্দুসমাজে কতই কুসংস্কার আসিয়াছে। প্রকৃত হিন্দু কিন্তু বিশ্বাস করেন ব্রাহ্মণের সন্তান শূদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে, দীক্ষা বা উপনয়ন গ্রহণ করিলে তবে দ্বিজ হন। তেমনি সদাচার বিনয়, বিদ্যা, তিতিক্ষা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠাবৃত্তি, তপ এবং দান এই নয়টি লক্ষণ যাঁহার জীবনে দেখা যায়, তিনিই কুলীন। কেবল কুলীনের ছেলে হইলেই যথার্থ কুলীন হয় না। এই জন্য ব্রাহ্মের ছেলে হইলেই যে ব্রাহ্ম হয় আমরা বিশ্বাস করি না। বিধানে বিশ্বাস স্বীকার করিয়া যিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং বিধান অনুরূপ জীবন যাপনে কৃতসঙ্কল্প হন তাঁহাকেই আমরা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করি। ঈশ্বরকে প্রাণের স্বামী বলিয়া বরণ করা দীক্ষা। ঈশ্বরের সহিত আত্মার উদ্বাহ বন্ধনই প্রকৃত দীক্ষা। তাহা না হইলে সংসারে নরনারী বিবাহের উপযুক্ত হইতে পারে না।

—•—

ঈশ্বরের মাতৃভাব।

(ভাই ফকির দাস রায় লিখিত)

এই বিশ্ব ঈশ্বরের প্রকাশ স্থল। এমন বস্তু বা ব্যক্তি নাই যাহার মধ্যে তিনি নাই। অত্যন্ত বড় অত্যন্ত ছোট, সকলেই তিনি আছেন, আবার অত্যন্ত ভাল, অত্যন্ত মন্দ সকল মনুষ্যেতেই তিনি বিদ্যমান। কিন্তু বস্তু যতই বৃহৎ হউক, মনুষ্য যতই শ্রেষ্ঠ হউন, কেহই ঈশ্বর নহেন; তবে সকলের ভিতরে তিনি প্রকাশিত। বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষে তাঁহার প্রকাশের অবশ্য তারতম্য আছে, কোন স্থলে অধিক কোন স্থলে অল্প।

মনুষ্যতে যেমন তিনি প্রকাশিত চন্দ্র সূর্য্য বৃক্ষ পর্ব্বতাদি জড়বস্তু এবং ইতর প্রাণীতে তেমন নহেন, আবার সাধু ভক্তের ভিতর যেমন, সাধারণ নর নারীতে তেমন নহেন। যাহা হউক মনুষ্যে তাঁহার অধিকতর প্রকাশ, যে হেতু মনুষ্য যেমন তাঁহার শক্তি জ্ঞান প্রেম পুণ্য এবং আনন্দ ধারণ ও সাধন করিতে পারে এমন আর কোন বিষয়ই পারে না। কিন্তু মনুষ্যের মধ্যেও তাঁহার সাধারণ ও বিশেষ প্রকাশ আছে।

ঈশ্বরের জ্ঞান পুণ্যাদিতে তাঁহার পিতৃভাব এবং প্রেম করুণা আনন্দাদিতে তাঁহার মাতৃভাব। এই পিতৃভাবের আধার পিতা এবং মাতৃভাবের আধার মাতা। তিনি তাঁহার জ্ঞান ও পুণ্যদ্বারা আমাদিগকে শাসন করেন শোধন করেন এবং স্নেহ করুণা দ্বারা পালন ও রক্ষা করেন। এ জন্য তিনি আমাদের পিতা ও মাতা। ধর্ম্মোপদেষ্টা আচার্য্য, ভ্রাতা, বন্ধু, পুত্র, কন্যা পতি পত্নী এবং প্রভু দাস দাসী প্রভৃতি সকলেই তাঁহার এক

একটী ভাবের পরিচয় দান করেন। এজন্ত পুত্র, মিত্র, প্রভু পতি প্রভৃতি ভাবে তাঁহাকে পূজা করিবার ব্যবস্থা আছে।

তবে এখন কথা এই যে তাঁহার মাতৃভাবের বিশেষত্ব কেন? সে ভাবের সাধনই বা বিশেষ প্রয়োজন কেন? সন্তানের মা যেমন তেমন আর কে আছেন? মার রক্ত মাংসে আমাদের রক্ত মাংস, মার কোল আমাদের আরামের স্থল, মার অঞ্চল আমাদের বস্ত্র, মার দুগ্ধ আমাদের খাদ্য, মার স্নেহ যত্নে আমরা লালিত পালিত। শরীরের পক্ষে গর্ভধারিণী, আত্মার পক্ষে জননীর জননী। যিনি আত্মার প্রাণ, যাঁর শক্তিতে আত্মার শক্তি, যাঁর জ্ঞানে আমরা ভাল মন্দ বুঝিতে পারি, যাঁর প্রেমে আমরা লালিত পালিত, যিনি আমাদের শত শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া আপন কোলে স্থান দেন, সেই অনন্ত ব্রহ্মই আমাদের মা। তিনি আদিতে তিনি অন্তে। তাঁহা হইতে আমাদের জীবন, তাঁহারই কোলে আমরা আছি ও চিরকাল থাকিব এবং তাঁহাতেই আমাদের আরাম শান্তি ও আনন্দ, ইহা বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে মা বলিয়া সাধন করি।

—•—

বিশ্বাসের শান্ত মূর্ত্তি।

শ্রীকেশবচন্দ্র অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াও "শান্ত" রসের আধার ছিলেন। অগ্নি ও জলের এক আশ্চর্য্য সমাবেশ তাঁহার জীবন। বিশ্বাস এই মিলনের মূল। প্রকৃতই বিশ্বাস তাঁহাকে আগুনের ভিতর দিয়া এক উদার প্রশান্তভাবের ভিতর আনিয়া ফেলিয়াছিল। তাঁহার বিবেকীপ্রাণ পাপতাপের ভ্রূকুটি দেখিলেই আগুন হইয়া জ্বলিয়া উঠিত, কিন্তু পাপী তাপীর দুঃখে তাঁহার দয়ার্দ্র-হৃদয় একেবারে গলিয়া যাইত; তাহাদের মুক্তির জন্য তিনি ঊর্দ্ধমুখে অশ্রুপূর্ণলোচনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন। পাপী-তাপীকে তিনি কেমন করিয়া ঘৃণা করিবেন? মহা অপরাধী হইলেও তাহারা প্রত্যেকেই যে ঈশ্বরের সন্তান; করুণাময় শ্রীহরি তাহাদিগকেও অমৃতের অধিকারী করিয়া কতই আদরে আপনার পুণ্যবক্ষে রাখিয়া দিয়াছেন! শ্রীকেশবচন্দ্রের নিকট বিশ্বাস কেবল প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম-দর্শন নহে; ইহা ব্রহ্ম-বক্ষে ব্রহ্ম-সন্তানকেও প্রত্যক্ষভাবে দেখাইয়া দেয়। মহানরকের ভিতর গভীরভাবে ডুবিয়া থাকিলেও মানবের ঈশ্বরসন্তানত্ব মুছিয়া যায় না; বিশ্বাসাত্মাপুরুষ তাহাকে দয়া, দম ও ক্ষমার চক্ষে না দেখিয়া কেমন করিয়া থাকিবেন? কেশব-জীবন হইতে এই শম, দম ও ক্ষমার দুইটী চিত্র নিম্নে প্রদর্শন করা গেল।

(১) ১৮৬৪ সনের ডিসেম্বর মাসে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবক শ্রীকেশবচন্দ্র ঈশ্বরের সত্যরাজ্য বিস্তারের জন্য যখন মান্দ্রাজ মহানগরীতে গমন করেন তখন সেখানে কিরূপ ধর্ম্মান্দোলনের মহাবাটিকা উত্থিত হইয়াছিল তাহা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। উপধর্ম্মের বিরুদ্ধে তিনি এমনই তেজের সহিত অগ্নি-বর্ষণ করিয়াছিলেন, যে তাহাতে স্থানীয় অনেক গোঁড়া হিন্দুর প্রাণ উত্তেজিত হইয়া উঠে। কেহ কেহ ধর্ম্মাভিমানে একেবারে আত্মহারা হইয়া যায়। তাঁহার বজ্র-নির্ঘোষ বাক্য শ্রবণে স্তম্ভিত হইয়া মান্দ্রাজবাসিগণ তাঁহাকে "বঙ্গের অশনি" ("The thunder-bolt of Bengal") এই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

একদিন বহু জনাকীর্ণ কোন সভাতে জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার অসারতা দেখাইয়া জ্বলন্ত উপদেশ প্রদান করেন। সভাভঙ্গের পর যখন তিনি বাহিরে আসিতেছিলেন তখন জনৈক ক্রোধান্ধ হিন্দুযুবক সহসা সম্মুখে আসিয়া তাঁহার মস্তকে ধূলি নিক্ষেপ করিল। তিনি ক্ষণকালের জন্য দাঁড়াইলেন এবং প্রসন্ন নয়নে তাহার মুখপানে তাকাইয়া মধুরস্বরে বলিলেন, "God bless you," "ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন!" যুবকটীর প্রাণ মুহূর্ত্তের মধ্যে গলিয়া গেল; সে অনুতপ্ত প্রাণে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া অশ্রুজল ফেলিতে ফেলিতে প্রস্থান করিল। সমস্ত দর্শকমণ্ডলী তখন নীরব নিশ্চল!—(শ্রদ্ধেয় ভাই উমানাথের সাক্ষ্য)।

(২) ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠার পরে কতকগুলি দুষ্টলোক শ্রীকেশবচন্দ্রকে অপদস্থ করিবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে নানা প্রকার জঘন্য গ্লানি প্রচার করে। ইহাদের অগ্রণী ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের একটী গণ্যমান্য লোক। এই ব্রাহ্মমহোদয় কুৎসা ঘোষণা করিয়া এবং অন্য প্রকারে নিজের জিঘাংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া শত্রুতা সাধনের পথে এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে আচার্য্য দেবের সঙ্গে মিলন অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু ধন্য এই বিশ্বাসাত্মাপুরুষের উদারতা ও নির্ব্বিকার ভাব! পাষণ্ডের দল পরাজয় স্বীকার করিয়া একে একে অন্ধকারে অদৃশ্য হইল। উপরোক্ত ব্রাহ্মটীর সম্পর্কে এখানেই যবনিকা পতন হইল না। কালের বিচিত্র গতিতে তাহার এইরূপ শোচনীয় দৈন্য উপস্থিত হইল যে তিনি ক্ষুধার সময় তাহার স্ত্রী পুত্রের মুখে যে দুটী অন্ন তুলিয়া দিবেন তাহারও সামর্থ্য রহিল না। শ্রীকেশব যখন এই দুরবস্থার কথা শুনিতে পাইলেন অমনি বস্ত্র ও খাদ্য সামগ্রী গোপনে পাঠাইয়া দিলেন। ইহার পরে তিনি এইভাবে মাসে মাসে প্রায়ই এই উপায়হীন পরিবারের সাহায্য করিতেন। ঘোর শত্রু পরম-মিত্ররূপে ফিরিয়া আসিল; বিশ্বাসের জয় হইল!—(শ্রদ্ধেয় ভাই ত্রৈলোক্যনাথের সাক্ষ্য)।

শ্রীমতিলাল দাস।

—•—

করাচি তীর্থভ্রমণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ব্রহ্মমন্দির এবং নেত্তালরায় বালিকা-বিদ্যালয়ের মধ্যস্থলে দক্ষিণ দিকে "নন্দকুটীর" নামক শ্বেত মর্ম্মরে নবনির্ম্মিত নন্দলালের সমাধি মন্দির। ব্রহ্মানন্দের পুণ্যস্মৃতি সমাধি হইতে ঈষৎ

ক্ষুদ্র কিন্তু অতি সুন্দর, এইখানেই সন্ধ্যার পর বন্ধুগণের সহিত ধর্ম্মের উচ্চ তত্ত্ব কথা ও গভীর আলোচনাতে নিশিতে ভুলোদাদা ধ্যানে ও যোগে মগ্ন হইতেন।

দিবসে তিনি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। নিজ জীবনে Work is Worship প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। মণ্ডলীর মধ্যে কাহাকেও কলিকাতায় প্রেরণ পূর্ব্বক ছাত্র জীবন যাপনের ব্যবস্থা, কাহাকেও (যেমন কলিকাতায় পরিচিত ভাসওয়ানি সাহেব প্রভৃতিকে) কলেজে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া পাঠান, কাহাকেও বাহির হইতে টানিয়া ভিতরে স্থাপিত করা, দরিদ্র ছাত্রগণকে সাহায্য দান, চাকুরী অথবা ব্যবসা বাণিজ্যাদি করিয়া দেওয়া, প্রচার কার্য্য ও নিজ ভরণ পোষণের নিমিত্ত অপরের গলগ্রহ না হইয়া শেষ পর্য্যন্ত উপার্জ্জন এবং অধ্যয়ন প্রভৃতি কার্য্যে, তিনি সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহাকে তাঁহার অনুগামিগণ "কর্ম্মযোগী" নাম দান করিয়াছেন।

তাঁহার সমাধির সম্মুখে অর্থাৎ ব্রহ্মমন্দিরের বামদিকে "হীরা কুটীর" নামক স্মৃতি মন্দির দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এখানে সকলে সমবেত হইয়া কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন।

করাচি সহর হইতে ১০ মাইল উত্তরে হিমালয় গিরিশৃঙ্গের পাদদেশে মঙ্গাপীর নামক স্থানে "হীরানন্দ আতুরাশ্রম" অবস্থিতি করিতেছে। ইহা ১৮৯১ সালে স্থাপিত, তথায় ৪১ জন আতুর আছে; কেহ অল্পদিন কেহ বা ৩ বর্ষ কালাধিক সুদক্ষ ও সুপরিচালিত চিকিৎসাধীনে বাস করিতেছে। জন সমাজ পরিত্যক্ত ও কঠিন দুরারোগ্য মহাব্যাধি আক্রান্ত হইয়া হিন্দু ও মুসলমান নরনারীগণ সাধু হীরানন্দের প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রমে আশ্রয় লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে এবং প্রকৃতির ক্রোড়ে গন্ধক হ্রদের উষ্ণ জলে স্নান করিয়া এবং চতুঃপার্শ্বস্থিত অপূর্ব্ব শোভা, স্বাস্থ্যকর জলবায়ু ও ফল মূলাদি প্রকৃতির অযাচিত দান পাইয়া ও উপভোগ করিয়া ধন্য হইতেছে।

সিন্ধুদেশবাসী নববিধান বিশ্বাসিগণ অতি উদার প্রকৃতি, ও সরল অন্তঃকরণ। তাঁহাদের অপরিচিত ও অজানিতকে আপন পরিবারে স্থান দানাদি অপরিসীম বদান্যতা এবং অতুলনীয় আতিথ্য সৎকারে পরিতৃপ্ত হইয়া আমরা সকলেই ভাবিতাম আমরা এক নূতন রাজ্যে আসিয়াছি ও নিজেদের ক্ষুদ্রতা ও হীনতা স্মরণপূর্ব্বক অবনত মস্তকে ভগবানের চরণে অবলুণ্ঠিত হইতাম। আমাদের মধ্যে জনৈক পরিব্রাজকের সহিত মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবীর সিন্ধুদেশবাসীদিগের বিষয় আলোচনা হইতেছিল তখন ঐ পর্য্যটকের মুখে "গৃহে ফিরে যেতে মন চাহে না যে আর" শুনিয়া মাননীয়া ভক্তকন্যা মৃদুহাস্য করিলেন ও বলিলেন "ঠিক বলেছ"।

সিন্ধুদেশে বৃষ্টিপাত অতি বিরল এবং সারাবৎসরে মোট ৪—৬ ইঞ্চি বারিপাত হইয়া থাকে, এ বৎসর আশাতীত জল প্লাবনে ঐ প্রদেশে বিশেষতঃ করাচি নগরের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। ব্রহ্মমন্দিরের যাবতীয় সংস্কার ও নূতন কলেবর ধারণ, ইহার প্রধান কারণ। এজন্য স্থানীয় মণ্ডলীকে অন্যূন দশ সহস্র মুদ্রা বাহিরের কপর্দ্দক সাহায্য ভিক্ষা না করিয়াই অম্লান বদনে স্বীয় শিরে বহন করিতে হইয়াছে। বিধাতা সকল সাধু ইচ্ছা পূর্ণ করেন এবং বিবিধ উপায়ে তাঁহার চিহ্নিত সন্তানগণকে পরীক্ষা করিয়া নিজ মহিমা প্রকাশ করেন।

ভগ্নীগণ সুললিত কণ্ঠে যখন "আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর" সঙ্গীত গাহিতেন তখন প্রাণ মন অতুল আনন্দে ভরিয়া উঠিত। শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথ লাল সেন অসুস্থ হইয়া পড়ায় মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী ১১টী ভগ্নী ও ২টী ভ্রাতাকে নববিধানের বিশ্বাসী মণ্ডলীভুক্ত করিলেন এবং এই দীক্ষা দান ব্যাপারে এরূপ উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল যে আরও দুইজন প্রেরিত মণ্ডলীতে প্রবেশ করিবার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় উহা স্থগিত রাখা হইল। ভক্ত ব্রহ্মানন্দ সাধ করিয়াছিলেন যে ব্রহ্মকন্যা প্রচারিকা ব্রত গ্রহণ করিবেন। এখানে সুযোগ আসিয়াছিল যে জনৈক সম্ভ্রান্ত মহিলা উক্ত ব্রত গ্রহণ করিয়া জীবন সার্থক করিবেন ও ভক্তের ভবিষ্যৎ বাণী পূর্ণ হইতে দেখিবেন।

১৭ই অক্টোবর ২৬সাল ঐ দিনটী করাচি নববিধান ব্রহ্মমন্দিরের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় দিন, উহা ভুলোদাদার পবিত্র সমাধি সংস্থাপনের দিন। এই উপলক্ষে প্রাতঃকালে হায়দ্রাবাদ নিবাসী দেওয়ান ও অধ্যক্ষ নির্ম্মল দাস উপাসনার প্রথমাংশ শেষ করিলে শেষাংশ করাচির অন্যতম প্রধান ও উৎসাহী কর্ম্মী দেওয়ান রেওয়া চাঁদ মির চন্দানি সুসম্পন্ন করিলেন। সঙ্গীত বিস্তা-পারিষদ মিঃ রুবেন হিন্দি ও সিন্ধি ভাষায় এবং বাঙ্গলা সঙ্গীত শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দত্ত করিয়াছিলেন।

বিনীত—শ্রী অনুকূলচন্দ্র মিত্র।

ভক্তিতীর্থ মুঙ্গেরধামে উৎসব।

বিগত ২৪শে ডিসেম্বর আমরা একদল ভাগলপুর হইতে মুঙ্গের যাত্রা করি। দুই দিন পূর্ব্বে আরও কয়েক জন সেখানে অন্যান্য স্থান হইতে আগমন করেন। ষ্টেসন হইতে মন্দিরে গিয়া আরতির উপাসনায় যোগদান করিয়া সদলে রাজা রঘুনন্দনের প্রকাণ্ড বাঙ্গালায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। এবার মুঙ্গেরে অনেক জনকে পাইয়া পরম আনন্দে আনন্দময়ী জননীর উপাসনাদি করিয়া তৃপ্ত হইয়াছি। শ্রীভগবানের কৃপা কিরূপে মানুষকে সংসারের উত্তাপ হইতে বাঁচাইয়া রাখে এক একটী উৎসব যেন তাহারই সাক্ষী।

২৪শে সন্ধ্যাকালে মন্দিরে আরতির উপাসনা হয়। মন্দিরটী আলোক মালায় ও পত্রপুষ্পে সজ্জিত হইয়াছিল, জয়গান সঙ্গীতটী

খুব উত্তম ভাবে গীত হয়; ভক্তিমান গায়ক সত্যেন্দ্র নাথের মধুর স্বরে ও তাহার সঙ্গীদলের সমবেত সঙ্গীতে মুঙ্গেরের অনেককে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিল।

২৫শে, শনিবার, শ্রীঈশ্বর জন্মদিন ভোরে আশ্রমে ঊষাকীর্ত্তন হয়, ৯॥০টায় মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়। বৈকালে ৫টায় আশ্রম প্রাঙ্গনে এই মহোৎসবে আর একটী জন্ম দিন স্মরণ হয়, স্নেহাস্পদ শ্রীমান সত্যেন্দ্র নাথ ঐ দিন জন্মগ্রহণ করেন, কুমারী নির্ভর প্রিয়া ও তাঁহার স্কুলের ছাত্রীগণ এইটি বিশেষ আনন্দ জনক করিয়া সম্পন্ন করেন, সত্যেন্দ্র নাথ নিজে একটী সঙ্গীত করিলে ভাই প্রমথ লাল প্রার্থনা করেন, নির্ভর প্রিয়া চন্দন ফুলের মাল্য এবং একটী খদ্দর বস্ত্র ও রুমাল উপহার দেন, ছাত্রীগণ মিলিয়া একটী সঙ্গীত করিলে পর শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু আশীর্ব্বাদ সূচক প্রার্থনা করেন, তৎপরে চা জলযোগ করিয়া ছাত্রীগণ বিশেষ আনন্দিত হন। করুণাময় শ্রীভগবান শ্রীমান সত্যেন্দ্র নাথকে দীর্ঘ জীবন দান করুন, দেশ দেশান্তরে তাঁহার মধুর সঙ্গীত দ্বারা সকলকে আকর্ষণ করিয়া আবার সকলকে মিলিত করিয়েছেন, তাঁহারই অদ্ভুত মন্ত্রে আবার ভাঙ্গা ঘর গুলি জোড়া লাগুক।

সন্ধ্যা ৬॥০টায় মন্দিরে উপাসনা হয়, সকালে একটী জাপানী যুবক উপস্থিত উৎসব যাত্রীগণের ফটো লয়েন।

২৬শে রবিবার, শ্রীমতী হরিপ্রভা তাকেদার নিমন্ত্রণে তাঁহাদের বাড়ীতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর (শ্রীযুক্ত বিধান ভূষণ মল্লিকের প্রথমা কন্যার) নামকরণ উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা ও আহারাদি হয়, ভাই প্রমথ লাল শিশুকে বীনাপাণি নাম দেন। সন্ধ্যা ৬॥০টায় সুসজ্জিত মন্দিরে সংকীর্ত্তনে উপাসনা হয়, মুঙ্গেরের অনেক গুলি বাঙ্গালী ও বেহারী ভদ্রলোক যোগদান করেন। ঐ দিন মহিলাদের স্থানাভাব হয়। কয়েক বৎসর হইতে মুঙ্গেরে উৎসব হইতেছে, কিন্তু এ বৎসরের মত কোন বারে এতগুলি লোকের একত্র সমাগম হয় নাই।

২৭শে সোমবার প্রত্যূষে ঊষাকীর্ত্তন, ১০টায় উপাসনা, বৈকালে ৩॥০টায় শ্রীযুক্ত রাজকিশোরের হিন্দি সঙ্গীত ও ভাগবত পাঠ হয়। সন্ধ্যা ৬টায় মুঙ্গের স্কুল ইনিস্পেক্ট্রেস মিস চাটার্জ্জির গৃহে সঙ্গীত ও প্রার্থনা হয়, মিসেস চাটার্জ্জি (স্বর্গীয় শ্রদ্ধেয় হরগোপাল সরকারের দ্বিতীয়া কন্যা সুলতা দেবী) উৎসব যাত্রী-গণকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইয়া আনন্দিত হন। শ্রীমান সত্যেন্দ্র নাথ এবার করাচীর অনেকগুলি সিন্ধি সঙ্গীত করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। কুমারী পার্ব্বতী দেবী স্বর্গীয় ভাই নন্দ লালের আশ্রিত ও শিক্ষিত কন্যাটী দিবারাত্র তাঁহার মধুর সঙ্গীতে যাত্রী নিবাসটী মুখরিত করিয়া রাখিত। কুমারী নির্ভর প্রিয়া এবং তাঁহার স্কুলের ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীগণের আগমনে আশ্রম এক আনন্দ নিকেতনে পরিণত হইয়াছিল। রাত্রি ৯॥০টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত প্রতিদিন আশ্রমটী সঙ্গীত ধ্বনিতে পূর্ণ হইত। আবার ভোর ৩॥০টা মধুর বেহালার বাঁশি খোল করতাল একতারাযোগে ও সঙ্গীতের আহ্বানে যাত্রীগণ জাগিয়া উঠিয়া মাতৃ স্তোত্র পাঠ করিতেন। এইরূপে অবিশ্রান্ত নামগানে ও নাম শ্রবণে প্রত্যেকেরই অন্তরের সকল দুঃখ কষ্ট দূর হইয়া গিয়াছিল, আর যেন গৃহে ফিরিয়া যাইতে কাহারও মন চাহিতেছিল। মাঃ এই আনন্দের দিনগুলি স্মরণ করিয়া এখনও প্রাণ আনন্দ লাভ করিতেছে।

২৮শে মঙ্গলবার ভোরে ঊষাকীর্ত্তন, ৯॥০টায় আশ্রমে উপাসনা হয়। ১২টায় সদলে গাড়ী ও টমটমে সীতাকুণ্ড দর্শন ও পীরপাহাড় তীর্থযাত্রা করা হয়। সেখানে ঘণ্টা সঙ্কীর্ত্তন ও ভ্রমণের পর আশ্রমে ফিরিয়া আসা হয়, সন্ধ্যা ৭টায় স্থানীয় থিয়েটার হলে ব্রাহ্মসমাজের নায়ক গণের ও প্রচারকগণের ছায়াচিত্র দেখান হয় এবং হিন্দিতে সঙ্গীতাদি হয়। ঐ দিন রাত্রির গাড়ীতে অনেকে ভাগলপুর যাত্রা করেন। ২৯শে বুধবার সকালে অনেকেই গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ভ্রাতৃগণ নানাভাবে যাত্রীগণের সেবা করিয়াছেন, তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবার আর যাত্রীগণের কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই, ভগিনীগণ ও যাত্রীগণের সেবা করিয়া সুখী হইয়াছেন।

কলিকাতা, ভাগলপুর, বাড়, গিরিডি, বোলপুর, লক্ষ্ণৌ হইতে প্রায় ৪০ জন উৎসব যাত্রী আসিয়াছিলেন।

আশা হয় আগামী বৎসরে ইহার দ্বিগুণ যাত্রী মুঙ্গের উৎসবে সমাগত হইয়া শ্রীভগবানের অবিশ্রান্ত নাম পান করিয়া সদলে মহানন্দে উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিয়া সুখী হইবেন। মুঙ্গের যথার্থই কষ্টহারিণী ও ভক্তি প্রদায়িনী।

সেবিকা—শ্রীনির্ম্মলা বসু।

ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি আচার্য্যদেবের উপদেশ।

উৎসবের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

২৫শে পৌষ, ১৮০২।

উৎসবের পূর্ব্বে এ সভা প্রস্তুত হইবার সভা। যেমন প্রস্তুত হইবে, লাভ তদ্রূপ হইবে। প্রস্তুত না হইলে নিশ্চয় ক্ষতি হইবে। যদি সেই স্নেহময়ী জননীর নাম এখন হৃদয়ে ভাল করিয়া সাধন কর, সমুদায় হৃদয়ের তার গুলি যদি ভাল রূপে বাঁধিয়া "মা" নামের তারের সঙ্গে মিলাইয়া রাখ, উৎসবের সুর ভাল হইবে। এখন যদি হৃদয় সুর বিহীন হইয়া রহিল, মা যখন আসিবেন কিরূপে বাজাইতে পারিবে?

হরি যিনি উৎসব প্রেরণ করিতেছেন তাঁর রাজ্যে কত আয়োজন হইতেছে। কত ব্যাপার হইতেছে। উৎসবের রথ টানিয়া আনিবে বলিয়া কত ঘটনা-অশ্ব প্রস্তুত হইতেছে। উৎসবের জন্য প্রেমবারি বর্ষণ হইবে বলিয়া কত ঘটনা জাল আকাশে ঘনীভূত হইতেছে। উৎসবের সময় আলোক দিবার

জন্ত কত সুধা প্রস্তুত হইতেছে। সংসারকে স্নিগ্ধ করিবার জন্ত কত চন্দ্র গগনে উঠিতেছে, কত ফুল ফুটিতেছে, গান করিবার জন্ত কত পাখী যাত্রা করিতেছে। ধন্য জননী, তিনি তাঁহার সন্তানদিগকে সুখী করিবেন বলিয়া কত আয়োজন করিতেছেন।

ভগবানে আসেন মা কি কত সুখে পূর্ণিত হৃদয় বহিয়াছে? আসেন তাই এত আয়োজন হইতেছে। হৃদয়ে প্রবেশ কর দেখিতে পাইবে মার অঞ্জলী কত দান। আর্য্যনারীর কপালে কত সুখ খাটি আছে। এবার খুব উৎসাহ কর, মা নিজে কন্যাদের কাছে এসে নববিধানের তত্ত্ব বুঝাইয়া দিবেন; কত সুধা দিবেন তাঁহার সুধা নদী হইতে স্নেহের কলস পূর্ণ করিয়া ঘরে আসিবে বলিয়া কত আয়োজন করিয়াছেন; এ সময় যেন আমাদের মন নিরাশ হইয়া সংসারে পড়িয়া না থাকে। প্রেমময়ী নিস্তব্ধভাবে কত কাজ করিতেছেন। কাহাকে জানিতে দেন নাই, গোপনে বিরলে বসিয়া সব প্রস্তুত করিতেছেন। কার মনের কি রকম রং, কি রকম বস্ত্র পরিলে ভাল দেখায় তাহাই দেবেন। যাহার হৃদয়ে যে ভূষণ পরিলে ভাল দেখায় তাহাই দিবেন। তাঁর রাজ্যের বস্ত্র অলঙ্কারে নারী হৃদয়ের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। সকলের মনে প্রেম পুণ্য দিবেন বলিয়া কত আয়োজন করিতেছেন।

মন প্রস্তুত হও, মোক্ষদায়িনী আসিতেছেন, আনন্দময়ী আসিতেছেন। প্রস্তুত হও। মা যখন আসিবেন আদর করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিবে, আর উৎসবের সময় পবিত্র প্রেমে উন্মত্ত হইবে। মার মত কেউ ভালবাসিতে পারেনা। কেহ এত যত্ন করিয়া যা চাই তাহা দিতে পারে না। অতএব "মা আসিতেছেন মা আসিতেছেন" এই কথা ভাব। হৃদয়মন পরিষ্কার কর, উজ্জ্বল কর, তাঁর বসিবার স্থান প্রস্তুত কর। আর্য্যনারী তোমার সুখের জন্ত ভগবতী আসিতেছেন, দ্বারে গিয়া দাঁড়াও, কখন তিনি আসিবেন প্রতীক্ষা কর, আসিবামাত্র করযোড়ে প্রণাম করিয়া বরণ করিয়া ঘরে ডাকিয়া লও। যেন আসিয়া না দেখেন, তাঁর কোন কন্যা নিদ্রা যাইতেছে, কিন্তু যখন তিনি আসিবেন, যেন দেখেন সকল মেয়ে নূতন কাপড় পরে তাঁর জন্য অপেক্ষা করিতেছে। যেমন মা আসিলেন শঙ্খ ধ্বনি হইল ঘরে কল্যাণ শান্তি বিস্তার হইল।

কোচবিহার গমন উপলক্ষে কার্য্যবিবরণ।

(ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ হইতে প্রাপ্ত)

গত ৬ই ডিসেম্বর অপরাহ্নে আসাম মেল ট্রেণে কলিকাতা হইতে কুচবিহার যাত্রা করি। প্রিয় পুত্র শ্রীমান অবনী মোহন গুহের নবকুমারের অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান উপলক্ষে এবার কোচবিহার যাই। দীর্ঘ দিন পরে কলিকাতা হইতে বাহির হইয়া পথে মুক্ত আকাশের নিম্নে মুক্ত বায়ুতে পরম জননীর পূজা বন্দনা ও স্মরণ মননে বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়া ধন্য হই। পরদিন পূর্ব্বাহ্নে কোচবিহারে শ্রীমান অবনী মোহনের বাসায় পৌঁছি। রাত্রিতে তথাকার প্রচার আশ্রমে সঙ্গীত সভায় যোগদান করি।

৯ই প্রাতে স্থানীয় উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র আইচ, কর্ম্মী শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ধর্ম্ম বন্ধুগণ সহ মিলিত হইয়া উপাসনায় প্রসাদ গ্রহণ করি। উপাসনা আরম্ভের পূর্ব্বে উপাসনার স্থানে পুত্র-শোক কাতর কোন একটী বন্ধুসহ সম্মিলিত হই। সেই শোক সন্তপ্ত প্রাণের সহিত মিলনে উপাসনাটি উপস্থিত সকলের বেশ প্রাণ স্পর্শী হইয়াছিল। ১০ই, ১১ই, ১২ই ডিসেম্বর এখানে ধর্ম্ম বন্ধু দিগের সহিত মিলিত উপাসনা পাঠ প্রসঙ্গে বিশেষ উপকার লাভ করি। এখানে স্থানীয় উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত নবীন বাবুর সরল মিষ্ট উপাসনায় মাঝে মাঝে যোগ দিবার সুযোগ হয়, বিশেষ ভাবে একদিন তাঁহার একটি কীর্ত্তনে ঈশ্বরের যুগল রূপের স্ফুরণ অন্তরে বিশেষ ভাবে লাভ করিয়া বৈষ্ণব সাধনার বিশেষত্ব ইহার ভিতর নব ভাবে আস্বাদন করি।

১২ই রবিবার সন্ধ্যায় স্থানীয় নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে আমি উপাসনা কার্য্য করি। শ্রীমদাচার্য্য দেবের উচ্চ জীবন পবিত্রাত্মার সাক্ষাৎ ক্রিয়ার ফল, তাঁহার জীবনের ন্যায় আমাদের জীবন পবিত্রাত্মার ক্রিয়াধীন নয়, তাই আমাদের জীবন এত নিষ্প্রভ, অদ্যকার উপাসনা, পাঠ প্রসঙ্গে ইহাই প্রকাশিত হয়।

১৩ই ডিসেম্বর শ্রীমান অবনী মোহনের গৃহে শুভ অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। নবসংহিতা অনুসারে শুভ অনুষ্ঠানটি সুন্দররূপে সুসম্পন্ন হয়। উপাসনান্তে প্রীতি ভোজন হয়। এই শুভ অনুষ্ঠানে মাননীয় রাজকুমার ভিক্টার এন, এন, নারায়ণ, ষ্টেটের রেভিনিউ অফিসার মিষ্টার হেমেন্দ্রলাল খাস্তগির, কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত মনোরথ ধন দে এম এ এবং অন্যান্য গণ্যমান্য অনেকে যোগদান ও প্রীতিভোজন করিয়া বাধিত করিয়াছেন। এ দিন রাজসমাধি ক্ষেত্রে অপরাহ্নে নবীন বাবুর সহ মিলিয়া উপাসনায় কার্য্য করি।

১৪ই পূর্ব্বাহ্নে করুণা কুটিরে কেদার বাবুর গৃহে মিলিত উপাসনায় নবীন বাবু উপাসনায় কার্য্য করেন, কেদার বাবু ও আমি প্রার্থনা করি।

১৫ই ডিসেম্বর বুধবার প্রাতে করুণা কুটীরে কেদার বাবুর কন্যার জন্ম দিন উপলক্ষে উপাসনা করি। এ দিন পূর্ব্বাহ্নে ৯টার সময় কেশবাশ্রমে কোচবিহারের বর্ত্তমান নাবালক মহারাজা মাননীয় শ্রীমন্ জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনায় কার্য্য করি। নবীন বাবু, কেদার বাবু প্রার্থনা করেন। এ দিন সন্ধ্যায় গাড়ীতে

কলিকাতায় ফিরি। স্থানীয় উপাচার্য্য নবীন বাবুকে কলিকাতার পথে সঙ্গী পাইয়া পর দিন প্রাতে গাড়ীতে তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া মাতৃ পূজার সুমিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করি।

মুঙ্গের ভক্তিতীর্থ উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

গত ১৮ই ডিসেম্বর অপরাহ্নে কলিকাতা হইতে শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথ লাল সেন, চন্দ্র মোহন দাস, অক্ষয় কুমার লধ, গোপাল চন্দ্র গুহ সস্ত্রীক, এই উৎসব উপলক্ষে মুঙ্গের যাত্রা করেন। ইহার অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ শি এই উৎসব উপলক্ষে মুঙ্গের প্রেরিত হইয়া ছিলেন। ইহা ভিন্ন এবার মুঙ্গের উৎসবে নিম্ন লিখিত পুরুষ মহিলা বিভিন্ন স্থান হইতে আগমন করেন। বাঁকীপুর হইতে শ্রীযুক্ত গণেশ প্রসাদ, শ্রীযুক্ত যামিনী কান্ত কোঁয়ার, এবং তৎসহ করাচি হইতে আগত শ্রীমতী পার্ব্বতী, বাঁকীপুর বাড় হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার সস্ত্রীক, কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত স্বপ্রকাশ দাস, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত, ভিক্টোরিয়া স্কুলের হেড্ মিষ্ট্রেস শ্রীমতী নির্ম্মর প্রিয়া ঘোষ ঐ স্কুলের ৭ জন ছাত্রীসহ, শ্রীমান প্রফুল্ল কুমার মুখোপাধ্যায়, লক্ষ্ণৌ হইতে শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র নাথ রায় ভাগলপুর হইতে শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় সস্ত্রীক, শ্রীযুক্ত করুণা কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু। ১৮ই ডিসেম্বর রবিবার মুঙ্গের ব্রহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন প্রথম বেলা ভাই প্রমথ লাল সেন ও সন্ধ্যায় ভাই চন্দ্র মোহন দাস ঐ দিনের ভাবে উপাসনা পাঠ ইত্যাদি সম্পন্ন করেন।

২০শে প্রাতে ব্রহ্ম মন্দিরে ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। স্থানীয় গঙ্গা নদীর প্রবাহ ও ভারতের বিভিন্ন সমস্ত প্রদেশের অন্যান্য বিরাট নদ নদীর প্রবাহকে লজ্জা দিয়া এক সময় ব্রহ্মানন্দ কেশব জীবনে কেমন ভক্তি বন্যা প্রবাহিত হইয়া ছিল তাহা উপাসনায় বিশেষ উপলব্ধির বিষয় হয়। একটি সুসম্মান ভিক্ষা আচার্য্যের প্রার্থনা পঠিত হয় এবং আমরা যাহারা জননীর কর্ত্তৃক এখানে উৎসবে আহূত ও মিলিত হইয়াছি, যাহাতে উৎসব ক্ষেত্রে জননীর শ্রীহস্তের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া নব বিধানের সন্তানত্ব লাভ করিতে পারি, আমাদের উৎসব ক্ষেত্রে আগমন সার্থক হয়, এজন্য প্রার্থনা হয়। এ দিন সন্ধ্যায় ধর্ম্মশালায় পণ্ডিতজি ভাগবত গ্রন্থ হইতে উদ্ধব ও বিদুর সংবাদ অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণ জীবনে ঈশ্বর লীলা মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন। ২১শে ডিসেম্বর প্রাতে ব্রহ্ম মন্দিরে শ্রীযুক্ত ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনার কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত ভাই প্রমথ লাল সেন আচার্য্যের উপদেশ ও বিদুরের খুদ আচার্য্যের প্রার্থনা পাঠ করেন। কীর্ত্তন সঙ্গীতাদি সেই ভাবে হয়। এ বেলায় অনুষ্ঠানের মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য প্রাণকে বিশেষ ভাবে স্পর্শ করিয়াছিল।

২২শে ডিসেম্বর ৭ই পৌষ মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের দীক্ষার দিন উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্নে ব্রহ্ম মন্দিরে ভাই প্রমথ লাল সেন উপাসনা করেন। এ বেলায় অনুষ্ঠানে নববিধানে ঋষি জীবনের ও ঋষি জীবন সুলভ সাধনের ভাব স্ফূর্ত্তি লাভ করে। এ দিন শ্রীমতী পার্ব্বতী হিন্দি গান করিয়া সকলকে তৃপ্তি দান করেন। বৈকালে পাঠ, সঙ্গীত ও কীর্ত্তনাদি হয়। যে সময় ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র কর্ত্তৃক মুঙ্গের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেই সময় তাঁহা কর্ত্তৃক চুঁচড়া ও বাঁটুরা ব্রহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। চুঁচড়া ও মুঙ্গের মন্দির প্রতিষ্ঠান কালে ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত উপদেশ এ বেলা পঠিত হয় ও প্রসঙ্গাদি হয়।

২৩শে ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্নে মন্দিরে ভাই চন্দ্র মোহন দাস উপাসনা করেন। উপসনান্তে দণ্ডায়মান হইয়া সকলে সনৃত্য কীর্ত্তন করেন। ১৯শে ডিসেম্বর হইতে এ পর্য্যন্ত মহিলাগণ ব্রহ্ম মন্দিরের বারাণ্ডায় ও পুরুষগণ ধর্ম্মশালায় স্থিতি করিতেছিলেন। মুঙ্গের রাজ পরিবারের একটী বড় বাড়ী যাত্রী নিবাসের জন্য পাওয়ায় এদিন অপরাহ্নে সেই বাড়ীতে মেয়ে পুরুষ সকলে গমন করেন। সন্ধ্যার পর যাত্রী নিবাসে সঙ্গীত কীর্ত্তন পাঠ প্রার্থনাদি হয়। শ্রদ্ধেয় ভাই চন্দ্র মোহন দাস, ভাই যামিনী কান্ত কোঁয়ার প্রার্থনা করেন।

২৪শে ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্নে যাত্রীনিবাসে ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। "সাধু নাম মিষ্ট" আচার্য্য দেবের এই প্রার্থনাটি পঠিত হয়। খ্রীষ্টের জন্মোৎসবের পূর্ব্বদিন বলিয়া এ বেলায় উপাসনায় খৃষ্ট জীবনকে আদর করিতে গেলে, গ্রহণ করিতে গেলে খানিকটা খৃষ্ট চরিত্র লাভ করিতে হইবে ইহাই প্রকাশিত হয়। সন্ধ্যায় ব্রহ্ম মন্দিরে আরতি হয়। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত আরতির কীর্ত্তনে নেতৃত্ব করেন। ভাই প্রমথ লাল সেন কীর্ত্তনান্তে শ্রীমদাচার্য্য দেবের কৃত আরতির প্রার্থনা ভাব ভক্তির সহিত পাঠ করেন।

২৫শে ডিসেম্বর X'Mas উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা পূর্ব্বাহ্নে ব্রহ্ম মন্দিরে ভাই প্রমথ লাল সেন নির্ব্বাহ করেন। বিভিন্ন সাধু ভক্ত দিগের জীবনের সম্মিলনে নববিধানে নব খ্রীষ্ট ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্রের নবজন্ম অভ্যুদয় উপাসনায় বিশেষ ভাবে উদ্ভাসিত হয়। অপরাহ্নে ব্রহ্ম মন্দিরে কিছু পাঠ প্রসঙ্গ হয়। সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ দত্তের নেতৃত্বে সংকীর্ত্তনে উপাসনা হয়।

২৬শে রবিবার পূর্ব্বাহ্নে Lady Docter শ্রীমতী শান্তি প্রভা মল্লিকের গৃহে শ্রীমান বিধান ভূষণ মল্লিকের-কন্যার শুভ অন্নপ্রাসন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ভাই প্রমথ লাল সেন উপাসনার কার্য্য করেন

উপাসনা কালে পাঠ ও প্রার্থনা অতি উপযোগী হইয়াছিল সন্ধ্যার পর ব্রহ্ম মন্দিরে ভাই চন্দ্র মোহন দাস উপাসনার কার্য্য করেন। সত্যং, শিবং, সুন্দরং ঈশ্বরের এই তিনটি স্বরূপ অবলম্বনে বিধানের ঈশ্বর কত সুন্দর এবং এই সত্যং শিবং সুন্দরং স্বরূপ আশ্রয় করিয়াই মুঙ্গেরের ভক্তিতীর্থে ভক্তি নদী প্রবাহিত হইয়াছিল ও এখনও হইতেছে এই ভাবে উপদেশ হয়। আমাদের মা কত সুন্দর, আমরা ভক্তি তীর্থে এই পরমা সুন্দরী জননীর পূজা করিয়া তাঁহার হস্তের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আমরাও সুন্দর হই, এই মর্ম্মে প্রার্থনা হয়।

২৭শে ডিসেম্বর সোমবার মহিলাদিগের উৎসব। পূর্ব্বাহ্নে যাত্রী নিবাসে এ বেলায় একজন মহিলার উপাসনা করিবার কথা ছিল, তিনি উপাসনা না করাতে ভাই প্রমথ লাল সেন উপাসনার কার্য্য করেন। অপরাহ্নে একটি ব্রজবাসী বৈষ্ণব গায়ক কীর্ত্তন ও কথকতা করেন সন্ধ্যায় স্বর্গগত রামাপদ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারে সঙ্গীত ও প্রীতি ভোজন হয়।

২৮শে মঙ্গলবার সীতাকুণ্ডে ও পীর পাহাড়ে যাত্রীদলের ভ্রমণাদি কার্য্য হয়।

২৯শে পূর্ব্বাহ্নে যাত্রীনিবাসে উৎসবের শান্তিবাচনের উপাসনা ভাই প্রমথ লাল সেন নির্ব্বাহ করেন। উপাসনায় প্রকাশিত হয় ভক্তিতীর্থের আদিস্তরে সেই শিক্ষিত জ্ঞানী গুণী যুবক দল ভক্তির প্রবল তরঙ্গে পড়িয়া যান। সে তরঙ্গের আঘাতে তাঁহাদের জ্ঞান গুণের প্রতিমা চূর্ণ হইয়া যায়। তাঁহারা আর আপনাদিগকে সামলাইয়া রাখিতে পারেন না, ভক্তি স্রোতে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে হয়। অনেকেই আত্ম সমর্পণ করিয়া ধন্য হন।

ধর্ম্মজীবনে কোন প্রকারে সয়তানের প্রবেশ অধিকার না পায়, এইজন্য ধর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বদা প্রমত্ত থাকা প্রয়োজন, প্রমত্ততা ভিন্ন ধর্ম্ম জীবন রক্ষার উপায় নাই।

৩০শে, ৩১শে জানুয়ারী যাত্রীনিবাসেই উপাসনাদি হয়। ১লা প্রথম বেলায় যাত্রীনিবাসে মাঘোৎসবের প্রস্তুতি উপলক্ষে উপাসনা হয়। তৎপরে শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র দে প্রদত্ত প্রীতি ভোজন হয়।

উৎসব ক্ষেত্র হইতে পুরুষ মহিলা অনেকে চলিয়া গেলে ভাই প্রমথ লাল সেন, ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ সস্ত্রীক, ভাই অক্ষয় কুমার নাথ, ভ্রাতা যামিনী কান্ত কোঁয়ার, শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ. প্রভৃতি ৩রা জানুয়ারী সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাস করেন। এবং ভক্তিতীর্থ প্রসাদ সম্ভোগ করেন তীর্থ সাধন করিয়া কৃতার্থ হন। এবারকার জমাট উৎসবে ভক্তিতীর্থের নবজাগরণ। তাই এবারকার মুঙ্গেরের উৎসব পরম জননীর বিশেষ কৃপার সাক্ষ্য।

শ্রীগোপাল চন্দ্র গুহ।

প্রেরিত পত্র।

বর্ত্তমান যুগ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায়, আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্ম যাহা লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল তাহার পুনরুত্থান কিরূপে হইল। যখন হিন্দু রাজত্ব গৃহ বিবাদে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া সনাতন ধর্ম্মে গ্লানি উপস্থিত করিয়াছিল এবং মুসলমানগণ এ দেশ অধিকার করিয়া ইহাকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিবার উপক্রম করে, ভগবান কৃপা করিয়া যীশুখৃষ্টের ধর্ম্ম পাঠাইয়া ইহার পুনরুত্থানের সূত্রপাত করিলেন। ক্রমে দেশ অধিকাংশ খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মগ্রহণে উদ্যোগী দেখিয়া তিনি কৃপা করিয়া বৈদিক ধর্ম্মের অনুকরণে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ও ক্রমে ক্রমে সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের উদ্ধার সাধন করিলেন যথা হরিসভা ইত্যাদি।

এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দেখান অনাবশ্যক, কেননা যাহার একটু অন্তর্দৃষ্টি আছে তিনিই বুঝিতে পারিবেন। বর্ত্তমানে ইহার সম্পূর্ণরূপে উদ্ধারের দিন উপস্থিত এবং আমাদের বহু সৌভাগ্য সে দিন সমাগত।

হিন্দু ভ্রাতা সকলকে আমার সানুনয় অনুরোধ, একবার আঁখি উন্মীলন কর, ধনীবৃন্দ যাঁহারা বিষয় বিভবে মত্ত হইয়া আমার আনন্দময়ী মাকে ভুলিয়াছেন, একবার নিদ্রার ঘোর কাটাইয়া বিলাস বিভবের সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, দুঃখিনী মায়ের মুখপানে তাকাও ইহাই এ দীনের বিনীত নিবেদন। যদিও এ কথা অনেক বলা হইয়া গিয়াছে তথাপি আবার বলিলাম।

১ম মহালীলা হইবে, এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিবে। বেশী দিন বাকি নাই। মহাত্মারা সব বের হয়েছেন। গয়া কাশী বৃন্দাবন, অযোধ্যাদি স্থানে এক মহাকাণ্ড হইবে। আবার সেই সত্যকাল, প্রায় সত্যকাল হইবে। প্রত্যেক স্থানেই এক একটী মহাত্মা; সকলের হাতে পাখা আছে। এখন হইতেই তাঁহারা বাতাস করিতে আরম্ভ করেছেন, ক্রমেই জোর বাতাস করবেন। কাশীর বাতাস অযোধ্যায়, ঢাকার বাতাস কলিকাতায়, এরূপ একস্থানের বাতাস অন্য স্থানের বাতাসে গিয়ে লাগবে। বাতাসে বাতাসে মিশে বাতাসের বেগ আরও বৃদ্ধি হবে। ক্রমে ঝড় হবে, মহাঝড় হবে। মহাঝড় গিয়ে সাগরে পড়বে। সাগরের জল বাতাসে আলোড়িত হয়ে গঙ্গা যমুনার সহিত সমস্ত দেশটাকে ভাসাবে। শুধু ভারতবাসী নয় জগতবাসী ভেসে যাবে। এ স্রোত, মহাস্রোত সকলকেই ভাসাবে। মহাস্রোত কার সাধ্য এ স্রোত বাধা দেয়? দেশের লোকের অবিশ্বাস সন্দেহ বুদ্ধি পেতে দেখা যাবে। তাতে কোন ক্ষতিই হবে না, উপকারই হবে। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, কল্পনা নয়, নিশ্চয় প্রত্যক্ষ করবেন। ইহলোকেই থাকুন আর পরলোকেই থাকুন, কেহই বঞ্চিত হবেন না। রামকৃষ্ণ পরমহংস আরও কোন কোন মহাত্মা পরলোক থেকেই সাহায্য করবেন। কিছু ভয় নাই সম্পূর্ণ নির্ভয় সত্য সত্যই নির্ভয়, সেই মহা প্রলয়ের দিন এল। ভয় নাই! ভয় নাই!! ভয় নাই!!!

(সৎগুরু-সঙ্গ ১ম ভাগ।)

বাউল সুর।

(ওরে) প্রেম বিলায়ে, প্রেম শিখাতে
গোরা আমার আবার এসেছে।

জীবের তরে কত সয়েছে ॥
(ও ভাই) এখনও কি তোদের খুলিল না আঁখি,
মান অভিমান ইত্যাদি,
বারেক চাহ দেখি ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ আর
হিংসা দ্বেষ রাখি,
(ঐ দেখ) প্রেমালিঙ্গন দিতে ডাকিছে (সবে) ।
প্রেমময় গোরা নদে অবতরি,
যবনে কোল দিলে ঘৃণা পাশরি।
এবার সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় করি,
সত্যযুগ আবার আনিছে। (নবভাবে)
আর কেন ভাই ঘুমায়ে থাকো,
এখনও কি তোমার মোহ কাটেনাকো,
অহঙ্কার ত্যজি বারেক চেয়ে দেখ,
গোরা অবতীর্ণ হয়েছে। (প্রেমের গোরা আমার)
অসুর নাশিয়ে ভূভার হরিয়ে,
মহা কুরুক্ষেত্র অবসান করিয়ে,
কোল দিতে সবে দুহাত বাড়ায়ে,
(কাতর) সন্তানদের আবার ডাকিছে ॥
(শান্তিময়ী মা আমার)
ইহা আমার অন্তদৃষ্টির ফল।
(স্বরচিত)
দীন মাতৃ সেবক।

—•—

উপাসনা।

(প্রেরিত)

মহারাণী সুনীতি দেবীর Palace এ সুধা ও তাঁর স্বামী Dr. N. Banerjeeর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে বড় সুখী হলাম। দেবেন তখন উপাসনায় ছিলেন। শুনিলাম ইনি প্রতিদিন দুটী বেলা নিয়মিতরূপে ব্রহ্ম পূজা করিয়া থাকেন। আধুনিক ব্রাহ্ম নামধারী যুবকগণ এই দৃষ্টান্তের অনুগমন করিলে যথার্থ উপাসনায় ব্রহ্ম লাভ করিয়া ব্রাহ্ম হইবেন।

কেহ যে নিয়মিত পূজা অর্চ্চনা করেন না তাহা আমি বলিনা, কিন্তু অনেকে প্রাত্যহিক পূজাকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। অনেকে উপহাস করিয়া বলেন যাহারা প্রত্যহ উপাসনা করেন তাঁহারা কি আমাদের অপেক্ষা মহৎ চরিত্র দেখাইতে পারেন?

আমরা শৈশব কাল হইতে যে শিক্ষা পাইয়া ছিলাম তাহাতে বুঝিয়াছি স্বর্গের দিকে যাইবার এমন আর উৎকৃষ্ট পথ নাই, উপাসনা যেমন। নববিধান পরিবারে আমরা বর্দ্ধিত হইয়া শিশু সময় হতে ভোরে শয্যাতে সারা দিনের জন্য হরিঠাকুরের চরণে বল ভিক্ষা করিয়া প্রণাম করিতে, স্নানের সময় প্রণাম করিতে, খাইবার সময় প্রণাম করিতে, আবার প্রতি নূতন ফল ফুল লাভ অথবা বিশেষ সামগ্রী প্রাপ্ত হইলে অন্তরের দেবতাকে প্রণাম করিতে। এমন কি ছয় মাসের শিশুকে করজোড় করিয়া প্রণাম করিতে শিখান হইয়াছে বলিয়া এ সব যেন অস্থি মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। পড়বার সময় শয়নকালে একজন নিরাকার বড় আত্মীয় চির সুহৃদ অনন্ত দয়াময় আছেন, তাহাই হৃদয়ঙ্গম করিতাম। আজ কাল দেখে দুঃখীত হই অনেক ব্রাহ্ম গৃহস্থ বাড়ীতে এ সকল নৈতিক শিক্ষা কিছুই দেওয়া হয়না। শিশু হইতে বালক ও বালিকাকে অধিক বলিতে সমর্থ না হইলেও এতটুকু বলি নিরাকার পূর্ণসত্ত্য দেবতার পূজা করিতে পাইয়াছি ও পারিয়াছি বলিয়াই জীবনে সবই পেয়েছি, নতুবা কোন্ অবনতির পথে যাইতে হইত কে বলিবে, বড় ইচ্ছা হইতেছে এই ব্রহ্মভক্ত চিকিৎসকের মত কার্য্য ব্যবসার ভিতরে থাকিয়াও সকল পরিবারে প্রতি ব্রাহ্ম জীবনে ভগবানের পূজা প্রতিষ্ঠিত হউক। ব্রহ্মানন্দের নববিধির বিজয় নিশান নিখাত হউক।

শ্রীআচার্য্যদেব এই উপাসনার ভিতর দিয়া এই সুমহান্ বিশ্বব্যাপী নববিধানের সুখের ধর্ম্ম পাইলেন। তাই বলে মানুষকে ভালবাসা, পরলোকতত্ত্ব, হোম যোগ সম্মিলন ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞান জল সংস্কার সাধু সমাগম, পৃথিবীর একতা সকল ধর্ম্মের সত্য লাভ, সকল জাতির ভেদজ্ঞান পরিহার, অপূর্ব্ব নববিধান সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়, ভগবানের আদেশে তিনি জগতে প্রচার করিলেন ও ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের জন্য রক্ষা করিলেন। ব্রহ্মানন্দ স্বয়ং বলিয়াছেন এই উপাসনার বলে সকলই হইয়াছে।

উপাসনা বিনা ব্রাহ্ম, তোমার কি আছে? শিশুর জনমে সর্ব্বাগ্রে উপাসনা করিয়া জাতকর্ম্ম, অন্নপ্রাশন, নামকরণ, দীক্ষা, বিবাহ, জীবনের নানা ব্রত কার্য্য ব্যবসা বাণিজ্য গৃহ প্রতিষ্ঠা রোগ শোক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং শ্রাদ্ধানুষ্ঠান প্রভৃতি সকল প্রকারের মহৎ বা ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানে উপাসনা কি সর্ব্ব প্রথম ও প্রধান কার্য্য নয়? আমাদের সকল কার্য্য সুখের হয় ও পূর্ণ হয় তখন যখন ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা সেই অনুষ্ঠান সকল সমাধা করিতে পারি। ধর্ম্মের পরিপক্কাবস্থায় সুন্দরোপাসনা হয়। কবে সমাজের পূর্ণ ধর্ম্ম নববিধান প্রতিষ্ঠিত হবে।

পূর্ব্বকালে আমরা যাঁহাদের দিব্য আরাধনা সাগরে মগ্ন হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিতাম, বাহ্য জ্ঞানই অনুভূত হইত না আজ তাঁহারা সবাই পরধামে। কিন্তু যথার্থ বলিতে পারি এখানে মহারাণী সুনীতি দেবীর সুললিত মিষ্ট ভাষা পূর্ণ ও নিরাকার পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবানের সুস্পষ্ট সান্নিধ্য হৃদয়ঙ্গমকারী পূজা আরাধনা যুগপৎ নিরঞ্জন নিরাকার সত্য ঠাকুরকে হৃদয়ে উজ্জল জ্যোতিতে উপলব্ধি করায়। ইচ্ছা করে সকল বন্ধু আত্মীয় যে যেখানে আছি মিলে এমনই পূজা বন্দনায় মগ্ন থাকি। পরপারে যাইবার সম্বল লাভ করি।

রাঁচি। সেবিকা।

—•—

সংবাদ

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান—শ্রীমান্ বিনয় ভূষণ বসু লিখিয়াছেন "আমাদের পরমারাধ্যা মাতৃদেবী গত ১৩ই অগ্রহায়ণ ২৯শে নভেম্বর সোমবার নশ্বর দেহত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করিয়াছেন। গত ১৪ই পৌষ ২৯শে ডিসেম্বর বুধবার পূর্ব্বাহ্ন ৯॥০ ঘটিকার সময় ঝাখিল গ্রামে আমাদের বাড়ীতে নবসংহিতা অনুসারে তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে।" ডাক্তার বিমল চন্দ্র ঘোষ উপাসনার কার্য্য করেন।

পরলোক গমন—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে গত ২৯শে ডিসেম্বর প্রাচীন ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ গুহ গিরিডি হইতে চোখের চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিয়া হঠাৎ পরলোক গমন করেন। তিনি একজন সঙ্গীতজ্ঞ লোক ছিলেন। ইদানীং গিরিডিতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত অমৃত লাল ঘোষের গৃহে থাকিতেন। তাঁহার সুমিষ্ট সঙ্গীতে কত প্রাণ তৃপ্ত হইয়াছে। এখন অমর ভবনে অমরাত্মাগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া অনন্তের গুণগানে মগ্ন হইয়া ধন্য হউন।

গত ১০ জানুয়ারী, গিরিডিতে তাঁর আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একযোগে উপাসনাদি করিয়াছেন। একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ সত্যরঞ্জন গুহ প্রধান শোক কারীর প্রার্থনা করেন। ভগবান পরলোকগত আত্মাকে শান্তিধামে রক্ষা করুন এবং পৃথিবীস্থ শোকার্ত্তগণের প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন। এই উপলক্ষে নববিধান সমাজে ৫৲, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে ৫৲, আতুর আশ্রমে ২৲, অনাথ আশ্রমে ২৲, বৌদ্ধ সাধক ২৲, হিন্দু সাধক ২৲, মুসলমান সাধক ২৲, ও খ্রীষ্টান সাধককে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ৪ঠা জানুয়ারী, ৬৯।২A. গড়পার রোডে তাঁহার তৃতীয়া কন্যা পিতৃদেবের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করাইলেন, ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন, এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

আরোগ্য লাভ—বিগত ২৫শে নবেম্বর বৃহস্পতিবার প্রাতে ভাগলপুরে শ্রীমতী নির্ম্মলা বসুর গৃহে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ভক্ত ভূষণ বসুর সঙ্কট পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ হেতু বিশেষ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে ভাগলপুর ব্রহ্ম মন্দিরে ১৲ ও কলিকাতা ব্রহ্মানন্দ তীর্থধাম ভিক্ষার ঝুলিতে ২৲ দান স্বীকার করা হইয়াছে।

নামকরণ—গত ২৭শে ডিসেম্বর ৫৪।২ হাজরা রোডে মিঃ অজিত নাথ মল্লিকের শিশু কন্যার নামকরণ অনুষ্ঠান নবসংহিতা অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে, ভাই প্রিয়নাথ উপাচার্য্যের কার্য্য করেন। কন্যার নাম "স্বাতি" রাখা হইয়াছে। এই উপলক্ষে শিশুর মাতা অনাথ শিশুদের সেবার জন্য ৫৲ টাকা দান করেন।

সাম্বৎসরিক—আমাদিগের স্বর্গস্থ ভাই কেদার. নাথের পত্নী দেবীর স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে রাচি ও লাহিরিয়া সরাইতে কন্যাগণ বিশেষ উপাসনা করেন। এই স্বর্গগমন দিন স্মরণার্থ প্রচারাশ্রমে শ্রীমতী হেমলতা দে ২৲ ও কুমারী শ্রীকমলতা দে ২৲ দান করিয়াছেন।

নববর্ষ—১লা জানুয়ারী লাহিরিয়া সরাইতে কুমারী কমলতা দেবীর আলয়ে নববর্ষ উপলক্ষে স্থানীয় ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাগণকে লইয়া বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। শ্রীহেমলতা দে উপাসনা করেন।

জাতকর্ম্ম—গত ১৬ই ডিসেম্বর স্বর্গীয় শ্রীকেশব অনুজ কৃষ্ণবিহারী সেনের পুত্র শ্রীমান্ ইন্দু প্রকাশ সেনের নবজাত শিশুর জাতকর্ম্মানুষ্ঠানে ভ্রাতা ডাঃ কামাখ্যা নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন।

জন্মোৎসব—গত ১৭ই ডিসেম্বর ময়ূরভঞ্জের স্বর্গীয় মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেবের শুভ জন্মোৎসব, মহারাণী সুচারু দেবীর প্রাণের প্রীতি কামনায় ও উদ্যোগে, বারীপদয় এবার সমারোহে সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে ভাই প্রিয় নাথ আহূত হইয়া তথায় গমন করেন। সে দিন প্রাতঃকালে উষাকীর্ত্তন যোগে শুভদিন ঘোষণা হয়। ৮টার সময় মহারাজ প্রতিষ্ঠিত কুষ্ঠাশ্রমে উৎসব হয়। সেখানকার আশ্রমবাসী বাসিনী প্রায় ৭০ জন মিলিয়া প্রথমে কীর্ত্তন করেন, তাহার পর সংক্ষিপ্ত উপাসনা ও প্রার্থনা করিয়া মহারাজার জীবনের মহত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা হয়। এই আশ্রম পরিচালনের ভার স্থানীয় খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারিকা মিস এলেনবি ও তাঁহার সহকারী সহকারিণীগণ লইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে এ দেশীয় একবন্ধু ও প্রার্থনা করেন। তাহার পর আশ্রমবাসী বাসিনীদিগকে লুচি তরকারী ইত্যাদি দিয়া ভূরি ভোজন করান হয়। ভোজনান্তে তাহারা আনন্দ ও উৎসাহে 'জয় মার জয়' "জয় মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রের জয়" "জয় মা মহারাণী সুচারু দেবীর জয়" বলিয়া কৃতজ্ঞতা অর্পণ করেন। একজন সাহেব তথাকার একটি ফটো গ্রহণ করিলেন। সিবিল সার্জ্জন ডাঃ আইচ মহাশয় এই উৎসবে যোগদান করেন। ভ্রাতা নগেন্দ্র নাথের উদ্যোগে তাঁহার গৃহেই লুচি ও মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করা হয়। কুষ্ঠাশ্রম হইতে প্রত্যাগমন কালে ডাঃ আইচ মহাশয়ের অনুগ্রহে ও অনুরোধে স্থানীয় জেল পরিদর্শন করা হয় এবং কারাবাসীদিগকে মহারাজার জন্মদিন স্মরণ করাইয়া তাঁহার প্রজাবর্গ ও দীনজনে দয়া সম্বন্ধে কিছু বলা হয়। নগেন বাবুর পরিবারবর্গ সহ প্রাতঃ উপাসনা হয়। সন্ধ্যার পূর্ব্বে শ্রীমন্দিরে শিশু সম্মিলন ও কল্পতরু প্রদর্শন হয়। এখানে মহারাজার শিশুভাব সরলতা সম্বন্ধে বলা হয় এবং মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়। এই উপলক্ষে মহারাজা রামচন্দ্রের ধর্ম্ম প্রাণতা ও বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে বলা হয়। এখানে অনেকগুলি নরনারী এবং কতিপয় উচ্চ রাজকর্ম্মচারীও উপস্থিত ছিলেন। মন্দির হইতে অনাথাশ্রমে গিয়া সেখানকার বালকদিগকেও মহারাজার জীবনের উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধে

বলিয়া ও প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে লুচি তরকারী দ্বারা তৃপ্তি ভোজন করান হয়। এখানে ষ্টেটের শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ মহাশয় ও হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং আশ্রমের অধ্যক্ষ পণ্ডিত মহাশয় ও আরও কয়জন বন্ধু উৎসাহ দান করেন। পরদিন ১৮ই বর্ত্তমান মহারাজা ও রাজ পরিবারের কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া জন্মোৎসব সম্পন্ন হয়।

গত ২৬শে ডিসেম্বর শ্রীমৎ আচার্য্য পত্নী শ্রীমতী সতী জগন্মোহিনী দেবীর শুভ জন্মোৎসব কমলকুটীর নবদেবালয়ে সম্পন্ন হয়। ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ উপাসনা করেন মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী মাতৃ ভক্তিতে গদগদ চিত্তে প্রার্থনা করেন। ভ্রাতা সরল চন্দ্র শ্রী আচার্য্য দেবের ও মাতৃদেবীর প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। এই উপলক্ষে শ্রীমতী মহারাণী দেবী শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে ৮০৲ টাকা দান করেন।

শ্রীঈশার জন্মোৎসব—এই উপলক্ষে কলিকাতা কমলকুটীর নবদেবালয়ে ও শান্তিকুটীরে বিশেষ উৎসব হয়। শান্তি কুটীরে শ্রীমান্‌সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন।

বাগদান—গত ২৩শে ডিসেম্বর কোচবিহার প্রবাসী ভ্রাতা নবীন চন্দ্র আইচের কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী জ্যোৎস্নাময়ীর সহিত বাগনান নিবাসী ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রসিক লাল রায়ের পুত্রের শুভ পরিণয় প্রস্তাব স্থির হইয়া প্রার্থনা ও আশীর্ব্বাদ হয়। আমাদের পুরাতন বন্ধু শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত মহাশয়ের ভবনে এই উপলক্ষে ভাই প্রিয়নাথ সংক্ষিপ্ত উপাসনা করেন।

বিশেষ দিন—গত ২০শে ডিসেম্বর স্বর্গীয় মহারাজা সার জীতেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের জন্ম ও স্বর্গ গমন দিন স্মরণে কমলকুটীর নবদেবালয়ে বিশেষ উপাসনাদি হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। মহারাণী সুচারু দেবী বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই দিন স্মরণে রাঁচিতেও শ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবী বিশেষ উপাসনাদি করেন। কোচবিহারে ও কেশবাশ্রম সমাধি মণ্ডপে ভ্রাতা নবীন চন্দ্র আইচ উপাসনা করেন। এইদিন শ্রীমৎ আচার্য্য দেবের পুত্র শ্রীমান সরল চন্দ্রেরও জন্মদিন অনুষ্ঠিত হয়।

—•—

Edited. on behalf of the Apostolic Durbar, New Dispensation Church, by Rev, Bhai Priyanath Mallik.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৬১ ভাগ। ২১।২২ সংখ্যা। | ১৬ই অগ্রহায়ণ ও ১লা পৌষ, ১৩৩৩ সাল, ১৮৪৮ শক, ৯৭ ব্রাহ্মাব্দ। 2nd & 16th December, 1926. | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩্ ।

প্রার্থনা।

মা, তুমি অনন্তরূপধারিণী, তোমাকে যে যে নামেই ডাকুক, যে যে ভাবেই পূজা করুক তাহাতে কাহারও কোন ভুল ভ্রান্তি হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু তোমার ভক্তগণকে তোমার ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণকে গ্রহণ করিতে গিয়া মানুষ বড়ই ভ্রম ভ্রান্তিতে পতিত হয়। যাহার যেমন সাধনা, যাহার যেরূপ ধারণা সে সেই ভাবে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়া প্রায়ই পরস্পরের উপর নিজ নিজ মত চালাইতে চেষ্টা করে এবং তাহা লইয়া কতই বিবাদ বিসম্বাদ করে। ধর্ম্মজগতে যে এত সাম্প্রদায়িকতা তাহার অধিকাংশ এই ভক্তদিগকে লইয়াই হইয়াছে। এই জন্য, মা, বর্ত্তমান যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ব্রহ্মালোকের সাহায্যে ভক্তকে গ্রহণ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। আমরা তাই তোমার নিকট আসিয়াছি, নববিধানের নবভক্ত আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে কি ভাবে গ্রহণ করিব তুমি বলিয়া দাও। তুমি না চিনাইলে আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারি না। তিনি বলিয়াছেন, ভক্তমীনকে গ্রহণ করিতে হইলে ব্রহ্মজলের ভিতর দিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তাই তোমাকে ছাড়িয়া যেন আমরা তাঁহাকে না লই। জীবিত মৎস্য যেমন জল ছাড়া পাওয়া যায় না, তোমা ছাড়া তোমার চিরজীবন্ত নবশিশু সন্তানকে কেমনে পাইব? তুমি দয়া করিয়া তাঁহাকে কেমনে গ্রহণ করিব শিখাইয়া দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

হৃদয়ের ঠাকুর, ইঁহারা বলিতে পারিলেন না কে আমি কি আমি। যদি ঠিক বুঝিতেন এত বিবাদ বিসম্বাদ দুঃখ থাকিত না। হরি, কেন এ প্রকার হইল এবং হইতেছে। যার কাছে দিবানিশি আছে তাকে কেন বুঝিতে পারিতেছে না। এইবার ইঁহারা একজনকে বুঝিয়া যান, একজনকে বন্ধু করিয়া বরণ করিয়া হৃদয়ে লইয়া যান। ইঁহারা এক এক জন যা বলিবেন তা আমি নয়, ইঁহাদের স্বাতন্ত্র্যে আমি নই! একজন আমার ভক্তির ভাগ, একজন আমার যোগের ভাগ, একজন আমার কর্ম্মশীলতার ভাগ লইয়া গেলে, তাতে ত হবে না। কাটা মানুষ যেন কেহ নিয়ে না যায়।

জল মাছের আধার। সেই জলে আস্ত মাছ রেখে সবশুদ্ধ মাছটা নিয়ে যাও। জল থেকে মাছ আলাদা করিও না। বুদ্ধি খাঁড়া দিয়া মাছ কেটোনা। এই জীবন সরোবরে জীব মীনকে নিয়ে যাও। একটা দৃষ্টান্ত

বুকের ভিতর নিয়ে যাও। হরি, ইঁহারা যা আমি তাই নিয়ে যান, আদতটি নিন।

নারকী উদ্ধার হতে পারে এ যদি দেখিতে চাও, তবে ভাই এই বন্ধুকে নাও, সঙ্গে রাখ।

আমি পাপী হইয়া পুণ্যাত্মা হইতে চাই না আমি সিদ্ধ হয়ে জন্মেছি তা বলছি না। আমি এই একটা আশার কথা বলিতে চাই যে একটা খুব পাপী ছিল মার প্রসাদে তার জীবনে খুব পরিবর্ত্তন হয়েছে। হয়নি যা তা হবে। অসম্ভব যা তাও হবে। একটা কাল ছেলে সুন্দর হয়েছে।

নবভক্ত গ্রহণ।

যুগে যুগে যুগধর্ম্ম বিধান জীবের শিক্ষা ও কল্যাণের জন্যই প্রবর্ত্তিত। তাহা দেশ কাল এবং পাত্র অনুসারে বিভিন্ন আকার ধারণ করিলেও একই বিধাতার বিধান। কিন্তু ধর্ম্মগুলীর মধ্যে যে পরে এত সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা আসিয়াছে, তাহা কেবল যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষদিগকে লইয়াই হইয়াছে।

ভারতে বেদ, বেদান্ত, বৌদ্ধ বা পৌরাণিক বিধান, পাশ্চত্য দেশে পাশী, ইহুদী, খৃষ্টীয় বা মস্‌লিম বিধান, সকলই মানবের দুষ্কৃতি দূর ও সাধুদিগের হিতের জন্য এবং নব নব ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্যই প্রবর্ত্তিত। সুতরাং সে সকল ধর্ম্মবিধানই যে সত্য ও ধর্ম্ম-বিধান, নববিধানপ্রবর্ত্তক ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সে সকল বিধানের অনুবর্ত্তীগণ যিনি যে ভাবে নিজ নিজ অধিকার বা সাধন অনুসারে সেই সেই ধর্ম্মবিধানের তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন বা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সেই ভাবে এক এক সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। এক এক ধর্ম্মমণ্ডলীতে যে এত সম্প্রদায় দেখা যায় তাহা সেই সেই ধর্ম্মতত্ত্ব উপলব্ধি ও প্রবর্ত্তককে গ্রহণের বিভিন্নতা হইতেই উৎপন্ন।

বর্ত্তমান যুগ ধর্ম্মবিধান সকল ধর্ম্মবিধানকে এবং সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তককে এক করিতে সমাগত। এ বিধানে মানবীয় মত ভেদ বশতঃ ভবিষ্যতে আর সাম্প্রদায়িকতা না আসে এবং বিধান প্রবর্ত্তককে গ্রহণ সম্বন্ধেও অনুবর্ত্তীগণের মধ্যে ভিন্নতার সম্ভাবনা না থাকে, তাহার জন্য আমাদিগের কতই সাবধান হওয়া উচিত।

এই নিমিত্ত স্বয়ং ঈশ্বরকে মধ্যবর্ত্তীরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহারই জ্ঞানালোকে আমাদিগকে এই নববিধান ধর্ম্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে এবং তাঁহারই ভিতর দিয়া নববিধান প্রবর্ত্তককে গ্রহণ করিতে হইবে, আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা ঈশ্বরালোক নিরপেক্ষ হইয়া নিজ নিজ বুদ্ধি বিচার মতানুসারে যদি নববিধানতত্ত্ব উপলব্ধি করি ও তাহাই লোকের নিকট প্রচার করি, বা আচার্য্যকেও নিজ নিজ সংকীর্ণ ভাবে গ্রহণ করি, নিশ্চয়ই আমরা নববিধানকে কাটিব এবং যে সাম্প্রদায়িকতা বিনাশ করিতে নববিধানের অভ্যুত্থান সেই মহান্ উদ্দেশ্যও আমরা ভঙ্গ করিব।

এই জন্য আচার্য্যদেব বলিলেন যে পবিত্রাত্মার আলোকে মিলাইয়া না লইয়া আমার কোন কথা লইও না, জল ছাড়া ভক্ত মীনকে গ্রহণ করিও না অর্থাৎ ব্রহ্মকে ছাড়িয়া আমাকে লইতে চেষ্টা করিও না।

সুতরাং তিনি স্বয়ং ঈশ্বর প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন পবিত্রাত্মার আলোকে তাঁহার সেই সকল উক্তির মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া যেন আমরা তাঁহাকে গ্রহণ করি। তিনি আপনার সম্বন্ধে এমন আপাততঃ বৈশম্য উক্তি করিয়াছেন যে তাহা সাধারণ বুদ্ধিতে সাধারণ চিন্তায় সাধারণ ভাবে বুঝিয়া উঠাই কঠিন। তাই আমরা যেন জীবন্ত ঈশ্বরের আলোকে তাঁর নবভক্তকে দর্শন ও গ্রহণ করি এবং সেই ভক্ত আত্মার সহিত যোগে একাত্মা হইয়া নববিধান প্রচার ও প্রদর্শন করি।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

একদেহ।

বিধান একটি দেহ। প্রবর্ত্তক মস্তিষ্ক এবং তিনিই সমগ্র দেহের শীরা বা স্নায়ুরূপে সঞ্চারিত। প্রেরিত, প্রচারক, সাধক, বিশ্বাসী, সেবকগণ সকলেই এই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ বা উত্তমাঙ্গ অধমাঙ্গ হইলেও প্রত্যেকেরই বিশেষত্ব আছে, প্রত্যেকেরই স্বাধীন অধিকার আছে, অথবা কেহ কাহাকেও ছাড়িলে এই দেহ রক্ষা হয় না, কাহারও আত্মরক্ষাও হয় না। কেহ কাহাকেও অতিক্রম করিতে পারেও না। পরস্পরে পরস্পরের বিশেষত্ব স্বীকার করিয়া পরস্পরে পরস্পরের সহায় ও অধীন হইয়া সদ্ভাবে নির্ব্বিবাদে নিজ নিজ দায়িত্ব অনুভব করিয়া কার্য্য করিলে তবে প্রত্যেকের জীবন রক্ষা হয় এবং সমগ্র দেহও জীবিত থাকে। এক

অঙ্গের পতনে বা গুরুতায় সমগ্র দেহ বিকলাঙ্গ হয়। ইহাই স্মরণ রাখিয়া যেন আমরা নববিধান সাধন করি।

গুরু শিষ্য।

গুরু শিষ্যের মিলন পুরাতন বিধান। ভাই ভাই সমযোগী সম-বিশ্বাসী সম-সাধক হইয়া পরস্পরে সহযোগীরূপে মহা-প্রেমে মিলিত হইয়া ধর্ম্মসাধন করিবেন, ইহাই নববিধানের বিধান। কেহ যদি গুরু হইয়া কাহাকেও শিষ্য করিতে চান বা কেহ শিষ্য হইয়া কাহাকেও গুরু-গিরি করিতে সুযোগ দেন, নব-বিধানের বিরোধী হন।

নববিধানের মিলন।

নববিধান মিলনের বিধান। একাকী যাইলে পথে নাহি পরিত্রাণ,ইহাই নববিধানের বিধি। একা একা স্বতন্ত্র ভাবে সাধন বা প্রচার করিলে নববিধানের পরিত্রাণ লাভ হয় না। যিনি যেথানে যান যাহা কিছু করেন প্রবর্ত্তকের ও সমগ্র বিশ্বাসীদের সঙ্গে একাত্মতা অবলম্বনে সাধন ও প্রচার করিলেই নববিধান সঙ্গত হয়। স্বতন্ত্রতা ভিন্নতা নববিধানের বিরোধীতা।

নবভক্তের আত্মকথা।

আমি পুণ্যবান নই, ধনবান বা জ্ঞানবানও নই, তথাপি আমার একটী জিনিষ আছে, যাহা প্রয়োজনীয় তাহা আছে, আমার আছে বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস যাহা অন্ন জলে দর্শনে জ্ঞানে ও আনন্দে পরিণত করা যায়। সেই বিশ্বাস যাহা ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র দর্শন করে।

আমি অনুপস্থিত ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিনা।

বিজ্ঞানের ঈশ্বর আমার ঈশ্বর।

আমি ধর্ম্মে এসিয়াবাসী, কর্ম্মে ইউরোপীয়।

সত্যই পৃথিবীতে আমার শত্রু নাই, যাঁহারা আমার শত্রু বলিয়া পরিচয় দেয়, তারা আমারই কাজ করিতেছে। তাহাদের অজ্ঞাতসারে ঈশ্বর তাহাদিগকে আমার বন্ধু করিয়াছেন।

আমি "আমার" জানিনা, কোথায় আমার? কোথায় আমার "আমি"? তা ত নাই।

অনেক দিন হলো আমার এই ক্ষুদ্র পক্ষী "আমি" এ দেহ-মন্দির থেকে উড়িয়া গিয়াছে; কোথায় আমি জানি না, আর সে ফিরিবে না।

আমি কতকগুলী সত্য প্রচার করিতে ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত, আমার দেশকে সেই সত্য দান করা আমার বিশেষ কাজ।

আমি বেশ জানি আমি কখনও কোন অন্যায় করি নাই।

আমি যে সত্য প্রচার করি তাহার জন্য জবাব দিতে আমি বাধ্য নই, আমি একথা নির্ভয়ে বলিতেছি। এজন্য যদি কাহারও দোষ থাকে, আমার প্রভু পরমেশ্বরই তাহার জবাব দেবেন, কেন তিনি আমাকে আমার দেশের কল্যাণের জন্য লোকের অপ্রীতিকর কার্য্য করিতে বাধ্য করিয়াছেন।

আমার কার্য্য কেহ বাধা দিতে পারিবে না, কারণ তাহা যে ঈশ্বরের। আমার কার্য্য বিনা আমার জীবনই বাঁচে না।

আমার মা বড্ড ভাল রে বড্ড ভাল। আমার মাই সত্য মা, তোদের মা "আমির" মা। (অর্থাৎ মন গড়া মা)।

আমার ঈশ্বর জীবন্ত ঈশ্বর যিনি ভারতে জাগিয়া আছেন।

বন্ধুগণ আমার মাকে মা বলিলে, আমার সঙ্গে এক মাকে দেখিলে সব মধুময় হইবে।

পুরাতন মাকে ফেলে দিয়া আমার লাবণ্যময়ী মাকে ভারত গ্রহণ কর।

ঈশ্বরকে দেখ নাই? আর প্রমাণ দিতে হইবে না, আমাকে দেখিলেই হইবে। এক পদার্থে দুটী পদার্থ মিশিয়াছে। একটি অস্বীকার করিয়া আর একটী স্বীকার করা যায় না।

চিন্ময় বস্তু আমি। এই যে নব প্রকৃতি বিশিষ্ট নবকুমার যাহার নাম "শ্রীঅদ্ভুত", যিনি ইঁহার পিতামাতা কর্তৃক প্রশংসিত স্বর্গ কর্তৃক আদৃত, এই আত্মাই আমি।

এ লোকটীর প্রত্যেক ইঞ্চ সত্য, ভয়ঙ্কর সত্য।

আমি একটা কালো ছেলে মার কাছে দৌড়ে যাচ্ছি।

আমি পাপীর সর্দ্দার।

সমস্ত মানব আমাতে আমি তোমাতে।

আমি ও আমার ভাই এক, আমরা একজন।

আমরা কি প্রমাণ পেয়েছি যে একজন কেউ আমাদের মধ্যে ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গের মত হয়েছে? এমন কি একজন কেউ আমাদের ভিতর হয়েছে যার বুকে হাত দিয়া বলতে পারবে লোকে ইহার ভিতর চার বেদ এক হয়েছে? এ গরীব বলিতে চায়, আমি তো সিদ্ধ হইয়া জন্মি নাই, আমি অবিশ্বাসী পাপী অপ্রেমিক ছিলাম, পরিবর্ত্তিত পাপী কেবল এই বিধানে দেখা যায়। আমি নিশ্চয় আমার জীবন দেখ বিপদ অন্ধকারে কেশবচন্দ্র চন্দ্র হবে। সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর নববিধানের দৃষ্টান্ত দেখাতে চাই।

ইঁহাদের স্বাতন্ত্র্যে আমি নই। মিছামিছি একটা কেবল খাড়া করো না, যা আমি তাই নিয়ে যাও। জল ছাড়া মাছ লইও না, বুদ্ধির খাঁড়া দিয়া মাছকে কাটিও না।

কাপড়ে রিপু করিতে তালি দিতে আমি আসি নাই। আমি যে একখানা নুতন কাপড়ের আগাগোড়া করিতে আসিয়াছি।

স্বর্গেতে তুমি একজন মানুষ প্রস্তুত করিয়াছিলে সেই মানুষ আমি। আমাকে ছাড়্‌ক শুকাইবে। ইহারা আমার যোগেতে আশ্রিত। আমি এরা একটা। আবার গুরু হতে চল্লাম, কি ভাবে গুরু হব? আমার কথা যার যা খুসী নিচ্ছেন যেটা ইচ্ছা ফেলে

দিচ্ছেন, তা করে ত হবে না। যদি মানতে হয় ত ষোল আনা মানতে হবে। অন্য ধর্ম্মের গুরুর মত নয়, নববিধানের গুরু। এক শরীরের অঙ্গ এই বিশ্বাস।

ঈশা আমার ইচ্ছাশক্তি, চৈতন্য আমার হৃদয়, ঋষিগণ আমার আত্মা, পরোপকারী হাওয়ার্ড আমার দক্ষিণ হস্ত।

—•—

নবজন্মোৎসব।

(উষাকীর্ত্তন)

জাগ জাগ জগজ্জন উদিল নব তপন,
জনমিল জগম্মায়ের নব শিশু রতন।
করেন স্বরগে শঙ্খধ্বনি দেব দেবীগণ,
হইল সে ধ্বনি প্রতিধ্বনি ভরি ত্রিভুবন।
উজলিল নবালোকে রবি শশীগ্রহগণ,
বহিল ভুবনে সুরসন্ত নব সমীরণ।
চুম্বিল ভূধর বিমান করি ধরা আলিঙ্গন,
বহিল উজান সিন্ধু যত নদ নদীগণ।
করে মেষ বৃষ সনে সিংহ প্রেম সম্ভাষণ,
গাহে ঐক্যতান গান যত জড় জীবগণ।
জাগিল মৃত শ্মশান জাগিল নর-জীবন,
করিল পুনরুত্থান যত ধরম করম।
ধরায় আইল স্বর্গ হলো শান্তির ভুবন,
হেরি নবশিশু নব-শশীর ঐ প্রেমানন।
মায়ের স্বরূপ শিশুরূপে উজলে কেমন,
ভকত রতন হার শিশুর অঙ্গ ভূষণ।
একাধারে শিশুবরে জগজ্জনের মিলন,
যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞান চরিত্রে যাঁর শোভন।
বেদ-বাইবেল-কোরাণ-পুরাণ সম্মিলন,
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর শিশু নববিধান জীবন।
সর্ব্বধর্ম্ম জাতি বিধান একমেবাদ্বিতীয়ম,
হিন্দু মস্লিম খৃষ্ট বৌদ্ধের হলো বিবাদ ভঞ্জন।
ছিল যাহা পুরাতন হইল সব নূতন,
নূতন স্বরগ হলো নূতন হল ভুবন।
উড়িল নিশান নব গাই নব সংকীর্ত্তন,
জয় মা, মার নবশিশু, জয় বিধান নূতন।

রাঁচিতে জন্মোৎসব।

তব দয়া বিনে এ পাপ জীবনে ব্রহ্মানন্দ ধনে কেমনে চিনিব। জগৎ প্রসবিতা বিশ্বমাতার সৃষ্টি মধ্যে মানব জন্ম একটী বিশেষ লীলা। তন্মধ্যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণ শুভক্ষণে যখন পৃথিবীতে আসেন তখন নর নারী পাপী মানব সন্তানকে ধর্ম্মের পথ দেখিয়ে দেন। যুগে যুগে শ্রীঈশা শ্রীচৈতন্য বুদ্ধ নানক মহম্মদ মহাযোগী শিব এঁরা সব জগৎকে ধর্ম্মময় দেখবার জন্য জন্মগ্রহণ করিলেন।

আর এই যুগে আমরা যে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে দেখলাম আমাদের এই ভারতে এই বঙ্গগৃহে কলিকাতায় কলুটোলায় সেন বংশে নবধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রকে। আজ সেই ব্রহ্মপুত্র শ্রীকেশবচন্দ্রের শুভ জন্মদিন। আমরা ভারতবাসী যে সময়ে স্বার্থপর ও বিলাসী হয়ে অন্ধকারে ধর্ম্ম হারা হইতেছিলাম ঠিক সেই সময়ে ভগবান তাঁর পুত্রকে পাঠাইলেন সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় করিতে। সকল ধর্ম্মের সার গ্রহণ করিয়া পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের পাদপ্রান্তে আত্মবলি দিয়ে নিরাকার অরূপ ঈশ্বরের পূজাই নববিধান। সংসারে পরিবারে কর্ম্মক্ষেত্রে একাকী বা লোক সমাজে ঈশ্বর প্রেরিত ব্রহ্মানন্দ এই নববিধানের ধর্ম্ম সমন্বয় সমস্ত পৃথিবীর সম্মুখে ঘোষণা করিলেন। এ ধর্ম্ম বিশ্বজগতের, এই ধর্ম্ম ইহপরকালের এ ধর্ম্ম নূতন পুরাতনের। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের ইহা প্রত্যক্ষ নিশ্চয়। এই নববিধান অনন্তের ধর্ম্ম। ইহা অনন্ত কাল ছিলেন এবং অনন্ত কাল থাকিবেন। ইয়োরোপে একটী ধার্ম্মিকা ইংরাজ রমণী আমাদের নববিধানের ভগিনী কুমারী বনলতা দেবীর সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করে বলেছিলেন, "আমার মনে হয় একদিন তোমাদের এই নববিধান ধর্ম্ম, বিশ্ব মানবের ধর্ম্ম হবে। এ অতি উচ্চ ধর্ম্ম।"

জন্মোৎসবে ব্রহ্মানন্দ বল্লেন, "আমার কথায় পূর্ণ বিশ্বাস না হলে যে হবে না। তোমাকে, তোমার নববিধানকে, তোমার ভক্তকে তোমার প্রত্যাদেশকে ষোল আনা বিশ্বাস যে দিতে হবে।"

ঋষি কেদারনাথ যখন অমৃতসহরে ছিলেন, ব্রহ্মানন্দ শ্রীআচার্য্য দেব প্রচারে যান। সেখানে গুরু দরবারের শিখগণ তাঁহাকে দর্শন মাত্র বিশেষ রূপে ভগবানের পুত্র বলিয়া চিনিয়া লইয়াছিলেন। শ্রীআচার্য্যদেবের সঙ্গে অল্প সময়ের ধর্ম্মালোচনার পর শিখ ভক্তগণ শ্রীব্রহ্মানন্দকে আর ছাড়িতে চাহিলেন না, বলিলেন আপনাকে দর্শন মাত্রে বুঝিয়াছি আপনি ঈশ্বরের দূত। আপনি দয়া করিয়া আমাদের মত পাপী জনকে ঈশ্বর চিনাইয়া দিন। আমরা আপনার শ্রীচরণ কিছুতেই ছাড়িতে পারিব না। এই নব ভক্ত যে নববিধান সমন্বয় ধর্ম্মজগৎকে দিলেন তাঁকে পূর্ণ বিশ্বাস, সত্য বিশ্বাস, প্রাণের বিশ্বাস দিয়ে এক বিশ্বমানবমণ্ডলী আমরা ধর্ম্ম লাভ করে নববিধানকে নিয়ে জাগিয়ে উঠি।

রাঁচিতে এ বৎসর মহারাণী সুনীতি দেবীর রাজ ভবনে শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দের জন্মোৎসব মহা ঘটা করিয়া সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যূষে ডোরাণ্ডায় ঘরে ঘরে উষাকীর্ত্তন, নামকীর্ত্তন ও মাতৃস্তোত্র পাঠাদি হয়। প্রাতঃকালে মহারাণী সুনীতি দেবী তাঁহার "নির্জ্জনবাসে" উপাসনা করিলেন। প্রাণে সকলকে স্মরণ রেখে মহারাণী সুনীতি দেবী হৃদয়গ্রাহী মধুর ভাবপূর্ণ সুন্দর উপাসনা করেন।

প্রায় শতাধিক দরিদ্রকে আহার্য্য বস্ত্র ও অর্থ দয়ার্থে দান করা হইল। সন্ধ্যার সময় বন্ধু সম্মিলন বাজনা, বাজি ও আলোকমালায় চতুর্দ্দিক সজ্জিত করা হইয়াছিল। সম্মিলনে মহা ধুম

LIST OF THE WORKS OF

SRI BRAHMANANDA KESHUB CHUNDER SEN

[*To be sold at reduced rates during the Maghotsab*]

Apply to—
Secretary, Brahmo Tract Society,
78B, Upper Circular Road,
or
3, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta.

		Rs.	As.
Lectures in India (English Edition) Part I and II Each	...	3	0
Lectures in England—in one Volume	...	2	8
A Brief Reminiscence of the Minister	...	0	1
Keshub Chunder Sen's Portrait	...	1	0
Minister in the attitude of Prayer	...	0	8
The New Samhita (in English)—(Pocket Edition)	...	0	4
Prayers—A complete record of all the Preyers. Arranged in chronological order Parts II		1	0
The New Dispensation—The Religion of Harmony—Vol. I & Vol II (Arranged in chronological order revised and enlarged)—each	...	1	8
True Faith (new edtion)	...	0	4
Essnys—Theological and Ethical—in one volume	...	1	8
Discourses and writings—Part I	...	0	8

সেবকের নিবেদন ১ম খণ্ড হইতে ৫ম খণ্ড	৩৷০
(নূতন সংস্করণ) সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত	১৲
দৈনিক প্রার্থনা ১ম ও ২য় খণ্ড (নূতন পুস্তক) প্রতি খণ্ড	১৲
আচার্য্যের উপদেশ ১ম খণ্ড হইতে ১০ম খণ্ড	১০৸০
দৈনিক উপাসনা (নূতন প্রকাশিত)	।০
সঙ্গত (সঙ্গত সভার আলোচনা)	১৲
প্রার্থনা—(ব্রহ্মমন্দির)	।৵০
কালানুক্রমিক সূচীপত্র	৵০
পরিচারিকা ব্রত	৶১০
অধিবেশন—(ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন কার্য্য বিবরণ)	॥০
উপাসনা প্রণালী	⁄০
নবসংহিতা (নূতন সংস্করণ)	৸০
প্রচারকগণের সভাব নির্দ্ধারণ	।৶০
আচার্য্যের উপদেশ ১ম হইতে ৮ম খণ্ড—প্রতিখণ্ড	।০
দৈনিক প্রার্থনা (কমলকুটীর) ১ম হইতে ৮ম খণ্ড (প্রতি খণ্ড)	।০
হিমালয়ের প্রার্থনা ২য় ও ৩য় (প্রতি খণ্ড)	।০
মাঘোৎসব (নূতন সংস্করণ)	
সাধু সমাগম (নূতন সংস্করণ)	।০
ঐ পরিশিষ্ট	৶৫
কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ	৶১০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার	৶১০
কতকগুলি ধর্ম্মকথা	৶১০
কতকগুলি প্রশ্নোত্তর	৶১০
জীবনবেদ	॥০
Day unto Day (A companion to Daily Devotion)	।০

Edited. on behalf of the Apostolic Durbar, New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সংবাদ।

জন্ম—বিধানজননীর কৃপায় গত ১৪ই ডিসেম্বর, প্রাতঃকাল ৭ ঘটিকার সময় শ্রীমৎ আচার্য্যকন্যা শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুপ্রীতি বালার একটি নবকুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মা বিধানজননী শিশুকে আশীর্ব্বাদ করুন।

নামকরণ—গত ৬ই ডিসেম্বর ২নং উড ষ্ট্রীটে স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেনের পুত্র শ্রীমান অশোক প্রকাশ সেনের নবজাত পুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠান নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই প্রিয়নাথ উপাচার্য্যের কার্য্য করেন। শিশুর নাম "অরুণ প্রকাশ" রাখা হইয়াছে। মা নব-শিশুজননী শিশুকে ও তাঁহার মাতাপিতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

দীক্ষা—গত ৯ই ডিসেম্বর বাগনানে ভ্রাতা মন্মথনাথ সিংহের কন্যা কুমারী কমলাকে ভাই প্রিয়নাথ নবসংহিতানুসারে দীক্ষা দান করেন। এ দিনই রেঙ্গুনে কুমারী সুরেণু সেন ও শ্রীমান শিবকুমার চৌধুরীকে শ্রীমান সত্যানন্দ রায় নবসংহিতানুসারে দীক্ষিত করিয়াছেন। কলিকাতা হলওয়েলস লেনে শ্রীযুক্ত অরুণোদয় চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা কুমারী নিবেদিতাকে ও শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ রায়কে ভ্রাতা ডাঃ কামাখ্যা নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দীক্ষা দান করেন।

শুভ বিবাহ—গত ১১ই ডিসেম্বর রেঙ্গুণে শ্রীমৎ আচার্য্যদেব কন্যা শ্রীমতী সুজাতা দেবী ও মিঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের কন্যা শ্রীমতী সুরেণুর শুভ পরিণয় স্বর্গীয় জজ স্যর আশুতোষ চৌধুরীর পুত্র শ্রীমান্ শিবকুমারের সহিত নবসংহিতা অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমান্ সত্যানন্দ রায় পুরোহিতের কার্য্য করেন।

ঐদিনে বাগনানে শ্রীমান মন্মথনাথ সিংহের কন্যা শ্রীমতী কমলার সহিত লক্ষ্ণৌ প্রবাসী বাবু নীলমনি ধরের পুত্র শ্রীমান্ উষাকান্তের শুভবিবাহ হইয়াছে। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনার কার্য্য করেন।

গত ১৩ই ডিসেম্বর ভাগলপুরে স্বর্গীয় শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান করুণাচন্দ্রের কন্যা শ্রীমতী বীণার স্বর্গীয় জগচ্চন্দ্র দাসের পুত্র শ্রীমান্ প্রশান্তকুমারের সহিত শুভ বিবাহ হইয়াছে। ভ্রাতা প্রেমসুন্দর বসু পুরোহিতের কার্য্য করেন।

গত ১৩ই ডিসেম্বর কলিকাতা হলওয়েলস লেনে শ্রীমান অরুণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের কন্যা নিবেদিতার শ্রীযুক্ত আপাল চন্দ্র দাসের পুত্র শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ দাসের সহিত শুভবিবাহ হইয়াছে। ভ্রাতা কামাখ্যানাথ পুরোহিতের কার্য্য করেন।

গত ৮ই অক্টোবর, পাটনায়, রায় সাহেব ভ্রাতা হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী নিত্যলীলার শুভ বিবাহ স্বর্গীয় স্যর কে, জি, গুপ্তের পুত্র শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রচন্দ্রের সহিত হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীমান নিরঞ্জন নিয়োগী উপাসনার কার্য্য করেন।

গত ২রা ডিসেম্বর, বালেশ্বরে ভ্রাতা শ্যামসুন্দর বিশালের কন্যা শ্রীপ্রতিভার সহিত বাঁটরা নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসের পুত্র শ্রীমান্ প্রভাত কুমারের শুভ বিবাহ হইয়াছে।

বিশেষ উপাসনা—গত ১৩ই ডিসেম্বর মহারাণী সুচারু দেবীর ভবনে ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ উপাসনা করেন। মহারাণী ভক্তি-উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে প্রার্থনা করেন।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান—গত ১লা নবেম্বর, সোমবার, অতি গম্ভীর ভাবে নবসংহিতানুসারে স্বর্গীয় ভ্রাতা বিহারীকান্ত চন্দ্রের আদ্যশ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। ঢাকা হইতে শ্রদ্ধেয় ভাই মহিমচন্দ্র সেন মহাশয় গিয়াছিলেন। তিনি শ্রাদ্ধের দিন পুত্রগণের স্নানের সময় এবং সমাধি স্থাপন কালে অতি গভীর ভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সকলকে কৃতার্থ করেন। ভক্তিভাজন স্থানীয় উপাচার্য্য ভাই চন্দ্র মোহন দাস মহাশয় আচার্য্যের কাজ করিয়াছেন। শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র নবসংহিতা হইতে প্রধান শোক কারীর প্রার্থনা ও মেয়েরা অতি মধুর স্বরে সময়োপযোগী সঙ্গীত করিয়া উপাসনাকে সরস করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী মোক্ষদা সুন্দরী গুপ্তা স্বর্গীয় পিতৃদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত করিয়াছিলেন। এই অনুষ্ঠানে নিম্নলিখিতরূপে দান করা হইয়াছে। কলিকাতা নববিধান সমাজ ৪৲, কলিকাতা সাধারণ সমাজ ২৲, ঢাকা নববিধান সমাজ ৪৲, ঢাকা সাধারণ সমাজ ২৲, গিরিধি নববিধান সমাজ ২৲, বাঁকিপুর নববিধান সমাজ ২৲, কলিকাতা অনাথাশ্রম ২৲, ময়মনসিংহ নববিধান সমাজ ৪৲, ময়মনসিংহ সাধারণ সমাজ ৪৲, ভোজ্য তিনটী ৬৲, গৈরিক ২ খানা, আসন ১ খানা, বস্ত্র ২খানা, ছাতা ১টী, স্বর্গীয় ডাক্তার দুর্গাদাস রায় মহাশয়ের সমাধির জন্য দান ১৲, পাথের বাবত ৪৲, ভিখারী বিদায় ২০৲ টাকা।

স্বর্গারোহণ—আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা বিহারী কান্ত চন্দ্র বিগত ২৫শে অক্টোবর সোমবার অপরাহ্ণ ৫ঘটিকার সময় নীরবে গম্ভীরভাবে প্রায় ৭৬ বৎসর বয়সে তাঁহার ময়মনসিংহস্থ বাস ভবনে তাহার আত্মীয় স্বজনগণের সমক্ষে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি বিশ্বাসীভক্ত গৃহস্থ প্রচারক ব্রতধারী ছিলেন। তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্রের নিকট ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন ও আন্দোলনের মধ্যেও আপনার ধর্ম্ম বিশ্বাস ঠিক রাখিয়াছিলেন।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক—গত ১৪ই ডিসেম্বর, নবদেবালয়ে শ্রীমৎ আচার্য্যমাতা মা সারদা দেবীর স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। ভাই প্রমথলাল বিশেষ প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় মহারাণী সুচারু দেবীর আবাসে ভাই প্রমথলাল উপাসনা করেন।

গত ৮ই নবেম্বর, ভাই কালীনাথের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে ২৪ নং তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেনে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। ভ্রাতা অনুকূলচন্দ্র রায়, ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ বসু, ভ্রাতা বিনোদবিহারী বসু বিশেষ প্রার্থনা করেন। আমাদের স্বর্গস্থভাইয়ের সহধর্ম্মিণী এবং কন্যা ও আত্মীয়গণ বিশেষ আদরে সকলকে হবিষ্যান্ন ভোজন করান।

গত ২৯শে নবেম্বর শ্রীমৎ আচার্য্য দেবের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান করুণাচন্দ্রের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে নব দেবালয়ে ও রাঁচি "নির্জ্জন বাসে" বিশেষ উপাসনা হয়।

গত ১লা ডিসেম্বর ভাই উমানাথের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে প্রচারাশ্রমে প্রার্থনাদি হয়। ভাই প্রমথ লাল প্রার্থনা করেন। শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমেও বিশেষ উপাসনা ও প্রার্থনাদি হয়।

ভ্রম সংশোধন—গত ১৬ই কার্ত্তিক ও ১লা অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্ত্বে যে ২৯শে অক্টোবর "স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেনের সাম্বৎসরিক দিন" বলিয়া সংবাদে লেখা হইয়াছে তাহা "স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেনের পত্নীর সাম্বৎসরিক দিন" হইবে।

এই সংখ্যায় ২১২ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের শেষ প্যারার নীচের দিক হইতে ৬ষ্ঠ লাইনে "সাহায্য আসিয়াছে। বোধ হইল" না হইয়া "সাহায্য আসিয়া ঋণ শোধ হইল" হইবে।

উপকূল হইতে ইহুদী ও জেনটাইল জাতি সকলে মিলিত হইবেন এবং সকলে এক বেদীর চারিদিকে জানু পাতিয়া এক অভিন্ন ঈশ্বরের পূজা করিবেন। ফরাসি সাধু ও ভক্ত কবিবর প্রাণের সঙ্গীতে ও আবেগে যাহা গাহিলেন শ্রীমন্ ব্রহ্মানন্দের "All Religions are true" "সকল ধর্ম্ম সত্য" এই মহা ঘোষণার সঙ্গে হারমনিয়মের সুরের মত মিলিয়া যাইতেছে।

উপসংহারে বলিতে আসিলাম যে ভক্ত ব্রহ্মানন্দ ধর্ম্ম সাধনের সাধনক্ষেত্রে তাঁহার আনুবীক্ষণিক ও দৌরবীক্ষণিক দৃষ্টিতে সকল ধর্ম্মের সত্য ও সমন্বয় সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি তাঁহার মহাপ্রস্থানের অনতি পূর্ব্বে অর্থাৎ জীবনের শেষ পর্ব্বে সহস্র সহস্র শ্রোতৃবর্গের সমক্ষে তাঁহার শেষ বক্তৃতায় বলিয়া গিয়াছেন যে The days are fast coming when the representatives of all religious sha'l unite together on the the same platform.

সেই দিন আসিতেছে যখন সমুদায় ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণ এক স্থানে দণ্ডায়মান হইবেন। তাঁহার প্রস্থানের দশবৎসর পরে ভক্ত প্রতাপ চন্দ্র চিকাগো মহা মেলায় পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম মণ্ডলীর প্রেরিত প্রতিনিধি বর্গের মহা সভায় ও আমেরিকা বাসীদিগের সমক্ষে প্রকাশ্য বক্তৃতায় নেতার সেই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া আসিলেন। ব্রহ্মানন্দের বক্তৃতার কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া ভক্ত প্রতাপ যখন প্রায় পঞ্চাশ সহস্র শ্রোতার সমক্ষে আবৃত্তি করিলেন তখন সেই বিরাট সভায় সমগ্র হৃদয় মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই দিকে ধাবিত হইল! দশবৎসর পূর্ব্বে যে সত্যের ভবিষ্যদ্বাণী কলিকাতার টাউন হলে ঘোষিত হইয়াছিল তাহার পূর্ণতার দৃশ্য সেই দিন আমেরিকার বক্ষে প্রতিফলিত হইল। যাযজুক ভিন্ন যজ্ঞের মর্ম্ম ও জপ্যপূক ভিন্ন জপ সাধনের মর্ম্ম ও মিষ্টতা কে বুঝিবে? ভক্ত কেশব সকল ধর্ম্মই সত্য, এই মহা যজ্ঞের যাজন ও তাঁহার মহা জপ মন্ত্রের সাধন সেইরূপ বুঝিয়াছিলেন। এই জপ তপ ও এই যজ্ঞে তাঁহার নববিধান।

সেবক—শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

—•—

প্রেরিত পত্র।

আপনাদের কমল কুটীর তীর্থ রক্ষা করিবার আয়োজন চেষ্টা দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এই স্বল্প অর্থ সংগ্রহ আপনাদিগের এত কঠিন কেন মনে হইতেছে? বারবার কাগজে প্রকাশ করিবারই বা কি প্রয়োজন? মণ্ডলী ইচ্ছা করিলে চেষ্টা করিলে যে এ কার্য্যটি অতি শীঘ্রই সম্পাদিত হয়।

আর একটি কথা কুচবিহারের রাজ্য হইতে যতগুলি ব্রাহ্ম-যুবক বিদ্যা শিক্ষায় উপকৃত এবং সাহায্য পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলে এই সময়ে সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করিয়া কমলকুটীরের সেবা করিয়া ধন্য হউন এই অনুরোধ।

শ্রীঃ—

—•—

আশার বাণী।

নিরাশের আশা যিনি তাঁকে দেখালেন যিনি সেই কেশবকে দেখ, যদি ব্রহ্মকে না দেখ্‌তে পাও। শূন্য হাতে সকলকে ডাক্‌লেন প্রচারের জন্য—কি খাব কি পর্‌ব ভাবলেন না। তবে তো প্রচার হল, তবে তো ব্রাহ্মধর্ম্মে নবশক্তি এলো। অন্য চারিদিকে টাকা, তবু বলে টাকা কৈ, টাকা কৈ? তাই টাকার অভাবে প্রচার বন্ধ। আজ কেশবচন্দ্রকে ভাল ভাবে দেখ। দেখ, বিশ্বাস করতে হয় কেমন করে। দেখ, প্রেমে মাততে হয় ও মাতাতে হয় কেমন করে। ব্রহ্মের শক্তি অবতীর্ণ হবে আবার, আবার ব্রহ্মানন্দরসে মগ্ন হয়ে সকলে সুখী হবে।

আশা।

বিশ্ব-সংবাদ।

মদ্যপানে বিরত কইসর।

ভূতপূর্ব্ব জর্ম্মাণ সম্রাট উইলিয়ম কৈসর এক সময় মদ্যপান দোষজনিত আত্মহত্যা, আকস্মিক দুর্ঘটনা ও অপরাধের তালিকা সংগ্রহ করাইয়াছিলেন। তালিকা পাঠান্তে সম্রাট নিজ শরীরে সুরার বিষের ক্রিয়া সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, অতি অল্পমাত্রায় সুরাপানেও তাঁহার কার্য্য করিবার শক্তি হ্রাস হইয়াছে। তখন সম্রাট সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলেন যে, সুরাপানই পৃথিবীর নানা দুঃখ ও যন্ত্রণার আদি কারণ। সুরা দ্বারাই লোকের কার্য্য করিবার ক্ষমতা হ্রাস হইয়া যায় এবং সুরাই সুরাসক্ত জাতিগণের ও ব্যক্তি মাত্রেরই উন্নতি পথে কণ্টক-স্বরূপ। ইহাতে তিনি নিজেও মদ্যপানে বিরত হইলেন ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া স্বরাজ্যে সুরানিবারণ-সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। ১৯১১ সালে সম্রাট উইলিয়ম নৌযুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষার্থীদিগকে বলেন, "আমি তোমাদিগকে নিশ্চিত বলিতেছি যে আমার এই দ্বাবিংশতি বৎসর রাজত্বকালীন আমার নিকট যে সমস্ত অপরাধ বিচারার্থে আনীত হইয়াছে, তাহার দশভাগের নয় ভাগ অপরাধ মদ্যপানের কারণেই ঘটিয়াছে। তোমরা যাহাতে অক্লান্ত ভাবে শান্তি সময়ে রণপোতের কার্য্যাদি চালাইয়া যুদ্ধের জন্য সুস্থকায় থাকিতে পার, সেরূপ চেষ্টা করা তোমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। যুদ্ধের জন্য তোমাদের স্নায়ুমণ্ডল সুস্থ রাখিতে হইবে। যৌবনাবস্থা হইতে সুরাপানই স্নায়ুর অনিষ্ট-কারক। আমার রাজ্যে তোমরা সুরা ত্যাগ সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান কর, তাহা হইলেই রাজ্যে বুদ্ধিমান প্রজা পাওয়া যাইবে। যে জাতি সর্ব্বাপেক্ষা অল্প মদ ব্যবহার করে, সেই জাতিই ভবিষ্যতে যুদ্ধ সমূহে জয় লাভ করিবে।"

বিভাগেও এক মহা সমস্যা ও তর্ক বিতর্কের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। ধর্ম্মজগতের সত্য অনুভব ও অনুধাবন চিরদিন সাধনা সাপেক্ষ। যখন কোন নূতন সত্য সাধনশীল ভক্তের ভিতর হইতে নূতন নিসরিত প্রস্রবণের ধারার মত বাহির হইয়া আইসে, তখন তাহা চিন্তাশীলের চিন্তার বস্তু হইয়া পড়ে। ভিতরে জল নির্গমের যথাযথ আয়োজন প্রাকৃতিক বিধানে বিহিত না হইলে প্রস্রবণের ধারা বিনিসৃত অসম্ভব। নূতন সত্য বাহির হইবার পূর্ব্বে সাধকের ভিতরেও বিধাতার বিধানে সেই রূপ আয়োজন হইতে থাকে। পক্ষীর অণ্ড প্রসবের পূর্ব্বে যেমন অনেক আয়োজন এবং প্রসূত অণ্ড হইতে নবীন পক্ষী-শিশু বাহির হইবার পূর্ব্বেও পক্ষীর নানা আয়োজন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ভিতরে বিধাতার বিধানেও সাধনার প্রাকৃতিক পথে এই নূতন সত্যের নবীন আয়োজন না হইলে এ সত্য বাহির হইত না। সাধনশীল সাধুগণের সাধনা-সম্ভূত সত্য তৎকালীন খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী যেরূপ ধরিতে পারেন নাই, ভক্তিমতী ম্যাডাম গায়নেরও সেই অবস্থা হইয়াছিল। অপরাপর সাধু মহাজন সম্বন্ধেও সেইরূপ হইয়াছে। সত্য কয়জন ধরিতে পারেন? কয়জন বৃক্ষচ্যুত ফলের পতনে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ, উত্তপ্ত জল-পাত্রস্থিত বাষ্প রাশিতে বাষ্পীয় শক্তির যুগান্তর সাধন ও সাগরবক্ষে প্রবাহিত ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডে পৃথিবীর নবীনার্দ্ধ দেখিতে পান? ধৃতিমান চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই আভ্যন্তরীণ লুক্কায়িত সত্যের রহস্য চিরদিন দেখিয়া আসিতেছেন। জ্যামিতিক ভিন্ন জ্যামিতির বিধানে অঙ্কিত বৃত্তর কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত অঙ্কিত রেখা গুলির সমানত্ব আর কেহ ধরিতে পারে না। পুষ্পের অভ্যন্তরে দণ্ডায়মান পরাগ-কেশরই পারিপার্শ্বিক সূক্ষ্ম পরাগ-দল ও বেষ্টিত পুষ্প-পত্র সমূহের সমতা ও সম্বন্ধ নিরত নিরীক্ষণ করিতেছে। পৃথিবী বেষ্টন করিয়া আসিয়াই মেগেল ড্রেক্ ও কুক্ প্রভৃতি নাবিকগণ পৃথিবীর গোলত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বিচরণ করিয়া বিচরণশীল অনুসন্ধিৎসু মক্ষিকাই পুষ্পাভ্যন্তরে পুষ্প-মধুর সন্ধান পাইয়াছে। এক ফুলে বিবিধ বর্ণ ও এক প্রশস্তাকাশে প্রকাশিত একই মেঘধনুতে সম্মিলিত সপ্তবর্ণের সমবায়ে বস্তুর একত্ব প্রমাণিত।

বস্তুজ্ঞান ব্যতীত বস্তু-পরিচয় হয় না। সাধনশীল সাধক দেশ, কাল পাত্র ও সম্প্রদায় অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মরাজ্যে ও ধর্ম্মবিধানে ধৃতিশীল সাধু, ভক্ত ও মহাজনদিগের মধ্যে সাধন-গত সম্বন্ধ ও সাধিত সত্যের একতা অনুভব করিয়া থাকেন। আজ ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্রের এই সাধনা ও অনুধাবনার পথে জনৈক সাধনশীল ফরাসী সাধুর সাধুক্তি উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি সাধনার পথে আসিয়া তাঁহার প্রসূত নিম্নলিখিত সত্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

"But for the salvation of souls, God from time to time, raises up saints, from whose face shine forth rays which enlighten the weakest among beholders. Such were the prophets apostles, and other saints who have been and still are and who, when God chooses, appear like unto a city seated 'on a mountain, that can not be hid.''

"There are other saints, who are completely hidden, and being intended to shine only in heaven, live and die unknown among men."

কিন্তু মানবাত্মার পরিত্রাণের জন্য বিধাতা যুগে যুগে সেই সাধু ভক্তগণকে উত্থিত করেন যাঁহাদের মুখ হইতে জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া দিদৃক্ষুদিগের মধ্যে দুর্ব্বলতমদিগকেও ধর্ম্মের প্রভায় প্রভান্বিত করে। সেইরূপ ভবিষ্যদ্বক্তা, প্রেরিত এবং অপরাপর সাধুভক্তগণ যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে আসিয়াছিলেন এবং এখনও বর্ত্তমান এবং যাঁহারা বিধাতার অভিপ্রায়ানুসারে পর্ব্বতোপরিস্থ নগরের মত প্রকাশিত হয়েন তাঁহারা কখন লুক্কায়িত থাকিতে পারেন না। আরও সাধু ভক্ত বর্ত্তমান যাঁহারা লোকচক্ষু হইতে সম্পূর্ণ লুক্কায়িত এবং পৃথিবীতে অজ্ঞাতভাবে বাস ও ইহজীবন শেষ করিতে অভিপ্রেত। ভক্ত কবির হৃদয়ও এভাব হইতে দূরে থাকিতে পারে নাই। কবি Longfellow গাহিয়া গিয়াছেন :—

"From Olden Time, On Farthest Shores,
Beneath the pine or palm,
One Unseen Presence she adores,
With silence or with psalm.
One Holy Church of God appears,
Through Every age and race,
Unwasted by the lapse of years,
Unchanged by changing place."

প্রাচীন সময় হইতে দূরতম সিন্ধুতীরে পাইন্ অথবা তালতরুর নিম্নদেশে একজন অদৃশ্য প্রকাশমান্ পুরুষেরই নীরবে কিম্বা সঙ্গীতে পূজা চলিতেছে। যুগে যুগে এক পবিত্র ধর্ম্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠিত। স্থানের পরিবর্ত্তন অথবা যুগাবসানে তাহা পরিবর্ত্তিত অথবা বিনষ্ট হয় নাই। কবি জেন্ বর্থ উইক্ (Gane Borthwick) কবি লং ফেলোর সুরে সুর মিশাইয়া নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীত গাহিলেন ;—

"Now is the time approaching,
By Prophets long foretold,
When all shall dwell together,
One Shephard and One Fold,
Now Jew and Gentile meeting
From many a distant shore,
Around One Altar kneeling,
One Common Lord adore."

বহু পূর্ব্ব-ঘোষিত ভবিষ্যদ্বক্তাগণ কর্ত্তৃক সেই সময় আসিতেছে যখন একস্থানে সমুদায় মানবমণ্ডলী মেষদলের মত এক গৃহে এক মেষ রক্ষকের অধীনে বাস করিতে থাকিবে। অনেক দূরতম

ধামের সহিত তৃপ্তি ভোজনেরও আয়োজন ছিল। মোরাবাদি লালপুর হাজারিবাগ রোড ডোরাণ্ডা প্রভৃতি হইতে বন্ধুগণ আসিয়া শ্রীব্রহ্মানন্দের জন্মোৎসবে আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

রাঁচি। জনৈক নববিধান সেবিকা।

ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়ে জন্মোৎসব।

"কেশব জন্ম নূতন জন্ম,
লভি সংসার হইবে ধন্ত।"

এই মন্ত্রে আরম্ভ করিয়া কয় বৎসর যাবৎ এই বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতার জন্মোৎসব বৎসরের মধ্যে প্রধান উৎসবরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। এবারকার উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :—

প্রত্যুষের অন্ধকারে বেহালা যন্ত্রে "নমোদেব, নমোদেব, নমো নিরঞ্জন হরি" সঙ্গীতের সুর গৃহবাসীদিগের নিদ্রাভঙ্গ করতঃ, তাঁহাদিগকে সমস্ত বিশ্ব সংসারকে প্রণাম করিবার জন্ত আহ্বান ধ্বনিত হইতে লাগিল। সকলে সমবেত হইলে, সেই দিনের বিশেষ জন্ম নূতন জন্ম লাভ করিয়া সংসার ধন্ত হইবে সেই দিনের অনুষ্ঠান আরম্ভের পূর্ব্বে ঐ সঙ্গীতের ভিতর দিয়া সকলকে প্রণাম করা হইল।

পত্র, পুষ্প, রঙ্গিন কাগজ ও নানা বর্ণের নিশানে বালিকারা বাড়ীর প্রাঙ্গণ, পূজার স্থান ও অন্তান্ত অংশ সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়াছিল। প্রাঙ্গণে নহবতের ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইলে, বিদ্যালয়ভুক্ত সকলে ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। বালক বালিকাগণের গোলাপী রঙ্গের পরিচ্ছদ নবশিশুর অবির্ভাবের উৎসব আরও বর্ণময় করিল। সুসজ্জিত উপাসনা স্থানে ও বারাণ্ডার স্থানে স্থানে কৃষ্ণকাষ্ঠ ফলকে (Black board) নিম্নলিখিত ছন্দগুলি নানাবর্ণের চিত্রের মধ্যে বিরাজ করিতেছিল—

১। "কি গাব আমি কি শুনাব আজি এ আনন্দধামে,
পুরবাসী জনে এনেছি ডেকে তোমার অমৃত নাম।"

৩। "যদি হে মাতিবে অনন্ত উৎসবে সাজহে তবে দলবলে।"

চিত্রগুলির মনোহারিণী কারুকার্য্য বিশ্ব শিল্পীর কল্পনার আভাস দিতেছিল এবং ছন্দগুলিতে শিশুগণের উচ্চ আশা ও কামনার পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল। সমস্ত বৎসর এগুলি সযত্নে বিদ্যালয়ে রক্ষিত হয়।

৯।১৫টার সময় হইতে নানা যন্ত্রযোগে উদ্বোধন ও উপাসনার অন্তান্ত সঙ্গীতগুলির সুরের ঐক্যতানবাদন চলিতে লাগিল। ১০টার সময় অভ্যাগতগণ উপস্থিত হইলে পরিপূর্ণ উৎসবগৃহে উপাসনা আরম্ভ হইল। মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী উপাসনার আসন গ্রহণ করিলেন। একদিকে নানা বাদ্যযন্ত্রের সুন্দর শব্দ ও বালিকাদের সমুচিত মিষ্ট সঙ্গীত, অপরদিকে শ্রীমতী সুচারু দেবীর ভক্তিপূর্ণ কণ্ঠস্বরে সুললিত আরাধনা ও প্রার্থনা ইহার মধ্যে জন্মদাতার পূজা দিব্যরূপে সম্পন্ন হইল। পত্র, পুষ্প ও নানা বর্ণের বিচিত্রতাপূর্ণ নিশান, নানারূপ ভবিষ্যত বিকাশের আভাসপূর্ণ শিশু মুখের ছবির মধ্যে, "হরি শ্রেষ্ঠ চিত্রকর" দ্বিতীয় ভাগের এই প্রার্থনা পঠিত হইল। বিদ্যালয়ের বহু পুরাতন শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী কুমুদিনী দাস এই অপরূপ ঘটনায় ভাবে বিগলিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন। নিম্নলিখিত সঙ্গীতগুলি গীত হইয়াছিল :—

১। উদ্বোধন—"শতরূপে ভাবে ইত্যাদি।"

২। সাধারণ প্রার্থনার পর—"কোন্ দয়াতে তব হে মহিমাময়।"

৩। প্রার্থনা শেষে বিদ্যালয় সঙ্গীত—"দিব্যজীবনে অভিষেক লভি।"

৪। সর্ব্বশেষে—"মোরা আলোকেরি শিশু হব।"

বিদ্যালয় সঙ্গীতটী শেষ হইলে কয়েকটী বালিকা উজ্জ্বল ধাতু পাত্রে দীপাবলী লইয়া একটী আলোক স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দাঁড়াইল। তাহার চতুর্দ্দিকে শিশুরা "মোরা আলো কয়ি শিশু হব" এই গান যোগে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। অন্যান্য বালিকা নানা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র তালে তালে বাজাইতে লাগিল। ইহা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য সৃষ্টি করিয়াছিল।

উপাসনার পর সকলে আনন্দমনে প্রাঙ্গণে উদ্যানে ছড়াইয়া পড়িয়া কেহবা ইতঃস্ততঃ ভ্রমণ কেহ আনন্দ মেলায় ক্রয় বিক্রয় কেহবা নাগর দোলায় আনন্দ হিল্লোল ভোগ করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একদিকে প্রীতিভোজন চলিতে লাগিল। লুচি, ছোলার ডাল, বেগুণ ভাজা কপির ডালনা, চড়চড়ি পাঁপর ভাজা পেপের চাটনি দধি ও লেডিকেনি দ্বারা উৎসবের শিশুসেবা ও অতিথিসেবা সম্পন্ন হইল। দধি ভিন্ন সকল গুলিই গৃহ প্রস্তুত সামগ্রী। কত পুরাতন ছাত্রী, শিক্ষয়িত্রী, বর্ত্তমান কর্ম্মী ও হিতকাঙ্ক্ষীগণ আসিয়া যোগ দিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন।

আনন্দমেলা এবারকার উৎসবের একটী নূতন অঙ্গ। প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে লতাপুষ্পের চিত্র সমন্বিত কাগজে আবৃত জীবন্ত লতা পুষ্পে সজ্জিত খেলা ঘরের ন্যায় বিপণি শ্রেণীতে আমোদ আনন্দে পূর্ণ আদান প্রদান চলিতে লাগিল। সারাদিন বালিকারা নানা ভাবে উৎসব সম্ভোগ করিয়া গৃহে গমন করিল।

সন্ধ্যার পর ছাত্রীনিবাসে উৎসবের আর এক পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইল। নানা শাখা পল্লব সমাকীর্ণ একটী বৃক্ষ প্রস্তুত করিয়া তাহার তলদেশে আলোক মালায় সজ্জিত করা হইল। বৃক্ষের মধ্যে মধ্যে দীপ জ্বলিতে লাগিল। এক একটী সাধনার নির্দ্দেশক চিহ্নে চিহ্নিত ফুল, ফল, চিত্র সমন্বয় পতাকা, খেলনা ইত্যাদি বৃক্ষ কাণ্ডে ঝুলাইয়া দেওয়া হইল। ফুল ফলে ঐ সকল চিহ্নগুলি শ্রীমতী সুচারু দেবীর স্বহস্ত-কৃত। বৃক্ষতলের আলোকমালার মধ্যে সকলে বসিয়া আবার "আলোকেরি শিশু হব,,—উৎসাহের সহিত এই গান করিলেন। তারপর জিনিষগুলি সকলকে এক একটী

দেওয়া হইল। উহা হস্তে লইয়া বৃক্ষটীকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া বিদ্যালয়ের বিশেষ সঙ্গীত "কর্ম্ম জ্ঞানে ভক্তি যোগের" গাহিয়া সে দিনকার উৎসব সমাধা করা হইল। উৎসবের প্রসাদ হইতে বোধ হয় কেহ বঞ্চিত হন নাই।

—•—

সঙ্গীত।

শতরূপে ভাবে দ্যুলোক ভূলোকে
একি সঙ্গীত উঠে ছয় রাগে!
অরূপ আনন্দ চরাচরে জাগে
আজি যে মহোৎসব!
কেশব জন্মে নূতন জন্ম
লভি সংসার হইবে ধন্য,
সে মহাভাগ্যের শুধু সূচনায়
অসীম এ গৌরব।
চলি তাঁর সাথে ধরি হাতে হাতে,
বাঁচি যে জগতে নূতন রূপেতে;
মোদের জীবন-খণ্ড গুলিতে
রচে নববেদ অভিনব;
এস ভাই বোন এস নিকটের,
এসহে দূরের ঘর বাহিরের,
আজ গাই জয় জন্ম শিবের,
জয় দেব জয় দেবাদিদেব।

***

কোন্ দয়াতে তব হে মহিমাময়
এমন সিদ্ধি দেখালে মোদেরে?
দুর্গের লীলায় করিলে অভয়
যত ভীত যত নিরাশাকাতরে।
শত শতাব্দীর সঞ্চিত সত্যে,
বারে বারে কত বিধান তত্ত্বে,
ধীরে ধীরে ধীরে উঠেছিল গড়ে
যে মহা আদর্শ মানবের তরে,
মানবে তাহারে করি মূর্ত্তিমান্
(তব) অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রচিলে সংসারে।
কত ইতিহাস কত জাতি নদী,
কত সাধু-রক্ত কত সন্ত-অস্থি,
কুড়ায়ে কুড়ায়ে করিয়া সঞ্চিত
পড়ি তাহে তব নূতন মন্ত্র
হে উন্নতি-প্রাণ উদাসী অনন্ত!
সৃজিলে অপূর্ব্ব তোমার ভক্ত;
সদনে সাধন করিয়া নীরবে
নিমেষে সাধিল ভীম কীর্ত্তি ভবে;
মোহার্ত্ত জগত দেখিল বিস্ময়ে,
নব লীলা তব হে মাতঃ অভয়ে।
দাওগো বুঝায়ে এ মহিমা ঘোর
অবোধ সংসারে নিজে কৃপা করে।

***

দেব জীবনে অভিষেক লভি
ভকতি-তীর্থ জলে
জীবন হইবে পূজার অর্ঘ্য
দেবতা চরণ মূলে—
এর তরে যিনি এলেন সংসারে
তাঁর শুভাশীষ নিয়তই ঝরে
আমাদের শিশু মাথার উপরে
শুভ্র পদ্ম দলে;
মহে পাঠ পীঠ এযে নন্দন,
এ যে শিশু জীবনের ফুল বন,
(এ যে) সজীব স্নিগ্ধ শিশু প্রাণ মেলা
হরি-কল্প তরু-তলে।
তখনো অজাত এই শিশুদেরে
স্বরগ বৈভবে অধিকার তরে,
(আজ) ডাকেন কেশব নাম ধরে ধরে—
সাড়া দিই সবে মিলে;
ডেকে ডেকে সবে প্রতি ঘরে ঘরে,
হাতে হাতে ধরে তাঁর বাঁশী স্বরে—
তাঁহারি দিব্য পদচিহ্ন ধরে,
মহানন্দে যাই চলে।

***

হব, মোরা আলোকেরি শিশু হব।
মুখে আলো বুকে আলো,
আলোরি পাখা পরিব।
মনে আলো প্রাণে আলো
আলোরি মালায় নাচিব।
কাজে আলো কথায় আলো
আলোরি ধারায় চলিব।
আলোক শিশুর জন্মদিনে
করিব জন্ম-উৎসব।
সাধু জীবনের আলোর
মুকুট মাথায় পরিব।

ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসন।

সিরাজগঞ্জে—শ্রীমদাচার্য্যদেবের জন্মোৎসব।

সপ্তাহকাল পূর্ব্ব হইতেই শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দের জন্মোৎসব উল্লাস বিঘোষিত হয়। এবার জন্মোৎসব উপলক্ষে কালকাতা হইতে সাধক ও ভক্তবৃন্দের মধ্যে কাহাকেও পাইব, আশা করিবার বিশেষ কারণ হওয়ায়, তাঁহাদের সুবিধার্থে স্মৃতি সভায় অধিবেশনের দিন ২১শে নভেম্বর রবিবার অবধারিত করা হয়। দুঃখের বিষয় তাঁহারা কেহই আসিতে পারিলেন না।

১৯—২০ তারিখে ব্রহ্মানন্দের আলোকে একাত্মতা সাধন ব্রত পালন করা হয়, এবং কেশবাত্মায় অনুপ্রাণিত হইয়া সাধনাশ্রমে আলোচনা ও প্রার্থনায় নববিধানের সাধন রহস্য উপলব্ধির বিষয় করা হয়।

রবিবার প্রত্যুষে উষাকীর্ত্তনে সহর মুখরিত হয়ে উঠে; ২ ঘণ্টা কালব্যাপী সমস্ত সহরের নানাদিকে ঘুরে ফিরে মত্ত কীর্ত্তনে বিধান মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া সংকীর্ত্তনের দল সাধনাশ্রমে প্রত্যাগত হন, এবং তথা প্রমত্তভাবে কীর্ত্তনের পর বিধান মাহাত্ম্য বিশেষভাবে আলোচনা হয়। সংকীর্ত্তনের দলের প্রত্যেকের হস্তে যখন নববিধান চিহ্নিত বিভিন্ন রংয়ের পতাকায় "সত্যং শিবম্ সুন্দরম্" জয় মা আনন্দময়ী—বিধান জননীর জয়" প্রভৃতি প্রবচনগুলি প্রাতঃরশ্মিতে আলোড়িত হইতে লাগিল, তখন সকলেরই চিত্তে কি না গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভাব ফুটে উঠেছিল।

অপরাহ্ণে স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়; বিশেষ বিবরণ যথা:—

ঠিক নির্দ্ধারিত সময়ে সভাপতি মহাশয়—S. Sen Esq, I. C. S. সভায় উপস্থিত হইলে শ্রদ্ধাস্পদ ত্রৈলোক্যনাথ একটী মর্ম্মস্পর্শী প্রার্থনা করেন, সমবেত সকলে দণ্ডায়মান হয়ে প্রার্থনায় যোগদান করেন। অতঃপর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

এই পত্র লেখক একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধগর্ভে, কেশবচন্দ্র কে? আজ কেশবচন্দ্র কোথায়? তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি? আধ্যাত্মিক জগতের ইতিহাস—ক্রমোন্মেষে স্তরে শ্রীনববিধানের বিশেষত্ব ও নির্দ্দেশিত স্থান কোথায়? মানুষের বিচার বুদ্ধি মূলক গবেষণা প্রসূত ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মতত্ত্ব ও শ্রীনববিধানের পরলোক—এ দুয়ে পার্থক্য কি ও কোথায়? বিধানতত্ত্ব ও নববিধান তত্ত্বে প্রভেদ কোথায়? নববিধানের নবদৃষ্টি একটি নূতন Vision—মৌথিক vision—তাহা Reason সম্ভূত কোন মৌখিক তত্ত্ব নহে ইত্যাদি বিষয় কেশবাত্মায় অনুপ্রাণিত হইয়া অভিভাষণ করা হয়।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের "Mission of the Brahmo Samaj" এবং "History of the Brahma Samaj গ্রন্থাদিতে তিনি তাঁহাদের ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মতত্ত্বের পরিচয় দিতে গিয়ে উহাকে Universal Natural Theism বলে যে ব্যাখা দিয়েছেন তাহাতে অনেকেরই ভ্রম বিপাকে পড়িবার কারণ আছে। তাঁহারা মনে করে থাকেন যে "নববিধান" বুঝি একটি কতকগুলি বিভিন্ন ফুলের তোড়া বিশেষ বা বিভিন্ন রকমের ফুলের একখানি সাজি বিশেষ অথবা প্রচলিত নানা ধর্ম্মমত গুলির G. C. M. লইয়া একটি কল্পনা প্রসূত কাঁঠালের আমসত্ব কি সোনার পাথর বাটী বিশেষ; ধর্ম্মতত্ত্বের বিভিন্ন স্তরের ক্রমোন্মেষের দিক দিয়া শ্রীমৎ প্রতাপ চন্দ্রের ভাষায় এই বর্জ্জন মূলক অনুধাবন তত্ত্বকে (the so called আস্তিকতাকে) "The Great Sahara of Negation" ব্যাখায় উদ্বোধিত করে প্রতিপালন করা হয়।

প্রত্যক্ষ ব্রহ্মণানুবর্ত্তিতায় মানুষের মত নিয়ম, বিধি, ব্যবস্থা Constitution or Institutionএর স্থান নাই। বুদ্ধি, যুক্তি, তর্ক দিয়ে কতকগুলি সিদ্ধান্ত বা Proposition এ আস্থা রাখা নববিধান নয় বা ইহা একটী Doctrine নহে, কিম্বা Eclecticisn এর মাপ কাঠিতে ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব বিহিত নহে, ইহা Concrete Universalএর একটি নবতর প্রকাশ, নববিধান একটা জীবন, কাল্পনিক জীবন নয়, কেশব জীবন যে জীবন সাধারণের পক্ষে Potential বটে, কিন্তু actual হওয়া অসম্ভব নয়।

এই Concrete Universal নববিধানের অন্য বিশেষত্ব এই যে ইহা একটি জাতীয় বিধান ও বিশ্বজনীন বিধান। অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় ইহা প্রথমে জাতীয়, পরে বিশ্বজনীন নহে, ইহা বিশ্বজনীন, এবং তাহার পরে অন্তর্গত ভাবে ইহা জাতীয়। নববিধানের মূলসূত্র বিকাশযুক্ত ব্যক্তিত্বের দিক দিয়া নববিধানের এই জাতীয়তার ভাব উদ্ভাবণ করিয়া আলোচনার বিষয়ীভূত করা হয়; স্বদেশ মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য ঈশ্বর যে নববিধান দিয়াছেন ইহার অর্থ কেবল পূর্ণতা শ্রীনববিধানে এই পূর্ণতার আরম্ভ আছে, কিন্তু ইহার শেষ নাই।

যাঁর জীবনের দৈর্ঘ্য প্রস্থের ভিতর দিয়া এই পূর্ণতার জীবন প্রস্ফুটিত হইয়াছে যিনি আমাদের জন্য পৃথিবীর জন্য তাঁহার জীবন-বেদে বিকাশ ও ব্যক্তিত্বের (অথবা অন্য কথায় বিকাশযুক্ত ব্যক্তিত্বের) সন্ধান রেখে গেলেন যাঁর জীবন ও চরিত্র মাধুর্য্যে নববিধানসূর্য্য উদিত হইয়া Asia, Europe, America বিভিন্ন দিগগুলকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল যাঁর অলৌকিক দর্শন আসিয়া সকল দেশের ও বিদেশের খণ্ড খণ্ড ব্রহ্ম দর্শনকে এক অখণ্ড ব্রহ্ম দর্শনে পরিণত করিল এবং শ্রীনববিধানের পূর্ণ শ্রীহরিকে প্রকাশ করিল যিনি জীবন্ত উজ্জ্বল ভাষায় বলে গেলেন, "I am real, real, every inch of this man, is tremendously real আজ এই নব্য ভারতের যুগে একমাত্র লক্ষ্য। সেই শ্রীনববিধান জগতের পরিত্রাণ এবং পথ, একমাত্র পথ।

সেই সমন্বয়াচার্য্য ভক্ত ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের অলৌকিক জীবন; এই নবদৃষ্টির নব সাধনা—নববিধানের নবদর্শন বিধান ও নববিধান তত্ত্বের বিভিন্ন দিক হইতে আলোচনাপূর্ব্বক এবং প্রয়োজন মত আবার সেই সকল নববিধান প্রতিপাদ্য মূলক ব্রহ্ম-

সঙ্গীতের স্থানে স্থানে হইতে উদ্ধৃত অংশের সাহায্যে সমর্থনপূর্ব্বক কেশব জীবনের মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করিয়া "জয়, জয়, নববিধান" বলিয়া আনন্দময়ী নববিধানজননীর চরণতলে অবনত মস্তক হইয়া ক্রমোত্তর সাধনপথে অগ্রসর হইবার জন্ম বন্ধুগণ স্থানে কৃতজ্ঞতার সহিত অবসর গ্রহণ করা হয়।

অনন্তর শ্রদ্ধেয় ত্রৈলোক্যনাথ সেন মহাশয় ব্রহ্মানন্দের ব্রহ্মদর্শন সম্বন্ধে ব্যাকুল ভাবে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন; এবং স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় দেশের আজ স্বরাজনীতি প্রভৃতি যাবতীয় জাতীয় মূলক নবজাগরণ মূলে শ্রীনববিধানের নবালোক যে প্রকট বর্ত্তমান তাহা উল্লেখে একটি বক্তৃতা করেন।

সভাতে শিক্ষিত সম্প্রদায় সকলেই অর্থাৎ ডেপুটি মুন্সেফ উকিল হাকিম ছাত্রমণ্ডলী শিক্ষক প্রভৃতি শ্রেণীরই শ্রোতাগণ উপস্থিত ছিলেন। নববিধানের তত্বে জাতীয়তার ভাব উদ্ঘোষণ করায় যেন উপস্থিত সকলেরই একটা নূতন অনুপ্রেরণার ভাব খুলে যেতে দেখা গিয়াছিল, সভার গাম্ভীর্য্যে তাহা বিশেষভাবে অনুভবের বিষয় হয়েছিল।

সভাপতি মহাশয় সুন্দরভাবে বুঝাইয়া বলেন যাহাতে জাতীয়তার দিক হইতে নব্য ভারতে নববিধানের তত্ব ও সাধনা ঘরে ঘরে প্রচার হয়, সে সম্বন্ধে নববিধানের নিশান যাঁদের হস্তে ন্যস্ত আছে তাহাদের পক্ষে সেই দায়িত্ব অনুভব করা একান্ত প্রার্থনীয়।

গায়কের অভাবে নবতীত বয়স্ক শ্রদ্ধাস্পদ ত্রৈলোক্যনাথকেই কেশবাত্মায় অনুপ্রাণিত হয়ে সঙ্গীতের কার্য্য করিতে হয়েছিল তাঁর ভাববিগলিত সঙ্গীতে সকলেই মুগ্ধ হন।

শেষে সমাগত সুধীবৃন্দ ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রদ্ধাস্পদ চিন্তাহরণ বাবু ও হেমেন্দ্র বাবু মত্ত কীর্ত্তন করিয়া সকলকে মোহিত করেন এজন্য তাঁহারা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদার্হ।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে নবজন্মোৎসব।

মা আমাদের বড্ড ভাল আমরা নবশিশুদল,
আমরা নবশিশুদল তাই আমরা নব শিশুদল।
(নব) শিশুর মাই মা আমাদের আমরা নবশিশুদল,
(এক) মায়ের প্রাণেই আমরা প্রাণী আমরা নবশিশুদল
(এক) মায়ের কথাই শুনি মানি আমরা নবশিশুদল।
মা আমাদের বড্ড বড় আমরা ছোট শিশুদল,
মা আমাদের বাসেন ভাল আমরা নবশিশুদল।
(এক) মা বই আমরা জানিনা তাই আমরা নবশিশুদল,
(এক) মায়ের বলে আমরা বলী আমরা নবশিশুদল।
(এক) মায়ের সুখেই মোরা সুখী আমরা নবশিশুদল,
(এক) মায়ের গর্ভে জন্ম মোদের আমরা নবশিশুদল।
(নব) শিশুর জন্মে নবজন্ম পেয়ে হই নবশিশুদল।

৫ই অগ্রহায়ণ সুপ্রভাতে শুভ জন্মোৎসবের শঙ্খ ঘণ্টা নিনাদিত হইল। উষাকীর্ত্তন যোগে আশ্রমবাসীবাসিনীগণ ও পল্লীবাসীগণ জাগ্রত হইলেন। আশ্রম দেবালয় ও প্রাঙ্গণ পত্র পতাকায় যথা সম্ভব সজ্জিত করা হয়। আশ্রম সেবক ভাই প্রিয় নাথ প্রায় এক পক্ষেরও অধিক কাল বামপদে আহত হইয়া শয্যাগত ছিলেন, নবজন্মোৎসবের নবজীবন লাভ আকাঙ্ক্ষায় ভৃত্যের কোলে মার কোলের শিশুর ন্যায় আসিয়া প্রাতঃকালীন উপাসনা উপরোক্ত নবসঙ্গীত সহযোগে উদ্বোধন করিয়া উপাসনা করেন। কেশব জন্ম মানবের নবশিশু-জন্ম নববিধানের নবজন্ম উপাসনায় প্রধানতঃ ইহাই উপলব্ধ হয়।

মধ্যাহ্নে স্থানীয় বিশ্বাসী মণ্ডলী প্রায় ৫০।৬০ জন খেচরান্ন পরমান্ন প্রীতি ভোজন করেন। অপরাহ্নে নিস্তারিণী বালিকা বিদ্যালয়ের শিশুদিগের সম্মিলন হয়। এই সম্মিলনে উলুবেড়িয়া সবডিভিজন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট সহৃদয় মিঃ নিয়োদ কৃষ্ণ রায় মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আসিয়া সভাপতির কার্য্য করেন। শিশুগণ প্রার্থনা ও সুললিত কিছু কিছু আবৃত্তি করিল নবশিশু শ্রীকেশবচন্দ্রের শিশু জীবনের কাহিনী বলা হয়। উত্থান শক্তির অভাবে সেবক চেয়ারে বসিয়াই এই কাহিনী বলেন। সভাপতি মহাশয়ও সেই মহজ্জীবন আদর্শ করিতে শিশুদিগকে উপদেশ দেন।

কল্পতরুর একটি নূতন গান শিশুগণ গাইলে শিশুদিগকে কল্পতরু প্রদর্শন করা হয়। খেলনা ও মিষ্টান্ন জলপান করাইয়া শিশুদিগকে পরিতৃপ্ত করা হয়।

সন্ধ্যায় ভাই গোপালচন্দ্র গুহ শুভাগমন করিয়া সময়োপযোগী উপাসনা করেন। ভ্রাতা অখিলচন্দ্র পূর্ব্ব হইতেই আসিয়াছিলেন।

এবার সন্ধ্যায় আর কোনরূপ ভোজের আয়োজন হইবে না, ইহাই স্থির ছিল। কিন্তু সেবিকা প্রাণের আবেগে আয়োজন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। প্রায় ২৫।৩০ জনকে লুচি তরকারী দধি সন্দেশ করিয়া ভোজন করান। উপাসনা হইতে উঠিয়াই এই আয়োজন দেখিয়া অবাক হইয়া মাকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। আশ্চর্য্য মার কৃপা এই অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ঋণ হইবে মনে হইয়াছিল, কিন্তু কোথায় সীমলা কোথায় করাচি হইতে সাহায্য আসিয়াছে। বোধ হইল ধন্য মার কৃপা। এজন্য মহারাণী সুনিতী দেবী ও উপরোক্ত দাতাদিগকেও কৃতজ্ঞতা অভিবাদন করি। পরদিন প্রাতে ভাই গোপালচন্দ্র শান্তিবাচন করেন, সেবক প্রার্থনা করেন। নবজন্মোৎসব সাধনে আমরা সকলে পুরাতন জীবন মুক্ত হইয়া নবশিশুদল হই মা এমন আশীর্ব্বাদ করুন।

কলিকাতায় আচার্য্যজন্মোৎসব।

১৯শে নবেম্বর প্রত্যূষে কলুটোলার জন্মতীর্থে উষাকীর্ত্তনকারীদল সমবেত হইয়া সংকীর্ত্তন করিলে ভাই প্রমথলাল সেন প্রার্থনা করেন।

অতঃপর কমলকুটীর নবদেবালয়ে প্রাতে সাড়ে সাতটার সময় উপাসনা হয়। ভাই প্রমথলাল ভক্তিবিগলিতভাবে উপাসনা করেন। এইখানেই কেহ কেহ মধ্যাহ্ন প্রীতিভোজন করেন।

সন্ধ্যায় শিশুদিগের সম্মিলনে ম্যাজিক ল্যান্টার্ণ যোগে শ্রীকেশব চন্দ্রের বিভিন্ন অবস্থায় ছবি প্রদর্শন করা হয়। তাহার পর শ্রীমতী মহারাণী সুচারু দেবীর নেতৃত্বে নবভাবে কল্পতরু প্রদর্শন ও সকলকে জলযোগ করান হয়।

২০শে নবেম্বর ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউসনে জন্মোৎসব হয়।

২৯শে নবেম্বর প্রচারাশ্রমে এই উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীমতী মহারাণী সুচারু দেবীর উপাসনা করিবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ শুভাগমন করিতে পারেন নাই বলিয়া ভাই প্রমথলালই উপাসনা করেন এবং ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ বিশেষ প্রার্থনা করেন। উপাসনান্তে প্রীতি ভোজন হয়।

ঢাকা প্রভৃতি অন্যান্য স্থানেও জন্মোৎসব হইয়াছিল।

—০—

ব্রহ্মানন্দের জন্মোৎসব।

(এই উপলক্ষে ভাই প্যারীমোহনের চিন্তা, ১৯শে নবেম্বর, ১৯২৬)

১। কোন কোন সন্ন্যাসী কাঞ্চন স্পর্শ করা পাপ মনে করেন; কিন্তু তাঁহার ভিক্ষার ঝুলিতে কোন গৃহিণী যখন তণ্ডুল দান করেন তাহাও যে স্বর্ণরেণু তাহা ভাবিয়া দেখেন না।

২। বিরক্ত বৈরাগী উত্তম বস্ত্রকে বিলাস বসন বলিয়া ঘৃণা করেন; কিন্তু ঘোর শীতের সময় কোন দয়ালু গৃহস্থ তাঁহার কম্পিত কলেবরে একখানি কম্বল জড়াইয়া দিলে তাহা যে কনক কণিকা তাহা দেখিতে পান না।

৩। কোন কোন বর্ব্বর কামিনীকে নরক বলিয়া ঘৃণা করে; কিন্তু কামিনী যে তাহার পূজনীয়া জননী অথবা ভগ্নী তাহা চিন্তা করিয়া দেখে না।

৪। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কাঞ্চন এবং কামিনীকে পুণ্যময় ঈশ্বরের দান বলিয়া ভক্তির সহিত গ্রহণ করিতেন।

—•—

শ্রীকেশবচন্দ্র।—(২)

শ্রীকেশবচন্দ্র অতি শৈশবেই পিতৃহীন হন। সুতরাং তাঁহার বাল্যশিক্ষার ভার তাঁর মাতৃদেবী মা সারদা দেবী, পিতামহ রামকমল সেন ও জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেনের উপরই পড়ে। পিতৃহীন হইয়া কেশব প্রাইজ পাইয়া আসিয়া একদিন কাঁদিয়া বলিলেন, "বাবা নাই, আমার প্রাইজ দেখে কে আমোদ করে" ? মা সারদা বলিলেন, "আমি করবো"।

পরম বৈষ্ণব পিতামহ শ্রীকেশবকে ও তাঁর সমবয়স্ক বাড়ীর সকল ছেলেকে নাম জপের মালা দেন, অন্যান্য ছেলেরা সে মালার কতদূর মর্য্যাদা রাখিতেন জানি না। কিন্তু কেশবচন্দ্র প্রতিদিন মালা জপ করিতেন।

একবার কেশব দুর্গোৎসব উপলক্ষে গরিফায় গিয়া পুরোহিত-দিগের বাটীতে নিমন্ত্রণে যান। সেখানে গিয়া তাঁহাদের বাড়ীর দেবালয়ে দেবমূর্ত্তি দেখিয়া এমনই ভাবে বিভোর হন যে সেখান হইতে উঠিতে চান নাই, সকলে আহারে বসিয়া গেলে কেশবচন্দ্রকে সেখানে না দেখিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে দেখা গেল তিনি অনিমেষে সেই মূর্ত্তির প্রতি তাকাইয়া ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া আছেন। কি দেখিতেছেন জিজ্ঞাসিত হইলে বলেন, "ইহার ভিতর যে বস্তু আছে তাই দেখ্‌ছি"। ইহার পর অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে কেশবকেও পৈতা দেওয়া হয়। পৈতা লইয়া এক বৎসর নিষ্ঠার সহিত তিনি একাদশীর উপবাস করেন। এখন হইতেই মৎস্যাহার ত্যাগ করেন। মাংসাহার তিনি কখনই করেন নাই।

এই সময়েই তাঁহার প্রাণে প্রথম প্রার্থনা করিবার ভাব উদ্দীপন হয়। তিনি বলিয়াছেন "প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর, এই ভাব এই শব্দ হৃদয়ের ভিতর উত্থিত হইল। ধর্ম্ম কি জানি না, ধর্ম্মসমাজ কোথায় কেহ দেখান নাই; গুরু কে কেহ বলিয়া দেয় নাই, সঙ্কট বিপদের পথে সঙ্গে লইতে কেহ অগ্রসর হয় নাই। জীবনের সেই সময়ে আলোকের প্রথমাভাস স্বরূপ প্রার্থনা কর, প্রার্থনা ভিন্ন গতি নাই, এই শব্দ উত্থিত হইল। প্রার্থনা কর বাঁচিবে চরিত্র ভাল হইবে। যাহা কিছু অভাব পাইবে। প্রার্থনা করিলাম। প্রার্থনা করিতে করিতে সিংহের বল, দুর্জ্জয় বল, অসীম বল লাভ করিলাম।"

তখন বাটীর কয়েক জনের সঙ্গে তাঁহাকেও বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা দিবার জন্য আয়োজন হইল। দীক্ষা দিতে পৈতৃক গোঁসাই গুরু আসিলেন, সব প্রস্তুত, কিন্তু যাঁর দীক্ষা তিনিই পলাতক। শ্রীকেশবচন্দ্র পারিবারিক প্রথা অনুসারে দীক্ষা লইতে উপস্থিত হইলেন না, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। সমস্ত দিন আর ফিরিলেন না। মা সারদা ত কাঁদিয়া আকুল, তাঁহার ছেলে বুঝি খৃষ্টান হইতে চলিয়া গিয়াছে।

অনেক রাত্রে ঘরে ফিরিয়া কেশব মাতার ঘরের দ্বারে রাজা রামমোহনের নিম্নলিখিত মুদ্রিত গানের একখানি কাগজ লাগাইয়া দিয়া আপনার ঘরে গিয়া শয়ন করিলেন।

"কে তোমার তুমি কার
কারে বলরে আপন,

মোহ মায়া নিদ্রাবশে
দেখিছ স্বপন।" ইত্যাদি

মা সারদা গানটী পড়িয়া ইষ্ট-গুরুকে দেখাইলেন। গুরু পড়িয়া বলিলেন, "তবে তুমি ভাবছ কেন? তোমার কেশব যদি এই ধর্ম নিয়ে থাকেন, এতো উচ্চ ধর্ম্ম, কত লোক ওঁর শিষ্য হবে।" গুরুর কথা শুনিয়া মার প্রাণ একটু আশ্বস্ত হইল। তিনি তখন বাড়ীর কর্ত্তা তাঁহার ভাসুর হরিমোহন বাবুকে সেই কাগজ খানা দেখিতে পাঠান, হরিমোহন বাবু কিন্তু টুকরা টুকরা করিয়া কাগজখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র এখন হইতে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের ধর্ম্মমতের সহিত আপন ধর্ম্ম ভাবের ঐক্য আছে জানিয়া তাঁহার কাছে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন।

কেশব একদিন হঠাৎ পথে একখানি পুস্তকের একটি পাতা পড়িয়া আছে দেখিয়া তাহা তুলিয়া লইয়া পড়িয়া দেখিলেন তাঁহার প্রাণে যে ধর্ম্মভাব উদ্দীপন হইয়াছে সেই পত্রে তাঁহারই অনুরূপ ভাব লেখা আছে। সেখানি পড়িয়া কোথায় ব্রাহ্মসমাজ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে গিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্নেহবন্ধনে পতিত হইলেন।

আমাদের সত্যানুরাগের অভাব।

কত কত বৎসর কাটিয়া গেল, কত কালের ঘণ্টা বাজিয়া গেল, কত যেন যুগ যুগান্তর চলিয়া গেল, কত নর নারী আসিল অদৃশ্য হইল, কিন্তু অতীত যে ঠিক সেই অপরিবর্ত্তনীয় সিংহাসনে আসীন, কেহ তাহাকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিল না।

আমরা পৃথিবীতে আসিয়াছি সত্যরাজ্য হইতে, সেই আমাদের জন্মস্থান, সেই আমাদের গম্য স্থান। আসিয়াছি হৃদয়ে সত্য লইয়া, প্রতিশ্রুত ছিলাম সত্য লইয়া যাইব; কিন্তু এই যে মধ্যবর্ত্তী স্থান এই ভবধাম যদিও অল্প দিনের জন্য তথাপি এই অল্প কয়েক বৎসরেই হৃদয় হইতে সেই যতনে রক্ষিত সত্য নীরবে স্খলিত হইয়া যাইতেছে। সত্য ধরিয়া এ জড় রাজ্যে বাস করা সুকঠিন যিনি রাখিতে পারেন তিনি সহজে ভবসিন্ধু-পার হইয়া যান। ধর্ম্মই সত্য, এই ধর্ম্ম-রত্ন বক্ষে গোপনে বাঁধিয়া রাখিলে জীবের কোনও ভয় থাকে না।

যিনি ধর্ম্ম ভুলিয়া থাকেন, তিনি সত্য ভুলিয়া যান। ভব সংসারের জীবগুলিকে তুষ্ট করিতে হইলে অনেক সময় ধর্ম্মটিকে কোলে তুলিয়া দূরে রাখিয়া আসিতে হয়। বলিয়া আসিতে হয়, দরকার হইলে তোমাকে লইয়া যাইব। কিন্তু দরকার শীঘ্র হয় না। কথা, ব্যবহার, কাজ, কর্ম্ম, ধর্ম্ম ভুলিয়া যেমন সম্পাদন করা যায়, ধর্ম্ম লইয়া তেমন হয় না।

আমরা এক রকম অল্লাধিক সকলেই ধর্ম্মকে ঘরের কোণে বসাইয়া জীবন কাটাইতেছি। ইচ্ছা যদি হয় দু একবার সত্যটিকে ঘরের মধ্যস্থানে রাখিয়া সাধারণকে দেখাইয়া জানাই যে ধর্ম্ম ঘরে আছে। আর আমি কোনও কাজ ধর্ম্ম ছাড়া করি না। উপাসনা করি কোন রকমে কর্ত্তব্য সাধনের ভাবে শেষ করি। উৎসবে যাই, দিনটি যায় ভাল, আরতির পর শ্রান্ত হইয়া পড়ি সন্ধ্যার পূজা তাড়াতাড়ি শেষ করিতে চাই।

সংসারের আর যার সকলের ভিতর এমন একটি সুসজ্জিত ওজর রাখিয়া দিয়াছি যে লোকে সহজে তাহা দেখিতে কি ধরিতে পারে না। এই রকম মিথ্যাটি ক্রমে ক্রমে জীবনের একটা অংশ হইয়া পড়ে, এবং ইহা ত্যাগ করা সঙ্কট হইয়া যায়।

ভাল কথা ভাল কাজ সব কোথায় চলিয়া গেল! শৈশবের সেই নিঃস্বার্থ স্নেহ পরসেবা এখন কোথায়? ধর্ম্ম জীবন বিরল। দুইটি টাকা এখন সৎকার্য্যে দান করিতে যেন উৎকণ্ঠিত হই। শৈশবে যাহাদের প্রতিজ্ঞা ছিল বড় হইলে কত সৎকাজ করিব, কত পরের সেবা করিব, সে সকল সেই অতীতের সিংহাসনের সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে। বর্ত্তমানে অন্যরূপে জীবনগুলকে সাজাইয়াছে।

যখন শৈশব ছিল, প্রকৃতি সরল ছিল, স্বভাব অনুকূল ছিল তখন সত্য ধরিয়া জীবন যাপন করা সহজ ছিল, এখন ভববাসের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবের পরিবর্ত্তন, প্রকৃতি কপট, এবং জীবন-পথ দুর্গম হইয়া পড়িয়াছে। সত্য কথা সত্য প্রচার যেন কঠিন হইয়াছে! ইহার কারণ নিজেকে জিজ্ঞাসা করি এবং নিজ হইতেই উত্তর পাই "সত্য যে দূরে রাখিয়াছি"।

আমরা সেই নবযুগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি যখন ধর্ম্ম সাধন সহজে হয়, সংসারের ভিতর তপোবন সম্ভোগ হয়, জড় জগতে নিরাকার ব্রহ্মের দর্শন লাভ হয়, নববিধানের আশ্রিত হইলে, সকল সাধু ভক্তের মিলন সকল বিধানের মিলন সহজে অনুভব হয়। তবে কেন ধর্ম্ম দূরে রাখি, কেন সত্যধাম নিত্যধাম স্বদেশ তাহা ভুলিয়া থাকি? কতকগুল মিথ্যা কথা দিয়া, ওজর করিয়া সত্য ঢাকিতে চেষ্টা করি?

আচার্য্যদেব সম্বন্ধে কত কথা, কত মিথ্যা কথা, কত অন্যায় কথা যে সাধারণে বলিতেছে, কাগজে লিখিতেছে তাহার প্রতিবাদ কই? তাহার বিচার কই? ভাবিতেছি তাই এই যে, এত বৎসর শ্রীআচার্য্যদেবের তিরোভাব হইয়াছে, এখনও কেন তাঁহার জীবনের সত্যগুলি লিখিত হইতেছে না, প্রচারিত হইতেছে না? আমাদের জীবনগুল সত্য ধরিয়া রাখিতে পারিল না, সত্যের মূলও বুঝিতে পারিল না, সেই জন্য কি নয়?

কিন্তু শ্রীব্রহ্মানন্দ জীবনকে কে সন্দেহ করিতে পারে? সে অমিয়ময় উপদেশ, সে উৎসাহানলেপূর্ণ বক্তৃতা, সে নব নব ফল ফুলে শোভিত উপাসনা যাহারা শুনিয়াছে তাহারা কি আজ মিথ্যাকে আশ্রয় দিয়া জীবনকে নীচ করিয়া বলিবে আমি নূতন

কিছু শুনি নাই? সত্যের অনুরোধে যে তাহা বলিতেই হইবে যাহা শুনিয়াছি তাহা জীবন্ত, সত্য, সরস ও নূতন। কেহ যদি সত্যে অবিশ্বাস করেন তাহা হইলে ধর্ম্মকেও অবিশ্বাস করেন এবং ধর্ম্মকে অবিশ্বাস করিলেই ভগবানকে অবিশ্বাস করা হয়। ব্রহ্মানন্দ জীবন ভেৰোমর জীবন। যাহারা নিরাশার শ্রান্তি লইয়া তাঁহার কাছে আসিত তাহারা সুখী হইত আশা ও শক্তি লইয়া ফিরিত।

আজ সেই ভক্ত জীবনকে অবিশ্বাস করিয়া কে কোথায় শান্তি পাইবে? সত্যের অপমান করিয়া কে কোথায় সুখ পাইবে? সত্যকে অস্বীকার করিয়া কে কোথায় স্থির থাকিবে? যদি ধর্ম্ম বুঝিতে না পার, যদি সত্যে বিশ্বাস না থাকে, যদি কেশব-জীবন অধ্যয়ন না করিয়া থাক, নীরব থাক। ভক্তের অপমান করিয়া ভগবানের কাছে অপরাধী হইও না। যুগ যুগান্তরে সকল শাস্ত্রে লিখিত আছে ভক্তের কষ্টে ভগবান ব্যথিত হয়েন, একথা যদি বিশ্বাস কর, ব্রহ্মানন্দ-জীবনকে যদি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা না দিতে পার, তবে নীরব থাক। বিরুদ্ধে সংবাদ পত্রে ও পুস্তকে লিখিয়া আলোচনা করিয়া দেশের অকল্যাণ সাধন করিয়া অপরাধী হইও না।

যে ভারত ধর্ম্মের জন্য গৌরবান্বিত, যে ভারত যুগ যুগান্তরে কেবল সত্য কথা প্রচার করিয়া সুখী, সে ভারত আজ তাঁহার সন্তানদের ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা, সত্যের প্রতি অবিশ্বাস দেখিয়া কত না ব্যথিত হইতেছেন। মিথ্যা কথার প্রতিবাদ করিতে গেলে দীর্ঘকাল আলোচনা করিতে হয়, কিন্তু কেহ যদি ব্রহ্মানন্দ জীবন কিছু জানিতে চাহেন বিশ্বাসের সহিত অধ্যয়ন করুন জানিতে পারিবেন।

ব্যথিতা।

মধ্যবিন্দু

শ্রীমৎ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ প্রার্থনায় বলেন, "বিধির এই অভিপ্রায়, গুরু হউক না হউক, আচার্য্য উপদেষ্টা শ্রেষ্ঠ হউক না হউক একজন মধ্যবিন্দুতে দশজন আকৃষ্ট, দশজন মিলিত হইবে। যেখানে দশজন শতজন তোমাতে এক হইবে সেখানে একটা অবলম্বন চাই।" সুতরাং যাঁহার জীবনে এক অখণ্ড মানবত্ব অভিব্যক্ত এবং প্রমাণিত হইয়াছে তাঁহাকে অখণ্ড মানবত্বের মধ্যবিন্দু বলিতে কেহ কেহ আপত্তি করেন। কিন্তু মধ্যবিন্দু মানে ত আর ঈশ্বর নয়, মধ্যস্থিত মানব যিনি তিনিই মধ্যবিন্দু।

যেমন কোন সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ গঠন হইবার সময় একটা কোন পাহাড়ের মত জিনিষ সমুদ্রে সর্ব্বাগ্রে সমুত্থিত হইয়া উঠে এবং তাহার পর তাহার অঙ্গে যত মাটি কাঠ তৃণ কুঠা ক্রমে জমাট বাঁধিয়া এক প্রকাণ্ড দ্বীপ গঠন করে তেমনি এই বিধান মণ্ডলীরূপ দ্বীপ গঠন জন্য এবং বিধাতা পুরুষ ব্রহ্মানন্দকে মধ্যবিন্দু করিয়া এই বিধান-সাগরে অগ্রে উঠাইয়াছেন। এবং তাঁহারই সঙ্গে নববিধান বিশ্বাসিগণকে তাঁহার অঙ্গে অঙ্গীভূত করিয়া, বিধান মণ্ডলীরূপ দ্বীপের পত্তন করিয়াছেন।

যাঁহারা এই বিধান বিশ্বাসী মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে এই অঙ্গে গ্রথিত হইয়া এই বিধান মণ্ডলীরূপ এক অখণ্ড দেহ রচিত হইতে হইবে। ক্রমে ক্রমে সমস্ত জগজ্জন তাহাতে মিলিত হইয়া এক অখণ্ড মণ্ডলী বা অখণ্ড দেহ মানবমণ্ডলীরূপে পরিণত হইবে।

সুতরাং এ ভাবে তাঁহাকে মধ্যবিন্দু বা মধ্যব্যক্তি বলিলে তাঁহাকে ঈশ্বরত্ব আরোপের কি কোন আশঙ্কা হইতে পারে? সমুদ্রে যে দ্বীপ হয় তাহা ত সমুদ্র নয়, তাহা মৃত্তিকা মাত্র। তেমনই তিনি ত সমুদ্র নন, কিন্তু দ্বীপ গঠনের এক আধার মাত্র।

তবে তাঁহাকে ঈশ্বর স্থানীয় করিবার আশঙ্কা কোথায়? সাগর এবং দ্বীপে যে সম্বন্ধ, ঈশ্বর ও ব্রহ্মানন্দে সেই সম্বন্ধ এবং সেই জন্যই তিনি যে আপনার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "জলে যেমন মাছ, জলই মাছের আধার, সেই ভাবে আমাকে গ্রহণ কর, জল ছাড়া আমাকে গ্রহণ করো না।" ব্রহ্মছাড়া ব্রহ্মানন্দ প্রাণ-বিহীন দেহ মাত্র। তাই জীবিত মৎস্য জল ছাড়া যেমন থাকে না, জীবন্ত ব্রহ্মানন্দ জীবন লইতে হইলে ব্রহ্মকে ছাড়িয়া কি তাহা হয়? সুতরাং তাঁহার যথার্থ যে স্থান সে স্থান তাঁহাকে কেননা দিব? এবং না দিলে কি আমাদের অপরাধ হইবে না?

ব্রহ্মানন্দ যে আমাদের ঈশ্বরনিয়োজিত বিধানাচার্য্য ইহা আমরা কি অস্বীকার করিতে পারি? আচার্য্য মানে যিনি নিজ জীবনে আচরণ করিয়া আমাদিগকে তাহা কেমনে আচরণ করিতে হইবে, শিক্ষা দেন। যাঁহার সঙ্গে মিলিয়া আমরা ব্রহ্মোপাসনা সাধন করি, এবং যিনি আমাদের ধর্ম্ম সাধনে, আমাদের উপাসনা সাধনে সহায়। আবার সচরাচর যে অর্থে লোকে গুরু বলে আমরা সে তাঁহার সম্বন্ধে তাহা না বলিলেও, তিনি যে আমাদের ধর্ম্ম সাধনের সহায় ও বন্ধু বলিলে কি দোষ হয়?

আমরা যখন নববিধানে আত্মার অমরত্ব স্বীকার করিয়া থাকি, তখন তাঁর দেহ নাই বলিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্বও নাই, ইহা কি করিয়া বলিতে পারি? তিনি যখন দেহে ছিলেন তখন কেবল তাঁর দেহের সঙ্গে ত আমাদের সম্বন্ধ ছিল না, তাঁর আত্মাই আমাদের আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ। তবে তাঁর আত্মা যখন মরেন নাই, তখন তাঁর সেই আত্মা যে এখনও আমাদের আচার্য্য নন ইহা কি করিয়া বলিব?

এই আত্মার উপলব্ধি সাধনই নববিধানের নবজীবন লাভ সাধন। সুতরাং দেহে অবস্থান কালে তাঁর আত্মার সহিত আমাদের যে যোগ ছিল এখনও সেই যোগই যে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে ইহাই আমাদের মানিতে হইবে ও উপলব্ধি করিতে হইবে। তিনি ব্রহ্মে অবস্থিতি ও আত্মস্থ হইয়াও এখনও তাঁহার আত্মা আমাদের উপাসনার সহায়তা করেন বিশ্বাস করিলে আমরা

সেই উপলব্ধি করিতে পারি এবং তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইব ব্রহ্মানন্দ আচার্য্য চিরজীবিত। নববিধানে সকলেই নবভাবে নবজীবনে চিরজীবিত। আত্মার অমরত্ব বিশ্বাস যে বিধানের মূল সত্য সে বিধানের প্রবর্ত্তক যে চিরজীবিত ইহা আমরা কেমনে অস্বীকার করিতে পারি?

শ্রীব্রহ্মানন্দদেবের বৈরাগ্য ও জীবনের কথা।

শ্রীআচার্য্যদেবের কি জ্বলন্ত বৈরাগ্য ছিল আজ পর্য্যন্ত কই লোকে তাহা জানিল? সংসারে থাকিয়া রাজপরিবারের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিতেও তাঁহার জীবনে যে কি বৈরাগ্য অগ্নি প্রজ্বলিত ছিল কেহ কি তাহা জানে, না বিশ্বাস করে? আচার্য্যদেবের দৈনিক জীবনের সাক্ষ্য তাঁহার প্রার্থনা।

তিনি কলুটোলার ঐশ্বর্য্যশালী প্রাসাদতুল্য গৃহে এক সন্ধ্যা নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া আহার করিতেন। ত্রিতলের উপরে রাত্রে দুই চারি খানি রুটি পাচক রাখিয়া দিত, সে এত স্বাদহীন হইত যে অতি অল্প লোকে তাহা আহার করিতে পারিত, কিন্তু তাহাই তিনি আনন্দে আহার করিতেন। এক রাত্রে তরকারির ভিতর একটা মাছ পাইলেন, সে রাত্রে আর আহার হইল না।

উপাসনার পূর্ব্বে দুটি ছোলা আদা এবং কয়খানি মাত্র কাটা ইক্ষু খাইতেন। উপাসনার পরে নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া দ্বিপ্রহর সাড়ে বারটা কি একটার সময় আহার করিতেন। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে সেই ক্ষুদ্র চালা ঘর অগ্নির মত হইত। তাঁহার নিত্য তরকারী ছিল দুইটি আলু অর্দ্ধখানি কাঁচকলা, কখনও কখনও একটি ঝিঙ্গা সিদ্ধ, আর মুগের দাল এবং চড়চড়ি। আমের সময় এক একদিন অম্বল রাঁধিতেন। এরূপ শুদ্ধ ভাবে রন্ধন করিতে কেহ কাহাকেও দেখে নাই।

একদিন পরমান্ন রন্ধন হইয়াছিল, ব্রহ্মানন্দকে তাঁহার সহধর্ম্মিণী বলিলেন "আজ দুধ না খাইয়া পরমান্ন খাও", ব্রহ্মানন্দ বলিলেন "দুধ প্রতিদিন আসেন, আজ পরমান্ন আসিয়াছে বলিয়া কি নিত্য যিনি আসেন তাঁহাকে অনাদর করিব, পরমান্ন আজ খাব, কিন্তু দুধের সম্মান রাখব।"

তাঁহার প্রিয় তরকারী ছিল অড়হর দাল এবং শাক ভাজা।

একদা আচার্য্যদেব প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। ইন্টার মিডিয়েট শ্রেণীর গাড়ীতে সেবার আসিতেছিলেন, সেই গাড়ীতে কুচবিহারের মহারাজার ভৃত্যগণ ছিল, তাহারা অপ্রতিভ হইয়া মস্তক নত করিয়া রহিল, আচার্য্যদেব তাহাদের মনের অবস্থা বুঝিয়াছিলেন যে তাহারা অত্যন্ত সঙ্কুচিত। তাহাদের এ ভাব দূর করিবার জন্য কাছে ডাকিয়া কথা বলিয়া নির্ভর করিলেন। আচার্য্যদেব তৃতীয় শ্রেণীতেই সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করিতেন।

আচার্য্যদেবের স্নানের মূর্ত্তি যদি কেহ দেখিয়া থাকেন তবে বুঝিয়াছেন স্নান তাঁহার কি ছিল। স্থির শান্ত হইয়া বসিতেন, মুখে এক অপূর্ব্ব শ্রী, নীরবে মাথায় জল ঢালিতেন, কি মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন তিনিই জানিতেন। স্নানের পর ছোট ফুলের সাজি লইয়া বাগানে যাইতেন, পায়ে খড়ম, ধীর তাঁহার গতি, ধীরে ধীরে পুষ্প চয়ন করিয়া উপাসনার ঘরে বেদীতে ফুল সাজাইতেন।

যখন নৈনীতালে গিয়াছিলেন একদিন পর্ব্বত শিখরে উপাসনার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, অনেক উর্দ্ধে উঠিতে হইয়াছিল, সকলে শ্রান্ত তৃষ্ণায় অস্থির, জল নাই, অনেক বিলম্বে জল আসিল, সকলে ব্যস্ত হইয়া জল লইয়া পান করিলেন, কিন্তু আচার্য্যদেব ঘটিটি কপালে স্পর্শ করাইয়া নীরবে কতক্ষণ প্রার্থনা করিলেন।

সাধন কাননে একটি নিজের হাতে পর্ণ কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারের উপর লেখা "তোমারে লইয়া সর্ব্বস্ব ত্যজিয়া পর্ণ কুটীরও ভাল।" ভারতাশ্রম যখন সার্কুলার রোডে ধরের বাগানে ছিল, তখন সন্ধ্যার সময় বালক বালিকাদের গল্পচ্ছলে উপদেশ দিতেন, Bible এর সেই সলমন রাজার বিচারের কথা, শিশুর মাতার স্নেহের কাহিনী এমন করিয়া বলিয়াছিলেন আজ বার্দ্ধক্যেও সে গল্পের কথা কেহ কেহ বলেন।

বেলঘরিয়ার তপোবন বাসে কত বালক বালিকার উপদ্রবে হয়ত পুষ্প হীন উদ্যান হইত, কিন্তু সেই মুক্তাক্ষরের আচার্য্যদেবের হস্তাক্ষরে লিখিত "বিনা অনুমতিতে কেহ ফুল তুলিবে না", সেই কথা যেন গাছগুলি ঝঙ্কার করিয়া সকলকে শাসন করিত। সাধন কাননে সন্ধ্যার সময় কুটীরের বারাণ্ডায় মহাভারত শুনিতে কতই ভাল লাগিত।

কমলকুটীর ভক্তের আবাস। তাঁহার উপাসনা আদি ফল ফুলে প্রসারিত বৃক্ষ হইয়া এ গৃহে শোভাময় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে মৃদঙ্গের গম্ভীর নাদ, সে সঙ্কীর্ত্তনের উন্মত্ততা সে অভিনয়ের বিচিত্রতা, সে মহামিলনের দৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা কি এক বিন্দুমাত্র এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন?

সিমলা পাহাড়ে যোগের সময় হাতে ফুল লইয়া উন্মীলিত নয়নে তাঁর মায়ের রূপ দেখিতেন। চারিদিকে কত গোলমাল, কিন্তু তাঁহার সে যোগের মূর্ত্তি প্রশান্ত নীরব, কিছুই ব্যাঘাত দিতে পারিত না। এমন সাত্ত্বিক মূর্ত্তি বিরল। আচার্য্য-মাতা বলিয়াছিলেন কেশব চিরদিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তাঁর কখনও সর্দ্দি কাশীও হইত না।

শ্রীমতী সুনীতি দেবী।
(মহারাণী)

"সকল ধর্ম্মই সত্য" ও শ্রীকেশব।

"সকল ধর্ম্মই সত্য" শ্রীমন্ ব্রহ্মানন্দ ঘোষিত এই নূতন সমাচার এখনও ধর্ম্মমণ্ডলীর মধ্যে এমন কি ব্রাহ্মসমাজের কোন্ কোন্

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৬১ ভাগ । ১৯।২০ সংখ্যা ।
১৬ই কার্ত্তিক ও ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ সাল, ১৮৪৮ শক, ৯৭ ব্রাহ্মাব্দ ।
2nd & 17th November, 1926.
বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲ ।

প্রার্থনা ।

হে ব্রহ্ম, তোমার নাম অভিধান কিছুই নাই। ভক্ত তোমাকে যখন যে ভাবে দর্শন করেন বা দর্শন করিতে আকাঙ্ক্ষা করেন তখন তোমাকে সেই নামে সম্বোধন করেন। তাই কখনও তোমায় পিতা, কখনও মাতা, কখনও হরি, কখনও জিহোভা, কখনও খোদা, কখনও আল্লা, কখনও জগন্মাতা, কখনও দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, জগদ্ধাত্রী ইত্যাদী নাম অভিধানে তোমাকে অভিহীত করেন, সম্বোধন করেন। নববিধানে তুমি মাতৃরূপে আত্মপ্রকাশ করেছ, তাই আমরা তোমাকে মা বলিয়া সম্বোধন করি। নববিধানের নবালোক যাঁহার জীবনে তুমি প্রতিফলিত করিলে তিনি তোমার নবশিশু, কেন না মার নবজাত শিশুত্ব লাভ নববিধানের সাধন ও সিদ্ধি। এই আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের জন্মোৎসব সাধনের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত কর। আমরা তোমাকে নবশিশু-জননী, নবশিশু-জন্মদায়িনী বলিয়া সম্বোধন করি। তুমি যে আমাদের মা, ইহা আমরা তোমার নবভক্ত সঙ্গে উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছি, এক্ষণে তোমার নবশিশু-জন্ম, নবশিশু-জীবন প্রাপ্ত হইয়া আমরা যেন এই নবশিশু জন্মোৎসব সাধনের সিদ্ধিলাভে ধন্য হই, তুমি আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

স্বর্গেতে তুমি একজন মানুষ প্রস্তুত করিয়াছিলে সেই মানুষ আমি। যখন আমি হইলাম আমার হস্ত পদ নাসিকা কর্ণ সমুদয় হইল, যখন তুমি পৃথিবীতে আমাকে আনিলে তখন আমি ছিলাম সকল অখণ্ড। ক্রমে নাসিক, চক্ষু, কর্ণ, ঠোঁট সব বিদেশে গেল, শরীরের অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন দিকে গেল। কেহ দক্ষিণে, কেহ পশ্চিমে, কেহ উত্তরে প্রচার করিতে গেল। অখণ্ড খণ্ড হইল। নববিধান একজন মরিবার পূর্ব্বে আবার অখণ্ড হইবে এই বাসনা আছে। আমি বিনয় ও অহঙ্কারের সহিত বলিতেছি, আমি আসিলাম অঙ্গ লইয়া আমাকে ছাড়ুক শুকাইবে, মাধবী থাকে বৃক্ষ জড়াইয়া, বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া, বৃক্ষ ছাড়ুক তখনই শুকাইবে, কেহ বাঁচিতে পারিবে না।

হে ঈশ্বর, ইঁহারা আমার যোগেতে আশ্রিত, এঁদের বসিবার পাহাড় আমি, যোগ করিবার গহ্বর আমি, এঁরাও যা আমিও তা, আমিও যা এঁরাও তা, আমি আর এঁরা একটা। পরমেশ্বর, এই ভিক্ষা, এক শরীর, এক প্রাণ কর। সকলে এক ঘরে বসে একখানা মানুষ হই, এক খানাই গড়াইতে গড়াইতে উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্ব, দক্ষিণে যাবে। এই ত আমার গৌরব হরি, যে কেউ নিলেও আছি, না নিলেও আছি। স্বর্গের ছাপমারা দলিল আমার

কাছে আছে। গোড়াও ঠিক আছে। এজন্য বড় গ্রাহ্য করি না কে কি বলে, কে কি করে।

দয়াময়, মনুষ্য-সমাজের এই ভ্রান্তি দূর কর যে, তাকে কখন কি বিদল করা যায়, যে স্বর্গে ছিল সদল অখণ্ড? মা তোমার সন্তান ত কখন একজন হতে পারে না স্বার্থপর হয়ে, সেখানে সকলে মিলে একখানা। একজন মানুষ, কিন্তু তার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা অঙ্গ সকলে, বেদ, পুরাণ, বাইবেল, ভাগবত সব স্বতন্ত্র, কিন্তু সব একখানি হইল নববিধানে, সব এক হউক, এক বিধানের অঙ্গ হইয়া থাকুক। এদের বুঝিতে দাও যে, এখানে কেউ আমি আর আমরা হতে পারে না, সব এক, এক ঈশ্বর উপরে, এক সন্তান নীচে, পাঁচটা মানুষ যেন না দেখি, "একমেবোদ্বিতীয়ং" ব্রাহ্মসমাজ বলিয়াছিলেন উপরে, একমেবাদ্বিতীয়ং নববিধান বলিতেছেন পৃথিবীতে, সমুদয় মনুষ্যসমাজ এক। নবদুর্গার সন্তান নবমানুষ। আমার শরীরে বিশটা প্রচারক, যিনি যেখানে থাকেন, আমি যাই। এঁরা এক শরীরের অঙ্গ, যিনি যেখানে যান, যিনি যেখানে প্রচার করেন সেই এক পুরুষ করেন।

দয়াময়, এক কর, এক কর, এই ঘরে তুমি দয়া করিয়া নববিধানের লক্ষণ বিবৃত কর, আমরা সেই গুলি চরিত্রের সঙ্গে মিলাইয়া লই। আহার সাত্ত্বিক, বসন সাত্ত্বিক ও বাড়ী সাত্ত্বিক, স্নান সাত্ত্বিক, অন্যের দ্রব্য লইব না, ব্রহ্মহস্ত হইতে যা প্রদত্ত হইবে কেবল তাই লইব, অসাত্ত্বিক কাপড় শরীরে উঠিও না, অসাত্ত্বিক ধন হস্তে আনিও না, অসাত্ত্বিক বাড়ী আমার শরীরকে আশ্রয় দিও না, যদি কেউ এই ব্রত লইয়া আবার ডুব দিয়া জল খান, তারা নববিধান কাটিবে। যোগচক্ষে দেখিতে দাও তুমি এক, আমরা এক।—১৯শে নবেম্বর, ১৮৮২ শক।

দুর্গোৎসব,—শারদীয় উৎসব,—জন্মোৎসব।

নববিধান নিত্য উৎসবের বিধান। আচার্য্য বলিলেন, "আমার মা নিত্য নূতন মা, লব্ধ ব্রহ্ম নিত্য নূতন।" ভক্তের কাছে তাঁর নিত্য নূতন নূতন লীলা।

ধন্য হিন্দু বিধান, হিন্দুর ঘরে বার মাসে তের পার্ব্বণ, তিনি নিত্য নব নবরূপে তাঁহার ইষ্টদেবকে পূজা করেন। নববিধানেরও পত্তনভূমি এই হিন্দু বিধানে।

বাস্তবিক ব্রহ্ম লীলাময় হইয়া ভক্তের নিকট নব নবরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এই নব নবরূপে ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মের আনন্দ সম্ভোগই উৎসব।

দুর্গোৎসব।

দুর্গোৎসব হিন্দুর মহা মহোৎসব। এমন উৎসব আর তাহার নাই। আমরা মৃণ্ময়ী দুর্গা হইতে চিন্ময়ী দুর্গা বাহির করিয়া নবদুর্গার মহোৎসব সাধন করিলাম। এই নবদুর্গারূপে প্রতিভাত হইয়া মা স্বয়ং আমাদিগকে তাঁহার আধ্যাত্মিক পূজা করাইলেন।

যিনি দুর্গতিরূপ অসুর বিনাশ করেন তিনিই ত দুর্গা, আমাদের পাপাসক্তি, পাপপ্রবৃত্তি, আমিত্ব হইতেই আমাদিগের দুর্গতি বা অধোগতি। সে আমিত্ব আসক্তি আদ্যাশক্তি মা বিনা কে বিনাশ করিতে পারেন। তাঁহার পূজার দ্বারা আমাদের অন্তরের নীচ আমিত্ব এবং আসক্তি বিনাশ হয় ও তাহাতেই আমাদের সমুদয় দুর্গতি দূর হয়, এবং আমাদের হৃদয়ে দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়, আমাদের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী লাভ হয়, ব্রহ্মসন্তানত্ব বা বীরবাহুবল এবং গণেশের সিদ্ধিলাভে জীবন ধন্য হয়। মা ভক্ত সিংহবাহনে আমাদের পূজার ঘরে চির বিরাজিত হইয়া আমাদিগকে এই মহা উৎসব সাধনেও তাহা সম্ভোগের ফলদানে ধন্য করিলেন।

শারদীয় উৎসব।

দুর্গোৎসবের পর শারদীয় উৎসব। শারদীয় উৎসব প্রকৃতির উৎসব। আমাদের দুর্গতি ও বিকৃতি বিনাশ হইলেই আমরা প্রকৃতিস্থ হই। মার সৃষ্টি, মার প্রকৃতি, মার সৌন্দর্য্যে সুন্দর, মার স্বরূপে স্বরূপ সম্পন্ন। সৃষ্টিকর্ত্তা যে কেমন, তাঁহার সৃষ্টিই তাহা প্রকাশ করেন। নিরাকারের সাকার প্রতিভা এই বিশ্বপ্রকৃতি। তাই ব্রহ্মনন্দন ঈশা বলিলেন, "যে আমাকে দেখিয়াছে সে আমার পিতাকে দেখিয়াছে, পিতা আমাতে আমি পিতাতে।" এই প্রকৃতিও তেমনি সেই সৃষ্টিকর্ত্তা বা সেই বিশ্বমাতারই পরিচয় দিতেছেন।

শারদীয় উৎসবে শরচ্চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় মহাসাগরের তরঙ্গ হিল্লোলে এবং বিশ্বপ্রকৃতির শোভায় আমরা সেই জগৎলক্ষ্মী মা জননীরই সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইলাম এবং আমাদের হৃদয়াকাশেও

যাহাতে সেই প্রতিমার জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হইয়া আমরাও মার প্রকৃতিতে প্রকৃতি সম্পন্ন হই, আমরাও লক্ষ্মীছাড়া না হইয়া লক্ষ্মীবন্ত লক্ষ্মীবতী হই, তাহারই জন্য এই শারদীয় উৎসবে বর চাহিলাম।

ব্রহ্মনন্দন যিনি ব্রহ্মস্বভাব বা ব্রহ্মপ্রকৃতি সম্পন্ন তিনি। তাই ব্রহ্মনন্দন ঈশা নিজ জীবনে ব্রহ্মচরিত্র প্রদর্শন করিয়াই বলিলেন "যে আমাকে দেখিয়াছে সেই আমার পিতাকে দেখিয়াছে।" সেই ভাবে আমরাও যেন শারদীয় উৎসবান্তে বলিতে পারি, আমাদেরও জীবনে মার প্রকৃতি মার স্বভাব প্রতিবিম্বিত, মা আমাদের আমরা মার। আমাদের জীবনে, আমাদের চরিত্রে যে মার স্বরূপ প্রতিফলিত ইহা যেন আমরা দেখাইতে পারি।

জন্মোৎসব।

পুরাতন জীবনের মৃত্যুতে নবজীবন, দ্বিজত্ব। যথার্থ প্রকৃতিস্থ হইতে হইলে বিকৃতি বিনাশ করিতে হয়। শারদীয় উৎসবান্তে হিন্দু কালী পূজা করেন। কালী পূজার সাধন শবত্ব সাধন। মহাকালী কালস্বরূপা সংহারকারিণী রূপ ধরিয়া দুঃখ বিপদ পরীক্ষা মৃত্যু দ্বারা জীবনের আমিত্ব সংহার করিতেছেন। এই আমিত্ব বা পুরাতন জীবনের মৃত্যু হইলে দ্বিজত্ব বা নব কার্ত্তিক নব-শিশু-জীবন লাভ হয়।

যুগে যুগে যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ তাই জীবনে শবত্ব সাধনের পরিচয় দিয়া নবজীবনে উজ্জীবিত হইয়াছেন।

মহাযোগী শিবের শিবত্ব, শ্রীবুদ্ধের মহানির্ব্বাণ শ্রীঈশার ক্রুশারোহণ, শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণএ সকলই আমিত্ব বিনাশ সাধনের নিদর্শন।

পুরুষাকার বলে শব সমান হওয়াই পুরাতন বিধানের সর্ব্বোচ্চ সাধন। বাস্তবিক সম্পূর্ণরূপে নীচ "আমি" না মরিলে ব্রহ্মসন্তান মার শিশু আমি হইতে পারিব না। তাই মার চরণে আমিত্ব সম্পূর্ণরূপে দান করিলেই আমরা মার নবশিশু হই।

নববিধান নবজীবনের বিধান। পুরাতন যাহা তাহার পরিবর্ত্তনেই নূতন বিধান। পুরাতন মানুষের মৃত্যু ও নূতন মানুষের জন্মই এই নূতন বিধানের জন্ম। তাই এই বিধান দ্বিজত্বেরই বিধান।

নববিধান মাতৃ-বিধান। এই বিধানে বিধাতা মাতৃরূপে প্রকট হইয়াছেন। তাই আমরা তাঁহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করে পূজা করি। সন্তানবতী যিনি তিনিই মা। বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধান যাঁহার নিকট নববিধান বলিয়া উপলব্ধ হইল, তিনি ব্রহ্মকে মা বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং মাও তাঁহাকে আপনার কোলের নবশিশু-রূপে নবজন্ম দিয়া নববিধান মূর্ত্তিমান করিলেন।

মার কোলের নবশিশু হওয়াই তাই নববিধানের নিয়তি ও সিদ্ধি। এই বিধান মানুষকে নূতন মানুষ করিতেই সমাগত।

আমরা সকলেই দৈহিক ভাবে শিশু হইয়াই পৃথিবীর মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু শিশুর দেহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মন, শিশুর ভাব, আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি, ইহাই আমাদের দুর্গতির কারণ। মন আমাদের চির শিশুভাবাপন্ন হইবে, ইহাই নবশিশুত্ব, নববিধান এই চির শিশুত্ব নবশিশুত্ব বিধান করিতেই প্রেরিত।

নববিধানের নবভক্ত ব্রহ্মানন্দ তাই চির নবশিশু। তাঁহার দৈহিক জীবনের জন্মোৎসব আমাদেরও সমগ্র মানবের নবজন্ম বা নবশিশু জন্মলাভের উৎসব। কেন না তিনি আপনার পুরাতন আমিকে উড়াইয়া অখণ্ড মানবত্বে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়াছেন, সুতরাং তিনি যে মাকে মা বলিলেন সেই মাকে মা বলিলে, সেই মার পূজা করিলে, তিনি যে নববিধান-জীবন পরিধান করিলেন, সেই নববিধান জীবন আমাদেরও হইবে, এবং তাহা করিলেই তাঁহার সহিত আমরাও নবশিশুত্ব লাভ করিব। নববিধানের নবশিশু এবং নবদুর্গার নবকার্ত্তিক একই। মা আশীর্ব্বাদ করুন যেন নবভক্তের জন্মোৎসবে সকলেই নবজন্ম লাভ করিয়া এই নবশিশুদল হইয়া যাই।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

নবশিশু।

দেহে যে শিশু সে মার কোলের শিশু, মনে ও আত্মায় যে চির শিশু তিনিই নবশিশু।

ভক্তজীবন জ্যোতি।

সূর্য্যের রশ্মি স্বচ্ছ কাচেই প্রতিবিম্বিত হয়, জড় মৃত্তিকায় হয় না। জড় বুদ্ধিসম্পন্ন অহঙ্কারে স্ফীত মনে ঈশ্বরের জ্ঞানালোক প্রতিফলিত হয় না নির্ম্মল স্বচ্ছ মনেই তাহা হয়। ভক্তজীবন তাই ব্রহ্মজ্যোতিরই প্রতিবিম্ব।

ব্রহ্মোৎসব কি ?

ব্রহ্মেতে স্থিতি—ব্রহ্মসম্ভোগ—ব্রহ্মে মগ্ন থাকা। ব্রহ্মের দিক হইতে ব্রহ্মপ্রেম উথলিত হয়। সাধকের দিক হইতে সেই উথলিত প্রেমস্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দেওয়া। যেমন নদী উথলিত হইলে বন্যার জল তীর ঝাঁপাইয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে। ইহাতে কত বস্তুই কত বাধা অতিক্রম করিয়া স্রোতে ভাসিয়া নদীর প্রশস্ত পথ লাভ করিয়া সাগরে মিলিত হয়। উৎসব ব্রহ্মের বিশেষ কৃপা ঐ কৃপাস্রোতে সাধক আপনাকে বন্ধন বিমুক্ত করিয়া দীনতার মুখ দিয়া কৃপাস্রোতে বা প্রেম-স্রোতে নির্ভরশীলতার সহিত অঙ্গ ঢালিয়া দিলেই সহজে তাহার সাগরসঙ্গম লাভ হয়।

ব্রহ্ম নিত্য—উৎসব নিত্য।

এই নিত্যোৎসব সম্ভোগের উপায় যথার্থ উপাসনা, অন্তরায় বন্ধন, অভিমান এবং নির্ভরশীলতার অভাব। সংসার, স্ত্রী, পুত্র, ধন ইত্যাদি এবং শরীরাদি বন্ধনের হেতু। শারীরিক বন্ধনের হেতু রিপু ইত্যাদি কাম ক্রোধাদি। অভিমান, ধর্ম্ম, ধন, বিদ্যা, কর্ত্তৃত্বাদি। মানুষ ব্রহ্মের কৃপায় বিশেষ বিধান পাইলেও যদি স্বেচ্ছাচারী হইয়া আপনাকে বদ্ধাবস্থাতেই রাখিয়া দেয়, ধর্ম্মাদি-জনিত অভিমানশূন্য হইয়া দীনতা সাধন না করিয়া, যদি প্রেম-স্রোতে জীবন প্রাণ ঢালিয়া না দিয়া সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল না হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে ব্রহ্মসাগর-সঙ্গম লাভ অসম্ভব হয়।

বৈরাগ্য।

পুণ্যময়ের পুণ্যানলে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন। ভস্মেতে পরিণত। ঐ ভস্ম দেবপ্রসাদস্বরূপে গ্রহণ এবং বিভূতিস্বরূপে গ্রহণ। যোগীর ভাব। অসার ত্যাগ সারের অনুরোধে—সারের জন্য অন্তরে প্রবেশ—অন্তর্মুখী যোগ। অন্তর হইতে বাহির হইয়া অসার সারেতে পূর্ণ। এইরূপে সার বস্তু দর্শন করা বহির্মুখী যোগ। বৈরাগ্য ত্যাগ করে, যোগ উচ্চাবস্থায় সকলই গ্রহণ করে। অসার সাধনের অন্তরায়, এইজন্য বৈরাগ্যে ত্যাগ। অসার নাম মাত্র উহা সারে পূর্ণ, উহা দেবপ্রসাদ, এই প্রণালীতে যোগের গ্রহণ বিধি।—(ভাই ফকির দাস রায়)।

তীর্থভ্রমণ।—(২)

৯ই অক্টোবর, বহরমপুর (গঞ্জাম) ষ্টেসনে প্রত্যুষে ঊষাকীর্ত্ত-নাদি করিয়া মাদ্রাজ রেলে দক্ষিণাভিমুখে শুভযাত্রা করা হইল। ট্রেনে উঠিয়া জিনিষ পত্রগুলি গুছাইতে গিয়া দেখা গেল হাতব্যাগটী কুলিরা দেয় নাই কিম্বা আত্মসাৎ করিয়াছে। ব্যাগে আমাদের পাস ইত্যাদি যা কিছু নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র সকলই ছিল, ব্যাগটী হারাইল ভাবিয়া বড়ই মন উদ্বিগ্ন হইল। সহধর্ম্মিণী ও কাঁদিতে লাগিলেন। মা কিন্তু মনে মনে বলিলেন পাওয়া যাইবে।

গাড়ী পরের ষ্টেসনে থামিতে ষ্টেসন মাষ্টার মহাশয়কে হারান ব্যাগের জন্য বহরমপুরে ফোন করিতে অনুরোধ করিলাম, উত্তরে কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। দ্বিতীয় ষ্টেসনে আবার ফোন করাতে প্রথম উত্তর আসিল ব্যাগের কোন সন্ধান নাই। কাজেই সেই ষ্টেসনে নামিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, জিনিষ পত্র নামানাও হইল, ক্ষণেক পরে সংবাদ আসিল ব্যাগটী পাওয়া গিয়াছে। মাকে ধন্যবাদ দিয়া আর সেখানে না নামিয়া বিজিনা-গ্রাম ষ্টেসনে মাষ্টার মহাশয়ের নিকট পরের গাড়ীতে ব্যাগ পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া যাত্রা করা হইল।

বিজিনাগ্রাম ষ্টেসনে বেলা প্রায় ১২টার সময় নামা হইল, কিন্তু সেখানে কেহই পরিচিত ছিলেন না। ষ্টেসনের বিশ্রামাগার ও একটী, মহিলাদের স্বতন্ত্র বিশ্রামাগার নাই। অনুসন্ধানে জানা গেল, ষ্টেসনের অদূরে একজন বাঙ্গালী ওভারসিয়ার থাকেন। তাঁহার ভ্রাতার সঙ্গে পূর্ব্বে পরিচয় ছিল। ষ্টেসনে স্থানাভাব বশতঃ সহধর্ম্মিণী ও তাঁহার সঙ্গিণী পরিচারিকাকে সেই ভদ্র-লোকের বাড়ীতে লইয়া যাইতে বাধ্য হইলাম। ভদ্রলোক তখন কাজে গিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী দেবী ও কন্যাগণ এবং তাহাদের একজন পরিচিত বন্ধু আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

ওভারসিয়ার মৈত্র মহাশয় যেমন অতিথিসৎকারপরায়ণ তাঁহার পত্নীও তেমনি। বিশেষতঃ বাঙ্গালী সে দেশে বাঙ্গালীকে পাইলে আত্মীয় কুটুম্ব বলিয়া আদর করেন, তাই এ প্রদেশে যে বাঙ্গালীই আসেন মৈত্র মহাশয়ের দ্বার তাঁর জন্য উন্মুক্ত। যে দুদিন আমরা বিজিনাগ্রামে অবস্থান করিলাম মৈত্র মহাশয় সপরিবারে যেরূপ আদর স্নেহে আমাদিগের আতিথ্য করিলেন তাহা আমরা কখনই ভুলিতে পারিব না। অপরিচিতকে যে বিধাতা পরিচিত করেন তাহার বিশেষ নিদর্শন আমরা এখানে লাভ করিয়া ধন্য হইলাম। প্রাতে যথারীতি ঊষাকীর্ত্তনও উপাসনা হয়। পরে বিজিনাগ্রাম সহর পরিদর্শন করিলাম, রাজবাটীর দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া শুনিলাম পাস না হইলে প্রাসাদে কাহারও প্রবেশের অধিকার নাই, কাজেই প্রাসাদ দর্শন হইল না। রেলের কতিপয় কর্ম্মচারীর সহিত আলাপ পরিচয় হইল। সে দিন রবিবার রেল ষ্টেসনের প্লাটফরমে স্থানীয় এঃ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব প্রভৃতিকে লইয়া ইংরাজীতে উপাসনা হইল, ধর্ম্ম বিধানের অভিব্যক্তি ও ধর্ম্মসাধনের অবশ্যকর্ত্তা বিষয় ইংরাজীতে কিছু উপদেশের মত বলা হইল। প্রার্থনাও হইল। রেলকর্ম্মচারিগণ ও স্থানীয় কতকগুলি ছাত্র উপস্থিত থাকিয়া যোগদান করেন।

মার কৃপায় হারান ব্যাগ বহরমপুরের ষ্টেসন মাষ্টার বন্ধু অতি যত্ন করিয়া এখানে পাঠাইয়া দিয়া কৃতার্থ করিলেন। আমরা

অসাবধানবশতঃ তাঁর দান এমনই কতই হারাই, আবার তিনিই দয়া করিয়া হারান ধন ফিরাইয়া দেন, ধন্য মার দয়া।

বিজিনাগ্রাম হইতে সিম্হাচল যাত্রা করা হয়। এখানকার ষ্টেসনে আশ্রয়স্থান আদৌ নাই। মৈত্রমহাশয়ের অনুগ্রহেই এখানকার ষ্টেসন মাষ্টার মহাশয় ষ্টেসনের একটি ঘর খালি করিয়া আমাদিগকে থাকিতে ও আমাদের জিনিষ পত্র রাখিতে দেন। এই ঘরে রাত্রি যাপন করিয়া প্রত্যুষে উপাসনান্তে গরুর গাড়ী করিয়া সিম্হাচল তীর্থ দর্শনার্থে গমন করা হয়।

এই তীর্থ ষ্টেসন হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরে একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। স্থানটীর দৃশ্য অতি মনোহর। নিম্নদেশ হইতে দেব মন্দিরে উঠিতে প্রায় দুই হাজার সিঁড়ি আছে। তাহার উপর সুন্দর ঝরণার জল পতিত হইতেছে। সেই ঝরণার জলে আমরা প্রাণ ভরিয়া অভিষেক স্নান করিলাম। ঝরণার নির্ম্মল জলে স্নান করিয়া সত্যই যেন শরীরমন ধৌত হইয়া গেল, আত্মা পাপমুক্ত বোধ হইল।

সেখান হইতে আরো উর্দ্ধে দেবমন্দির একটি উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত। মন্দিরের কারুকার্য্য অতি সুন্দর; বহু প্রাচীনকালে এ মন্দিরটী আশ্চর্য্য কৌশলে নির্ম্মিত, বিনা মসলায় প্রস্তরের উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড সংরক্ষিত, শীরদেশে অতি উচ্চ ও প্রশস্ত প্রস্তর খণ্ডের ভারে সমস্ত মন্দিরের চারিপার্শ্বস্থ দেওয়াল রক্ষিত। কি কৌশলে বা কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে সেই প্রাচীন কালের কারীগরগণ এত উর্দ্ধে এমন প্রকাণ্ড প্রস্তর উত্তোলন করিল এবং মন্দির গঠন করিল কে বলিতে পারে? এ পর্য্যন্ত ইহার সংস্কার বহুকাল আবশ্যক হয় নাই।

মন্দিরের কারুকার্য্যও যেমন, ভিতরের দেবমূর্ত্তিরও নূতনত্ব তেমনি। শিবলিঙ্গ নরসিংহ বা লক্ষ্মী নারায়ণরূপে পূজিত। ভক্ত প্রহ্লাদের নিকট এখানেই শিবলিঙ্গ নাকি নরসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন এইরূপ প্রবাদ। যাহাহউক পয়সা না দিলে এই মূর্ত্তি কাহারও দেখিবার অধিকার নাই, আমাদেরও পয়সা না দিয়া দেবমূর্ত্তি দেখিবার হুকুম নাই, তাই মূর্ত্তি দেখা হইল না। আমাদের সঙ্গের পরিচারিকা এক আনা পয়সা জমা দিয়া মূর্ত্তি দেখিয়া আসিল।

সহধর্ম্মিণীর সহিত আমরা মন্দিরের আরো উর্দ্ধে উঠিয়া পর্ব্বতের এক নিভৃত প্রদেশে গিয়া উপাসনা করিলাম। মৃণ্ময় মন্দিরের উর্দ্ধে চিন্ময়ের রাজ্যে চিন্ময়ী মার পূজা করিয়া ধন্য হইলাম। এমন প্রকৃতি সমন্বিত প্রদেশে কি দেবতা জড়ে নিবদ্ধ থাকেন? ভক্ত প্রহ্লাদের কাছে শিবলিঙ্গ যেমন লক্ষ্মী নারায়ণ রূপে দেখা দিয়াছিলেন এখনও নবভক্তের কাছে তিনি জড়মূর্ত্তি ভেদ করিয়া তাঁর চিণ্ময়ী রূপে দেখা দিলেন। আমরাও নবভক্তসঙ্গে তাহাই দেখিয়া ধন্য হইলাম। এখানে কতকগুলি মান্দ্রাজী ছাত্রের সঙ্গে ধর্ম্মালাপ হইল, তাঁহারা অনেক আদর করিলেন।

ষ্টেসনে ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যায় ষ্টেসন মাষ্টারের সহিত ধর্ম্মালাপ হইল। ইনি মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ, বেশ শিক্ষিত ও ধর্ম্মপ্রাণ, নিত্য গীতা, ভাগবত পাঠ করেন, নববিধানের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং ইহাই যথার্থ হিন্দুধর্ম্মের সার স্বীকার করিলেন।

রাত্রি যাপনান্তে ঊষাকীর্ত্তন শুনিয়া মাষ্টার মহাশয় সপরিবারে জাগিয়া যোগ দিলেন। কীর্ত্তনান্তে আমরা প্রত্যুষেই ওয়ালটিয়ার যাত্রা করিলাম।

ওয়ালটিয়ারে পৌঁছিয়াই এক মান্দ্রাজী রেল-কর্ম্মচারীর বাড়ীতে আশ্রয় পাইলাম। ইনি বিজিনাগ্রামের ওভারসিয়ার মৈত্র মহাশয়ের বন্ধু। ইনি মান্দ্রাজী আমরা বাঙ্গালী, অপরিচিত হইলেও আমাদিগকে কতই আদরে আপনার আবাসের এক অংশ ছাড়িয়া দিয়া অবস্থানের সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা আলাপাদি করিয়া যথেষ্ট আপ্যায়িত করিলেন। এমন আশ্রয় না পাইলে এই অপরচিত স্থানে আমাদিগের যে কি কষ্ট হইত বলিতে পারি না।

সন্ধ্যায় মান্দ্রাজী রেলকর্ম্মচারী এবং তাঁহার বন্ধুর সহিত ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ হইল। পরদিন প্রত্যুষে ঊষাকীর্ত্তনান্তে গাড়ী করিয়া প্রায় ২ মাইল দূরে বিজাগাপাঠামে গিয়া সমুদ্রে স্নানাবগাহন করা হইল। সমুদ্রতীরে কয়েকটী পরিচিত বাঙ্গালী যুবার সহিত দেখা হইল। তাহার পর Dolphin's Nose নামক সমুদ্র হইতে উত্থিত পর্ব্বত-শিখরে বসিয়া সস্ত্রীক দুর্গোৎসবের সপ্তমী পূজা করা হইল। প্রবাদ ঐ পর্ব্বতশিখর হইতেই নাকি প্রহ্লাদকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিল। সংসার ভক্তকে এরূপ পরীক্ষা ও বিপদ-সাগরে নিক্ষেপ করে বটে, কিন্তু ভক্তের হরি ভক্তজননী দুর্গতিহারিণী তাঁহার দুঃখ দুর্গতি দূর করিয়া তাঁহাকে নিরাপদ কোলে রক্ষা করেন।

এখানে এক দিকে উচ্চ পর্ব্বত উর্দ্ধে, এক দিকে নিম্নে তরঙ্গায়িত মহাসাগর, আবার অদূরে মনুষ্য হস্তরচিত সুরম্য অট্টালিকা শোভিত নগর। এই সুদৃশ্যময় পর্ব্বতের উপর নব-বিধানের পতাকা উড্ডীন করাইয়া মা তাঁর দুর্গোৎসব আরম্ভ করাইলেন। ধন্য মা।

এই বিজগাপটাম সহরের আর একটি পাহাড়ের এক দিকে মুসলমানদিগের মস্‌জেদ, মধ্যে হিন্দুমন্দির এবং তাহার অদূরে খৃষ্টগির্জ্জা নির্ম্মিত হইয়াছে। একই পাহাড়ে এই তিনের মিলন, তাই নববিধান পাহাড় নামকরণ করিয়া মাতৃচরণে প্রার্থনা করিলাম এই মন্দির, মস্‌জেদ, গীর্জ্জায় যেন একই মার পূজার হয়, এই ত্রিধারা ত্রিসম্প্রদায় যেন স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া একই বিধানে মিলিত হয়।

দীন—সেবক।

সাক্ষী।

[শ্রদ্ধাস্পদ ভাই উমানাথ গুপ্ত।]

বৈরাগী-কেশব।

শ্রীকেশবচন্দ্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে মৎস্যাহার পরিত্যাগ করেন। তিনি ব্যাঙ্কের সেক্রেটরির নিকট দরখাস্ত করিলেন আমার চাকরী করা অপেক্ষা বড় কাজ আছে, দেশের এবং ঈশ্বরের সেবা করা আমার জীবনের উদ্দেশ্য আমি তাহাই করিব, আমাকে বিদায় দিন। সাহেব তাঁহার কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি কর্ম্ম ছাড়িওনা, আমি তোমাকে ১০০৲ টাকা বেতন দিব। বৈরাগী যুবা শ্রী কেশব চন্দ্র উত্তর দিলেন, আপনি আমাকে ৫০০৲ টাকা বেতন দিলেও আমি আর চাকরী করিব না। সাহেব অগত্যা তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

তিনি থার্ড ক্লাস ঘোড়ার গাড়ী এবং থার্ড ক্লাস রেলের গাড়ীতে হাস্য বদনে চড়িতেন। অনেক দিন বিছানার চাদর পাতিয়া দিলে তাহা ফেলিয়া দিয়া শয়ন করিতেন। আপনার নাম দিয়া কখন কোন বক্তৃতা বা পুস্তক প্রকাশ করেন নাই। বহুদিন স্বহস্তে রন্ধন করিয়াছিলেন। অনেক দিন ভাঁড়ে জল খাইয়াছিলেন। ছোলা আদা গরিবের খোরাক বলিয়া প্রতিদিন তাহা খাইতেন। শাকের প্রতি অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। পরমান্ন অথবা ক্ষীর দিলে অনেক সময়ে কেবল দুটী আঙ্গুল ডুবাইয়া দুই বার মুখে দিয়া তাহা রাখিয়া দিতেন। আম্র ফল অল্পই মুখে দিতেন।

একবার এক গরিবের বাড়ী হরিনাম করিয়া চাল ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিলেন। গেরুয়া বসন ব্যবহার করিতেন, কখন কখন বাঘছালও গায়ে দিতেন। আপন জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহের দিন কোচবিহারে শালের পরিবর্ত্তে বনাত ব্যবহার করিয়াছিলেন।

তিনি পিতৃদত্ত ধন দ্বারা ক্রয় করা অন্ন খাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে যে অন্ন বা অর্থ ভিক্ষা দিতেন তাহাই তিনি অবলম্বন করিতেন। তিনি মহারাজ হোলকারের নিকটেও তাঁহার আহারাদির জন্য মাসে মাসে ৫ টাকা ভিক্ষা করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই।

তাঁহার প্রিয় গান সকলের মধ্যে এইটি ছিল :—

ভুলবনা আর সংসার মায়ায়।
হল বৃথা পণ্ডশ্রম, গেল সব দিন,
অসার অনিত্য সুখের সেবায়।
আর কেন এখন রে মন, শীঘ্র আমায় দাও বিদায়,
প্রাণ হয়েছে আকুল, বিরহে চঞ্চল,
না হেরে সেই জীবন সখায়।
বৈরাগ্য আশ্রম করিয়ে গ্রহণ, তপস্যায় জীবন করিব ক্ষয়,
হব প্রেমিক সন্ন্যাসী, উন্মত্ত উদাসী,
ত্যজে অভিমান লজ্জা ভয়॥

শ্রীকেশবচন্দ্রের মনটা সম্পূর্ণ সন্ন্যাসী ও বৈরাগী ছিল, কিন্তু তিনি বাহিরের সভ্যতা ও ঐশ্বর্য্যের দ্বারা সেই অন্তরের আগুন সর্ব্বদাই ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেন।

তিনি কাহারও ঘটি বাটি থালায় আহার বা অন্যের বস্ত্র পরিধান করিতে ইচ্ছা করিতেন না। সংসারের অন্য সকলে যে বাটি ব্যবহার করে, পীড়ার সময়ে একদিন রাত্রিতে তাঁহাকে সেই বাটিতে দাউল দেওয়া হইয়াছিল, আহার করিতে বসিয়া সেই বাটি দেখিবামাত্র তাঁহার বমন উদ্রেক হইয়া উঠিল, অমনি আবার শয়ন করিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টার পর বমনোদ্রেক আরাম হইল, তখন তিনি বলিলেন, "আমাকে যে সে পাত্রে পান ভোজন করিতে তোমরা দিওনা। ইহা আমার পক্ষে ভাল নয়, তোমাদের পক্ষেও ভাল নয়, সংসারের দ্রব্য ব্যবহার করিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিকতা আসিয়া মনকে আক্রমণ করে, আমাদিগের জাতি ওরূপ করিতে পারে না। তাহাতে পরিবারস্থ একজন উত্তর করিলেন, "পীড়ার জন্য তোমার ক্ষুধা নাই, গা বমি বমি করে, সেই জন্যই খাইতে পার না। বাটির জন্য কি এতদূর হইতে পারে? তিনি এই কথায় বলিয়া উঠিলেন, "তোমার খুব ক্ষুধা হইলে যদি কেহ সহিসের ভাত ছড়াম সানকিতে খাইতে দেয়, সহস্র ক্ষুধা থাকিলেও কি তুমি তাহা খাইতে পার? মলিন সংসারের সামগ্রী সকল আমার নিকট সহিসের ঐ সানকি অপেক্ষা মন্দ বোধ হয়, তাহাতে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হয়। তিনি বিশ্বাস করিতেন তাঁহার ভিতর প্রভু বাস করেন, তাঁহার তনু পবিত্র দেব মন্দির, অসাত্ত্বিক ও অপবিত্র ভাবে আহার পান করিলে ঈশ্বরাবমাননা হয়।

আর একবার তিনি এসময় বলিয়াছিলেন যে, শাক্য মুনিকে শূকরের মাংস আহার করাইয়াছিল, সেই জন্য তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। তিনি উপরি উক্ত দিনে বলিয়া দিয়াছিলেন যে বাসনাদি স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া তোমাদের সুবিধা হয় না, অত কষ্ট লইতে আমি তোমাদিগকে এখন বলি না, তোমরা এখন হইতে আমাকে ভাঁড় ও খুরি দিও, অতি সহজেই তাহা পাওয়া যাইবে! শ্রীকেশব কলার পাতে ভাত ও মাটির পাত্রে ব্যঞ্জন এমনি অনুরাগ ও আনন্দে খাইতেন যে তাহাতে অনেক পরিমাণে পীড়ার যন্ত্রণা ও মহা কষ্টকর বমনোদ্রেক ভুলিয়া যাইতেন। তিনি বলিতেন, "আমাদিগের যে রূপ প্রকৃতি তাহাতে এইরূপ আহারই স্বাভাবিক।"

আচার্য্যদেব কমণ্ডলুতে জল খাইয়া অত্যন্ত সুখী হইতেন। যখন পীড়ার যন্ত্রণা অত্যন্ত, পরলোক গমনের দুই চারি দিন পূর্ব্বে যখন যন্ত্রণার অবধি ছিল না, তখন কমণ্ডলুতে জল খাইয়া তৃপ্ত হইতেন, এবং "আমার কমণ্ডলু কোথায়, আমার কমণ্ডলু কোথায়" বলিয়া সর্ব্বদা অনুরাগের সহিত জল চাহিতেন। তাঁহার প্রকৃতি এমনি ছিল যে, এক সামান্য কমণ্ডলু দেখিয়া তাহার ভিতর বৈরাগ্য, ঈশা, মুসা, শাক্য ও যোগী ঋষি এবং স্বর্গ সকলি দর্শন করিয়া সুখী হইতেন।

বিনয়ী কেশব।

শ্রীকেশবচন্দ্র ধনীকে ধনের জন্য বড় জানিয়া ধনীর নিকট নীচু হইয়া দাঁড়াইতেন; বিদ্বান্‌কে বিদ্যার জন্য বড় জানিয়া বিদ্বানের নিকটও নীচু হইয়া দাঁড়াইতেন।

একবার প্রচারকেরা উৎসবের পূর্ব্বে জীবনের উপযুক্ত ভাব না দেখানতে যেখানে তাঁহাদের জুতা ছিল সেইখানে গিয়া সকলের জুতার উপর মাথা দিয়া পড়িয়া রহিলেন। তাঁহার নিজের পা ছুঁইতে এক কালে নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি এই কথাটী অনেক বার বলিতেন—আমি আর বিষয় জানি না জানি, এটি আমি নিশ্চয় জানি যে আমি ইংরাজী জানি না। একবার তিনি কোন বন্ধুর গৃহে গমন করিয়া দেখিলেন যে একটি দেওয়ালে ব্র্যাকেটের উপর তাঁহার অৰ্দ্ধমূৰ্ত্তি রহিয়াছে, তাহার নীচে ক্রুশে বিদ্ধ খ্রীষ্টের একটি ক্ষুদ্র মূৰ্ত্তি টাঙ্গান রহিয়াছে; তিনি তৎক্ষণাৎ খ্রীষ্টের মূৰ্ত্তিটী খুলিয়া লইয়া আপনার অৰ্দ্ধ মূৰ্ত্তির মস্তকে রাখিয়া দিলেন। তাঁহার মন্দিরের উপদেশ সকল বন্ধুরা আচার্য্যের উপদেশ বলিয়া ছাপাইয়া ছিলেন; তিনি "আচার্য্যের উপদেশ" কথা দুটী কাটিয়া তাহার স্থানে "সেবকের নিবেদন" লিখিয়াছিলেন। মৃত্যুশয্যায় ডাক্তার তাঁহাকে দুগ্ধ পানে বারবার জেদ করায় তিনি বলিলেন—"দেখ, আমি তোমার গোলাম, তুমি যখন যা বলেছ তাই করেছি; তোমরা কিছু করিতে পারিলে না তা আর আমি খাইয়া কি করিব ?" তিনি কাহাকেও কখন হুকুম করিতে জানিতেন না; রোগের সময় অত্যন্ত যন্ত্রণা কালে তোমাদের পায়ে পড়ি এই শব্দে সকলকে তাঁহার যন্ত্রণা দূর করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

কেশব চন্দ্র কে ?

[শ্রদ্ধাস্পদ উপাধ্যায় ভাই গৌর গোবিন্দ রায় মহাশয়ের বক্তৃতা হইতে সংগৃহীত]

কেশব চন্দ্র কে ? তিনি আপনাকে ঈশা মুষার দলে ফেলেন নাই এবং আমরাও তাঁহাকে ঐ শ্রেণীভুক্ত করাকে নব ধর্ম্ম সঙ্গত মনে করি না।

সমুদায় পূর্ব্ববর্ত্তী বিধানকে আত্মস্থ করা সকলকে একীভূত করা তাঁহার বিশেষ কার্য্য ছিল। যদি তিনি পূর্ব্ব মহাপুরুষগণের একশ্রেণীভুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহারা যেমন এক এক জন, তিনিও তেমনই একজন হন, তাঁহারা সকলে তাঁহাতে মিশিয়া গিয়া একজন হইবেন, ইহা সে অবস্থায় কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে ? যাঁহাদিগকে আত্মস্থ করিতে হয়, যাঁহাদের সহিত এক হইতে হয়, তাঁহাদিগের শিষ্য স্থানীয় না হইলে কদাপি চলে না। কেশবচন্দ্র এই জন্যই ঈশা মুষা প্রভৃতি সাধু মহাত্মাদিগের অনুগত সেবক ও শিষ্য বলিয়া আপনাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি বলিয়াছিলেন "বড় বড় থামের উপর বড় বড় ইমারত হয়, বড় বড় লোকেরা বড় বড় ধর্ম্মের স্তম্ভ হয়। এবার তাঁদের পদরেণু মাথায় নিতে পারে না এমন সামান্য দুর্ব্বল লোকের উপর বড় স্বর্গের ভবন (হে ঈশ্বর,) স্থাপন করিলে এই এক অলৌকিক ব্যাপার।" তাঁহার এ সকল কথায় ঈশা প্রভৃতির শিষ্যত্ব, অথচ বিধান প্রকাশ ভূমি বশতঃ বিশেষত্ব, এই দুই অতি সুন্দর রূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

লোকে কোন একটি নূতন ব্যাপার বুঝিতে পারে না। তাই এ বিধানে একদিকে শিষ্যত্ব স্বীকার, অপরদিকে পূর্ব্ববিধান প্রবর্ত্তকগণের ন্যায় বিধান প্রবর্ত্তন করিয়া ভবিষ্যদ্ দ্রষ্টৃত্ব, মহাপুরুষত্ব, মধ্যবর্ত্তিত্ব বা অবতারত্ব অস্বীকার বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হয় না।

কেশবচন্দ্র আমাদিগের মধ্যবর্ত্তী নহেন, তিনি অবতার নহেন, তিনি জগদ্‌গুরু নহেন। তিনি যখন আপনাকে এ সকল শ্রেণীভুক্ত করেন নাই, তখন আমরাও তাহা করিব না।

ঈশা, মুষা, চৈতন্য প্রভৃতির ধর্ম্মকে একীভূত করিতে কেশবচন্দ্র আসিয়াছিলেন। এই কার্য্য সাধন করিবার নিমিত্ত নববিধানের অভ্যুদয়। কেশবচন্দ্র কে ? এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় তিনি বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ। বিজ্ঞান বহুকে একে পরিণত করে, বহুকে এক করা কেশব চন্দ্রের নিয়তি ছিল। এই নিয়তি অনুসরণ করিয়া তিনি আত্ম জীবনে ও আত্মমণ্ডলীতে একত্ব সাধন করিয়াছেন তাহা নহে, বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মকে একীভূত করিয়াছেন।

মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কর্ত্তা নিউটন যখন মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্ব বাহির করিলেন, কে বলিবে তাহার পূর্ব্বে মাধ্যাকর্ষণ ছিল না ? যদিও মাধ্যাকর্ষণ পূর্ব্ব হইতে ছিল, তথাপি নিউটন যে মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কর্ত্তা ইহা কে অস্বীকার করিবে ?

বিধান সমুদায় ছিল, তাহাদের মধ্যে নিগূঢ় যোগও প্রচ্ছন্ন ভাবে বিদ্যমান ছিল, কখন কখন এই যোগের আভাস যে কাহারও মনে প্রতিভাত হয় নাই তাহাও নহে, কিন্তু একটি বিজ্ঞানসিদ্ধ মূলতত্ত্বে যে সমুদায়কে একীভূত করা কেশব চন্দ্রের কার্য্য। এই আবিষ্কৃত তত্ত্ব মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় পুরাতন সামগ্রী, কিন্তু সেই তত্ত্বটীকে সমুদায় নিবদ্ধ করিয়া এক অখণ্ড সামগ্রী জগতের নিকট আর কেহ উপস্থিত করেন নাই।

কেশব চন্দ্রের ধর্ম্ম জীবনের প্রারম্ভে তিনি শাস্ত্র, গুরু, বা কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায় কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার পক্ষে শাস্ত্র, গুরু ধর্ম্ম সকলই ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল এবং এক দর্শন ও শ্রবণ হইতে তাঁহার যাহা কিছু সকলই হইয়াছে।

কেশব চন্দ্র আপনাতে যে তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি প্রথম হইতে দেখিলেন সেই তত্ত্বের উপরে আপনার সমস্ত জীবন স্থাপন করিলেন, এবং তাহা হইতে নববিধানের অভ্যুদয় হইল। তিনি আপনাতে এ তত্ত্ব অবরুদ্ধ রাখিলেন না, সমুদায় মণ্ডলীতে ছড়াইয়া দিলেন।

তিনি আপনাকে কেবল মহাপুরুষ শ্রেণীভুক্ত করেন নাই তাহা নহে, আপনাকে যেমন ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত তেমনই ঈশা, মুষা প্রভৃতি মহাজনগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কেশব চন্দ্র পূর্ব্ববর্ত্তী সাধু মহাজনগণ হইতে আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিবেন ইহা একান্ত অসম্ভব। এমন কি, তিনি তাঁহার সহযোগী প্রেরিতবর্গকেও কখন বন্ধু বিনা শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি যে কিছু উপদেশ দিয়াছি, দিতেছি, কিংবা দিব, তাহাতে মনের সহিত কাহাকেও সম্পূর্ণ শিষ্য বলিতে পারি না, এটি আমার পক্ষে গৌরবের বিষয়। আমাকে কেহ সম্পূর্ণ গুরু বলিলে তাঁহার পরিত্রাণের পথে সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। যিনি আমার মনোগত ভাবের অনুবর্ত্তী হয়েন তিনিই আমার শিষ্য হইতে পারেন এবং তাহা হইলে তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে' আমি তাঁহার গুরু নই, ঈশ্বর তাঁহার একমাত্র গুরু।

ইদানীন্তন তিনি বলিয়াছেন, "এবারকার গুরু সে, যে বলে আমার কথা কিছু শুনিও না, আমার শিক্ষা মানিও না, যদি না পবিত্রাত্মার সহিত মিলে বুঝিতে পার।"

আমরা সকলে এক এই উদ্দেশ্যেই আমাদের মধ্যে একাকী কেহ গিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যাইত না, কিন্তু ৩।৪ জন মিলিয়া যাইলে আহ্লাদের সহিত উত্তর দিতেন এবং আনন্দিত হইতেন।

পূর্ব্বে যে সকল বিধান প্রবর্ত্তক আসিয়াছিলেন, তিনি আপনাকে তাঁহাদিগের অনুগত শিষ্য বলিয়া প্রকাশ করিলেন কেন? পূর্ব্বতন মহাপুরুষ দিগের শিষ্য না হইলে তাহাদিগের ভক্তিতত্ত্ব সকল বুঝিতে পারা কখন সম্ভব নহে এই নিমিত্ত।

তিনি যখন নব সংহিতা লেখেন, লিখিয়াছিলেন যে, "আমি যখন সংহিতা লিখিতেছি, দেখিও যেন আমি মনু প্রভৃতি সংহিতাকার দিগের সহিত একাত্মা হইয়া সংহিতা লিখিতে পারি।" তাঁহাকে এক সময় জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, আপনি জনক, নানক চৈতন্য প্রভৃতিকে আনয়ন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন করিলেন না, তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এখনও লোকের ভাব ভাল নয়। এক্ষণে কৃষ্ণের ন্যায় মহান্ ব্যক্তিকে লোকে যথাযথ ভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে না। যদি তাঁহাকে এ সময়ে লোকের সম্মুখে আনয়ন করা হয়, তাহা হইলে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবে তাঁহার উদার আচরণ বিকৃত ভাবে গৃহীত হইয়া দেশ বিলাস বাসনায় ডুবিয়া যাইবে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, লোকে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহাতে কোনরূপ কলঙ্ক ছিল না, তিনি অতি পবিত্র চিত্ত ছিলেন।

কেশব চন্দ্রের নিকট শ্রীকৃষ্ণের বিষয় শুনিবার পূর্ব্বে আমি শ্রীমদ্ভাগবত পড়িয়া ছিলাম, অথচ পড়িয়াও শ্রীকৃষ্ণের বিশুদ্ধ চরিত্র বুঝিতে পারি নাই। কেশব চন্দ্রের নিকট শ্রীকৃষ্ণের বিশুদ্ধ চরিত্রতার কথা শুনিয়া যখন দশমস্কন্ধের রাস পঞ্চাধ্যায় পাঠ করিলাম, তখন দেখিলাম যথার্থই শ্রীকৃষ্ণের বিশুদ্ধ চরিত্রতা শ্রীমদ্ভাগবত স্পষ্ট বাক্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের কথা দূরে থাকুক, যে কোন সাধকের ভিতর হইতে তিনি তাঁহার আভ্যন্তরিক বিষয় গ্রহণ করিতে সমর্থ ছিলেন।

কেশব চন্দ্রের ঈশ্বরোপাসনার বল ছিল। তিনি এক উপাসনা যোগে সমস্ত যোগী মহর্ষি দিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন। এক উপাসনার ভিতর দিয়া তাঁহার নিকট সমুদায় তত্ত্ব আসিত।

কেশব চন্দ্র কে? এ প্রশ্নের শেষ উত্তরে ইহাই বলিতেছি, তিনি আচার্য্য। তিনি ভবিষ্যদ্রষ্টা (Prophet) নহেন, গুরু নহেন, মধ্যবর্ত্তী নহেন, অবতার নহেন, তিনি আচার্য্য। তিন আচার্য্য; এই জন্যই ব্রহ্ম মন্দিরের বেদীর আসন শূন্য রাখা হইয়াছে। এই বেদী চিরদিন অবতার বাদের গুরুবাদের প্রতিবাদ করিবে এবং কেশব চন্দ্রের সহিত আমাদিগের সহোপাসকত্ব তাঁহার স্বভাবের মূলে দৃঢ় ভাবে নিবদ্ধ ছিল। সন্তানকে দেখিলে মাতার স্তনে স্বতই যেমন দুগ্ধের সঞ্চার হয়, তেমনি সহোপাসক বন্ধুদিগকে দেখিলে তাঁহার ভাবের সঞ্চার হইত। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, আমরা তাঁহার শরীরে স্থিতি কালে সহোপাসক ছিলাম, চিরদিন সহোপাসক থাকিব।

কেশব চন্দ্র কে; তিনি নবধর্ম্ম নবভাবের প্রবর্ত্তক, তিনি বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ, তিনি নিত্যকালের জন্য আচার্য্য।

—•—

কেশবচন্দ্রের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি?

কেশব চন্দ্রের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি? তিনি আপনার সম্বন্ধে আপনি বলিয়াছেন, "স্বর্গেতে তুমি একজন মানুষ প্রস্তুত করিয়াছিলে সেই মানুষ আমি। যখন তুমি পৃথিবীতে আমাকে আনিলে তখন আমি ছিলাম সদল অখণ্ড। আমি বিনয় ও অহঙ্কারের সহিত বলিতেছি আমি আসিলাম দল লইয়া আমাকে ছাড়ুক শুকাইবে। এরা যা, আমিও তা, আমিও যা, এরাও তা। আমি আর এরা একটা। এক ঈশ্বর উপরে, এক সন্তান নীচে। সমুদায় মনুষ্য সমাজ এক।"

"(ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গ) ব্রাহ্মণ, আমি চামার, কিন্তু একই ব্যবসা।"

"আমরা গোড়া যদি না মানি, যেখান থেকে ধর্ম্মের কথা আসছে তাতে যদি বিশ্বাস না রাখি, বল দেখি, পিতা, নরকের উপযুক্ত হই কিনা? দলপতির কথা যদি কেহ অগ্রাহ্য করে থাকেন সেই বিধি সম্বন্ধে, তাহলে আমার একটু সন্দেহ নাই তাদের জন্য নরক আছে। অবিশ্বাস করিলে তাঁরা নরকে যাবেন এটা নিশ্চয়। আমাকে মূর্খ জেনে পাপী জেনেও আসল

বিধির জায়গা যেখানে, সেখানে দাঁড়িয়ে যা বলি, তা এরা বিশ্বাস করেন কি না?"

"এত বড় অহঙ্কারের কথা যে, আমার কথা গ্রহণ না করিলে ভাইয়ের পরিত্রাণ হবে না, কিন্তু এরূপ অহঙ্কারের কথা সোণার অক্ষরে লেখা থাকে। এযে পরিত্রাণ লইয়া বিষয়। এ জন্য ভ্রাতৃ সম্বন্ধে আমার এত ভাবনা হয়।" এ উক্তি কি অল্প সাহসিক?

তিনি বলিয়াছেন, "বিধির এই অভিপ্রায় ছিল, গুরু হউক না হউক, আচার্য্য উপদেষ্টা শ্রেষ্ঠ হউক না হউক, একজন মধ্যবিন্দুতে দশজন আকৃষ্ট, দশজন মিলিত হইবে। যেখানে দশজন শতজন তোমাতে এক হইবে, সেখানে একটা অবলম্বন চাই। গুরু বলে মধ্যবর্ত্তী বলে মানিতে হয় না, কিন্তু ভগবানের লীলা বলে অভিপ্রায় বলে এসব মানিতে হয়।

কেশবচন্দ্রের এ সকল কথা শুনিতে আপাত একান্ত বিরুদ্ধ। "গুরুর কাছে পড়ে থাকা, গুরুর সঙ্গে ঘুরে বেড়ান, কানার মত গুরুর পথ ধরা, সে ঢের পৃথিবী দেখেছে," এ কথা যিনি বলিলেন তাঁহার আবার তদ্বিপরীত কথা বলা কি সাজে? এরূপ বিরুদ্ধ ভাষণ কেন? এ সকল বিরুদ্ধ ভাষণ নহে, ইহার আগাগোড়া মিল আছে। এই মিল দেখিতে পাইলেই তাঁহার সঙ্গে আমাদিগের কি সম্বন্ধ স্পষ্ট প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

প্রথমত তিনি আপনাকে এক অখণ্ড মানুষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। স্বর্গে ও পৃথিবীতে তিনি একজন, দুইজন নহেন, একাত্মতা সাধন তাঁহার জীবনের ব্রত। তাঁহার এই সকল কথার মধ্যে বিন্দুমাত্র অহঙ্কার নাই, সর্ব্বদা আত্মবিনাশ বিদ্যমান। সকলের একথা জানা উচিত তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদী ছিলেন না। তাঁহার মতে উপরে যেমন একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম তেমনি নিম্নে একমেবাদ্বিতীয়ং মনুষ্য। তিনি এইরূপ একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি। এই জন্য তিনি স্বীয় পরম প্রভুর নিকটে অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন "এক শরীর এক আত্মা হয়ে তোমার ভিতরে মিলিতে চাই। ভিন্নতা, স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা 'আমি, আমি' যেখানে সেখানে আমার বাস নাই, আমি সে আমি ভূতের রাজ্যে থাকিতে চাহি না।

বর্ত্তমান কালের দর্শন ও বিজ্ঞান যাহাকে Organic Unity (একাত্মতা) বলে, উহা তিনি আত্ম জীবনে সিদ্ধ করিয়া সকলকে দেখিয়াছেন। এই একাত্মতা সাধক কি প্রকারে সাধন করিবেন এই সাধনের উপায় কেশব চন্দ্র কি নির্দ্দেশ করিয়াছেন? "তুমি বাঁশী বাজাও, আর আনন্দে সেই বাঁশীর রবে সকলে নৃত্য করুক, ইহাই এই একাত্মতা সাধনের উপায়। এক সময়ে ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করিয়া না চলিলে 'এক রুচি এক ইচ্ছা এক প্রাণ কখন কেহ হইতে পারে না। অন্তরে পবিত্রাত্মার যোগে এই মিলন সম্পাদিত হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীকেশবচন্দ্র।

(শৈশবে)

বঙ্গের প্রাচীন সেন রাজাগণের বংশেই শ্রীকেশবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। এই রাজবংশ ক্রমে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিল। কেশবের পিতামহ রামকমল সেন মাসিক মাত্র ৮৲ টাকা বেতনে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে প্রথম চাকরী গ্রহণ করেন, কিন্তু মেধা অধ্যবসায় ও ধর্ম্মনিষ্ঠাবলে ক্রমে দেওয়ানী পদে অভিষিক্ত হন। তখন আবার সেন বংশের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইল। রামকমল গৌরীপুর বা গোরিফা হইতে কলিকাতা কলুটোলায় আসিয়া বাস করেন।

রামকমলের পুত্র দেওয়ান প্যারীমোহনের ঔরসে ও মা সারদা দেবীর গর্ভে ইংরাজী ১৮৩৮ সালের ১৯শে নভেম্বর প্রাতে ৭৷৷০টার সময় এই কলুটোলার বাড়ীর একটী নিভৃত অন্ধকারময় কক্ষে শ্রীকেশবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। এই কক্ষের যে স্থানে কেশব ভূমিষ্ঠ হন কেশবজননীর নির্দ্দেশমত সেই স্থানটীতে এখন শ্বেতপ্রস্তর দিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে।

এই স্থানটীর নিম্নে গঙ্গাতীরবাসী কোন সন্ন্যাসীর সাধন মঠ ছিল এবং তাহার পার্শ্ব দিয়া গঙ্গাস্রোত প্রবাহিত হইত, ইহার চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে।

যাহাহউক যখন কেশবের জন্ম হয়, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীন চন্দ্রের কঠিন পীড়া হইয়াছিল। মাতৃদেবী সেই সন্তানের সেবাতেই ব্যস্ত ছিলেন, তেমন গর্ভযন্ত্রণা অনুভব করিতে না করিতেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। সোণার বর্ণ সুন্দর সুঠাম সন্তানমুখ দর্শন করিয়া মাতৃদেবীর আনন্দের আর সীমা রহিল না, মধুর শঙ্খ ধ্বনিতে শিশুর শুভাগমন চারিদিকে ঘোষিত হইল। গর্ভাবস্থাতেই মার মনে উদয় হইয়াছিল এক অদ্ভুত সন্তান তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

যে ঘরে শিশুর জন্ম হইল সেটী সূতিকাগার নয়, পাইখানা যাইবার পথের ধারে একটী অন্ধকার ময় ছোট ঘর। এই ঘরে তিন দিন আঁতুড়ের ধোঁয়া লাগিয়া শিশু মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল, জীবন সংশয়প্রায় দেখিয়া ধোঁয়া নিবাইয়া দিয়া শিশুর জীবন রক্ষা করা হয়। আট দিন পরে মা ও শিশুকে উপরের ঘরে লইয়া যাওয়া হয়।

ক্রমে শিশুর আটকৌড়ে, জাতকর্ম্ম, অন্নপ্রাসন ইত্যাদি ধনবন্ত সেন পরিবারের উপযুক্ত মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল, শিশু শশিকলার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

পিতামহ শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন বলিয়া কেশবের যখন বয়স ৮ মাস তখন অন্নপ্রাশন হয়, রামকমল তাহার নাম শ্রীকৃষ্ণ বা জয়কৃষ্ণ রাখেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠতাত কেশবচন্দ্র রাখেন।

শিশুর রূপের সৌন্দর্য্য যেমন স্বভাবের সৌন্দর্য্যও তেমনি ক্রমে বিকশিত হইতে লাগিল।

পিতামহ রামকমল সেন বড়ই নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন। দেওয়ানী চাকরী করিয়া কতই অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, ইংরাজী বাঙ্গালা অভিধান তিনিই প্রথম সংকলন করেন, কিন্তু গৃহস্থ হইয়াও বৈরাগীর ন্যায় জীবন যাপন করিতেন এবং স্বহস্তে রন্ধন করিয়া দিনান্তে একাসনে আহার করিতেন।

পিতা প্যারীমোহন যদিও সৌখীন বাবু ছিলেন, কিন্তু অতি ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। মা সারদা দেবীর ত কথাই নাই, এমন নিষ্ঠাবতী ধর্ম্মপ্রাণা উদার-হৃদয় পর-সেবাপরায়ণা সন্তান-বৎসলা নারী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীকেশবচন্দ্র ইঁহাদেরই প্রভাবে বা অলৌকিক দৈবশক্তি প্রভাবে অতি শৈশব হইতেই অসাধারণ মানবত্ব ও ধর্ম্মজীবনের পরিচয় দেন। তাঁহার ন্যায় শান্ত শিষ্ট সুবোধ মাতৃভক্ত সর্ব্বজন-প্রিয় নির্দ্দোষ শিশু কেহ কখনও দেখে নাই। কাহারও সহিত ঝগড়া বিবাদ বা মারামারি করিতে তিনি জানিতেনই না।

একটি বার তিনি মার কাছে চারিটী গোল্লা খাব গোল্লা খাব বলিয়া বায়না করিয়াছিলেন। এ জন্য মা তাঁহাকে চড় মারেন, চড় খাইয়া কাঁদিতেছেন শুনিয়া দেওয়ান রামকমল তাঁহার জন্য চারি ঝুড়ী গোল্লা সন্দেশ আনিয়া দিয়া তাঁহার ক্রন্দন নিবারণ করেন।

একবার মা সারদা দেবী বাড়ীর অন্যান্য কুলবধূ দিগের সহিত গঙ্গাস্নানে গমন করেন। কেশবও মার সহিত যাইতে চান। মা বলেন "সেখানে অনেক লোকের গোলমাল যেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে বলবো থাকবি ত? কেশব তাই স্বীকার করাতে তাহাকেও সঙ্গে লইয়া যান। চাঁদপালের ঘাটে গিয়া মা সারদা কেশবকে একটী কোণে দাঁড়াইয়া থাকিতে বলিলেন। তিনি সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মা সারদা সঙ্গিনীদের সহিত স্নানাদি শেষ করিয়া গাড়িতে উঠিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন, কেশবকে যে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিলেন সে কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। কতক দূর আসিবার পর যখন ছেলের কথা মনে পড়িল কাঁদিয়া আকুল হইলেন, কিন্তু তখনকার কালে গাড়োয়ান সহিসের সঙ্গেও কুলবধূদিগের কথা কহিবার প্রথা ছিল না। বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন।

বাড়ীর কর্ত্তা বাবু হরিমোহন সেন ক্রন্দন শুনিয়া এবং তাহার কারণ জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ সেই গাড়ীতে কেশবের অন্বেষণে বাহির হইলেন, গিয়া দেখেন কেশবজননী তাঁহাকে ঠিক যে স্থানে দাঁড় করাইয়া বলিয়া আসিয়াছিলেন ঠিক তদবস্থায় সেই খানেই কেশব দাঁড়াইয়া আছেন।

জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন বাবু কেশবকে পাইয়া আনন্দে কোলে করিয়া চুম খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন "মারা যখন গেলেন তখন তুই গেলি না কেন?" কেশব বলিলেন, "মা যে আমাকে দাঁড়াইয়া থাকতে বলেছিলেন, তিনি ত যেতে ডাকলেন না। কি মাতৃভক্তি ও মার বাধ্যতা।

শৈশব-সঙ্গীদিগের সঙ্গে কেশব প্রায়ই নূতন নূতন খেলা খেলিতেন। ঢাক ঢোল বাজান, পূজা অর্চ্চনা করা, পোষ্টমাষ্টার বা স্কুল-মাষ্টার সাজিয়া খেলা করা, তাঁহার প্রধান খেলা ছিল। যে খেলাই খেলিতেন তাহাতে নেতা হইতেন আর সকলকে অনুচর করিতেন। গোঁসাইয়ের মত চেলীর কাপড় পরিয়া চন্দন মাখিয়া সাজ সজ্জা করিতে ভালবাসিতেন। সকলে তাহা দেখিয়া তাঁহাকে গোসাঞী বলিয়া ডাকিতেন।

তাঁহার হাতে খড়ি হইবার পর হইতে পড়া শুনা করাই তাঁহার প্রধান খেলা হয়। পাছে অন্য ছেলেরা গোলমাল করে তাই তেতলার ঘরে নির্জ্জন স্থানে বসিয়া পড়া শুনা করিতেন। পড়িতে পড়িতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সেখানে ঘুমাইয়া পড়িতেন।

প্রথমে নীলু গুরুমহাশয়ের কাছে হাতে খড়ি হয়, তাহার পর একজন পণ্ডিতের কাছে বাঙ্গালা পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু অতি অল্প বয়সেই ইংরাজী শিখিবার জন্য তাঁহাকে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করা হয়। এই কলেজে তিনি প্রতি বৎসর প্রাইজ পাইতেন।

সেই শৈশবেই মস্তক ঘূর্ণন বশতঃ একদিন স্কুলে পড়িয়া যান, তাঁহার অদ্ভুত শিক্ষক ইংতে তাঁহার হাতে এমন ছুরী বসাইয়া দেন যে রক্তাক্ত হইয়া যায়, সে রক্ত না থামাতে জ্যেষ্ঠতাত সংবাদ পাইয়া ডাক্তার ডাকিয়া রক্ত বন্ধ করেন। কেশব শিক্ষকের এতই অনুগত সে এমন শিক্ষকের বিরুদ্ধেও একটুও অভিযোগ করেন নাই।

—•—

কারাচি তীর্থভ্রমণ।

দুই সহস্রাধিক মাইল দূরে সিন্ধুদেশে কারাচি নগরে আমাদিগের "ভুলোদাদা" শ্রীযুক্ত কর্ম্মযোগী নন্দলাল সেন গত ২রা অক্টোবর ১৯২৫ সালে দ্বিপ্রহর বেলা ১২টার সময় তাঁহার চির-বাঞ্ছিত ব্রহ্মানন্দধামে যাত্রা করেন। আজীবন তিনি সুস্থ সবল থাকিয়া নিজহস্তে একবেলা পাক করিতেন ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। তাঁহার তীর্থের মর্ম্মভেদী দৃষ্টি অথচ বালসুলভ কমনীয় ভাব হইতে কেহ বঞ্চিত হইতে পারে নাই। সেই সুদূর প্রবাসে যে আদর্শ নববিধানমণ্ডলী তিনি নিজ রক্তবিন্দু দ্বারা রচিত ও গঠিত করিয়া গিয়াছেন তাহার সংস্পর্শে আমরা যে কয়টী পরিব্রাজক তথায় নন্দকুটীর স্থাপনায় উপস্থিত হইয়াছিলাম, আমাদের বঙ্গদেশের আব হাওয়ার প্রতিপালিত অবিশ্বাসী হৃদয়ে সত্যই উষার ক্ষীণ আলোক প্রবেশ করিয়া আশার বারতা বলিয়া দিল "উত্তিষ্ঠত-জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নি বোধত"। তাই আজ অবনত শিরে ও সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি,—

"পিতাতব প্রেমরাজ্য আসিছে ধরাতলে,
আশাপথ চেয়ে মোরা রহিয়াছি সকলে।

দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে, নরনারী তব নামে,
রচে প্রেমপরিবার তোমার পদতলে।
পাপরাজ্য হবে ধ্বংস, বাড়িবে বিশ্বাসী বংশ,
অভিনব আর্য্যবংশ জন্মিবে দলে দলে॥"

শ্রীমদাচার্য্যদেব ও তাঁহার প্রেরিত দল এবং অনুচরবর্গের অধিকাংশ এই নশ্বর জগতে যে মহান্ চিত্রকরের আদেশে বহুমূল্য জীবন আলেক্ষ্য অঙ্কিত করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা অভিনয় সমাপ্ত করিয়া সেই মহাসিন্ধুর পরপারে গিয়া কি অনির্ব্বচনীয় সুখ চিরশান্তি ও অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন তাহা দিব্য চক্ষে দর্শন করিয়া ভুলোদাদা মুঙ্গের উৎসবে যোগদান করিবার নিমন্ত্রণ পাইয়া বলিয়াছিলেন "My mind to me Monghyr is, for me to live is Keshub." ভক্তের প্রতি ঘন গভীর অনুরাগ হেতু ভক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে ইহার নিদর্শন আমরা হীরানন্দ ও নন্দলালের জীবনে দেখিতে পাই। দুটী সাধু আত্মায় নবপ্রেমের সঞ্চার হইলে হীরানন্দ বলিলেন "আমি হীরা তুই নন্দ, আমরা দুজনে মিলে এক হীরানন্দ।" কেশব জীবনের প্রভাব হীরা ও নন্দকে সৃজন করিয়াছিল এবং এই তিনের সংস্পর্শে ত্রিবেণী সঙ্গম সিন্ধুদেশে বিদ্যমান। ইহাই নববিধানের দেবতার জীবন্ত লীলা মাহাত্ম্য। ঊনবিংশতি শতাব্দীতে কলিকাতা মহানগরী ও মুঙ্গের ভগবদ্‌লীলার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়া এবং সম্ভোগ করিয়া ধন্য হইয়াছিল এবং এই বিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান বংশ কি পূর্ব্ব পুরুষদিগের মহামূল্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী? কলিকাতার অবসাদ ও অনুদারতা এবং উদাসীনতা ছাড়িয়া দিয়া আমরা ঐ মহাসিন্ধুর ওপারে যে নিত্য উৎসবময়ী আনন্দধারা প্রবাহিত হতে দেখেছি তাহার কিঞ্চিৎ আভাস এখানে জনসাধারণের অবগতির জন্য দিতেছি। কারাচি নগরে নববিধান ব্রহ্মমন্দির এবং তৎসংলগ্ন সুবিস্তৃত ভূমি স্থানীয় মণ্ডলীর সাধনলব্ধ সম্পত্তি। তথায় প্রতিসপ্তাহে রবিবার সকালে ব্রহ্মোপাসনা হইয়া থাকে এবং অনেকগুলি আনুষ্ঠানিক এবং নিষ্ঠাবান ও নিষ্ঠাবতী ভ্রাতা ও ভগিনী নিয়মিত উপাসনায় যোগ দিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের উপাসনা সংক্ষিপ্ত আকারে সম্পন্ন হয় ও সাধন ভজন উন্মত্ততা সমুদায় সঙ্গীতে আবদ্ধ। বৃদ্ধ ডাক্তার রিউবেন সদানন্দে সর্ব্বদা নানা বাদ্যযন্ত্র সহকারে তাঁহার বালস্বভাব সুলভ নৃত্য গীত ও বাদ্যে চারিদিক মুখরিত করিয়া রাখিয়াছেন। "গাও সখে, গাও ভাই, গাও বহিন" এ কথা একবার তাঁহার মুখ হইতে নিসৃত হইলে তৎক্ষণাৎ তিন বৎসরের শিশু হইতে পিতা মাতা সঙ্গীত-সুধা বর্ষণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। তাঁরা আনন্দে গান করেন, আনন্দে নৃত্য করেন, ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া আছেন। ১৯১৩ খৃঃ অব্দে সর্ব্বধর্ম্ম সম্মিলনে আমেরিকা হইতে ডাক্তার সণ্ডারল্যাণ্ড কারাচি নগরে সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিতে আসেন সেই সময়ে তিনি ডাঃ রিউবেনকে নৃত্য গীতে বিভোর থাকিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"Ah, now I understand how David (a Jew) could dance before the arc of the Lord" আহা এখন আমি বুঝতে পাচ্ছি যে ইহাঁরই বংশধর ডেভিড কি প্রকারে শ্রীঈশার প্রেরিত বর্গের মধ্যে থাকিয়া নৃত্য করিতেন। ডাক্তার রিউবেন তথাকার অগ্রগামী উন্নত মণ্ডলীর মধ্যে আমাদিগের সঙ্গীত আচার্য্য মহাশয়কে পুনঃ সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছেন। ব্রহ্মমন্দির প্রাঙ্গনে ও মন্দিরের নীচে একদিকে ডাক্তার রিউবেন থাকেন ও তাঁহার সঙ্গে ভুলো দাদা স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে থাকিতেন। অপরদিকে পুস্তকাগার ও প্রচার কার্য্যালয় মন্দিরের সম্মুখে পুরাতন মন্দির গৃহে নেভালরায় বালিকা-বিদ্যালয়। তথায় স্থানীয় ব্রাহ্ম ও সহানুভূতিকারীগণের ছোট শিশু কন্যা ও বালকগণ ডাঃ রিউবেনের নিকট অধ্যয়ন ও সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করেন। কোমল মতি শিশুগণ কেবল যে নীরস পাঠাভ্যাস করে তাহা নহে পাঠ করিতে করিতে কেহ নৃত্য গীত করিতেছে, কেহ প্রাঙ্গণ পরিমার্জ্জিত করিতেছে কেহ বৃক্ষ রোপণ, ছেদন ও জল সঞ্চার এবং শুষ্ক পত্র ও পরিত্যক্ত কাগজ প্রভৃতিতে অগ্নি সংযোগে দাহ করিতেছে, তাহাদিগের বয়োজ্যেষ্ঠগণ ভারবহ আসবাব পত্র নাড়া চাড়া, অথিতি সৎকার ও মন্দির সংলগ্ন গৃহগুলি যেখানে প্রয়োজনমত রং লাগাইতেছে। মহিলাগণ নিশান পর্দ্দা ও motto প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন এবং দেওয়ান সাহেবগণ নিজ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া মন্দিরে তাঁহাদিগের সেবা অযাচিত ভাবে এবং অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রদান করিয়া সন্তানাদির উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছেন। এই ভাবে তাঁহারা সকলে এক মণ্ডলীভুক্ত জীবন যাপন করিতেছেন। ইহা একটী অভিনব ও আদর্শ দৃশ্য ও সমগ্র মণ্ডলী সদা সমবেত থাকিয়া এক নিত্য উৎসবময় জীবন সম্ভোগ করিয়া ধন্য হইতেছেন। ইহাই ভারতাশ্রমের জীবন।

(ক্রমশঃ)

বিনীত—শ্রীঅতুলচন্দ্র মিত্র।

ভারতবর্ষের জাতি বর্ণ ও ধর্ম্মসম্প্রদায়।—(২)

নাগা জাতি।

আসামের পার্ব্বতীয় জাতিদিগের মধ্যে নাগাজাতি প্রধান। প্রায় ১০০০০০০ সংখ্যক নাগা কাছাড়ের পূর্ব্ব উত্তর পাহাড় অঞ্চলে বাস করে। তাহারা দেখিতে বঙ্গ দেশীয় লোকের মত তাহাদের পোষাক কাল সবুজ রঙ্গে রঞ্জিত জরি দিয়া মণ্ডিত। তাহাদের প্রধান ভূষণ ছাগের চামড়ায় নানা প্রকার সূত্রে লোম গাঁথিয়া মালা করিয়া গলায় পরা। বর্শা, ঢাল, দা, চৌকী ইহাই তাহাদের জাতীয় অস্ত্র। বাঁশের খোচা তৈয়ার করিয়াও শত্রু দিগের পথ রোধ করিতে তাহারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমন করে।

তাহারা খুব সাহসী ও প্রতিশোধপরতন্ত্র। কোন শত্রু তাহাদের কাহাকেও হত্যা করিলে যত দিন না তাহার প্রতিশোধ লইতে পারে ততদিন কিছুতেই ছাড়ে না।

নাগা দিগের ধর্ম্মসংস্কার কেবল কতকগুলি কুসংস্কার। ভূত প্রেত উপদেবতার ভয় তাহাদের প্রবল, ইহাদের তুষ্টি বিধান তাহাদের পূজা অর্চ্চনা।

তাহাদের মৃত সংকার প্রণালী এক নূতন। অনেক দিন অসুখ ভুগিয়া যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় তখন বাড়ীর ভিতরেই তাহার শবদেহ একটী মাচানের উপর রাখিয়া দিন রাত তাহা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। যদি অল্প দিন মাত্র অসুখে ভুগিয়া কেহ মরে, তাহা হইলে তাহার শবদেহ নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে এক মাচাতনের উপর রাখিয়া কাপড় মুড়িয়া রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

ছয় মাস পরে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া তাহার করা হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে শোকসঙ্গীত গান ক্রন্দন অশ্রুসঞ্চালন বাজনা বাদ্য নৃত্য সকলই হয়। ভূত প্রেতের পূজাও হয়, কেন না তাহাদের নিগ্রহে এই মৃত্যু ঘটিয়াছে, ইহাই তাহাদের জাতীয় সংস্কার।

মিশমিশ।

আসামের পূর্ব্বসীমান্তে মিশমিশ জাতির বাস। পশ্চিম চীন রাজ্যের প্রাচীন অধিবাসীদিগের সহিত ইহাদের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। ইহারা কিছু খর্ব্বাকৃতি, হৃষ্টপুষ্ট অপেক্ষাকৃত গৌরবর্ণ, মঙ্গলীয় ধরণের মুখশ্রীসম্পন্ন।

তাহারা সকলেই প্রায় রঙ্গীণ কাপড় পরিধান করে। তরবারী ও বর্শা হাতে করিয়া মাথায় মুকুট পরিয়া যুদ্ধসজ্জায় বাহির হয়। নারীরা মালা ও রূপার গহণায় সজ্জিত হয়। অনেকে লম্বা লম্বা চুল রাখে ও তাতাই মাথায় বেণী বাধিয়া থাকে। কেহ কেহ চুল কাটিয়াও ফেলে। তাহারা প্রায় স্নানাবগাহন করে না এজন্য বড়ই নোংরা।

ব্যবসাই মিশমিশ জাতির জীবিকা। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কেনা বেচা করে। লৌহকারের কার্য্যে তাহারা সুনিপুণ। ঝুলন সেতু নির্ম্মাণে তাহারা সুদক্ষ।

তাহারা একত্রে কুটীর বাধিয়া বাস করে। এক এক ঘরে অনেক লোক থাকে। তাহাদের মধ্যে প্রধানেরা বাশের উচ্চ দুর্গ বাধিয়া তাহাতে শতাধিক নরনারী বাস করিতে পারে এমন ১২ কুঠারী গৃহ নির্ম্মাণ করে, কেহ কেহ ২০ কুঠারী ঘরও তৈয়ারী করে।

তাহাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত। স্ত্রী বিবাহ পুরুষের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়, প্রত্যেক স্ত্রী গো ছাগ মেষ মহিষ চরাইয়া পরিবারের অন্ন সংস্থানের সাহায্য করে, পুরুষের সঙ্গে তাহারা সমানে সকল কার্য্যে সাহায্য করিয়া থাকে। কেবল মৃগয়া বিহারে তাহার সঙ্গিনী হয় না।

গো মেষাদিচারণ মিশমিশ দিগের প্রধান সম্পদ। তাহারা সুন্দর পাহাড়ী বলদ পুষিয়া থাকে। এই সকল বলদ লইয়া তাহারা চাষ আবাদ করে না, কিন্তু কোন ভোজ উপলক্ষে বলিদান করিয়া তাহার মাংস আহার করে কিম্বা কন্যা দানের সঙ্গে এক এক বলদ দান করে। এই সকল বলদ জঙ্গলে চরিয়া খাইয়া বেড়ায় কেবল গৃহস্বামী তাহাকে প্রতিদিন একটু একটু লবণ খাওয়াইয়া থাকে তাহাতেই বলদ এমনই বাধ্য হয় যে ডাকিলে ডাক শুনিয়া থাকে।

স্ত্রীই মিশমিশ জাতির পরম সম্পদ। যাহার বাড়ীতে অনেক কন্যা আছে সেই সম্পত্তিশালী বলিয়া পরিগণিত। গরীব লোককে অনেক পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়। অর্থ দিতে না পারিলে বিবাহ হয় না।

আংশিক অর্থ দিলে বিবাহ স্থির হইতে পারে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট পণ দিতে না পারিলে কেহ স্ত্রীকে ঘরে লইয়া যাইতে পারে না।

প্রধানেরা যখন যে পশুবধ করিয়া আত্মীয় স্বজনদের ভোজ দেয় সেই সকল পশুর কঙ্কাল ঘরের চারিধারে টাঙ্গাইয়া রাখে। দেখিয়াই কে কত অতিথি সংকারপরায়ণ এই সকল কঙ্কাল দ্বারা লোকে অনুমান করিয়া লয়।

কোন প্রধানের মৃত্যু হইলে, দুই দিন পরে তাহার শবদেহ ভস্ম করিয়া সেই ভস্ম একটি ছোট ঘরে বাটীর পার্শ্বে সমাধিরূপে রক্ষা করা হয়। পশুকঙ্কাল সকল নিকটস্থ শ্মশান ভূমিতে প্রোথিত করিয়া গৃহকে শুদ্ধীকৃত করা হয়।

কোন বিপদ আপদ হইলে মিশমিশরাও মুরগী বা শুকর বলিদান করিয়া উপদেবতা দিগের শান্তি করিয়া থাকে এবং বাড়ীর সামনে একটী ডাল টাঙ্গাইয়া রাখে, তাহা দেখিয়া লোকে বুঝিতে পারে যে সে বাড়ীতে উপদেবতার নিগ্রহ উপস্থিত।

তাহাদের বিশ্বাস দেবতা বলিয়া কেহ নাই, উপদেবতাই অন্ধকারে গাছে পাতায় বাতাসে বিচরণ করে এবং গৃহস্থদিগের উপর নানা প্রকারে উপদ্রব করিয়া থাকে।

—•—

কল্পতরু সঙ্গীত।

[শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে শিশুগণ কর্তৃক গীত]

আয় ভাই যাই সবে
কল্পতরু তলে আয়।
(যে) যা চাই তাই পাবরে ভাই—
কল্পতরু তলায়।

নবশিশু জননী কল্পতরু প্রসবিনী
(যার) যা প্রয়োজন, দেনা মা স্বয়ং,
সরল প্রাণে যে চায়।

কল্পতরুর স্বরূপ, আহা কিবা অপরূপ,
ঐ যে দেখেছে, সেই মজেছে,
দেখে প্রাণ জুড়ায়।

কল্পতরু ডালে ঝোলে, যত যত ভক্তদলে,
নবশিশু আকারে, একতারে,
পাই যে রে সবায়।

সে শিশু লয়ে কোলে, মা ডাকেন সকলে,
তোরা কে নিবি, মোর সোণার চাঁদে,
আয় সবে ত্বরায়।

জ্ঞান, ধরম, করম, বিবেক, বৈরাগ্য, সরম,
ভকতি প্রীতি, সুনীতি পাবি,
নিলে যে তাঁয়।

(তবে) চল কল্পতরুতল, মিলে নবশিশুদল,
কুড়াই সুফল, হব সফল,
ব্রহ্মানন্দময়।

—•—

উদ্বোধন সংকীর্ত্তন।

(অকিঞ্চন ভক্ত ভাই ফকির দাস রায় রচিত)

দেখ, দেখ, প্রাণের হরি, হরি হৃদি বিহারী।
(ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী, যোগীজন মনলোভা)
(চিত্ত বিনোদন হরি।)
বাহিরে থেকো নারে ভাই, প্রবেশ অন্তরে,
নিত্যানন্দময় হরি কত খেলা করে।
(রসময় হরি) নববৃন্দাবন লীলা রসময় হরি
(নরহরি রূপে) আহা কিবা শোভা মরি।
দিব্য জ্ঞানে দেখ নিজ, জীবন পুরাণে,
অভ্রান্ত সে বেদবাণী জ্বলন্ত লিখনে।
(চল বিশ্বাস করি) অটল অচল হৃদে।
(বৃথা চিন্তা পরিহরি)
দয়াল হরি বলি, দেখা দাও জীবনে'
সর্ব্বত্রে দেখিব তোমায় এই আশা মনে।
(দেখা দাও হে হরি) সর্ব্বত্রে সকল হৃদে।
(ভক্ত অভক্ত হৃদে) তব পদে প্রণিপাত করি।

—•—

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

শ্রীমৎ মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ।

অতি শৈশবে পিতৃবিয়োগ হইলে জীবন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পড়িয়া রাজসিংহাসন লাভ করেন। শিক্ষাকালে ইংরাজ শিক্ষকের অধীনে সাধারণ ছাত্রের ন্যায়ই শিক্ষা লাভ করেন। রাজপুত্র হইলেও তখন রাজকীয় ঐশ্বর্য্য আড়ম্বর তাঁহার মনকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। তাহার পর বিধাতার অলৌকিক লীলায় বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক গৃহস্থ বৈরাগী-জীবনের আদর্শ প্রদর্শক নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের দেব-কন্যার সহিত উদ্বাহিত হইয়া, ব্রহ্মানন্দের জীবন প্রভাবে তাঁহার জীবনের স্বাভাবিক বৈরাগ্যের ভাব যে যথেষ্ট পরিমাণে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল ইহা বলা বাহুল্য।

অর্থকে তিনি অর্থই জ্ঞান করিতেন না। যখন দরিদ্রকে দান করিতেন টাকা মোহর হাতে যাহা উঠিত তাহাই মুক্তহস্তে দান করিতেন। শ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবীর রোগমুক্তি-উপলক্ষে তিনি "হরির লুটের" ন্যায় টাকা মোহর ছড়াইয়াছিলেন। অপরিচিত বিপন্ন ভদ্রসন্তান দুরবস্থায় জন্য সাহায্য ভিক্ষা করিলে খামের ভিতর বন্ধ করিয়া সহস্র মুদ্রার নোটও দান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

কলিকাতা বা কোচবিহার ব্রহ্মমন্দিরেও হয় ছোট ছোট শিশুদের কাছে, নয় নিতান্ত নিম্ন পদস্থ গরীব কর্ম্মচারীর পার্শ্বে দীনবেশে বসিয়া উপাসনায় যোগদান করিতেন। শিকার ক্যাম্পে গিয়াও উপাসনায় নিরত নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীর পার্শ্বে বসিয়া প্রার্থনায় যোগ দিতেন। কেশবচন্দ্রের কাছে বসিয়া রোপ্য পাত্রস্থ অন্ন ভূমিতে ঢালিয়া আহার করিতেও আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। আচার্য্যের গাড়ীর সহিসের স্থানে দাঁড়াইয়া যাইতেও অপমান বোধ করিতেন না।

স্বদেশের সেবার্থ যখন টেয়াই যুদ্ধে সৈনিক ব্রত লইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমন করেন, তখন সামান্য কম্বল পায়ে তৃণ শয্যাতেও রাত্রি যাপন করিতেন ও সামান্য চানা খাইয়া আনন্দচিত্তে দিন কাটাইয়াছেন। সামান্য সেবককে ঘৃণা করিতে দেখিলে নিতান্তই ক্ষুব্ধ হইতেন। কোথায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে অনেক সময় নিজেই আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি গুছাইয়া লইতেন।

শুনা যায় সংসারের সুখ ঐশ্বর্য্য যে নিতান্ত তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর তাহা প্রায়ই নানাপ্রকার ভাবে পরিচয় দিতেন অথচ রাজপদোচিত আত্মসম্মান রক্ষা করিতে সদাই নিরত থাকিতেন।

আমাদিগের প্রিয় আচার্য্য শ্রীমান্ মহারাজাকে একবার তাঁহার শুভ জন্মদিন উপলক্ষে সেই উপদেশ দিয়া পত্র লেখেন। নববিধানাচার্য্যের যে উপদেশ সকল অনুসরণ ও তাঁহার পুত্রগণের জীবনে সঞ্চার করিতে কতই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং তাঁহার পরিবার যাহাতে নববিধানের আদর্শে গঠিত হয় কতই তাঁহার প্রাণগত সাধ ছিল। তিনি রাজপুত্রগণকে নববিধানে দীক্ষিতও করিয়াছিলেন। রাজ্যাভিষেকও তিনি নবধর্ম্ম অনুসারে গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে শ্রীমৎ আচার্য্যদেব প্রার্থনায় বলেন :—

"দীনদয়াল, আজ সিংহাসনে বসাইয়া তুমি তোমার সন্তানকে তোমার বিধি পূর্ণ করিতে আহ্বান করিবে। প্রাণের ভিতর বিশ্বাস করিতেছি যে, তোমার বিধি পূর্ণ হইল। তুমি যখন বলিলে চাই, তখন আর কিছু শুনিলাম না, বিপদের মধ্যে অন্ধকারে সেই কন্যাকে ফেলিয়া দিলাম। তুমি যখন চাহিলে, বলিলে আমি বেহারে অমৃত ঢালিব, আমি দুই দেশের দুই

শাখায় বিবাহ দিব, তুই প্রদেশে বদ্ধ করিব, কন্যা দাও, আমি দুই দেশের মিলন করিব, আমি নবরক্ত দিয়া নব ইস্রেল এই বেহারকে নির্ম্মল করিব, তুমি কাণে কাণে বলিলে আর আমি মাথা দিলাম, দুঃখিনী কন্যা দিলাম। কিন্তু আমি এক দিনের জন্য মনে করি নাই সম্পদ, মান, ঐশ্বর্য্যের জন্য দিয়াছি। আমি তোমার আজ্ঞা পালন করিলাম। দুই দেশ এক হইল। আজ মা এক কোলে রাজা, এক কোলে রাণীকে লইয়া মাঝখানে ছোট রাজ কুমারকে লইয়া বেহার কোলে করে বোস। আজি বিধান পূর্ণ হইল। সুনীতির সঙ্গে সুনীতি আলোক পরিত্রাণ কুচবিহারে প্রবেশ করিবে। এই সমারোহের সময় কুচবিহারের উপর স্বর্গ হইতে পুষ্প বর্ষণ হউক।" ভক্তের এই প্রার্থনা পূর্ণ হইবেই হইবে।

বাস্তবিক রাজ্যকে যথার্থই এক আদর্শ রাজ্যে পরিণত করিতে মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল।

স্বাধীনতা-প্রিয়তাবশতঃ পুত্রগণ বা রাজ-কর্ম্মচারী কাহারও স্বাধীনতায় তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন না। রাজকীয় বিষয়ে কর্ম্মচারীদিগের নিকট দীনভাবে উপদেশ লইতেন, ইহা তাঁহার কার্য্যেই প্রমাণিত। কোচবিহারকে তিনি সত্যই নবজীবন দান করিয়াছেন।

কিন্তু হায়! কয়েক বৎসর মাত্র রাজ্য করিতে না করিতেই দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। "আমার কার্য্য আর কে করিবে" এই বলিয়া সুচিকিৎসার্থ বিদেশে যাত্রা করেন। যাত্রার পূর্ব্বে একদিন একাকী রাজপ্রাসাদস্থ উদ্যানে গিয়া যে গৃহে শৈশবে তিনি অধ্যয়ন করিতেন ঠিক তাহার সম্মুখস্থ ভূখণ্ডই তাঁহার ভস্মাবশেষ রক্ষার সমাধিস্থান হইবে বলিয়া আপনিই তাহা নির্দ্দেশ করেন। ইহাও তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতারই পরিচয়।

মহাপ্রয়াণকালে সহধর্ম্মিণী মহারাণী সুনীতি দেবীকে কতই সান্ত্বনা দিয়া শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের ছবি দর্শন করিতে করিতে "পরিণামে শান্তি" লাভাকাঙ্ক্ষা হইয়া পরম জননীর ক্রোড়ে আরোহণ করেন। তাঁহার পবিত্র দেহাবশিষ্ট যেমন এখন এই "কেশবাশ্রমেই" রক্ষিত, তাঁহার দিব্য আত্মাও ব্রহ্মানন্দ কেশবাত্মা সঙ্গে মিলিত ইহাই দেখিয়া তাঁহার পরলোকগমন শোক আমরা আজ সংবরণ করি।

—০—

সংবাদ।

শারদীয় উৎসব—গত ২১শে অক্টোবর পুরীর সিবিল সার্জ্জেন ডাঃ প্রেমানন্দ দাসের সমুদ্রতীরস্থ সুরম্য আবাসের ছাদের উপর ঠিক পূর্ণ চন্দ্রোদয় সময়ে শারদীয় উৎসব হয়। পুরী প্রবাসী অনেকগুলি ব্রহ্ম ব্রাহ্মিকা, বিশ্বাসী বিশ্বাসিনী যোগদান করেন। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। ভবানীপুরের ডাঃ বসু ও আর একটী মহিলা সময়োপযোগী সঙ্গীত করিয়া সকলকে মোহিত করেন। ডাঃ প্রেমানন্দ ও তাঁহার পুত্র উপাসনান্তে সকলকে জলযোগ করাইয়া আপ্যায়িত করেন।

জগদ্ধাত্রীপূজা—গত ১১ই নবেম্বর শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়, জগদ্ধাত্রী জগৎ প্রসবিনী হইয়া জগৎকে প্রসব করেন। তিনিই আবার মানবের অজ্ঞানতা বা হস্তীমূর্খতা বিনাশ করিয়া ভক্ত সিংহপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিতা হইয়া স্বয়ং পাপ পতন হইতে ধরিয়া রাখেন ইহাই জগদ্ধাত্রীরূপে মাতৃ পূজার বিশেষ শিক্ষা উপলব্ধ হয়।

বিশেষ উপাসনা—রামকৃষ্ণপুর নিত্যধামে গত ১৬ই কার্ত্তিক ভ্রাতা লোকনাথ মল্লিকের পীড়া শান্তি স্বস্ত্যয়ন উদ্দেশ্যে বিশেষ উপাসনা হয়।

গত ৮ই নবেম্বর শ্রীশ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবী তাঁহার রাঁচি প্রবাসে বিশেষ উপাসনা করেন। ভাই প্রিয়নাথ ভক্ত কন্যার পরীক্ষাময় জীবনে বিধান জননীর অনির্ব্বচনীয় লীলা স্মরণ করিয়া বিশেষ প্রার্থনা করেন।

ভাই প্রিয়নাথ ৬ই নবেম্বর রাঁচিতে পৌছিয়া স্থানীয় কয়েকটী ব্রাহ্ম পরিবারে গিয়া প্রার্থনা করেন।

পরলোক গমন—পাবনা, মুলকান্দী গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র রায় মহাশয় গত ১৩ই আশ্বিন লিখিয়াছেন, আপনাদিগের বহু পুরাতন, ধর্ম্মতত্ত্বের গ্রাহক দীন দয়াল রায় দিনাজপুর বাসা ভবনে হঠাৎ সন্ন্যাসরোগে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার নশ্বর দেহ শ্মশানে লইবার কালে সহরের বালকদের একদল, বৃদ্ধ ও যুবকদিগের একদল মহা সঙ্কীর্ত্তন করিয়া লইয়া গিয়া সৎকার করেন, এইরূপ সমারোহ দিনাজপুরে অনেক দিন হয় নাই। তাঁহার ৫ ছেলে শ্রাদ্ধাদি সুচারুরূপে করিয়াছেন। এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্ত্রী পুরুষ প্রায় ২০০ শত ভক্ত একত্র হইয়া তাঁহার আত্মার সদ্গতির জন্য প্রার্থনাদি করেন। তাঁহার দেশের হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহার অভাব অনুভব করিয়া সর্ব্বদা দুঃখ করিতেছে। তিনি জাতি নির্ব্বিশেষে সকলকেই সমান ভাল বাসিয়া গিয়াছেন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—বিগত ৮ই আশ্বিন ২৫শে সেপ্টেম্বর শনিবার বালেশ্বর সিদ্ধিয়া যোগাশ্রমের বৃদ্ধ সাধক শ্রীমৎ পদ্মলোচন দাস মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই প্রমথলাল সেন আচার্য্য ও পৌরহিত্যের কার্য্য করিয়াছেন ও ভ্রাতা অখিলচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত উদয়চাঁদ দাস অধ্যক্ষতার কার্য্য করিয়াছেন। প্রাচীন ব্রাহ্ম ভগবানচন্দ্র দাস মহাশয় স্বর্গগত আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া সকাতরে প্রার্থনা করেন। যোগাশ্রমের প্রাঙ্গণেই সমাধি স্থাপন হইয়াছে। ভক্ত পদ্মলোচনের জামাতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান শোককারীর প্রার্থনা করেন। বালেশ্বর হইতে অনেকগুলি ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা সিদ্ধিয়া যোগাশ্রমে যাইয়া এই পারলৌকিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

কল্পতরু ডালে ঝোলে, যত যত ভক্তদলে,
নবশিশু আকারে, একভারে,
পাই যে রে সবায়।
সে শিশু লয়ে কোলে, মা ডাকেন সকলে,
তোরা কে নিবি, মোর সোণার চাঁদে,
আয় সবে ত্বরায়।
জ্ঞান, ধরম, করম, বিবেক, বৈরাগ্য, সরম,
ভকতি প্রীতি, সুনীতি পাবি,
নিলে যে তাঁয়।
(তবে) চল কল্পতরুতল, মিলে নবশিশুদল,
কুড়াই সুফল, হব সফল,
ব্রহ্মানন্দময়।

—•—

উদ্বোধন সংকীর্ত্তন।

(অকিঞ্চন ভক্ত ভাই ফকির দাস রায় রচিত)

দেখ, দেখ, প্রাণের হরি, হরি হৃদি বিহারী।
(ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী, যোগীজন মনলোভা)
(চিত্ত বিনোদন হরি।)
বাহিরে থেকো নারে ভাই, প্রবেশ অন্তরে,
নিত্যানন্দময় হরি কত খেলা করে।
(রসময় হরি) নববৃন্দাবন লীলা রসময় হরি
(নরহরি রূপে) আহা কিবা শোভা মরি।
দিব্য জ্ঞানে দেখ নিজ, জীবন পুরাণে,
অভ্রান্ত সে বেদবাণী জ্বলন্ত লিখনে।
(চল বিশ্বাস করি) অটল অচল হৃদে।
(বৃথা চিন্তা পরিহরি)
দয়াল হরি করি, দেখা দাও জীবনে'
সর্ব্বত্রে দেখিব তোমায় এই আশা মনে।
(দেখা দাও হে হরি) সর্ব্বত্রে সকল হৃদে।
(ভক্ত অভক্ত হৃদে) তব পদে প্রণিপাত করি।

—•—

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

শ্রীমৎ মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ।

অতি শৈশবে পিতৃবিয়োগ হইলে জীবন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পড়িয়া রাজসিংহাসন লাভ করেন। শিক্ষাকালে ইংরাজ শিক্ষকের অধীনে সাধারণ ছাত্রের ন্যায়ই শিক্ষা লাভ করেন। রাজপুত্র হইলেও তখন রাজকীয় ঐশ্বর্য্য আড়ম্বর তাঁহার মনকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। তাহার পর বিধাতার অলৌকিক লীলায় বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক গৃহস্থ বৈরাগী-জীবনের আদর্শ প্রদর্শক নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের দেব-কন্যার সহিত উদ্বাহিত হইয়া, ব্রহ্মানন্দের জীবন প্রভাবে তাঁহার জীবনের স্বাভাবিক বৈরাগ্যের ভাব যে যথেষ্ট পরিমাণে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল ইহা বলা বাহুল্য।

অর্থকে তিনি অর্থই জ্ঞান করিতেন না। যখন দরিদ্রকে দান করিতেন টাকা মোহর হাতে যাহা উঠিত তাহাই মুক্তহস্তে দান করিতেন। শ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবীর রোগমুক্তি-উপলক্ষে তিনি "হরির লুটের" ন্যায় টাকা মোহর ছড়াইয়া ছিলেন। অপরিচিত বিপন্ন ভদ্রসন্তান দুরবস্থার জন্য সাহায্য ভিক্ষা করিলে খামের ভিতর বন্ধ করিয়া সহস্র মুদ্রার নোটও দান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

কলিকাতা বা কোচবিহার ব্রহ্মমন্দিরেও হয় ছোট ছোট শিশুদের কাছে, নয় নিতান্ত নিম্ন পদস্থ গরীব কর্ম্মচারীর পার্শ্বে দীনের বেশে বসিয়া উপাসনায় যোগদান করিতেন। শিকার ক্যাম্পে গিয়াও উপাসনায় নিরত নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীর পার্শ্বে বসিয়া প্রার্থনায় যোগ দিতেন। কেশবচন্দ্রের কাছে বসিয়া রোপ্য পাত্রস্থ অন্ন ভূমিতে ঢালিয়া আহার করিতেও আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। আচার্য্যের গাড়ীর সহিসের স্থানে দাঁড়াইয়া যাইতেও অপমান বোধ করিতেন না।

স্বদেশের সেবার্থ যখন টেরাই যুদ্ধে সৈনিক ব্রত লইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমন করেন, তখন সামান্য কম্বল পায়ে তৃণ শয্যাতেও রাত্রি যাপন করিতেন ও সামান্য চানা খাইয়া আনন্দচিত্তে দিন কাটাইয়াছেন। সামান্য মেথরকে ঘৃণা করিতে দেখিলে নিতান্তই ক্ষুব্ধ হইতেন। কোথায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে অনেক সময় নিজেই আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি গুছাইয়া লইতেন।

শুনা যায় সংসারের সুখ ঐশ্বর্য্য যে নিতান্ত তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর তাহা প্রায়ই নানাপ্রকার ভাবে পরিচয় দিতেন অথচ রাজপদোচিত আত্মসম্মান রক্ষা করিতে সদাই নিরত থাকিতেন।

আমাদিগের প্রিয় আচার্য্য শ্রীমান্ মহারাজাকে একবার তাঁহার শুভ জন্মদিন উপলক্ষে সেই উপদেশ দিয়া পত্র লেখেন। নববিধানাচার্য্যের যে উপদেশ সকল অনুসরণ ও তাঁহার পুত্রগণের জীবনে সঞ্চার করিতে কতই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং তাঁহার পরিবার যাহাতে নববিধানের আদর্শে গঠিত হয় কতই তাঁহার প্রাণগত সাধ ছিল। তিনি রাজপুত্রগণকে নববিধানে দীক্ষিতও করিয়াছিলেন। রাজ্যাভিষেকও তিনি নবধর্ম্ম অনুসারে গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে শ্রীমৎ আচার্য্যদেব প্রার্থনায় বলেন :—

"দীনদয়াল, আজ সিংহাসনে বসাইয়া তুমি তোমার সন্তানকে তোমার বিধি পূর্ণ করিতে আহ্বান করিবে। প্রাণের ভিতর বিশ্বাস করিতেছি যে, তোমার বিধি পূর্ণ হইল। তুমি যখন বলিলে চাই, তখন আর কিছু শুনিলাম না, বিপদের মধ্যে অন্ধকারে সেই কন্যাকে ফেলিয়া দিলাম। তুমি যখন চাহিলে, বলিলে আমি বেহারে অমৃত ঢালিব, আমি দুই দেশের দুই

শাখায় বিবাহ দিব, দুই প্রদেশে বদ্ধ করিব, কন্যা দাও, আমি দুই দেশের মিলন করিব, আমি নবরক্ত দিয়া নব ইস্রেল এই বেহারকে নির্ম্মল করিব, তুমি কাণে কাণে বলিলে আর আমি মাথা দিলাম, দুঃখিনী কন্যা দিলাম। কিন্তু আমি এক দিনের জন্য মনে করি নাই সম্পদ, মান, ঐশ্বর্য্যের জন্য দিয়াছি। আমি তোমার আজ্ঞা পালন করিলাম। দুই দেশ এক হইল। আজ মা এক কোলে রাজা, এক কোলে রাণীকে লইয়া মাঝখানে ছোট রাজ কুমারকে লইয়া বেহার কোলে করে বোস। আজি বিধান পূর্ণ হইল। সুনীতির সঙ্গে সুনীতি আলোক পরিত্রাণ কুচবিহারে প্রবেশ করিবে। এই সমারোহের সময় কুচবিহারের উপর স্বর্গ হইতে পুষ্প বর্ষণ হউক।" ভক্তের এই প্রার্থনা পূর্ণ হইবেই হইবে।

বাস্তবিক রাজ্যকে যথার্থই এক আদর্শ রাজ্যে পরিণত করিতে মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল।

স্বাধীনতা-প্রিয়তাবশতঃ পুত্রগণ বা রাজ-কর্ম্মচারী কাহারও স্বাধীনতায় তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন না। রাজকীয় বিষয়ে কর্ম্মচারীদিগের নিকট দীনভাবে উপদেশ লইতেন, ইহা তাঁহার কার্য্যেই প্রমাণিত। কোচবিহারকে তিনি সত্যই নবজীবন দান করিয়াছেন।

কিন্তু হায়! কয়েক বৎসর মাত্র রাজ্য করিতে না করিতেই দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। "আমার কার্য্য আর কে করিবে" এই বলিয়া সুচিকিৎসার্থ বিদেশে যাত্রা করেন। যাত্রার পূর্ব্বে একদিন একাকী রাজপ্রাসাদস্থ উদ্যানে গিয়া যে গৃহে শৈশবে তিনি অধ্যয়ন করিতেন ঠিক তাহার সম্মুখস্থ ভূখণ্ড তাঁহার ভস্মাবশেষ রক্ষার সমাধিস্থান হইবে বলিয়া আপনিই তাহা নির্দ্দেশ করেন। ইহাও তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতারই পরিচয়।

মহাপ্রয়াণকালে সহধর্ম্মিণী মহারাণী সুনীতি দেবীকে কতই সান্ত্বনা দিয়া শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের ছবি দর্শন করিতে করিতে "পরিণামে শান্তি" লাভাকাঙ্ক্ষী হইয়া পরম জননীর ক্রোড়ে আরোহণ করেন। তাঁহার পবিত্র দেহাবশিষ্ট যেমন এখন এই "কেশবাশ্রমেই" রক্ষিত, তাঁহার দিব্য আত্মাও ব্রহ্মানন্দ কেশবাত্মা সঙ্গে মিলিত ইহাই দেখিয়া তাঁহার পরলোকগমন শোক আমরা আজ সংবরণ করি।

—•—

সংবাদ।

শারদীয় উৎসব—গত ২১শে অক্টোবর পুরীর সিবিল সার্জ্জেন ডাঃ প্রেমানন্দ দাসের সমুদ্রতীরস্থ সুরম্য আবাসের ছাদের উপর ঠিক পূর্ণ চন্দ্রোদয় সময়ে শারদীয় উৎসব হয়। পুরী প্রবাসী অনেকগুলি ব্রহ্ম ব্রাহ্মিকা, বিশ্বাসী বিশ্বাসিনী যোগদান করেন। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। ভবানীপুরের ডাঃ বসু ও আর একটী মহিলা সময়োপযোগী সঙ্গীত করিয়া সকলকে মোহিত করেন। ডাঃ প্রেমানন্দ ও তাঁহার পুত্র উপাসনান্তে সকলকে জলযোগ করাইয়া আপ্যায়িত করেন।

জগদ্ধাত্রীপূজা—গত ১১ই নবেম্বর শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়, জগদ্ধাত্রী জগৎ প্রসবিনী হইয়া জগৎকে প্রসব করেন। তিনিই আবার মানবের অজ্ঞানতা বা হস্তীমূর্খতা বিনাশ করিয়া ভক্ত সিংহপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিতা হইয়া স্বয়ং পাপ পতন হইতে ধরিয়া রাখেন ইহাই জগদ্ধাত্রীরূপে মাতৃ পূজার বিশেষ শিক্ষা উপলব্ধ হয়।

বিশেষ উপাসনা—রামকৃষ্ণপুর নিত্যধামে গত ১৬ই কার্ত্তিক ভ্রাতা লোকনাথ মল্লিকের পীড়া শান্তি স্বস্ত্যয়ন উদ্দেশ্যে বিশেষ উপাসনা হয়।

গত ৮ই নবেম্বর শ্রীশ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবী তাঁহার রাঁচি প্রবাসে বিশেষ উপাসনা করেন। ভাই প্রিয়নাথ ভক্ত কন্যার পরীক্ষাময় জীবনে বিধান জননীর অনির্ব্বচনীয় লীলা স্মরণ করিয়া বিশেষ প্রার্থনা করেন।

ভাই প্রিয়নাথ ৬ই নবেম্বর রাঁচিতে পৌছিয়া স্থানীয় কয়েকটী ব্রাহ্ম পরিবারে গিয়া প্রার্থনা করেন।

পরলোক গমন—পাবনা, মুলকান্দী গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র রায় মহাশয় গত ১৩ই আশ্বিন লিখিয়াছেন, আপনাদিগের বহু পুরাতন, ধর্ম্মতত্ত্বের গ্রাহক দীন দয়াল রায় দিনাজপুর বাসা ভবনে হঠাৎ সন্ন্যাসরোগে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার নশ্বর দেহ শ্মশানে লইবার কালে সহরের বালকদের একদল, বৃদ্ধ ও যুবকদিগের একদল মহা সঙ্কীর্ত্তন করিয়া লইয়া গিয়া সৎকার করেন, এইরূপ সমারোহ দিনাজপুরে অনেক দিন হয় নাই। তাঁহার ৫ ছেলে শ্রাদ্ধাদি সুচারুরূপে করিয়াছেন। এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্ত্রী পুরুষ প্রায় ২০০ শত ভক্ত একত্র হইয়া তাঁহার আত্মার সদ্গতির জন্য প্রার্থনাদি করেন। তাঁহার দেশের হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহার অভাব অনুভব করিয়া সর্ব্বদা দুঃখ করিতেছে। তিনি জাতি নির্ব্বিশেষে সকলকেই সমান ভাল বাসিয়া গিয়াছেন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—বিগত ৮ই আশ্বিন ২৫শে সেপ্টেম্বর শনিবার বালেশ্বর সিন্ধিয়া যোগাশ্রমের বৃদ্ধ সাধক শ্রীমৎ পদ্মলোচন দাস মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই পদ্মললাল সেন আচার্য্য ও পৌরহিত্যের কার্য্য করিয়াছেন ও ভ্রাতা অখিলচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত উদয়চাঁদ দাস অধ্যক্ষতার কার্য্য করিয়াছেন। প্রাচীন ব্রাহ্ম ভগবানচন্দ্র দাস মহাশয় স্বর্গগত আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া সকাতরে প্রার্থনা করেন। যোগাশ্রমের প্রাঙ্গণেই সমাধি স্থাপন হইয়াছে। ভক্ত পদ্মলোচনের জামাতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান শোককারীর প্রার্থনা করেন। বালেশ্বর হইতে অনেকগুলি ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা সিন্ধিয়া যোগাশ্রমে যাইয়া এই পারলৌকিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

১লা নভেম্বর ময়মনসিংহের স্বর্গীয় বিহারীকান্ত চন্দের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে ৬৯।২ এ বাড়ীতে তাঁহার ভ্রাতৃজায়া শ্রীমতী হেমলতা চন্দ বিশেষ ভাবে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করেন। ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ উপাসনা করেন শ্রীমতী হেমলতা চন্দ শ্রদ্ধা সহকারে বিহারী কান্তের জীবনের সদাচরণ সকল উল্লেখ করিয়া প্রার্থনা করেন। বিহারী বাবুর সন্তানগণের কল্যাণ কামনা তাঁহার বিশেষ প্রার্থনার বিষয় ছিল। এই উপলক্ষে শ্রীমতী হেমলতা চন্দ প্রচারাশ্রমে ২৲ টাকা, বিশেষ ভাবে প্রচার সেবার্থ ১৲ টাকা, অনাথাশ্রমে ১৲ টাকা, ব্রহ্মমন্দিরে ১৲ দান করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ২২শে অক্টোবর টাঙ্গাইলের স্বর্গীয় বিধান বিশ্বাসী প্রাচীন সাধক রাধানাথ ঘোষের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে প্রচারাশ্রমের শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী উপাসনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে রাধানাথ বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সূর্য্যচন্দ্র ঘোষ ভক্ত সেবার্থে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২৭শে অক্টোবর ২৮।১ চক্রবাড়িয়া লেনে কোচবিহারের স্বর্গীয় কুমার গজেন্দ্র নারায়ণের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী স্বামী আত্মার জীবনী উল্লেখ করিয়া বিশেষ প্রার্থনা ও পাঠাদি করেন।

২৯শে অক্টোবর স্বর্গীয় কৃষ্ণ বিহারী সেনের সাম্বৎসরিক দিনে তাঁহার কলুটোলার গৃহে ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। তাঁহার পুত্র কন্যা ও পরিবারের মধ্যে অনেকে যোগদান করেন। এই উপলক্ষে কন্যা শ্রীমতী সরমা দেবীর ২৲ টাকা দান।

৩১শে অক্টোবর ৯৭নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে রায় বাহাদুর যোগেন্দ্র লাল খাস্তগির ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল খাস্তগিরের পিতৃদেবের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। রায় বাহাদুর যোগেন্দ্র লাল খাস্তগীর পিতার সাধক জীবনের বিশেষ কাহিনী উল্লেখ করিয়া প্রার্থনা করেন। আত্মীয় বান্ধব কেহ কেহ এ অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। এই উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে ৩৲ টাকা দান করেন।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক—গত ৭ই ডিসেম্বর কোচবিহারের কুমার হিতেন্দ্রনারায়ণের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে রাঁচি কোচবিহার হাউস নামক নির্জ্জন বাসে প্রবাসে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ এই উপাসনায় আহূত হইয়া আকুল প্রাণে উপাসনা করেন। গভীর শোকাহত অথবা জীবন্ত বিশ্বাসপূর্ণ প্রাণে ভক্ত দেবকন্যা মহারাজ মাতা মহারাণী সুনীতি দেবী সজল নেত্রে আদরের কনিষ্ঠ সন্তানকে দিব্যালোকে পরম জননীর ক্রোড়ে দর্শন করিয়া প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা করেন। আমাদের পুরাতন বন্ধু স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যা মিসেস পি. এন, বসু তাঁহার কন্যাদের লইয়া হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীত করেন। এই উপলক্ষে কোচবিহারে কেশবাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয় ও দরিদ্রদিগকে চাউলাদি বিতরণ করা হয়। এই উপাসনা দিনে মহারাণী দেবী বিশেষ ভাবে পেন্সিয়ন প্রচারক ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর পীড়ার সেবার জন্য ২০৲ টাকা প্রেরণ করেন।

কৃতজ্ঞতা—শ্রদ্ধাস্পদ ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী মহাশয়ের সেবার শুশ্রুষার জন্য শ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবী সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া যে ২০৲ টাকা অর্থ দান করিয়াছেন এই দান পাইয়া কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন।

ভ্রম সংশোধন—গত ১৬ই আশ্বিন ও ১লা কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্বে স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক সংবাদ "শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনাথ রায়" না হইয়া বাবু রাজেন্দ্র প্রকাশ হইবে এবং "বাবু দীনেশচন্দ্র সান্ন্যাল" না হইয়া বাবু সীতেশচন্দ্র সান্ন্যাল হইবে। এই ভুলের জন্য আমরা বড়ই দুঃখিত।

এই সংখ্যায় ১৯০ পৃষ্ঠায়, ২য় কলমে, দুর্গোৎসব মধ্যে সাধনেও তাহা সম্ভোগের স্থানে "সাধনে ও তাহা সম্ভোগের" হইবে ও ১৯১ পৃষ্ঠায় ১ম কলমে জন্মোৎসবের মধ্যে শিবের শিবত্ব স্থানে "শবত্ব" হইবে এবং ১৯৩ পৃষ্ঠায় ১ম কলমে তীর্থ ভ্রমণের মধ্যে উপাসনান্তে স্থানে "উষাকীর্ত্তনান্তে" ও পয়সা না দিয়া স্থানে "পয়সা দিয়া" হইবে।

দানপ্রাপ্তি—১৯২৬, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে প্রচার ভাণ্ডারে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে।

মাসিক দান।—আগষ্ট, ১৯২৬।

শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার মজুমদার ১৫৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন সেন ২৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র মোহন সেন ২৲, শ্রীমতী ভক্তিমতী মিত্র ২৲, শ্রীমতী সরলা দাস ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন ১৲, শ্রীমতী সুমতি মজুমদার ১৲, মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী ১৫৲, শ্রীযুক্ত জ্যোতিলাল সেন ২৲, শ্রীযুক্ত গগনবিহারী সেন ১৲, শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার হালদার ৫৲, কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ১০০৲, শ্রীযুক্ত S. N. Gupta ২৲, শ্রীযুক্ত অমৃত লাল ঘোষ ২৲, শ্রীমতী হেমন্ত বালা চাটার্জ্জি ১৲, শ্রীমতী মাধবীলতা চাটার্জ্জি ১৲, ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রলাল সেন ২৲, শ্রীমতী মনোরমা দেবী ২৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ১০৲, কোন মাননীয়া মহিলা ১০৲ টাকা।

এককালীন দান।—আগষ্ট ১৯২৬।

শ্রীযুক্ত হৃদয়চন্দ্র দাস ৫৲, (শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর জন্য) জ্যেষ্ঠ ভগ্নীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীমতী কনক নলিনী নন্দন ২৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ১০৲, (বিশেষ দান) কোন মাননীয়া মহিলা বন্ধু ২২৲, (বিশেষ দান), পৌত্রের জন্মদিন ও বিদ্যারম্ভ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত ১৲, পিতৃ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত হাসমত রাও টাহিলরাম শিবদাসনী ৫৲, স্বর্গগত ভক্তিভাজন ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীমতী মাখন মনি বসু ১৲, রায় ব্রাদার্স হইতে দান প্রাপ্তি ৬।৵১০, স্বর্গীয় দীন নাথ দত্ত ফণ্ডের ১৯২৫ সনের চা বাগানের অংশ ১৭৫৲ টাকা।

মাসিক দান।—সেপ্টেম্বর ১৯২৬।

কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ১০০৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন সেন ৮৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র মোহন সেন ২৲, শ্রীমতী ভক্তিমতী মিত্র ২৲, শ্রীমতী সরলা দাস ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন ১৲, মেজর জ্যোতিলাল সেন ২৲, শ্রীমতী সুমতি মজুমদার ১৲, মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী ১৫৲, রায় বাহাদুর ললিত মোহন চট্টোপাধ্যায় ৪৲, শ্রীযুক্ত খড়্গসিংহ ঘোষ ৬৲, শ্রীযুক্ত S. N. Gupta ২৲, শ্রীমতী হেমন্তবালা চট্টোপাধ্যায় ৪৲, শ্রীমতী মাধবীলতা চট্টোপাধ্যায় ১৲ ডাক্তার সত্যেন্দ্রলাল সেন ২৲, শ্রীযুক্ত অমৃত লাল ঘোষ ২৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার ৫৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ১০৲ কোন মাননীয়া মহিলা ১০৲ টাকা।

এককালীন দান।—সেপ্টেম্বর ১৯২৬।

পৌত্রীর জন্ম উপলক্ষে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত ১৲, কনিষ্ঠ পুত্রের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ডাক্তার জগমোহন দাস ৪৲, দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে ডাক্তার শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ রায় ১০৲, স্বর্গগত ভাই রামচন্দ্র সিংহের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তৎপুত্র শ্রীযুক্ত জনকচন্দ্র সিংহ ১৲, শ্রীযুক্ত S. C. Mozumder ১০৲, পিতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার মজুমদার ২৲, তাঁহার মাতৃ দেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ২৲ শ্বশ্রূ মাতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ২৲, ভ্রাতুষ্পুত্রের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২৲, ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহে ২৲ শ্রীমতী সরোজিনী সরকার ২৲, শ্রীযুক্ত রেওয়া চাঁদ হিরাসিংহ ২১৲, শ্রীযুক্ত হসমত রায় ১০৲, পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীমতী শশাঙ্কপ্রভা দত্ত ৪৲, পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বিবেক মোহন সেহানবিশ ১৫৲ টাকা।

আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে দাতাদিগকে প্রণাম করি। ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ তাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত হউক।

—•—

LIST OF THE WORKS OF SRI BRAHMANANDA KESHUB CHUNDER SEN

		Rs.	As.
Lectures in India (English Edition) Part I and II Each	...	3	0
Lectures in England—in one Volume	...	2	8
A Brief Reminiscence of the Minister	...	0	1
Keshub Chunder Sen's Portrait	...	1	0
Minister in the attitude of Prayer	...	0	8
The New Samhita (in English)—(Pocket Edition)	...	0	4
Prayers—A complete record of all the Prcyers. Arranged in chronological order Parts II		1	0
The New Dispensation—The Religion of Harmony—Vol. I & Vol II (Arranged in chronological order revised and enlarged)—each	...	1	8
True Faith (new edtion)	...	0	4
Essnys—Theological and Ethical—in one volume	...	1	8
Discourses and writings—Part I	...	0	8

সেবকের নিবেদন ১ম খণ্ড হইতে ৫ম খণ্ড	৩॥০
(নূতন সংস্করণ) সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত	১৲
দৈনিক প্রার্থনা ১ম ও ২য় খণ্ড (নূতন পুস্তক) প্রতি খণ্ড	১৲
আচার্য্যের উপদেশ ১ম খণ্ড হইতে ১০ম খণ্ড	১০৸০
দৈনিক উপাসনা (নূতন প্রকাশিত)	।০
সঙ্গত (সঙ্গত সভার আলোচনা)	১৲
প্রার্থনা—(ব্রহ্মমন্দির)	।৵০
কালানুক্রমিক সূচীপত্র	৶০
পরিচারিকা ব্রত	৴১০
অধিবেশন—(ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন কার্য্য বিবরণ)	॥০
উপাসনা প্রণালী	৴০
নবসংহিতা (নূতন সংস্করণ)	৸০
প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ	।৵০
আচার্য্যের উপদেশ ১ম হইতে ৮ম খণ্ড—প্রতিখণ্ড	।০
দৈনিক প্রার্থনা (কমলকুটীর) ১ম হইতে ৮ম খণ্ড (প্রতি খণ্ড)	।০
হিমালয়ের প্রার্থনা ২য় ও৩য় (প্রতি খণ্ড)	।০
মাঘোৎসব (নূতন সংস্করণ)	
সাধু সমাগম (নূতন সংস্করণ)	।০
ঐ পরিশিষ্ট	৴৫
কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ	৴২০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার	৴১০
কতকগুলি ধর্ম্মকথা	৴১০
কতকগুলি প্রশ্নোত্তর	৴১০
জীবনবেদ	॥০

—•—

Edited. on behalf of the Apostolic Durbar, New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১লা নভেম্বর ময়মনসিংহের স্বর্গীয় বিহারীকান্ত চন্দের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে ৬৯।২ এ বাড়ীতে তাঁহার ভ্রাতৃজায়া শ্রীমতী হেমলতা চন্দ বিশেষ ভাবে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করেন। ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ উপাসনা করেন শ্রীমতী হেমলতা চন্দ শ্রদ্ধা সহকারে বিহারী কান্তের জীবনের সদাচরণ সকল উল্লেখ করিয়া প্রার্থনা করেন। বিহারী বাবুর সন্তানগণের কল্যাণ কামনা তাহার বিশেষ প্রার্থনার বিষয় ছিল। এই উপলক্ষে শ্রীমতী হেমলতা চন্দ প্রচারাশ্রমে ২৲ টাকা, বিশেষ ভাবে প্রচার সেবার্থ ১৲ টাকা, অনাথাশ্রমে ১৲ টাকা, ব্রহ্মমন্দিরে ১৲ দান করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ২২শে অক্টোবর টাঙ্গাইলের স্বর্গীয় বিধান বিশ্বাসী প্রাচীন সাধক রাধানাথ ঘোষের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে প্রচারাশ্রমের শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী উপাসনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে রাধানাথ বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সূর্য্যচন্দ্র ঘোষ ভক্ত সেবার্থে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২৭শে অক্টোবর ২৮।১ চক্রবাড়িয়া লেনে কোচবিহারের স্বর্গীয় কুমার গজেন্দ্র নারায়ণের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী স্বামী আত্মার জীবনী উল্লেখ করিয়া বিশেষ প্রার্থনা ও পাঠাদি করেন।

২৯শে অক্টোবর স্বর্গীয় কৃষ্ণ বিহারী সেনের সাম্বৎসরিক দিনে তাঁহার কলুটোলার গৃহে ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। তাঁহার পুত্র কন্যা ও পরিবারের মধ্যে অনেকে যোগদান করেন। এই উপলক্ষে কন্যা শ্রীমতী সরমা দেবীর ২৲ টাকা দান।

৩১শে অক্টোবর ৯৭নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে রায় বাহাদুর যোগেন্দ্র লাল খাস্তগির ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল খাস্তগিরের পিতৃদেবের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। রায় বাহাদুর যোগেন্দ্র লাল খাস্তগীর পিতার সাধক জীবনের বিশেষ কাহিনী উল্লেখ করিয়া প্রার্থনা করেন। আত্মীয় বান্ধব কেহ কেহ এ অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। এই উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে ৩৲ টাকা দান করেন।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক—গত ৭ই ডিসেম্বর কোচবিহারের কুমার হিতেন্দ্রনারায়ণের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে রাঁচি কোচবিহারে হাউস নামক নির্জ্জন বাসে প্রবাসে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ এই উপাসনায় আহূত হইয়া আকুল প্রাণে উপাসনা করেন। গভীর শোকাহত অথবা জীবন্ত বিশ্বাসপূর্ণ প্রাণে ভক্ত দেবকন্যা মহারাজ মাতা মহারাণী সুনীতি দেবী সজল নেত্রে আদরের কনিষ্ঠ সন্তানকে দিব্যালোকে পরম জননীর ক্রোড়ে দর্শন করিয়া প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা করেন। আমাদের পুরাতন বন্ধু স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যা মিসেস পি. এন, বসু তাঁহার কন্যাদের লইয়া হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীত করেন। এই উপলক্ষে কোচবিহারে কেশবাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয় ও দরিদ্রদিগকে চাউলাদি বিতরণ করা হয়। এই উপাসনা দিনে মহারাণী দেবী বিশেষ ভাবে প্রেরিত প্রচারক ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর পীড়ার সেবার জন্য ২০৲ টাকা প্রেরণ করেন।

কৃতজ্ঞতা—শ্রদ্ধাস্পদ ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী মহাশয়ের সেবায় শুশ্রূষার জন্য শ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবী সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া যে ২০৲ টাকা অর্থ দান করিয়াছেন এই দান পাইয়া কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন।

ভ্রম সংশোধন—গত ১৬ই আশ্বিন ও ১লা কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্বে স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক সংবাদ "শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনাথ রায়" না হইয়া বাবু রাজেন্দ্র প্রকাশ হইবে এবং "বাবু দীনেশচন্দ্র সান্যাল" না হইয়া বাবু সীতেশচন্দ্র সান্যাল হইবে। এই ভুলের জন্য আমরা বড়ই দুঃখিত।

এই সংখ্যায় ১৯০ পৃষ্ঠায়, ২য় কলমে, দুর্গোৎসব মধ্যে সাধনেও তাহা সম্ভোগের স্থানে "সাধনে ও তাহা সম্ভোগের" হইবে ও ১৯১ পৃষ্ঠায় ১ম কলমে জন্মোৎসবের মধ্যে শিবের শিবত্ব স্থানে "শবত্ব" হইবে এবং ১৯৩ পৃষ্ঠায় ১ম কলমে তীর্থ ভ্রমণের মধ্যে উপাসনান্তে স্থানে "ঊষাকীর্ত্তনান্তে" ও পয়সা না দিয়া স্থানে "পয়সা দিয়া" হইবে।

দানপ্রাপ্তি—১৯২৬, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে প্রচার ভাণ্ডারে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে।

মাসিক দান।—আগষ্ট, ১৯২৬।

শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার মজুমদার ১৫৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন সেন ২৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র মোহন সেন ২৲, শ্রীমতী ভক্তিমতী মিত্র ২৲, শ্রীমতী সরলা দাস ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন ১৲, শ্রীমতী সুমতি মজুমদার ১৲, মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী ১৫৲, শ্রীযুক্ত জ্যোতিলাল সেন ২৲, শ্রীযুক্ত গগনবিহারী সেন ১৲, শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার হালদার ৫৲, কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ১০০৲, শ্রীযুক্ত S. N. Gupta ২৲, শ্রীযুক্ত অমৃত লাল ঘোষ ২৲, শ্রীমতী হেমন্ত বালা চাটার্জ্জি ১৲, শ্রীমতী মাধবীলতা চাটার্জ্জি ১৲, ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রলাল সেন ২৲, শ্রীমতী মনোরমা দেবী ২৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ১০৲, কোন মাননীয়া মহিলা ১০৲ টাকা।

এককালীন দান।—আগষ্ট ১৯২৬।

শ্রীযুক্ত হৃদয়চন্দ্র দাস ৫৲, (শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর জন্য) জ্যেষ্ঠ ভগ্নীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীমতী কনক নলিনী নন্দন ২৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ১০৲, (বিশেষ দান) কোন মাননীয়া মহিলা বন্ধু ১৫৲, (বিশেষ দান), পৌত্রের জন্মদিন ও বিদ্যারম্ভ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত ১৲, পিতৃ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত হাসমত রাও টাহিলরাম শিবদাসনী ৫৲, স্বর্গগত ভক্তিভাজন ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীমতী মাখন মনি বসু ১৲, রায় ব্রাদার্স হইতে দান প্রাপ্তি ৬।৶১০, স্বর্গীয় দীন নাথ দত্ত ফণ্ডের ১৯২৫ সনের চা বাগানের অংশ ১৭৫৲ টাকা।

মাসিক দান।—সেপ্টেম্বর ১৯২৬।

কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ১০০৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন সেন ২৲, শ্রীযুক্তজিতেন্দ্র মোহন সেন ২৲, শ্রীমতী ভক্তিমতী মিত্র ২৲, শ্রীমতী সরলা দাস ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন ১৲, মেজর জ্যোতি লাল সেন ২৲, শ্রীমতী সুমতি মজুমদার ১৲, মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী ১৫৲, রায় বাহাদুর ললিত মোহন চট্টোপাধ্যায় ৪৲, শ্রীযুক্ত খড়্গসিংহ ঘোষ ৬৲, শ্রীযুক্ত S. N. Gup'a ২৲, শ্রীমতী হেমন্তবালা চট্টোপাধ্যায় ৪৲, শ্রীমতী মাধবীলতা চট্টোপাধ্যায় ১৲ ডাক্তার সত্যেন্দ্রলাল সেন ২৲, শ্রীযুক্ত অমৃত লাল ঘোষ ২৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার ৫৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ১৭৲, কোন মাননীয়া মহিলা ১০৲ টাকা।

এককালীন দান।—সেপ্টেম্বর ১৯২৬।

পৌত্রীর জন্ম উপলক্ষে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত ১৲, কনিষ্ঠ পুত্রের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ডাক্তার জগমোহন দাস ৪৲, দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে ডাক্তার শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ রায় ১০৲, স্বর্গগত ভাই রামচন্দ্র সিংহের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তৎপুত্র শ্রীযুক্ত জনকচন্দ্র সিংহ ১৲, শ্রীযুক্ত S. C. Mozumder ১০৲, পিতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার মজুমদার ২৲, তাঁহার মাতৃ দেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ২৲ শ্বশ্রূ মাতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ২৲ ভ্রাতুষ্পুত্রের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২৲, ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহে ২৲ শ্রীমতী সরোজিনী সরকার ২৲, শ্রীযুক্ত রেওয়া চাঁদ হিরাসিংহ ২১৲, শ্রীযুক্ত হসমত রায় ১০৲, পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীমতী শশাঙ্কপ্রভা দত্ত ৪৲, পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বিবেক মোহন সেহানবিশ ১৫৲ টাকা।

আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে দাতাদিগকে প্রণাম করি। ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ তাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত হউক।

—•—

LIST OF THE WORKS OF SRI BRAHMANANDA KESHUB CHUNDER SEN

		Rs.	As.
Lectures in India (English Edition) Part I and II Each	...	3	0
Lectures in England—in one Volume	...	2	8
A Brief Reminiscence of the Minister	...	0	1
Keshub Chunder Sen's Portrait	...	1	0
Minister in the attitude of Prayer	...	0	8
The New Samhita (in English)—(Pocket Edition)	...	0	4
Prayers—A complete record of all the Prcyers. Arranged in chronological order Parts II		1	0
The New Dispensation—The Religion of Harmony—Vol. I & Vol II (Arranged in chronological order revised and enlarged)—each	...	1	8
True Faith (new edtion)	...	0	4
Essnys—Theological and Ethical—in one volume	...	1	8
Discourses and writings—Part I	...	0	8

সেবকের নিবেদন ১ম খণ্ড হইতে ৫ম খণ্ড	৩৷৹
(নূতন সংস্করণ) সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত	১৲
দৈনিক প্রার্থনা ১ম ও ২য় খণ্ড (নূতন পুস্তক) প্রতি খণ্ড	১৲
আচার্য্যের উপদেশ ১ম খণ্ড হইতে ১০ম খণ্ড	১০৸৹
দৈনিক উপাসনা (নূতন প্রকাশিত)	।৹
সঙ্গত (সঙ্গত সভার আলোচনা)	১৲
প্রার্থনা—(ব্রহ্মমন্দির)	।৶৹
কালানুক্রমিক সূচীপত্র	৶৹
পরিচারিকা ব্রত	৵১৹
অধিবেশন—(ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন কার্য্য বিবরণ)	৷৹
উপাসনা প্রণালী	/৹
নবসংহিতা (নূতন সংস্করণ)	৸৹
প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ	।৶৹
আচার্য্যের উপদেশ ১ম হইতে ৮ম খণ্ড—প্রতিখণ্ড	।৹
দৈনিক প্রার্থনা (কমলকুটীর) ১ম হইতে ৮ম খণ্ড (প্রতি খণ্ড)	।৹
হিমালয়ের প্রার্থনা ২য় ও৩য় (প্রতি খণ্ড)	।৹
মাঘোৎসব (নূতন সংস্করণ)	
সাধু সমাগম (নূতন সংস্করণ)	।৹
ঐ পরিশিষ্ট	৵৫
কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ	৵১৹
ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার	৵১৹
কতকগুলি ধর্ম্মকথা	৵১৹
কতকগুলি প্রশ্নোত্তর	৵১৹
জীবনবেদ	৷৹

—•—

Edited. on behalf of the Apostolic Durbar, New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।